ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র

অধ্যায়-১: ব্যবসায়ের মৌলিক ধারণা

প্রশ্ন ▶১ জনাব জাকির হোসেন বিবিএ অনার্স পাস করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। অবশেষে বাড়িতে ফিরে নিজেদের তিন বিঘা আয়তনের পুকুরটি সংস্কার করেন। এরপর তাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্তরভিত্তিক মাছ চাষ শুরু করেন। পুকুরে পানির উপরের স্তর, মধ্যম স্তর এবং নিম্ন স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করেন। বর্তমানে জনাব জাকির হোসেন একজন জনপ্রিয় এবং সফল মাছচাষি। তার এ কার্যক্রম এখন অনেকেই অনুসরণ করছেন। *[ঢা. বো., চ. বো. ১৭]*

ক. ব্যবসায় কী? ১

খ. বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব জাকিরের গৃহীত কার্যক্রম কোন ধরনের শিল্প? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব জাকিরের গৃহীত এমন উদ্যোগ কি দেশে বেকারত্ব হ্রাসে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে? মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈধভাবে পরিচালিত যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকে (যেমন : উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয় প্রভৃতি) ব্যবসায় বলে।

খ উৎপাদিত পণ্য বা সেবার বণ্টন সংক্রান্ত যাবতীয় (ক্রয়, বিক্রয়, পরিবহন, গুদামজাতকরণ) কাজই হলো বাণিজ্য।

এটি ব্যবসায়ের পণ্য বণ্টনকারী শাখা হিসেবে বিবেচিত হয়। উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বা সেবা ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত স্থানগত, ব্যক্তিগত, সময়গত ও ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করে ভোক্তার কাছে পণ্য পৌঁছে দেওয়াই মূলত বাণিজ্যের কাজ।

গ উদ্দীপকের জনাব জাকিরের গৃহীত কার্যক্রম প্রজনন শিল্পের অন্তর্গত।

প্রজনন শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রী পুনরায় উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। এ শিল্পের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং লালন-পালন করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে পরিণত করা হয়। যেমন: নার্সারি, পোল্ট্রি ফার্ম, মৎস্য উৎপাদন প্রভৃতি এ শিল্পের উদাহরণ।

উদ্দীপকের জনাব জাকির হোসেন নিজেদের তিন বিঘা আয়তনের পুকুর সংস্কার করেন। তারপর এতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্তরভিত্তিক মাছ চাষ শুরু করেন। পুকুরে পানির উপরের স্তর, মধ্যম স্তর এবং নিম্ন স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করেন। চাষকৃত মাছ পরিচর্যা করে তিনি মানুষের ভোগের উপযোগী করে তোলেন। এছাড়া পুকুরে মাছ চাষ করে তিনি সেগুলোর বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন। এসব কাজ প্রজনন শিল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, জনাব জাকিরের কার্যক্রম প্রজনন শিল্পের অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকের জনাব জাকিরের গৃহীত উদ্যোগ দেশে বেকারত্ব হ্রাসে অবশ্যই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

যেকোনো দেশেই অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসায় বা শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে । শিল্পের উন্নয়ন ছাড়া একটি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। শিল্পের প্রসার ঘটলেই দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত হয়।

উদ্দীপকের জনাব জাকির বিবিএ অনার্স পাস করে চাকরির জন্য চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তাই তিনি নিজ উদ্যোগে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন। বর্তমানে জনাব জাকির একজন জনপ্রিয় ও সফল মাছচাষি। তার এ কার্যক্রম এখন অনেকেই অনুসরণ করছেন।

নিজ উদ্যোগে গড়ে তোলা ব্যবসায় তথা শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতির ফলে নিজ কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যদের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ হয়। দেশের বেকার সমস্যা হ্রাসে এর কোনো বিকল্প নেই।

দেশের বেকার যুবসমাজ যদি চাকরির আশায় বসে না থেকে উদ্দীপকের জনাব জাকিরের মতো নিজ উদ্যোগে এরূপ প্রকল্প গড়ে তোলে তাহলে সেখানে অনেকেরই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে তারা নিজেদের ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারবে। সুতরাং, বেকারত্ব হ্রাসে জনাব জাকিরের উদ্যোগ অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶২ জনাব সামা একজন ব্যবসায়ী। তিনি ভারত থেকে চাল আমদানি করে প্রক্রিয়াজাতকরণের পর ইংল্যান্ডের বিভিন্ন বিপণিতে বিক্রয় করেন। গত বছর তিনি যে চাল আমদানি করেছেন, তা দুই মাস পর ইংল্যান্ডে বিক্রয় করলে অনেক বেশি লাভ পেতেন। কিন্তু আমদানিকৃত চালের জন্য জায়গার ব্যবস্থা না থাকায় লাভের জন্য অপেক্ষা না করে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই তিনি বিক্রয় করতে বাধ্য হলেন। *[রা. বো. ১৭]*

ক. ব্যবসায় কী? ১

খ. শিল্প বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব সামা কোন ধরনের বাণিজ্য করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব সামা কেন তার পণ্য নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বিক্রয় করতে বাধ্য হলেন? মতামত দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈধভাবে পরিচালিত যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকে (যেমন : উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়) ব্যবসায় বলে।

খ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে রূপান্তর করা হয় তাকে শিল্প বলে।

এটি পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের সাথে জড়িত। সম্পদের রূপ বা আকার পরিবর্তনের মাধ্যমে শিল্প নতুন উপযোগ সৃষ্টি করে। যেমন: হ্যাচারি, হাঁস-মুরগির খামার, সেতু নির্মাণ প্রভৃতি শিল্পের উদাহরণ।

গ উদ্দীপকের জনাব সামা পুনঃরপ্তানি বাণিজ্যের সাথে জড়িত।

পুনঃরপ্তানি বাণিজ্যে বিদেশ থেকে পণ্যসামগ্রী আমদানি করে তা পুনরায় অন্য কোনো দেশে রপ্তানি করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে পণ্য আমদানি করে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গুণগত বা আকৃতির পরিবর্তন করা হয়। এরপর তৃতীয় কোনো দেশে তা রপ্তানি করা হয়। পুনঃরপ্তানি বাণিজ্যে তিনটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম সংঘটিত হয়।

উদ্দীপকের জনাব সামা একজন চাল ব্যবসায়ী। তিনি ভারত থেকে চাল আমদানি করেন। আমদানিকৃত চাল তিনি প্রক্রিয়াজাতকরণ করেন। অতঃপর তিনি চাল ইংল্যান্ডের বিভিন্ন বিপণিতে বিক্রয় করেন। এভাবে আমদানিকৃত চাল তিনি আবার রপ্তানি করেন। এসব বৈশিষ্ট্য পুনঃরপ্তানি বাণিজ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জনাব সামা পুনঃরপ্তানি বাণিজ্যের সাথে জড়িত।

Teachingbd

ঘ উদ্দীপকের জনাব সামা তার পণ্য গুদামজাতকরণের অভাবে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বিক্রয় করতে বাধ্য হলেন।

উৎপাদন ও ভোগের মধ্যবর্তী সময়ে বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষার জন্য ব্যবসায়ীগণ পণ্য সংরক্ষণের জন্য গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এটি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সময়গত বাধা দূর করে।

উদ্দীপকের জনাব সামা গত বছর যে চাল আমদানি করেছেন, তা দুই মাস পর ইংল্যান্ডে বিক্রয় করলে তিনি অনেক বেশি লাভ পেতেন। কিন্তু, আমদানিকৃত চালের জন্য গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা না থাকায়, লাভের জন্য তিনি সংরক্ষণ করতে পারেননি ফলে তিনি অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

বড় ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন মাল সংরক্ষণের জন্য গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা করেন। এতে পণ্যের গুণগত মান ভালো রাখা যায়। আর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পণ্য গুদামে রেখে তারপর মৌসুম অনুযায়ী পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করলে ভালো মুনাফাও অর্জন করা যায়। উদ্দীপকের জনাব সামা চাল গুদামজাতকরণ করতে না পারায় পচে যাওয়া বা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় ছিলেন। তাই তিনি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই চাল বিক্রয় করতে বাধ্য হন।

প্রশ্ন ▶৩ গণি মিয়া একজন কৃষক। তিনি জমি চাষ করার জন্য একজোড়া গরু ক্রয় করলেন। তার স্ত্রী বাজার থেকে কাপড় ক্রয় করে এনে নিজের সন্তানের জন্য জামা তৈরি করলেন এবং কিছু জামা বাজারেও বিক্রি করলেন। *[দি. বো. '১৭]*

ক. সামাজিক ব্যবসায় কী? ১

খ. 'মুনাফা হলো ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. গণি মিয়ার গরু ক্রয়ের কাজটি ব্যবসায় কিনা? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. গণি মিয়ার স্ত্রীর কার্যক্রমটি ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ প্রাপ্তির কোনো প্রত্যাশা থাকে না বরং সমাজের কল্যাণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে গঠন করা হয় তাকে সামাজিক ব্যবসায় বলে।

খ ব্যবসায়ের আয় থেকে ব্যয় বাদ দিলে, যা অবশিষ্ট থাকে তাকে মুনাফা বলে।

ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। মুনাফা হবে ধরে নিয়েই ব্যবসায়ী ব্যবসায় করলেও পণ্য বিনষ্ট হওয়া, চাহিদা হ্রাস পাওয়া, মূল্য কমে যাওয়া প্রভৃতি কারণে লোকসান হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এ ঝুঁকি না নিলে ব্যবসায় করা যায় না। সাধারণত ঝুঁকি বেশি হলে মুনাফার পরিমাণও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর যেখানে ঝুঁকি নেই সেখানে মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনাও কম হয়। তাই মুনাফাকে ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার বলা হয়।

গ উদ্দীপকের গণি মিয়ার গরু ক্রয়ের কাজটি ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ব্যবসায়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদন ও বণ্টনসহ যাবতীয় বৈধ অর্থনৈতিক কাজ করা হয়। যেমন : উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয় ইত্যাদি কাজ। কোনো কাজ শুধু অর্থ সংশ্লিষ্ট হলেই তাকে ব্যবসায় বলা যায় না। ঐ কাজ করার পিছনে অবশ্যই মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকতে হয় এবং তা আইনগতভাবে বৈধ হতে হয়।

উদ্দীপকের গণি মিয়া একজন কৃষক। তিনি তার জমি চাষ করার জন্য একজোড়া গরু ক্রয় করলেন। এখানে গরু ক্রয় করার কাজটি অর্থ সংশ্লিষ্ট হলেও এর মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের কোনো উদ্দেশ্য নেই। কেউ নিজে ভোগের জন্য কিছু ক্রয় বা উৎপাদন করলে তা ব্যবসায় হিসেবে বিবেচিত হয় না। গণি মিয়া শুধু তার পরিবারের প্রয়োজনেই গরু কিনে তা দিয়ে জমি চাষ করেন। এতে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য নেই বলে তার এ কাজটিকে ব্যবসায় বলা যাবে না।

ঘ উদ্দীপকে গণি মিয়ার স্ত্রীর জামা তৈরি করে বিক্রির কাজটিকে ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে ব্যবসায় বলা যায়।

ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনার পেছনে ব্যবসায়ীর মুনাফা অর্জনের প্রত্যাশা থাকে। কম দামে পণ্য কিনে বা কম খরচে উৎপাদন করে অধিক মূল্যে বিক্রয় করে মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টা ব্যবসায় হিসেবে গণ্য হবে।

উদ্দীপকের গণি মিয়ার স্ত্রী বাজার থেকে কাপড় ক্রয় করে নিজের সন্তানের জন্য জামা তৈরি করেন। আবার কিছু জামা বাজারেও বিক্রি করেন। এখানে তার স্ত্রী কাপড় ক্রয় করে যে অংশটুকু দিয়ে সন্তানের জামা বানান তা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়নি। নিজের পরিবারের সদস্যদের ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছে বলে এ কাজটিকে ব্যবসায় বলা যাবে না।

তবে যে জামাগুলো তিনি বাজারে বিক্রি করেন তা থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হয়। এখানে কাপড় কম দামে ক্রয় করে জামা তৈরি করে তা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাজারে বিক্রি করা হয়। সুতরাং, গণি মিয়ার স্ত্রীর এ জামা বিক্রি করার কাজটিকে ব্যবসায় বলা যায়।

প্রশ্ন ▶৪ ক, খ, গ তিন বন্ধু। ক তার হ্যাচারিতে আলো, তাপ ও বায়ু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ডিম থেকে মুরগির বাচ্চা পেয়ে থাকেন। গ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ। তিনি তথ্য লিখন ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যবসায়ে নিয়োজিত। খ, ক-এর হ্যাচারি থেকে পণ্য সংগ্রহ করেন। খ উক্ত পণ্যের চাহিদা, মূল্যস্তর, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য গ-এর নিকট থেকে সংগ্রহ করে উক্ত পণ্য সারাদেশে সরবরাহ করে থাকেন। *[দি. বো. '১৭]*

ক. ব্যবসায় কী? ১

খ. পুনঃরপ্তানি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে গ-এর কাজটি ব্যবসায়ের কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উপযোগ সৃষ্টির ভিত্তিতে ক ও খ-এর কাজের ব্যাপারে তুলনামূলক মতামত দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈধভাবে পরিচালিত যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকে (যেমন : উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়) ব্যবসায় বলে।

খ বিদেশ থেকে পণ্যসামগ্রী আমদানি করে তা পুনরায় অন্য দেশে রপ্তানি করা হলে তাকে পুনঃরপ্তানি বলে।

পণ্য আমদানি করার পর প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান বা আকার পরিবর্তন করে তা পুনরায় অন্য কোনো দেশে রপ্তানি করা যায়। উৎপাদনকারী দেশের সাথে আমদানিকারক দেশের সরাসরি ব্যবসায়িক সম্পর্ক না থাকলে সেক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

গ উদ্দীপকের গ-এর কাজটি ব্যবসায়ের প্রত্যক্ষ সেবা শাখার অন্তর্ভুক্ত।

গ্রাহকদের প্রত্যক্ষভাবে সেবাকর্ম প্রদানের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করা প্রত্যক্ষ সেবার অন্তর্ভুক্ত। চিকিৎসক, আইনজীবী ও প্রকৌশলীর কাজ প্রত্যক্ষ সেবার উদাহরণ।

উদ্দীপকের ক, খ ও গ তিন বন্ধু। তিন বন্ধু জীবনধারণের তাগিদে ভিন্ন ভিন্ন কাজের সাথে জড়িত। এদের মধ্যে 'গ' তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ। তিনি তথ্য লিখন ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যবসায়ে নিয়োজিত। তিনি তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গ্রাহকদের বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে সেবা দেন। এ সেবা পেয়ে গ্রাহক উপকৃত, তৃপ্ত বা সন্তুষ্ট হয়। এ কাজের মাধ্যমে 'গ' অর্থ উপার্জন করেন, যা ব্যবসায়ের প্রত্যক্ষ সেবা শাখার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, 'গ'-এর কাজটি ব্যবসায়ের প্রত্যক্ষ সেবার অন্তর্গত।

Teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকের 'ক' রূপগত উপযোগ এবং 'খ' স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করেন।

শিল্পের মাধ্যমে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের আকার পরিবর্তন করে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করা হয় । আর পরিবহনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য ভোক্তার কাছে পৌছানোর মাধ্যমে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করা হয়।

উদ্দীপকের ক, খ ও গ তিন বন্ধু বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। এদের মধ্যে ক তার হ্যাচারিতে আলো, তাপ ও বায়ু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ডিম থেকে মুরগির বাচ্চা পেয়ে থাকেন। অর্থাৎ, তিনি পণ্য উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত। অপরদিকে, খ, ক -এর হ্যাচারি থেকে বাচ্চা সংগ্রহ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তা সরবরাহ করেন। অর্থাৎ তিনি পরিবহন কাজের সাথে জড়িত।

পণ্য উৎপাদন ও তা ভোক্তার কাছে পৌছানো ব্যবসায়ের কাজ। এ উভয় প্রকার কাজ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর একপক্ষ উৎপাদন করে এবং অপর পক্ষ তা ভোক্তার কাছে সরবরাহ করে। উদ্দীপকের 'ক' উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত এবং 'খ' পরিবহন কাজের সাথে জড়িত। তাই বিভিন্ন ধরনের উপযোগ সৃষ্টিতে 'ক' ও 'খ' উভয়ের কাজই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶৫ চট্টগ্রামের আলম ট্রেডার্স শীত মৌসুমের শুরুতে আমেরিকার 'রিকার্ড' ট্রেডার্সের নিকট ৫০ লক্ষ টাকার শীতবস্ত্র ক্রয়ের জন্য ফরমায়েশ দেয়। যাত্রাপথে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও জাহাজের যান্ত্রিক ত্রুটিজনিত কারণে ফরমায়েশকৃত পণ্য ২৩ দিন বিলম্বে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছে। শীত মৌসুম প্রায় শেষ হওয়ায় ফরমায়েশকৃত পণ্য কম দামে অন্যদেশে বিক্রি করে দেওয়া হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটির ৫ লক্ষ টাকা লোকসান হয়। *[য. বো. ১৭]*

ক. আমদানি কী? ১

খ. প্রজনন শিল্প বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আলম ট্রেডার্সের ব্যবসায়টি কোন ধরনের বৈদেশিক বাণিজ্য? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের লোকসান কমানোর ক্ষেত্রে ব্যবসায় সহায়ক কোন কাজটি অবদান রাখতে পারত বলে তুমি মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে নিজ দেশে আনাকে আমদানি বলে।

খ যে শিল্পে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বংশবিস্তার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদন কাজ করা হয় তাকে প্রজনন শিল্প বলে।

এ শিল্পের মাধ্যমে গাছপালা ও প্রাণীর বংশ বৃদ্ধি করা হয়। এতে প্রাকৃতিক সম্পদ লালন-পালন করে সেগুলোর বংশ বৃদ্ধি বা স্বাভাবিক ফলনের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি করা হয়। যেমন- নার্সারি, পোলট্রি ফার্ম, ডেইরি ফার্ম, মৎস্য উৎপাদন, হ্যাচারি ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আলম ট্রেডার্সের ব্যবসায়টি বৈদেশিক বাণিজ্যের 'পুনঃরপ্তানি'-এর অন্তর্ভুক্ত।

পুনঃরপ্তানি বাণিজ্যে বিদেশ থেকে পণ্যসামগ্রী আমদানি করে তা পুনরায় অন্য দেশে রপ্তানি কর হয়। উৎপাদনকারী দেশের সাথে আমদানিকারক দেশের সরাসরি ব্যবসায়িক সম্পর্ক না থাকলে সেক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

উদ্দীপকের চট্টগ্রামের আলম ট্রেডার্স শীত মৌসুমের শুরুতে আমেরিকার 'রিকার্ড' ট্রেডার্সের কাছে ৫০ লক্ষ টাকার শীতবস্ত্র ক্রয়ের জন্য ফরমায়েশ দেয়। ফরমায়েশকৃত পণ্য ২৩ দিন বিলম্বে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছে। শীত মৌসুম প্রায় শেষ হওয়ায় ফরমায়েশকৃত ঐ পণ্য কম দামে অন্য দেশে বিক্রি করা হয়। এখানে আলম ট্রেডার্স প্রথমে অন্য দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে। এরপর ঐ পণ্য অন্য দেশে বিক্রি করে দেয়। এভাবেই আলম ট্রেডার্সের ব্যবসায়টি পুনঃরপ্তানিতে পরিণত হয়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের লোকসান কমানোর ক্ষেত্রে ব্যবসায় সহায়ক গুদামজাতকরণের কাজটি অবদান রাখতে পারত বলে আমি মনে করি।

গুদামজাতকরণ উৎপাদন ও ভোগের মধ্যবর্তী সময়ে পণ্যকে বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। ব্যবসায়ীগণ এর মাধ্যমে পণ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। এটি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সময়গত বাধা দূর করে।

উদ্দীপকের আলম ট্রেডার্সের ফরমায়েশকৃত পণ্য দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও জাহাজের যান্ত্রিক ত্রুটিজনিত কারণে ২৩ দিন বিলম্বে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছে। শীত মৌসুম প্রায় শেষ হওয়ায় পণ্যগুলো কম দামে অন্য দেশে বিক্রি করায় প্রতিষ্ঠানটির ৫ লক্ষ টাকা লোকসান হয়।

আলম ট্রেডার্স আমদানিকৃত পণ্য এ সময় কমদামে বিক্রি না করে গুদামজাতকরণ করে রাখতে পারতো। এতে পরবর্তী শীত মৌসুম পর্যন্ত পণ্যগুলোর মান বজায় থাকত। তাই ঐ সময়ে ন্যায্য দামে পণ্যগুলো বিক্রয় করলে লাভবান হতে পারত। সুতরাং, গুদামজাতকরণ ব্যবস্থাই উক্ত প্রতিষ্ঠানের লোকসান কমাতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারত বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶৬ জনাব মুরাদ রংপুরে একটি রাইস মিল স্থাপন করেছেন। তিনি তার এলাকার বিভিন্ন স্থানে চাল বিক্রি করেন। তিনি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বেশ উন্নতি সাধন করেছেন। তিনি এখন একটি স্বয়ংক্রিয় রাইস মিল স্থাপন করতে চান। কিন্তু এজন্য তার যথেষ্ট সক্ষমতা নেই। *[ব. বো. ১৭]*

ক. ব্যবসায় কী? ১

খ. বিমা কীভাবে প্রতিবন্ধকতা দূর করে? ২

গ. জনাব মুরাদ কী ধরনের শিল্প স্থাপন করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব মুরাদের সমস্যা উত্তরণে তোমার পরামর্শ দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈধভাবে পরিচালিত যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকে (যেমন : উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়) ব্যবসায় বলে।

খ বিমা হলো বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি, যেখানে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদে ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেয়।

ব্যবসায়িক কাজের সাথে জড়িত ঝুঁকি হলো– চাহিদা হ্রাস, পণ্য পচন, মূল্যহ্রাস, দুর্ঘটনা, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি। এসব ঝুঁকির কারণে ব্যবসায়ে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। এ আর্থিক ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য উক্ত ঝুঁকির বিপরীতে বিমা করা হয়। বিমা চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এভাবে বিমা ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে।

গ উদ্দীপকের জনাব মুরাদ উৎপাদন শিল্প স্থাপন করেছেন।

উৎপাদন শিল্পে যন্ত্রপাতির মাধ্যমে কাঁচামালকে রূপান্তরের মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য পণ্যে পরিণত করা হয়। চিনি শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, বস্ত্র শিল্প প্রভৃতি এ শিল্পের অন্তর্গত।

উদ্দীপকের জনাব মুরাদ একটি রাইস মিল স্থাপন করেছেন। এ মিলে তিনি উৎপাদনকৃত ধান ভাঙান। যা থেকে প্রাপ্ত চাল তিনি তার এলাকার বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করেন। এখানে রাইস মিলে যন্ত্রপাতি বা মেশিনের মাধ্যমেই ধানকে চালে রূপান্তর করা হয়। ফলে এটি ব্যবহারযোগ্য পণ্যে পরিণত হয়ে বিক্রয়ের উপযুক্ত হয়। এসব বৈশিষ্ট্য উৎপাদন শিল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, জনাব মুরাদের স্থাপিত রাইস মিলটি উৎপাদন শিল্পের অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকের জনাব মুরাদের সমস্যা উত্তরণে অর্থসংস্থানের মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

অর্থসংস্থান হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন বুঝে মূলধন সংগ্রহ ও কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা। ব্যবসায় পরিচালনা ও সম্প্রসারণের জন্য ব্যবসায়ীকে প্রতিনিয়ত অর্থসংস্থানের কাজ চালিয়ে যেতে হয়।

Teachingbd.com

উদ্দীপকের জনাব মুরাদ তার স্থাপিত রাইস মিলের মাধ্যমে বেশ উন্নতি সাধন করেছেন। তিনি এখন একটি স্বয়ংক্রিয় রাইস মিল স্থাপন করতে চান। কিন্তু এজন্য তার যথেষ্ট আর্থিক সক্ষমতা নেই।

যেকোনো ব্যবসায় পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের প্রয়োজন। ব্যবসায়ী ব্যক্তিগত সঞ্চয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এ অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। জনাব মুরাদ নিজস্ব তহবিল বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। এতে তার আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। পর্যাপ্ত অর্থ বা মূলধন দিয়ে তিনি স্বয়ংক্রিয় রাইস মিল স্থাপন করতে পারবেন। সুতরাং, জনাব মুরাদ অর্থসংস্থানের মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে তার সমস্যা সমাধান করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ৭ জনাব 'A' আমের মৌসুমে রাজশাহী থেকে আম কিনে ঢাকায় বিক্রি করেন। গতানুগতিক ব্যবসায়ীগণ ফরমালিনের কথা চিন্তা না করেই রাজশাহীর বাজার থেকে আম কিনে ঢাকায় বিক্রি করে। কিন্তু জনাব 'A' সরাসরি রাজশাহীর আমের বাগান থেকে ফরমালিনমুক্ত আম কিনেন। ফরমালিনমুক্ত আম পচে লাভের পরিবর্তে ক্ষতিও হতে পারে তা জেনেও জনাব 'A' এ কাজ করেন। *[চা. বো. ১৬]*

ক. ব্যবসায় কী? ১

খ. পুনঃরপ্তানি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব 'A' -এর ব্যবসায়ে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব 'A' -এর কাজে উদ্যোক্তার কোন গুণটি ফুটে ওঠেছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈধভাবে পরিচালিত যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকে (যেমন : উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয় প্রভৃতি) ব্যবসায় বলে।

খ বিদেশ থেকে পণ্যসামগ্রী নিজ দেশে আমদানি করার পর প্রক্রিয়াজাত করে অথবা না করে তা আবার অন্য কোনো দেশে রপ্তানি করা হলে তাকে পুনঃরপ্তানি বলে।

বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করে উক্ত পণ্য বেশি দামে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করা হয়। আবার অনেক সময় দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক না থাকলে তৃতীয় কোনো দেশ উক্ত দুই দেশের এক দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে অপর দেশে তা রপ্তানি করে থাকে, যা পুনঃরপ্তানি সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে জনাব 'A'-এর ব্যবসায়ে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়।

পরিবহন পণ্যের স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করে। উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে স্থানগত দূরত্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে পরিবহনের মাধ্যমে সহজেই পণ্য চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পৌছানো যায়।

উদ্দীপকের জনাব 'A' আমের মৌসুমে রাজশাহী থেকে আম কিনে ঢাকায় বিক্রি করেন। তিনি রাজশাহীর আমবাগান থেকে ফরমালিনমুক্ত আম কিনেন। পরবর্তীতে তা উৎপাদনস্থল থেকে ঢাকায় এনে বিক্রি করেন। এতে রাজশাহীতে উৎপাদিত আম পরিবহনের মাধ্যমে ঢাকার ভোক্তারা ভোগ করতে পারে। এটি স্থানগত উপযোগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এভাবে জনাব 'A' ব্যবসায়ে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করেন।

ঘ উদ্দীপকে জনাব 'A' -এর কাজে উদ্যোক্তার সততা গুণটি ফুটে ওঠেছে।

উদ্যোক্তাকে তার কাজকর্মে সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও সততা বজায় রাখতে হয়। কারণ একজন সৎ ব্যবসায়ী তার কাজে অনেক বেশি মনোবল ও একাগ্র হয়ে থাকেন।

উদ্দীপকের জনাব 'A' আমের মৌসুমে রাজশাহী থেকে আম কিনে ঢাকায় বিক্রি করেন। অন্য ব্যবসায়ীরা ফরমালিনের কথা চিন্তা না করলেও তিনি ফরমালিনমুক্ত আম কিনেন। ফরমালিনমুক্ত আম পচে লাভের পরিবর্তে ক্ষতি হতে পারে তা জেনেও জনাব 'A' এ কাজ করেন।

জনাব 'A'-এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবসায়ে লাভ বা লোকসান যা-ই হোক ভোক্তাদের কাছে তিনি ফরমালিনযুক্ত আম বিক্রি করবেন না। তাই লোকসানের ঝুঁকি সত্ত্বেও ফরমালিনমুক্ত আম বিক্রি করছেন, যা উদ্যোক্তার সততা গুণটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ৮ রাসেল স্থানীয় যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ শেষে মাত্র ৩০,০০০ টাকা পুঁজি নিয়ে নিজেদের পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন। তার সংগৃহীত উন্নত জাতের তেলাপিয়া মাছের পোনা অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বিক্রয়যোগ্য হয়ে ওঠে। স্থানীয় বাজারের ক্রেতারা যাতে নিজেদের পছন্দমতো মাছ ক্রয় করতে পারে, এজন্য রাসেল দীর্ঘ সময় জীবন্ত রাখার জন্য কৃত্রিম উপায়ে মাছগুলো সংরক্ষণ করেন। এতে তার মাছের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থ স্বল্পতার কারণে এ বাড়তি চাহিদা মেটানো তার পক্ষে সবসময় সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। *[রা. বো., চ. বো. ১৬]*

ক. সামাজিক ব্যবসায় কী? ১

খ. প্রযুক্তিগত পরিবেশ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রাসেল কোন ধরনের শিল্পের সাথে জড়িত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ক্রেতাদের বাড়তি চাহিদা পূরণের জন্য রাসেলের করণীয় কী বলে তুমি মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ প্রাপ্তির কোনো প্রত্যাশা থাকে না বরং সমাজের কল্যাণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে গঠন করা হয় তাকে সামাজিক ব্যবসায় বলে।

খ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উপাদানের সমন্বিত রূপই হলো প্রযুক্তিগত পরিবেশ। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা, গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, আধুনিক কলাকৌশল ও পদ্ধতি ইত্যাদি মিলিয়ে প্রযুক্তিগত পরিবেশ গঠিত হয়। যেসব দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিবেশে উন্নত তারা শিল্প-বাণিজ্যেও উন্নত। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সহজ করে।

গ উদ্দীপকের রাসেল প্রজনন শিল্পের সাথে জড়িত।

প্রজনন শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী পুনরায় সৃষ্টি বা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। এ শিল্পের মাধ্যমে গাছপালা ও প্রাণীর বংশ বৃদ্ধি করা হয়। যেমন : নার্সারি, হ্যাচারি প্রভৃতি।

উদ্দীপকে রাসেল স্থানীয় যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ শেষে মাত্র ৩০,০০০ টাকা পুঁজি নিয়ে নিজেদের পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন। তার সংগৃহীত উন্নত জাতের তেলাপিয়া মাছের পোনা অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বিক্রয়যোগ্য হয়ে ওঠে। অর্থাৎ রাসেল তার পুকুরে প্রথমে মাছের পোনা চাষ করেন। এরপর পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ ও সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে মাছের এসব পোনা বড় হয়ে উঠলে তা মানুষের খাবার উপযোগী হয়। তাছাড়া এ মাছ থেকেই আবার নতুন বংশবিস্তার ঘটানো যায় এসব বৈশিষ্ট্য প্রজনন শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই বলা যায়, রাসেলের কাজ প্রজনন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ আমি মনে করি ক্রেতাদের বাড়তি চাহিদা পূরণের জন্য রাসেলের করণীয় হলো ব্যাংকের সহায়তা নেওয়া।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এছাড়া আর্থিক নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু লেনদেনের ওপর ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি নির্ভর করে। ব্যাংক ঋণদানের মাধ্যমে ব্যবসায়ের অর্থসংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করে।

উদ্দীপকে রাসেল একজন মাছ ব্যবসায়ী। তিনি উৎপাদিত তেলাপিয়া মাছ ক্রেতাদের চাহিদা পূরণের জন্য কৃত্রিম উপায়ে সংরক্ষণ করেন। এতে মাছের চাহিদা দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থ স্বল্পতার কারণে এ বাড়তি চাহিদা মেটানো তার পক্ষে সবসময় সম্ভব হয় না।

http://teachingbd.com

এ অবস্থায় রাসেল প্রয়োজনীয় অর্থ পেলে কৃত্রিম উপায়ে অধিক পরিমাণ মাছ সংরক্ষণ করতে পারবেন। এজন্য ব্যাংকের সহায়তা চাইলে ব্যাংক তাকে প্রয়োজনীয় ঋণ দিতে পারে বলে আমি মনে করি। কারণ ব্যাংক ব্যবসায়ীদের ঋণ দিয়ে অর্থসংক্রান্ত সমস্যা দূর করে। এতে রাসেলের মতো ব্যবসায়ীরা নির্বিঘ্নে ব্যবসায় করতে পারবে। তাই ক্রেতার বাড়তি চাহিদা পূরণে রাসেল ব্যাংক ঋণ নিয়ে প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধান করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶৯ মি. করিম গাজীপুরের একজন চাল ব্যবসায়ী। তিনি মায়ানমার থেকে চাল আমদানি করে বাছাই করেন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে বস্তা ভরে নিজস্ব গুদামে সংরক্ষণ করেন। তার গুদামে বর্তমানে প্রায় ১ হাজার মেট্রিক টন চাল মজুদ রয়েছে। কিন্তু বাজারে চালের দাম কমে যাওয়ায় তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে তিনি গুদামের চাল প্যাকেটজাত করে মধ্যপ্রাচ্যে বাজারজাতকরণের উদ্যোগ নেন। *[দি. বো. ১৬]*

ক. বাণিজ্য কী? ১

খ. প্রত্যক্ষ সেবা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. করিম চাল বস্তায় ভরার পূর্বে ব্যবসায়ের কোন কাজ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মূল্যহ্রাসের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে চাল বাজারজাতকরণের মাধ্যমে যে বাণিজ্যের কাজটি সম্পাদন করেছেন তার যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ভোক্তা কিংবা ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সম্পাদিত যাবতীয় (যেমন : ক্রয়, বিক্রয়, পরিবহন) কাজকে বাণিজ্য বলে।

খ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ভোক্তা বা গ্রাহকদের সরাসরি কোনো সেবা দেয়াকে প্রত্যক্ষ সেবা বলে।

সেবাকে কেন্দ্র করেই এর আর্থিক কাজ পরিচালিত হয়। এটি দেখা বা স্পর্শ করা যায় না অথচ মানুষের প্রয়োজন পূরণে সমর্থ। যেমন: ডাক্তারি, আইন ব্যবসায়, নার্সিং প্রভৃতি এর অন্তর্গত।

গ উদ্দীপকের মি. করিম চাল বস্তায় ভরার পূর্বে পর্যায়িতকরণের কাজ করেন।

পর্যায়িতকরণে পণ্যের মান নির্ধারণ করার পর ওজন, আকার ও গুণাগুণ অনুযায়ী ভাগ করা হয়। গ্রাহককে আকৃষ্ট করার জন্য পণ্য পর্যায়িতকরণ করা হয়।

উদ্দীপকে মি. করিম মায়ানমার থেকে চাল আমদানি করে বাছাই করেন। পরবর্তীতে এ চালকে তিনি ওজন, আকার ও গুণাগুণ অনুযায়ী ভাগ করে গুদামে সংরক্ষণ করেন। চাল বস্তায় ভরে গুদামে সংরক্ষণ করার পূর্বে এ বিভাজনের কাজটি হলো পর্যায়িতকরণ। এভাবে চালকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা বা পর্যায়িতকরণের ফলে মি. করিম তার গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী চাল সরবরাহে সক্ষম হবেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মূল্যহ্রাসের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে চাল বাজারজাতকরণের মাধ্যমে মি. করিম বাণিজ্যের পুনঃরপ্তানির কাজটি সম্পাদন করেছেন।

পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করে তা পুনরায় অন্য দেশে রপ্তানি করা হয়। উৎপাদনকারী দেশের সাথে আমদানিকারক দেশের সরাসরি সম্পর্ক না থাকলে এ ধরনের ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

মি. করিম মায়ানমার থেকে চাল আমদানি করে সংরক্ষণ করেন। পরবর্তী সময়ে বাজারে চালের দাম কমে যাওয়ায় তিনি চাল প্যাকেটজাত করে মধ্যপ্রাচ্যে পুনঃরপ্তানি করেন। এতে তিনি ব্যবসায় ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া থেকে রক্ষা পান।

মি. করিম মায়ানমার থেকে চাল আমদানি করে প্রমিতকরণ ও পর্যায়িতকরণ সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি অধিক লাভে বিক্রির আশায় তা গুদামে সংরক্ষণ করেন। কিন্তু বাজারে চালের দাম কমে যাওয়ায় তিনি তা প্যাকেটজাত করে মধ্যপ্রাচ্যে বাজারজাতকরণের সিদ্ধান্ত নেন। অর্থাৎ তিনি আমদানিকৃত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ করে মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি করবেন, যা পুনঃরপ্তানি বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ▶১০ চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের পর জনাব তানভীর ব্যবসায় শুরু করেন। দিনাজপুর থেকে ধান সংগ্রহ করে চট্টগ্রামে সংরক্ষণ করেন। পরে চাল তৈরি করে সারা বছর বাজারে বিক্রয় করেন। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় তার কর্মচারীর সংখ্যা বেড়ে এখন ১০০ জন। সম্প্রতি তিনি চাল রপ্তানি শুরু করেছেন। *[কু. বো. ১৬]*

ক. ব্যবসায়ের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. প্রজনন শিল্প বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব তানভীর কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম হতে কোন কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনাব তানভীরের অবদান উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈধভাবে পরিচালিত যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকে ব্যবসায় বলে। যেমন : উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয় ইত্যাদি।

খ যে শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রী পুনরায় উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে প্রজনন শিল্প বলে।

এ শিল্পের মাধ্যমে গাছপালা ও প্রাণীর বংশ বৃদ্ধি করা হয়। এতে প্রাকৃতিক সম্পদ লালন-পালন করে সেগুলোর বংশ বৃদ্ধি বা স্বাভাবিক ফলনের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি করা হয়। যেমন- নার্সারি, পোল্ট্রি ফার্ম, ডেইরি ফার্ম, মৎস্য উৎপাদন, হ্যাচারি ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকের জনাব তানভীর কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম হতে যথাক্রমে স্বত্বগত, স্থানগত, রূপগত ও কালগত উপযোগ সৃষ্টি হয়।

উপযোগ বলতে কোনো পণ্য বা সেবার অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বোঝায়। ব্যবসায়ের প্রধান শাখা শিল্পের মাধ্যমে কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাত করে পণ্যের রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করা হয়। ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পণ্য হস্তান্তরের ফলে স্বত্বগত উপযোগ সৃষ্টি হয়। পরিবহনের মাধ্যমে উৎপাদনস্থল থেকে ভোক্তার কাছে পণ্য প্রেরণে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়। এক মৌসুমে উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ করে অন্য মৌসুমে বিক্রয়ের মাধ্যমে কালগত উপযোগ সৃষ্টি করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব তানভীর দিনাজপুর হতে ধান কিনেন। এতে স্বত্বগত উপযোগ সৃষ্টি হয়। তিনি ধান পরিবহনের মাধ্যমে চট্টগ্রামে নিয়ে আসার ফলে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়। এরপর তিনি ধান সংরক্ষণ করেন; যা কালগত উপযোগ সৃষ্টি করে। পরে ধান থেকে চাল তৈরি করার মাধ্যমে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি হয়।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনাব তানভীরের ব্যবসায়িক কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায়ের গুরুত্ব এত বেশি যে তা বাড়িয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্যবসায়ে যেসব অর্থনৈতিক কাজ পরিচালিত হয় তার মাধ্যমে শুধু ব্যবসায়ী ও ক্রেতারাই নয়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের সমগ্র অর্থনীতিই উপকৃত হয়।

জনাব তানভীর তার ব্যবসায়ে দিনাজপুর থেকে ধান সংগ্রহ করে চট্টগ্রাম নিয়ে আসেন। এতে পরিবহন খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। ধান থেকে চাল তৈরি করতে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করতে হয়। প্রতিটি পর্যায়ের কাজের সাথেই লোকজন জড়িত।

বর্তমানে তার ব্যবসায় ১০০ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। সম্প্রতি তিনি বিদেশে চাল রপ্তানি শুরু করেছেন; যা দেশকে বৈদেশিক মুদ্রা

http://teachingbd.com

অর্জনে সাহায্য করবে। জনাব তানভীর তার ব্যবসায়ের মাধ্যমে দেশে নানা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ তৈরি করেছেন। তিনি বহু লোকের কর্মসংস্থান করেছেন এবং বিদেশে চাল রপ্তানি করে দেশের রপ্তানি খাতে আয় বৃদ্ধি করেছেন। সুতরাং, ব্যবসায়ের সাফল্য অর্জিত হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে, যা জনাব তানভীরের ব্যবসায়ে লক্ষণীয়।

প্রশ্ন ▶ ১১ দেশের স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমবিএ সমাপ্ত করে জনাব শামীম স্বল্প বেতনে একটি ফার্মে চাকরি নেন। প্রাপ্ত বেতন দ্বারা কোনো রকম সংসার চলছে বটে কিন্তু তার দ্বারা জাতির কোনো উপকার হচ্ছে না ভেবে চাকরি ছেড়ে তিনি একটি পোলট্রি ফার্ম স্থাপন করলেন। তিনি ফার্মে উৎপাদিত ডিম ও এক মাসের বাচ্চা বিক্রয় করে যথেষ্ট লাভবান হচ্ছেন। চাকরি করে যে বেতন পেতেন তা থেকে ব্যবসায়ের আয় অনেক বেশি। পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদাও কম নয়। তাই তিনি ভাবছেন দেশের কর্মক্ষম যুবদের মধ্যে যদি এ ধারণার বিকাশ ঘটাত, তাহলে হয়তো আমাদের দেশের বেকারত্ব অনেকটা কমে যেত। *[সি. বো. ১৬]*

ক. ব্যবসায় কী? ১

খ. আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব শামীমের ব্যবসায়টি কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব শামীমের উদ্যোগটি কি দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে ভূমিকা রাখবে? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈধভাবে পরিচালিত যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকে (যেমন : উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়) ব্যবসায় বলে।

খ আত্মকর্মসংস্থান বলতে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করাকে বোঝায়।

এর মাধ্যমে নিজের দক্ষতা, চেষ্টা ও গুণাবলির দ্বারা নিজেই নিজের কাজের সুযোগ তৈরি করা যায়। এক্ষেত্রে নিজেই স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে ঝুঁকি নিয়ে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করা যায়।

গ উদ্দীপকের জনাব শামীমের ব্যবসায়টি প্রজনন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

প্রজনন শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত সামগ্রী পুনরায় উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। এতে প্রাকৃতিক সম্পদকে লালন-পালনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করা হয়। যেমন : নার্সারি, হ্যাচারি, মৌমাছি পালন, পোলট্রি ফার্ম, কুমির চাষ, ডেইরি ফার্ম, মৎস্য চাষ ইত্যাদি এ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে জনাব শামীম স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করে স্বল্প বেতনে চাকরি নেন। কিন্তু স্বল্প বেতনের চাকরি ছেড়ে দেন। কারণ এ চাকরির মাধ্যমে তিনি জাতির কোনো উপকার করতে পারছেন না। তাই তিনি একটি পোলট্রি ফার্ম স্থাপন করেন। পোলট্রি ফার্মের মাধ্যমে তিনি ডিম ও বাচ্চা উৎপাদন করেন। বাচ্চা উৎপাদনের মাধ্যমে তিনি প্রাণীয় বংশ বৃদ্ধি করেন, যা প্রজনন শিল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের জনাব শামীমের উদ্যোগটি দেশের বেকারত্ব দূরীকরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বেকারত্ব দূরীকরণে ব্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবসায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। একজন ব্যক্তি অন্যের চাকরির ওপর নির্ভর না করে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করতে পারে; যা বেকারত্ব দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে জনাব শামীম স্বল্প বেতনে চাকরি পেয়েও তা ছেড়ে দেন। তিনি একটি পোলট্রি ফার্ম স্থাপন করেন এবং লাভবান হন। এতে তার কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। তার উদ্যোগটি বেকারত্ব দূরীকরণে ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। দেশের বেকার যুবকরা প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। এছাড়া তার উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যরাও ব্যবসায় স্থাপন করবে।

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে অসংখ্য বেকার লোক রয়েছে। যারা পর্যাপ্ত মেধা থাকা সত্ত্বেও চাকরির আশায় বেকার জীবনযাপন করছে। তারা যদি জনাব শামীমের মতো ব্যবসায় গঠন করে তাহলে দেশে বেকারত্ব হ্রাস পাবে। সুতরাং, জনাব শামীমের উদ্যোগটি দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ১২ যশোরের মাসুম ভারত থেকে মোটরসাইকেল আমদানি করে নড়াইলে বিক্রয় করেন। এ ব্যবসায় করে তিনি প্রচুর লাভ করেছেন। এ বছর জুন মাসে যে মোটরসাইকেল আমদানি করেছেন সেগুলো ডিসেম্বর মাসে নড়াইলে বিক্রয় করলে বেশি লাভ হতো। কিন্তু তার আমদানিকৃত মোটরসাইকেল রাখার ব্যবস্থা করতে না পারায় আগস্ট মাসেই বিক্রয় করেন দেন। *[যি. বো. ১৬]*

ক. প্রাথমিক শিল্প কী? ১

খ. মুনাফাকে কেন ঝুঁকি গ্রহণের প্রতিদান বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মাসুম কোন ধরনের বাণিজ্যে নিয়োজিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যবসায়ের সার্বিক দিক বিবেচনায় আগস্ট মাসেই তার মোটরসাইকেল বিক্রয়ের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতি থেকে সম্পদ সংগ্রহে ও উৎপাদনে সব ধরনের কর্মপ্রক্রিয়া বা প্রচেষ্টাকে প্রাথমিক শিল্প বলে। যেমন: ধান চাষ।

খ ব্যবসায়ের আয় থেকে ব্যয় বা ক্ষতি বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তা-ই মুনাফা।

ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। মুনাফা হবে ধরে নিয়ে ব্যবসায়ী ব্যবসায় করলেও পণ্য বিনষ্ট হওয়া, চাহিদা হ্রাস পাওয়া প্রভৃতি কারণে লোকসান হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এ ঝুঁকি না নিলে ব্যবসায় করা যায় না। সাধারণত ঝুঁকি বেশি হলে মুনাফার পরিমাণও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর যেখানে ঝুঁকি নেই সেখানে মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনাও কম। তাই মুনাফাকে ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার বলা হয়।

গ উদ্দীপকের মাসুম আমদানি বাণিজ্যের সাথে জড়িত।

আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্র বিদেশ থেকে পণ্য ক্রয় করে নিজ দেশে এনে বিক্রয় করা হয়। এটি একটি বৈদেশিক বাণিজ্য।

উদ্দীপকের যশোরের মাসুম ভারত থেকে মোটরসাইকেল আমদানি করেন। আমদানিকৃত মোটরসাইকেল তিনি নড়াইলে বিক্রয় করেন। মাসুম ভারত থেকে পণ্য আনেন এবং নিজ দেশে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করেন। সুতরাং, মাসুম নিঃসন্দেহে আমদানি বাণিজ্যের সাথে জড়িত।

ঘ ব্যবসায়ের সার্বিক দিক বিবেচনায় আগস্ট মাসেই মাসুমের মোটরসাইকেল বিক্রি করা যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

পণ্য উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে একটি সময়গত পার্থক্য বিদ্যমান। গুদামজাতকরণের মাধ্যমে এ সময়গত বাধা দূর করা যায়। আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে গুদামজাতকরণ প্রয়োজন।

উদ্দীপকে মাসুম ভারত থেকে মোটরসাইকেল আমদানি করে নড়াইলে বিক্রি করেন। তিনি জুন মাসে যে মোটরসাইকেল আমদানি করেছেন সেগুলো ডিসেম্বর মাসে বিক্রয় করলে বেশি লাভ করতে পারবেন। কিন্তু গুদামজাতের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় তিনি আগস্ট মাসেই মোটরসাইকেল বিক্রি করেন। এতে অধিক মুনাফা অর্জন করতে না পারলেও নিয়মিত মুনাফা অর্জন করেন।

ভাড়া করা গুদামের ব্যবস্থা করতে হলে মাসুমের অতিরিক্ত ব্যয় হতো। তাছাড়া ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মাসুমের বিনিয়োগকৃত অর্থ অলস পড়ে থাকত। তাই নিজস্ব গুদামের ব্যবস্থা না থাকায় এবং মূলধন দ্রুত ফেরত পেতে মাসুমের মোটরসাইকেল বিক্রির সিদ্ধান্ত অত্যন্ত যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ১৩ জনাব ইমন মধুপুরের বাসিন্দা। তিনি জীবিকা উপার্জনের লক্ষ্যে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করেন। তা থেকে কাঠ চেরাই করে আসবাবপত্র তৈরি করেন। তিনি ঐসব আসবাবপত্র ময়মনসিংহ এলাকার বিভিন্ন দোকানে স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করেন। বর্তমানে তার ব্যবসায়টি ভালো চলছে। তার পণ্যের চাহিদা যথেষ্ট থাকায় ব্যবসায় বাড়াতে চান। কিন্তু পুঁজির কারণে সমস্যা হচ্ছে। এছাড়া মধুপুর থেকে ময়মনসিংহের দূরত্ব কিছুটা বেশি হওয়ায় তিনি আসবাবপত্র সঠিক সময়ে দোকানে পৌছানোর ব্যাপারে চিন্তিত। কিন্তু তারপরও তিনি এ ব্যবসায়ের সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদী। *[বি. বো. ১৬]*

ক. প্রজনন শিল্প কী? ১

খ. বাণিজ্যের সামাজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব ইমন কী ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব ইমন ব্যবসায় সফল হতে চাইলে তাকে বাণিজ্যের কোন প্রতিবন্ধকতাকে সর্বপ্রথম গুরুত্ব দেওয়া উচিত? মূল্যায়ন করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রী পুনরায় উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে প্রজনন শিল্প বলে। যেমন: নার্সারি, পোলট্রি ফার্ম ইত্যাদি।

খ পণ্যের বণ্টনকারী শাখা হলো বাণিজ্য।

বাণিজ্যের মাধ্যমেই শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা ভোক্তার নিকট পৌছায়। এতে সমাজের মানুষের অভাব দূর হয়। বাণিজ্যের মাধ্যমে সমাজের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। বাণিজ্য নিত্য-নতুন পণ্য সরবরাহ করে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা দূর করে। তাই বাণিজ্যের সামাজিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

গ উদ্দীপকের জনাব ইমন রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করেছেন।

প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের রূপ বা অবস্থান পরিবর্তন করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলাই হলো রূপগত উপযোগ। যন্ত্রের সাহায্যে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব ইমন একজন আসবাবপত্র প্রস্তুতকারক। তিনি মধুপুর বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত কাঠ চেরাই করে তিনি বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র তৈরি করেন। তিনি কাঠের রূপ পরিবর্তন করেন। অর্থাৎ, কাঠকে তিনি আসবাবপত্রে পরিবর্তন করেন, যা মানুষ চূড়ান্ত পণ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং, বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে সেই কাঠ থেকে আসবাবপত্র তৈরি করার মাধ্যমে জনাব ইমন রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের জনাব ইমন ব্যবসায় সফল হতে চাইলে তাকে সর্বপ্রথম বাণিজ্যের অর্থগত প্রতিবন্ধকতাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অর্থসংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য ব্যাংক দায়িত্ব পালন করে। এ বাধা দূর হলে ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ঘটে।

উদ্দীপকের জনাব ইমন মধুপুর বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে আসবাবপত্র তৈরি করেন। তিনি তৈরিকৃত আসবাবপত্র ময়মনসিংহ এলাকার বিভিন্ন দোকানে স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করেন। তার পণ্যের চাহিদা যথেষ্ট থাকায় তিনি ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে চান। কিন্তু পুঁজির কারণে তার সমস্যা হচ্ছে এবং ব্যবসায়ের সফলতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

জনাব ইমন যদি পুঁজির সংস্থান করতে পারেন তাহলে ব্যবসায়টির সম্প্রসারণ সম্ভব হবে। এতে তিনি চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করতে পারবেন। ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে জনাব ইমন পুঁজির সমস্যা দূর করতে পারেন। এটি করলে তার ব্যবসায়ও সফল হবে। সুতরাং, জনাব ইমনের অর্থগত প্রতিবন্ধকতাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জামিল সাহেব মুন্সীগঞ্জ থেকে আলু ক্রয় করে এনে ঢাকা থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করে মুনাফা অর্জন করেন। মার্চ এপ্রিল মাসে মুন্সীগঞ্জ জেলায় আলুর ব্যাপক সরবরাহ হয় । কিন্তু সংরক্ষণের স্বল্পতার কারণে জামিল সাহেব পর্যাপ্ত পরিমাণ আলু ক্রয় করতে পারেন না বলে দেশের প্রতিটি জেলায় তিনি চাহিদা মোতাবেক আলু সরবরাহ করতে পারছেন না। এতে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

ক. সামাজিক ব্যবসায় কী? ১

খ. জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবসায়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জামিল সাহেবের কাজ ব্যবসায়ের কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে করণীয় বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যবসায়ে বিনিয়োগকারীদের মুনাফা পাওয়ার প্রত্যাশা থাকে না এবং শুধু দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে গঠন করা হয় তাকে সামাজিক ব্যবসায় বলে।

খ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সব বৈধ অর্থনৈতিক কাজকে (উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, পরিবহন, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি) ব্যবসায় বলে।

ব্যবসায়ের মাধ্যমে মানুষ নিজস্ব বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে পণ্য বা সেবা উৎপাদন করে। এসব পণ্য সরবরাহ করে মুনাফা অর্জন করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ী নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যের কাজেরও সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। এতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন হয়। এভাবে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকে জামিল সাহেবের কাজ ব্যবসায়ের বাণিজ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত।

বাণিজ্য ব্যবসায়ের পণ্য বণ্টনকারী শাখা। এর মাধ্যমে শিল্পে উৎপাদিত পণ্য ভোক্তার কাছে পৌছানো হয়। এ কাজের ক্ষেত্রে নানা ধরনের বাধা দূর করতে হয়। যেমন: স্থত্বগত, সময়গত, ঝুঁকিগত প্রভৃতি। এসব বাধা ক্রয়-বিক্রয়, গুদামজাতকরণ, বিমা প্রভৃতির মাধ্যমে দূর করা যায়।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য জামিল সাহেব একজন আলু ব্যবসায়ী। তিনি মুন্সীগঞ্জ থেকে আলু ক্রয় করেন। এরপর তিনি ঢাকা থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রথমে আলু ক্রয়ের মাধ্যমে স্থত্বগত বাধা দূর করেন। আর মুন্সীগঞ্জ থেকে ঢাকায় ও ঢাকা থেকে বিভিন্ন স্থানে পরিবহনের মাধ্যমে আলু সরবরাহ করেন। এতে স্থানগত বাধা দূর হয়। এসব কাজ বাণিজ্যের কাজের সাথে সম্পর্কিত। তাই বলা যায়, জামিল সাহেবের কাজ ব্যবসায়ের বাণিজ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে জামিল সাহেব আলুর গুদামজাত করতে পারেন বলে আমি মনে করি।

উৎপাদন ও ভোগের মধ্যবর্তী সময়ে পণ্য নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষার জন্য গুদামজাত করা হয়। এতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পণ্যের গুণগত মান রক্ষা হয়। এর ফলে পণ্যের সময়গত উপযোগ সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকের জামিল সাহেব মুন্সীগঞ্জের একজন আলু ব্যবসায়ী। তার ব্যবসায়ে আলু সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। এজন্য মুন্সীগঞ্জে যখন আলুর ব্যাপক সরবরাহ হয় তখন তিনি বেশি পরিমাণে আলু কিনতে পারেন না। ফলে প্রতিটি জেলার চাহিদা অনুযায়ী তিনি আলু সরবরাহ করতে পারছেন না। এতে তার ব্যবসায়িক কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে।

এ অবস্থায় তিনি গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা নিতে পারেন। এতে তিনি বেশি পরিমাণে আলু কিনে এখানে সংরক্ষণ করতে পারবেন। ফলে আলুর গুণগত মান নষ্ট হবে না। এরপর চাহিদা অনুযায়ী সারা বছর আলু সরবরাহ করতে পারবেন। সুতরাং, আলুর গুদামজাতকরণের মাধ্যমেই তিনি উক্ত সমস্যা সমাধান করতে পারেন বলে আমি মনে করি।

Teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ১৫ জনাব শামীম ও তার তিন বন্ধু মিলে কুড়িগ্রামে একটি ব্যবসায় স্থাপন করেন। এলাকার বেশিরভাগ লোকই দারিদ্র্য পীড়িত। এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো কোনো বিশেষ সামাজিক, নৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন করা। চার বন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপক সাফল্য লাভ করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছে। ব্যবসায়ের অর্জিত মুনাফা থেকে সদস্যদের বিনিয়োগকৃত মূলধন ফেরত দেয়া হয় এবং অবশিষ্ট মুনাফা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ব্যয় করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা আনন্দমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; পুটিয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. প্রত্যক্ষ সেবা কী? ১

খ. বাণিজ্য কীভাবে ব্যবসায়ের ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে? ২

গ. জনাব শামীমদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়টি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো শামীমদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়টি দেশের দরিদ্রতা দূরীকরণে অবদান রাখতে সক্ষম? যুক্তসহ বর্ণনা করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকদের সরাসরি সেবা দেওয়ার বিনিময়ে অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ সেবা বলে।

সহায়ক তথ্য

যেমন: ডাক্তার, উকিল, অডিট ফার্মের কাজ প্রভৃতি।

খ শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী উৎপাদকের কাছ থেকে প্রকৃত ভোগকারীর কাছে পৌছানোর কাজকে বাণিজ্য বলে।

ঝুঁকির কারণে (যেমন: চাহিদা হ্রাস, পণ্য পচন, মূল্য হ্রাস, দুর্ঘটনা, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি) ব্যবসায়ের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। এ ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঝুঁকির বিপরীতে পণ্যের বিমা করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এভাবে বাণিজ্য বিমার মাধ্যমে ব্যবসায়ের ঝুঁকিগত বাধা দূর করতে পারে।

গ উদ্দীপকে জনাব শামীমদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়টি সামাজিক ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরকীরণ ও সামাজিক উন্নয়নের কাজ করা হয়। এখানে উদ্যোক্তারা মূলধন বিনিয়োগ করেন; কিন্তু মুনাফা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেন না। বিনিয়োগকারীরা শুধু মূলধন ফেরত নেন। আর মুনাফার অংশটি উক্ত বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের প্রসার ও উন্নয়নে ব্যয় করা হয়।

উদ্দীপকে শামীম ও তার তিন বন্ধু মিলে কুড়িগ্রামে একটি ব্যবসায় স্থাপন করেন। এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সামাজিক, নৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন করা। ব্যবসায়ের অর্জিত মুনাফা থেকে সদস্যরা বিনিয়োগকৃত মূলধন ফেরত নেয়। আর অবশিষ্ট মুনাফা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ব্যয় করে। এসব কাজ সামাজিক ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জনাব শামীমদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়টি সামাজিক ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকে শামীমদের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবসায়টি দেশের দরিদ্রতা দূরীকরণে অবদান রাখতে সক্ষম বলে আমি মনে করি।

সামাজিক ব্যবসায় গঠনে উদ্যোক্তারা মুনাফা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য ছাড়াই মূলধন বিনিয়োগ করেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো সমাজের কল্যাণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণ। এর কাজ হয় বাণিজ্যিক; কিন্তু উদ্দেশ্য হয় সামাজিক।

উদ্দীপকে শামীমদের প্রাতিষ্ঠানটি কুড়িগ্রামে অবস্থিত। সেখানে বেশিরভাগ লোকই দারিদ্র্য পীড়িত। তাই এ প্রতিষ্ঠানটি সামাজিক, নৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়নে কাজ করছে। অর্থাৎ, এটি সামাজিক ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে প্রচুর মুনাফা অর্জন করছে। মুনাফা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের পাশাপাশি অত্র এলাকার অসহায় ও বিত্তহীন মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা হয়। ফলে দরিদ্র লোকেরা নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ পায় এতে দরিদ্র মানুষের উপকার হয়। এভাবে সামাজিক ব্যবসায় দেশের দরিদ্রতা কমাতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৬ মি. শওকত রাজশাহীর সাহেব বাজারে একজন মৌসুমি ফলের ব্যবসায়ী। তিনি রাজশাহী থেকে আম ও লিচু এনে ঢাকায় বিক্রয় করেন। ফলের সাইজ ও মান অনুযায়ী আম ও লিচু বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেন। তিনি প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ফল সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। ভোক্তা ও খুচরা ব্যবসায়ীরা তার কাছ থেকে ফরমালিনমুক্ত ও তাজা ফল কিনে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]

ক. বাণিজ্য কাকে বলে? ১

খ. সামাজিক ব্যবসা বলতে কী বোঝ? ২

গ. মি. শওকত ফল বাজারজাতকরণের পূর্বে ব্যবসায়ের কোন কাজটি সম্পাদন করেছেন বলে তুমি মনে করো? বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কাজটি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ বলে তুমি মনে করো। ৩

ঘ. ভোক্তাদের সন্তুষ্টি বিধানে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ফলের সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে মি. শওকতের গৃহীত ব্যবস্থা উত্তম-তোমার মতামত দাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদকের থেকে ভোক্তার কাছে পণ্য পৌছানো পর্যন্ত যেসব কাজ (ক্রয়, বিক্রয়, পরিবহন প্রভৃতি) করা হয় তাকে বাণিজ্য বলে।

খ যে ব্যবসায় মুনাফা অর্জনের আশা না করে সমাজের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের জন্য গঠিত হয় তাকে সামাজিক ব্যবসায় বলে।

এ ব্যবসায়ে বিনিয়োগকারী শুধু বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত নেয়। মুনাফার অংশ নেয় না। মুনাফার অর্থ দিয়ে ঐ ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের কাজ করা হয়। এটি ব্যবসায়ের পুনঃ বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হয়।

গ উদ্দীপকে মি. শওকত ফল বাজারজাতকরণের পূর্বে ব্যবসায়ের পর্যায়িতকরণ কাজটি সম্পাদন করেছেন। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে আমি মনে করি।

পর্যায়িতকরণের মাধ্যমে পণ্যকে এর আকৃতি, ওজন, মান অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। এতে ক্রেতারা সহজেই তাদের প্রয়োজন মতো পণ্য চিহ্নিত ও সংগ্রহ করতে পারে। এতে ক্রয় ও বিক্রয় উভয় ক্ষেত্রেই সুবিধা হয়।

উদ্দীপকে মি. শওকত একজন মৌসুমি ফলের ব্যবসায়ী। তিনি রাজশাহী থেকে আম ও লিচু ঢাকায় এনে বিক্রি করেন। এসব ফলের সাইজ ও মান অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নেন। এর ফলে পরবর্তীতে ফল বিক্রির ক্ষেত্রে কোনো ঝামেলায় পড়তে হয় না। ক্রেতারা সহজেই তাদের চাহিদা অনুযায়ী ফল সংগ্রহ করতে পারে। এজন্য ভোক্তা ও খুচরা ফল ব্যবসায়ীরা তার কাছ থেকে ফল কিনতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এসব কাজ পর্যায়িতকরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ ভোক্তাদের সন্তুষ্টি বিধানে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ফল সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে উদ্দীপকের মি. শওকতের গৃহীত ব্যবস্থাটি উত্তম বলে আমি মনে করি।

পণ্য উৎপাদনের পর তা ভোক্তার কাছে পৌছানো পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে তা সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। কারণ কিছু পণ্য উৎপাদন হয় এক সময়ে, আর ব্যবহার করা হয় সারা বছর। তাই এর গুণগত মান রক্ষার জন্য গুদামজাত ব্যবস্থা নিতে হয়।

উদ্দীপকের মি. শওকত মৌসুমি ফলের ব্যবসায়ী। তিনি রাজশাহী থেকে আম ও লিচু ঢাকায় এনে বিক্রি করেন। এজন্য বিভিন্ন ফল তাকে প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়। কারণ সব ফল একই সময়ে বিক্রয় নাও হতে পারে। তাই অবিক্রীত ফল অন্য সময়ে বিক্রির জন্য গুদামজাত করা হয়।

http://teachingbd.com

গুদামজাত করার মাধ্যমে ফলের গুণগত মান ভালো থাকে। নষ্ট বা পচে যায় না, যা পরবর্তীতে বিক্রির জন্য বাজারজাত করার যায়। এতে ভোক্তারা ভালো মানের ফল কিনতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে। আর তাদের চাহিদা অনুযায়ী ফল সংগ্রহ করেও তারা সন্তুষ্ট হচ্ছে। তাই বলা যায়, উক্ত গুদামজাতকরণ কাজ ভোক্তাদের সন্তুষ্টি বিধানে নিঃসন্দেহে একটি উত্তম ব্যবস্থা।

প্রশ্ন ▶ ১৭ আকিব ও রাকিব দুই বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে দুজনেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন স্বাধীনভাবে কোনো কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করবেন। তাই আকিব ABC লি. ও রাকিব XYZ লি. নামে দুটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ABC কোম্পানিতে বিদেশ থেকে ভেষজ চর্বি আমদানি করে, সেটি প্রক্রিয়াজাত করে ক্ষার ও সুগন্ধি মিশিয়ে বিভিন্ন ধরনের সাবান তৈরি করে তা বাজারজাত করে। অন্যদিকে XYZ কোম্পানি সরকারের কাছ থেকে টেন্ডার নিয়ে দেশের মধ্যে বিভিন্ন সড়ক ও সেতু নির্মাণের কাজ করে। বর্তমানে দুই বন্ধুই সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক. ট্রেড কী? ১

খ. প্রত্যক্ষ সেবা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ABC লি. কোম্পানির কার্যক্রমকে কোন ধরনের শিল্প বলা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ABC লি. ও XYZ প্রা. লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে কোনটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে? ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের জন্য পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করাকে ট্রেড (পণ্য বিনিময়) বলে।

খ গ্রাহকদের সরাসরি সেবা দেওয়ার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করাকে প্রত্যক্ষ সেবা বলে।

এটি দেখা বা স্পর্শ করা যায় না। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন পূরণে এটি সক্ষম। এর মাধ্যমে মানুষ সেবা পেয়ে উপকৃত হয়। সেবার বিনিময়ে ফি দিতে হয়। এ সেবা মজুদযোগ্য নয়। যেমন: ডাক্তারি, ওকালতি, প্রকৌশলীর কাজ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ সেবার অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকে ABC লি. কোম্পানির কার্যক্রম যৌগিক শিল্পের অন্তর্গত বলা যায়।

এ শিল্পে কয়েকটি পৃথক শিল্পের পদার্থ বা উপাদানকে একত্রিত করা হয়। এরপর নিজস্ব কারখানা বা শিল্পে এগুলো প্রক্রিয়াজাত করা হয়। প্রক্রিয়াজাতের পর এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও ব্যবহারযোগ্য পণ্যে প্রস্তুত হয়। যেমন : সোডিয়াম ও ক্লোরিন মিশিয়ে লবণ তৈরি এর অন্তর্গত।

উদ্দীপকে ABC কোম্পানি বিদেশ থেকে ভেষজ চর্বি আমদানি করে। সেটি প্রক্রিয়াজাত করে ক্ষার ও সুগন্ধি মিশিয়ে সাবান তৈরি করে। এক্ষেত্রে সাবান তৈরির জন্য যেসব উপাদান প্রয়োজন তা একত্রিত করা হয়। এরপর প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সাবান তৈরি করা হয়েছে। এভাবে এটি পূর্ণাঙ্গ পণ্যে প্রস্তুত হয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্য যৌগিক শিল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, ABC লি. এর কাজ যৌগিক শিল্পের অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকের ABC লি. (যৌগিক শিল্প) ও XYZ লি. (নির্মাণ শিল্প) কোম্পানির মধ্যে XYZ লি. দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে বলে আমি মনে করি।

যেকোনো শিল্পের উন্নয়নই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসাধন করে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে গণ্য হয়। এর মাধ্যমেই ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও সমগ্র মানবজাতির উন্নয়ন হয়।

উদ্দীপকে ABC কোম্পানি বিদেশ থেকে ভেষজ চর্বি আমদানি করে সেগুলো প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে সাবান তৈরি করে বাজারজাত করে। এতে দেশের মানুষের শৌখিন চাহিদা পূরণ হচ্ছে। এটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা না রাখলেও এর মাধ্যমে সরকার কর ও রাজস্ব পেয়ে থাকে।

অন্যদিকে, XYZ কোম্পানি সরকারের কাছ থেকে টেন্ডার নিয়ে দেশের মধ্যে বিভিন্ন সড়ক ও সেতু নির্মাণ করে। অর্থাৎ এটি নির্মাণ শিল্পের অন্তর্গত। এর মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে। সমাজের মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারছে। ফলে দেশের মানুষ, সরকার ও ব্যবসায়ী সকলেই উপকৃত হচ্ছে। এতে প্রত্যক্ষভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতি হয়। তাই বলা যায়, XYZ লি. নির্মাণ শিল্পই দেশের উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মনোহরদিতে ইদ্রিসের একটি মনিহারি দোকান রয়েছে। সব ধরনের মনিহারি দ্রব্য সুলভমূল্যে পাওয়া যায় বিধায় এলাকার অধিকাংশ লোকজনই তার দোকান থেকে পণ্য ক্রয় করে। সম্প্রতি ইদ্রিস তার পাশের দুটি উপজেলায় একই ধরনের দুটি দোকান খোলেন। সেখানেও ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় ইদ্রিস পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একই ধরনের দোকান খোলার পরিকল্পনা করছেন। *[ঢাকা কমার্স কলেজ]*

ক. সামাজিক ব্যবসায়ের প্রবক্তা কে? ১

খ. প্রাথমিক শিল্প বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ব্যবসায়ের আওতা বিবেচনায় ইদ্রিসের কাজ কোন ধরনের ট্রেড? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ইদ্রিসের পরিকল্পনা কি দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে ভূমিকা রাখবে? মতামত দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক ব্যবসায়ের প্রবক্তা হলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

খ প্রকৃতি থেকে সম্পদ উৎপাদন ও আহরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যপ্রচেষ্টাই হলো প্রাথমিক শিল্প।

এ শিল্প বহুলাংশেই প্রকৃতি বা অদৃশ্য শক্তির ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃতিগতভাবেই এ শিল্পের প্রসার ঘটে। এ শিল্পে মানবীয় প্রচেষ্টার ভূমিকা খুবই কম। চাষাবাদ, পশু-পাখি লালনপালন, খনিজ সম্পদ উত্তোলন, মৎস্য আহরণ ইত্যাদি প্রাথমিক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

গ ব্যবসায়ের আওতা বিবেচনায় উদ্দীপকে বর্ণিত ইদ্রিসের কাজ অভ্যন্তরীণ ট্রেডের অন্তর্ভুক্ত।

একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যে ক্রয়-বিক্রয় কাজ সংঘটিত হয় তাকে অভ্যন্তরীণ ট্রেড বা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। এক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই একই দেশের অধিবাসী হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে বর্ণিত ইদ্রিসের মনোহরদিতে একটি মনিহারি দোকান আছে। সব ধরনের মনিহারি পণ্য সেখানে সুলভমূল্যে পাওয়া যায়। তাই উক্ত এলাকার অধিকাংশ লোকজনই তার দোকান থেকে পণ্য ক্রয় করে। সম্প্রতি তিনি পাশের দুটি উপজেলাতেও একই ধরনের দুটি দোকান খোলেন। এথেকে বোঝা যায়, ইদ্রিস বাংলাদেশের সীমানার ভেতর থেকে পণ্য সংগ্রহ করে বাংলাদেশেই বিক্রি করছেন। তাই তার কাজটি অভ্যন্তরীণ ট্রেড।

ঘ ইদ্রিসের বিভিন্ন অঞ্চলে দোকান খোলার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে তা দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

ব্যবসায় মানুষের আয়ের পথ সৃষ্টি করে। ব্যবসায় যত সম্প্রসারিত হয় তত নতুন নতুন কর্মসংস্থান গড়ে ওঠে। দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়ে।

ইদ্রিস মনোহরদিতে একটি মনিহারি দোকান চালু করেন। সুলভমূল্যে সব ধরনের পণ্য পাওয়ায় এলাকাবাসী তার দোকান থেকে পণ্য সংগ্রহ করতে থাকে। এতে সাফল্য দেখে ইদ্রিস পাশের দুটি উপজেলাতেও একই রকম দোকান খোলেন। সেখানেও ব্যাপক সাফল্য আসতে থাকে। এতে উৎসাহিত হয়ে তিনি পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তার ব্যবসায় সম্প্রসারণের চিন্তা করছেন।

Teachingbd.com

তিনি যদি তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেন তাহলে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। বিভিন্ন স্থানে দোকান পরিচালনার জন্য কর্মীর প্রয়োজন হবে। অপরদিকে তার দেখাদেখি আরও অনেকেই এরূপ ব্যবসায়ে উৎসাহী হবে। এতে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। ফলে কর্মসংস্থানের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হবে। তাই বলা যায়, ইদ্রিসের পরিকল্পনা দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে ইতিবাচক অবদান রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ আমজাদ হোসেন ইন্দোনেশিয়া থেকে উন্নতমানের চাল কিনে যাচাই-বাছাইয়ের পর প্যাকেটজাত করে তুরস্কে বিক্রি করেন। পরিবহন ব্যয়ের বিষয়টি মাথায় রেখে তিনি সমুদ্র পথে পণ্য আনা-নেওয়া করেন। তবে এই পথে বিভিন্ন দুর্যোগের কথা ভেবে তিনি প্রায় সময়ই উদ্বিগ্ন থাকেন। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. প্রমিতকরণ কী? ১

খ. 'শিল্প হলো উৎপাদনের বাহন'- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আমজাদ হোসেন কোন ধরনের বাণিজ্যের সাথে জড়িত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী আমজাদ হোসেন ব্যবসায়িক দুশ্চিন্তা দূর করতে কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন? যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পণ্যকে-এর রং, গুণাগুণ, ওজন প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে মান নির্ধারণ করাকে প্রমিতকরণ বলে।

খ যে প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদকে প্রক্রিয়াজাত করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে প্রস্তুত করা হয় তাকে শিল্প বলে।

এটি কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে চূড়ান্ত পণ্যে রূপান্তর করে। মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করাই শিল্পের কাজ। অর্থাৎ, এটি পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত কাজের সাথে সংযুক্ত। তাই, শিল্পকে উৎপাদনের বাহন বলা হয়।

গ উদ্দীপকে আমজাদ হোসেন, বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনঃরপ্তানি কাজের সাথে জড়িত।

পুনঃরপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক দেশ থেকে পণ্য কিনে তা অন্য দেশে রপ্তানি করা হয়। এক্ষেত্রে পণ্য রপ্তানিকারক তার রপ্তানিকৃত পণ্য বিদেশ থেকে সংগ্রহ করেন। এতে কমপক্ষে তিনটি দেশ জড়িত থাকে।

উদ্দীপকে আমজাদ হোসেন ব্যবসায়ের জন্য ইন্দোনেশিয়া থেকে উন্নত মানের চাল আমদানি করে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। এরপর তা যাচাই-বাছাইয়ের পর প্যাকেটজাত করে তুরস্কে বিক্রি করেন। এখানে তিনি এক দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে অন্য দেশে রপ্তানি করেছেন। এ কাজটি পুনঃরপ্তানি বাণিজ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, আমজাদ হোসেন পুনঃরপ্তানির মাধ্যমেই বৈদেশিক বাণিজ্য করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী আমজাদ হোসেন ব্যবসায়িক চিন্তা দূর করতে বিমা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন বলে আমি মনে করি।

সমুদ্রপথে পণ্য বহনের সময় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বিপুল অর্থের ক্ষতি হতে পারে। এ ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে রপ্তানিকারক বিমা করে। এতে বিমা কোম্পানি পণ্য বা সম্পত্তির ঝুঁকি গ্রহণ করে। ফলে রপ্তানিকারক নিশ্চিন্ত থাকেন।

উদ্দীপকে আমজাদ হোসেন একজন পুনঃরপ্তানিকারক চাল ব্যবসায়ী। তিনি ইন্দোনেশিয়া থেকে চাল এনে তুরস্কে রপ্তানি করেন। তিনি এ কাজের জন্য সমুদ্র পথে পণ্য আনা-নেওয়া করেন। কিন্তু এ পথে বিভিন্ন দুর্যোগের কথা ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন থাকেন। এ অবস্থায় আমজাদ হোসেন সমুদ্রপথে আমদানি-রপ্তানির সময় জাহাজ দুর্ঘটনায় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। এ ঝুঁকি কমানোর জন্য তিনি প্রিমিয়ামের বিনিময়ে নৌবিমা চুক্তি করতে পারেন। এতে আমদানি বা রপ্তানি পথে চালের কোনো ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিবে। এতে তার ব্যবসায়ের ঝুঁকি কমবে। সুতরাং, এভাবে বিমার মাধ্যমে আমজাদ হোসেন ব্যবসায়িক দুশ্চিন্তা দূর করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ২০ রাসেল রংপুরের একটি দারিদ্র্য নিপীড়িত অঞ্চলে বাস করে। ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর সে আর তার বন্ধুরা মিলে সেখানে একটি ব্যবসায় স্থাপন করল। ঐ এলাকায় বেশিরভাগ লোক দরিদ্র হওয়ায় তাদের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক, নৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন। কিছুদিন পরই তারা সাফল্যের মুখ দেখতে পেল। তাদের ব্যবসায়ের অর্জিত মুনাফা থেকে সদস্যদের বিনিয়োগকৃত মূলধন ফেরত দিয়ে অবশিষ্ট মুনাফা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ব্যয় করা হয়। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. প্রত্যক্ষ সেবা কী? ১

খ. ব্যবসায়ের বন্টনকারী শাখা কোনটি? ২

গ. রাসেলের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়টি কোন ধরনের? বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. রাসেলের ব্যবসায়টি কি দেশের দরিদ্রতা দূরীকরণে অবদান রাখতে সক্ষম বলে তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে গ্রাহকদের সরাসরি সেবা দেওয়াকে প্রত্যক্ষ সেবা বলে। যেমন: ডাক্তারি, ওকালতি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ সেবার অন্তর্গত।

খ ব্যবসায়ের পণ্য বন্টনকারী শাখা হলো বাণিজ্য।

উৎপাদক থেকে ভোক্তার কাছে পণ্য পৌঁছানোর কাজকে বাণিজ্য বলে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিল্পে (যেমন: খনিজ সম্পদ উত্তোলন) উৎপাদিত পণ্য মাধ্যমিক শিল্পে (যেমন: চিনি শিল্প) এবং মাধ্যমিক শিল্পে উৎপাদিত পণ্য প্রকৃত ভোক্তার কাছে সরবরাহ করা হয়। অর্থাৎ এটি মূলত পণ্য বন্টনের কাজই করে। তাই বাণিজ্যকে ব্যবসায়ের পণ্য বন্টনকারী শাখা বলে।

গ উদ্দীপকে রাসেলের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়টি সামাজিক ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

এরূপ ব্যবসায় সমাজের কল্যাণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। এখানে মুনাফা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কাজ করা হয় না। এ ব্যবসায়ে বিনিয়োগকারীরা শুধু বিনিয়োগকৃত মূলধন ফেরত নেয়। আর অর্জিত মুনাফা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হয়।

উদ্দীপকে রাসেল ও তার বন্ধুরা মিলে রংপুরে একটি ব্যবসায় স্থাপন করল। ঐ এলাকার বেশিরভাগ লোক দরিদ্র হওয়ায় তাদের উদ্দেশ্য ছিল এ দরিদ্রতা দূর করা। এর পাশাপাশি এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে তারা সামাজিক, নৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের কাজও করেন। ব্যবসায়ের অর্জিত মুনাফা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ব্যয় করেন। আর এর সদস্যরা শুধু মূলধনের অংশ ফেরত নেন। এসব বৈশিষ্ট্য সামাজিক ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে রাসেলের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়টিও সামাজিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

ঘ উদ্দীপকে রাসেলের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবসায় দেশের দরিদ্রতা দূরীকরণে অবদান রাখতে সক্ষম বলে আমি মনে করি।

সামাজিক ব্যবসায় গঠনে কতিপয় ব্যক্তি মুনাফা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য ছাড়াই মূলধন বিনিয়োগ করেন। তারা মূলত দরিদ্রতা দূরীকরণ ও সমাজকল্যাণের জন্যই এ ব্যবসায় পরিচালনা করেন। স্বাস্থ্য সেবা, গৃহায়ণ, শিশুদের জন্য খাদ্য সরবরাহ প্রভৃতি ও ব্যবসায়ের কাজের অন্তর্গত।

উদ্দীপকে রাসেলদের ব্যবসায়টি রংপুরে স্থাপিত হয়েছে। সেখানে বেশিরভাগ লোকই দরিদ্র বলে তারা এ অবস্থা মোকাবিলার জন্য কাজ

Teachingbd.com

করছেন। এছাড়া তারা সামাজিক, নৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের উদ্দেশ্যেও কাজ করছেন। অর্থাৎ, এটি সামাজিক ব্যবসায়ের অন্তর্গত। তাদের ব্যবসায়টিতে প্রচুর মুনাফা হচ্ছে। এ মুনাফা তারা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ব্যয় করছেন। এর পাশাপাশি এলাকার অসহায় ও বিত্তহীন মানুষের কল্যাণেও ব্যবহার করছেন। এতে দরিদ্র মানুষের উপকার হচ্ছে। ফলে দরিদ্রতা কমছে। সুতরাং, উক্ত সামাজিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি এভাবে দেশের দরিদ্রতা দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

প্রশ্ন ▶ ২১ জনাব ইব্রাহিম মুন্সীগঞ্জ কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করেছেন। মৌসুমের সময় তিনি মুন্সীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিনিধির মাধ্যমে আলু সংগ্রহ ও বছরের বিভিন্ন সময়ে নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে তা ঢাকার কারওয়ান বাজারসহ দেশের বড় বড় বিক্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আড়তদারদের মাধ্যমে বিক্রয় করেন। আড়তদারদের কাছ থেকে ছোট ব্যবসায়ীরা কিনে তা সাধারণ গ্রাহকদের কাছে বিক্রয় করে।

[রাজবাড়ী সরকারি কলেজ]

ক. পুনঃরপ্তানি কী? ১

খ. প্রাথমিক শিল্প বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব ইব্রাহিম কোন ধরনের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব ইব্রাহিমের পণ্য বিনিময় সহায়ক কার্যাবলি ব্যবসায়ের গতিকে ত্বরান্বিত করে– উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিদেশ থেকে পণ্য নিজ দেশে আমদানির পর তা আবার অন্য কোনো দেশে রপ্তানি করলে তাকে পুনঃরপ্তানি বলে।

খ প্রকৃতি থেকে সম্পদ উৎপাদন ও সংগ্রহের সব ধরনের কার্যপ্রক্রিয়াকে প্রাথমিক শিল্প বলে।

মানুষের সমস্ত ব্যবহার উপযোগী পণ্যই আসে মূলত প্রাথমিক শিল্প থেকে। এ শিল্প প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। এ শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রী বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে রূপান্তর করা হয়। যেমন : জমিতে ফসল ফলানো, খনি থেকে সম্পদ উত্তোলন প্রভৃতি এর অন্তর্গত।

গ উদ্দীপকে জনাব ইব্রাহিম অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পাইকারি ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত।

কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের কাজ করা হয়। পাইকারি ব্যবসায় এর অন্তর্গত। এ ব্যবসায়ে উৎপাদকের কাছ থেকে পাইকার অধিক পরিমাণে পণ্য ক্রয় করে তা সংগ্রহ বা গুদামজাত করে রাখেন। এরপর খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে তা বিক্রয় করেন।

উদ্দীপকে জনাব ইব্রাহিম মুন্সীগঞ্জে একটি কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করেছেন। তিনি একজন মৌসুমি পণ্যের ব্যবসায়ী। তিনি দেশের অভ্যন্তরে মুন্সীগঞ্জ থেকে প্রতিনিধির মাধ্যমে আলু সংগ্রহ করেন। এরপর নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে ঢাকার কারওয়ান বাজারে তা আড়তদারদের মাধ্যমে বিক্রয় করেন। এখানে তিনি উৎপাদক ও খুচরা ব্যবসায়ীর মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যোগসূত্র স্থাপন করছেন, যা একজন পাইকারের কাজ। সুতরাং, জনাব ইব্রাহিমের কাজ পাইকারি ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকে জনাব ইব্রাহিমের পণ্য বিনিময় সহায়ক কার্যাবলি ব্যবসায়ের গতিকে ত্বরান্বিত করে– উক্তিটি যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

বাণিজ্যের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে বেশকিছু বাধার সৃষ্টি হয়। যেমন: স্বত্বগত, স্থানগত, সময়গত বাধা প্রভৃতি। এসব বাধা দূর করার জন্য পণ্য বিনিময় সহায়ক কিছু কাজ (যেমন: ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহন, গুদামজাতকরণ প্রভৃতি) করা হয়। এটি ব্যবসায়ের কাজ সচল রাখতে সাহায্য করে।

উদ্দীপকের জনাব ইব্রাহীম মৌসুমের সময় বিভিন্ন আড়তদারের মাধ্যমে মুন্সীগঞ্জ থেকে আলু সংগ্রহ করেন। তা নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে কারওয়ান বাজারসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় করেন। এভাবে তিনি পণ্যের স্থানগত বাধা দূর করেন। আবার ক্রয়-বিক্রয় কাজের মাধ্যমে তিনি স্বত্বগত বাধা দূর করছেন। এগুলো পণ্য বিনিময় সহায়ক কার্যাবলির অন্তর্গত।

এসব কাজের মাধ্যমে ব্যবসায়ের পণ্য ক্রয়-বিক্রয় কাজ সচল রাখা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে স্থানগত দূরত্ব দূর হচ্ছে। ভোক্তারা সহজেই প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করতে পারছে। এসব কাজের মাধ্যমে বিক্রেতারা মুনাফা অর্জন করছে। এতে ব্যবসায়ের পরিধিও বাড়তে থাকে। সুতরাং বলা যায়, জনাব ইব্রাহিমের উক্ত পণ্য বিনিময় সহায়ক কার্যাবলি ব্যবসায়ের গতিকে ত্বরান্বিত করে।

প্রশ্ন ▶ ২২ কবির দীর্ঘদিন একটি চালের আড়তে কাজ করছিল। পরবর্তীতে সঞ্চয়কৃত অর্থ দিয়ে সে নিজেই চালের ব্যবসায় শুরু করল। কাজে সহায়তা করার জন্য ছোট ভাই কাজলকে সঙ্গে নেয়। সে দিনাজপুরের উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে সরাসরি অত্যন্ত মানসম্পন্ন চাল ক্রয় করে নিয়ে এসে প্যাকেট করে বগুড়ায় বড় বাজারে বিক্রি করে। ফলে বাজারে দ্রুত চাহিদা বাড়তে থাকে এবং বেশিকিছু সংখ্যক গ্রাহক আগে থেকেই ফরমায়েশ দিয়ে থাকে। কবির এ পর্যায়ে হোম ডেলিভারি দেওয়ার পরিকল্পনা করে।

[বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]

ক. ব্যবসায় কী? ১

খ. ব্যবসায় কার্য সম্পাদনে ঝুঁকিগত বাধা কীভাবে দূর করা যায়? ২

গ. কবির ব্যবসায়ের আওতায় কোন পর্যায়ে অবস্থান করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় করার সিদ্ধান্তটি কবিরের জন্য সঠিক ছিল কি? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈধভাবে পরিচালিত যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকে ব্যবসায় বলে।

খ ব্যবসায়ের কার্য সম্পাদনে ঝুঁকিগত বাধা পণ্যের বিমা করার মাধ্যমে দূর করা যায়।

ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ঝুঁকিগুলো হলো চাহিদা হ্রাস, পণ্য পচন, মূল্যহ্রাস, দুর্ঘটনা প্রভৃতি। এসব ঝুঁকির কারণে ব্যবসায়ে প্রচুর ক্ষতি হতে পারে। এ ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য ঝুঁকির বিপরীতে বিমা করা যায়। বিমাচুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতার সম্পদের কোনো ক্ষতি হলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ দেয়। এভাবে বিমা ব্যবসায়ের ঝুঁকিগত বাধা দূর করে।

সহায়ক তথ্য

বিমা হলো বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি; যেখানে বিমাকারী বিমাগ্রহীতার সম্পদের ঝুঁকি গ্রহণের বিনিময়ে প্রিমিয়াম নিয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকের কবির ব্যবসায়ের আওতায় বাণিজ্যে অবস্থান করছে।

বাণিজ্য ব্যবসায়ের পণ্য বণ্টনকারী শাখা হিসেবে বিবেচিত। শিল্পে উৎপাদিত পণ্য ভোক্তাদের কাছে পৌঁছানোর কাজটি বাণিজ্যের মাধ্যমে করা হয়। এ কাজে বিভিন্ন বাধা সৃষ্টি হয়। যেমন: স্বত্বগত, স্থানগত, সময়গত বাধা প্রভৃতি। এসব বাধা ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহন, গুদামজাতকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে দূর করা যায়।

Teachingbd.com

উদ্দীপকে কবির একজন চালের ব্যবসায়ী। সে দিনাজপুরের উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে সরাসরি মানসম্পন্ন চাল ক্রয় করে। এরপর তা বগুড়ার বড় বাজারে বিক্রি করে। এক্ষেত্রে সে প্রথমে চাল ক্রয়ের মাধ্যমে স্বত্বগত বাধা দূর করেছে। এরপর তা পরিবহনের মাধ্যমে দিনাজপুর থেকে বগুড়ায় নিয়ে বিক্রি করে। এতে পণ্যের স্থানগত বাধা দূর হচ্ছে। এভাবে সে উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত পণ্য পৌছানোর কাজ করছে। এ কাজ বাণিজ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, কবির বাণিজ্যের কাজের সাথেই সম্পৃক্ত।

ঘ উদ্দীপকের কবিরের চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় করার সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল বলে আমি মনে করি।

ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনার পেছনে ব্যবসায়ীর মুনাফা অর্জনের প্রত্যাশা বা উদ্দেশ্য থাকে। কম দামে পণ্য কিনে বা উৎপাদন করে বেশি দামে বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করা হয়। চাকরির ক্ষেত্রে এ ধরনের সুযোগ নেই। তাই মানুষ চাকরি না করে ব্যবসায় করতে বেশি আগ্রহী হয়।

উদ্দীপকে কবির দীর্ঘদিন একটি চালের আড়তে চাকরি করছিল। পরবর্তীতে সঞ্চয়কৃত অর্থ দিয়ে সে নিজেই চালের ব্যবসায় শুরু করে। কাজে সহায়তার জন্য সে তার ছোট ভাইকে সাথে নেয়।

কবির যখন চাকরি করছিল তখন তার বেতন বা আয় সীমিত ছিল। সেখানে অতিরিক্ত শ্রম বা কৌশল প্রয়োগ করেও অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন সম্ভব ছিল না। কারণ চাকরির ক্ষেত্রে বেতন নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু সে পরে নিজের চালের ব্যবসায় চালু করে। সেখানে সে খুব ভালো মানের চাল সরবরাহ করে দ্রুত সুনাম অর্জন করে। এতে বাজারে চাহিদা দ্রুত বেড়ে যায়। সে গ্রাহকদের থেকে অগ্রিম অর্ডার পেতে শুরু করে। এতে তার মুনাফা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। যা তার চাকরির সীমিত আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তাই বলা যায়, চাকরি ছেড়ে কবিরের ব্যবসায় করার সিদ্ধান্তটি যুক্তিযুক্ত ছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৩ তমাল বিভিন্ন গার্মেন্টস শিল্পে সুতা সরবরাহের কাজ করেন। এজন্য দেশের বিখ্যাত কয়েকটি সুতা তৈরির কারখানায় তার বেশ সুনাম আছে। তমাল লক্ষ্য করলেন যে, অধিক পরিমাণে সুতা ক্রয় করলে মূল্য কিছুটা কম পড়ে। তাই তিনি কিছু জমাকৃত অর্থ বিনিয়োগ করে একটি গুদাম ভাড়া করেন এবং অধিক পরিমাণে সুতা সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করার পরিকল্পনা করেন। *[কুমিল্লা কমার্স কলেজ]*

ক. প্রক্রিয়াজাত শিল্প কী? ১

খ. 'Business'-এর সমীকরণটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. তমালের সাম্প্রতিক কার্যক্রমটি কোন ধরনের ট্রেডের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে তমালের সাফল্য সুনিশ্চিত" তুমি কি এর সাথে একমত? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শিল্পের কাঁচামাল বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিণত পণ্যে রূপান্তরিত হয় তাকে প্রক্রিয়াজাত শিল্প বলে। যেমন: তুলা থেকে কাপড় তৈরি প্রক্রিয়াজাত শিল্পের অন্তর্গত।

খ Business বা ব্যবসায় হলো মুনাফা অর্জনের জন্য বৈধভাবে পরিচালিত সব অর্থনৈতিক কাজের (উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়) সমষ্টি।

Business এর সমীকরণটি হলো $B = \Sigma I + \Sigma T + \Sigma AT$.

এখানে, B = Business (ব্যবসায়)

ΣI = Industry (শিল্পের কাজের সমষ্টি)

ΣT = Trade (পণ্য বিনিময় সংক্রান্ত কাজের সমষ্টি)

ΣAT = Auxiliaries to Trade (পণ্য বিনিময় সহায়ক অন্যান্য কাজের সমষ্টি)

গ উদ্দীপকে তমালের সাম্প্রতিক কার্যক্রমটি অভ্যন্তরীণ ট্রেডের অধীনে পাইকারি ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত।

অভ্যন্তরীণ ট্রেডের কাজ হলো নিজ দেশের ভেতরে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা। পাইকারি ব্যবসায় এই ট্রেডেরই অন্তর্গত। এ ব্যবসায়ে পাইকার উৎপাদকের থেকে পণ্য সংগ্রহ করে খুচরা ব্যবসায়ীর কাছে সরবরাহ করে। অর্থাৎ এদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের কাজ করেন। এ ধরনের ব্যবসায়ীরা মূলত শহরের মূল কেন্দ্রে ব্যবসায় স্থাপন করেন।

উদ্দীপকের তমাল বিভিন্ন গার্মেন্টস শিল্পে সুতা সরবরাহের কাজ করেন। তিনি উৎপাদকের কাছ থেকে প্রথমে অধিক পরিমাণে সুতা ক্রয় করে সংরক্ষণ করেন। এরপর তা শিল্পে বা খুচরা ব্যবসায়ীর কাছে সরবরাহ করেন। এক্ষেত্রে তিনি উৎপাদনকারী ও শিল্পমালিকদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। আর তার ব্যবসায়ের কাজগুলো দেশের ভিতরেই সংঘটিত হয়েছে। এটি অভ্যন্তরীণ ট্রেডের পাইকারি ব্যবসায়ের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, তমালের কাজটি অভ্যন্তরীণ ট্রেডের পাইকারি ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

ঘ 'ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে তমালের সাফল্য সুনিশ্চিত' আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

উৎপাদন ও ভোগের মধ্যবর্তী সময়ে পণ্য নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষার জন্য গুদামজাত করা হয়। এতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পণ্যের গুণগত মান রক্ষা হয়। এর ফলে পণ্যের সময়গত উপযোগ সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকের তমাল পাইকারি ব্যবসায়ের কাজ করেন। তিনি গার্মেন্টস শিল্পে সুতা সরবরাহ করেন। এক্ষেত্রে তার যথেষ্ট সুনাম আছে। তিনি লক্ষ করলেন অধিক পরিমাণে সুতা ক্রয় করলে খরচ কম হয়। তাই তিনি এর সংরক্ষণের জন্য একটি গুদাম ভাড়া করেন। এর মাধ্যমে তিনি ক্রয়কৃত সুতা গুদামজাতের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

এ ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি কমদামে এক সাথে অধিক পরিমাণে সুতা কিনে এখানে সংরক্ষণ করতে পারবেন। এরপর সারা বছর ধরে তা সরবরাহ করতে পারবেন। এতে তার খরচ কম হবে ও মুনাফা বেশি হবে। এছাড়া শিল্পের মন্দার সময়ও সুতা সরবরাহ করতে পারবেন। এতে তার ব্যবসায়িক সুনাম বজায় থাকবে। এভাবে তিনি নিশ্চিতভাবে ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করতে পারবেন বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ২৪ কুবের মাঝি জেলেদের নিয়ে পদ্মা নদী থেকে ইলিশ মাছ ধরে চাঁদপুর বাজারে বিক্রি করে। বাজারে মাছের প্রচুর চাহিদা থাকায় সে মাছ ধরার জাল ও আরেকটি নৌকা ক্রয়ের জন্য ঋণ গ্রহণের কথা ভাবছেন। *[লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যবসায় কী? ১

খ. বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. কুবের মাঝির ব্যবসায়টি কোন শিল্পের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কুবের মাঝি কোন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে বলে তুমি মনে করো? ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈধভাবে পরিচালিত যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকে ব্যবসায় বলে।

খ শিল্পে উৎপাদিত পণ্য প্রকৃত ভোগকারীর কাছে পৌছানোর কাজকে বাণিজ্য বলে।

বাণিজ্য মূলত ব্যবসায়ের পণ্য বণ্টনের কাজ করে। এ বণ্টন কাজ করতে নানারকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন: স্বত্বগত, স্থানগত, সময়গত বাধা প্রভৃতি। এসব বাধা ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহন, গুদামজাতকরণ প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে দূর করা হয়। এসব কাজের সমষ্টিই বাণিজ্য।

গ উদ্দীপকে কুবের মাঝির ব্যবসায়টি নিষ্কাশন শিল্পের অন্তর্গত।

এ শিল্পের মাধ্যমে প্রাকৃতিক উৎস (ভূগর্ভ, পানি বা বায়ু) থেকে সম্পদ আহরণ করা হয়। সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরের জিনিস তাদের

http://teachingbd.com

ব্যবহারের আওতায় আনা হয়। এ শিল্প প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে এদের উপযোগিতা বাড়ায়। খনি থেকে কয়লা, নদী থেকে মাছ আহরণ প্রভৃতি এ শিল্পের উদাহরণ।

উদ্দীপকের কুবের মাঝি জেলেদের নিয়ে পদ্মা নদী থেকে ইলিশ মাছ ধরে। এরপর তা চাঁদপুর বাজারে বিক্রি করে। এক্ষেত্রে সে প্রাকৃতিক উৎস থেকে সম্পদ আহরণ করছে। আর তা বিক্রয়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে খাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। এসব বৈশিষ্ট্য নিষ্কাশন শিল্পের কাজের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, কুবের মাঝির ব্যবসায়টি নিষ্কাশন শিল্পের অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকের কুবের মাঝি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে বলে আমি মনে করি।

যেকোনো ব্যবসায় পরিচালনা করতে অর্থের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে ব্যবসায় সম্প্রসারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থের যোগান দিয়ে ব্যবসায়ের মূলধন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করে থাকে।

উদ্দীপকের কুবের মাঝি পদ্মা নদী থেকে ইলিশ মাছ ধরে চাঁদপুর বাজারে বিক্রি করে। বাজারে ইলিশ মাছের প্রচুর চাহিদা আছে। তাই সে মাছ ধরার জাল ও আরেকটি নৌকা কেনার কথা ভাবছে।

জাল ও নৌকা ক্রয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন। এ অতিরিক্ত অর্থ সে ব্যাংক থেকে ঋণ হিসেবে নিতে পারে। তার অর্থ সংক্রান্ত বাধাটি এর মাধ্যমে দূর করা যাবে। ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে জাল ও নৌকা কিনে বেশি পরিমাণে মাছ ধরা সম্ভব হবে। ফলে বাজারে মাছের অধিক চাহিদাও পূরণ করা যাবে। সুতরাং বলা যায়, কুবের মাঝি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে আর্থিক সমস্যা দূর করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২৫ কমল দীর্ঘদিন ধরে চট্টগ্রামে পাইকারি ব্যবসায় করছেন। সাপ্তাহিক ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে তার পাঁচজন বন্ধু নিয়ে একজন দরিদ্র কৃষককে তাদের মূলধন দিয়ে একটি মুদি দোকান স্থাপন করে দেন। এতে কৃষকের আর্থিক সচ্ছলতা বাড়ে। কিছুদিন পর কৃষক কমল ও তার বন্ধুদের মূলধন ফেরত দেন। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায় কী? ১

খ. নাবালক কী অংশীদার হতে পারে? ২

গ. উদ্দীপকে কমল গ্রামে যে কাজটি করেছে তা কী ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কমল ও তার পাঁচজন বন্ধুর এ ধরনের কার্যক্রম অর্থনৈতিক উন্নয়নে কী ভূমিকা রাখতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো অংশীদারি ব্যবসায়ে এক বা একাধিক সদস্যের দায় সীমিত থাকলে তাকে সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

খ নাবালক অংশীদার হতে পারে না।

অংশীদারি আইনে ৩০ (১) ধারা অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে কোনো ব্যক্তি অংশীদার হতে পারবে না। কিন্তু সকল অংশীদার সম্মত হলে কিছু সময়ের জন্য নাবালককে অংশীদারি ব্যবসায়ের সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে নাবালকের দায় তার মূলধন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে।

গ উদ্দীপকের কমল গ্রামে যে কাজটি করেছেন তা সামাজিক ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

মূলত সমাজের কল্যাণ ও দারিদ্র্য দূর করার জন্য সামাজিক ব্যবসায়ের কাজ করা হয়। এক্ষেত্রে যেসব ব্যক্তিবর্গ মূলধন বিনিয়োগ করেন তারা এর থেকে লভাংশ প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেন না। এর কাজ হয় বাণিজ্যিক কিন্তু উদ্দেশ্য হবে সামাজিক।

উদ্দীপকে কমল দীর্ঘদিন ধরে চট্টগ্রামে পাইকারি ব্যবসায় করছেন। তিনি তার গ্রামের বাড়িতে গিয়ে পাঁচ বন্ধুকে নিয়ে একজন দরিদ্র কৃষককে তাদের মূলধন দিয়ে একটি মুদি দোকান স্থাপন করে দেন। কৃষকের আর্থিক সচ্ছলতা বাড়লে তাদের মূলধন ফেরত দেন। এখানে তারা মূলধন বিনিয়োগ করেন সামাজিক উদ্দেশ্যে। কৃষকের দরিদ্রতা দূর করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। এখান থেকে তারা মুনাফা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেন না। এসব বৈশিষ্ট্য সামাজিক ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, কমল গ্রামে সামাজিক ব্যবসায়ের কাজ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের কমল ও তার পাঁচ বন্ধুর সামাজিক ব্যবসায়ের কাজ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমি মনে করি।

সামাজিক ব্যবসায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক উন্নয়ন করা হয়। এখানে উদ্যোক্তারা মূলধন বিনিয়োগ করেন। কিন্তু মুনাফা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেন না। বিনিযোগকারীরা শুধু মূলধন ফেরত নিয়ে থাকেন। আর মুনাফার অংশ উক্ত বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের প্রসার ও উন্নয়নে ব্যয় করা হয়।

উদ্দীপকে কমল তার পাঁচ বন্ধুকে নিয়ে গ্রামের একজন দরিদ্র কৃষককে তাদের মূলধন দিয়ে একটি দোকান দিয়ে দেন। কিছুদিন পর কৃষকের আর্থিক সচ্ছলতা বাড়লে তাদের মূলধন ফেরত দেন। কিন্তু এর মুনাফা তারা গ্রহণ করেন না। অর্থাৎ এটি সামাজিক ব্যবসায়কে নির্দেশ করছে, যা মূলত দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করে।

এ ধরনের ব্যবসায়ের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজেদের আর্থিক উন্নয়নের সুযোগ পায়। অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে মাথাপিছু আয় বাড়ে। দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হয়। এছাড়া উদ্যোক্তারা বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত নিলেও মুনাফার অংশ নেয় না। এ অর্থের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা যায়। এতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রসার হয়। এভাবে সামাজিক ব্যবসায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ দেশ বাংলা বাংলাদেশের একটি অতিপরিচিত শিল্প প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ত্রিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরিপ চালিয়ে কিশোরগঞ্জে একটি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করল। ভূগর্ভ থেকে গ্যাস আহরণ করে প্রতিষ্ঠানটি আরশী গ্যাস কোম্পানিকে সরবরাহ করে। আরশী গ্যাস কোম্পানি সংগৃহীত গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে শিল্প ও গৃহস্থলী কাজে সরবরাহ করে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. পরিমেল নিয়মাবলি কী? ১

খ. সামাজিক ব্যবসায় কাকে বলে? ২

গ. দেশ বাংলাকে কোন ধরনের শিল্প বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আরশী কোম্পানির কার্যক্রম ব্যবসায়ের কোন শাখার অন্তর্গত? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোম্পানির অভ্যন্তরীণ পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-নীতির দলিলকেই পরিমেল নিয়মাবলি বলে।

খ যে ব্যবসায়ে উদ্যোক্তারা মূলধন বিনিয়োগ করেন, কিন্তু মুনাফা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেন না তাকে সামাজিক ব্যবসায় বলে।

এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে মূলত দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক উন্নয়নের কাজ করা হয়। এখানে বিনিয়োগকারীরা শুধু তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধন ফেরত নেন। আর এর মুনাফার অংশ বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের প্রসার ও উন্নয়নে ব্যয় করা হয়। এভাবে এ ব্যবসায় অর্থনৈতিক উন্নয়নেও অবদান রাখে।

গ উদ্দীপকের দেশ বাংলাকে নিষ্কাশন শিল্প বলা হয়।

নিষ্কাশন (Extrative) শিল্পের মাধ্যমে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ আহরণ বা সংগ্রহ করা হয়। এ শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের কিছু কিছু সরাসরি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এর অধিকাংশই পরবর্তী উৎপাদনের কাজে ব্যবহার

Teachingbd.com

হয়। ভূগর্ভ থেকে খনিজ সম্পদ সংগ্রহ, প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণ প্রভৃতি এ শিল্পের উদাহরণ।

উদ্দীপকের দেশ বাংলা একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। এটি ত্রিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরিপ চালিয়ে কিশোরগঞ্জে একটি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করে। ভূগর্ভ থেকে গ্যাস আহরণ করে তা আরশী গ্যাস কোম্পানিকে সরবরাহ করে। এখানে গ্যাস কোম্পানিটি প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ আহরণ করে তা আবার পরবর্তী উৎপাদনের জন্য অন্য একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করে। এসব কাজ নিষ্কাশন শিল্পের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, দেশ বাংলা প্রতিষ্ঠানটি নিষ্কাশন শিল্পের অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকে আরশী গ্যাস কোম্পানির কার্যক্রম ব্যবসায়ের শিল্প শাখার 'সেবা পরিবেশক শিল্প'-এর অন্তর্গত।

এ শিল্প মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ ও আরামদায়ক করার কাজে নিয়োজিত থাকে। বিভিন্ন প্রকার সেবাকর্ম নিয়ে এ শিল্প কাজ করে। যেমন: গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, ব্যাংকিং ও স্বাস্থ্য সেবা প্রভৃতি এর অন্তর্গত।

উদ্দীপকের দেশ বাংলা শিল্প ভূগর্ভ থেকে গ্যাস আহরণ করে তা আরশী গ্যাস কোম্পানিকে সরাবরাহ করে। আরশী গ্যাস কোম্পানি এ গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে শিল্প ও গৃহস্থালী কাজে সরবরাহ করে।

আরশী গ্যাস কোম্পানির সরবরাহকৃত গ্যাস গৃহস্থলীর দৈনন্দিন কাজে প্রয়োজন হয়। ফলে সাধারণ মানষের জীবনযাত্রা এক্ষেত্রে সহজ হচ্ছে। আবার, এটি উৎপাদনমূলক কাজেও বিভিন্ন কারখানায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে তারা সহজে উৎপাদন কাজ করতে পারছে। সুতরাং আরশী গ্যাস কোম্পানি এ ধরনের সেবা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত থাকা, একে সেবা শিল্পের অন্তর্গত বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ২৭ জনাব আরিফের পরিচালনাধীন 'ইচ্ছা' নামক প্রতিষ্ঠানটি বীজ থেকে চারা উৎপাদন করে। প্রতিষ্ঠানটিতে প্রায় ১০০ প্রজাতির চারা উৎপাদন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি মুনাফা অর্জনকে গুরুত্ব না দিয়ে সর্বসাধারণের কল্যাণের বিষয়টি মাথায় রেখে উৎপাদিত চারার দাম নির্ধারণ করে। ২০১৬ সালে অর্জিত মুনাফা মালিকদের না দিয়ে প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণে অতিরিক্ত বীজ ও জমি ক্রয় করে।

[কক্সবাজার সরকারি কলেজ]

ক. প্রত্যক্ষ সেবা কী? ১

খ. পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য কীভাবে সম্পাদিত হয়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে "ইচ্ছা"-এর কর্মকাণ্ড কোন শিল্পের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত "ইচ্ছা" নামক প্রতিষ্ঠানটিকে কি সামাজিক ব্যবসায় বলা যায়? যুক্তি দাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে গ্রাহকদের সরাসরি সেবা দেওয়াকে প্রত্যক্ষ সেবা বলে।

সহায়ক তথ্য

যেমন: ডাক্তারি, ওকালতি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ সেবার অন্তর্গত।

খ বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করে তা আবার অন্য দেশে রপ্তানি করাকে পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য বলে।

পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে প্রথমে পণ্য এক দেশ থেকে আমদানি করে নিজ দেশে আনা হয়। এরপর তা প্রক্রিয়াজাত করে অন্য দেশে পুনরায় রপ্তানি করা হয়। এ ধরনের বাণিজ্যের কার্যক্রম তিনটি দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়। যেমন: ভারত থেকে চা আমদানি করে প্যাকিং করে তা মিয়ানমারে রপ্তানি করা হলো।

গ উদ্দীপকে 'ইচ্ছা'-এর কর্মকাণ্ড প্রজনন শিল্পের অন্তর্গত।

এ শিল্পে উদ্ভিদ ও প্রাণির বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদন কাজ পরিচালিত হয়। প্রাকৃতিক উপায়ে গাছপালা ও প্রাণির বংশবৃদ্ধি করা এ শিল্পের প্রধান কাজ। যেমন : নার্সারি, পোলট্রি ফার্ম, হ্যাচারি প্রভৃতি এ শিল্পের অন্তর্গত।

উদ্দীপকে জনাব আরিফ 'ইচ্ছা' নামের একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন। এখনে বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে প্রায় ১০০ প্রজাতির চারাগছ উৎপাদন করা হয়। এগুলোকে প্রাকৃতিক উপায়ে পরিচর্যা করে বড় গাছে পরিণত করা যায়। বড় গাছ থেকে আবার বীজ ও চারা উৎপন্ন করা যায়। এভাবে এটি পরবর্তী উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। এসব বৈশিষ্ট্য প্রজনন শিল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের 'ইচ্ছা'-এর কর্মকাণ্ড প্রজনন শিল্পের অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ইচ্ছা' নামক প্রতিষ্ঠানটিকে-এর উদ্দেশ্যের আলোকে সামাজিক ব্যবসায় বলা যায়।

এ ব্যবসায় দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক কল্যাণের জন্য গঠিত হয়, মুনাফা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নয়। এ ব্যবসায়ে বিনিয়োগকারীরা শুধু তাদের মূলধন ফেরত নেয়। আর মুনাফার অর্থ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজে ব্যয় করা হয়। এটি পুনঃবিনিয়োগ হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপকে জনাব আরিফ 'ইচ্ছা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন। এখানে মুনাফা অর্জনের বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। জনসাধারণের কল্যাণের জন্য এতে উৎপাদিত চারার দাম নির্ধারণ করা হয়।

উক্ত প্রতিষ্ঠানে চারাগাছ কমমূল্যে বিক্রয় করা হয়। এতে জনগণের উপকার হয়। এছাড়াও ২০১৬ সালে অর্জিত মুনাফা মালিকদের না দিয়ে প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণে অতিরিক্ত বীজ ও জমি ক্রয় করা হয়। এসব কাজ সামাজিক ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য। এ কারণে উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটিকে সামাজিক ব্যবসায় বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ২৮ 'ক' এবং 'খ' একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে পড়ালেখা শেষ করেন। উভয়ই আলাদাভাবে দুটি ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়েন। 'ক' দেশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে দেশীয় মোরগ ক্রয় করে সেগুলো উন্নত প্যাকেটজাত করে বিক্রয়ের একটি পয়েন্ট স্থাপন করেন। গ্রাহকদের কাছে চাহিদা ব্যাপক। অন্যদিকে 'খ' সরকারের যথাযথ অনুমোদন না নিয়ে বিদেশ থেকে মাছ ক্রয় করে বিভিন্ন বিক্রয়কেন্দ্রে প্রেরণ করেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই 'খ' লাইসেন্স সংক্রান্ত জটিলতায় পড়লো।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

ক. বিশেষায়ণ কী? ১

খ. ব্যবসায় কীভাবে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'খ'-এর কর্মকাণ্ড ব্যবসায় নয় কেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশেষ কাজে কর্মীর দক্ষতা বা বিশেষ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কাজ বিভাজন করাকে বিশেষায়ন বলে।

খ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত বৈধ ও অর্থনৈতিক কাজকে ব্যবসায় বলে।

ব্যবসায়ের মাধ্যমে মানুষ নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে পণ্য বা সেবা উৎপাদন করে। এরপর এগুলো বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে স্বাবলম্বী হয়। এ প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ী নিজের পাশাপাশি অন্যেরও কাজের সুযোগ করে দেয়। এতে বেকার সমস্যা কমে। এভাবে ব্যবসায় মানুষের জীবনমান উন্নয়ন করতে পারে।

http://teachingbd.com

গ উদ্দীপকে 'ক' রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করেছেন।

প্রাকৃতিক সম্পদের রূপ বা অবস্থা পরিবর্তন করে এর রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করা হয়। পণ্য প্রক্রিয়াজাত করার মাধ্যমে এ কাজ করা হয়। রূপগত পরিবর্তনের মাধ্যমে তা মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে প্রস্তুত হয়। যেমন: তুলা থেকে সুতা ও সুতা থেকে কাপড় তৈরি-এর অন্তর্গত।

উদ্দীপকের 'ক' দেশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে দেশি মোরগ ক্রয় করে। এরপর সেগুলো উন্নত প্যাকেটজাত করে বিক্রয় করে। গ্রাহকদের কাছে এর ব্যাপক চাহিদা আছে। এখানে 'ক' মোরগগুলো সরাসরি সংগ্রহ করে এগুলোর রূপ পরিবর্তন করে। আর, প্যাকেটজাত করার মাধ্যমে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে প্রস্তুত করেন। এসব কাজ রূপগত উপযোগ সৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, 'ক' রূপগত উপযোগ সৃষ্টির কাজই করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে 'খ' এর কর্মকাণ্ড আইনগত বৈধতার অভাবে ব্যবসায় নয় বলে আমি মনে করি।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈধ অর্থনৈতিক কাজ ব্যবসায় হিসেবে গণ্য হয়। কোনো অবৈধ কাজে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকলেও তাকে ব্যবসায় বলা যাবে না। যেমন : চোরাই পথে পণ্য এনে বিক্রয় করলে তা ব্যবসায় নয়। এটি শুধু অবৈধ কাজ হিসেবেই বিবেচিত হবে।

উদ্দীপকে 'খ' সরকারের যথাযথ অনুমোদন না নিয়ে বিদেশ থেকে মাছ ক্রয় করে। এসব মাছ বিভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্রে প্রেরণ করে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই সে লাইসেন্স সংক্রান্ত জটিলতায় পড়ে।

যেকোনো ব্যবসায় দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বৈধ হতে হয়। এজন্য ব্যবসায়ীকে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়ে এর কাজ পরিচালনা করতে হয়। লাইসেন্স ছাড়া বৈআইনিভাবে পণ্যদ্রব্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করলে তাকে ব্যবসায় বলা যাবে না। উদ্দীপকে 'খ' সরকারকে না জানিয়ে দেশে মাছ আমদানি করে বলে এটি অবৈধ কাজ হিসেবে গণ্য করা হবে। তাই এ কাজে মুনাফা অর্জন হলেও এটি ব্যবসায় হিসেবে বিবেচিত হবে না।

প্রশ্ন ▶ ২৯ শারমিন আক্তার একজন বুটিক উৎপাদনকারী। তিনি তার কারখানায় বিভিন্ন ফ্যাশনের পোশাক তৈরি ও বিক্রয় করেন। তিনি তার ব্যবসায়ের প্রয়োজনে একটা আলমারি ক্রয় করেন ও স্থান সংকুলান না হওয়ায় ক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে লাভবান হন।

[পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. পণ্য বিনিময় কাকে বলে? ১

খ. শিল্প হলো 'কেন্দ্রীভূত কাজ' ব্যাখ্যা করো। ২

গ. শারমিন আক্তারের আলমারি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনে ব্যবসায়ের কোন বৈশিষ্ট্যটি অনুপস্থিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শারমিন আক্তারের লেনদেনটি ব্যবসায় কি না তা মূল্যায়ন করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের জন্য পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয়ের কাজকে পণ্য বিনিময় বলে।

খ প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্য প্রস্তুতের কাজকে শিল্প বলে।

কাঁচামালকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার জন্য প্রয়োজন হয় শ্রমিক, যন্ত্রপতি ও আনুষঙ্গিক উপকরণ। এসব উপকরণের মাধ্যমে কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহারযোগ্য পণ্যে রূপান্তর করা হয়। এসব কাজ সাধারণত কারখানায় করা হয়, যা নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকে। তাই শিল্পকে কেন্দ্রীভূত কাজ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে শারমিন আক্তারের আলমারি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনে ব্যবসায়ের 'লেনদেনের পৌনঃপুনিকতা' বৈশিষ্ট্যটি অনুপস্থিত।

ব্যবসায়ে পণ্যদ্রব্য বারবার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করা হয়। পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বার বার লেনদেন সংঘটিত হয়। ব্যবসায়ের লেনদেনের পৌনঃপুনিকতা বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত। উদাহরণস্বরূপ- একজন আসবাবপত্র বিক্রেতা নিয়মিত ফরমায়েশমাফিক আসবাবপত্র তৈরি ও বিক্রয় করে। ফলে তার কাজটি ব্যবসায় হিসেবে গণ্য হয়।

উদ্দীপকের শারমিন আক্তার একজন বুটিক উৎপাদনকারী। তিনি তার কারখানায় বিভিন্ন ফ্যাশনের পোশাক তৈরি ও বিক্রয় করেন। তিনি তার ব্যবসায়ের প্রয়োজনে একটি আলমারি ক্রয় করেন। স্থান সংকুলান না হওয়ায় এটি বিক্রি করে দেন। এখানে তিনি আলমারিটি ব্যবসায়ে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কিনেছিলেন। তার ব্যবসায়ের মূল কাঁচামাল বা পণ্য হচ্ছে পোশাক, আলমারি নয়। তিনি আলমারিটি একবার ক্রয় ও একবারই বিক্রয় করেছেন। লেনদেন একবারই সংঘটিত হয়েছে। তাই বলা যায়, আলমারি ক্রয়-বিক্রয়ে লেনদেনের পৌনঃপুনিকতা বিষয়টি অনুপস্থিত রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শারমিন আক্তারের লেনদেনটিতে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য ও লেনদেনের পৌনঃপুনিকতা নেই বলে এটি ব্যবসায় নয়।

কোনো কাজকে ব্যবসায় হতে হলে সেখানে মুনাফা অর্জনের বৈধ উদ্দেশ্য থাকতে হবে। এ মুনাফা অর্জন অবশ্যই ক্রয়-বিক্রয়ের পৌনঃপুনিকতার মাধ্যমে হতে হবে। অর্থাৎ, ব্যবসায়ে লেনদেনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ধারাবাহিকতা থাকতে হবে। যেমন: পুরাতন আসবাবপত্র কারও কাছে বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করলেও তা ব্যবসায় বলে গণ্য হবে না।

উদ্দীপকে শারমিন আক্তার একজন বুটিক উৎপাদনকারী। তিনি তার কারখানায় বিভিন্ন ফ্যাশনের পোশাক তৈরি ও বিক্রয় করেন। তিনি তার ব্যবসায়ের প্রয়োজনে একটি আলমারি ক্রয় করেন। স্থান সংকুলান না হওয়ায় ক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে লাভবান হন।

শারমিন আক্তারের ব্যবসায়ের মূল পণ্য হলো পোশাক। তিনি এটি তৈরি ও বিক্রয়ের মাধ্যমেই মুনাফা অর্জন করেন। তিনি আলমারিটি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিক্রয় করেননি। শুধু জায়গা না থাকায় বিক্রয় করেছিলেন। আবার তিনি পোশাক তৈরি ও বিক্রয়ের কাজটি পৌনঃপুনিক বা ধারাবাহিকভাবে করেন। কিন্তু আলমারিটি প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে একবার ক্রয় করেন এবং একবারই বিক্রয় করেন। তাই, মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য ও লেনদেনের পৌনঃপুনিকতার অভাবে শারমিন আক্তারের কাজকে ব্যবসায় বলা যায় না।

প্রশ্ন ▶ ৩০ জনাব এম এ জব্বার একজন অধ্যাপক। তিনি শ্রেণিকক্ষে ছাত্রদের পাঠদানকালে বাংলাদেশের শিল্প খাতের বর্ণনা দেন। এক্ষেত্রে তিনি শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য নানা সমস্যায় জর্জরিত। এ সব সমস্যা দূরীকরণে কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। *[পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. শিল্প কী? ১

খ. নির্মাণ শিল্প বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব এম এ জব্বারের ধারণা অনুসারে বাংলাদেশের শিল্প যে সব সমস্যায় জর্জরিত সেগুলো চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. বাণিজ্যে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা কীভাবে নিরসন করা সম্ভব বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে প্রস্তুত করাকে শিল্প বলে।

http://teachingbd.com

খ অবকাঠামোগত উন্নয়ন বা কোনো স্থাপনা তৈরির কাজে নিয়োজিত শিল্পকে নির্মাণ শিল্প বলে।

এ শিল্পে উৎপাদিত বা তৈরিকৃত পণ্য সাধারণত স্থায়ী প্রকৃতির ও অস্থানান্তরযোগ্য হয়ে থাকে। এতে ফরমায়েশের ভিত্তিতে কাজ করা হয়। যেমন- দালানকোঠা, সেতু নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ, রাস্তাঘাট উন্নয়ন প্রভৃতি এ শিল্পের অন্তর্গত।

গ উদ্দীপকে জনাব এম এ জব্বারের ধারণা অনুসারে বাংলাদেশের শিল্প নানা ধরনের সমস্যায় (আধুনিক প্রযুক্তির অপর্যাপ্ততা, অবকাঠামোগত সমস্যা, অনুকূল শিল্পনীতির অভাব প্রভৃতি) জর্জরিত।

বাংলাদেশ শিল্পক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। এখানে জনসংখ্যার বাড়তি চাপ মোকাবিলায় কৃষি খাত অসমর্থ হয়ে পড়ছে বলে শিল্প খাতে উৎপাদন বাড়াতে হচ্ছে। কিন্তু শিল্প খাতগুলো কর্তৃপক্ষের যথাযথ ব্যবস্থার অভাবে এর উন্নয়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।

উদ্দীপকে জনাব এম এ জব্বার ছাত্রদের কাছে বাংলাদেশের শিল্প খাতের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। তার ধারণা অনুসারে বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য সমস্যায় জর্জরিত। শিল্প কারখানাগুলোয় আধুনিক প্রযুক্তির অভাবে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বাড়ছে না। এখানে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানির অপর্যাপ্ততাও আছে। এছাড়া অকাঠামোগত সমস্যার কারণে সুষম শিল্পায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এসব সমস্যাই বাংলাদেশের শিল্পগুলোতে বিদ্যমান আছে।

ঘ বাণিজ্যে বিদ্যমান বাধা কর্তৃপক্ষের দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরসন করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশের বাণিজ্য অগ্রসরমাণ হলেও তা কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। শিল্প খাতের দুর্বল অবস্থা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে। এতে বৈদেশিক বাণিজ্যের হার কমে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের বাণিজ্য নানা সমস্যায় জর্জরিত। এর মধ্যে মূলধনের সীমাবদ্ধতা, অবকাঠামোগত সমস্যা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, প্রতিকূল বাণিজ্য নীতি প্রভৃতি সমস্যা অন্যতম।

এসব সমস্যা দূর ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ করতে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। দেশের বিনিয়োগকারীদের সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। যাতে তারা বাণিজ্যে বিনিয়োগে উৎসাহী হয়। বিশেষ করে গার্মেন্টস, ওষুধ ও জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদি শিল্পের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা নিয়ে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ বাড়ানো যাবে। এছাড়া বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি আরও বাড়ানো গেলে দেশের সার্বিক বাণিজ্য চিত্রেই পরিবর্তন আসবে। এভাবে বাংলাদেশের বাণিজ্যে বিদ্যমান বাধা নিরসন করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৩১ জহির সুন্দরবন থেকে বেত সংগ্রহ করে তা দিয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সোফা, মোড়া ইত্যাদি নানা রকমের জিনিসপত্র তৈরি করে। তারপর জনাব কামালের দোকানে সরবরাহ করে। স্থানীয় ব্যবসায়ী জনাব কামাল সেগুলো ঢাকা শহরের বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করেন। দেখতে সুন্দর, টেকসই অথচ দামে সস্তা এসব পণ্য সম্পর্কে ক্রেতা সাধারণের তেমন একটা ধারণা নেই। ফলে এসব পণ্যের বিক্রির পরিমাণ খুবই কম। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা]*

ক. প্রত্যক্ষ সেবা কী? ১

খ. বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জহিরের বেত সংগ্রহের কাজটি কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্গত ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জহিরের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় বাড়ানোর জন্য বাণিজ্যের কোন কাজটি অতি জরুরি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে গ্রাহকদের সরাসরি সেবা দেয়াকে প্রত্যক্ষ সেবা বলে। যেমন: ডাক্তারি, ওকালতি।

খ শিল্পে উৎপাদিত পণ্য প্রকৃত ভোগকারীর কাছে পৌঁছানোর কাজকে বাণিজ্য বলা হয়।

বাণিজ্য মূলত ব্যবসায়ের পণ্য বণ্টনের কাজ করে। এ বণ্টন কাজ করতে নানা রকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন: স্বত্বগত, স্থানগত, সময়গত বাধা প্রভৃতি। এসব বাধা ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহন, গুদামজাতকরণ প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে দূর করা যায়।

গ উদ্দীপকের জহিরের বেত সংগ্রহের কাজটি নিষ্কাশন শিল্পের অন্তর্গত।

এ শিল্পের মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে সম্পদ সংগ্রহ করা হয়। অর্থাৎ ভূগর্ভ, পানি বা বায়ু থেকে সম্পদ আহরণ করা হয়। এরূপ শিল্পের উৎপাদিত পণ্য কিছু কিছু সরাসরি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বেশিরভাগ অংশই পরবর্তী উৎপাদন কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন: বন থেকে কাঠ বা যেকোনো বনজ সম্পদ আহরণ, খনি থেকে কয়লা উত্তোলন প্রভৃতি এ শিল্পের অন্তর্গত।

উদ্দীপকের জহির সুন্দরবন থেকে বেত সংগ্রহ করে। এরপর তা দিয়ে সোফা, মোড়া ইত্যাদি তৈরি করে। এখানে জহির বন থেকে সরাসরি বেত আহরণ করে। এটি প্রাকৃতিক সম্পদ। এ সম্পদ আহরণ করে সে মানুষের ব্যবহার উপযোগী আসবাবপত্র তৈরি করে। এসব বৈশিষ্ট্য নিষ্কাশন শিল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জহিরের বেত সংগ্রহের কাজটি নিষ্কাশন শিল্পের অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকে জহিরের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় বাড়ানোর জন্য বাণিজ্যের বাজারজাতকরণ প্রসার কাজটি অতি জরুরি বলে আমি মনে করি।

পণ্য উৎপাদন বা সংগ্রহের পরই ভোক্তা বা ক্রেতারা তা জানবে ও ক্রয় করবে এমন নয়। তাই পণ্যের পরিচিত বাড়ানোর জন্য বাজারজাতকরণ প্রসার কাজটি করতে হয়। বিজ্ঞাপন, প্রচার, বিক্রয় প্রসার প্রভৃতি কাজ এর অন্তর্গত। এসব কাজ বাণিজ্যের আওতাধীন।

উদ্দীপকের জহির সুন্দরবন থেকে বেত সংগ্রহ করে তা দিয়ে সোফা, মোড়া ইত্যাদি তৈরি করে। এরপর তা বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করে। দেখতে সুন্দর, টেকসই এবং দামে সস্তা হলেও এসব পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাদের তেমন ধারণা নেই। ফলে তার বিক্রয়ের পরিমাণ খুবই কম। এ অবস্থায় জহির তার পণ্যের বিজ্ঞাপন দিতে পারে। এলাকায় পোস্টারে পণ্যের সব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে প্রচার করতে পারে। এতে ভোক্তাদের কাছে পণ্যের পরিচিতি বাড়বে। তারা পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী হবে। এভাবে বাজারজাতকরণ প্রসার কাজের মাধ্যমে তার পণ্যের বিক্রয় বাড়ানো যেতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩২ রাজশাহীতে জনাব রাশেদের একটি আম বাগান রয়েছে। আম সংগ্রহ করার পর বিভিন্ন জাতের আমকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে কার্টনে ভরা হয়। এরপর ট্রাকে করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা, যানযট, হরতাল ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন জায়গায় আম সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হয়। *[কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ব্যবসায় কী? ১

খ. মুনাফাকে ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার বলা হয় কেন? ২

গ. কার্টনে আম ভরার আগে জনাব রাশেদ কোন কাজটি করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিভিন্ন জায়গায় আম সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হলে কোন ধরনের বাধার সৃষ্টি হয়? বাধা দূর করার উপায় কি হতে পারে বলে তুমি মনে করো যুক্তি দাও। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য ও সেবা উৎপাদন, বণ্টন ও এর সহায়ক যাবতীয় বৈধ অর্থনৈতিক কাজকে ব্যবসায় বলে।

http://teachingbd.com

খ ব্যবসায়ের মোট আয় থেকে খরচ বা ক্ষতি বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে মুনাফা বলে।

ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। একজন ব্যবসায়ীর আয় মুনাফা অর্জনের সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। মুনাফা হবে ধরে নিয়ে ব্যবসায়ী ব্যবসায় করলেও এতে ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা থাকে। যেমন: মূল্য কমে যাওয়া, পণ্য নষ্ট হওয়া, চাহিদা কমে যাওয়া প্রভৃতি। এই ঝুঁকি ছাড়া ব্যবসায় করা যায় না। ঝুঁকি বেশি হলে মুনাফার পরিমাণও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই মুনাফাকে ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার বলা হয়।

গ উদ্দীপকে কার্টনে আম ভরার আগে জনাব রাশেদ পর্যায়িতকরণ কাজটি করেন।

পর্যায়িতকরণের মাধ্যমে নির্ধারিত মান অনুযায়ী পণ্যকে বিভাজন করা হয়। এক্ষেত্রে পণ্যকে বিভিন্ন আকার অনুযায়ী বিভক্ত করে আলাদা আলাদা ভাগে সাজানো হয়। ফলে পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। গ্রাহকরাও সহজেই প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করতে পারে।

উদ্দীপকের জনাব রাশেদ রাজশাহীর একজন আম ব্যবসায়ী। তিনি তার আম বাগান থেকে আম সংগ্রহ করে প্রথমে জাত অনুযায়ী আমগুলো আলাদা করেন। এরপর এর আকার অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেন। এ কাজটি পর্যায়িতকরণ বৈশিষ্ট্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, কার্টনে আম ভরার আগে জনাব রাশেদ পর্যায়িতকরণ কাজটি করেন।

ঘ বিভিন্ন জায়গায় আম সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হলে স্থানগত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, যা পরিবহনের মাধ্যমে দূর করা যায় বলে আমি মনে করি।

উৎপাদক থেকে ভোক্তার কাছে পণ্য পৌঁছানোর জন্য পরিবহন মাধ্যমটি ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে পণ্যের স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়। এ ব্যবস্থা ভালো না হলে বাণিজ্যের কাজ বাধাগ্রস্ত হয়।

উদ্দীপকের জনাব রাশেদ একজন আমের ব্যবসায়ী। তিনি রাজশাহী থেকে আম ট্রাকে করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পাঠান। রাস্তাঘাটের খারাপ অবস্থা, যানজট, হরতাল ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন জায়গায় আম সরবরাহ করতে সমস্যা হচ্ছে। এখানে স্থানগত বাধার বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থানগত বাধা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। যথাযথ পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে এ বাধা দূর করা যায়। এজন্য রাস্তাঘাট উন্নত করতে হবে, যেন সহজেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য পৌঁছানো যায়। এছাড়া হরতাল, অবরোধের মতো অস্থিতিশীলতা দূর করতে হবে, যাতে পণ্য সরবরাহ বন্ধ না হয়। এভাবে উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানগত বাধা দূর করা যাবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ মি. মামুন চাকরি শেষে ১০ লাখ টাকা পেয়েছেন। এই টাকার যেন ক্ষতি না হয় এ বিষয়ে তিনি সতর্ক। আবার এ থেকে তিনি কিছু আয়েরও প্রত্যাশা করেন। ব্যাংকে টাকা রাখলে লাভ কম। তাই তিনি তার পরিচিত, সৎ ও ভালো ব্যবসায়ী নাজিম সাহেবকে ঐ অর্থ দিলেন। বললেন লাভ কম দেন আপত্তি নেই, তবে ক্ষতির ভাগ তিনি নেবেন না। নাজিম সাহেব ব্যবসায়টি বাড়াবেন বলে তারও টাকার প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে মি. মামুন ভালোই লাভ পাচ্ছেন। আবার নাজিম সাহেবের এতে সুবিধা হয়েছে। *[ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যবসায় কী? ১

খ. ব্যবসায়ের পণ্য বণ্টনকারী শাখা কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কোন বৈশিষ্ট্যের অভাবে উদ্দীপকের মি. মামুনকে ব্যবসায়ী বলা যাবে না? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নাজিম সাহেবের ব্যবসায়িক কাজটি অর্থসংস্থানের সাথে সম্পর্কযুক্ত— উদ্দীপকের আলোকে বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য ও সেবা উৎপাদন, বণ্টন ও এর সহায়ক যাবতীয় বৈধ অর্থনৈতিক কাজকে ব্যবসায় বলে।

খ ব্যবসায়ের পণ্য বণ্টনকারী শাখা হলো বাণিজ্য।

শিল্পে উৎপাদিত পণ্য উৎপাদক থেকে প্রকৃত ভোগকারীর কাছে পৌঁছানোর কাজ বাণিজ্যের মাধ্যমে করা হয়। এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিল্পে উৎপাদিত কাঁচামাল মাধ্যমিক শিল্পে সরবরাহ হয়। আর মাধ্যমিক শিল্পে উৎপাদিত পণ্য প্রকৃত ভোগকারীর কাছে বণ্টন করা হয়। তাই একে ব্যবসায়ের পণ্য বণ্টনকারী শাখা বলা হয়।

গ ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক নয় বলে মি. মামুনকে ব্যবসায়ী বলা যাবে না।

ঝুঁকি হলো আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা। ব্যবসায়ে প্রত্যাশা অনুযায়ী সবকিছু ঘটবে এমন না। পণ্য নষ্ট হওয়া, চাহিদা হ্রাস পাওয়া, মূল্য কমে যাওয়া প্রভৃতি কারণে ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এ ঝুঁকি না নিলে ব্যবসায় করা যায় না। এজন্য ব্যবসায়ের সাথে ঝুঁকি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

উদ্দীপকের মি. মামুন চাকরি শেষে ১০ লাখ টাকা পেনশন পেয়েছেন। এই টাকার যাতে ক্ষতি না হয় এ বিষয়ে তিনি সতর্ক। আবার তিনি প্রাপ্ত ১০ লাখ টাকা থেকে কিছু আয়ও প্রত্যাশা করেন। তাই তিনি পরিচিত, সৎ ও ভালো ব্যবসায়ী নাজিম সাহেবকে টাকাটা দিলেন। এতে শর্ত হলো লাভ কম দিলেও ক্ষতির ভাগ তিনি নিবেন না। এখানে নাজিম সাহেবের ব্যবসায়ে ক্ষতি হলে তার দায় মি. মামুনের ওপর পড়বে না। তিনি ঝুঁকিমুক্ত। আর কোনো কাজে ঝুঁকি না থাকলে তাকে ব্যবসায় বলা যাবে না। তাই বলা যায়, ঝুঁকির অভাবে মি. মামুনকে ব্যবসায়ী বলা যাবে না।

ঘ উদ্দীপকে নাজিম সাহেবের ব্যবসায়িক কাজটি অর্থসংস্থানের সাথে সম্পৃক্ত - বক্তব্যটি যৌক্তিক।

অর্থসংস্থান হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ ও তা কাজে লাগানোর চেষ্টা। যেকোনো ব্যবসায় পরিচালনা করতে অর্থ প্রয়োজন। ব্যবসায়ী ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এ অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। আবার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ধার হিসেবেও অর্থ নিতে পারেন।

উদ্দীপকে নাজিম সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি ভাবছেন তার ব্যবসায়টা বাড়াবেন। এজন্য অর্থের প্রয়োজন। তাই তিনি মি. মামুনের কাছ থেকে ১০ লাখ টাকা নিয়ে ব্যবসায় বাড়ানোর কাজ করছেন। তবে এক্ষেত্রে মি. মামুনকে লাভ দিতে হবে।

ব্যবসায় শুরু এবং তা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন মূলধন। প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা গেলে ব্যবসায় বাড়ানো সহজ হয়। উদ্দীপকের নাজিম সাহেব মি. মামুনের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে মূলধনের ব্যবস্থা করেছেন। ফলে তার ব্যবসায় বাড়ানোর কাজ সহজ হয়েছে। তার এ কাজটি অর্থসংস্থানের সাথে সম্পৃক্ত।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ ডলফিন লি. এ ইলেকট্রনিকস সামগ্রী উৎপাদন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি চীন, জাপান ও কোরিয়া থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে উপকরণগুলোর সাহায্যে নিজস্ব কারখানায় টেলিভিশন, ফ্রিজ, মোটরসাইকেল উৎপাদন করে দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে শোরুম স্থাপনের মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি তাদের উৎপাদিত পণ্য নেপাল, ভুটান, পাকিস্তানসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. উপযোগ কী? ১

খ. প্রাথমিক শিল্প বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ডলফিন লি. কোন প্রকারের উৎপাদন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ডলফিন লি. যে ধরনের বৈদেশিক বাণিজ্যে যুক্ত হয়েছে তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে কি না? উত্তরের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো। ৪

http://teachingbd.com

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোন জিনিসের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে।

খ প্রকৃতি থেকে সম্পদ উৎপাদন ও আহরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যপ্রচেষ্টাই হলো প্রাথমিক শিল্প।

এ শিল্প বহুলাংশেই প্রকৃতি বা অদৃশ্য শক্তির ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃতিগতভাবেই এ শিল্পের প্রসার ঘটে। এ শিল্পে মানবীয় প্রচেষ্টার ভূমিকা খুবই কম। চাষাবাদ, পশু-পাখি লালনপালন, খনিজ সম্পদ উত্তোলন, মৎস্য আহরণ ইত্যাদি প্রাথমিক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকের ডলফিন লি. সংযোজন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত।

এ শিল্পের মাধ্যমে অন্য শিল্পে উৎপাদিত উপকরণ বা অংশ বিশেষগুলো একত্রিত করা হয়। এরপর একটি সম্পূর্ণ নতুন পণ্য ব্যবহার উপযোগী করে তৈরি করা হয়। বিমান, জাহাজ, মোটরগাড়ি, টেলিভিশন প্রভৃতি তৈরির কাজ এ শিল্পের অন্তর্গত।

উদ্দীপকের ডলফিন লি. এ ইলেকট্রনিকস সামগ্রী উৎপাদন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি চীন, জাপান ও কোরিয়া থেকে এর উপকরণ সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে এগুলো নিজস্ব কারখানায় একত্রিত করে। এভাবে এগুলোর সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ পণ্য টেলিভিশন, ফ্রিজ, মোটরসাইকেল উৎপাদন করে বিক্রয় করে। অর্থাৎ, মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে প্রস্তুত করে। এসব কাজ সংযোজন শিল্পের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, ডলফিন লি. সংযোজন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত।

ঘ উদ্দীপকে ডলফিন লি. বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনঃরপ্তানি কাজের সাথে যুক্ত হয়েছে; যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমি মনে করি।

পুনঃরপ্তানি বাণিজ্যে বিদেশ থেকে পণ্য নিজ দেশে আমদানির পর প্রক্রিয়াকরণ করে অন্য দেশে রপ্তানি করা হয়। এ ধরনের বাণিজ্য কমপক্ষে তিনটি দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়।

উদ্দীপকে ডলফিন লি. ইলেকট্রনিকস সামগ্রী তৈরির জন্য চীন, জাপান ও কোরিয়া থেকে এর উপকরণ আমদানি করে। এগুলো প্রক্রিয়াজাত করে টেলিভিশন, ফ্রিজ, মোটরসাইকেল প্রস্তুত করা হয়। উৎপাদিত এসব নতুন পণ্য নিজ দেশে বিক্রয়ের পাশাপাশি নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে বিক্রয় করে। এভাবে দেশগুলোর মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়েছে; যা পুনঃরপ্তানি কাজের সাথে মিলে যায়।

পুনঃরপ্তানির মাধ্যমে অন্য দেশে পণ্য বিক্রয় করা হয়। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়ায়। এছাড়া পুনঃ রপ্তানির মাধ্যমে আমদানিকারক দেশের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি হয়। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি বাড়ে। সুতরাং, ডলফিন লি. এর উক্ত পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ মিস নিশাত একজন স্বনামধন্য ডাক্তার। তিনি কয়েকজন শেয়ারহোল্ডার নিয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংস্থাপন করে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালটি অল্প দিনের মধ্যেই বেশ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। যদিও তাদের উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়। এছাড়াও তিনি গরিব অসহায় মানুষের কথা চিন্তা করে ফ্রি চিকিৎসা প্রদানের জন্য একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠা করেছেন। *[সরকারি জিয়া মহিলা কলেজ, ফেনী]*

ক. নিষ্কাশন শিল্প কী? ১

খ. বাণিজ্যকে পণ্য বণ্টণকারী শাখা বলা হয় কেন? ২

গ. মিস নিশাতের হাসপাতালটি ব্যবসায়ের কোন শাখার অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মিস নিশাত ব্যবসায়ের যে দায়িত্ব পলন করেছেন তার যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শিল্পের মাধ্যমে ভূগর্ভ, পানি বা বায়ু থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা হয় তাকে নিষ্কাশন শিল্প বলে। যেমন: নদী থেকে মৎস্য আহরণ।

খ উৎপাদক থেকে পণ্য ভোক্তার কাছে পৌছানোর কাজকে বাণিজ্য বলে।

শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বাণিজ্যের বিভিন্ন কাজের (ক্রয়, বিক্রয়, পরিবহন, বিজ্ঞাপন) মাধ্যমে ভোক্তার কাছে পৌছানো হয়। এটি পণ্য বণ্টনের সাথেই জড়িত। তাই বাণিজ্যিকে ব্যবসায়ের পণ্য বণ্টনকারী শাখা বলা হয়।

গ উদ্দীপকের মিস নিশাতের হাসপাতালটি ব্যবসায়ের প্রত্যক্ষ সেবা শাখার অন্তর্গত।

প্রত্যক্ষ সেবার মাধ্যমে গ্রাহকদের সরাসরি সেবা দেওয়া হয়। এ সেবা দেখা বা স্পর্শ করা যায় না। কিন্তু তা মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। এর বিনিময়ে ফি দিতে হয়। যেমন ডাক্তারি, ওকালতি।

উদ্দীপকে মিস নিশাত একজন স্বনামধন্য ডাক্তার। তিনি কয়েকজন শেয়ারহোল্ডার নিয়ে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে তিনি রোগীদের সেবা দিয়ে এর বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করেন। রোগীরা চিকিৎসা সেবা পেয়ে উপকৃত হচ্ছে। জনগণের স্বাস্থ্য সেবা দেওয়াই এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। সেবার পাশাপাশি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মুনাফাও অর্জন করছে। এসব বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ সেবার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, মিস নিশাতের হাসপাতালটির কাজ প্রত্যক্ষ সেবারই অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের মিস নিশাত দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন বলে আমি মনে করি।

সাধারণত মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবসায় পরিচালনা করা হয়। কিন্তু কোনো সেবাকর্ম থেকে মুনাফা অর্জন না করলে তা মানবকল্যাণমূলক বা অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ধরনের ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্যই থাকে দরিদ্র মানুষের কল্যাণে কাজ করা বা তাদের উন্নয়ন করা।

উদ্দীপকে মিস নিশাত একজন স্বনামধন্য ডাক্তার। তিনি গরিব ও অসহায় রোগীদের কথা চিন্তা করেন। এরপর তাদের ফ্রি চিকিৎসা দেওয়ার জন্য একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। অর্থাৎ তিনি মুনাফা অর্জনের জন্য এটি পরিচালনা করছেন না। মানব কল্যাণই এর মূল উদ্দেশ্য। এটি একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।

মিস নিশাতের দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ অমুনাফাভোগী। প্রতিষ্ঠানটি সেবা দেওয়ার বিনিময়ে কোনো অর্থ নেয় না। এটি মুনাফা অর্জন করে না। বরং সমাজের অসহায় মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। সুতরাং উক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ এল. এল. এম পাস করার পর জনাব মতিন অন্যের অধীনস্থ না হয়ে একটি 'লিগ্যাল এইড' ফার্ম গঠন করেন। প্রতিষ্ঠানটি বেশি পরিচিত না হওয়ায় গ্রাহক সংখ্যা খুবই কম। অল্প দিনেই বিভিন্ন মামলায় গ্রাহকদের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হলেও স্থানীয় পর্যায়ের অনেকেই তা অবগত নন। এর ফলে তিনি ব্যবসায়ের কার্যক্রম চালাতে গিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. ব্যবসায় কী? ১

খ. নিষ্কাশন শিল্প বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'লিগ্যাল এইড'-এর কাজটি ব্যবসায়ের কোন শাখার অন্তর্গত? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির উক্ত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় কী বলে তুমি মনে করো? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

http://teachingbd.com

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য ও সেবা উৎপাদন, বণ্টন ও এর সহায়ক যাবতীয় বৈধ অর্থনৈতিক কাজকে ব্যবসায় বলে।

খ যে শিল্পের মাধ্যমে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ আহরণ বা সংগ্রহ করা হয় তাকে নিষ্কাশন শিল্প বলে।

এ শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের কিছু সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার করা যায়। আর অধিকাংশই পরবর্তী উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়। ভূগর্ভ থেকে খনিজ সংগ্রহ, প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণ প্রভৃতি এ শিল্পের উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'লিগ্যাল এইড'-এর কাজটি ব্যবসায়ের প্রত্যক্ষ সেবা শাখার অন্তর্গত।

প্রত্যক্ষ সেবায় গ্রাহকদের সরাসরি সেবা দেওয়ার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা হয়। এটি দেখা যায় না বা স্পর্শও করা যায় না। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন মেটাতে এটি সক্ষম। ডাক্তারি, অডিট ফার্ম, ওকালতি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ সেবার অন্তর্গত।

উদ্দীপকে জনাব মতিন এল. এল. এম পাস করে একটি 'লিগ্যাল এইড' ফার্ম গঠন করেন। তিনি অল্প দিনেই মামলায় গ্রাহকদের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হন। এ কাজের মাধ্যমে তিনি গ্রাহকদের সরাসরি আইনি সহায়তা দিচ্ছেন। এর বিনিময়ে তিনি সেবা ফি হিসেবে অর্থ উপার্জন করছেন। এসব কাজ প্রত্যক্ষ সেবা ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, 'লিগ্যাল এইড'-এর কাজ প্রত্যক্ষ সেবার অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের উক্ত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় হলো বাজারজাতকরণ প্রসারের ব্যবস্থা করা।

বাজারজাতকরণ প্রসার পণ্য বা সেবার ব্র্যান্ড সম্পর্কে গ্রাহকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করে। ফলে বিক্রয় বাড়ে। এটি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পণ্যের প্রচারগত বাধা দূর করে। বিজ্ঞাপন, বিক্রয় প্রসার, ব্যক্তিক বিক্রয়, প্রচার ইত্যাদি বাজারজাতকরণ প্রসারের অন্তর্গত।

উদ্দীপকে জনাব মতিন এল.এল. এম পাস করে 'লিগ্যাল এইড' নামে একটি ফার্ম গঠন করেন। প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে তিনি অল্প দিনেই বিভিন্ন মামলায় গ্রাহকদের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হন। কিন্তু এটি নতুন প্রতিষ্ঠিত বলে এলাকার অনেকেই এর ব্যাপারে জানে না। ফলে তার গ্রাহক সংখ্যাও খুব কম।

এ অবস্থায় জনাব মতিনকে বাজারজাতকরণ প্রসারের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য তিনি বিলবোর্ড, পোস্টার, ব্যানার, প্রচার প্রভৃতি কৌশল গ্রহণ করতে পারেন। এতে ফার্মটি মানুষের কাছে অধিক পরিচিতি পাবে। এর সাফল্য ও তার কৃতিত্বের ব্যাপারে সবাই জানতে পারবে। পাশাপাশি সুনামও প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে তার কাছ থেকে আইনি সেবা নিতে ফার্মের গ্রাহক সংখ্যা বাড়বে। এভাবেই জনাব মতিনের প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ শিক্ষিত যুবক রাতুল পছন্দের চাকরি না পেয়ে অবশেষে ব্যবসায় করার সিদ্ধান্ত নেন। এ লক্ষ্যে সে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ গ্রামের বাড়িতে একটি হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তোলেন। খামারের ডিম উপজেলা সদরে বিক্রি করে তিনি প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। খামারের পরিধি বাড়ায় তিনজন কর্মচারীও নিয়োগ দেন। আর্থিক ও সামাজিকভাবে রাতুল এখন স্বাবলম্বী এবং একজন সফল ব্যবসায়ী। *[বরগুনা সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যবসায়ী কিসের আশায় ঝুঁকি গ্রহণ করে? ১

খ. ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রাতুলের ব্যবসায়টিকে কী শিল্প বলা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রাতুল চাকরি না করে ব্যবসায় করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সপক্ষে তোমার মতামত প্রদান করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ী মুনাফা অর্জনের আশায় ঝুঁকি গ্রহণ করে।

খ সমাজ ও সমাজ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের প্রতি ব্যবসায়ের কর্তব্য পালনের দায়ই হলো ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব।

উৎপাদক, সরবরাহকারী, ভোক্তা, সরকার, মধ্যস্থ ব্যবসায়ী প্রভৃতি পক্ষের সমষ্টিই হলো সমাজ। এসব পক্ষের প্রতি ব্যবসায়কে দায়িত্ব পালন করতে হয়। এর মাধ্যমে সমাজের মানুষের কাছে পরিচিতি বাড়ে। ফলে ব্যবসায়ের সুনাম বাড়ে।

গ উদ্দীপকের রাতুলের ব্যবসায়টিকে প্রজনন শিল্প বলা যায়।

প্রজনন শিল্পে উদ্ভিদ ও প্রাণির বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদন কাজ পরিচালিত হয়। প্রাকৃতিক উপায়ে গাছপালা ও প্রাণির বংশবিস্তার করা এ শিল্পের প্রধান কাজ। নার্সারি, পোলট্রি ফার্ম, হ্যাচারি প্রভৃতি এ শিল্পের উদাহরণ।

উদ্দীপকের রাতুল প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ বাড়িতে একটি হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তোলেন। এখানে তিনি হাঁস-মুরগি লালন-পালনের মাধ্যমে বড় করেন। এগুলো থেকে ডিম ও হাঁস-মুরগির বাচ্চা পাওয়া যায়। খামারের ডিম উপজেলা সদরে বিক্রি করে তিনি প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। এভাবে হাঁস ও মুরগির বংশ বৃদ্ধি করিয়ে তা পুনরায় উৎপাদন কাজে তিনি ব্যবহার করছেন। এসব বৈশিষ্ট্য প্রজনন শিল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, উদ্দীপকে রাতুলের ব্যবসায়কে প্রজনন শিল্প বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকের রাতুলের চাকরি না করে ব্যবসায় করার সিদ্ধান্তকে আমি যৌক্তিক মনে করি।

মুনাফা অর্জনের জন্য মানুষ ব্যবসায় পরিচালনা করে। এ কাজে ঝুঁকি নিতে হয়। ঝুঁকির মধ্যেও পরিশ্রম করে ব্যবসায় থেকে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়। যা চাকরির মাধ্যমে সম্ভব না। এজন্য বর্তমানে চাকরির চেয়ে ব্যবসায়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে।

উদ্দীপকে রাতুল চাকরি না পেলেও বেকার বসে থাকেননি। তিনি প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি খামার প্রতিষ্ঠা করেন। খামার থেকে প্রচুর মুনাফাও অর্জন করেন। খামারের পরিধিও বাড়ান। এভাবে তিনি স্বাবলম্বী হয়েছেন।

রাতুল চাকরি না করে ব্যবসায় করার যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার ব্যবসায়ের পরিধি বাড়ানোর সাথে সাথে এখানে কর্মচারী নিয়োগ দেন। ফলে বেকার মানুষের কাজের ব্যবস্থা হয়। তারও মুনাফা বাড়তে থাকে। এভাবে তিনি অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছেন। তিনি চাকরি করলে সমাজে এমন অবদান রাখতে পারতেন না। সুতরাং, উদ্দীপকে রাতুলের চাকরি না করে ব্যবসায়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া যৌক্তিক হয়েছে।

http://teachingbd.com

অধ্যায়-১: ব্যবসায়ের মৌলিক ধারণা

১. ব্যবসায়ের মুখ্য কাজ কোনটি? (জ্ঞান)
[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, মুরাদনগর, কুমিল্লা]
ক মুনাফা অর্জন খ উৎপাদন
গ গ্রাহক সেবা ঘ ক্রয় **খ**

২. কোনটির মাধ্যমে মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়? (জ্ঞান)
[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক ব্যবসায়ের খ ব্যাংকের
গ দ্রব্য বিনিময়ের ঘ সরকারের **গ**

৩. সর্বপ্রথম কোন দেশে শিল্পবিপ্লব দেখা দেয়? (জ্ঞান)
[ইউনিভারসিটি ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক জার্মানিতে খ যুক্তরাষ্ট্রে
গ জাপানে ঘ ইংল্যান্ডে **ঘ**

৪. সংঘ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কোন যুগে? (জ্ঞান)
[সোনার বাংলা কলেজ, বুড়িচং, কুমিল্লা]
ক আদিম যুগে খ মধ্য যুগে
গ আধুনিক যুগে ঘ ব্যবিলনীয় যুগে **খ**

৫. পণ্য বা সেবা বণ্টন সংক্রান্ত কাজ কীসের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়? (জ্ঞান) *[সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা]*
ক শিল্প খ বাণিজ্য
গ প্রত্যক্ষ সেবা ঘ বিমা **খ**

৬. ব্যবসায়ের প্রথম ও অন্যতম প্রধান কাজ কী? (জ্ঞান) *[সরকারি বাংলা কলেজ, ঢাকা]*
ক জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি
খ উৎপাদন
গ বেকারত্ব দূরীকরণ
ঘ বাজার গবেষণা ও পণ্য উন্নয়ন **খ**

৭. মাছ চাষ কোন ধরনের শিল্প? (জ্ঞান) *[রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক উৎপাদন শিল্প খ উত্তোলন শিল্প
গ সংযোজক শিল্প ঘ প্রজনন শিল্প **ঘ**

৮. হ্যাচারি কোন শিল্পের অন্তর্গত? (জ্ঞান)
[সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী]
ক কৃষি শিল্প খ প্রজনন শিল্প
গ নিষ্কাশন শিল্প ঘ সংযোজন শিল্প **খ**

৯. ভারত, বাংলাদেশ ও চীনে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। ভারত সেই পোশাক যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে। এটি কোন ধরনের ব্যবসায়ের উদাহরণ? (প্রয়োগ) *[গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*
ক আমদানি খ খুচরা
গ পাইকারি ঘ পুনঃরপ্তানি **ঘ**

১০. রকিব সম্প্রতি কক্সবাজারে বেড়াতে গিয়ে প্রবাল রিসোর্টে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলো। প্রবাল রিসোর্ট তার সাথে যে ধরনের ব্যবসায় করলো, এ ব্যবসায়ের ধরন কোনটি? (প্রয়োগ) *[সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম]*
ক সেবা পরিবেশক শিল্প খ পণ্য বিনিময়
গ প্রত্যক্ষ সেবা ঘ বাসস্থান সেবা **ক**

১১. কাঁচা পাট থেকে চট, থলে ইত্যাদি প্রস্তুত উৎপাদন শিল্পের কোনটির অন্তর্ভুক্ত? (অনুধাবন)
[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক পর্যায়ভুক্ত খ সমন্বিত
গ যৌগিক ঘ বিশ্লেষণ **ক**

১২. বারো বছরের রিনা কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকত থেকে ঝিনুক সংগ্রহ করে পর্যটকদের নিকট বিক্রয় করে। এটি কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত?
(প্রয়োগ) *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]*
ক প্রজনন শিল্প খ সেবা শিল্প
গ নিষ্কাশন শিল্প ঘ গঠনমূলক শিল্প **গ**

১৩. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কয় ধরনের? (জ্ঞান)
[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক ২ ধরনের খ ৩ ধরনের
গ ৪ ধরনের ঘ ৫ ধরনের **ক**

১৪. পণ্যের সময়গত উপযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? (উচ্চতর দক্ষতা) *[শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]*
ক এক সময়ের পণ্য অন্য সময়ে ব্যবহার
খ যথাসময়ে পণ্য ভোক্তাদের নিকট পৌঁছানো
গ পণ্য সময়মতো প্রেরণের ব্যবস্থা
ঘ পণ্য নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা **ক**

১৫. উৎপাদনের বাহন কোনটি? (জ্ঞান) *[বি এন কলেজ, ঢাকা]*
ক শিল্প খ বাণিজ্য
গ অর্থ ঘ শ্রমিক-কর্মী **ক**

১৬. যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার তৈরি কোন শিল্পের আওতাধীন? (অনুধাবন) *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]*
ক নিষ্কাশন খ সেবা
গ নির্মাণ ঘ উৎপাদন **গ**

১৭. খনিজ তেল থেকে কেরোসিন সংগ্রহ করা হলে তা কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে? (অনুধাবন)
[নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]
ক নিষ্কাশন খ বিশ্লেষণ
গ যৌগিক ঘ প্রক্রিয়াভিত্তিক **খ**

১৮. জনাব আব্দুল আলিম থাইল্যান্ড থেকে পেঁয়াজ ও আদা সংগ্রহ করে তা প্যাকেটজাত করে কুয়েতে প্রেরণ করেন। এটি কোন ধরনের ব্যবসায়? (প্রয়োগ) *[সরকারি জিয়া মহিলা কলেজ, ফেনী]*
ক আমদানি খ রপ্তানি
গ পুনঃরপ্তানি ঘ পুনঃআমদানি **গ**

১৯. কোন বৈশিষ্ট্যটি কেবল প্রত্যক্ষ সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? (জ্ঞান) *[সরকারি কে.সি কলেজ, ঝিনাইদহ]*
ক বিনিময় মূল্য খ অস্পর্শনীয়তা
গ গুদামজাতকরণ ঘ মুনাফাকেন্দ্রিকতা **খ**

২০. নাপিত কোন ধরনের প্রত্যক্ষ সেবার অন্তর্গত? (জ্ঞান) *[বরিশাল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ]*
ক পেশাগত সেবাকেন্দ্রিক ব্যবসায়
খ ব্যক্তিগত সেবাকেন্দ্রিক ব্যবসায়
গ বণ্টন সংক্রান্ত সেবাকেন্দ্রিক ব্যবসায়
ঘ তথ্য সংক্রান্ত সেবাকেন্দ্রিক ব্যবসায় **ক**

২১. প্রতিটি ব্যবসায়ে বিদ্যমান — (অনুধাবন)
[চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ]
i. লাভ ii. লোকসান
iii. ঝুঁকি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

২২. শিল্প বাণিজ্যের সহায়ক কার্যাবলি — (অনুধাবন)
[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ]
i. পণ্য গবেষণা ii. বাজার গবেষণা
iii. পরিবেশ গবেষণা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৩. বাণিজ্যের আওতাধীন হলো — (অনুধাবন) *[ঝিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
i. পণ্য বিনিময় ii. বাজার গবেষণা
iii. বাজারজাতকরণ প্রসার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

২৪. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হলো — (অনুধাবন)
[কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা]
i. পাইকারি ব্যবসায় ii. খুচরা ব্যবসায়
iii. রপ্তানি ব্যবসায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

২৫. ভোক্তা সাধারণের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, অভিরুচি, চাহিদা, ফ্যাশন প্রভৃতিতে সামগ্রিকভাবে প্রভাব বিস্তার করে — (অনুধাবন) *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*
i. বিজ্ঞপ্তি ii. বিজ্ঞাপন
iii. প্রচার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

২৬. বাণিজ্য যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় — (অনুধাবন) *[পুলিশ লাইন্স হাই স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*
i. মালিকানাগত
ii. ঝুঁকিগত
iii. অর্থসংক্রান্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৭. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধির কারণ — (উচ্চতর দক্ষতা) *[সরকারি এমএম সিটি কলেজ, খুলনা]*
i. মালিকের ব্যক্তিগত আয় বাড়ার কারণে ভোগ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়
ii. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে প্রচুর রাজস্ব আদায় হয়
iii. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অনেকের কর্মসংস্থান হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৮. ব্যবসায়ের প্রধান শাখা হলো — (অনুধাবন)
[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর]
i. বাণিজ্য ii. শিল্প
iii. পরিবহন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

২৯. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হলো — (অনুধাবন) *[কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা]*
i. পাইকারি ব্যবসায় ii. খুচরা ব্যবসায়
iii. রপ্তানি ব্যবসায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৩০. পণ্য গুদামে রাখার যুক্তিসঙ্গত কারণ হলো — (উচ্চতর দক্ষতা) *[সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা]*
i. মূল্য বৃদ্ধি পাবার আশায়
ii. সারা বছর চাহিদা মতো পণ্য সরবরাহ করা
iii. অনেক পণ্য গুদামে রাখলে গুণগত মান বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩১ ও ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
জনাব শাহেদ চাকরি না খুঁজে একটি পোল্ট্রি ফার্ম স্থাপন করেন। এ লক্ষ্যে তিনি এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে ৫ লক্ষ টাকা ঋণ নেন। ইতোমধ্যে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকেও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। *[ঢাকা কমার্স কলেজ]*

৩১. জনাব শাহেদের কাজটি কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)
ক নিষ্কাশন খ প্রজনন
গ নির্মাণ ঘ কৃষিজ **খ**

৩২. উদ্দীপকে জনাব শাহেদের কার্যক্রমে পরিলক্ষিত হয়েছে — (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা
ii. শিক্ষাগত যোগ্যতা
iii. আত্মনির্ভরশীলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৩ ও ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
খুলনার রফিকুল আলম আয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যে একটি মৎস্য খামার স্থাপন করেছেন। অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রথমদিকে কিছু লোকসানও দেন। পরে ব্যাংকের সহায়তায় ব্যবসায়ে সচ্ছলতা আনতে সক্ষম হন।
[চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ]

৩৩. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠায় রফিকুল আলমের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেছে? (প্রয়োগ)
ক ব্যবসায় খ উদ্যোগ
গ ঝুঁকি গ্রহণ ঘ নেতৃত্ব **ক**

৩৪. উদ্দীপকে রফিকুল আলম যেসব কাজ করেছেন — (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ঝুঁকি গ্রহণ ii. উদ্ভাবন
iii. ঋণ প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র

অধ্যায়-২: ব্যবসায় পরিবেশ

প্রশ্ন ▶১ গণি মিয়া কৃষক পরিবারের কর্মঠ ছেলে। নদী বিধৌত পদ্মার পাড়ে তারা বাস করতো। জমিতে পলি থাকায় সেখানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হতো। ফলে তারা সচ্ছল জীবিকা নির্বাহ করতো। বন্যায় নদীভাঙনের ফলে গত বছর গণি মিয়াদের ভিটেমাটি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ায় তারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তার ব্যবসায় করার ইচ্ছা ছিল। ব্যাংক ঋণ না পেয়ে তিনি ইটের ভাটায় কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে নদীভাঙন এলাকায় সরকার ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করলে গণি মিয়াদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়। *[ঢা. বো. ১৭]*

ক. প্রযুক্তিগত পরিবেশ কী? ১

খ. সামাজিক পরিবেশ বলতে কী বোঝ? ২

গ. গণি মিয়াদের মানবেতর জীবনযাপনের ওপর কোন পরিবেশের প্রভাব ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সরকারি নীতিমালা প্রণয়নের কারণে গণি মিয়ার মতো যুবকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন কি সম্ভব? মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা, বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রযুক্তি আমদানির সুযোগ— এসব নিয়ে একটি দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্ট পরিবেশকে প্রযুক্তিগত পরিবেশ বলে।

খ সমাজে বসবাসরত মানুষের সংখ্যা, শিক্ষা ব্যবস্থা, বেকারত্ব, রীতি-নীতি, যা জীবনধারণে প্রভাব বিস্তার করে তাকে সামাজিক পরিবেশ বলে।

সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলো মূলত মানুষের কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ পরিবেশ ব্যবসায়ের আয় ও লাভ-লোকসানকে প্রভাবিত করে।

গ উদ্দীপকের গণি মিয়াদের মানবেতর জীবনযাপনের ওপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব ছিল।

কোনো দেশের প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে তার প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত হয়। সাধারণত দেশভেদে প্রাকৃতিক পরিবেশ আলাদা হয়ে থাকে। দেশের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, নদ-নদী, সাগর এসবের সমন্বয়ে এ পরিবেশ গঠিত। এসব উপাদানের পার্থক্যহেতু দেশের ব্যবসায় কার্যকলাপ ও মানুষের জীবনধারণও ভিন্নতর হতে পারে।

উদ্দীপকের গণি মিয়ারা নদী বিধৌত পদ্মার পাড়ে বাস করতেন। জমিতে পলি থাকায় তারা সেখানে প্রচুর ফসল উৎপাদন করতে পারতেন। এর ফলে তারা সচ্ছল জীবিকা নির্বাহ করতেন। বন্যায় নদীভাঙনের ফলে গত বছর তাদের ভিটেমাটি নদীতে বিলীন হওয়ায় তারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। মানুষ এরূপ প্রতিকূল পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। প্রকৃতিগত কারণেই এরূপ নদীভাঙন হয়েছে। পরিবেশের এরূপ প্রতিকূল ভূ-প্রকৃতিগত অবস্থা প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান। সুতরাং গণি মিয়াদের মানবেতর জীবনযাপনের ওপর প্রাকৃতিক পরিবেশেরই প্রভাব ছিল।

ঘ রাজনৈতিক পরিবেশের আওতায় সরকারি নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে গণি মিয়ার মতো যুবকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব বলে আমি মনে করি।

দেশের রাজনৈতিক উপাদান নিয়ে এ পরিবেশ গঠিত হয়। সরকারের স্থিতিশীলতা, নীতিমালা, দেশের সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এ পরিবেশের উপাদান। উন্নত ও সহনশীল রাজনৈতিক পরিবেশ দেশের ব্যবসায়ের জন্য সহায়ক।

উদ্দীপকে গণি মিয়াদের অঞ্চলে নদীভাঙনে তাদের ভিটেমাটি নদীতে বিলীন হয়ে যায়। তারপর ব্যবসায় করার ইচ্ছা থাকলেও ব্যাংক ঋণ না পেয়ে তিনি ইটভাটায় কাজ নেন। পরবর্তী সময়ে সরকারি নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে নদীভাঙন এলাকায় সরকার ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করে। এ সরকারি নীতিমালা রাজনৈতিক পরিবেশের উপাদান।

গণি মিয়াদের মতো এদেশে অসংখ্য যুবক আছেন যারা সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের অভাবে ব্যবসায় করতে পারেন না। সরকার যদি ব্যবসায়-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন করে তাহলে এ যুবকরা সহজভাবে ব্যবসায় শুরু করতে পারবেন। এতে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। এভাবে তারা নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করতে পারবেন। তাদের মাধ্যমে বেকার যুবকদেরও কর্মের ব্যবস্থা হবে। এর ফলে তারা পারিবারিক আয়ের উৎস বাড়াতে পারবেন। সুতরাং বলা যায়, সরকারি নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে গণি মিয়ার মতো যুবকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব।

প্রশ্ন ▶২ বাংলাদেশে রয়েছে প্রচুর জনশক্তি। এ জনশক্তি ও সস্তা শ্রমিকের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেছে পোশাক শিল্প। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বিদেশে যথেষ্ট সুনাম আছে। তবে পোশাক শিল্পে অনেক সমস্যাও আছে। এসব সমস্যার কারণে এ শিল্পের উন্নয়ন কিছুটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। *[রা. বো. ১৭]*

ক. অর্থনৈতিক পরিবেশ কী? ১

খ. সামাজিক পরিবেশ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের উন্নয়নে কোন পরিবেশ সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পোশাক শিল্পের উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত? মতামত দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা, জনগণের আয় ও সঞ্চয়, বিনিয়োগ, মূলধন, জনসম্পদ এসব উপাদানের ওপর ভিত্তি করে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাকে অর্থনৈতিক পরিবেশ বলে।

খ সমাজে বসবাসরত মানুষের সংখ্যা, শিক্ষা ব্যবস্থা, বেকারত্ব, রীতি-নীতি এসব উপাদান নিয়ে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাকে সামাজিক পরিবেশ বলে।

সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলো মূলত মানুষের সৃষ্টি এবং মানুষের কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত হয়। এটি ব্যবসায়ের আয়, লাভ-লোকসানকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

গ বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের উন্নয়নে অর্থনৈতিক পরিবেশ সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করছে।

অর্থনৈতিক উপাদান নিয়ে যে পরিবেশ গঠিত হয় তাই হলো অর্থনৈতিক পরিবেশ। জনগণের আয় ও সঞ্চয়, অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা, বিনিয়োগ, মূলধন, জনসম্পদ এ পরিবেশের উপাদান। যে দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ যত ভালো, সে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য তত অগ্রগতি লাভ করতে পারে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রচুর জনশক্তি রয়েছে এখানে জনশক্তি ও সস্তা শ্রমিকের ওপর নির্ভর করে পোশাক শিল্প গড়ে ওঠেছে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বিদেশে যথেষ্ট সুনাম আছে। এ জনশক্তি ও সস্তা শ্রমিক হলো দেশের মানবসম্পদ এ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে

http://teachingbd.com

দেশের পোশাক শিল্পের সব কাজ করানো হচ্ছে। এদেশে তৈরি পোশাক বর্তমানে বাইরের দেশেও জনপ্রিয় হচ্ছে। এ মানবসম্পদ অর্থনৈতিক পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের উন্নয়নে মূল অর্থনৈতিক পরিবেশই অবদান রাখছে।

ঘ বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের উন্নয়নে এখানকার অর্থনৈতিক পরিবেশকে আরও উন্নত করা উচিত বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিবেশের কিছু উপাদান যেমন: মূলধন স্বল্পতা, সুদের উচ্চহার, শ্রমিকদের কম আয় পোশাক শিল্পের উন্নয়নের পথে বড় ধরনের বাধা হয়ে আছে। এসব সমস্যা দূর করা গেলে এ শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন আশা করা যায়।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, জনশক্তি ও সস্তা শ্রমিকের ওপর নির্ভর করে এদেশে পোশাক শিল্প গড়ে ওঠেছে। এ শিল্প বিদেশে বেশ সুনামও অর্জন করেছে। তবে নানা সমস্যার কারণে এ শিল্পের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পোশাক শিল্পের শ্রমিকদেরকে ন্যায্য পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়িয়ে তাদের সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের সামর্থ্য বাড়াতে হবে। এছাড়া শেয়ারবাজারকে গতিশীল করা গেলে তা মূলধন সংস্থানে ভূমিকা রাখতে পারে। ব্যাংকগুলোতে সুদের উচ্চহার কমাতে হবে, যাতে ঋণ নিতে দক্ষ ব্যবসায়ী বা শিল্প উদ্যোক্তাগণ উৎসাহিত হন। এভাবে অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের উন্নয়নের মাধ্যমে পোশাক শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব।

প্রশ্ন ▶৩ খুলনার বাসিন্দা রাজিব একজন কৃষক। তার জমিতে প্রচুর ফসল উৎপাদিত হতো। এসব ফসল বিক্রি করে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতেন। কিন্তু লবণাক্ততার কারণে তার জমিতে কয়েক বছর যাবত উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ায় তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে রাজিব কৃষিকাজ ছেড়ে একটি দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করছেন। *[রা. বো., কু. বো. ১৭]*

ক. BSTI-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. শিল্প বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রাজিবের পেশা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোন পরিবেশের উপাদান প্রভাব ফেলেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে রাজিবের মতো অনেক ব্যক্তির পেশা পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BSTI-এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Standards & Testing Institution।

খ যে কার্যপ্রচেষ্টা বা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্য প্রস্তুত করা হয় তাকে শিল্প বলে।

প্রকৃতি প্রদত্ত উপকরণ বা কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও চূড়ান্ত পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করা হয়। অর্থাৎ ব্যবসায়ের উৎপাদন সংক্রান্ত কাজ শিল্পের দ্বারা সংঘটিত হয়। এজন্য শিল্পকে উৎপাদনের বাহন বলা হয়।

গ উদ্দীপকের রাজিবের পেশা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান প্রভাব ফেলেছে।

প্রকৃতির উপাদানসমূহ নিয়ে মূলত প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত। কোনো দেশের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, নদ-নদী, সাগর ও আয়তন এ পরিবেশের উপাদান। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভিন্ন ধরনের হয়। এসব উপাদানের পার্থক্যহেতু দেশের ব্যবসায় কার্যকলাপও ভিন্নতর হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের কৃষক রাজিবের জমিতে প্রচুর ফসল উৎপাদিত হতো। এসব ফসল বিক্রি করে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতেন। কিন্তু কয়েক বছর যাবত তার জমিতে লবণাক্ততার কারণে উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে যায়। এতে তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েন। জমির এ লবণাক্ততা সাগরের অবস্থানের কারণে হয়েছে, যা পরিবেশে প্রতিকূল প্রভাব ফেলে। তাই রাজিব বর্তমানে কৃষিকাজ ছেড়ে একটি দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করছেন। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থার কারণে তিনি এ কাজে যোগ দেন। সুতরাং বলা যায়, তার পেশা পরিবর্তনে এ প্রাকৃতিক পরিবেশই প্রভাব ফেলেছে।

ঘ প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে বাংলাদেশে রাজিবের মতো অনেক ব্যক্তিকে পেশা পরিবর্তন করতে হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ আলাদা হয়ে থাকে। পরিবেশের উপাদানের পার্থক্যের কারণে দেশের মানুষের ব্যবসায় কার্যকলাপেও ভিন্নতা দেখা যায়।

উদ্দীপকে রাজিব খুলনায় কৃষিকাজ করতেন। উর্বর জমিতে জলবায়ুর কারণে তিনি ভালো ফসল উৎপাদন করতে পারতেন। কিন্তু সেখানে সাগরের প্রভাবে জমিতে লবণাক্ততার কারণে উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে যায়। তাই তিনি কৃষিকাজ ছেড়ে একটি দোকানে কাজ শুরু করেন। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিকূল প্রভাবে তিনি তার পেশা পরিবর্তন করেছেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকেই উদ্দীপকের রাজিবের মতো জীবিকা নির্বাহ করেন। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে তাদের জীবিকার ধরন বিভিন্ন রকমের হয়। আবার এ পরিবেশের প্রভাবেই তারা তাদের জীবিকা পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। সাধারণত পরিবেশের যে উপাদান যে অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত তার ওপর ভিত্তি করে মানুষ জীবিকা নির্বাচন করে থাকেন। কিন্তু পরিবেশের উপাদান যেকোনো সময় পরিবর্তনযোগ্য। এ পরিবর্তনশীলতার সাথে তাল মিলিয়েই মানুষ নিজের পেশা পরিবর্তন করেন। সুতরাং বলা যায়, প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবেই এদেশে রাজিবের মতো অনেক মানুষকে পেশা পরিবর্তন করতে হয়।

প্রশ্ন ▶৪ বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হলেও শিল্পের ক্ষেত্রে এদেশ ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশ্বে আমাদের অবস্থান দ্বিতীয়। তবে রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় সহস্রাধিক পোশাক কর্মীর মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র সেদেশে বাংলাদেশি পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রদত্ত কোটা সুবিধা বাতিল করেছে। যুক্তরাষ্ট্রকে এমন সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য বাংলাদেশের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। *[দি. বো. ১৭]*

ক. পরিবেশ কাকে বলে? ১

খ. অর্থনৈতিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. উদ্দীপকে যুক্তরাষ্ট্রের কোটা বাতিলের বিষয়টি কোন পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে রানা প্লাজার ঘটনা উত্তরণে করণীয় সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বসবাস করে এবং যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার জীবনধারাকে প্রভাবিত করে তাকেই পরিবেশ বলে।

খ অর্থনৈতিক বিভিন্ন উপাদান যেমন সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, মূলধন ও অর্থবাজার নিয়ে যে পরিবেশ গঠিত হয় তাকে অর্থনৈতিক পরিবেশ বলে। অর্থনৈতিক পরিবেশ এমন কতগুলো উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত, যা ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা ও ব্যয়ের ধরনকে প্রভাবিত করে। যে দেশ বা অঞ্চলে অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদানগুলো ব্যবসায়ের অনুকূলে, সেখানে অতি দ্রুত ব্যবসায়ের প্রসার ঘটে। এজন্য অর্থনৈতিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ।

http://teachingbd.com

গ উদ্দীপকে যুক্তরাষ্ট্রের কোটা বাতিলের বিষয়টি রাজনৈতিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত।

একটি দেশের রাজনীতির পারিপার্শ্বিকতা বা উপাদানসমূহ নিয়ে রাজনৈতিক পরিবেশ গঠিত হয়। দেশের সার্বভৌমত্ব, সরকারি নীতিমালা, রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব, আইন-শৃঙ্খলা এ পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। অনুন্নত ও অসহনশীল রাজনৈতিক পরিবেশ দেশের ব্যবসায় পরিবেশকে বাধাগ্রস্ত করে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। তবে সম্প্রতি রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় সহস্রাধিক পোশাক কর্মীর মৃত্যু হয়। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র সেদেশে বাংলাদেশি পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রদত্ত কোটা সুবিধা বাতিল করেছে। এর ফলে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল তার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বাণিজ্য নীতি রাজনৈতিক পরিবেশেরই উপাদান, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর প্রভাব ফেলে। সুতরাং বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক কোটা বাতিলের বিষয়টি রাজনৈতিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে রানা প্লাজার ঘটনা উত্তরণে সুষম কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

ব্যবসায়-বান্ধব শিল্প ও বাণিজ্য নীতির মাধ্যমে কর্মপরিবেশ উন্নত করা যায়। রাজনৈতিক পরিবেশের এসব উপাদানের নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো যদি ব্যবসায়-বান্ধব হয় এবং নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে, তবে এ অবস্থার থেকে উত্তরণ সম্ভব।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় সহস্রাধিক পোশাক কর্মীর মৃত্যু হয়। এটি পোশাক শিল্পের একটি নেতিবাচক ঘটনা। এ রকম দুর্ঘটনায় হাজার হাজার শ্রমিকের মৃত্যু হয়ে তাদের পরিবারে অসহায়ত্ব নেমে আসে। এতে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের প্রতি বাইরের দেশের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বিরূপ ধারণা জন্মে। এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই জরুরি।

এ অবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য মৃত শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের নতুন করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পাশাপাশি শ্রমিকদেরকে একটি সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। কারখানা গঠনের সময় সরকারকে নজর দিতে হবে যেন এটি সঠিক নিয়ম ও অবকাঠামো অনুযায়ী স্থাপিত হয়। এসব বিষয় নিশ্চিত হলে একটি সুষম কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হবে। এর ফলে কর্মীরাও কাজে মনোযোগী ও আগ্রহী হতে পারবে। এভাবে বাইরের দেশের কাছে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ভাবমূর্তি সুদৃঢ় করা যাবে। এভাবে রানা প্লাজার ঘটনা থেকে উত্তরণ সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ৫ শেরপুরের হাবিব স্থানীয় তাল, বাঁশ ও খেজুর গাছের ওপর ভিত্তি করে 'রূপসী বাংলা' নামে একটি কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তার উৎপাদিত পাখা, টুপি, পাট ও খেলনা সামগ্রী ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে। উৎপাদিত পণ্য বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। দিন দিন চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি কারখানাটি সম্প্রসারণের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু মূলধন সংকটের কারণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারছেন না। *[চ.বো. '১৭]*

ক. একমালিকানা ব্যবসায় কী? ১

খ. নামমাত্র অংশীদার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. হাবিব কোন পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে তার প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. হাবিবের ব্যবসায়ের সমস্যা উত্তরণের উপায় সম্পর্কে যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যক্তি এককভাবে ব্যবসায় গঠন ও নিয়ন্ত্রণ, মূলধন সরবরাহ, ঝুঁকি বহন, পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ এবং মুনাফা বা ক্ষতি একাই ভোগ করলে সেই ব্যবসায়কে একমালিকানা ব্যবসায় বলে।

খ যিনি প্রতিষ্ঠানের অংশীদার না হয়েও ব্যবসায়ে নিজের নাম ব্যবহারের অনুমতি দেন (কিন্তু মূলধন বিনিয়োগ করেন না) তাকে নামমাত্র অংশীদার বলে।

নামমাত্র অংশীদার ব্যবসায়ের স্বার্থে নিজের সুনাম ব্যবহারের সুযোগ দেন। তিনি ব্যবসায়ের অংশীদার নন। তবে তিনি ব্যবসায় হতে আর্থিক সুবিধা বা কমিশন গ্রহণ করতে পারেন। এ ধরনের অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন, শ্রম, দক্ষতা কিছুই বিনিয়োগ করেন না।

গ উদ্দীপকে হাবিব প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে তার প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছেন।

কোনো দেশের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, সাগর, নদ-নদী ও মৃত্তিকার সমন্বয়ে যে পরিবেশ গড়ে ওঠে তাই হলো প্রাকৃতিক পরিবেশ। বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ আলাদা হয়ে থাকে। এসব উপাদানের পার্থক্যহেতু দেশের ব্যবসায় কার্যকলাপও ভিন্নতর হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের হাবিব শেরপুরে তাল, বাঁশ ও খেজুর গাছের ওপর ভিত্তি করে "রূপসী বাংলা" নামে একটি কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তার প্রতিষ্ঠানে পাখা, টুপি, পাটি ও খেলনা সামগ্রী উৎপাদিত হয়। এ অঞ্চলে মৃত্তিকার অনুকূল প্রভাবে তাল, বাঁশ ও খেজুর গাছ ভালো উৎপন্ন হয়। তাই হাবিব সেখানে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছেন। এতে তার পণ্যের উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল সমসময় পর্যাপ্ত থাকে। ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ পণ্যও তিনি তৈরি করতে পারেন। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূলে থাকার কারণেই হাবিব সেখানে কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেছেন।

ঘ হাবিবের ব্যবসায়ের সমস্যা উত্তরণের জন্য তার আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে বলে আমি মনে করি।

ব্যবসায় গঠন, পরিচালনা ও সম্প্রসারণের জন্য সর্বক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত পুঁজি বা মূলধনের প্রয়োজন। মূলধনের সহজ সুযোগ, অর্থ-ঋণ ব্যবস্থা উন্নত হলে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুত অগ্রগতি লাভ করতে পারে।

উদ্দীপকের হাবিবের উৎপাদিত পণ্য ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে। তার উৎপাদিত পণ্য বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। দিন দিন চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি কারখানাটি সম্প্রসারণের চেষ্টা করছেন। কিন্তু মূলধন সংকটের কারণে তিনি সেটি সম্প্রসারণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারছেন না।

একটা দেশের ব্যবসায় উন্নয়ন প্রয়োজনীয় উপকরণাদির সহজ প্রাপ্তির ওপর নির্ভরশীল। উদ্দীপকে অনুকূল অবস্থার কারণে হাবিবের শিল্পের দ্রুত উন্নতি হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে মূলধন সংকট হওয়ায় তিনি প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রসারণ করতে পারছেন না। এ সমস্যা সমাধানে তিনি ব্যাংক বা এরূপ আর্থিক উৎস হতে সহজ শর্তে ঋণ নিতে পারেন। নিজস্ব পুঁজির সাথে এরূপ ঋণের অর্থ মিলিয়ে তিনি ব্যবসায়টি সম্প্রসারণের জন্য পর্যাপ্ত পুঁজি একত্র করতে পারবেন। এতে তার আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে বর্তমানে এরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে। সুতরাং এভাবেই হাবিব তার প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ করে ব্যবসায়টি সম্প্রসারণ করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ৬ বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। আশির দশকের শুরুতে জনাব আওলাদ বাংলাদেশের জনসম্পদকে কেন্দ্র করে ঢাকায় একটি পোশাক কারখানা গড়ে তোলেন, যার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানো। ঐ দশকের মাঝামাঝি জনাব আওলাদ যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে তার তৈরি পোশাক বিক্রি করেন। ক্রমান্বয়ে

http://teachingbd.com

তার তৈরি পোশাক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। জনাব আওলাদ যুক্তরাষ্ট্রে বসে তার কারখানায় নিয়োজিত জনাব সেজাদকে প্রয়োজনীয়সংখ্যক পোশাক উৎপাদনের নির্দেশ দেন। জনাব সেজাদ কারখানার কর্মীদেরকে দিয়ে পোশাক উৎপাদন করে জনাব আওলাদের কাছে পাঠান। জনাব আওলাদ তৈরি পোশাকের একের পর এক নতুন বাজারের দ্বার উন্মুক্ত করেন।

[সি. বো. ১৭]

ক. খুচরা ব্যবসায় কী? ১

খ. প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব আওলাদ পরিবেশের কোন উপাদান বিবেচনায় ঢাকায় পোশাক কারখানা গড়ে তোলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে জনাব আওলাদ ও জনাব সেজাদ উভয়ের কাজকে কি উদ্যোগ' বলা যায়? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাইকার, বিক্রয় প্রতিনিধি বা আমদানিকারকদের থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে চূড়ান্ত ভোক্তাদের নিকট বিক্রয় করা হলে তাকে খুচরা ব্যবসায় বলে।

খ কোনো দেশের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, নদ-নদী, আয়তন ও অবস্থানের সমন্বয়ে যে পরিবেশ গড়ে ওঠে তাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে।

প্রকৃতির পরিবেশের উপাদানের ওপর ভিত্তি করে মানুষের জীবিকার পরিবর্তন হয়। যেসব দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ যত বেশি, সেসব দেশে কৃষিনির্ভর জীবন-জীবিকা তত বেশি হয়ে থাকে। এ পরিবেশের উপাদানগুলো ব্যবসায়েও নানাভাবে প্রভাব ফেলে।

গ উদ্দীপকে জনাব আওলাদ অর্থনৈতিক পরিবেশের কারণে ঢাকায় পোশাক কারখানা গড়ে তোলেন।

কোনো স্থানে বিদ্যমান অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদান সেখানকার অবস্থিত ব্যবসায়ের সাফল্য বা ব্যর্থতার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জনগণের আয় ও সঞ্চয়, অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা, বিনিয়োগ, মূলধন ও জনসম্পদ ঐ স্থানের ব্যবসায়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।

উদ্দীপকে জনাব আওলাদ আশির দশকের শুরুতে বাংলাদেশের জনসম্পদকে কেন্দ্র করে ঢাকায় একটি পোশাক কারখানা গড়ে তোলেন। যার লক্ষ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানো। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হলো জনসম্পদ। এ সম্পদকে বাদ দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই এ জনসম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর প্রয়োজন আছে। তাই বলা যায়, জনাব আওলাদ দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদানকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে ঢাকায় পোশাক কারখানা গড়ে তোলেন।

ঘ কোনো নতুন চিন্তা মাথায় রেখে যখন কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন তখন তার কার্যাবলিকে উদ্যোগ বলে।

উদ্যোগ ছাড়া কোনো ব্যবসায় বা শিল্প স্থাপন করা যায় না। দেশে উদ্যোক্তা সৃষ্টির হার যত বেশি হবে শিল্পায়নের পরিমাণও তত বেশি হবে।

উদ্দীপকে জনাব আওলাদ দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে ঢাকায় একটি পোশাক কারখানা স্থাপন করেন। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি বাড়ি বাড়ি পোশাক বিক্রয় শুরু করেন। তাই তার এ কাজকে উদ্যোগ বলা যায়। অন্যদিকে জনাব সেজাদ জনাব আওলাদের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী পোশাক উৎপাদন করেন। অর্থাৎ তিনি জনাব আওলাদের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। তাই তার এ কাজকে উদ্যোগ বলা যায় না।

নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে উদ্যোক্তগণ দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করেন। জনাব আওলাদও এমন একজন ব্যক্তি যিনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পোশাক কারখানা স্থাপন করেন। যেখানে দেশের অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আর জনাব সেজাদের মতো মানুষ জনাব আওলাদের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। তাই উভয়ের কাজের মধ্যে জনাব আওলাদের কাজকে উদ্যোগ বলা গেলেও জনাব সেজাদের কাজকে উদ্যোগ বলা যায় না।

প্রশ্ন ▶ ৭ জনাব ইকবাল ঢাকায় থাকেন। তিনি সন্দ্বীপেও একটি বাড়ি কিনেছেন। সেখানে গিয়ে তিনি সমুদ্রে মাছ ধরেন। উক্ত মাছ বিশেষ প্রক্রিয়ায় শুকিয়ে চাহিদা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করেন। বাজারে তার পণ্যের ব্যাপক সুনাম আছে। তবে পণ্যগুলোর ওজন ও আকার সুনির্দিষ্ট না থাকায় ক্রেতারা মাঝে মধ্যে তার পণ্য ক্রয়ে সমস্যার মুখোমুখি হন।

[য. বো. ১৭]

ক. সামাজিক ব্যবসায় কী? ১

খ. শিল্পকে কেন্দ্রীভূত কাজ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে পরিবেশের কোন উপাদান বিবেচনায় জনাব ইকবাল সন্দ্বীপে ব্যবসায় শুরু করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ক্রেতাদের সমস্যা সমাধানে জনাব ইকবালের করণীয় সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ প্রাপ্তির কোনো প্রত্যাশা থাকে না বরং সমাজের কল্যাণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে গঠন করা হয় তাকে সামাজিক ব্যবসায় বলে।

খ প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামালকে ভোগ বা ব্যবহারযোগ্য পণ্যে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে শিল্প বলে।

সাধারণত ব্যবসায়ের বিভিন্ন কাজ ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় সংঘটিত হয়। কিন্তু শিল্পের কাজটি ব্যতিক্রম, যা এক জায়গায় করতে হয়। অর্থাৎ কারখানাতে প্রক্রিয়াজাতকরণের সব কাজ সম্পাদিত হয়। তাই শিল্পকে কেন্দ্রীভূত কাজ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব ইকবাল প্রাকৃতিক পরিবেশের সাগর ও নদ-নদী উপাদান বিবেচনা করে সন্দ্বীপে ব্যবসায় শুরু করেন।

কোনো দেশের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, নদ-নদী, সাগর, আয়তন ও অবস্থানের সমন্বয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। এসব উপাদানের পার্থক্যজনিত কারণে বিভিন্ন দেশের ব্যবসায় কার্যকলাপও ভিন্নতর হয়ে থাকে।

ঢাকায় বসবাসকারী জনাব ইকবাল সন্দ্বীপে বাড়ি কিনেন। সন্দ্বীপে গিয়ে তিনি সমুদ্রে মাছ ধরেন। উক্ত মাছ বিশেষ প্রক্রিয়ায় শুকিয়ে চাহিদা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করেন। সন্দ্বীপে সমুদ্র থাকায় সেখানে সহজেই প্রচুর সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়। এ বিষয়টি বিবেচনা করেই তিনি সন্দ্বীপে মাছের ব্যবসায় শুরু করেন। এর ফলে অল্প সময়েই তিনি বাজারে সুনাম অর্জন এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সুতরাং বলা যায়, প্রাকৃতিক পরিবেশের সাগর ও নদ-নদী উপাদানটির অনুকূল অবস্থা বিবেচনায় জনাব ইকবাল সন্দ্বীপে ব্যবসায় শুরু করেন।

ঘ ক্রেতাদের সমস্যা সমাধানে জনাব ইকবাল প্রমিতকরণের মাধ্যমে পণ্যের মান বজায় রাখার চেষ্টা করতে পারেন।

পণ্যের ওজন, আকার, রং ও গুণাগুণ বিবেচনায় নিয়ে পণ্য মানের সীমা নির্ধারণ করার কাজই হলো প্রমিতকরণ। এর মাধ্যমে ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করা যায়।

উদ্দীপকের জনাব ইকবাল সন্দ্বীপে মাছের ব্যবসায় করে সুনাম অর্জন করেছেন। কিন্তু তার পণ্যগুলোর ওজন ও আকার সুনির্দিষ্ট নয়। ফলে ক্রেতারা মাঝে-মধ্যে তার পণ্য ক্রয়ে সমস্যার মুখোমুখি হন। প্রমিতকরণের অভাবে এ সমস্যা হচ্ছে। জনাব ইকবাল প্রমিতকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন ওজনের ও বিভিন্ন আকারের মাছ আলাদা করে সাজাতে

http://teachingbd.com

পারেন। এর মাধ্যমে ক্রেতারা তাদের চাহিদা অনুযায়ী মাছ ক্রয় করতে পারবেন। এতে বিক্রেতা হিসেবেও ইকবালের মাছ সরবরাহ কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হবে। সুতরাং প্রমিতকরণ কাজটি উক্ত সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৮ জনাব রিফাত গাজীপুরে একটি পোশাক কারখানা স্থাপন করেন। এখানে জমির মূল্য অপেক্ষাকৃত কম এবং পর্যাপ্ত দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। এতে বিনিয়োগ কম করেও মুনাফার পরিমাণ বেশি হয়। তিনি দেখলেন তার কারখানার পার্শ্ববর্তী 'রংধনু' নামক একটি পোশাক কারখানায় শ্রমিকদের কাজের সময় ও কর্মপরিবেশ নিয়ে শ্রম অসন্তোষ চলছে। মালিকপক্ষ 'রংধনু' নামক পোশাক কারখানাটি তালাবন্ধ ঘোষণা দেয়। *[দি. বো. ১৬]*

ক. পরিবেশ কী? ১

খ. সামাজিক পরিবেশ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. পরিবেশের কোন উপাদান বিবেচনা করে জনাব রিফাত পোশাক কারখানা স্থাপন করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'রংধনু' পোশাক শিল্পে শ্রম অসন্তোষ ও তালাবন্ধকরণ ব্যবসায় পরিবেশের যে উপাদানের অন্তর্গত উদ্দীপকের আলোকে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বসবাস ও জীবনধারণ করে এবং যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবনধারাকে প্রভাবিত করে তাকেই পরিবেশ বলে।

খ সমাজে বসবাসরত মানুষের সংখ্যা, শিক্ষা ব্যবস্থা, বেকারত্ব, রীতি-নীতি ইত্যাদি, যা জীবনধারণে প্রভাব বিস্তার করে তাকে সামাজিক পরিবেশ বলে।

সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলো মূলত মানুষের সৃষ্টি এবং মানুষের কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত হয়। এটি ব্যবসায়ের আয়, লাভ-লোকসানকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

গ জনাব রিফাত পরিবেশের অর্থনৈতিক উপাদান বিবেচনা করে পোশাক কারখানা স্থাপন করেন।

অর্থনৈতিক পরিবেশ কোনো দেশের জনগণের আয় ও সঞ্চয়, অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা, দক্ষ উদ্যোক্তা ও মানবসম্পদ ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়। এ পরিবেশ উন্নত হলে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করা সহজ হয়।

জনাব রিফাত গাজীপুরে একটি পোশাক কারখানা স্থাপন করলেন। কেননা গাজীপুরে জমির মূল্য অপেক্ষাকৃত কম এবং পর্যাপ্ত দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। জমির মূল্য কম হওয়ায় তার স্থায়ী ব্যয়ও কম। আর সস্তায় দক্ষ শ্রমিক পাওয়া গেলে দক্ষতার সাথে স্বল্প ব্যয়ে কাজ শেষ করা সম্ভব হবে। এর ফলে তিনি কম বিনিয়োগ করেও বেশি মুনাফা অর্জন করতে পারবেন। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি অর্থনৈতিক পরিবেশকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

ঘ রংধনু পোশাক শিল্পে শ্রম অসন্তোষ ও তালাবন্ধকরণ ব্যবসায় পরিবেশের রাজনৈতিক উপাদানের অন্তর্গত।

রাজনৈতিক পরিবেশ কোনো দেশের সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ও শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক প্রভৃতি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয়। অনুন্নত ও অসহনশীল রাজনৈতিক পরিবেশ দেশের ব্যবসায় পরিবেশকে মারাত্মক বাধাগ্রস্ত করে।

জনাব রিফাতের কারখানার পাশে 'রংধুন' নামক একটি পোশাক কারখানা আছে। এ কারখানায় শ্রমিকদের কাজের সময় ও কর্মপরিবেশ উন্নত নয়। তাই শ্রমিকরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। মালিকপক্ষ তাদের কারখানাটি তালাবন্ধ করার ঘোষণা দেয়। এতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের অবনতি হয়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাব লক্ষ করা যায়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা অসন্তুষ্ট হওয়ায় তাদের দাবি আদায়ের জন্য তারা মালিকদের বিরুদ্ধে ধর্মঘটের ঘোষণা দেয়। মালিকপক্ষ তাদের দাবি পূরণ না করে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেয়। এর ফলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। এর ফলস্বরূপ ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে।

প্রশ্ন ▶ ৯ মাহমুদ কাপড়ের ব্যবসায় করেন। ঢাকার ব্যস্ততম এলাকা গুলিস্তানে তার দোকান। ঈদ সামনে রেখে তিনি তার দোকানের জন্য নরসিংদী থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার কাপড় ক্রয় করে আনার সময় পথে কতিপয় দুর্বৃত্ত তার কাছে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করে। তিনি চাঁদা দিতে অপারগ হলে দুর্বৃত্তরা তার গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে তার ব্যাপক ক্ষতি হয়। *[য. বো. ১৬]*

ক. ব্যবসায় পরিবেশ কী? ১

খ. ব্যবসায়ের ওপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব কীরূপ? ২

গ. মাহমুদ ব্যবসায়ে কোন পরিবেশের কথা চিন্তা করে অনেক টাকার কাপড় ক্রয় করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোন পরিবেশের অভাবে তিনি ব্যাপক ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্মুখীন হন? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গঠন, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণে যেসব পারিপার্শ্বিক উপাদান বা শক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে ব্যবসায় পরিবেশ বলে।

খ কোনো দেশের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, নদ-নদী, আয়তন, অবস্থান ইত্যাদি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট উপাদানের সমন্বয়ে যে পরিবেশ গড়ে ওঠে তাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে।

প্রাকৃতিক উপাদানগুলো ব্যবসায়ে নানাভাবে প্রভাব ফেলে। এগুলোর ওপর ভিত্তি করে মানুষের জীবিকার পরিবর্তন হয়। যেসব দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ যত বেশি সেসব দেশে কৃষি নির্ভর জীবন-জীবিকা তত বেশি হয়ে থাকে।

গ মাহমুদ ব্যবসায়ে সামাজিক পরিবেশের কথা চিন্তা করে অনেক টাকার কাপড় ক্রয় করেন।

সমাজে বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষ বাস করে। এসব মানুষের রীতি-নীতি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, শিক্ষা সবকিছুর সমষ্টিই হলো সামাজিক পরিবেশ।

মাহমুদ কাপড়ের ব্যবসায় করেন। ঢাকার গুলিস্তানে তার দোকান আছে। ঈদ উপলক্ষে তিনি ৫ লক্ষ টাকার কাপড় ক্রয় করেন। ঈদ মুসলিম ধর্মের অনুসারীদের জন্য একটি পবিত্র এবং আনন্দের অনুষ্ঠান। ঈদ উপলক্ষে মুসলমানরা নতুন কাপড়-চোপড় ক্রয় করে। এতে মাহমুদের দোকানের বিক্রিও ঈদ উপলক্ষে বাড়ে। এ ঈদ সামাজিক পরিবেশের একটি উপাদান। সুতরাং সামাজিক পরিবেশ বিবেচনা করেই মাহমুদ বেশি পরিমাণ কাপড় ক্রয় করেছেন।

ঘ সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশের অভাবে মাহমুদ ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্মুখীন হন।

সরকার, রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠান, স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি উপাদানের সমন্বয়ই হলো রাজনৈতিক পরিবেশ। রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল হলে দেশের ব্যবসায় সম্প্রসারণ ঘটে।

মাহমুদ একজন ব্যবসায়ী। তিনি ঈদ উপলক্ষে ৫ লক্ষ টাকার কাপড় ক্রয় করেন। কাপড় ক্রয় করে নরসিংদী থেকে ঢাকায় আসার পথে কতিপয় দুর্বৃত্ত তার গতিরোধ করে। দুর্বৃত্তরা তার কাছে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে রাজি না হলে দুর্বৃত্তরা তার গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে তার ক্রয়কৃত সমস্ত কাপড় পুড়ে যায়।

http://teachingbd.com

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রতিকূল থাকার কারণে মাহমুদের কাছে দুর্বৃত্তরা চাঁদা দাবি করতে পেরেছে। স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা রাজনৈতিক পরিবেশের উপাদান। আইন-শৃঙ্খলা স্থিতিশীল না থাকায় মাহমুদ দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হন। সুতরাং রাজনৈতিক পরিবেশের অভাবে তিনি ক্ষতির সম্মুখীন হন।

প্রশ্ন ▶১০ মিসেস পাখি চাঁপাইনবাবগঞ্জের একজন বাসিন্দা। সেখানকার আমের উৎপাদন সচরাচর বেশি হয়। তাই তিনি নতুন ধরনের ব্যবসায় শুরু করলেন, যেখানে তিনি বিভিন্ন ধরনের আচার ও আমের দ্বারা তৈরি বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি রাখেন। অল্পদিনের মধ্যে তার ব্যবসায়টি স্থানীয়ভাবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। তাই তিনি দেশব্যাপী তার পণ্যগুলোর প্রচার করতে চান। তিনি বিভিন্ন পাইকারি ব্যবসায়ী ও অন্য প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সহযোগিতা নেওয়ার কথা ভাবছেন। পাশাপাশি বর্তমানে প্রচলিত সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রচারের কথাও ভাবছেন। তবে পদ্ধতিগুলোর দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে তিনি চিন্তিত। *[বি. বো. ১৬]*

ক. ব্যবসায় পরিবেশ কী? ১

খ. ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বিবেচনার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মিসেস পাখি ব্যবসায় পরিবেশের কোন উপাদান বিবেচনায় এনে ব্যবসায় শুরু করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিসেস পাখির ব্যবসায়টির দ্রুত প্রচারের জন্য বাহ্যিক পরিবেশের কোন উপাদানকে অধিক বিবেচনা করা উচিত? মতামত দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গঠন, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণে যেসব পারিপার্শ্বিক উপাদান বা শক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে ব্যবসায় পরিবেশ বলে।

খ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিরাজমান যেসব উপাদান বা শক্তি ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে তাকে ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বলে।

এরূপ পরিবেশের উপাদানের মধ্যে পরিচালনা পর্ষদ, ব্যবস্থাপক, শ্রমিক-কর্মী ব্যবসায়ের আর্থিক ও কারিগরি সমর্থ, সুনাম, নিজস্ব সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ পরিবেশ বিবেচনায় না নিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই ব্যবসায়ে এরূপ পরিবেশ বিবেচনার প্রয়োজন পড়ে।

গ মিসেস পাখি ব্যবসায় পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদান বিবেচনায় এনে ব্যবসায় শুরু করেন।

প্রকৃতি প্রদত্ত উপাদান যেগুলো মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না সেগুলোর সমষ্টিই প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর মধ্যে মাটি, জলবায়ু, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি অন্যতম।

মিসেস পাখি চাঁপাইনবাবগঞ্জে আচার ও আমের দ্বারা তৈরি বিভিন্ন মিষ্টির ব্যবসায় শুরু করেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রচুর আম উৎপাদিত হয়। এখানকার আবহাওয়া এবং মাটি আম চাষের জন্য অনুকূল। প্রচুর আম উৎপাদিত হওয়ায় মিসেস পাখি এ অঞ্চলের আম থেকে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের ব্যবসায় শুরু করেছেন। তার এ ব্যবসায়ের মৌলিক উপাদান হলো আম, যেটি প্রকৃতির দান। সুতরাং মিস পাখির ব্যবসায় শুরু করার প্রধান কারণ পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদান।

ঘ মিসেস পাখির ব্যবসায়টির দ্রুত প্রচারের জন্য বাহ্যিক পরিবেশের প্রযুক্তিগত উপাদানকে অধিক বিবেচনা করা উচিত।

প্রযুক্তিগত পরিবেশ বলতে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা, গবেষণা, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রযুক্তি আমদানির সুযোগ ইত্যাদি মিলিয়ে সৃষ্ট পরিবেশকে বোঝায়। এ পরিবেশের প্রভাবে নতুন নতুন ব্যবসায় ও পণ্য উদ্ভাবন সম্ভব হয়।

মিসেস পাখি আচার ও আমের দ্বারা তৈরি বিভিন্ন প্রকার মিষ্টির ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। অল্প দিনের মধ্যেই তার ব্যবসায়টি স্থানীয়ভাবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। তাই মিসেস পাখি দেশব্যাপী তার পণ্যগুলোর প্রচার করতে চান। তিনি পণ্যের প্রচারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের কথা ভাবছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বলতে ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার ইত্যাদিকে বোঝায়, যেগুলো প্রযুক্তিগত পরিবেশের উপাদান। এসব যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে মিসেস পাখি অল্প সময়ে কম খরচে দেশব্যাপী পণ্যের প্রচার করতে পারবেন। দেশের বাইরেও সামাজিক মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করা যায়। অনলাইন এবং সামাজিক মাধ্যমগুলো প্রযুক্তিগত পরিবেশের উপাদান। মিসেস পাখির পণ্যের প্রচারে এ প্রযুক্তিগত পরিবেশ বিবেচনা করা উচিত বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶১১ পলি বিধৌত পদ্মাপাড়ের ছেলে ফজলু ও তপন। উর্বর মাটিতে প্রচুর ফসল ফলার কারণে তাদের পরিবারগুলো বেশ সচ্ছল ছিল। হঠাৎ নদী ভাঙনের কবলে পড়ে বিগত তিন বছরে গ্রামগুলো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় জীবিকার তাগিদে ফজলু এখন ইটের ভাটায় কাজ করে। অন্যদিকে, তপন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে নতুন প্রযুক্তিতে নদীতে মাছ চাষ করে আজ সফল। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. ব্যবসায় পরিবেশ কাকে বলে? ১

খ. অর্থনৈতিক পরিবেশ বলতে কী বোঝ? ২

গ. তপনের সফলতার পেছনে কোন ধরনের পরিবেশের অবদান বেশি ছিল বলে তুমি মনে করো? তোমার সপক্ষে মতামত দাও। ৩

ঘ. পরিবেশগত সুবিধা সঠিকভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করার ওপরই মানুষের উন্নয়ন ও সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্য করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে দিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে ব্যবসায় পরিবেশ বলে।

খ আয়, সঞ্চয়, মূলধন, বিনিয়োগ, অর্থ, ঋণ এদের সমন্বয় যে পরিবেশ গড়ে ওঠে তাকে অর্থনৈতিক পরিবেশ বলে।

অর্থ হচ্ছে ব্যবসায়ের চালিকাশক্তি। দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। কোনো দেশের উন্নতির পেছনে ঐ দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ তপনের সফলতার পেছনে অর্থনৈতিক পরিবেশের অবদান বেশি ছিল।

আয়, সঞ্চয়, মূলধন, বিনিয়োগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সুনাম এদের সমন্বয় অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। দক্ষ জনশক্তি, মানব সম্পদও অর্থনৈতিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের উপাদান দেশের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

উদ্দীপকে পলি বিধৌত পদ্মাপাড়ের ছেলে তপন। নদী ভাঙনের কবলে পড়ে গ্রামগুলো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। তপন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে নতুন প্রযুক্তিতে নদীতে মাছ চাষ করে। ব্যাংক তপনকে আর্থিক সহায়তা করেছে। ফলে তপন ব্যবসায় করে আর্থিকভাবে সচ্ছল। এ আর্থিক উপাদানগুলো অর্থনৈতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য। সুতরাং অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদানের কারণে তপন ব্যবসায় সফলতা পেয়েছে।

Teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকে পরিবেশগত সুবিধা সঠিকভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করার ওপরই মানুষের উন্নয়নও সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। আমি এ মন্তব্যের সাথে একমত।

যে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সফলতা পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। এসব উপাদানের ওপর ভিত্তি করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও আইনগত ইত্যাদি উপাদান ব্যবসায়কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

উদ্দীপকে পলি বিধৌত উর্বর মাটিতে প্রচুর ফসল ফলার কারণে তাদের পরিবার সচ্ছল ছিল। নদী ভাঙনের ফলে গ্রামগুলো নদীতে বিলীন হয়ে যায়। জীবিকার জন্য ফজলু ইটের ভাটায় আর তপন ব্যাংক ঋণ নিয়ে মাছ চাষ করে। প্রথমে প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল। আবার প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণেই তা অসচ্ছল হয়ে পড়ে। পরে অর্থনৈতিক পরিবেশের কারণে তপন ব্যবসায় সফলতা পায়।

পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যেসব দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি সেসব দেশে কৃষিনির্ভর জীবন-জীবিকা তত বেশি। অর্থনৈতিক পরিবেশের ব্যাংক ব্যবস্থা, দক্ষ জনশক্তি ও মানব সম্পদের কারণে শিল্প ক্ষেত্রে উন্নয়ন হচ্ছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ ব্যবসায়ের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ব্যবসায় পরিবেশের উপাদানগুলোর সদ্ব্যবহারের ওপর মানুষের উন্নয়ন ও সফলতার অনেকাংশ নির্ভর করে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ১২ টাঙ্গাইলের মিসেস তাসলিমা একজন উচ্চ শিক্ষিত মহিলা হয়েও চাকরির পেছনে না ঘুরে তার বৃদ্ধ পিতার দীর্ঘদিনের সফল খ্যাতিসম্পন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 'টাঙ্গাইল শাড়ি বিতান' পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। আগে এ প্রতিষ্ঠানের পণ্যের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও ভোক্তার রুচি অনুযায়ী আধুনিক মানের পণ্য সরবরাহ করতে না পারায় প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ সমস্যা থেকে বের হয়ে আসার জন্য তিনি কর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে বিভিন্ন ধরনের গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে আধুনিকরণের জন্য কর্মীদের পরামর্শ দেন। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. ট্রেড কী? ১

খ. ব্যবসায় পরিবেশ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. পরিবেশের কোন উপাদানের প্রভাবে মিসেস তাসলিমা চাকরি না করে ব্যবসায়কে বেছে নিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান সমস্যা উত্তরণে কী করণীয় বলে তুমি মনে করো? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে পণ্য বিনিময় তথা ক্রয়-বিক্রয়ের কাজকে ট্রেড বলে।

খ ব্যবসায়ের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানের সমষ্টি হলো ব্যবসায় পরিবেশ।

কিছু উপাদান ব্যবসায় গঠনে অনুকূল প্রভাব ফেলে। এগুলো ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনায় সহায়তা করে থাকে। আবার আমাদের পারিপার্শিক অবস্থার মধ্যে কিছু উপাদান আছে, যা ব্যবসায়ের ওপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলে। এগুলো ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনায় বাধার সৃষ্টি করে। এই সহায়তাকারী ও বাধাদানকারী উপাদানের সমন্বয়ই হলো ব্যবসায় পরিবেশ।

গ উদ্দীপকের মিসেস তাসলিমা ব্যবসায়ের সাংস্কৃতিক পরিবেশের ঐতিহ্যগত উপাদানের প্রভাবে চাকরি না করে ব্যবসায়কে বেছে নিলেন।

মানুষের মাঝে দীর্ঘদিনে গড়ে ওঠা কিছু ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস, আচরণ, রীতি, প্রথা, ঐতিহ্য ইত্যাদির সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। যেমন: সুনাম, সুখ্যাতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি এ পরিবেশের উপাদান।

উদ্দীপকে টাঙ্গাইলের মিসেস তাসলিমা একজন উচ্চ শিক্ষিত মহিলা। তবে তিনি চাকরির পেছনে না ঘুরে তার বৃদ্ধ পিতার দীর্ঘদিনের সফল খ্যাতি সম্পন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 'টাঙ্গাইল শাড়ি বিতান' পরিচালনার দায়িত্ব নেন। আগে এ প্রতিষ্ঠানের পণ্যের ব্যাপক চাহিদা ছিল। তাই মিসেস তাসলিমা তার বাবার ব্যবসায়ের সুনামের কারণে চাকরির পরিবর্তে ব্যবসায়ের প্রতি মনোনিবেশ করেন। আর, এ সুনাম-খ্যাতি-ঐতিহ্য সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপাদান। সুতরাং, তার ব্যবসায়ের পিছনে সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান সমস্যা উত্তরণে আধুনিক কলা-কৌশল ও প্রযুক্তির ব্যবহার তথ্যপ্রযুক্তিগত পরিবেশের দিকে নজর দিতে হবে।

বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি মিলিয়ে একটি দেশের অভ্যন্তরে প্রযুক্তিগত পরিবেশ তৈরি হয়। এ পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলে গবেষণা ও উন্নয়ন।

উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের পণ্যের ব্যাপক চাহিদা ছিল। তবে বর্তমানে ভোক্তার রুচি অনুযায়ী আধুনিক মানের পণ্য সরবরাহ করতে না পারায় প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ থেকে উত্তরণের জন্য কর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে গবেষণার মাধ্যমে তা আধুনিকায়নের পরামর্শ দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করতে হবে। এজন্য উন্নত কলাকৌশল ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আর এ বিষয়টি ব্যবসায়ের প্রযুক্তিগত পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, মিসেস তাসলিমাকে প্রযুক্তিগত পরিবেশের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ সবুজ একজন কৃষক। কপোতাক্ষ নদের পাড়ে তার বাড়ি। প্রচুর ফসল ফলায় তার পরিবার আগে সচ্ছল ছিল। কিন্তু খরার কারণে ফসল উৎপাদন না হওয়ায় তার সংসারে অভাব দেখা দেয়। তাই সবুজ ব্যবসায় করার চিন্তা করে 'সবুজ ছায়া' নামক NGO থেকে ঋণ নেয়। এ ঋণকৃত অর্থে সে একটি মুদি দোকান দেয়। কয়েক বছরের মধ্যে সে 'সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। *[ঢাকা কমার্স কলেজ]*

ক. ব্যবসায় পরিবেশ কী? ১

খ. সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিচালনায় রাজনৈতিক পরিবেশের ভূমিকা লেখো। ২

গ. জনাব সবুজের পরিবারে সচ্ছলতার পেছনে কোন ধরনের পরিবেশের অবদান বেশি ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব সবুজের সফল ব্যবসায়ী হবার পেছনে ব্যবসায় পরিবেশের ভূমিকা রয়েছে– মতামত দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানের সমষ্টিই হলো ব্যবসায় পরিবেশ।

খ সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিচালনায় অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

রাজনৈতিক পরিবেশ মূলত কোনো দেশের রাজনীতির চর্চার ধরন ও চিন্তাধারার সাথে জড়িত। অনুন্নত ও অসহনীয় রাজনৈতিক পরিবেশ দেশের ব্যবসায় পরিচালনাকে বাধাগ্রস্ত করে। অপরদিকে, সুষ্ঠু রাজনীতির চর্চা কোনো দেশের ব্যবসায়কে উন্নতির উচ্চ স্তরে পৌঁছে দিতে পারে। তাই, একটি দেশের রাজনৈতিক অবস্থার ওপর সে দেশের ব্যবসায়ের গতি-প্রকৃতি নির্ভর করে

গ উদ্দীপকের জনাব সবুজের পারিবারিক সচ্ছলতার পেছনে প্রাকৃতিক পরিবেশের অবদান বেশি ছিল।

Teachingbd.com

কোনো অঞ্চলের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট উপাদানের সমন্বয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। এ পরিবেশের কোনো উপাদানকে মানুষ বা ব্যবসায়ী তৈরি করতে এমনকি প্রভাবিতও করতে পারে না। মানুষকে এ পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত সবুজ একজন কৃষক। কপোতাক্ষ নদের পাড়ে তার বাড়ি। প্রচুর ফসল ফলায় তার পরিবার আগে সচ্ছল ছিল। তাই দেখা যায়, তার পারিবারিক সচ্ছলতার ক্ষেত্রে মূল অবদান ছিল এলাকার জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতি। নদী অনুষিত এলাকায় ফসল ফলানো সহজ হয়। নদীর পাড়ে তার বাড়ি হওয়ায় তিনি প্রচুর ফসল ফলাতে পারতেন। এরূপ এলাকার জমি উর্বর থাকে ও নদীর পানি ব্যবহার করার সুযোগ থাকায় কৃষি কাজ করা সহজ হয়। এতে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হয়। তাই বলা যায়, জনাব সবুজের পারিবারিক সচ্ছলতার পেছনে প্রাকৃতিক পরিবেশের অবদান বেশি ছিল।

ঘ উদ্দীপকের জনাব সবুজের সফল ব্যবসায়ী হবার পেছনে ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক পরিবেশের ভূমিকা রয়েছে।

ব্যবসায়ের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানের সমন্বয় হলো ব্যবসায় পরিবেশ। কোনো দেশের অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা, জনগণের আয় ও সঞ্চয়, বিনিয়োগ, মানব সম্পদ ইত্যাদির ভিত্তিতে অর্থনৈতিক পরিবেশ গঠিত হয়। এ পরিবেশের উপাদানসমূহের অনুকূল উপস্থিতি ব্যবসায়ের উন্নতিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত সবুজ সাংসারিক অভাব দূর করার জন্য ব্যবসায় করার চিন্তা করে। এজন্য সে সবুজ ছায়া নামক NGO থেকে ঋণ নেয়। এ ঋণকৃত অর্থে সে একটি মুদি দোকান দেয়। এক পর্যায়ে সে সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, সবুজের ব্যবসায় শুরু করা সম্ভব হয়েছে সহজে মূলধন জোগাড় করতে পারায়। মূলধন সংগ্রহ বা ঋণ প্রাপ্তির সহজলভ্যতা হলো অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদান। আর এ অর্থনৈতিক উপাদানের অনুকূল উপস্থিতির কারণেই সবুজ কৃষিকাজের পরিবর্তে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। তাই বলা যায়, জনাব সবুজের সফল ব্যবসায়ী হবার পেছনে ব্যবসায় পরিবেশের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ আনোয়ার হাসান কৃষক পরিবারের সন্তান। নিজেদের জমি চাষ করে সে সচ্ছলভাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু নদী ভাঙনের ফলে সব কিছু হারিয়ে সে এখন মানবেতর জীবনযাপন করছে। ব্যবসায় করার ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক সহায়তার অভাবে সে এখন ইটভাটায় কাজ নেয়। বর্তমানে সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করে নদী ভাঙন এলাকায় ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা চালু করে। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. ব্যবসায়িক মূল্যবোধ কী? ১

খ. প্রযুক্তিগত পরিবেশ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আনোয়ার হাসানের জীবনযাত্রার পট পরিবর্তনে কোন পরিবেশের প্রভাব সবচেয়ে বেশি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সরকার নীতিমালা প্রণয়নের ফলে কী আনোয়ার হাসানের মতো অসহায় লোকদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হবে? মতামত দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় পরিচালনায় ভালো-মন্দ দিক সম্পর্কে স্থায়ীভাবে গড়ে ওঠা বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, মতামত প্রভৃতি বিষয়কে ব্যবসায়িক মূল্যবোধ বলে।

খ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উপাদানের সমন্বিত রূপই হলো প্রযুক্তিগত পরিবেশ।

বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা, গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার আধুনিক কলাকৌশল ও পদ্ধতি ইত্যাদি মিলিয়ে প্রযুক্তিগত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যেসব প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিবেশে উন্নত তারা শিল্প বাণিজ্যেও উন্নত হয়। বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি ও দেশি কিছু কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে যত্নবান।

গ উদ্দীপকের আনোয়ার হাসানের জীবনযাত্রার পটপরিবর্তনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

কোনো দেশের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, নদ-নদী, আয়তন, অবস্থান ইত্যাদির সমন্বয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। এ পরিবেশ মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। আবার এ পরিবেশের ওপর মানুষ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সফলতা বা বিফলতায় এ পরিবেশ প্রভাব ফেলে।

উদ্দীপকের আনোয়ার হাসান কৃষক পরিবারের সন্তান। তিনি নিজেদের জমি চাষ করে সচ্ছলভাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু নদী ভাঙনের ফলে সব কিছু হারিয়ে তিনি এখন মানবেতর জীবনযাপন করছেন। নদী ভাঙন একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এ বিপর্যয় তার জীবনে প্রতিকূল প্রভাব ফেলে; এ নদী ভাঙন তাকে তার জীবিকা পরিবর্তন করতে বাধ্য করে। এসব বৈশিষ্ট্য প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত। তাই বলা যায়, আনোয়ার হাসানের জীবনযাত্রার পটপরিবর্তনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

ঘ সরকারি নীতিমালা প্রণয়নের ফলে উদ্দীপকের আনোয়ার হাসানের মতো অসহায় লোকদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হবে।

জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্য সরকার বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করেন। পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করতে এসব নীতিমালা সাহায্য করে। তাই সরকার বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করেন।

উদ্দীপকের আনোয়ার হাসান কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু নদী ভাঙনের ফলে সবকিছু হারিয়ে তিনি এখন মানবেতর জীবনযাপন করছেন। ব্যবসায় করার ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক সহায়তার অভাবে তিনি তখন ইটভাটায় কাজ নেন। বর্তমানে সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করে নদী ভাঙন এলাকায় ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা চালু করে। নদী ভাঙনের ফলে আনোয়ার হাসানের মতো অনেকেই অসহায় হয়ে পড়েছে। তাই তাদের আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। অসহায় জনগণের প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলায় সরকার এগিয়ে আসে। সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করে। এতে জনগণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এতে তাদের আর্থিক উন্নতি হবে। তাই বলা যায়, সরকারি নীতিমালা প্রণয়নের ফলে আনোয়ার হাসানের মতো অসহায় লোকদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১৫ জনাব রফিক গাজীপুরে একটি পোশাক কারখানা স্থাপন করেন। এখানে জমির মূল্য অপেক্ষাকৃত কম এবং পর্যাপ্ত দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। ফলে বিনিয়োগ কম করেও মুনাফার পরিমাণ বেশি হয়। তিনি দেখলেন তার কারখানার পার্শ্ববর্তী 'রংধনু' নামক একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের কাজের সময় ও কার্য পরিবেশ নিয়ে শ্রম অসন্তোষ চলছে। মালিক পক্ষ 'রংধনু' নামক পোশাক কারখানাটি তালাবন্ধ করার ঘোষণা দেয়। *[রাজবাড়ী সরকারি কলেজ]*

ক. পরিবেশ কী? ১

খ. সামাজিক পরিবেশ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. পরিবেশের কোন উপাদান বিবেচনা করে উদ্দীপকের জনাব রফিক পোশাক কারখানা স্থাপন করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'রংধনু' পোশাক শিল্পে শ্রম অসন্তোষ ও তালাবন্ধকরণ ব্যবসায় পরিবেশের যে উপাদানের অন্তর্গত উদ্দীপকের আলোকে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

http://teachingbd.com

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিষয়গুলো জীবনধারণ বা কর্মকাণ্ডের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে সেগুলোর সমষ্টিকে পরিবেশ বলে।

খ সমাজে বসবাসরত মানুষের সংখ্যা, শিক্ষা ব্যবস্থা, বেকারত্ব, জাতীয়তা, চিন্তাধারা, রীতি-নীতি প্রভৃতি উপাদানের সমন্বয়ে যে পরিবেশ গড়ে ওঠে তাকে সামাজিক পরিবেশ বলে।
ব্যবসায় সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজের সব উপকরণ ব্যবহার করেই ব্যবসায় পরিচালিত হয়। সমাজের যে উপাদানগুলো ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা নিয়েই গঠিত হয় ব্যবসায়ের সামাজিক পরিবেশ।

গ পরিবেশের অর্থনৈতিক উপাদান বিবেচনা করে উদ্দীপকের জনাব রফিক পোশাক কারখানা স্থাপন করেন।
কোনো দেশের অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা, জনগণের আয় ও সঞ্চয়, বিনিয়োগ, জনসম্পদ ইত্যাদি অর্থনৈতিক উপাদানের সমন্বয়ে অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ব্যবসায় শুরুর আগে এ বিষয়গুলোকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়।
উদ্দীপকের জনাব রফিক গাজীপুরে একটি পোশাক কারখানা স্থাপন করেন। এখানে জমির মূল্য অপেক্ষাকৃত কম এবং পর্যাপ্ত দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। ফলে কম বিনিয়োগ করেও মুনাফা বেশি পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিনি উৎপাদনের অর্থনৈতিক উপকরণকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর তা হলো সহজলভ্য জমি ও সস্তায় দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ। এগুলো অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদান। তাই বলা যায়, জনাব রফিক পোশাক কারখানা স্থাপনে অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদান বিবেচনা করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে 'রংধনু' পোশাক শিল্পে শ্রম অসন্তোষ ও তালাবন্ধকরণ ব্যবসায় পরিবেশের রাজনৈতিক পরিবেশের অন্তর্গত।
রাজনৈতিক পরিবেশে মূলত কোনো দেশের রাজনীতির চর্চার ধরন ও চিন্তাধারার সাথে জড়িত। এর অন্তর্ভুক্ত হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ইত্যাদি।
উদ্দীপকের জনাব রফিকের কারখানার পাশে রংধনু নামে একটি পোশাক শিল্প রয়েছে। সেখানে শ্রমিকদের কাজের সময় ও কাজের পরিবেশ নিয়ে শ্রম অসন্তোষ চলছে। এর প্রেক্ষিতে মালিকপক্ষ রংধনু নামক পোশাক কারখানাটি তালাবন্ধ করার ঘোষণা দেয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক ভালো নয়। আর এটি রাজনৈতিক পরিবেশের অন্তর্গত। এই রাজনৈতিক পরিবেশ ভালো না হয়ে অস্থিতিশীল হয়ে গেলে ব্যবসায়ের পরিবেশেও অস্থিরতা দেখা দেয়। যার প্রমাণ আমরা উদ্দীপকে দেখতে পাই। অর্থাৎ অস্থিতিশীল পরিবেশের কারণে প্রতিষ্ঠানে তালাবন্ধ করার ঘোষণা দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৬ জনাব কামাল একজন কাপড় উৎপাদনকারী। সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে তিনি কাপড় উৎপাদনের জন্য একটি ফ্যাক্টরি স্থাপন করেন। ঈদকে সামনে রেখে তিনি প্রায় ৫০ কোটি টাকার কাপড় উৎপাদন করে সারা দেশে সরবরাহ করেন। ব্যবসায়ে অনেক লাভ হওয়ায় তিনি এখন বিদেশে কাপড় রপ্তানি করার চিন্তা ভাবনা করছেন। কিন্তু বিদেশে কাপড় রপ্তানির কিছু সরকারি বিধিনিষেধ থাকায় তিনি অপারগ হন। *[বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*

ক. ব্যবসায় কোন ধরনের কাজ? ১
খ. প্রত্যক্ষ সেবা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব কামাল কোন ধরনের ব্যবসায় পরিবেশের সুবিধার কারণে অনেক কাপড় উৎপাদন করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কোন পরিবেশের কারণে জনাব কামাল বিদেশে কাপড় রপ্তানি করতে অপারগ হন? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় এক ধরনের বৈধ অর্থনৈতিক কাজ।

খ গ্রাহকদের প্রত্যক্ষভাবে সেবা দেওয়ার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করাকে প্রত্যেক্ষ সেবা বলে।
এটি দেখা বা স্পর্শ করা যায় না। এ ছাড়া এর মালিকানাও হস্তান্তর করা যায় না। নির্দিষ্ট ফি-এর বিনিময়ে এ সেবা পাওয়া যায়। যেমন: ডাক্তারি, ওকালতি, অডিট ফার্ম প্রভৃতি এ সেবার উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব কামাল সামাজিক পরিবেশের সুবিধার কারণে অনেক কাপড় উৎপাদন করেন।
সমাজের মানুষের রীতি-নীতি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, শিক্ষা প্রভৃতি উপাদান নিয়ে সামাজিক পরিবেশ গঠিত হয়। এক্ষেত্রে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা ব্যবসায়ের উন্নয়নে খুবই সহায়ক ভূমিকা রাখে।
উদ্দীপকের জনাব কামাল একজন কাপড় উৎপাদনকারী। তিনি কাপড় উৎপাদনের জন্য একটি ফ্যাক্টরি স্থাপন করেন। ঈদকে সামনে রেখে তিনি প্রায় ৫০ কোটি টাকার কাপড় উৎপাদন করে সারা দেশে সরবরাহ করেন। স্বাভাবিকভাবেই ঈদ উপলক্ষে মুসলমানরা নতুন কাপড় ক্রয় করে। তাই ব্যবসায়ীরা মুনাফা বাড়ানোর লক্ষ্যে অধিক কাপড় উৎপাদন করে থাকেন। এ ঈদ সামাজিক পরিবেশের একটি উপাদান। তাই বলা যায়, সামাজিক পরিবেশের সুবিধার কারণে জনাব কামাল অনেক কাপড় উৎপাদন করেন।

ঘ রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে জনাব কামাল বিদেশে কাপড় রপ্তানি করতে অপারগ হন।
দেশের সার্বভৌমত্ব, সরকারের স্থিতিশীলতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিমালা প্রভৃতি মিলে রাজনৈতিক পরিবেশে গঠিত হয়। বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পথে বড় বাধা এ পরিবেশ। সরকারি নীতিমালা ব্যবসায় কার্যক্রমকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।
উদ্দীপকে তিনি জনাব কামাল ঈদকে সামনে রেখে অনেক কাপড় উৎপাদন করেন। ব্যবসায়ের লাভ হওয়ায় তিনি এখন বিদেশে কাপড় রপ্তানি করার চিন্তাভাবনা করছেন। কিন্তু, কিছু সরকারি বিধিনিষেধ থাকায় বিদেশে কাপড় রপ্তানি করতে তিনি অপরাগ হন।
বর্তমান বিশ্বায়নের যুগ। এ যুগে কোনো দেশই ব্যবসায় বান্ধব নীতিমালা ছাড়া উন্নয়ন করতে পারে না। সরকারি নীতিমালাগুলো ব্যবসায় বান্ধব না হলে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া ব্যবসায় সম্প্রসারণেও তারা বাধার সম্মুখীন হন। সরকারি নীতিমালা রাজনৈতিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে জনাব কামাল কাপড় রপ্তানি করতে অপারগ হন।

প্রশ্ন ▶ ১৭ মি. সুমন হাবীব বিদেশ থেকে ফিরে ব্যবসায় করবে ভাবলেন। প্রথমে ভাবলেন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেমের ওপর কিছু একটা করবেন। কিন্তু দক্ষ জনশক্তি, বাজার, মূলধন ইত্যাদি বিষয়ে অনিশ্চয়তা ভেবে পরবর্তীতে দেশের মানুষের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে মিলিয়ে কোনো একটা ব্যবসায় দাঁড় করানোর চিন্তা করলেন। তিনি একটা ফ্যাশন হাউজ গড়ে তুললেন। যেখানে পুরনো ঐতিহ্যের সাথে নতুন চিন্তার সমন্বয় ঘটিয়ে নিত্য-নতুন ডিজাইনের পোশাক বাজারে নিয়ে আসলেন। সবাই তার এ কাজের সমাদর করছে। *[ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]*

ক. পরিবেশ কী? ১
খ. প্রযুক্তিগত পরিবেশ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মি. সুমন কোন ধরনের পরিবেশের নেতিবাচক প্রভাব দেখে পিছিয়ে এসেছিলেন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. সুমনের পরবর্তী চিন্তায় যে পরিবেশ প্রভাব রেখেছে তার যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

http://teachingbd.com

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ যে পারিপার্শ্বিককতার মধ্যে বসবাস ও জীবনধারণ করে এবং যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবনধারাকে প্রভাবিত করে তাকেই পরিবেশ বলে।

খ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উপাদানের সমন্বিত রূপই হলো প্রযুক্তিগত পরিবেশ।

বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা, গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, আধুনিক কলাকৌশল ও পদ্ধতি ইত্যাদি মিলিয়ে প্রযুক্তিগত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যে সব দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিবেশে উন্নত তারা শিল্প বাণিজ্যেও উন্নত হয়। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সহজ করে।

গ উদ্দীপকের মি. সুমন অর্থনৈতিক পরিবেশের নেতিবাচক প্রভাব দেখে ব্যবসায় থেকে পিছিয়ে এসেছিলেন।

অর্থনৈতিক পরিবেশ দেশের জনগণের আয়, সঞ্চয়, অর্থ, ঋণ, মূলধন ও জনসম্পদ ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যে দেশে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ ভালো, জনশক্তি আশাব্যঞ্জক এবং মূলধনের পরিমাণ পর্যাপ্ত সেই দেশ তত অগ্রগতি লাভ করে।

উদ্দীপকে মি. সুমন হাবীব বিদেশ থেকে ফিরে ব্যবসায় করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর ওপর কিছু একটা করবে বলে ভাবছেন। কিন্তু দক্ষ জনশক্তি, বাজার, মূলধন ইত্যাদি বিষয়ে অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যবসায় থেকে পিছিয়ে আসেন। কারণ, দক্ষ জনশক্তি ছাড়া প্রযুক্তিগত কাজ করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, ব্যবসায় শুরু করতে পর্যাপ্ত মূলধন ও যথাযথ বাজার ব্যবস্থা থাকতে হয়, যা অর্থনৈতিক পরিবেশের অন্তর্গত। তাই বলা যায়, মি. সুমন অর্থনৈতিক পরিবেশের নেতিবাচক প্রভাবের কারণে ব্যবসায় থেকে পিছিয়ে এসেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকের মি. সুমনের পরবর্তী চিন্তায় সামাজিক পরিবেশের প্রভাব আছে বলে আমি মনে করি।

কোনো জাতির মানুষের সংখ্যা, ধর্ম, বিশ্বাস, চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রীতি-নীতি, দেশি ঐতিহ্য ইত্যাদি নিয়ে সামাজিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। এরূপ পরিবেশ ব্যবসায়কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

উদ্দীপকে মি. সুমন হাবীব পরবর্তীতে দেশের মানুষের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে মিলিয়ে কোনো একটি ব্যবসায় দাঁড় করানোর চিন্তা করেন। তিনি একটি ফ্যাশন হাউজ গড়ে তোলেন; যা পুরাতন ঐতিহ্যের সাথে নতুন ডিজাইনের সমন্বয় ঘটিয়ে পোশাক তৈরির কাজে নিয়োজিত। পরবর্তী পরিস্থিতিতে মি. সুমন দেশের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তার বিকাশ ঘটিয়ে ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি এক্ষেত্রে মানুষের চাহিদা ও ঐতিহ্যের কথা গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন। তিনি তার ফ্যাশন হাউজে দেশের সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে নতুন ডিজাইনের রুচিসম্পন্ন পণ্য তৈরি করেন। যা সামাজিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে। তাই বলা যায়, মি. সুমনের পরবর্তী চিন্তায় ব্যবসায়ের সামাজিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মি. চৌধুরী উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। লেখাপড়া শেষ করে তিনি একটি গার্মেন্টস কারখানা স্থাপন করলেন। শ্রমিকদের সহজ প্রাপ্যতা, স্বল্প মজুরি, সহজ অর্ডার প্রাপ্তি, শ্রমিকদের নিখুঁত কাজ সব মিলিয়ে অল্প দিনের মধ্যে তিনি সফল ব্যবসায়ী হিসেবে আবির্ভূত হলেন। তিনি শ্রমিকদের জন্য গার্মেন্টস কারখানা, ডে-কেয়ার সেন্টার, সহজ নির্গমন পথ, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু পার্শ্ববর্তী একটি কারখানা যেখানে পর্যাপ্ত পানি, নির্গমন পথ ও অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা নেই সেখানে হঠাৎ একদিন আগুন লেগে অনেক শ্রমিক মারা যায়। এতে তিনি ভীষণ মর্মাহত হন। *[কুমিল্লা কমার্স কলেজ]*

ক. ভৌগোলিক পরিবেশ কী? ১

খ. ব্যবসায়িক মূল্যবোধ কোন পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. ব্যবসায়িক কোন অনুকূল পরিবেশের কারণে মি. চৌধুরী সফল ব্যবসায়ী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যবসায়ের কোন পরিবেশের যথার্থ প্রয়োগ করলে পার্শ্ববর্তী গার্মেন্টসটিতে দুর্ঘটনা ঘটত না বলে তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতি প্রদত্ত উপাদানগুলোর সমন্বয়ে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তাকে ভৌগোলিক পরিবেশ বলে।

সহায়ক তথ্য

কোনো দেশের জলবায়ু, নদ-নদী, ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা, আয়তন; অবস্থান প্রভৃতি ভৌগোলিক পরিবেশের উপাদান।

খ ব্যবসায়িক মূল্যবোধ সামাজিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত।

কোনো সমাজের মানুষের সংখ্যা, ধর্ম, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচরণ প্রভৃতি সামাজিক পরিবেশের উপাদান। আবার কোনো সমাজে ব্যবসায়ীদের মধ্যে দীর্ঘদিনে গড়ে ওঠা দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্বাস হলো ব্যবসায়িক মূল্যবোধ। কোনো সমাজে ব্যবসায় পরিচালনায় সঠিক ব্যবসায়িক মূল্যবোধ থাকা প্রয়োজন।

গ অনুকূল অর্থনৈতিক পরিবেশের কারণে উদ্দীপকের মি. চৌধুরী সফল ব্যবসায়ী।

জনগণের আয় ও সঞ্চয়, অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা, বিনিয়োগ, মূলধন ও জনসম্পদ প্রভৃতির সমন্বয়ে অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। এ পরিবেশের জনসম্পদ উপাদানটি ব্যবসায়ে সফলতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ জাপান জনসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের কারণে ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করেছে।

উদ্দীপকের মি. চৌধুরী উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। লেখাপড়া শেষ করে তিনি একটি গার্মেন্টস কারখানা স্থাপন করলেন। শ্রমিকদের সহজ প্রাপ্যতা, স্বল্প মজুরি, সহজ অর্ডার প্রাপ্তি, শ্রমিকদের নিখুঁত কাজ সব মিলিয়ে অল্পদিনের মধ্যে তিনি সফল ব্যবসায়ী হিসেবে আবির্ভূত হলেন। শ্রমিকদের সহজলভ্যতা এবং তাদের দক্ষতা অর্থনৈতিক পরিবেশের মানব সম্পদ উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। আবার মি. চৌধুরী শ্রমিকদের জন্য গার্মেন্টস কারখানা, ডে কেয়ার সেন্টার, সহজ নির্গমন পথ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন; যা মি. চৌধুরীকে অনুকূল পরিবেশ পেতে এবং ব্যবসায়ে সফল হতে সাহায্য করেছে।

ঘ আইনগত পরিরেশের যথার্থ প্রয়োগ করলে উদ্দীপকের পার্শ্ববর্তী গার্মেন্টসটিতে দুর্ঘটনা ঘটত না বলে আমি মনে করি।

দেশি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পাস করা বিভিন্ন আইনের সমন্বয়ে একটা দেশে আইনগত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এসব আইনের যথাযথ প্রয়োগের কারণে ব্যবসায়ী তার ইচ্ছামতো ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারে না। এ আইনসমূহের যথাযথ প্রয়োগ করলে প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়।

উদ্দীপকের মি. চৌধুরী শ্রমিকদের জন্য গার্মেন্টস কারখানা, ডে কেয়ার সেন্টার, সহজ নির্গমন পথ, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু পার্শ্ববর্তী একটি কারখানায় পর্যাপ্ত পানি নির্গমন পথ ও অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা নেই। সেখানে হঠাৎ একদিন আগুন লেগে অনেক শ্রমিক মারা যায়। এতে তিনি ভীষণ মর্মাহত হন।

দেশের প্রচলিত শ্রম ও কারখানা আইন অনুযায়ী তার কর্মচারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। তিনি যদি আইন অনুসারে পর্যাপ্ত পানি নির্গমন পথ ও অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা করতেন তাহলে অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটত না। সুতরাং, পার্শ্ববর্তী গার্মেন্টসটিতে আইনগত পরিবেশের যথার্থ প্রয়োগ করলে দুর্ঘটনা এড়ানো যেত।

Teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ১৯ চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী সালামত উল্লাহ পর্যটন খাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে পণ্য আনা-নেওয়ার জন্য পারকি সমুদ্র সৈকতকে বেছে নেন। কারণ সেখানে বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সুবিধা সহ পাশাপাশি অনেক কল কারখানা গড়ে ওঠেছে। কিন্তু পর্যটকদের পারকি বীচে নিরাপত্তা জনিত সমস্যার কারণে তার ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের বিষয়টি তিনি পুনঃবিবেচনা করছেন। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা কী? ১

খ. একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত পাঁচটি ক্ষেত্র লেখো। ২

গ. সালামত উল্লাহকে কোন পরিবেশের উপাদান পর্যটন ব্যবসায় উদ্যোগ নিতে সাহায্য করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পারকি বীচে কী কী ধরনের নেতিবাচক দিক ব্যবসায় পরিবেশকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে বলে তুমি মনে করো? ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ক্রেতা, শ্রমিক, বিনিয়োগকারী, সরকার সাধারণ সম্প্রদায় প্রভৃতি পক্ষসমূহের প্রতি ব্যবসায়ীদের যে দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে।

খ একজন ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে একমালিকানা ব্যবসায় বলে।

এ ব্যবসায়ের উপযুক্ত পাঁচটি ক্ষেত্র হলো– (১) স্বল্প পুঁজি তথা চা পান-বিড়ির ব্যবসায়, (২) সীমিত চাহিদার পণ্য তথা হোটেল, রেস্টুরেন্ট, (৩) খুচরা পণ্য তথা মুদির দোকান, (৪) পচনশীল পণ্য তথা ফলমূল, শাকসবজি ব্যবসায়, (৫) সেবামূলক প্রতিষ্ঠান তথা সেলুন, লন্ড্রি ইত্যাদির ব্যবসায়।

গ উদ্দীপকের সালামত উল্লাহকে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান পর্যটন ব্যবসায় উদ্যোগ নিতে সাহায্য করছে।

একটি দেশের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, নদ-নদী, সাগর, আয়তন অবস্থান ইত্যাদির সমন্বয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ভিন্ন ধরনের। এসব উপাদানের ভিন্নতার ফলে ব্যবসায় কার্যকলাপও ভিন্ন হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের সালামত উল্লাহ পর্যটন খাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে পণ্য আনা-নেওয়ার জন্য পারকি সমুদ্রে সৈকতকে বেছে নেন। সমুদ্রে একটি দেশের অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ। সমুদ্রের সৌন্দর্য মানুষকে আকৃষ্ট করে। তাই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসে। সালামত উল্লাহ সমুদ্রে সৈকতকেন্দ্রিক বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করে। তাই বলা যায়, প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান সালামত উল্লাহকে বিনিয়োগের উদ্যোগ নিতে সাহায্য করছে।

ঘ উদ্দীপকের পারকি বীচে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি নেতিবাচক দিক ব্যবসায় পরিবেশকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য নিরাপদ স্থানে ব্যবসায় স্থাপন করতে হয়। ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের সুরক্ষার জন্য নিরাপদ স্থান নির্বাচন করা জরুরি। ব্যবসায়ের সাফল্যের জন্য ব্যবসায়ীদের স্থান নির্বাচনে সচেতন হতে হয়।

উদ্দীপকের সালামত উল্লাহ পর্যটন খাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে পণ্য আনা-নেওয়ার জন্য পারকি সমুদ্র সৈকত বেছে নেন। কারণ সেখানে বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সুবিধা আছে। কিন্তু এ বীচে পর্যটকদের নিরাপত্তাজনিত সমস্যা রয়েছে। অর্থাৎ সেখানে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই প্রভৃতি ঘটতে পারে।

এছাড়া উক্ত স্থানে অনেক কলকারখানা গড়ে ওঠেছে। যার ফলে পরিবেশ দূষণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি সমুদ্রে সৈকতের সৌন্দর্য নষ্ট করবে। তাই এ সমস্যাসমূহ পারকি বীচের ব্যবসায় পরিবেশকে বাধাগ্রস্ত করবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ২০ কক্সবাজারের বাসিন্দা আহসান একজন মৎস্য ব্যবসায়ী। তার কয়েকটি চিংড়ি ঘের ছিল। ঘূর্ণিঝড় 'মোরা'-এর আঘাতে তার সবকটি চিংড়ি ঘের তলিয়ে গেছে। ফলে সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব আহসান। এখন চট্টগ্রামে একটি গার্মেন্টেস-এ চাকরি করেন। তিনি মনে মনে স্বপ্ন দেখেন একদিন তিনি বাড়ি ফিরে আবার মৎস্য খামার গড়ে তুলবেন। *[কক্সবাজার সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যবসায় পরিবেশ কী? ১

খ. ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বিবেচনার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব আহসানের নিঃস্ব হওয়ার পেছনে ব্যবসায়ের কোন পরিবেশের উপাদান প্রভাব বিস্তার করেছে? মতামত দাও। ৩

ঘ. বাংলাদেশে আহসানের মতো অসংখ্য ব্যবসায়ী নিঃস্ব হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের যেসব সমস্যা পরিলক্ষিত হয় সেগুলোর উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে লেখো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবকে ব্যবসায় পরিবেশ বলে।

খ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিরাজমান যেসব উপাদান বা শক্তি ব্যবসায় কার্যক্রম, পরিচালনায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে তাকে ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বলে।

এ পরিবেশের উপাদানের মধ্যে পরিচালনা পর্ষদ, ব্যবস্থাপক, শ্রমিক কর্মী, সুনাম, নিজস্ব সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ পরিবেশ বিবেচনায় না নিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ পরিবেশ বিবেচনার প্রয়োজন পড়ে।

গ উদ্দীপকের জনাব আহসানের নিঃস্ব হওয়ার পেছনে ব্যবসায়ের প্রাকৃতিক উপাদান প্রভাব বিস্তার করেছে।

কোনো দেশের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, সাগর, নদ-নদী, আয়তন, অবস্থান ইত্যাদির সমন্বয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। এ পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে মানুষের জীবন-ধারা পরিচালিত হয়। ব্যবসায়ের সফলতা বা ব্যর্থতায় এ পরিবেশের ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

উদ্দীপকের জনাব আহসান একজন মৎস্য ব্যবসায়ী। তার কয়েকটি চিংড়ির ঘের ছিল। ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে তার সবকটি চিংড়ি ঘের তলিয়ে গেছে। এ দুর্যোগ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান, যা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একটি অপ্রতিরোধ্য বাধা। তাই বলা যায় জনাব আহসানের নিঃস্ব হওয়ার পেছনে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান প্রভাব বিস্তার করেছে।

ঘ বাংলাদেশে আহসানের মতো অসংখ্য ব্যবসায়ী নিঃস্ব হওয়ার মতো সমস্যার উন্নয়নে অর্থনৈতিক পরিবেশের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

জনগণের আয় ও সঞ্চয়, অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা, বিনিয়োগ, মূলধন, জনসম্পদ ইত্যাদির সমন্বয়ে অর্থনৈতিক পরিবেশ গঠিত হয়। যে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যত উন্নত সে দেশ তত বেশি উন্নতি লাভ করতে পারে। ব্যবসায়ের ওপর এ পরিবেশ সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে।

উদ্দীপকের জনাব আহসানের কয়েকটি চিংড়ির ঘের ছিল। ঘূর্ণিঝড় 'মোরা'-এর আঘাতে তার সবকটি ঘের তলিয়ে যায়। ফলে সবকিছু হারিয়ে সে এখন নিঃস্ব। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ দেশ হওয়ায় তার মতো অনেক মৎস্য ব্যবসায়ী ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্যোগে নিঃস্ব হয়ে যায়।

জনাব আহসানসহ এমন নিঃস্ব ব্যবসায়ীদের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে সরকার ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এগিয়ে আসতে হবে। ব্যাংকসহ ঋণদানকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহজ শর্তে তাদের ঋণ প্রদান করতে হবে। যথাযথ মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা থাকলে ব্যবসায়ীরা পুনরায় তাদের কাজ শুরু করতে পারবে আর এ মূলধন ও ঋণ অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদান। তাই অর্থনৈতিক পরিবেশের উন্নয়নের মাধ্যমে জনাব আহসানের মতো নিঃস্ব ব্যবসায়ীদের সমস্যা সমাধান সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ২১ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি বিক্রয় করে ইতোমধ্যে সিলেটের বাজারে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে ফেমাস সুইটস্ হোম এর স্বত্বাধিকারী শাহীন মিয়া। তিনি সরাসরি উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে মিষ্টি সংগ্রহ করে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সিলেটের বিভিন্ন ক্রেতাদের কাছে সরবরাহ করেন। ফলে খাঁটি মানের মিষ্টি যেমন: কুমিল্লার রসমালাই, বগুড়ার দই, নাটোরের কাঁচা গোল্লা, চাঁপাই নবাবগঞ্জের রসকদম, টাঙ্গাইলের চমচম প্রভৃতি বাজারে ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। বেড়েছে শাহীনের প্রতিষ্ঠানের পরিধি। তাই পণ্যের নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করতে তিনি ইতোমধ্যে আঞ্চলিক প্রতিনিধি নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। *[সিলেট সরকারি কলেজ]*

ক. পণ্য বিনিময় কী? ১

খ. একমালিকানা ব্যবসায়ের জনপ্রিয়তার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ব্যবসায় পরিবেশের কোন উপাদান দ্বারা 'ফেমাস সুইটস হোম' প্রভাবিত হচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শাহীন নিজে পণ্য উৎপাদন না করে সংগৃহীত পণ্য বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত কতোটা যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের কাজকে পণ্য বিনিময় (Trade) বলে।

খ একক মালিকানায় গঠিত পরিচালিক ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়ই হলো একমালিকানা ব্যবসায়।

এ ব্যবসায় গঠনে কোনো আইনগত ঝামেলা নেই। স্বল্প পুঁজিতে এরূপ ব্যবসায় গঠন করা যায়। মালিক একাই ব্যবসায়ের মুনাফা ভোগ করে। এছাড়াও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ঝুঁকির স্বল্পতা, গোপনীয়তা রক্ষা, স্বাধীনতা প্রভৃতি কারণে এ ব্যবসায় জনপ্রিয়।

গ ব্যবসায়ের সাংস্কৃতিক পরিবেশের 'ঐতিহ্য' উপাদানটি দ্বারা 'ফেমাস সুইটস হোম' প্রভাবিত হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞতা বা কারিগরি দক্ষতার কারণে কোনো কোনো অঞ্চলের লোকজন বিশেষ ধরনের পেশাকে জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। তারা বংশ পরম্পরায় সেই পেশাকেই আঁকড়ে ধরে থাকে। টাঙ্গাইলের চমচম ও তাঁতের শাড়ি, মিরপুরের বেনারসি, বগুড়ার দই, সাতক্ষীরার সন্দেশ ইত্যাদির ব্যবসায় পুরনো ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় আজও প্রসিদ্ধ।

উদ্দীপকের 'ফেমাস সুইটস হোম' বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি বিক্রি করে। প্রতিষ্ঠানের মালিক শাহীন মিয়া সরাসরি উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে মিষ্টি সংগ্রহ করে সিলেটের বিভিন্ন ক্রেতার কাছে সরবরাহ করে। এর ফলে তার ব্যবসায় ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে। এছাড়া ব্যবসায়ের পরিধিও বেড়েছে। তার এ সাফল্যের পেছনে রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী পণ্য বিক্রয়। তাই বলা যায়, তার প্রতিষ্ঠানটি সাংস্কৃতিক পরিবেশের 'ঐতিহ্য' উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে।

ঘ শাহীন মিয়া নিজের পণ্য উৎপাদন না করে সংগৃহীত পণ্য বিক্রয়ের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী পণ্যের বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এরূপ পণ্য সংগ্রহ করে বিক্রয়ের মাধ্যমে অধিক পরিমাণ মুনাফা অর্জন করা যায়। এতে পণ্য উৎপাদনের মতো ঝামেলায় পড়তে হয় না।

উদ্দীপকের শাহীন মিয়া ঐতিহ্যগত পণ্য নিজে উৎপাদন না করে উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। কেননা ঐতিহ্যবাহী পণ্য একটি নির্দিষ্ট এলাকায় উৎপন্ন হয়। নিজে পণ্য উৎপাদন করলে তা হয়তো ভালো মানের হবে কিন্তু ঐতিহ্যবাহী হবে না। ঐতিহ্যবাহী পণ্যের ব্যবসায় করার ক্ষেত্রে পণ্য নির্দিষ্ট এলাকা থেকে সংগ্রহ করতে হয়। উদ্দীপকের শাহীন মিয়াও এরূপ পণ্যের ব্যবসায় করেন। এজন্য তাকে উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। এরূপ পণ্যের চাহিদা বেশি থাকায় বিক্রি বেড়ে যায়। তাই পণ্য সংগ্রহ করে বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ২২ জনাব রাজীব ভারতে তার বন্ধু কুন্ডু পালের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেলেন ভারতের নারীদের কাছে ঢাকাই জামদানি শাড়ির ব্যাপক চাহিদা। জনাব রাজীব চিন্তা করলেন জামদানি শাড়ির ব্যবসায় করলে ব্যবসায়ের সাথে সাথে বাঙালি ঐতিহ্যও বিশ্বে পরিচিত করা যাবে। পরবর্তীতে পুঁজির অভাব থাকলেও পাকিস্তান ও শ্রীলংকায় ব্যবসায়ের কার্যক্রম সম্প্রসাতি করার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ তিনি জানেন অর্থের প্রয়োজন হলে ব্যাংকসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাকে সহায়তা করবে। *[মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা]*

ক. প্রযুক্তিগত পরিবেশ কী? ১

খ. একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিকের অসীম দায় বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব রাজিবের ব্যবসায় শুরুর চিন্তায় কোন পরিবেশ প্রভাব ফেলেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব রাজীবের পাকিস্তান ও শ্রীলংকায় ব্যবসায় সম্প্রসারণে উদ্দীপকের উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো কী ধরনের ভূমিকা রাখবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের অভ্যন্তরে প্রযুক্তিগত উপাদানসমূহের প্রভাবে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাকে প্রযুক্তিগত পরিবেশ বলে।

সহায়ক তথ্য

বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা, বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি প্রযুক্তিগত পরিবেশের উপাদান।

খ মালিকের অসীম দায় বলতে ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত মূলধনের বাইরেও দায় সৃষ্টি হওয়াকে বোঝায়।

একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিক একাই ব্যবসায় পরিচালনা করেন। তাই মুনাফা নিজেই ভোগ করেন। আবার মালিককেই সম্পূর্ণ দায় বহন করতে হয়। এক্ষেত্রে মালিকের দায় দায়িত্বের সীমা নির্দিষ্ট থাকে না। ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত মূলধনের বাইরেও দায় সৃষ্টি হতে পারে। দেনার জন্য মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও এক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকে। এটিই একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিকের অসীম দায়।

গ জনাব রাজীবের ব্যবসায় শুরুর চিন্তায় সামাজিক পরিবেশ প্রভাব ফেলেছে।

কোনো সমাজের জনসংখ্যা, তাদের ধর্ম, বিশ্বাস, শিক্ষা-সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ও দেশি ঐতিহ্য প্রভৃতি সামাজিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। কোনো নতুন ব্যবসায় শুরু করার আগে এই উপাদানগুলো বিবেচনা করতে হয়।

উদ্দীপকের জনাব রাজীব ভারতে তার বন্ধু কুন্ডু পালের বাড়িতে বেড়াতে যান। ভারতের নারীদের কাছে ঢাকাই জামদানি শাড়ির ব্যাপক চাহিদা আছে। তাই তিনি জামদানি শাড়ির ব্যবসায় করার চিন্তা করলেন। জামদানি শাড়ি বাঙালির অতীত ঐতিহ্যকে প্রকাশ করে। এই শাড়ি বাংলাদেশের মানুষের শিল্পীয় গুণেরও প্রকাশ ঘটায়। জনাব রাজীব দেশি ঐতিহ্যকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করানোর জন্য এ ব্যবসায় শুরুর চিন্তা করেন। এটি দেশের ঐতিহ্য, যা সামাজিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, জনাব রাজীবের ব্যবসায় শুরুর চিন্তায় সামাজিক পরিবেশ প্রভাব ফেলেছে।

Teachingbd.com

ঘ জনাব রাজীবের পাকিস্তান ও শ্রীলংকায় ব্যবসায় সম্প্রসারণে উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদান হিসেবে মূলধন প্রাপ্তিতে ভূমিকা রাখবে।

ব্যবসায় গঠন, পরিচালনা ও সম্প্রসারণে পুঁজি বা মূলধন প্রয়োজন। মূলধন বা অর্থ হলো ব্যবসায়ের প্রাণ। দেশের বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসায়ের মূলধন গঠনে আর্থিক সহায়তা করে।

জনাব রাজীব ভারতে বেড়াতে গিয়ে ঢাকাই জামদানি শাড়ির ব্যাপক চাহিদা দেখতে পেলেন। তাই তিনি জামদানি শাড়ির ব্যবসায় শুরুর চিন্তা করলেন। পরবর্তীতে পুঁজির অভাব থাকলেও পাকিস্তান ও শ্রীলংকায় ব্যবসায় কার্যক্রম সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ তিনি জানেন প্রয়োজনে ব্যাংকসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাকে আর্থিক সহায়তা করবে।

জনাব রাজীবের ব্যবসায়টি সম্প্রসারিত করতে অবশ্যই পুঁজির দরকার হবে। তিনি বিভিন্ন ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে পারেন। এটি তার ব্যবসায়ের পুঁজির অভাব দূর করবে। অর্থাৎ, তিনি ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বা মূলধন এ উৎস থেকেই নিতে পারেন। তাই বলা যায়, জনাব রাজীবের পাকিস্তান ও শ্রীংকায় ব্যবসায় সম্প্রসারণে উদ্দীপকের উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো এভাবে মূলধন প্রাপ্তিতে ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ সম্প্রতি দেশে বিভিন্ন জেলায় আগাম বন্যা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার ফলে দেশে খাদ্যমূল্য বিশেষ করে চালের মূল্য ব্যাপক বেড়েছে। সরকার বিদেশ থেকে চাল আমদানি করে এ সংকট সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করে সরকারের অদূরদর্শিতার কারণে সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। *[এম. ই. এইচ আরিফ কলেজ, গাজীপুর]*

ক. ব্যবসায় পরিবেশ কী? ১

খ. মানব সম্পদ কোন পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ফসল উৎপাদনে কোন পরিবেশ প্রভাব ফেলেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ সমস্যা সমাধানে কেমন অবদান রাখবে? মতামত দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাববিস্তারকারী উপাদানের (প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি) সমষ্টিকে ব্যবসায় পরিবেশ বলে।

খ মানব সম্পদ অর্থনৈতিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

কোনো দেশের অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা, জনগণের আয় ও সঞ্চয়, বিনিয়োগ, জনসম্পদ বা মানব সম্পদ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক পরিবেশ। এ পরিবেশের একটি উপাদান হলো মানবসম্পদ। কোনো দেশের মানব সম্পদ উন্নত হলে সেখানে ব্যবসায়িক অগ্রগতি সাবলীল ধারায় চলতে থাকে। তাই এটি অর্থনৈতিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থায় ফসল উৎপাদনে প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভাব ফেলেছে।

কোনো দেশের জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, নদ-নদী ইত্যাদি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট উপাদানের সমন্বয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সম্প্রতি দেশে বিভিন্ন জেলায় আগাম বন্যা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, ফসলের ক্ষতির কারণ হলো বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এগুলো হলো আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান। এগুলো প্রকৃতিপ্রদত্ত। মানুষ এগুলো সৃষ্টি করতে পারে না, পরিবর্তনও করতে পারে না। এসব বৈশিষ্ট্য প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ উদ্দীপকের পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

ঘ উদ্দীপকে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপে সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

সম্প্রতি দেশে আগাম বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ফলে দেশে খাদ্যমূল্য বিশেষ করে চালের মূল্য ব্যাপকভাবে বেড়েছে। সরকার এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিদেশ থেকে চাল আমদানি করছে।

এভাবে বিদেশ থেকে চাল আমদানির ফলে দেশের চালের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। এতে চালের মূল্য কিছুটা কমে আসবে। চালের সরবরাহ স্বাভাবিক মাত্রায় চলে এলে বাজারে স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করবে। এর ফলে সংকট কাটিয়ে ওঠা কিছুটা হলেও সম্ভব হবে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে দেশে ফসলের ক্ষতি হয়েছে। এ থেকে বাঁচার কোনো উপায়ই মানুষের ছিল না। তবে খাদ্য সংকট মোকাবেলায় সরকার বিদেশ থেকে চাল আমদানি করছে। এতে ফসলের ক্ষতিজনিত চালের ঘাটতি নিরসন সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ হারুন পড়ালেখা শেষ করে ভালো চাকরি পাচ্ছে না। সে খুবই চিন্তিত। হারুনের কম্পিউটার সম্পর্কে ভালো দক্ষতা ছিল। তাই সে নিজ উদ্যোগে প্রথমে একটি কম্পিউটার কিনে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সেন্টার তৈরি করে। ঐ এলাকায় কোনো কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সেন্টার না থাকায় হারুনের প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত সফলতা পেতে থাকে। এখন তার প্রতিষ্ঠানে ২০ টি কম্পিউটার রয়েছে। এলাকার অনেক বেকার যুবককে হারুন তার প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দিয়েছে। কিন্তু কিছুদিন ধরে লাগাতার হরতালের কারণে হারুন প্রতিষ্ঠানটি ঠিকমতো চালাতে পারছে না। *[পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ব্যবসায়িক পরিবেশ কী? ১

খ. প্রযুক্তিগত পরিবেশ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. হারুনের ভাগ্য পরিবর্তনে কোন পরিবেশের প্রভাব দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোন ব্যবসায় পরিবেশগত বাধার কারণে হারুনের প্রতিষ্ঠানটি বাধা পাচ্ছে? এর থেকে সমাধানের উপায় কী? ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব পারিপার্শ্বিক উপাদান দ্বারা ব্যবসায় গঠন, পরিচালনা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয় তাকে ব্যবসায় পরিবেশ বলে।

খ বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত কলাকৌশল, গবেষণা ও কারিগরি শিক্ষার সমন্বিত রূপই হলো প্রযুক্তিগত পরিবেশ।

প্রযুক্তিগত পরিবেশের উপাদান হলো বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রযুক্তি আমদানির সুযোগ ইত্যাদি। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সহজ করে। ফলে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটে।

গ হারুনের ভাগ্য পরিবর্তনে প্রযুক্তিগত পরিবেশের প্রভাব দেখা যায়।

প্রযুক্তিগত পরিবেশ হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উপাদানের সমন্বিত রূপ। বর্তমানে এ পরিবেশ ব্যবসায়ের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এতে ভোক্তারা নতুন নতুন পণ্য পেয়ে থাকে

http://teachingbd.com

উদ্দীপকের হারুন পড়ালেখা শেষ করে ভালো চাকরি পায় না। কম্পিউটার সম্পর্কে তার ভালো দক্ষতা ছিল। তাই সে একটি কম্পিউটার কিনে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সেন্টার তৈরি করে। ঐ এলাকায় কোনো কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সেন্টার না থাকায় তার প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত সফলতা পেতে থাকে। কম্পিউটার সম্পর্কে ভালো দক্ষতা থাকায় এটি সম্ভব হয়। আর কম্পিউটার আধুনিক প্রযুক্তির অন্যতম উপাদান। তাই বলা যায়, হারুনের ভাগ্য পরিবর্তনে প্রযুক্তিগত পরিবেশের প্রভাব রয়েছে।

ঘ রাজনৈতিক পরিবেশগত বাধার কারণে হারুণের প্রতিষ্ঠানটি বাধা পাচ্ছে। এটি সমাধানের জন্য সরকারকে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

রাজনৈতিক পরিবেশ দেশের রাজনীতির চর্চার ধরন ও চিন্তাধারার সাথে জড়িত। এর উপাদান হলো সরকার, রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠান, আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি। এ পরিবেশ স্থিতিশীল হলে দেশের ব্যবসায় সম্প্রসারণ ঘটে।

উদ্দীপকের হারুনের কম্পিউটার সম্পর্কে ভালো দক্ষতা রয়েছে। তাই সে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সেন্টার তৈরি করে। এলাকায় অন্য কোনো সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান না থাকায় তার প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত সফলতা পেতে থাকে। এখন তার প্রতিষ্ঠানে ২০ টি কম্পিউটার রয়েছে। কিন্তু কিছুদিন ধরে লাগাতার হরতালের কারণে সে প্রতিষ্ঠানটি ঠিকমতো চালাতে পারছে না। হরতাল, ধর্মঘট ইত্যাদি রাজনৈতিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

উদ্দীপকের হারুনের ব্যবসায়টি লাগাতার হরতালের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এটি সমাধানের জন্য সরকারকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। হরতালের মতো নেতিবাচক কর্মকাণ্ড পরিহার করার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে হারুনের ব্যবসায় চালানোর সমস্যা সমাধান হবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ২৫ জনাব তৌসিফ বাংলাদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে ব্যবসায়ের সুযোগ হিসেবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সুগন্ধি সাবান উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেন। বাংলাদেশ মুসলিমপ্রধান দেশ হওয়ায় তিনি সাবান তৈরিতে শুকরের চর্বি ব্যবহার না করে ভেজিটেবল চর্বি ব্যবহার করেন। তিনি সাবানটিকে হালাল বলে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করেন। জনাব তৌসিফ জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বিবেচনা করে সাবানের মূল্য তুলনামূলক কম নির্ধারণ করেন। ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এবং হালাল হওয়ায় জনগণ উক্ত সুগন্ধি সাবান স্বাচ্ছন্দে গ্রহণ করে। জনাব তৌসিফ ব্যবসায়ে উত্তরোত্তর উন্নতি করলেন। *[মুর্শিদাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর]*

ক. ব্যবসায় পরিবেশ কী? ১

খ. দেশের উন্নয়নে রাজনৈতিক পরিবেশ কতটা গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব তৌসিফ পণ্য উৎপাদনে ব্যবসায় পরিবেশের কোন দিকটি গুরুত্ব দিয়েছেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. সাবানের মূল্য তুলনামূলক কম নির্ধারণ করার যুক্তিকতা তুলে ধরো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব পারিপার্শ্বিক উপাদান দ্বারা ব্যবসায় গঠন, পরিচালনা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয় তাকে ব্যবসায় পরিবেশ বলে।

খ সরকার, রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠান, আইন-শৃঙ্খলা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ইত্যাদির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা পরিবেশকে রাজনৈতিক পরিবেশ বলে।

উন্নত দেশের ব্যাপক সাফল্যের পিছনে রাজনৈতিক পরিবেশ সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে। সুষ্ঠু রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজমান থাকলে দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম সচল থাকে, যা দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে।

গ জনাব তৌসিফ পণ্য উৎপাদনে সামাজিক পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

একটি দেশের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সমন্বয়ে সামাজিক পরিবেশ গঠিত হয়। এর উপাদানসমূহ হলো জনসংখ্যা, ধর্ম-বিশ্বাস, চিন্তাধারা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও দেশীয় ঐতিহ্য ইত্যাদি। এ পরিবেশ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের জনাব তৌসিফ বাংলাদেশে সুগন্ধি সাবান উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেন। মুসলিম প্রধান দেশ হওয়ায় সাবান তৈরিতে তিনি শুকরের চর্বি ব্যবহার করেন না। এক্ষেত্রে তিনি ভেজিটেবল চর্বি ব্যবহার করেন। তিনি সাবানটিকে হালাল বলে বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করেন। তার এমন কাজের পিছনে দেশের ধর্মীয় অবস্থার প্রভাব রয়েছে। ধর্ম সামাজিক পরিবেশের অন্যতম উপাদান। তাই বলা যায়, জনাব তৌসিফ পণ্য উৎপাদনে সামাজিক পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

ঘ ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা বিবেচনায় সাবানের মূল্য তুলনামূলক কম নির্ধারণ করা যৌক্তিক।

উৎপাদন ব্যয়ের সাথে মুনাফা যোগ করে পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পণ্যের মূল্য ক্রেতাদের সামর্থ্যের মধ্যে থাকলে অধিক পরিমাণ বিক্রয় করা সম্ভব হয়। এটি ব্যবসায়ের মুনাফা বাড়াতে সহায়তা করে।

উদ্দীপকের জনাব তৌসিফ সুগন্ধি সাবান উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বিবেচনা করে সাবানের মূল্য তুলনামূলক কম নির্ধারণ করেন। পণ্যমূল্য ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকায় জনগণ উক্ত সুগন্ধি সাবান স্বাচ্ছন্দে গ্রহণ করে। এতে তার ব্যবসায়ে বিক্রির পরিমাণ বেড়ে যায়, যা মুনাফা বৃদ্ধি করে। ফলে তিনি ব্যবাসয়ে দ্রুত উন্নতি করেছেন।

জনাব তৌসিফের ব্যবসায়ের উন্নয়নের পিছনে পণ্যের মূল্য কম নির্ধারণের প্রভাব রয়েছে। এতে তার একক প্রতি বিক্রয়ে মুনাফা কম হচ্ছে কিন্তু অধিক পরিমাণ বিক্রির ফলে মোট মুনাফা বেড়েছে। তাই সাবানের মূল্য তুলনামূলক কম নির্ধারণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ২৬ সোহান এমবিএ শেষ করে রংপুর শহরের পাশে তার গ্রামের প্রায় তিন একর জমিতে কাজি পেয়ারা চাষ শুরু করেন। পেয়ারা সম্পর্কে পূর্ব ধারণা ও কোনো শিক্ষা না থাকায় শুরুতে বেশ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নিয়ে ও ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় ব্যাপকভাবে সফল হন। তিনি বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে পেয়ারা রপ্তানির পরিকল্পনা করছেন। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]*

ক. ভূ-প্রকৃতি কী? ১

খ. ধর্মীয় পরিবেশ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে সোহানের ব্যবসায়ে ব্যর্থতার জন্য কোন পরিবেশের প্রভাব সর্বাধিক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মধ্যপাচ্যে পেয়ারা রপ্তানিতে কোন উপাদান সহায়তা করতে পারে উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো এলাকার মাটি বা ভূমির গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির সমন্বয়কে ভূ-প্রকৃতি বলা হয়।

খ ধর্মীয় বিশ্বাস, চর্চা, অনুভূতি, দ্বন্দ্ব, অনুশাসন ও আচার-আচরণের মাধ্যমে যে পারিপার্শ্বিকতার সৃষ্টি হয় তাকে ধর্মীয় পরিবেশ বলে।

http://teachingbd.com

সব সমাজেই মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেখানকার ব্যবসায়িক আচার-আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যে দেশে কোনো নির্দিষ্ট এক ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা বেশি সেখানে এক ধরনের ব্যবসায়ের প্রসার ঘটে। আবার যে দেশে বহু ধর্মের অনুসারী বসবাস করে সেখানে বিভিন্ন ধারার ব্যবসায়ের প্রচলন লক্ষ করা যায়।

গ উদ্দীপকে সোহানের ব্যবসায় ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাব সর্বাধিক।

কোনো দেশের অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা, জনগণের আয় ও সঞ্চয়, বিনিয়োগ, জনসম্পদ, দক্ষ উদ্যোক্তা ইত্যাদির সমন্বয়ে অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরি হয়।

উদ্দীপকের সোহান এমবিএ শেষ করে রংপুর শহরের পাশে তার গ্রামের প্রায় তিন একর জমিতে কাজি পেয়ার চাষ শুরু করেন। পেয়ারা সম্পর্কে পূর্ব ধারণা ও কোনো শিক্ষা না থাকায় শুরুতে তিনি বেশ ক্ষতির সম্মুখীন হন। এর মাধ্যমে তার মধ্যে দক্ষ উদ্যোক্তাসুলভ গুণের অভাব ফুটে ওঠে। আর এজন্যই তিনি সফলতা পাননি। এসব বৈশিষ্ট্য অর্থনৈতিক পরিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সোহান এর ব্যবসায়ে ব্যর্থতার জন্য অর্থনৈতিক পরিবেশের দক্ষ উদ্যোক্তা নামক উপাদানের প্রভাব সর্বাধিক।

ঘ মধ্যপ্রাচ্যে পেয়ারা রপ্তানিতে রাজনৈতিক পরিবেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টি সহায়তা করতে পারে।

কোনো দেশের সরকার, সরকারি নীতিমালা, রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি নিয়ে রাজনৈতিক পরিবেশ গঠিত হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ে।

উদ্দীপকের সোহান রংপুরে পেয়ারার চাষ শুরু করেন। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবে শুরুতে তার বেশ ক্ষতি হয়। পরবর্তীতে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ও ব্যাংকের ঋণ নিয়ে সাফল্য অর্জন করেন। তিনি বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে পেয়ারা রপ্তানির পরিকল্পনা করছেন।

এর মাধ্যমে তিনি আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে প্রবেশের চিন্তা করছেন। এক্ষেত্রে সহায়তাকারী মুখ্য বিষয় হলো আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে যদি বাংলাদেশের সম্পর্ক ভালো থাকে তবে সেখানে পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব হবে। আর প্রতিকূল সম্পর্ক বহাল থাকলে সেক্ষেত্রে রপ্তানি করা সম্ভব হবে না। তাই সোহানের মধ্যপ্রাচ্যে পেয়ারা রপ্তানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এটি রাজনৈতিক পরিবেশের একটি উপাদান। তাই তার রপ্তানির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিবেশের ভূমিকা মুখ্য।

প্রশ্ন ▶ ২৭ পহেলা বৈশাখ মানেই বৈশাখী মেলা, সাদা আর লালের ছড়াছড়ি, ইলিশ আর পান্তাভাতের আয়োজন, বাঁশি ও ঢোলের আওয়াজ যেন এক চিরন্তন প্রথা। এ উৎসবকে রাঙাতে ব্যবসায়ীরা নিত্যনতুন পণ্যের পসরা নিয়ে বাজারে আসেন। সাথে থাকে নতুন হালখাতা। বছরের অন্যান্য মাসের তুলনায় এ সময় কিছু কিছু পণ্যের বিক্রয় ও সেবার বিনিময় অভাবনীয়ভাবে বেড়ে যায়। এ দিনকে উপলক্ষ্য করে প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে উৎসব ছুটি ও উৎসব বোনাস ঘোষণা করা হয়। এমনকি ধর্মীয় উৎসবগুলোর মতো এ সময়ও ব্যবসায়ীদের অনেক রাত পর্যন্ত দোকানপাট খোলা রাখতে দেখা যায়। সব মিলিয়ে পহেলা বৈশাখ বাঙালির প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট]*

ক. প্রমিতকরণ কী?

খ. 'শিল্প উপযোগ সৃষ্টি করে'— ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে পহেলা বৈশাখে পণ্যের বিক্রয় বাড়াতে কোন পরিবেশের প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে বলে তুমি মনে করো? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. পহেলা বৈশাখকে ঘিরে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে— উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো।

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পণ্যের আকার, ওজন ও রং বিবেচনায় পণ্যের মান নির্ধারণ করাকে প্রমিতকরণ (Standardizing) বলে।

খ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্য তৈরি করা হয়, তাকে শিল্প বলে।

এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর করা হয়। ফলে এগুলোর ব্যবহার উপযোগিতা সৃষ্টি হয়। (যেমন: কাঠ থেকে আসবাবপত্র তৈরি করা) তাই বলা হয়, শিল্প উপযোগ সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে পহেলা বৈশাখে পণ্যের বিক্রয় বাড়াতে সামাজিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে।

কোনো জাতির মানুষের সংখ্যা, তাদের বিশ্বাস, চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ও দেশীয় ঐতিহ্য মিলে যে পারিপার্শ্বিকতা গড়ে ওঠে তাকে সামাজিক পরিবেশ বলে। এ পরিবেশ ব্যবসায়কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

পহেলা বৈশাখ মানেই বৈশাখী মেলা। ইলিশ আর পান্তাভাতের আয়োজন। বাঁশি ও ঢোলের আওয়াজ যেন এক চিরায়ত প্রথা। ব্যবসায়ীরা নিত্যনতুন পণ্যের পসরা নিয়ে বসেন। এ উৎসবকে রাঙাতে উৎসব মুখর পরিবেশে ছোট-বড় সব মানুষ এসব পণ্য ক্রয় করে। ফলে বিক্রয় বাড়ে। এখানে পহেলা বৈশাখ হলো বাঙালির ঐতিহ্য। আর বৈশাখি মেলা হলো সংস্কৃতি। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি উভয়ই হচ্ছে সামাজিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে পহেলা বৈশাখে পণ্যের বিক্রয় বাড়াতে সামাজিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে।

ঘ পহেলা বৈশাখকে ঘিরে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

উৎসবপ্রেমী বাঙালি দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পালন করে আসছে যুগ যুগ ধরে। দেশের ব্যবসায়ীরা এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাদের ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে অধিক লাভবান হয়। পহেলা বৈশাখ হলো বাঙালির প্রাণের উৎসব। এ উৎসবকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ব্যবসায়ীরা নানা ধরনের পণ্য নিয়ে বাজারে আসেন। খোলা হয় নতুন হালখাতা। বছরের এ সময় ব্যবসায়ীরা অনেক রাত পর্যন্ত দোকানপাট খোলা রাখে। ফলে অন্য সময়ের তুলনায় এ সময় কিছু কিছু পণ্যের বিক্রয় বেড়ে যায়।

বৈশাখকে ঘিরে দেশের সব মানুষ উৎসবমুখর থাকে। এ সময় ব্যবসায়ীরা সাধারণ মানুষের চাহিদা অনুযায়ী বাজারে বিভিন্ন ধরনের পণ্য নিয়ে আসে। উৎসবপ্রেমী মানুষ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাজসজ্জার জন্য এ সময় স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অধিক পরিমাণ পণ্য ক্রয় করে। ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় অনেক বেড়ে যায়। সুতরাং বলা যায়, পহেলা বৈশাখকে ঘিরে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

Teachingbd.com

অধ্যায়-২: ব্যবসায় পরিবেশ

৩৫. যে সকল উপাদান দ্বারা ব্যবসায় কার্যাবলি প্রভাবিত হয় তার সমষ্টিকে কী বলা হয়? (জ্ঞান) *[নরসিংদী সরকারি কলেজ]*
ক ব্যবসায় উদ্যোগ খ ব্যবসায় পরিবেশ
গ ব্যবসায় নীতি
ঘ ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা — **খ**

৩৬. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোন পরিবেশের উপাদান? (জ্ঞান) *[ঢাকা কলেজ]*
ক অর্থনৈতিক খ সামাজিক
গ রাজনৈতিক ঘ আইনগত — **গ**

৩৭. সরকারের পররাষ্ট্র নীতি কোন পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত? (অনুধাবন) *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*
ক অর্থনৈতিক খ সামাজিক
গ রাজনৈতিক ঘ আইনগত — **ঘ**

৩৮. বাংলাদেশের অধিকাংশ হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাদ্য তালিকা নির্ধারণে নিচের কোন পরিবেশের প্রভাব রয়েছে? (অনুধাবন) *[সরকারি জিয়া মহিলা কলেজ, ফেনী]*
ক প্রাকৃতিক খ অর্থনৈতিক
গ আইনগত ঘ সামাজিক — **ঘ**

৩৯. সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে সজল পোশাক সরবরাহ করে থাকে। এজন্য সজলকে ঐ অঞ্চলের কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে? (প্রয়োগ) *[শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]*
ক আবহাওয়া খ জলবায়ু
গ সংস্কৃতি ঘ পেশা — **খ**

৪০. সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যে খনিজ তেল পাওয়া যায় বলে সেখানে খনিজ তেলের শিল্প গড়ে ওঠেছে। খনিজ তেলের শিল্প গড়ে ওঠার পিছনে কোন পরিবেশ বিদ্যমান? (প্রয়োগ) *[পটুয়াখালী সরকারি কলেজ]*
ক প্রযুক্তিগত খ প্রাকৃতিক
গ ধর্মীয় ঘ সামাজিক — **খ**

৪১. হরতাল, ধর্মঘট প্রভৃতি রাজনৈতিক কর্মসূচি ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর কীরূপ প্রভাব ফেলে? (অনুধাবন) *[বরেন্দ্র কলেজ, রাজশাহী]*
ক ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাবে
খ সার্বিক বিনিয়োগ হ্রাস পাবে
গ উৎপাদনের অবস্থা স্থির রাখে
ঘ পরিবহন সমস্যার উত্তরণ ঘটায় — **খ**

৪২. সরকারের আয়ের প্রধান উৎস কী? (জ্ঞান) *[আল আমীন একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর]*
ক রাজস্ব খ জাতীয় আয়
গ সরকারি প্রতিষ্ঠান ঘ ঋণ — **ক**

৪৩. উৎপাদিত দ্রব্য অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে বণ্টনে ব্যবসায় পরিবেশের কোন উপাদানের ভূমিকা অধিক? (জ্ঞান) *[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*
ক প্রাকৃতিক খ অর্থনৈতিক
গ রাজনৈতিক ঘ সামাজিক — **গ**

৪৪. 'সিলেটের কমলালেবুর চাষ' কোন পরিবেশের আওতাভুক্ত? (প্রয়োগ) *[কক্সবাজার সিটি কলেজ]*
ক প্রাকৃতিক পরিবেশ খ সামাজিক পরিবেশ
গ প্রযুক্তিগত পরিবেশ
ঘ অর্থনৈতিক পরিবেশ — **ক**

৪৫. বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক শিল্প কারখানা এখনও পিছিয়ে আছে কেন? (উচ্চতর দক্ষতা) *[ভোলা সরকারি কলেজ]*
ক কৃষি ব্যবস্থা অবৈজ্ঞানিক হওয়ায়
খ প্রাকৃতিক পরিবেশ কৃষিকাজের অনুপযোগী হওয়ায়
গ বাঁধ ব্যবস্থার প্রসার হওয়ায়
ঘ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় — **ক**

৪৬. কোনটি অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদান? (জ্ঞান) *[নওয়াব ফয়জুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, কুমিল্লা]*
ক মূলধন খ জনবসতি
গ প্রযুক্তি ঘ সরকারি নীতিমালা — **ক**

৪৭. জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, শিক্ষা-দীক্ষা ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কোন ধরনের পরিবেশের সৃষ্টি হয়? (জ্ঞান) *[মিরপুর গার্লস আই. ল্যাব. ইনস্টিটিউট, ঢাকা]*
ক রাজনৈতিক খ সামাজিক
গ অর্থনৈতিক ঘ প্রাকৃতিক — **খ**

৪৮. শিল্প নীতি ও বাণিজ্য নীতি কোন পরিবেশের অন্তর্গত? (জ্ঞান) *[রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]*
ক রাজনৈতিক খ আইনগত
গ সামাজিক ঘ প্রাকৃতিক — **খ**

৪৯. ব্যবসায়ের সামাজিক পরিবেশের উপাদান কোনটি? (জ্ঞান) *[নওয়াব ফয়জুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, কুমিল্লা]*
ক মানব সম্পদ খ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
গ প্রযুক্তিগত শিক্ষা ঘ সরকারি নীতিমালা — **খ**

৫০. মি. তাহের পারিবারিক পেশা ধরে রাখার জন্য তাঁত শিল্পের কাজ চালিয়ে যান। তার কাজের মধ্যে সামাজিক পরিবেশের কোন উপাদানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়? (প্রয়োগ) *[বি এন কলেজ, ঢাকা]*
ক নৈতিকতা খ ঐতিহ্য
গ শিক্ষা ঘ মূল্যবোধ — **খ**

৫১. কোন পরিবেশের অধিকাংশ উপাদানই বাংলাদেশে ব্যবসায় স্থাপনের জন্য অনুকূল? (জ্ঞান) *[সোনার বাংলা কলেজ, বুড়িচং, কুমিল্লা]*
ক প্রাকৃতিক খ অর্থনৈতিক
গ সামাজিক ঘ রাজনৈতিক — **ক**

Teachingbd.com

৫২. পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় — (অনুধাবন) *[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, মুরাদনগর, কুমিল্লা]*

i. মানুষের জীবনধারা
ii. সংস্কৃতি
iii. অর্থনীতি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৫৩. ব্যবসায় বাণিজ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে — (অনুধাবন) *[সরকারি এমএম সিটি কলেজ, খুলনা]*

i. ভোক্তার রুচি, পছন্দ ও অপছন্দ
ii. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
iii. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৫৪. উদ্যোগ কার্যক্রমের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী রাজনৈতিক পরিবেশের উপাদান হলো — (অনুধাবন) *[বাউফল ডিগ্রি কলেজ, পটুয়াখালী]*

i. মূলধন বাজার
ii. সরকার ও শিল্পনীতি
iii. রাজস্ব নীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৫৫. জাপান, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে সমৃদ্ধশালী হওয়ার কারণ — (অনুধাবন) *[সেতাবগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ, দিনাজপুর]*

i. অনুকূল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু
ii. খনিজ ও বনজ সম্পদের প্রাচুর্য
iii. স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ ও বুদ্ধিমান জনগণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৫৬. অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদান হচ্ছে — (অনুধাবন) *[সরকারি কে.সি কলেজ, ঝিনাইদহ]*

i. ভোক্তার আয়
ii. ভোক্তার অভ্যাস
iii. ভোক্তার সঞ্চয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৫৭. সামাজিক পরিবেশের উপাদান হলো — (অনুধাবন) *[কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

i. ভোক্তাদের মনোভাব ii. ব্যাংকিং
iii. ঐতিহ্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৫৮. অতীতকালে এদেশের মানুষ তাদের প্রতিভা ও পরিশ্রমের স্বাক্ষর রেখেছে — (অনুধাবন) *[ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]*

i. জাহাজ নির্মাণ করে
ii. মসলিন কাপড় তৈরি করে
iii. নকশীকাঁথা তৈরি করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫৯ ও ৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সিলেটে নিজস্ব জমি থাকা সত্ত্বেও জনাব কামাল খাগড়াছড়িতে জমি লিজ নিয়ে কমলালেবু চাষ করেন। তার উৎপাদিত কমলালেবুর মান ভালো হওয়ায় স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে তিনি বিদেশেও কলমালেবু রপ্তানি করতে চাচ্ছেন। *[মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

৫৯. ব্যবসায় পরিবেশের কোন উপাদান বিবেচনায় জনাব কামাল উক্ত এলাকায় কমলালেবু চাষে উদ্বুদ্ধ হলেন? (প্রয়োগ)

ক সামাজিক খ প্রাকৃতিক
গ অর্থনৈতিক ঘ রাজনৈতিক **খ**

৬০. জনাব কামালের পরবর্তী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজন — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
ii. আন্তর্জাতিক সুসম্পর্ক
iii. স্থানীয় ভোক্তা মনোভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬১-৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জনাব রফিক বিদেশ থেকে দেশে ফিরে একটি ফ্যাশন হাউজ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হলেন। তার বন্ধু তাকে দেশের মানুষের রুচি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে এগিয়ে যেতে বললেন। এক্ষেত্রে দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা, ঋণের প্রাপ্যতা বিষয়গুলো তাকে অধিক চিন্তিত করছে।
[উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]

৬১. জনাব রফিককে তার বন্ধু যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে বললেন তা নিচের কোন পরিবেশের অন্তর্গত? (প্রয়োগ)

ক সামাজিক পরিবেশ খ সাংস্কৃতিক পরিবেশ
গ রাজনৈতিক পরিবেশ ঘ ধর্মীয় পরিবেশ **খ**

৬২. জনাব রফিককে যে বিষয়গুলো চিন্তিত করে তুলেছে তা দূর করার পদ্ধতি হলো — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণ
ii. মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিকরণ
iii. শিল্পোন্নয়ন নিশ্চিতকরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র

অধ্যায়-৩: একমালিকানা ব্যবসায়

প্রশ্ন ▶১ জনাব শফিক তার নিজস্ব কারখানায় মানসম্মত চামড়ার জুতা উৎপাদন করে বিভিন্ন বৃহদায়তন শিল্প কারখানায় সরবরাহ করে থাকেন। তাকে সহযোগিতা করার জন্য তার দুই বন্ধু শ্যামল ও সজল উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। জনাব শফিকের উৎপাদিত জুতা মানসম্মত হওয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত। তিনি তার বন্ধুদের সহযোগিতায় নিজস্ব তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে উৎপাদনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি এখন আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের পরিকল্পনা করছেন। *[চা. বো. ১৭]*

ক. ব্যবসায় কী? ১

খ. ব্যবসায়ে অসীম দায় বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনাব শফিকের ব্যবসায়টি কোন ধরনের সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব শফিকের ব্যবসায়টি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে? মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈধভাবে পরিচালিত যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ব্যবসায় বলে।

খ ব্যবসায়ে অসীম দায় বলতে মালিকের বিনিয়োগকৃত নিজস্ব মূলধনের বাইরেও দায় সৃষ্টি হওয়াকে বোঝায়।

ব্যবসায়ের দেনার জন্য মালিকের বিনিয়োগকৃত মূলধন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি দায়বদ্ধ থাকে। বিনিয়োগকৃত মূলধন দ্বারা দায় পরিশোধ করা সম্ভব না হলে মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রি করে দেনা শোধ করতে হয়। একমালিকানা ও অংশীদারি ব্যবসায়ের মালিককে সাধারণত অসীম দায় বহন করতে হয়।

গ উদ্দীপকের জনাব শফিকের ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠন।

একক মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় হলো একমালিকানা ব্যবসায়। এ ব্যবসায়ে মালিক নিজেই মূলধনের ব্যবস্থা করেন। সীমিত মূলধনের মাধ্যমেই এ ব্যবসায় গঠন করা যায়। ব্যবসায়ের সব মুনাফা মালিক একাই ভোগ করেন।

উদ্দীপকের জনাব শফিক তার নিজস্ব কারখানায় মানসম্মত চামড়ার জুতা উৎপাদন করেন। পরে উৎপাদিত জুতা বিভিন্ন বৃহদায়তন শিল্প কারখানায় সরবরাহ করে থাকেন। তাকে সহযোগিতা করার জন্য তার দুই বন্ধু শ্যামল ও সজল উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। তারা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এখানে নিযুক্ত আছেন। এরা লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান না, শুধু ব্যবসায়িক কাজে সহযোগিতা করতে পারেন। জনাব শফিকই ব্যবসায়ের একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী। তিনি একাই মুনাফা ভোগ করেন। সুতরাং বলা যায়, জনাব শফিক একমালিকানা ব্যবসায় পরিচালনা করছেন।

ঘ জনাব শফিকের একমালিকানা ব্যবসায়টি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে।

একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করে ব্যবসায় গঠন করে। এতে দেশের আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে দেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়।

উদ্দীপকের জনাব শফিক তার নিজস্ব কারখানায় মানসম্মত চামড়ার জুতা উৎপাদন করে বিভিন্ন বৃহদায়তন শিল্পে সরবরাহ করেন। তার এ কারখানাটি একমালিকানা ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত। এখানে উৎপাদিত জুতা মানসম্মত হওয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত। তাই তিনি এখন আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের পরিকল্পনা করছেন।

জনাব শফিক উৎপাদিত জুতা যদি আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করেন তাহলে তিনি বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবেন। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি বিশ্ববাজারে মানসম্মত পণ্য উৎপাদনের জন্য সমাদৃত হবেন। ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। তার ব্যবসায়িক সাফল্য অনেককেই এরূপ ব্যবসায় গঠনে উৎসাহিত করবে। এতে দেশে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হবে। এভাবে জনাব শফিকের গঠিত একমালিকানা ব্যবসায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

প্রশ্ন ▶২ সালাম কলেজের নিকট একটি স্টেশনারি দোকান পরিচালনা করে। সততা ও দক্ষতার কারণে তার ব্যবসায়টি খুব লাভজনক হয়ে ওঠে। তাই সে এর পাশাপাশি একটি ফটোকপি মেশিন ও কম্পিউটার ক্রয় করে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। এজন্য সে মাসিক নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে তার ভাইকে এ কাজে নিযুক্ত করে। বছরান্তে সালামের ভাই মুনাফা দাবি করে। *[দি. বো. ১৭]*

ক. একমালিকানা ব্যবসায় কাকে বলে? ১

খ. একমালিকানা ব্যবসায়ে স্থায়িত্বের অভাব কেন? ২

গ. উদ্দীপকে সালামের ব্যবসায়টি কোন প্রকৃতির? বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. সালামের ভাইয়ের মুনাফা দাবির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যক্তি এককভাবে ব্যবসায় গঠন ও নিয়ন্ত্রণ, মূলধন সরবরাহ, ঝুঁকি ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ এবং মুনাফা বা ক্ষতি একাই ভোগ করলে তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে।

খ একক মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত সংগঠনকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে।

একমালিকানা ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব মালিকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে। মালিকের মৃত্যু, শারীরিক অসুস্থতা, দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণেও ব্যবসায় যেকোনো সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই একমালিকানা ব্যবসায়ে স্থায়িত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

গ উদ্দীপকের সালামের ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায়।

একক ব্যক্তির মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যবসায় হলো একমালিকানা ব্যবসায়। যে কেউ স্বল্প পুঁজি নিয়ে সহজেই এ ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করতে পারে। প্রয়োজনে কর্মচারী সাথে নিয়ে ব্যবসায় চালায়। তবে লাভ-ক্ষতি মালিক একাই বহন করে।

উদ্দীপকের সালাম কলেজের নিকটে একটি স্টেশনারি দোকান পরিচালনা করে। সততা ও দক্ষতার কারণে তার ব্যবসায়টি খুব লাভজনক হয়ে ওঠে। সালাম তার এ ব্যবসায়টি একাই পরিচালনা করে এবং তার ব্যবসায়ের পরিধিও সীমিত। স্বল্প পরিসরে ও উপযুক্ত স্থানে গঠিত বলে সে এ ব্যবসায়ে দ্রুত সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। এসব বৈশিষ্ট্য একমালিকানা ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, সালামের পরিচালিত ব্যবসায়টি প্রকৃতিগতভাবে একমালিকানা ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত।

Teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকের সালামের ভাই ব্যবসায়টির মালিক নয় বলে তার মুনাফা দাবির বিষয়টি অযৌক্তিক।

একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিক নিজ দায়িত্বে ব্যবসায়ের অর্থসংস্থান করে। প্রয়োজনে কর্মচারী সাথে নিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করে। তবে মুনাফা বা ক্ষতি উভয়ই মালিক একাই বহন করে।

উদ্দীপকের সালামের স্টেশনারি দোকানটি তার সততা ও দক্ষতার কারণে খুব লাভজনক হয়ে ওঠে। তাই সে এর পাশাপাশি একটি ফটোকপি মেশিন ও কম্পিউটার ক্রয় করে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। এজন্য সে মাসিক নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে তার ভাইকে এ কাজে নিযুক্ত করে। বছরান্তে তার ভাই মুনাফা দাবি করে।

এখানে সালাম ব্যবসায়িক কাজের সহায়তার জন্য তার ভাইকে নিযুক্ত করে। তার ভাই যেহেতু এ ব্যবসায়ে কোনো মূলধন বিনিয়োগ করেনি, তাই সে এ ব্যবসায়ের বিনিয়োগকারী বা অংশীদার নয়। একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিক তার লাভের সম্পূর্ণ অংশ একাই ভোগ করে। তাই এক্ষেত্রে সালামের ভাই মুনাফার কোনো অংশ পাওয়ার অধিকার রাখে না। সুতরাং বলা যায়, বছর শেষে উক্ত মুনাফা দাবি করা তার জন্য সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶৩ মি. রহমান একজন ফল ব্যবসায়ী। ঢাকার কাওরান বাজারে তার আড়ত রয়েছে। তিনি নিজেই তার ব্যবসায়ের যাবতীয় কাজ তদারকি করেন। তিনি কখনো আম, কাঁঠাল, তরমুজ বিক্রি করেন। আবার কখনো আনারস, আপেল ও খেজুর বিক্রি করেন। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ফল ব্যবসায়ীদের নিকট তিনি একজন জনপ্রিয় ব্যবসায়ী। তিনি সবসময় একটি নীতি মেনে চলেন, তাহলো 'সৎ ব্যবসায়ী সবসময়ই সুখী।' *[চ. বো. ১৭]*

ক. প্রত্যক্ষ সেবা কী? ১

খ. পরিবেশ দূষণ বলতে কী বোঝ? ২

গ. মি. রহমানের ব্যবসায়টি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. রহমানের ব্যবসায়ের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর কি দীর্ঘদিন টিকে থাকা সম্ভব? মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকদের প্রত্যক্ষভাবে সেবাকর্ম প্রদানের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করাকে প্রত্যক্ষ সেবামূলক ব্যবসায় বলে। যেমন: ডাক্তারি, ওকালতি।

খ প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদানের (পানি,বায়ু ও মাটি) সাথে জীবনের যে স্বাভাবিক ভারসাম্য বিদ্যমান, কোনো কারণে তা ব্যাহত হলে বা প্রকৃতিতে তার নেতিবাচক প্রভাব প্রতিফলিত হলে তাকে পরিবেশ দূষণ বলে।

পরিবেশ দূষণ মানুষসহ অন্যান্য জীবজন্তু এবং তাদের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। বিভিন্ন দূষণ ও বিষাক্ত পদার্থের মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত হয়, যা মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরা বা জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকের মি. রহমানের ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায়।

একমালিকানা ব্যবসায় হলো একক মালিকানায় গঠিত ও পরিচালিত ব্যবসায়। যে কেউ স্বল্প পুঁজি নিয়ে সহজেই এ ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করতে পারেন। এ ব্যবসায়ের মুনাফা মালিক একাই ভোগ করেন আবার ক্ষতি হলেও তা তাকেই বহন করতে হয়।

উদ্দীপকের মি. রহমান একজন ফল ব্যবসায়ী। ঢাকার কাওরান বাজারে তার আড়ত রয়েছে। তিনি নিজেই তার ব্যবসায়ের যাবতীয় কাজ তদারকি করেন। তিনি কখনো আনারস, আপেল, খেজুর বিক্রি করেন। আবার কখনো আম, কাঁঠাল, তরমুজ বিক্রি করেন। অর্থাৎ তিনি সীমিত চাহিদার পণ্য মৌসুমভেদে বিক্রি করেন। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যা একমালিকানা ব্যবসায়ীরা করে থাকেন। সুতরাং বলা যায়, মি. রহমানের ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায়।

ঘ ব্যবসায় নৈতিকতা অনুসরণকারী মি. রহমানের ব্যবসায়ের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে।

ব্যবসায়ে দীর্ঘস্থায়ী সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য মূল্যবোধ ও নৈতিকতা অনুসরণ আবশ্যক। অবৈধ ব্যবসায়ী সীমিত সময়ের জন্য আর্থিকভাবে লাভবান হলেও দীর্ঘমেয়াদে তার পক্ষে ব্যবসায়ে ভালো করা সম্ভব নয়।

উদ্দীপকের মি. রহমান মৌসুমি ফলের ব্যবসায় করেন। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ফল ব্যবসায়ীদের নিকট তিনি একজন জনপ্রিয় ব্যবসায়ী। তিনি নিজেই তার ব্যবসায়ের যাবতীয় কাজ সঠিকভাবে তদারকি করেন। তিনি সবসময় একটি নীতি মেনে চলেন, তা হলো "সৎ ব্যবসায়ী সবসময়ই সুখী"।

মি. রহমান তার ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা মেনে ব্যবসায় করায় তার মধ্যে মানসিক প্রশান্তি বিরাজ করে। নৈতিকতা মেনে চলায় ক্রেতারা তার প্রতি একটি উত্তম ধারণা পায়, যা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তার সুনাম স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করে। এতে ভবিষ্যতে তার ক্রেতা ও ভোক্তার পরিমাণ আরও বাড়তে থাকবে। প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশেও অন্য ব্যবসায়ীদের সাথে তিনি খাপ খাইয়ে চলতে পারবেন। এর পাশাপাশি পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে ব্যবসায়ে তিনি স্থায়ীভাবে টিকে থাকতে সক্ষম হবেন। সুতরাং বলা যায়, মি. রহমানের ব্যবসায়ের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর দীর্ঘদিন ব্যবসায়ে টিকে থাকা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶৪ নিয়ামত হোসেন ১০ বছর ধরে চট্টগ্রাম শহরে একটি মুদি দোকান চালাচ্ছেন। গ্রাহকের সাথে তার সম্পর্ক ভালো। যুক্তিসঙ্গত দামে গ্রাহকের রুচি অনুযায়ী পণ্য বিক্রি করেন। প্রতিযোগিতার মধ্যেও তার গ্রাহক বেড়েছে। এখন তিনি বড় আকারের দোকান দেওয়ার কথা ভাবছেন। এজন্য তার অধিক টাকার প্রয়োজন। বন্ধু রহিম তার ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগ করতে চান। ব্যাংকও ঋণ দিতে রাজি। *[য. বো. ১৭]*

ক. প্রমিতকরণ কাকে বলে? ১

খ. শিল্পকে উৎপাদনের বাহন বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে নিয়ামত হোসেনের কর্মকাণ্ডে একমালিকানা ব্যবসায়ের কোন সুবিধাটি ফুটে ওঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বড় দোকান দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ামত হোসেনের করণীয় সম্পর্কে তোমার অভিমত উদ্দীপকের আলোকে তুলে ধরো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিপণন ও ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার্থে পণ্যের আকার, ওজন ও রং বিবেচনা করে পণ্যের মান নির্ধারণ করাকে প্রমিতকরণ বলে।

খ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে রূপান্তর করা হয় তাকে শিল্প বলে।

মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য বিভিন্ন পণ্য বা সেবাসামগ্রী উৎপাদন করাই শিল্পের কাজ। অর্থাৎ ব্যবসায়ের উৎপাদন সংক্রান্ত কাজ শিল্পের দ্বারাই সংঘটিত হয়। এজন্য শিল্পকে উৎপাদনের বাহন বলা হয়।

গ উদ্দীপকের নিয়ামত হোসেনের কর্মকাণ্ডে একমালিকানা ব্যবসায়ের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সুবিধাটি ফুটে ওঠেছে।

একমালিকানা ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বলতে মালিকের সাথে কর্মচারী ও গ্রাহকদের সরাসরি সম্পর্ককে বোঝায়। এ ব্যবসায়ের পরিধি ছোট

Teachingbd.com

হওয়ায় মালিক নিজেই তার ব্যবসায় পরিচালনা করেন। এর ফলে গ্রাহকদের সাথে তার ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

উদ্দীপকের নিয়ামত হোসেন ১০ বছর ধরে চট্টগ্রাম শহরে একটি মুদি দোকান চালাচ্ছেন। যুক্তিসংগত দামে গ্রাহকের রুচি অনুযায়ী পণ্য বিক্রি করেন। তাই প্রতিযোগিতার মাঝেও তার গ্রাহক বেড়েছে। নিজের ব্যবসায়ের পণ্য সরাসরি ভোক্তার কাছে বিক্রি করায় তাদের সাথে তার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠেছে। এরূপ সম্পর্ক একমালিকানা ব্যবসায়ের একটি সুবিধা হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং বলা যায়, গ্রাহকদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সুবিধাটিই নিয়ামতের ব্যবসায়ে ফুটে ওঠেছে।

ঘ বড় দোকান দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ামত হোসেনের করণীয় হবে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া।

ব্যবসায় পরিচালনা ও সম্প্রসারণের জন্য ব্যবসায়ীকে প্রতিনিয়ত অর্থ সংগ্রহের কাজ করতে হয়। সুবিধাজনক উৎস হতে পুঁজি সংগ্রহ করতে পারলে ব্যবসায় পরিচালনা সহজ হয়।

উদ্দীপকের নিয়ামত হোসেনের ব্যবসায় ভালো চলায় প্রতিযোগিতার মধ্যেও তার গ্রাহক বেড়েছে। এখন তিনি বড় আকারের দোকান দেওয়ার কথা ভাবছেন। এজন্য তার অধিক অর্থের প্রয়োজন। তার বন্ধু রহিম ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগ করতে চান। আবার ব্যাংকও তাকে ঋণ দিতে রাজি।

এক্ষেত্রে বন্ধুর থেকে পুঁজি না নেওয়াই উত্তম হবে। বন্ধুর কাছ থেকে পুঁজি নিলে তিনি কারণে-অকারণে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। এমনকি ব্যবসায়ের অংশীদারও হতে চাইতে পারেন। এক্ষেত্রে ব্যবসায় পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটবে। কিন্তু ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ দিতে হবে। তবে ব্যাংক কখনো ব্যবসায় পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করবে না। এতে ব্যবসায়ে যে মুনাফা হবে পুরোটাই নিয়ামত হোসেন ভোগ করতে পারবেন। এসব দিক বিবেচনায় তার জন্য ব্যাংক ঋণ নেওয়াই বেশি যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶৫ জনাব তাহের কলেজ রোডের একটি মনিহারি দোকানের মালিক। কলেজ রোডের পাশে চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তিনি লক্ষ করলেন আজকাল ছাত্রদের সব কাজই ইন্টারনেটভিত্তিক এবং এর ক্রমবর্ধমান চাহিদা রয়েছে। তিনি এ পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিলেন। তিনি দুটি কম্পিউটার এবং দুটি মডেম কিনলেন। তার ব্যবসায়ে এখন গরম রুটির মতো বিক্রি চলছে। *[বি. বো. ১৭]*

ক. একমালিকানা ব্যবসায় কী? ১

খ. একমালিকানা ব্যবসায় কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? ২

গ. কোন প্রধান সুবিধাটি থাকায় ব্যবসায়টি এত দ্রুত এগুচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. একজন একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিক সহজেই চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে –তুমি কি একমত? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যক্তি এককভাবে ব্যবসায় গঠন ও নিয়ন্ত্রণ, মূলধন সরবরাহ, ঝুঁকি ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ এবং মুনাফা বা ক্ষতি একাই ভোগ করলে তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে।

খ একক মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় সংগঠনকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে।

একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিকের একক প্রচেষ্টায় পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়। স্বল্প পুঁজি নিয়ে শহরে বা গ্রামে যেকোনো জায়গায় এরূপ ব্যবসায় গঠন করে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করা যায়। এতে আইনগত আনুষ্ঠানিকতার জটিলতা নেই। শুধু ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন থেকে ট্রেড লাইসেন্স করতে হয়। এভাবে একমালিকানা ব্যবসায় সহজেই প্রতিষ্ঠা করা যায়।

গ দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধাটি থাকায় উদ্দীপকের একমালিকানা ব্যবসায়টি এত দ্রুত এগুচ্ছে।

একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিক এককভাবে ব্যবসায় গঠন ও নিয়ন্ত্রণ, মূলধন সরবরাহ এবং মুনাফা ভোগ করেন। এ ব্যবসায়ের একটি বিশেষ সুবিধা হলো মালিক ব্যবসায়ের সিদ্ধান্ত একাই গ্রহণ করেন।

উদ্দীপকের জনাব তাহের কলেজ রোডের একটি মনিহারি দোকানের মালিক। তিনি লক্ষ করলেন আজকাল ছাত্রদের সব কাজই ইন্টারনেটভিত্তিক এবং এর ক্রমবর্ধমান চাহিদা রয়েছে। তিনি এ পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে দুটি কম্পিউটার এবং দুটি মডেম কিনলেন। এখন তার ব্যবসায় অনেক ভালো চলছে। একমালিকানা ব্যবসায় হওয়ার কারণে পরিস্থিতি অনুযায়ী জনাব তাহের একাই এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পেরেছেন। এর ফলে তিনি ব্যবসায়ে দ্রুত উন্নতি লাভ করেছেন।

ঘ 'একজন একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিক সহজেই চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে'—আমি এর সাথে একমত।

যে সমস্ত পণ্যের চাহিদা ক্রেতাদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী দ্রুত পরিবর্তনশীল, সেক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায়ই অধিকতর উপযুক্ত হয়। উদ্দীপকের জনাব তাহের মনিহারি দোকানের মালিক ছিলেন। তার একমালিকানা ব্যবসায়ে নমনীয়তার সুযোগ থাকায় তিনি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। তিনি যখন দেখলেন বর্তমানে ছাত্রদের সব কাজই ইন্টারনেটভিত্তিক, তখন তিনি দ্রুত এ চাহিদা অনুযায়ী দুটি কম্পিউটার ও দুটি মডেম কিনলেন। এতে তার ব্যবসায় ভালো চলছে।

ব্যবসায়ীকে সবসময় পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিকে সামনে রেখে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয়। জনাব তাহের একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিক হওয়ায় তিনি ক্রেতা ও ভোক্তাদের কাছাকাছি অবস্থান করেন। তাই তাদের রুচি ও চাহিদার সাথে সংগতি রেখে প্রয়োজনমতো পণ্যের যোগান নিশ্চিত করতে পারেন। এভাবে একমালিকানা ব্যবসায়ীরা সহজেই চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶৬ কাজল স্থানীয় কৃষক থেকে সবজি সংগ্রহ ও বাছাই করে সরাসরি ভোক্তাদের নিকট সরবরাহ করে। অল্পদিনের মধ্যে সে ভোক্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ব্যবসায় সফলতা আসে। ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য সে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে বন্ধু মিরাজের নিকট থেকে ৩০,০০০ টাকা গ্রহণ করে। *[রা. বো., চ. বো. ১৬]*

ক. শিল্প কী? ১

খ. একমালিকানা ব্যবসায়ের অসীম দায় বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কাজলের ব্যবসায়টি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'কাজলের ব্যবসায়িক' সফলতা অর্জন তার ব্যবসায়িক কৌশলগুলোর ফল'– যুক্তিসহ বর্ণনা করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ সংগ্রহ করে উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে রূপান্তর করাকে শিল্প বলে।

খ ব্যবসায়ে অসীম দায় হলো ব্যবসায়ে যতটুকু দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি হয় তার সবটুকু মালিককেই বহন করতে হয়, যার কোনো সীমা নির্দিষ্ট থাকে না।

http://teachingbd.com

ব্যবসায়ের দেনার জন্য মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্ষেত্রবিশেষে দায়বদ্ধ থাকে। সরবরাহকৃত মূলধন দ্বারা দায় পরিশোধ না হলে মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করে দেনা শোধ করতে হয়। একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিক যেমন একা সমস্ত মুনাফা ভোগ করেন, ঠিক তেমনি সমস্ত দায় তাকেই বহন করতে হয়।

গ কাজলের ব্যবসায়টি হলো একমালিকানা ব্যবসায়।

একমালিকানা ব্যবসায় বলতে একক মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে বোঝায়। একক মালিক থাকায় ইচ্ছা করলেই সীমিত মূলধন নিয়ে সহজেই এ ব্যবসায় গঠন করা যায়। একমালিকানা ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান মালিকই ভোগ করে। সমস্ত দায়-দেনা মালিককেই বহন করতে হয়।

কাজল স্থানীয় কৃষক থেকে সবজি সংগ্রহ ও বাছাই করে সরাসরি ভোক্তাদের নিকট সরবরাহ করে। অল্পদিনের মধ্যে সে ভোক্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ব্যবসায় সফলতা আসে। কাজলের সবজির ব্যবসায়টি সে একাই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। এতে লাভ হলে কাজল যেমন একাই ভোগ করে তেমনি লোকসান হলেও একাই দায়ভার নেয়। ব্যবসায়টির সাথে কাজলের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বজায় রেখেই সে ক্রেতা আকৃষ্ট করে, যা একমালিকানার ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

ঘ 'কাজলের ব্যবসায়িক সফলতা অর্জন তার ব্যবসায়িক কৌশলগুলোর ফল'— কথাটি যুক্তিযুক্ত।

একমালিকানা ব্যবসায় যেকোনো ব্যক্তি খুব সহজেই গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিচালনার মাধ্যমে এ ব্যবসায়ে সহজেই সফলতা অর্জন করা যায়। এ ব্যবসায়ের অন্যতম সমস্যা হলো মূলধন সমস্যা। তবে পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ করে ব্যবসায়টি একা পরিচালনা করাই উত্তম।

কাজল সবজি ব্যবসায়ী। সে তার ব্যবসায়ে অল্পদিনের মধ্যেই সফলতা অর্জন করে। ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য অর্থের প্রয়োজন। এজন্য কাজল প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে বন্ধু মিরাজের কাছ থেকে ৩০,০০০ টাকা গ্রহণ করে।

কাজল অর্থসংগ্রহে কৌশল অবলম্বন করেছে। সে তার বন্ধুকে অংশীদার হিসেবেও গ্রহণ করতে পারত। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হতো না। কিন্তু কাজল নিজের একক স্বাধীনতা বজায় রাখা এবং ব্যবসায়ে একক সিদ্ধান্ত এককভাবে গ্রহণের জন্য মিরাজকে অংশীদার করেনি। এক্ষেত্রে মূলধনগত সমস্যাও দূর হয়েছে, পাশাপাশি পরিচালনাগত কোনো সমস্যাও হচ্ছে না। তাই বলা যায়, কাজল ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জনে দক্ষতা ও নিজস্ব কৌশল প্রয়োগ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৭ লিজা পড়াশোনার পাশাপাশি 'কুইন' নামে একটি বিউটি পার্লারের দোকান পরিচালনা করেন। তিনি পার্লারে দক্ষ কর্মী নিয়োগ দেন। পাশাপাশি নিজেও গ্রাহকদের সেবা দেন। তিনি গ্রাহকদের অভাব অভিযোগ মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং সে অনুযায়ী সেবাদানে চেষ্টা করেন। গ্রাহকরা তার ওপর খুবই সন্তুষ্ট। অল্পদিনে তার ব্যবসায়ের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিদিন তার পার্লারে ভিড় লেগে থাকে। এখন তিনি 'কুইন-২' নামে আরেকটি বিউটি পার্লার খোলেন এবং সেখানে পাঁচজন দক্ষ কর্মী নিয়োগ দেন। *[দি. বো. ১৬]*

ক. শিল্প কী? ১

খ. প্রাথমিক শিল্প বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে লিজার 'কুইন' নামক প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠনের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লিজার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিক সম্পদকে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মানুষের ব্যবহারযোগ্য পণ্য প্রস্তুত করার প্রক্রিয়াকে শিল্প বলে।

খ প্রকৃতি থেকে সম্পদ সংগ্রহের সব প্রক্রিয়াই প্রাথমিক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

জমিতে ফসল ফলানো, খনি থেকে সম্পদ উত্তোলন, বন থেকে কাঠ, মধু সংগ্রহ, নদী ও সাগর থেকে মুক্তা, শামুক সংগ্রহ ইত্যাদি প্রাথমিক শিল্পের মধ্যে পড়ে। এছাড়া জমিতে বীজ রোপণ করে চারা উৎপাদন, গাভী, হাঁস-মুরগি লালন-পালন ইত্যাদিও প্রাথমিক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

গ লিজার 'কুইন' নামক প্রতিষ্ঠানটি একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত।

একমালিকানা ব্যবসায় বলতে একক মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে বোঝায়। যে কেউ সহজেই স্বল্প পুঁজি নিয়ে এ ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করতে পারে। ক্রেতা বা ভোক্তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ থাকে বলে এরূপ ব্যবসায়ে গ্রাহক সন্তুষ্টি বিধান করা সহজ হয়।

লিজা পড়াশোনার পাশাপাশি 'কুইন' নামে একটি বিউটি পার্লার পরিচালনা করেন। তিনি পার্লারে দক্ষ কর্মী নিয়োগ দেন। ব্যবসায়টি প্রত্যক্ষভাবে তদারকি করেন এবং অভাব-অভিযোগ শুনে সে অনুযায়ী সেবা দেন। তাই অল্পদিনেই তিনি গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন করে ব্যবসায়ের সুনাম প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। লিজা তার প্রতিষ্ঠানটি একাই গঠন ও তত্ত্বাবধান করেন অর্থাৎ এটি একটি একমালিকানা প্রতিষ্ঠান।

ঘ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে লিজার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম।

স্বল্প পুঁজি নিয়ে একক মালিকানায় গঠিত ও পরিচালিত ব্যবসায়কে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এরূপ ব্যবসায়ের ভূমিকা অপরিসীম। এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে যে কেউ সহজেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে।

লিজা পড়াশোনার পাশাপাশি 'কুইন' নামে একটি বিউটি পার্লারের দোকান পরিচালনা করেন। এতে দক্ষ কর্মী নিয়োগ দেন। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এছাড়া তিনি নিজেও পার্লারটি প্রত্যক্ষভাবে তদারকি করেন। গ্রাহকদের অভাব-অভিযোগের প্রতি মনোযোগ দেন ও সে অনুযায়ী সেবা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাই তিনি দ্রুত ব্যবসায়ের সুনাম প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসায় সম্প্রসারণে সক্ষম হন।

লিজার ব্যবসায়ের সুনাম প্রতিষ্ঠা ও তা সম্প্রসারণের ফলে অধিক কর্মী নিয়োগ দিয়েছেন। এতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব কমছে। এছাড়া তিনি যে মুনাফা অর্জন করছেন তাও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক। তাই বলা যায়, লিজার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন ▶ ৮ জনাব সেলিম সম্প্রতি চারুকলা কলেজ হতে স্নাতক পাস করেন। তার আঁকা ছবি বেশ সুনাম অর্জন করে। শহরে 'চারুকারু' নামে তার একটি দোকান আছে। ব্যাপক সাফল্যের প্রেক্ষিতে তিনি বন্ধু আনিসকে অংশীদার করে ব্যবসায় সম্প্রসারণের কথা চিন্তা করছেন। *[কু. বো. ১৬]*

ক. শিল্প কাকে বলে? ১

খ. অসীম দায় বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের 'চারুকারু' কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নতুন চিন্তা কি যৌক্তিক? মতামত দাও। ৪

Teachingbd.com

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিক সম্পদকে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মানুষের ব্যবহারযোগ্য পণ্য প্রস্তুত করার প্রক্রিয়াকে শিল্প বলে।

খ ব্যবসায়ে অসীম দায় বলতে বোঝায় ব্যবসায়ে যতটুকু দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি হয় তার সবটুকু মালিককেই বহন করতে হয়, যার কোনো সীমা নির্দিষ্ট থাকে না।

ব্যবসায়ের দেনার জন্য মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্ষেত্রবিশেষে দায়বদ্ধ থাকে। সরবরাহকৃত মূলধন দ্বারা দায় পরিশোধ না হলে মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করে দেনা শোধ করতে হয়। একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিক যেমন একা সমস্ত মুনাফা ভোগ করেন, ঠিক তেমনি সমস্ত দায়ও তাকেই বহন করতে হয়।

গ 'চারুকারু' একটি একমালিকানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

একমালিকানা ব্যবসায় বলতে যে ব্যবসায় একজন ব্যক্তির মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে বোঝায়। এ ব্যবসায়ে মালিক একাই সব দায়ভার বহন এবং লাভ-লোকসান ভোগ করে।

জনাব সেলিম তার 'চারুকারু' নামের দোকানটি নিজস্ব তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিচালনা করেন। এখানে তিনি তার নিজের আঁকা ছবি বিক্রি করেন। তিনি চারুকলা কলেজ থেকে স্নাতক পাস করে স্বল্প পুঁজি নিয়ে এককভাবেই দোকান খুলেছেন। এ ব্যবসায়ের মুনাফা তিনি একাই ভোগ করেন। তাছাড়া, জনাব সেলিম তার ব্যবসায়ের সব ঝুঁকি ও দায় একা বহন করেন। তাই বলা যায়, 'চারুকারু' দোকানটি একটি একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠন।

ঘ জনাব সেলিমের ব্যবসায়ে ব্যাপক সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধু আনিসকে অংশীদার করে ব্যবসায় সম্প্রসারণের চিন্তা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের ভিত্তিতে একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত ও পরিচালিত ব্যবসায়কে অংশীদারি ব্যবসায় বলে। এ ব্যবসায় একমালিকানার চেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করে। যেমন: অধিক মূলধন, দলবদ্ধ প্রচেষ্টা, ঝুঁকি বণ্টন, সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ইত্যাদি।

জনাব সেলিম চারুকলা কলেজ থেকে স্নাতক পাস করে 'চারুকারু' নামে একটি দোকান খুলেছেন। ব্যবসায়ের ব্যাপক সাফল্যের প্রেক্ষিতে তিনি বন্ধু আনিসকে অংশীদার করে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে চান। জনাব সেলিম তার বন্ধু আনিসকে অংশীদার করলে অংশীদারি ব্যবসায়ের সুবিধাগুলো অর্জন করতে পারবেন। তিনি ব্যবসায় সম্প্রসারণে অধিক মূলধনের ব্যবস্থা করতে পারবেন। এছাড়া ব্যবসায়ের দায়-দায়িত্ব এবং ঝুঁকিসমূহ তার বন্ধুর সাথে ভাগ করে নিতে পারবেন। ব্যবসায় পরিচালনায় যেকোনো সিদ্ধান্ত সম্মিলিতভাবে নিতে পারবেন।

জনাব সেলিম তার বন্ধু আনিসকে অংশীদার করলে সহজেই ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে পারবেন। এতে তিনি অংশীদারি ব্যবসায়ের অধিক মূলধন, পারস্পরিক সদ্বিশ্বাস, দায় ও ঝুঁকি বণ্টন ইত্যাদি সুবিধা পাবেন। অতএব, জনাব সেলিমের সিদ্ধান্তটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৯ মি. P একটি স্বনামধন্য বেসরকারি কলেজের শিক্ষক। কলেজের নিকটেই কয়েকটি ব্যাংক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তিনি তার সঞ্চিত অর্থ দ্বারা কলেজের সন্নিকটে একটি ভবনের নিচতলা ভাড়া নিয়ে একটি বড় দোকান শুরু করলেন। তিনি দোকানের ১ম অংশে স্টেশনারি, ২য় অংশে ফটোকপি মেশিন ও ৩য় অংশে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ব্যবসায় শুরু করলেন। মি. P তার তিন ভাইকে দোকানের তিনটি অংশের দায়িত্ব প্রদান করলেন। অল্পদিনের মধ্যে তার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়টি সফলতা অর্জন করে। *[সি. বো. ১৬]*

ক. ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য কী? ১

খ. একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিকের অসীম দায় বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. P -এর ব্যবসায়টি মালিকানার ভিত্তিতে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. P -এর ব্যবসায়ের সফলতা লাভে ব্যবসায়ের ক্ষেত্র ও স্থান নির্বাচনের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা।

খ ব্যবসায়ে অসীম দায় বলতে বোঝায় ব্যবসায়ে যতটুকু দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি হয় তার সবটুকুই মালিককে বহন করতে হয়, যার কোনো সীমা নির্দিষ্ট থাকে না।

ব্যবসায়ের দেনার জন্য মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্ষেত্রবিশেষে দায়বদ্ধ থাকে। সরবরাহকৃত মূলধন দ্বারা দায় পরিশোধ না হলে মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করে দেনা শোধ করতে হয়। একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিক যেমন একা সমস্ত মুনাফা ভোগ করেন, ঠিক তেমনি সমস্ত দায় তাকেই বহন করতে হয়।

গ মি. P-এর ব্যবসায়টি মালিকানার ভিত্তিতে একমালিকানা ব্যবসায়।

একমালিকানা ব্যবসায় বলতে যে ব্যবসায়ে একজনমাত্র মালিক থাকে, যিনি সমস্ত মুনাফা ভোগ ও ঝুঁকি বহন করে তাকে বোঝায়। এ ব্যবসায়ের দায়-দায়িত্ব অসীম।

মি. P স্বনামধন্য বেসরকারি কলেজের শিক্ষক। তিনি তার সঞ্চিত অর্থ দিয়ে কলেজের নিকটে একটি বড় দোকান দিলেন। দোকানের ১ম অংশে স্টেশনারি, ২য় অংশে ফটোকপি মেশিন ও ৩য় অংশে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ব্যবসায় শুরু করলেন। মি. P নিজেই ব্যবসায়ে মূলধন সরবরাহ করেন। ব্যবসায়ের দায়-দায়িত্ব তিনি নিজেই বহন করেন। তার তিন ভাইকে ব্যবসায়ের দায়িত্ব দেন কিন্তু মালিকানা দেওয়া হয়নি। মি. P নিজেই এ ব্যবসায়ের মালিক। তিনিই সমস্ত মুনাফা ভোগ ও সমস্ত ঝুঁকি বহন করেন। তাই বলা যায়, মি. P-এর ব্যবসায় সংগঠনটি একমালিকানা ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

ঘ মি. P -এর ব্যবসায়ের সফলতা লাভে ব্যবসায়ের ক্ষেত্র ও স্থান নির্বাচনের ভূমিকা যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

ব্যবসায়ের সফলতা লাভের জন্য যথোপযুক্ত ক্ষেত্র ও স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা একটা ব্যবসায়ের সাফল্য তখনই হয় যখন ব্যবসায়ের অসংখ্য ভোক্তা থাকে। যেখানে ভোক্তার সংখ্যা কম সেখানে সফলতা আসবে না।

মি. P কলেজ, ব্যাংক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে তার সঞ্চিত অর্থ দ্বারা একটি একমালিকানা ব্যবসায় স্থাপন করেন। কলেজ, ব্যাংক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে ফটোকপি, স্টেশনারি ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ব্যবসায় স্থাপন করার জন্য উপযুক্ত স্থান। কেননা ছাত্রছাত্রীরা তাদের শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন কাগজপত্র, খাতা-কলম ক্রয় ও ফটোকপি করবে। ব্যাংক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানও তাদের কাছের প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রয় করবে। এছাড়া মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সহজেই অর্থ আদান-প্রদান করতে পারবে। তাই এটি মি. P-এর ব্যবসায়ের জন্য একটি অনুকূল স্থান।

মি. P যথাযোগ্য স্থানে তার ব্যবসায়টি শুরু করেছেন, যা তাকে স্বল্প সময়ের মধ্যে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করবে। সুতরাং বলা যায়, মি. P-এর ব্যবসায়ে সফলতা লাভে ব্যবসায়ের ক্ষেত্র ও স্থান নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

Teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ১০ জনাব রানা স্বল্প পুঁজি নিয়ে সিয়ামুনের মতো বিলাসবহুল হোটেল থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একটি হোটেল দিলেন। সেখানে তিনি ২৫ টাকায় ৬টি আইটেমের সাথে ১ প্লেট ভাত বিক্রি করেন। তিনি তার হোটেলের খাবারে রেসিপির মধ্যে পরিবর্তন এনে নতুন নতুন ভালো স্বাদের খাবার ঐ দামে বিক্রি করেন। এতে তার ব্যবসায়টি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। *[বি. বো. ১৬]*

ক. মূলধন কী? ১

খ. বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্য কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবসায়টি কোন ধরনের ব্যবসায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব রানার ব্যবসায়টি ব্যবসায়ের কোন সুবিধার ফলে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূলধন হলো ব্যবসায় বা শিল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থের সমষ্টি।

খ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে নিজ দেশে আনাকে আমদানি বলে।

বর্তমান বিশ্বে সব দেশই অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য কম-বেশি বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করে থাকে। সাধারণত কোনো দেশে যেসব পণ্যের ঘাটতি থাকে তা অন্য দেশ থেকে আমদানি করে আনা হয়। বাংলাদেশে যেসব ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে ঐসব পণ্য আমদানি করার জন্য আমদানি বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ।

গ জনাব রানার ব্যবসায়টি একটি একমালিকানা ব্যবসায়।

এক ব্যক্তির মালিকানায় গঠিত ও পরিচালিত ব্যবসায় হলো একমালিকানা ব্যবসায়। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম ব্যবসায় সংগঠন।

জনাব রানা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একটি হোটেল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ব্যবসায়টির একমাত্র মালিক। ব্যবসায়ে তিনি এককভাবে মূলধন বিনিয়োগ করেছেন। ব্যবসায়ে লাভ হলে তিনি একাই ভোগ করেন। ব্যবসায়ের লোকসান এবং দায়-দেনার জন্য তিনিই এককভাবে দায়ী থাকবেন। ব্যবসায়টি এককভাবে পরিচালনা এবং সব সিদ্ধান্ত তিনিই গ্রহণ করেন। সুতরাং একমালিকানা ব্যবসায়ের সব বৈশিষ্ট্যের সাথে জনাব রানার ব্যবসায়টির মিল থাকায় এটি নিঃসন্দেহে একটি একমালিকানা ব্যবসায়।

ঘ জনাব রানার ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায়ের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের সুযোগ থাকার ফলে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে।

একমালিকানা ব্যবসায় বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রাচীন ব্যবসায়। আধুনিক যুগেও এ ব্যবসায়টি টিকে থাকার পেছনে স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্যের ভূমিকা রয়েছে। ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ এমনি একটি বৈশিষ্ট্য।

জনাব রানা স্বল্প পুঁজি নিয়ে একটি হোটেল ব্যবসায় শুরু করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সিয়ামুনের মতো বিলাসবহুল হোটেল থাকা সত্ত্বেও জনাব রানার হোটেলটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। তিনি মাত্র ২৫ টাকায় ৬টি আইটেমের সাথে ১ প্লেট ভাত বিক্রি করেন। খাবারের এ মেন্যুটা যেমন সস্তা তেমনি অভিনবও বটে। তিনি গতানুগতিক রেসিপির পরিবর্তন করে ভাত বিক্রি করেন। রেসিপির পরিবর্তনই রানার হোটেলের ব্যবসায়টিকে গ্রাহকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

জনাব রানা একমালিকানা ব্যবসায় পরিচালনা করেন। এতে তিনি তার সৃজনশীলতা এবং ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ পান। তাই তিনি ভোক্তাদের নিত্য-নতুন রেসিপি উপহার দিতে পারেন। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ থাকায় এবং সেটি ব্যবহার করেই জনাব রানার ব্যবসায়টি খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ জনাব সাইফুল দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মাছ কিনে এনে ঢাকার বিভিন্ন বাজারে সরবরাহ করেন। বিশেষ করে পদ্মা ও মেঘনা নদীর ইলিশ মাছের চাহিদা থাকায় তার ব্যবসায়টি দিন দিন সমৃদ্ধির দিকে যাচ্ছে। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

ক. বিবরণপত্র কী? ১

খ. অসীম দায় বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব সাইফুলের ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায়ের কোন ক্ষেত্রের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো এ ধরনের ব্যবসায়ের মাধ্যমে দেশের সম্পদের সুষম বন্টন সম্ভব? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পত্রের মাধ্যমে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি জনগণকে শেয়ার বা ঋণপত্র কেনার আহবান জানায় তাকে বিবরণপত্র বলে।

খ অসীম দায় বলতে ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত মূলধনের বাইরে যে দায়-দায়িত্বের সৃষ্টি হয় তাকে বোঝায়।

এক্ষেত্রে ব্যবসায়ে যতটুকু দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি হয় তার সবটুকু মালিককে বহন করতে হয়। যার কোনো সীমা নির্দিষ্ট থাকে না। এর জন্য মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও ক্ষেত্রবিশেষে দায়বদ্ধ থাকে। সরবরাহকৃত মূলধন দিয়ে যদি দায় পরিশোধ না হয় সেক্ষেত্রে মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করে দেনা শোধ করতে হয়। এটিই ব্যবসায়ের অসীম দায়।

গ জনাব সাইফুলের ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায়ের 'পচনশীল পণ্যের ব্যবসায়' ক্ষেত্রের অন্তর্গত।

কতিপয় পণ্যসামগ্রী আছে যেগুলোর স্থায়িত্ব খুবই কম এবং দ্রুত পচনশীল। এসব ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় বিশেষভাবে উপযোগী। যেমন: মাছ, মাংস, ফলমূল, দুধ, শাকসবজি ইত্যাদির ব্যবসায়।

উদ্দীপকে জনাব সাইফুল দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মাছ কিনে আনেন। সেই মাছ ঢাকার বিভিন্ন বাজারে সরবরাহ করেন। পদ্মা ও মেঘনা নদীর ইলিশ মাছের চাহিদা বেশি থাকায় তার ব্যবসায়টি দিন দিন সমৃদ্ধির দিকে যাচ্ছে। জনাব সাইফুল মাছ নিয়ে ব্যবসায় করেন। মাছ একটি পচনশীল পণ্য। সুতরাং বলা যায়, তিনি তার ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হিসেবে 'পচনশীল পণ্যের ব্যবসায়' নির্বাচন করেছেন।

ঘ একমালিকানা ব্যবসায়ের মাধ্যমে দেশের সম্পদের সুষম বণ্টন সম্ভব বলে আমি মনে করি।

ক্ষুদ্র একমালিকানা ব্যবসায় ভোক্তা ও জনসাধারণের অতি কাছে অবস্থান করায় পণ্য ও সেবার চাহিদা বা বাজার সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এতে ভোক্তারা নতুন ও উন্নত পণ্য ব্যবহারের সুযোগ পায়। উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবসায়েরও উন্নতি ঘটে।

উদ্দীপকে জনাব সাইফুলের ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায়। তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মাছ কিনে ঢাকার বিভিন্ন বাজারে সরবরাহ করেন। পদ্মা ও মেঘনা নদীর ইলিশের চাহিদা বেশি থাকায় তাঁর ব্যবসায়টি দিন দিন সফলতা অর্জন করছে।

মাছ দেশের একটি সম্পদ। কিন্তু দেশের সব জায়গায় নদী প্রবাহিত হয় না বলে সব এলাকার মানুষ এ সম্পদ ভোগ করার সুযোগ পায় না। বিশেষ করে ঢাকা জেলার মধ্য দিয়ে পদ্মা ও মেঘনা নদী প্রবাহিত না হওয়ায় এ জেলার মানুষজন ইলিশ মাছের অভাববোধ করে। জনাব সাইফুল পদ্মা ও মেঘনার ইলিশ মাছ সরবরাহ করায় অন্যান্য এলাকার মানুষের পাশাপাশি ঢাকার মানুষজনের মধ্যেও এ সম্পদ বণ্টন করা যায়। সুতরাং, এভাবে একমালিকানা ব্যবসায়ের মাধ্যমে দেশের সম্পদের সুষম বণ্টন করা সম্ভব।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ১২ জাকির হোসেন দুইজন কর্মী নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ধরনের ফলমূল সংগ্রহ করে ঢাকা শহরে বিক্রয় করেন। তিনি তার বন্ধুদের কাছ থেকে অর্থ ধার নিয়ে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন। যেহেতু ফলমূলে খুব তাড়াতাড়ি পচন ধরে তাই এই ব্যবসায়ে প্রচুর ঝুঁকি বিদ্যমান। জাকির হোসেন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তাভাবনা করছেন। *[ঢাকা কলেজ]*

ক. অংশীদারি ব্যবসায় কাকে বলে? ১

খ. অংশীদারি ব্যবসায়ের দায় অসীম কেন? ২

গ. উদ্দীপকের জাকির হোসেন কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জাকির হোসেন কীভাবে তার ব্যবসায়ের ঝুঁকি কমাতে পারে বলে তুমি মনে করো? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মূলধন বিনিয়োগ করে চুক্তির ভিত্তিতে যে ব্যবসায় গড়ে তোলে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

খ অংশীদারি ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত মূলধনের বাইরেও অংশীদারদের দায় সৃষ্টি হওয়াকে অংশীদারদের অসীম দায় বলে।

অসীম দায়ের কারণে দেনা পরিশোধের জন্য ব্যবসায়িক সম্পদ পর্যাপ্ত না হলে অংশীদারদের ব্যক্তিগত সম্পদও দায়বদ্ধ থাকে। কোনো অংশীদার দেউলিয়া হলে তার দায় অবশিষ্ট অংশীদারদের বহন করতে হয়। এজন্য অংশীদারি ব্যবসায়ের দায় অসীম হয়।

গ উদ্দীপকে জাকির হোসেন একমালিকানা ব্যবসায়ের মাধ্যমে ব্যবসায় শুরু করেন।

একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিক নিজেই নিজের ব্যবসায় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। এটি একক উদ্যোগে গঠিত হয়। মালিক একাই মূলধন বিনিয়োগ করেন।

উদ্দীপকে জাকির হোসেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত মৌসুমি ফল সংগ্রহ করে ঢাকায় বিক্রি করেন। জাকির হোসেন নিজের তহবিল ও বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন। তিনি একাই ব্যবসায় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি ব্যবসায়ে মুনাফা হলে নিজেই ভোগ এবং ক্ষতি হলে একাই বহন করেন। তাই বলা যায়, জাকির হোসেন একমালিকানা ব্যবসায়ের মাধ্যমে ব্যবসায় শুরু করেন।

ঘ উদ্দীপকে জাকির হোসেন গুদামজাতকরণের মাধ্যমে ব্যবসায় ঝুঁকি কমাতে পারেন বলে আমি মনে করি।

গুদামজাতকরণের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। এতে পণ্যের সময়গত উপযোগ সৃষ্টি হয়। গুদামজাতকরণের মাধ্যমেই এক সময়ে উৎপাদিত পণ্য বিভিন্ন সময়ে ক্রেতারা ভোগ করতে পারেন।

কবির হোসেন বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত মৌসুমি ফল সংগ্রহ করে ঢাকায় বিক্রি করেন। এটি একটি পচনশীল দ্রব্য। তাই ফল সংগ্রহ করে ভোক্তার কাছে পৌঁছাতে যে সময় লাগে তার মধ্যে ফল পচে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই তার ব্যবসায়ে ঝুঁকির পরিমাণও বেশি।

গুদামজাতকরণের মাধ্যমে সময়গত প্রতিবন্ধকতা দূর করে উৎপাদকের কাছ থেকে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো যায়। তাই তিনি উৎপাদকের কাছ থেকে ফল সংগ্রহ করে গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা করেন। তাই আমি মনে করি, জাকির হোসেন গুদামজাতকরণের মাধ্যমে ব্যবসায়ের ঝুঁকি কমাতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ১৩ উদ্যমী যুবক সুশান্ত ২৫,০০০ টাকা ধার করে মোট ৫০,০০০ টাকার পণ্য সামগ্রী কিনে মুদি দোকান সাজিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। স্বল্প পুঁজির কারণে তার দোকানে পর্যাপ্ত পণ্য সামগ্রী নেই। ফলে তিনি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় কয়েকজন নিয়মিত ক্রেতার পরামর্শে তিনি যেসব পণ্য সরবরাহ করতে পারেন না তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে পরবর্তীতে ঐসব পণ্য দোকানে তোলেন। কিছুদিনের মধ্যে তার বিক্রয় বাড়ে এবং ধীরে ধীরে তিনি ব্যবসায় উন্নতি লাভ করে। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক. BGMEA-এর পূর্ণ রূপ লেখো। ১

খ. ন্যূনতম মূলধন বা ন্যূনতম চাঁদা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. একমালিকানা ব্যবসায়ের কোন বৈশিষ্ট্যটি উদ্দীপকের ব্যবসায়ীকে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হতে সাহায্য করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে একমালিকানা ব্যবসায় নির্বাচন করার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BGMEA-এর পূর্ণ রূপ হলো Bangladesh Garment Manfacturers and Exporters Association।

সহায়ক তথ্য

পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থ সুরক্ষার জন্য যে সমিতি গড়ে তোলে তাকে BGMEA বলে।

খ কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলিতে উল্লিখিত প্রাথমিক খরচের উদ্দেশ্যে ন্যূনতম যে পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে হয় তাকে ন্যূনতম মূলধন বা চাঁদা বলে।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কাজ শুরুর অনুমতিপত্র সংগ্রহ ও শেয়ার বিলির পূর্বে ন্যূনতম মূলধন বা ন্যূনতম চাঁদা সংগ্রহের কাজ করে। এ অর্থ দিয়ে কোম্পানির প্রাথমিক ব্যয় ও গঠন সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এরূপ চাঁদা বা মূলধন সংগ্রহ ব্যতীত পাবলিক লি. কোম্পানি কাজ শুরুর অনুমতি পায় না।

গ একমালিকানা ব্যবসায়ের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বৈশিষ্ট্যটি উদ্দীপকের ব্যবসায়ীকে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছে।

একমালিকানা ব্যবসায় একজন ব্যক্তির মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যবসায়ের পরিচালনাগত সব সিদ্ধান্ত মালিক একাই নেন। তাই দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়।

উদ্দীপকে সুশান্ত নিজস্ব মূলধনের সাথে ধার করা অর্থ নিয়ে একটি মুদি দোকান দেন। তার মুদি দোকানটি একটি একমালিকানা ব্যবসায়। কিন্তু স্বল্পপুঁজির কারণে তার দোকানে পর্যাপ্ত পণ্য সামগ্রী ছিল না। তাই তিনি ক্রেতার চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হন। এ অবস্থায় তিনি নিয়মিত ক্রেতাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে চাহিদাসম্পন্ন পণ্যগুলো দোকানে তোলেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যে তার দোকানের বিক্রয় বাড়ে। ক্রেতাদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকায় সুশান্তের নতুন পণ্য দোকানে তোলার সিদ্ধান্ত নিতে কম সময় ব্যয় হয়েছে। সুতরাং, তার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা তাকে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হতে সাহায্য করেছে।

ঘ উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে একমালিকানা ব্যবসায় নির্বাচন করা যৌক্তিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

একমালিকানা ব্যবসায় একক মালিকের অধীনে গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ব্যবসায় গঠনে তেমন কোনো আনুষ্ঠানিকতা নেই বলে এটি গঠন করা অনেক সহজ। এজন্য যে কেউ স্বল্পপুঁজি নিয়ে এ ব্যবসায় গঠন করতে পারে।

http://teachingbd.com

উদ্দীপকে সুশান্ত ৫০,০০০ টাকা নিয়ে একটি মুদি দোকান দেন। প্রথমে তিনি ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহে ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে ক্রেতাদের পরামর্শ নিয়ে দোকানে পণ্য তোলেন। এতে তার ব্যবসায়ের বিক্রয় বাড়ে। ফলে সে ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করতে পারেন।
উদ্দীপকের সুশান্ত স্বল্প মূলধন নিয়ে ব্যবসায়টি গঠন করেন। মুদি দোকানটি দিতে তাকে কোনো ঝামেলা পোহাতে হয়নি। এছাড়াও তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে দোকানে পণ্যের বৈচিত্র্য আনেন। ফলে সে সহজেই ব্যবসায়ে সফলতা পেয়েছেন। তাই বলা যায়, সুশান্তের একমালিকানা ব্যবসায় নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ১৪ মি. রঞ্জু ইউনিক টেইলার্সের কারিগর হিসেবে কাজ করেন। তিনি ভোক্তার ডিজাইন অনুযায়ী যেকোনো ধরনের পোশাক তৈরি করতে পারেন। এজন্য তার কারিগর হিসেবে সুনাম ও ভোক্তাদের সাথে যোগাযোগ রয়েছে। এখন তিনি ৫ জন কারিগর নিয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স সংগ্রহ করে নিজেই টেইলার্সের ব্যবসায় করছেন।
[বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]

ক. শিল্প কী? ১
খ. একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিকের দায় অসীম কেন? ২
গ. উদ্দীপকে মি. রঞ্জুর ভোক্তাদের কাছে সুনাম ও যোগাযোগ একমালিকানা ব্যবসায়ের কোন ধরনের বৈশিষ্ট্য? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মি. রঞ্জু কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে কী ধরনের ব্যবসায় সংগঠন স্থাপন করতে পারেন? তুমি তা মূল্যায়ন করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিক সম্পদকে প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে মানুষের ব্যবহারযোগ্য পণ্যে প্রস্তুত করার প্রক্রিয়াকে শিল্প বলে।

খ ব্যবসায়ের অসীম দায় বলতে বিনিয়োগকৃত মূলধনের বাইরেও দায় বহন করাকে বোঝায়।
একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিক একাই সব মুনাফা ভোগ করেন। ঠিক তেমনি দায়ও তাকেই বহন করতে হয়। ব্যবসায়ের দেনার জন্য মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্ষেত্র বিশেষে দায়বদ্ধ থাকে। সরবরাহকৃত মূলধন দ্বারা দায় পরিশোধ না হলে মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রি করে দেনা শোধ করতে হয়। এটিই একমালিকানা ব্যবসায়ের অসীম দায়।

গ উদ্দীপকে মি. রঞ্জুর ভোক্তাদের কাছে সুনাম ও যোগাযোগ একমালিকানা ব্যবসায়ের 'প্রত্যক্ষ সম্পর্ক' বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে।
একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিকের সাথে কর্মচারী ও গ্রাহকের সরাসরি সম্পর্ক থাকে। ব্যবসায়ের পরিধি ছোট হওয়ায় মালিক নিজেই ব্যবসায় পরিচালনা করেন। এতে তিনি গ্রাহকদের পছন্দ ও রুচি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারেন। ফলে ভোক্তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।
উদ্দীপকে মি. রঞ্জু ইউনিক টেইলার্সের কারিগর হিসেবে কাজ করেন। তিনি ভোক্তাদের পছন্দের ডিজাইন অনুযায়ী যেকোনো ধরনের পোশাক তৈরি করতে পারেন। এজন্য কারিগর হিসেবে তার সুনাম ও ভোক্তাদের সাথে যোগাযোগ রয়েছে। এগুলো একমালিকানা ব্যবসায়ের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে মি. রঞ্জু কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠন স্থাপন করেছেন।
একমালিকানা ব্যবসায় একক ব্যক্তির মালিকানায় গঠিত ও পরিচালিত হয়। যেকোনো ব্যক্তি স্বল্প পুঁজি নিয়ে এ ব্যবসায় শুরু করতে পারেন। মালিক তার সহযোগিতার জন্য কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবেন। তবে ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি মালিক একাই বহন করেন।
উদ্দীপকে মি. রঞ্জু ইউনিক টেইলার্সের একজন কারিগর। তিনি ভোক্তাদের পছন্দের ডিজাইন অনুযায়ী যেকোনো ধরনের পোশাক তৈরি করতে পারেন। এজন্য তার সুনাম রয়েছে এবং ভোক্তাদের সাথে যোগাযোগ রয়েছে। তিনি পাঁচজন কর্মচারী নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করে নিজেই টেইলার্স ব্যবসায় শুরু করেন।
মি. রঞ্জু একমালিকানা ব্যবসায় শুরু করেছেন। তিনি কারিগর হিসেবে সুনাম অর্জন করার পর নিজেই টেইলার্স দেওয়ার চিন্তা করেন। এ ব্যবসায় গঠনের জন্য তাকে কোনো ঝামেলা পোহাতে হয় না। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করে তিনি সহজেই এ ব্যবসায় শুরু করতে পারেন। তাই বলা যায়, মি. রঞ্জু কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে একমালিকানা ব্যবসায় স্থাপন করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ১৫ অর্থের অভাবে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর শিমুলের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। সে অল্প কিছু জমানো টাকা নিয়ে বাজারে মৌসুমি ফলের ব্যবসায় শুরু করে। গত বছর রমজান মাসে সে ফল বিক্রি বন্ধ করে ইফতার সামগ্রী এবং ঈদের এক সপ্তাহ পূর্বে সে আবার ইফতার সামগ্রী বাদ দিয়ে পাঞ্জাবি টুপি ইত্যাদি বিক্রি করে। এতে সে আশাতীত সাফল্য পায়। শিমুল ঠিক করেছে এখন থেকে সে সময়োপযোগী পণ্যের বেচাকেনা করবে। *[ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]*

ক. একমালিকানা ব্যবসায় কাকে বলে? ১
খ. আচরণে অনুমিত অংশীদার বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের শিমুলের কাজের মাধ্যমে একমালিকানা ব্যবসায়ের সুবিধার প্রধান কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শিমুলের উপলব্ধিকে তুমি কি যথার্থ মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একক ব্যক্তির মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে একমালিকানা ব্যবসায় বলে।

খ কোনো ব্যক্তি আচরণের মাধ্যমে নিজেকে ব্যবসায়ের অংশীদার হিসেবে পরিচয় দিলে তাকে আচরণে অনুমিত অংশীদার বলে।
এ অংশীদার মৌখিক কথাবার্তা, লেখা বা আচরণের দ্বারা নিজেকে ব্যবসায়ের অংশীদার বলে পরিচয় দেয়। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক স্বার্থে এ ধরনের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। তার আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তৃতীয় পক্ষ কোনো ঋণ দিলে তার জন্য আচরণে অনুমিত অংশীদার দায়বদ্ধ হয়।

গ উদ্দীপকে শিমুলের কাজের মাধ্যমে একমালিকানা ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগত সুবিধার দিকটি ফুটে উঠেছে।
একমালিকানা ব্যবসায় একজন মালিক কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এজন্য এ ব্যবসায় সাধারণত ক্ষুদ্র আয়তনের হয়ে থাকে। পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করে মালিক সুবিধা ও পছন্দানুযায়ী এ ব্যবসায়ের ক্ষেত্র নির্বাচন করতে পারে।
উদ্দীপকের শিমুল অল্প কিছু টাকা দিয়ে মৌসুমি ফলের ব্যবসায় করে। এ ধরনের ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব খুব কম। মালিক ইচ্ছা করলেই বিলোপসাধন করতে পারে। এ সুবিধার জন্য শিমুল তার মৌসুমি ফলের ব্যবসায় বন্ধ করে পাঞ্জাবি, টুপি ইত্যাদি বিক্রি শুরু করে। সুতরাং ব্যবসায়টি একমালিকানা হওয়াতে সে সহজেই তার ব্যবসায়ের ক্ষেত্র পরিবর্তন করার সুবিধা পেয়েছে।

http://teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকের শিমুল মৌসুম অনুযায়ী সময় উপযোগী পণ্য কেনাবেচার সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপলব্ধিকে আমি যথার্থ মনে করি।

একমালিকানা ব্যবসায় ক্ষেত্রগত সুবিধার মতো কতিপয় বিশেষ সুবিধা একচেটিয়াভাবে ভোগ করে থাকে। এ ব্যবসায়টি সহজে পরিবর্তনশীল। এতে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ থাকে। সীমিত পরিসরে যে কেউ এ ব্যবসায় গঠন করতে পারে।

উদ্দীপকে শিমুল প্রথমে মৌসুমি ফলের ব্যবসায় শুরু করে। গত বছর রমজান মাসে সে ফল বিক্রির ব্যবসায় বন্ধ করে পাঞ্জাবি, টুপি ইত্যাদি বিক্রয় শুরু করেন। এতে সে বেশ লাভবানও হয়। এখানে সে সহজেই ব্যবসায়ে ক্ষেত্র পরিবর্তন করে নতুন ধরনের পণ্য নিয়ে ব্যবসায় শুরু করে।

একমালিকানা ব্যবসায় স্বল্প পরিসরে স্বল্পপুঁজি নিয়ে গঠিত হয় বলে এ ব্যবসায়ের পণ্য সহজে পরিবর্তন করে নতুন পণ্য নিয়ে কাজ করা যায়। একেক মৌসুমে একেক পণ্যের চাহিদা বেশি থাকে। সে অনুযায়ী পণ্য পরিবর্তন করে মৌসুম অনুযায়ী পণ্য নির্বাচন করে ব্যবসায় পরিচালনা করলে অধিক লাভবান হওয়া যায়। অন্য কোনো ধরনের ব্যবসায়ে পণ্য পরিবর্তন সহজে সম্ভব নয়। উদ্দীপকের শিমুলও এভাবে মৌসুম অনুযায়ী পণ্য কেনাবেচা করতে চায়। সুতরাং তার সিদ্ধান্তটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১৬ রিয়াজ একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী। রিয়াজ ব্যবসায়িক ঋণ নিয়ে পণ্য ক্রয় করেন এবং অধিক লাভের আশায় বাকিতে পণ্য বিক্রি করেন। দোকানদারের কাছ থেকে যথাসময়ে টাকা আদায়ে ব্যর্থ হলে পাওনাদারদেরকেও দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হন। ফলে ব্যবসায়ের সকল দায় এককভাবে তাকে বহন করতে হয়। বছর শেষে তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণ ও পাওনাদারদের দেনা পরিশোধ করেন। *[লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা কী? ১

খ. WTO-এর কাজ কী? ২

গ. রিয়াজ-এর ব্যবসায়ের সীমাবদ্ধতাগুলো আলোচনা করো। ৩

ঘ. একমালিকানা ব্যবসায় পরিচালনায় রিয়াজ ব্যর্থতার কারণগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় স্থাপন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের যেসব আর্থিক ও অনার্থিক সাহায্য ব্যবসায়ের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে তাকে ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা বলে।

খ বিশ্ব-বাণিজ্যকে সকলের জন্য কল্যাণকর করতে যে প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী ভূমিকা রেখেছে তা হলো WTO।

বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থাকে সুসংহত করার উদ্দেশ্যেই WTO গঠন করা হয়। এটি এর সদস্যভুক্ত বিভিন্ন দেশের মধ্যকার বাণিজ্যিক বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তি করে। বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক আলোচনার একটি ফোরাম হিসেবে এটি দায়িত্ব পালন করে। উন্নয়নশীল দেশগুলো এ ফোরামে নিজেদের দাবি তুলে ধরতে পারে।

গ উদ্দীপকে রিয়াজের একমালিকানা ব্যবসায়ে বেশকিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

একমালিকানা ব্যবসায় একজন ব্যক্তির মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ব্যবসায়ে দায় অসীম হয়। স্থায়িত্বের অভাব এবং একক ঝুঁকি ও মূলধনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এসব অসুবিধার কারণে পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ব্যবসায় সংগঠন গড়ে উঠেছে।

উদ্দীপকে রিয়াজ একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক। তিনি একাই এ ব্যবসায় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। তার এ ব্যবসায়টি একটি একমালিকানা ব্যবসায়। পুঁজির স্বল্পতার কারণে তিনি ঋণ নিয়ে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন। পরবর্তীতে এ ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করে ঋণ পরিশোধ করেন। এগুলো একমালিকানা ব্যবসায়ের অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতার সাথে সংগতিপূর্ণ। সুতরাং, রিয়াজের ব্যবসায়ের পুঁজির স্বল্পতা, অসীম দায় এই দুইটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

ঘ ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ এবং বাকিতে পণ্য বিক্রয়ের জন্য একমালিকানা ব্যবসায় পরিচালনায় রিয়াজ ব্যর্থ হয়েছেন।

একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিক একাই মূলধন সরবরাহ করেন। নিজস্ব তহবিলের পাশাপাশি প্রয়োজন হলে তিনি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অথবা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে পারেন।

উদ্দীপকে রিয়াজ ব্যবসায়িক ঋণ নিয়ে পণ্য ক্রয় করেন। অধিক লাভের আশায় সেগুলো বাকিতে বিক্রয় করেন। দোকানদারের কাছ থেকে ঠিক সময়ে টাকা আদায় করতে না পারায় তিনি দেনা পরিশোধেও ব্যর্থ হন। রিয়াজ তার সব নিজস্ব অর্থ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন। তাই পরবর্তীতে ঋণ নিয়ে পণ্য ক্রয় করতে হয়। সেই পণ্য তিনি বাকিতে বিক্রয় করেন। তাই অর্থের অভাবে তিনি সময়মতো ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হন। ফলে তাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করে দেনা পরিশোধ করতে হয়। সুতরাং বলা যায়, রিয়াজ তার ব্যবসায়ের স্বল্পপুঁজি ও বাকিতে বিক্রয় করার জন্য সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হন।

প্রশ্ন ▶ ১৭ কৃষিক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনার কথা-বুঝতে পেরে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার পরও সত্যজিৎ কর্মকার চাকরি না নিয়ে কৃষিকাজকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। নিজ পুঁজি ও দক্ষতায় গড়ে তুলেছেন আধুনিক কৃষি খামার। বীজ থেকে চারা উৎপাদন, ডিম থেকে হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদন ইত্যাদির মাধ্যমে তার ব্যাপক কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী শহরে তিনি তার উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. ব্যবসায় কী? ১

খ. সার্বভৌমত্ব ব্যবসায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?-ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মালিকানার ভিত্তিতে উদ্দীপকের ব্যবসায়টি কোন ধরনের?-ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী শহরে বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈধভাবে পরিচালিত যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকে ব্যবসায় বলে।

খ সার্বভৌমত্ব বলতে কোনো দেশ বা রাষ্ট্রের নিজের অভ্যন্তরীণ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়।

যে দেশের সার্বভৌমত্ব অনুকূল নয়, সে দেশে ব্যবসায়ের ভিত মজবুত হতে পারে না। কারণ কোনো দেশের বাণিজ্য নীতি, করনীতি, বিনিয়োগনীতি। পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি ব্যবসায়ের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। তাই যেকোনো দেশের সার্বভৌমত্ব ঐ দেশের ব্যবসায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

গ মালিকানার ভিত্তিতে উদ্দীপকের ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠন।

একমালিকানা ব্যবসায় একক ব্যক্তির মালিকানায় গঠিত ও পরিচালিত হয়। মালিক নিজেই এ ব্যবসায়ে সব মূলধন বিনিয়োগ করেন। ব্যবসায়ের সব মুনাফা তিনি একই ভোগ করেন। ঝুঁকিও একাই বহন করেন।

Teachingbd.com

উদ্দীপকে সত্যজিৎ কর্মকার কৃষি কাজকে জীবিকা হিসেবে বেছে নেন। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কারণে তিনি নিজ দক্ষতায় আধুনিক কৃষি খামার গড়ে তোলেন। নিজেই পুঁজি বিনিয়োগ করেন। তিনি যেহেতু একাই সব পুঁজি বিনিয়োগ করেন, তাই খামারটির মালিক তিনি একাই। এসব বৈশিষ্ট্য একমালিকানা ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, মালিকানার ভিত্তিতে সত্যজিৎ কর্মকারের ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায়।

ঘ স্থানগত উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্দীপকের পার্শ্ববর্তী শহরে বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব।

উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যকার স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করা হয় পরিবহনের মাধ্যমে। এর ফলে এক স্থানে উৎপাদিত পণ্য অন্য স্থানের ভোক্তাদের কাছে পৌছানো যায়। এর মাধ্যমে ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়।

উদ্দীপকে সত্যজিৎ কর্মকার একজন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যুবক। তিনি কৃষি কাজকে জীবিকা হিসেবে বেছে নেন। নিজ পুঁজি ও দক্ষতায় গড়ে তুলেছেন আধুনিক কৃষি খামার। তার খামারে বীজ থেকে চারা উৎপাদন, ডিম থেকে হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদন ইত্যাদি কাজ চলে। সম্প্রতি তিনি পার্শ্ববর্তী শহরে উৎপাদিত পণ্যগুলো বাজারজাত করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

উদ্দীপকের সত্যজিত কর্মকারের এ উদ্যোগ সফল হবে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে। উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে স্থানগত দূরত্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। পরিবহনের মাধ্যমে এ বাধা দূর করা যায়। এর মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পণ্য পৌছানো যায়। সত্যজিৎ কর্মকার যদি তার উৎপাদিত পণ্যগুলো পাশের শহরে বিক্রি করতে চান তাহলে তাকে সেগুলো পরিবহনের মাধ্যমে নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং বলা যায়, স্থানগত উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী শহরে উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১৮ রাকিব শীতকালে টুপি, মাফলার, কম্বল, গ্রীষ্মকালে তালপাতার পাখা, রুমাল, গামছা, বর্ষাকালে ছাতা, বর্ষাতি ইত্যাদি বিক্রয় করে থাকেন। এই সকল পণ্য সামগ্রী পচনশীল না হওয়ায় রাকিবের বেশ মুনাফা হয়ে থাকে। *[সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা]*

ক. ব্যবসায় কাকে বলে? ১

খ. শিল্প কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাকিবের ব্যবসায়টি কোন ধরনের ব্যবসায়ের অন্তর্গত এবং কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাকিবের ব্যবসায় সংগঠনের মাধ্যমে কোন ধরনের ব্যবসায়ী উপকার ভোগী? দেশের অর্থনীতিতে-এর প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈধভাবে পরিচালিত যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকে ব্যবসায় বলে।

খ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে তা রূপান্তর করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে প্রস্তুত করা হয় তাকে শিল্প বলে।

এটি পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন ও রূপান্তর প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন এবং এর রূপগত পরিবর্তন করা হয়। ফলে পণ্যের নতুন উপযোগ সৃষ্টি হয়। উদাহরণ- তুলা থেকে কাপড় তৈরি, সুমদ্র থেকে মৎস্য আহরণ প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রাকিবের ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

একমালিকানা ব্যবসায় একজন মালিক কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এজন্য এ ব্যবসায় সাধারণত ক্ষুদ্র আয়তনের হয়ে থাকে। পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনায় মালিকের সুবিধা ও পছন্দ অনুযায়ী মালিক এ ব্যবসায়ের ক্ষেত্র নির্বাচন করতে পারে।

উদ্দীপকে রাকিব একেক ঋতুতে একেক পণ্যের ব্যবসায় করেন। শীতকালে টুপি, মাফলার, কম্বল, গ্রীষ্মকালে তালপাতার পাখা, রুমাল, গামছা; বর্ষাকালে ছাতা, বর্ষাতি ইত্যাদি বিক্রয় করেন। এসব ব্যবসায় পরিচালনায় বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয় না। তাই তিনি তার পছন্দ অনুযায়ী ব্যবসায় পরিবর্তন করেন। এ সকল পণ্য সামগ্রী পচনশীল না হওয়ায় তিনি ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করতে পারেন। এসব বৈশিষ্ট্য একমালিকানা ব্যবসায়ের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, রাকিবের ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠন।

ঘ রাকিবের ব্যবসায় সংগঠনের মাধ্যমে একমালিকানা ব্যবসায়ী বা উপকারভোগী। অর্থনীতিতে এ ব্যবসায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

একমালিকানা ব্যবসায়ের অন্যতম ক্ষেত্র হলো পরিবর্তনশীল চাহিদার পণ্যের ব্যবসায়। যেসব পণ্যের চাহিদা পরিবর্তনশীল এগুলোর উৎপাদন ও বণ্টন এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে গঠন ও পরিচালনা করা যায়। এতে দ্রুত মুনাফা অর্জন করা যায়।

উদ্দীপকের রাকিব শীতকালে টুপি, মাফলার, কম্বল; গ্রীষ্মকালে পাখা, রুমাল, গামছা; বর্ষাকালে ছাতা, বর্ষাতি ইত্যাদি বিক্রয় করেন। এসব পণ্য পচনশীল না হওয়ায় তিনি বেশ মুনাফা করতে পারছেন।

একমালিকানা ব্যবসায়ের মাধ্যমে যখন যে পণ্যের চাহিদা বেশি থাকে সেই পণ্যের ব্যবসায় গঠন করা যায়। এতে দ্রুত মুনাফা অর্জন হয়। ফলে একমালিকানা ব্যবসায়ীরা দ্রুত সফল হতে পারেন। তাদের সফলতা দেখে দেশের বেকার যুবকরা উৎসাহিত হন। তারা সহজেই অধিক চাহিদা সম্পন্ন পণ্যগুলো সংগ্রহ করে ব্যবসায় শুরু করতে পারেন। এতে দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি মানুষের অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটে। তাই বলা যায়, দেশের অর্থনীতিতে একমালিকানা ব্যবসায়ের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১৯ মুক্তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তাই তিনি শ্রমবিভাগকরণ, বিশেষীকরণ সম্পর্কে ভালো জানেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন ব্যাপক উৎপাদন ও প্রতিযোগিতার যুগেও কতিপয় ব্যবসায় বৃহদায়তন সংগঠনের পাশাপাশি জনপ্রিয়তার সাথে টিকে আছে এবং সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তাই তিনি এরূপ একটি ঝুঁকির ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান করবেন বলে স্থির করেছেন। *[পুটিয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. কম ঝুঁকির ব্যবসায় বলতে কোন ব্যবসায়কে বোঝায়? ১

খ. গোপনীয়তা রক্ষা ও যোগ্যতার প্রতিফলন একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য নাকি সুবিধা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মুক্তার দৃষ্টিতে কোন ব্যবসায় সংগঠন অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং কেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. ব্যাপক উৎপাদন ও প্রতিযোগিতার যুগেও বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পাশাপাশি ক্ষুদ্রায়তন একমালিকানা ব্যবসায় টিকে থাকায় পশ্চাতে মুক্তার দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করো। ৪

Teachingbd.com

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কম ঝুঁকির ব্যবসায় বলতে একমালিকানা ব্যবসায়কে বোঝায়।

সহায়ক তথ্য

একক ব্যক্তির মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে একমালিকানা ব্যবসায় বলে।

খ গোপনীয়তা রক্ষা ও যোগ্যতার প্রতিফলন একমালিকানা ব্যবসায়ের সুবিধা।

গোপনীয়তা রক্ষা ব্যবসায়ের সফলতার জন্য অপরিহার্য। একমালিকানা ব্যবসায় মালিক একই ব্যবসায়ের সব কাজ করেন বলে গোপনীয়তা বজায় রাখতে পারেন। আবার এ ব্যবসায়ের সফলতা মূলত নির্ভর করে মালিকের ব্যবসায় পরিচালনার যোগ্যতার ওপর। তাই বলা যায়, গোপনীয়তা রক্ষা ও যোগ্যতার প্রতিফলন একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য নয়; বরং সুবিধা।

গ মুক্তার দৃষ্টিতে একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠন অত্যন্ত জনপ্রিয়।

একক ব্যক্তির মালিকানায় একমালিকানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। যে কেউ স্বল্প পুঁজি নিয়ে এ ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করতে পারে। ব্যবসায়ের সব মুনাফা মালিক একাই ভোগ করে।

উদ্দীপকের মুক্তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতকোত্তর শেষ করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগে বৃহদায়তন সংগঠনের পাশাপাশি কতিপয় ব্যবসায় জনপ্রিয়তার সাথে টিকে আছে এবং সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তাই তিনি এরূপ একটি ঝুঁকির ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য ভাবছেন। সহজ গঠন, গোপনীয়তা রক্ষা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ভোক্তাদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, অবস্থানগত সুবিধা প্রভৃতির মাধ্যমে সহজেই ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করা যাবে। এসব সুবিধা একমালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই বলা যায়, এসব কারণেই একমালিকানা ব্যবসায় জনপ্রিয়।

ঘ মুক্তার দৃষ্টিতে ব্যাপক উৎপাদন ও প্রতিযোগিতার যুগেও বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পাশাপাশি ক্ষুদ্রায়তন একমালিকানা ব্যবসায় টিকে থাকার কারণ হলো ঝুঁকির স্বল্পতা।

স্বল্প পুঁজি নিয়েই এ ব্যবসায় গঠন করা যায়। এর মুনাফা মালিক একাই ভোগ করেন। আবার সব ঝুঁকিও মালিকই বহন করেন। মালিক দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যবসায়ের ঝুঁকি এড়াতে পারেন। তাই এ ব্যবসায়কে স্বল্প ঝুঁকির ব্যবসায়ও বলা হয়।

উদ্দীপকে মুক্তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি লক্ষ্য করেন, ব্যাপক প্রতিযোগিতার যুগেও কতিপয় ব্যবসায় বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পাশাপাশি টিকে আছে এবং সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি এরূপ একটি ঝুঁকির ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করবেন বলে স্থির করেন। এখানে একমালিকানা ব্যবসায়কে নির্দেশ করা হয়েছে।

একমালিকানা ব্যবসায় স্বল্পপুঁজির ব্যবসায়। লোকসান বা ক্ষতি হলে সেটা স্বল্প মাত্রায় হয়। বৃহদায়তন ব্যবসায়ে অধিক পুঁজি নিয়ে ব্যবসায় করতে হয় বলে ঝুঁকি পরিমাণও বেশি থাকে। এছাড়া একমালিকানা ব্যবসায়ে ক্ষেত্র পরিবর্তনের সুবিধা রয়েছে। ব্যবসায়ের ঝুঁকির সম্ভাবনা সৃষ্টি হলে মালিক দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষেত্র পরিবর্তন করে ঝুঁকি এড়াতে পারেন, যা বৃহদায়তন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সুতরাং ব্যাপক উৎপাদন ও প্রতিযোগিতার যুগে বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পাশাপাশি একমালিকানা ব্যবসায় টিকে থাকার কারণ হিসেবে 'ঝুঁকির স্বল্পতা' বিষয়টি মুক্তার দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাবিত করেছে।

প্রশ্ন ▶ ২০ মিসেস লুনা তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ১,০০,০০০ টাকা নিয়ে পাঁচজন কর্মীসহ তার নিজের এলাকায় একটি রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় শুরু করেন। মানসম্মত সেবা প্রদান করায় তার ব্যবসায় ব্যাপক সাফল্য আসে। ভোক্তার চাহিদা বাড়ায় তিনি ব্যবসাটিকে সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেন। যার কারণে বন্ধু মুহিত থেকে ৫০,০০০ টাকা ধার নেন। কিন্তু মিসেস লুনা অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার ব্যবসায়টি বন্ধের উপক্রম হয়েছে। এমতাবস্থায় বন্ধু মুহিত তার প্রদত্ত অর্থের জন্য লুনাকে বার বার বলা সত্ত্বেও লুনা দায় পরিশোধে অপারগতা প্রকাশ করে। মুহিত পাওনা আদায়ের জন্য আদালতেও মামলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

[পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. পুনঃরপ্তানি কী? ১

খ. পরিবর্তনশীল চাহিদার পণ্যের ক্ষেত্রে কোন ব্যবসায় উপযোগী ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের মিসেস লুনার স্থাপিত ব্যবসায়টি কী ধরনের- ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে পাওনা আদায়ের জন্য মুহিত কর্তৃক মামলা করার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিদেশ থেকে পণ্যসামগ্রী আমদানি করে তা পুনরায় অন্য দেশে রপ্তানি করাকে পুনঃরপ্তানি বলে।

খ পরিবর্তনশীল চাহিদার পণ্যের ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় উপযোগী।

একক মালিকানায় একমালিকানা ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হয়। মালিক একজন থাকায় এ ব্যবসায়ের আয়তন সীমিত পরিসরে হয়। এছাড়াও এ ব্যবসায়ের মূলধনও কম থাকে। ফলে পণ্যের পরিবর্তনশীলতায় সহজে ব্যবসায়ের কাঠামোগত পরিবর্তন করা যায়। তাই পরিবর্তনশীল পণ্যের চাহিদার ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায়ই উপযুক্ত।

গ উদ্দীপকের মিসেস লুনার স্থাপিত ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

একমালিকানা ব্যবসায় একক মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ব্যবসায়ের মালিক একজন থাকায় ইচ্ছা করলেই সহজে সীমিত মূলধন নিয়ে গঠন করা যায়। এ ব্যবসায়ের যাবতীয় লাভ মালিক একাই ভোগ করে এবং লোকসান হলে সব দায় তাকে একই বহন করতে হয়।

উদ্দীপকে মিসসে লুনা পাঁচজন কর্মী নিয়ে নিজের এলাকায় একটি রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় শুরু করেন। এক্ষেত্রে মূলধনের যোগান হিসেবে তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ১,০০,০০০ টাকা দেন। মানসম্মত সেবা প্রদান করায় তার ব্যবসায়ে ব্যাপক সাফল্য আসে। তিনি নিজেই তার ব্যবসায়টি পরিচালনা করেন। তার ব্যবসায় পরিচালনার জন্য তাকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। এসব বৈশিষ্ট্য একমালিকানা ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, মিসেস লুনার স্থাপিত ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে পাওনা আদায়ের জন্য মুহিত কর্তৃক মামলা করার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

একমালিকানা ব্যবসায় একক মালিকানায় গঠিত ও পরিচালিত হয়। এরূপ ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি এবং দায়সমূহের জন্য মালিক একাই দায়ী থাকে। এ ব্যবসায়ের সৃষ্ট দায় মেটানোর জন্য মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও দায়বদ্ধ থাকে।

উদ্দীপকে মিসেস লুনা তার নিজের এলাকায় একটি রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় শুরু করেন। মানসম্মত সেবা প্রদান করায় তার ব্যবসায়ের প্রতি ভোক্তার চাহিদা বাড়ার ফলে তিনি তার ব্যবসায় সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেন। এই

Teachingbd.com

লক্ষ্যে তিনি তার বন্ধু মুহিতের কাছ থেকে ৫০,০০০ টাকা ধার নেন। কিন্তু মিসেস লুনা অসুস্থ হয়ে পড়ায় ব্যবসায়টি বন্ধের উপক্রম হয় এবং তিনি মুহিতের ঋণ পরিশোধে অপরাগতা প্রকাশ করেন। তাই মুহিত তার পাওনা আদায়ের জন্য মিসেস লুনার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করার সিদ্ধান্ত নেন।

উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে জনাব মুহিতের মিসেস লুনার বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক। কারণ মিসেস লুনা একমালিকানা ব্যবসায় পরিচালনা করেন। এরূপ ব্যবসায়ের আইনগত সত্তা নেই এবং মালিকের দায় অসীম হয়। এই অসীম দায়ের কারণে মিসেস লুনা তার ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে ব্যবসায়ের দায় পরিশোধে বাধ্য। এমতাবস্থায় মুহিতের আদালতে মামলার মাধ্যমে পাওনা আদায়ের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২১ কালশীমাটি গ্রামের ফরহাদ ছাগল পালনের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ বাড়িতে একটি খামার গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে খামারটি সম্প্রসারণের জন্য এনজিও থেকে ঋণ নেন এবং অতিরিক্ত পাঁচজন কর্মী নিয়োগ দেন। কিন্তু হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে কিছু ছাগলের মৃত্যু হওয়ায় খামারটি নিয়ে তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়েন।

[পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ল্যাব. স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]

ক. ব্যবসায় উদ্যোগ কী? ১

খ. 'মুনাফা হলো ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার' ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ফরহাদ যে খামারটি গড়ে তোলেন, তা কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ফরহাদের শঙ্কার সাথে ব্যবসায়ের কোন বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যতা রয়েছে এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় কী? মূল্যায়ন করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন স্বেচ্ছায় কোনো ব্যবসায় গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে।

খ ব্যবসায়ের আয় থেকে ব্যয় বা ক্ষতি বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই মুনাফা।

ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা। মুনাফার আশায় ব্যবসায় করলেও এতে বিভিন্ন ঝুঁকির (পণ্য বিনষ্ট হওয়া, চাহিদা হ্রাস পাওয়া) কারণে লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ ঝুঁকি না নিলে ব্যবসায় করা যায় না। ব্যবসায়ের ঝুঁকি না নিলে মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা থাকে না। তাই মুনাফাকে ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার বলা হয়।

গ উদ্দীপকে ফরহাদ যে খামারটি গড়ে তোলেন, তা একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠন।

একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিক নিজেই গঠন ও পরিচালনা করেন। তবে সহযোগিতার জন্য বেতনভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগ দিতে পারেন। মালিক একাই এ ব্যবসায়ে মূলধনের যোগান দেন। অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন হলে ঋণ নিতে পারেন।

উদ্দীপকে কালশীমাটি গ্রামের ফরহাদ ছাগল পালনের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ বাড়িতে একটি খামার দেন। খামারটি সম্প্রসারণ করার জন্য তিনি এনজিও থেকে ঋণ নেন। এছাড়া তিনি খামার পরিচালনায় সহযোগিতার জন্য অতিরিক্ত পাঁচজন কর্মচারী নিয়োগ দেন। ফরহাদ নিজেই এ খামারের মালিক। তাই ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতিও তিনি একই বহন করেন। এসব বৈশিষ্ট্য একমালিকানা ব্যবসায়ের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, ফরহাদের দেওয়া খামারটি একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠন।

ঘ উদ্দীপকে ফরহাদের শঙ্কার সাথে ব্যবসায়ের 'ঝুঁকি' বৈশিষ্ট্যটির সাদৃশ্য রয়েছে। এবং এটি বিমার মাধ্যমে উত্তরণ করা সম্ভব।

ব্যবসায়ে বিভিন্ন (চাহিদা হ্রাস, দুর্ঘটনা, চুরি, ডাকাতি) কারণে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। যার কারণে ব্যবসায়ের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়। এ ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঝুঁকির বিপক্ষে বিমা করা হয়। বিমা ব্যবসায়ের ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে।

উদ্দীপকের ফরহাদ ছাগল পালনের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি খামার দেন। খামার সম্প্রসারণের জন্য তিনি এনজিও থেকে ঋণও নেন। কিন্তু হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে কিছু ছাগলের মৃত্যু হলে খামারটি নিয়ে ফরহাদ শঙ্কিত হন।

উদ্দীপকে খামারের কয়েকটি ছাগলের মৃত্যু ফরহাদের ব্যবসায়ে ঝুঁকির সৃষ্টি করেছে। কারণ ছাগলের মৃত্যুতে সে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হলো বিমা করা। ফরহাদ তার খামারের জন্য গবাদিপশু বিমা করলে পরবর্তীতে ছাগলের মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ পাবেন। এতে তার আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি, কমবে। সুতরাং উদ্দীপকে ফরহাদের শঙ্কার কারণ হলো আর্থিক ঝুঁকি যা বিমার মাধ্যমে দূর করা যাবে।

প্রশ্ন ▶ ২২ মিস. পলি যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে পুঁতি ও বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে ফুল, ফুলদানি, ব্যাগ, শোপিস, ডোর বেল, ঝাড়বাতি ইত্যাদি জিনিস তৈরি করেন। তৈরিকৃত পণ্যগুলো মিস. পলি নিজে ক্রেতাদের সরবরাহ করেন। মিস. পলি ক্রেতাদের সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করেন না। ক্রেতারা মিস পলির ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখে। বর্তমানে মিস. পলির সফলতা দিন দিন বাড়ছে। তাই তিনি ভাবছেন যে কিছু লোক নিয়োগ দেবেন। *[পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. বাণিজ্য কী? ১

খ. পুনঃরপ্তানি বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ব্যবসায়ের আওতাভেদে মিস. পলির ব্যবসায়ের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিস. পলির ব্যবসায়ে সফলতার মূল কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছানোর জন্য সম্পাদিত যাবতীয় যেমন: ক্রয়, বিক্রয়, পরিবহন প্রভৃতি কাজকে বাণিজ্য বলে।

খ বিদেশে থেকে পণ্যসামগ্রী আমদানি করে তা আবার অন্য দেশে রপ্তানি করাকে পুনঃরপ্তানি বলে।

এর মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্য অন্য দেশে বেশি দামে বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করা যায়। পুনঃরপ্তানি প্রক্রিয়ায় পণ্য আমদানি করে তা সরাসরি বা কিছুটা প্রক্রিয়াজাত করে পণ্যের গুণগত মান ও ব্যবহার উপযোগিতা বাড়ানো যায়। দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক না থাকলে তৃতীয় দেশ উক্ত দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে পুনঃরপ্তানির মাধ্যমে।

গ ব্যবসায়ের আওতাভেদে উদ্দীপকে মিস. পলির ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

একমালিকানা ব্যবসায় এক ব্যক্তির লাভের উদ্দেশ্যে একক মালিকানার ভিত্তিতে গঠিত ও পরিচালিত হয়। সীমিত মূলধন নিয়ে এই ব্যবসায় সহজেই গঠন করা যায়। মালিক নিজেই ব্যবসায় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে বলে সফলতা অর্জন সহজ হয়।

উদ্দীপকে মিস. পলি যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অপ্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে ফুল, ব্যাগ, ডোরবেল, ঝাড়বাতি ইত্যাদি জিনিস তৈরি করেন।

Teachingbd.com

এসব পণ্য তিনি নিজেই ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেন। মিস. পলির এই ব্যবসায় শুরু করতে কম মূলধন লাগে। এছাড়া পরিচালনার কাজ তিনি নিজেই করেন। তাই খুব বেশি ব্যয় হয় না। ক্রেতাদের সাথে তিনি কখনো খারাপ ব্যবহার করেন না। তাই তার সফলতা দিন দিন বাড়ছে। এসব বৈশিষ্ট্য একমালিকানা ব্যবসায়ের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, মিস. পলির ব্যবসায়টি একমালিকানা সংগঠন।

ঘ মিস. পলির ব্যবসায়ের সফলতার মূল কারণ ক্রেতাদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করা।

একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিক ও পরিচালক একই ব্যক্তি। মালিক একাই ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান করেন। এতে ক্রেতাদের সাথে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ক্রেতাদের পছন্দ মতো পণ্য সরবরাহ করে এ ব্যবসায়ে দ্রুত ও সফলতা লাভ করা যায়।

উদ্দীপকে মিস. পলি যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অপ্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে বিভিন্ন নতুন জিনিস (ফুল, ফুলদানি, ব্যাগ, শোপিস ইত্যাদি) তৈরি করেন। তিনি নিজেই তৈরি পণ্যগুলো ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেন। মিস. পলি ক্রেতাদের সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করেন না। ক্রেতারা মিস. পলির ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখেন।

মিস. পলি-নিজে ক্রেতাদের কাছে পণ্য পৌঁছে দেওয়ায় ক্রেতাদের সাথে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এতে মিস. পলি ক্রেতাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সবসময় ভালো ব্যবহার করেন। এছাড়া ক্রেতাদের সবসময় ভালো পণ্য সরবরাহ করায় সচেষ্ট থাকেন। ভালো পণ্য পাওয়ায় ক্রেতারা সন্তুষ্ট হন। ফলে তারা মিস. পলিকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন। এতে তার এবং তার ব্যবসায়ের সুনাম বৃদ্ধি পায়। তাই বলা যায়, ক্রেতাদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তৈরি করায় মিস. পলির সফলতা দিন দিন বাড়ছে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ আজু মিয়া ৫ জন কর্মচারী নিয়ে ১ লক্ষ টাকা এবং বন্ধু কবিরের কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা ধার নিয়ে একটি ফাস্টফুডের দোকান দেন। অতিরিক্ত অর্থের কারণে বন্ধু রনির কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকা সুদ প্রদানের শর্তে ধার নেন। হঠাৎ আজু মিয়া মারা গেলে তার বন্ধুরা পাওনা আদায়ের জন্য আদালতের আশ্রয় নেন। আদালত আজু মিয়ার ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে পাওনা পরিশোধের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

ক. ব্যবসায় কী? ১

খ. মুনাফা অর্জন ছাড়া ব্যবসায়ী ব্যবসা করেন না- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ব্যবসায়টি কোন প্রকৃতির? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আজু মিয়ার ব্যবসায়ের কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে আদালত এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈধভাবে পরিচালিত যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকে (উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয় ইত্যাদি) ব্যবসায় বলে।

খ মুনাফা অর্জন ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য।

মুনাফা অর্জন ছাড়া ব্যবসায়ীর পক্ষে ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্ভব নয়। অর্জিত মুনাফা দিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করেন। এছাড়া ব্যবসায়ের পরিধি বাড়ান। তাই বলা হয়, মুনাফা অর্জন ছাড়া ব্যবসায়ী ব্যবসায় করেন না।

গ উদ্দীপকের ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠনের অন্তর্গত।

একমালিকানা ব্যবসায় একজন ব্যক্তির মালিকানায় গঠিত ও পরিচালিত হয়। এ ব্যবসায়ে মালিক নিজেই মূলধনের যোগান দেন। অর্জিত মুনাফার ওপর শুধু মালিকের অধিকার থাকে। তাছাড়া এ ব্যবসায়ের গঠন তুলনামূলকভাবে সহজ।

উদ্দীপকে আজু মিয়া নিজস্ব ১ লক্ষ টাকা এবং বন্ধুর কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা ধার নিয়ে একটি ফাস্টফুডের দোকান দেন। পরবর্তীতে তিনি আরও ২ লক্ষ টাকা ধার নিয়ে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন। কাজের সহযোগিতার জন্য আজু মিয়া ৫ জন কর্মচারী নিয়োগ করেন। ব্যবসায়ের অর্জিত মুনাফা তিনি একাই ভোগ করেন। ঝুঁকিও একাই বহন করেন। হঠাৎ তার মৃত্যুর সাথে সাথে ব্যবসায়েরও বিলুপ্তি ঘটে। সুতরাং তিনি ব্যবসায়ের একক মালিক হওয়ায় আজু মিয়ার ব্যবসায়টিকে একমালিকানা ব্যবসায় বলা যায়।

ঘ আজু মিয়ার ব্যবসায়ের 'অসীম দায়' বৈশিষ্ট্যের কারণে আদালত এ সিদ্ধান্ত দিয়েছে।

অসীম দায়ের ফলে ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত মূলধনের বাইরে দায়-দায়িত্বের সৃষ্টি হয়। একমালিকানা ব্যবসায়ে দেনার জন্য মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্ষেত্রবিশেষে দায়বদ্ধ থাকে। সরবরাহকৃত মূলধন দ্বারা দায় পরিশোধ না হলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করে দেনা শোধ করতে হয়।

উদ্দীপকে আজু মিয়া নিজ উদ্যোগে একটি ফাস্টফুডের দোকান দেন। তিনি এখানে নিজস্ব ১ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন। বিভিন্ন সময়ে অতিরিক্ত অর্থের দরকার হলে তিনি তার বন্ধুদের কাছ থেকে ৩ লক্ষ টাকা ধার করেন। হঠাৎ আজু মিয়া মারা গেলে তার বন্ধুরা পাওনা আদায়ের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আদালত আজু মিয়ার ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে পাওনা পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করেন।

আজু মিয়ার ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠন। এই ব্যবসায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো দেনার জন্য মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি দায়বদ্ধ থাকে। আজু মিয়া নিজস্ব ১ লক্ষ টাকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন, যা দিয়ে ৩ লক্ষ টাকার পাওনা পরিশোধ করা সম্ভব নয়। তাই তার বন্ধুরা আদালতের শরণাপন্ন হন। আদালত আজু মিয়ার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করে পাওনা পরিশোধের নির্দেশ দেন। সুতরাং, ব্যবসায়ের অসীম দায়ের জন্য আদালত এই নির্দেশ দেন।

প্রশ্ন ▶ ২৪ নয়ন হোসেন ১০ বছর ধরে চট্টগ্রাম শহরে একটি মুদি দোকান চালাচ্ছেন। গ্রাহকের সাথে তার সম্পর্ক ভালো। যুক্তিসঙ্গত দামে গ্রাহকের রুচি অনুযায়ী পণ্য বিক্রি করেন। প্রতিযোগিতার মধ্যেও তার গ্রাহক বেড়েছে। এখন তিনি বড় আকারের দোকান দেওয়ার কথা ভাবছেন। এজন্য তার অধিক টাকার প্রয়োজন। বন্ধু রহিম তার ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ করতে চান। ব্যাংকও ঋণ দিতে রাজি।

[ঝালকাঠি সরকারি কলেজ]

ক. প্রমিতকরণ কাকে বলে? ১

খ. শিল্পকে উৎপাদনের বাহন বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে নয়ন হোসেনের কর্মকাণ্ডে একমালিকানা ব্যবসায়ের কোন সুবিধাটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বড় দোকান দেওয়ার ক্ষেত্রে নয়ন হোসেনের করণীয় সম্পর্কে তোমার অভিমত উদ্দীপকের আলোকে তুলে ধরো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পণ্যের আকার, ওজন ও রং অনুযায়ী পণ্যের মান নির্ধারণ করাকে প্রমিতকরণ বলে।

Teachingbd.com

খ যে প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে রূপান্তর করা হয় তাকে শিল্প বলে।
মানুষের অভাব পূরণের জন্য বিভিন্ন পণ্য বা সেবাসামগ্রী উৎপাদন করাই শিল্পের কাজ। ব্যবসায়ের উৎপাদন সংক্রান্ত কাজ শিল্পের দ্বারা সংঘটিত হয়। এজন্যই শিল্পকে উৎপাদনের বাহন বলা হয়।

গ উদ্দীপকের নয়ন হোসেনের কর্মকাণ্ডে একমালিকানা ব্যবসায়ের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের সুবিধাটি ফুটে উঠেছে।
একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিকের সাথে কর্মচারী ও গ্রাহকদের সরাসরি সম্পর্ক তৈরি করা যায়। এ ব্যবসায়ের পরিধি ছোট হওয়ায় মালিক নিজেই তার ব্যবসায় পরিচালনা করেন। এর ফলে গ্রাহকদের সাথে তার ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
উদ্দীপকে নয়ন হোসেন ১০ বছর ধরে চট্টগ্রামে একটি মুদি দোকান চালাচ্ছেন। যুক্তিসঙ্গত দামে গ্রাহকের রুচি অনুযায়ী পণ্য বিক্রয় করেন। তাই প্রতিযোগিতার মাঝেও তার গ্রাহক বেড়েছে। নিজের ব্যবসায়ের পণ্য সরাসরি ভোক্তার কাছে বিক্রয় করায় তাদের সাথে তার সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এরূপ সম্পর্ক একমালিকানা ব্যবসায়ের অন্যতম সুবিধা। সুতরাং বলা যায়, গ্রাহকদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সুবিধাটিই নয়ন হোসেনের ব্যবসায়ে ফুটে উঠেছে।

ঘ বড় দোকান দেওয়ার ক্ষেত্রে নয়ন হোসেনের করণীয় হবে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া।
ব্যবসায় পরিচালনা ও সম্প্রসারণের জন্য ব্যবসায়ীকে প্রতিনিয়ত অর্থের যোগান দিতে হয়। সুবিধাজনক উৎস থেকে পুঁজি সংগ্রহ করতে পারলে ব্যবসায় পরিচালনা সহজ হয়।
উদ্দীপকে নয়ন হোসেনের ব্যবসায় ভালো চলায় প্রতিযোগিতার মধ্যেও তার গ্রাহক বেড়েছে। এখন বড় আকারের দোকান দেওয়ার কথা ভাবছেন। এজন্য তার অধিক অর্থের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তার বন্ধু ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগ করতে চায়। আবার ব্যাংক ও তাকে ঋণ দিতে রাজি।
উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে বন্ধুর থেকে অর্থ না নেওয়াই উত্তম হবে। বন্ধুর কাছ থেকে অর্থ নিলে তিনি ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। এমনকি ব্যবসায়ের অংশীদারও হতে চাইতে পারেন। এক্ষেত্রে ব্যবসায় পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটবে। অপরদিকে ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে প্রতিমাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ দিতে হবে। তবে ব্যাংক কখনো ব্যবসায়ে পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করবে না। এতে ব্যবসায়ের যে মুনাফা হবে পুরোটাই নয়ন হোসেন ভোগ করতে পারবেন। এসব দিক বিবেচনায় তার জন্য ব্যাংক ঋণ নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ২৫ মি. P একটি স্বনামধন্য বেসরকারি কলেজের শিক্ষক। কলেজের কাছেই কয়েকটি ব্যাংক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তিনি তার সঞ্চিত অর্থ দ্বারা কলেজের সন্নিকটে একটি ভবনের নিচতলা ভাড়া নিয়ে বড় দোকান দেন। তার দোকানের ১ম অংশে স্টেশনারি, ২য় অংশে ফটোকপি মেশিন ও ৩য় অংশে মোবাইল ব্যাংকিং এর ব্যবসায় শুরু করলেন। মি. P তার তিন ভাইকে দোকানের তিনটি অংশের দায়িত্ব প্রদান করলেন। অল্পদিনের মধ্যে তার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়টি সফলতা অর্জন করে। *[সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর]*

ক. ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য কী? ১
খ. একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিকের অসীম দায় বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মি. P-এর ব্যবসায়টি মালিকানার ভিত্তিতে কোন ধরনের? ৩
ঘ. মি. P-এর ব্যবসায়ের সফলতা লাভে ব্যবসায়ের ক্ষেত্র ও স্থান নির্বাচনের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসারে প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন।

খ অসীম দায় বলতে ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত মূলধনের বাইরে মালিকের যে দায়-দায়িত্বের সৃষ্টি হয়, তাকে বোঝায়।
একমালিকানা ব্যবসায়ের যতটুকু দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি হয় তার সবটুকু মালিককে একাই বহন করতে হয়। সরবরাহকৃত মূলধন দিয়ে যদি দায় পরিশোধ না হয় তাহলে মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করে দেনা শোধ করতে হয়। একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিক যেমন একা সমস্ত মুনাফা ভোগ করেন, ঠিক তেমনি সমস্ত দায় তাকেই বহন করতে হয়। তাই এ ব্যবসায়ে মালিকের দায় অসীম হয়।

গ উদ্দীপকে মি. P-এর ব্যবসায়টি মালিকানার ভিত্তিতে একমালিকানা ব্যবসায়ের অন্তর্গত।
একমালিকানা ব্যবসায়ে একজন মাত্র মালিক থাকে। মালিক একাই সমস্ত মুনাফা ভোগ এবং ঝুঁকি বহন করেন। তবে মালিক তার সহযোগিতার জন্য বেতনের ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ করতে পারেন।
মি P স্বনামধন্য বেসরকারি কলেজের শিক্ষক। তিনি তার সঞ্চিত অর্থ দিয়ে কলেজের কাছে একটি বড় দোকান দেন। দোকানের ১ম অংশে স্টেশনারি, ২য় অংশে ফটোকপি মেশিন ও ৩য় অংশে মোবাইল ব্যাংকিং এর ব্যবসায় শুরু করেন। মি. P তার তিন ভাইকে দোকানের তিনটি অংশের দায়িত্ব প্রদান করেন। কিন্তু ব্যবসায়ের সমস্ত মুনাফা তিনি একাই ভোগ করেন এবং ঝুঁকি বহন করেন। ভাইদের ব্যবসায়ের দায়িত্ব দেন কিন্তু মালিকানা দেননি। ব্যবসায়ের মালিক মি. P নিজেই। এসব বৈশিষ্ট্য একমালিকানা ব্যবসায়ের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, মি. P এর সংগঠনটি একমালিকানা ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

ঘ মি. P-এর ব্যবসায়ের সফলতা অর্জনে ব্যবসায়ের ক্ষেত্র ও স্থান নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
একমালিকানা ব্যবসায়ের সফলতা লাভের জন্য সচেতনভাবে উপযুক্ত ক্ষেত্র ও স্থান নির্বাচন করতে হয়। কেননা একটি ব্যবসায়ে সফলতা তখনই আসে যখন ব্যবসায়ের অসংখ্য ভোক্তা থাকে। ভোক্তার সংখ্যা কম হলে ব্যবসায়ে সফলতা আসে না।
মি. P তার সঞ্চিত অর্থ দিয়ে একটি একমালিকানা ব্যবসায় শুরু করেন। তার ব্যবসায়ের আশেপাশে কলেজ, ব্যাংক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাই তিনি ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হিসেবে স্টেশনারি, ফটোকপি ও মোবাইল ব্যাংকিং নির্বাচন করেন। অল্পদিনের মধ্যে ব্যবসায়টি সফলতা অর্জন করে।
মি. P যে স্থানে ব্যবসায় স্থাপন করেন সেখানে অসংখ্য ভোক্তা রয়েছে। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের স্টেশনারি দ্রব্য (যেমন: খাতা, কলম) এবং ফটোকপির দরকার পড়ে। এছাড়া ব্যাংক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের স্টেশনারি ও ফটোকপির পাশাপাশি অর্থ আদান-প্রদানের জন্য মোবাইল ব্যাংকিং এর প্রয়োজন হয়। সুতরাং মি. P এর ব্যবসায়ের সফলতা লাভে উপযুক্ত ক্ষেত্র ও স্থান নির্বাচন ভূমিকা রেখেছে।

Teachingbd.com

অধ্যায়-৩: একমালিকানা ব্যবসায়

৬৩. বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যবসায় সংগঠন কোনটি? (জ্ঞান) /খিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক) অংশীদারি ব্যবসায় খ) কোম্পানি ব্যবসায়
গ) সমবায় সংগঠন
ঘ) একমালিকানা ব্যবসায় **ঘ**

৬৪. কোন ধরনের ব্যবসায়ে মালিক একা মুনাফা ভোগ করে এবং মূলধন একাই সরবরাহ করে? (জ্ঞান) /সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক) একমালিকানা খ) যৌথ মূলধনী
গ) অংশীদারি ঘ) সমবায় সমিতি **ক**

৬৫. সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কোন ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন হয়? (জ্ঞান) /প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মুন্সীগঞ্জ/
ক) যৌথ মূলধনী খ) সমবায়
গ) ব্যবসায়ী জোট ঘ) অংশীদারি **ঘ**

৬৬. একমালিকানা ব্যবসায়ে ঝুঁকি কে বহন করে? (জ্ঞান) /নীলফামারী সরকারি কলেজ/
ক) মালিক খ) পরিচালনা পর্ষদ
গ) অংশীদার ঘ) সরকার **ক**

৬৭. কোন ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো আইন প্রযোজ্য হয় না? (জ্ঞান) /সরকারি কে.সি কলেজ, ঝিনাইদহ/
ক) একমালিকানা খ) অংশীদারি
গ) কোম্পানি ঘ) সমবায় সমিতি **ক**

৬৮. অন্যান্য ব্যবসায় সংগঠনের তুলনায় একমালিকানা ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ বেশি কেন? (অনুধাবন) /ঢাকা ইম্পিরিয়াল কলেজ/
ক) স্বল্প মূলধন হওয়ায়
খ) মালিক নিজেই ব্যবসায়ের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক বলে
গ) অসীম দায়ের কারণে
ঘ) মুনাফার একক মালিকানা হওয়ায় **খ**

৬৯. বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও জনবহুল দেশে আত্মকর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে একমালিকানা ব্যবসায় অধিক উপযোগী কেন? (উচ্চতর দক্ষতা) /নরসিংদী সরকারি কলেজ/
ক) খুব সহজেই গঠন করা যায়
খ) মালিকের নিজস্ব স্বাধীনতা রয়েছে
গ) ব্যবসায়ের সাফল্যের নিশ্চয়তা থাকায়
ঘ) যাবতীয় মুনাফা মালিক একাই ভোগ করে বিধায় **ক**

৭০. শাকসবজি বা পচনশীল দ্রব্যের বেচা-কেনা কেন একমালিকানা ব্যবসায়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়? (অনুধাবন) /সরকারি এমএম সিটি কলেজ, খুলনা/
ক) ভোক্তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন
খ) স্বল্প পুঁজির বিনিয়োগ
গ) আয়ুষ্কাল ক্ষণস্থায়ী
ঘ) অত্যধিক মুনাফা **ক**

৭১. কোন ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় অংশীদারি ব্যবসায় অপেক্ষা বেশি সুবিধা ভোগ করে? (জ্ঞান) /ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর/
ক) মূলধনের ক্ষেত্রে খ) দায়ের দিক থেকে
গ) নিবন্ধনের ক্ষেত্রে
ঘ) দ্রুত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে **ঘ**

৭২. স্বাধীনচেতা ব্যক্তির নিকট কোন ব্যবসায় সর্বকালের আশীর্বাদস্বরূপ? (জ্ঞান) /কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর/
ক) কোম্পানি ব্যবসায় খ) একমালিকানা ব্যবসায়
গ) অংশীদারি ব্যবসায় ঘ) সমবায় ব্যবসায় **খ**

৭৩. নিজস্ব ব্যবস্থাপনা কোন ব্যবসায় সংগঠনের বৈশিষ্ট্য? (জ্ঞান) /কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর/
ক) একমালিকানা খ) অংশীদারি
গ) যৌথ মূলধনী ঘ) সমবায় **ক**

৭৪. একমালিকানা ব্যবসায় সীমিত আয়তনের হয় কেন? (অনুধাবন) /সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এন্ড কলেজ/
ক) স্বল্প পুঁজি ও একক সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার জন্য
খ) একক মুনাফা ভোগের জন্য
গ) প্রত্যক্ষ সম্পর্কের জন্য
ঘ) অনিশ্চিত স্থায়িত্বের জন্য **ক**

৭৫. নতুন পণ্যের বাজার সৃষ্টি ও বণ্টনে একমালিকানা ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ কেন? (অনুধাবন) /খিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক) ভোক্তার সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রক্ষা করা
খ) বিক্রয় বৃদ্ধি করা
গ) অধিক মুনাফা করা
ঘ) দক্ষ বণ্টনের ব্যবস্থা করা **ক**

৭৬. একমালিকানা ব্যবসায়ের সবচেয়ে বড় সুবিধা কোনটি? (জ্ঞান) /সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ/
ক) সহজ গঠন খ) মালিকের স্বাধীনতা
গ) একক মালিকানা ঘ) দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ **ক**

৭৭. কোনটি একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র? (অনুধাবন) /মিরপুর গার্লস আই. ড্যাব. ইনস্টিটিউট, ঢাকা/
ক) রেস্টুরেন্ট খ) পাঁচ তারকা হোটেল
গ) কয়লা উত্তোলন ঘ) ইস্পাত তৈরি **ক**

৭৮. বৃহদায়তন অপেক্ষা একমালিকানা ব্যবসায় গঠনে উৎসাহী হবার কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা) /হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা/
ক) ঝুঁকির পরিমাণ বেশি
খ) ঝুঁকির পরিমাণ কম
গ) এক্ষেত্রে পণ্যের চাহিদা রুচির সাথে অপরিবর্তনশীল
ঘ) নিবন্ধন বাধ্যতামূলক **খ**

Teachingbd.com

৭৯. শিল্পবিপ্লবের ফলে — (অনুধাবন) /জালালাবাদ ক্যান্ট. পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট/
i. উৎপাদন ব্যবস্থা ক্ষুদ্রায়তনে রূপান্তরিত হয়
ii. উৎপাদন ব্যবস্থা বৃহদায়তনে রূপান্তরিত হয়
iii. একচেটিয়াভাবে মুনাফা অর্জনে লিপ্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৮০. একমালিকানা ব্যবসায়ের জনপ্রিয়তার সবচেয়ে বড় কারণ — (অনুধাবন)
/ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ/
i. গঠনে সহজতা ii. অল্প পুঁজি
iii. অসীম দায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৮১. দায়-দায়িত্বের বিবেচনায় একমালিকানা ব্যবসায় বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এর কারণ হলো — (অনুধাবন)
/সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
i. অসীম দায় ii. স্বল্প মূলধন
iii. আইনগত সত্তা নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৮২. একমালিকানা ব্যবসায়ের ব্যয় সংকোচন সম্পর্কে সঠিক বিবৃতিটি হলো — (উচ্চতর দক্ষতা) /বিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
i. মালিকের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান
ii. কর্মচারীনির্ভর ব্যবসায় চালানো
iii. মালিকের সযত্ন ও দক্ষ পরিচালনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৮৩. জনাব রহিম তার সঞ্চিত ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে গ্রামে একটি ফার্মেসি খুলে। এর ফলে — (প্রয়োগ)
/মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল/
i. অলস টাকার সদ্ব্যবহার হয়
ii. নগদ অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়
iii. জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৮৪. একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলো হলো — (অনুধাবন) /মিরপুর গার্লস আই. ল্যাব. ইনস্টিটিউট, ঢাকা/
i. স্থানীয় চাহিদার পণ্য
ii. দ্রুত পরিবর্তনশীল চাহিদার পণ্য
iii. পচনশীল পণ্যের ব্যবসায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৮৫. একমালিকানা ব্যবসায় বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় —
(অনুধাবন) /মিরপুর গার্লস আই. ল্যাব. ইনস্টিটিউট, ঢাকা/
i. স্বল্প পুঁজির কারণে
ii. সীমিত কার্যক্ষেত্রের কারণে
iii. সম্প্রসারণের সীমাবদ্ধতার কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৮৬. বৃহদায়তন ব্যবসায়ে থাকে — (অনুধাবন) /রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এন্ড কলেজ/
i. অধিক সুযোগ-সুবিধা ii. অধিক ঝুঁকি
iii. অধিক জনশক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৭ ও ৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
আনিলা হক একটা বুটিক প্রতিষ্ঠানের মালিক। তার কাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তিনি কাপড়ে বাংলা বর্ণমালা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন। মিসেস হকের সাফল্য দেখে এখন অনেকেই এরূপ ডিজাইন করছে। তাই তিনি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। /সরকারি গুরুদয়াল কলেজ, কিশোরগঞ্জ/

৮৭. আনিলা হকের সাফল্যের মুখ্য কারণ কোনটি? (প্রয়োগ)
ক কর্মে স্বাধীনতা খ একক সিদ্ধান্ত
গ একচেটিয়া ব্যবসায় ঘ ব্যক্তিগত নৈপুণ্য **ঘ**

৮৮. প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনে মিসেস হক করতে পারেন — (উচ্চতর দক্ষতা)
i. নতুন নতুন বিক্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা
ii. বাজারজাতকরণ প্রসার কার্যক্রম গ্রহণ
iii. পণ্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৯ ও ৯০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
মি. রমজান শহরে একটি পোল্ট্রি দোকান চালায়। নিজেই দোকান চালায়। তার আরও দুজন কর্মচারী রয়েছে। সে এলাকায় বেশ পরিচিত। পাশেই দুটি স্কুল গড়ে ওঠায় এখন তার ব্যবসায়ের সুযোগ অনেক প্রসারিত।
/রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, গাজীপুর/

৮৯. মি. রমজানের ব্যবসায় ভালো করার পিছনে একমালিকানা ব্যবসায়ের কোন সুবিধা অধিক কাজে লেগেছে? (প্রয়োগ)
ক রমজানের উৎসাহ
খ সহজ পরিচালনা
গ দ্রুত সিদ্ধান্ত
ঘ গ্রাহকদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক **ঘ**

৯০. মি. রমজানের পোল্ট্রি দোকান ভালো চলে। এর কারণ — (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দোকানের সাজসজ্জা ভালো বলে
ii. সে নিজেই ব্যবসায় চালায় বলে
iii. তার ব্যবসায়ের অবস্থান ভালো বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

http://teachingbd.com

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র

অধ্যায়-৪: অংশীদারি ব্যবসায়

প্রশ্ন ▶১ রনি, জনি ও তাদের আরও ৫ বন্ধু মিলে সমঝোতার ভিত্তিতে একটি কম্পিউটার ব্যবসায় শুরু করলেন। সুমি কম্পিউটার বিষয়ক জ্ঞানে পারদর্শী। সে কারণে এ ব্যবসায়ে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু সুমি কোনো মূলধন সরবরাহ করেনি। হঠাৎ রনি পাগল হয়ে গেলে তাদের ব্যবসায়টি জটিলতার সম্মুখীন হয়। *[দি. বো. ১৭]*

ক. ঘুমন্ত অংশীদার কাকে বলে? ১

খ. নাবালক কি অংশীদার হতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সুমি কোন ধরনের অংশীদার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রনি পাগল হওয়ায় ব্যবসায়টির কীরূপ বিলোপসাধন ঘটবে? তোমার মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন সরবরাহ করে এবং লাভ-লোকসান ভোগ করে, কিন্তু অধিকার থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায় পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে না তাকে ঘুমন্ত বা নিষ্ক্রিয় অংশীদার বলে।

খ আইন অনুযায়ী নাবালক অংশীদার হিসেবে গণ্য হতে পারে না।
অংশীদারি আইনের ৩০(১) ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো নাবালক আইনানুযায়ী অংশীদার হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু সব অংশীদার সম্মত হলে সাবালকত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত নাবালককে অংশীদারি ব্যবসায়ের সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নাবালক বিনিয়োগকৃত মূলধন পর্যন্ত দায় বহন করবে।

গ উদ্দীপকের সুমি একজন কর্মী অংশীদার।
কর্মী অংশীদার ব্যবসায়ে কোনো মূলধন বিনিয়োগ করে না। শুধু নিজস্ব শ্রম ও দক্ষতা দিয়ে ব্যবসায়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে; চুক্তি অনুযায়ী এরা অন্যান্য অংশীদারের ন্যায় ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতিতে অংশ নেয় এবং অসীম দায় বহনেও বাধ্য থাকে।
উদ্দীপকের রনি, জনি ও তাদের ৫ বন্ধু মিলে সমঝোতার ভিত্তিতে একটি কম্পিউটার ব্যবসায় শুরু করলেন, যা অংশীদারি ব্যবসায় হিসেবে গঠিত হয়েছে। সুমি কম্পিউটার বিষয়ক জ্ঞানে পারদর্শী। এ কারণে তাকে ব্যবসায়ের অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে সে কোনো মূলধন বিনিয়োগ করেনি। শুধু নিজস্ব কর্মদক্ষতার জন্যই এ ব্যবসায়ে তাকে অংশীদার করা হয়েছে। যাতে ব্যবসায়টি দক্ষভাবে চলে এবং অধিক মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। অন্যান্য অংশীদারের মতোই সে ব্যবসায়ের লাভে অংশগ্রহণ করে। এসব বৈশিষ্ট্য কর্মী অংশীদারের কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সুমি একজন কর্মী অংশীদার।

ঘ উদ্দীপকের রনি পাগল হওয়ায় ব্যবসায়টি আদালতের নির্দেশে বিলোপসাধন হবে।
আদালতের নির্দেশে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন হতে পারে। সাধারণত কোনো অংশীদার পাগল হলে বা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে কিংবা ব্যবসায় পরিচালনায় স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে আদালত ঐ ব্যবসায় বিলোপসাধনের নির্দেশ দেয়।
উদ্দীপকের রনি, জনি ও তাদের ৫ বন্ধু মিলে সমঝোতার ভিত্তিতে একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করেছেন। হঠাৎ রনি পাগল হয়ে গেলে তাদের ব্যবসায়টি পরিচালনায় জটিলতার সম্মুখীন হয়।
উদ্দীপকের অংশীদারি ব্যবসায়ে রনি একজন অংশীদার। তার মস্তিষ্ক বিকৃতি হওয়ায় সে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অক্ষম হয়ে পড়ে। অন্য অংশীদারগণও আইনানুযায়ী ব্যবসায় চালাতে পারবেন না।
অংশীদারি আইনের ৪৪ ধারা অনুযায়ী, কোনো অংশীদারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে আদালতের নির্দেশে ঐ ব্যবসায়ের বিলোপসাধন হয়। এ অবস্থায় আদালতের নির্দেশেই এ ব্যবসায়ের বিলোপসাধন করতে হবে। সুতরাং বলা যায়, রনি পাগল হওয়ায় ব্যবসায়টির আদালতের নির্দেশেই বিলোপ ঘটবে।

প্রশ্ন ▶২ রফিক, শফিক ও করিম একটি অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য। রফিক ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করেন ও পরিচালনায়ও অংশগ্রহণ করেন। শফিক মূলধন বিনিয়োগ করেন কিন্তু পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন না। করিম মূলধন বিনিয়োগ করেন না আবার পরিচালনায়ও অংশ নেন না। তবে ব্যবসায়ে তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। হঠাৎ রফিক মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে কর্তব্য পালনে স্থায়ীভাবে অসমর্থ হন। *[কু. বো., চ. বো. ১৭]*

ক. ক্রেডিট কার্ড কী? ১

খ. ই-ব্যাংকিং বলতে কী বোঝ? ২

গ. করিম কোন ধরনের অংশীদার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উল্লিখিত অংশীদারি ব্যবসায় টিকে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু? যুক্তিসহ লেখো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চুম্বকীয় শক্তিসম্পন্ন যে প্লাস্টিক কার্ড ব্যাংক তার গ্রাহকদের অর্থ উত্তোলন, ঋণ সুবিধা প্রদানসহ বাকিতে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সরবরাহ করে তাকে ক্রেডিট কার্ড বলে।

খ আধুনিক ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতি দ্রুত, নির্ভুল ও বিস্তৃত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করাকে ই-ব্যাংকিং বলে।
ইন্টারনেট নির্ভর কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে সার্বক্ষণিক ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করা যায়। এক্ষেত্রে স্বল্প সময়ে ও ব্যয়ে অর্থ জমা, উত্তোলন, স্থানান্তর এবং লেনদেনের তথ্য পাওয়া যায়। আবার ই-ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ATM (Automated Teller Machine) কার্ড ব্যবহার করে ২৪ ঘণ্টা ব্যাংকের বুথ থেকে লেনদেনের সুবিধা প্রদান পাওয়া যায়।

গ উদ্দীপকের করিম একজন নামমাত্র অংশীদার।
নামমাত্র অংশীদার মূলধন, শ্রম ও দক্ষতা কিছুই বিনিয়োগ করে না শুধু তার নামটি ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহারের অনুমতি দেন। তবে অন্যান্য অংশীদারের মতো অসীম দায় বহনে তিনি বাধ্য থাকেন না।
উদ্দীপকের রফিক, শফিক ও করিম একটি অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য। ব্যবসায়টিতে করিম মূলধন বিনিয়োগ করেননি। আবার ব্যবসায় পরিচালনায়ও অংশ নেন না। কিন্তু ব্যবসায়ে তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। যা তিনি ব্যবসায়ে ব্যবহারের অনুমতি দেন। তার সুনাম বা খ্যাতি ব্যবহার করেই ব্যবসায়ে অধিক মুনাফা অর্জনে সমর্থ হয়। এজন্যই তাকে অংশীদার হিসেবে নেওয়া হয়েছে। এসব কার্যক্রম নামমাত্র অংশীদারের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, করিম একজন নামমাত্র অংশীদার।

ঘ উল্লিখিত অংশীদারি ব্যবসায় আদালতের নির্দেশে বিলোপসাধন করতে হবে বলে এর টিকে থাকার সম্ভাবনা নেই।
আদালতের নির্দেশে অংশীদারি ব্যবসায় বিলোপসাধন হতে পারে। সাধারণত কোনো অংশীদার পাগল হলে বা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে কিংবা ব্যবসায় পরিচালনায় স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে আদালত ঐ ব্যবসায় বিলোপসাধনের নির্দেশ দেয়।
উদ্দীপকের রফিক, শফিক ও করিম একটি অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য। তারা প্রত্যেকেই সক্রিয় অংশীদার ছিলেন। হঠাৎ রফিক মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে কর্তব্য পালনে স্থায়ীভাবে অক্ষম হন।
অংশীদারি আইনের ৪৪ ধারা অনুযায়ী কোনো অংশীদারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে ঐ ব্যবসায় আদালতের নির্দেশে বিলোপসাধন করতে হয়। রফিকের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটায় তিনি ব্যবসায় পরিচালনায় ও দায় পরিশোধে অসমর্থ। এ অবস্থায় ব্যবসায়টি পরিচালনা করা সম্ভব নয় বলে আদালতের নির্দেশে ব্যবসায়টির বিলোপ ঘটবে। তাই বলা যায়, উক্ত অংশীদারি ব্যবসায়টির টিকে থাকার আর কোনো সম্ভাবনা নেই।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶৩ শফিক, আজিম ও রনি পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে একটি গৃহনির্মাণ ফার্ম গঠন করার পরিকল্পনা করেন। তারা উক্ত ফার্মে প্রকৌশলী রফিকের সুনাম ব্যবহার করার জন্য তাকে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করেন। চুক্তি অনুযায়ী তিনি উক্ত ব্যবসায়ে মূলধন, শ্রম বা দক্ষতা কিছুই বিনিয়োগ করেন না। কিন্তু মুনাফা ভোগ করেন এবং তিনি ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত দায় বহন করবেন। তিন বছর পর আজিম দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। তার ১৫ বছর বয়সী সন্তান তামীমকে তারা অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে। পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির দশ লক্ষ টাকা দায় সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও মূলধনসহ মোট দুই লক্ষ টাকা দায় মিটানো সম্ভব। অবশিষ্ট দায় মিটানোর জন্য শফিক ও রনি দুই লক্ষ টাকা করে চার লক্ষ টাকা প্রদান করে এবং রফিক ও তামীমকে দুই লক্ষ টাকা করে প্রদান করার জন্য চিঠি দেওয়া হয়। *[সি. বো. ১৭]*

ক. ঘুমন্ত অংশীদার কী? ১
খ. চুক্তিকে অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অংশীদারি ব্যবসায়ের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে দায় মেটানোর জন্য রফিক ও তামীমকে প্রদত্ত চিঠির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন সরবরাহ করে এবং লাভ-লোকসান ভোগ করে, কিন্তু অধিকার থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায় পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে না তাকে ঘুমন্ত বা নিষ্ক্রিয় অংশীদার বলে।

খ অংশীদারি ব্যবসায়ের পারস্পরিক সমঝোতার বিষয়বস্তুর লিখিত রূপকে অংশীদারি চুক্তিপত্র বলে।
অংশীদারি চুক্তি লিখিত, মৌখিক কিংবা লিখিত ও নিবন্ধিত হতে পারে। অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ, ব্যবসায় সম্পর্কিত যাবতীয় নিয়ম, বিলোপসাধন, বিবাদ, মীমাংসাসহ নানান বিষয় চুক্তিতে বিস্তারিত উল্লেখ থাকে। অংশীদারি ব্যবসায়ের সব কিছু চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই চুক্তিকে অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবসায়টি হলো নির্দিষ্ট অংশীদারি ব্যবসায়।
নির্দিষ্ট অংশীদারি ব্যবসায় নির্দিষ্ট মেয়াদের বা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গঠিত হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে বা উদ্দেশ্য অর্জনের পর এরূপ ব্যবসায় বিলোপসাধিত হয়।
উদ্দীপকের শফিক, আজিম ও রনি তিন বন্ধু পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করেন। উক্ত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য হলো একটি গৃহনির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা। গৃহনির্মাণের কাজ সম্পন্ন হলে ব্যবসায়টি বন্ধ হয়ে যাবে, যা নির্দিষ্ট অংশীদারি ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ব্যবসায়টি নির্দিষ্ট অংশীদারি ব্যবসায়।

ঘ উদ্দীপকের রফিক নামমাত্র এবং তামীম নাবালক অংশীদার হওয়ায়, দায় মেটানোর জন্য তাদেরকে চিঠি পাঠানো যুক্তিসঙ্গত হয়নি।
নামমাত্র অংশীদার নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে অংশীদারি ব্যবসায়ে তার সুনাম ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। এ ধরনের অংশীদারের দায় চুক্তি অনুযায়ী সীমিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে যার বয়স এখনো ১৮ বছর হয়নি, সে নাবালক অংশীদার। নাবালক অংশীদারের দায়ও সীমিত।
উদ্দীপকের ফার্মে প্রকৌশলী রফিকের সুনাম ব্যবহারের জন্য তাকে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তবে তিনি মুনাফা ভোগ করলেও ১০,০০০ টাকার অতিরিক্ত দায় বহন করবেন না। অপরদিকে তামীম ১৫ বছর বয়সে উক্ত ফার্মের অংশীদার হয়। ২ বছর পর তার বয়স বেড়ে ১৭ হয়েছে। তার বয়স যেহেতু ১৮ হয়নি, তাই সে একজন নাবালক অংশীদার। আর আইনত নাবালক অংশীদারের দায় বিনিয়োগকৃত মূলধন পর্যন্ত সীমিত।
উদ্দীপকের ব্যবসায়টির দশ লক্ষ টাকা দায় সৃষ্টি হয়। রফিক ও তামীমকে দুই লক্ষ টাকা করে প্রদান করার জন্য চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী রফিক ১০,০০০ টাকার অতিরিক্ত দায় বহনে বাধ্য নন। আর তামীম নাবালক হওয়ায় তার বিনিয়োগকৃত মূলধনের বেশি দায় সে বহন করবে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের দায় মেটানোর জন্য রফিক ও তামীমকে চিঠি পাঠানো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶৪ ফারজানা ও তার তিন বোন পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে জেকস নামক বুটিক হাউজ গড়ে তোলেন। ভালো ডিজাইন ও সুলভ মূল্যের কারণে প্রতিষ্ঠানটির পণ্য ক্রেতাদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পায়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি অল্পদিনে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। ৪ বছর পর ফারজানার বড় বোন মারা গেলে তার ১৬ বছর বয়সী ছেলে তৌকিরকে ব্যবসায় দেখাশোনার সুযোগ দেয়। ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য প্রতিষ্ঠানটি ৫০ লক্ষ টাকা ওয়ান ব্যাংক হতে ঋণ নেয়। *[য. বো. ১৭]*

ক. নামমাত্র অংশীদার কে? ১
খ. অংশীদারি চুক্তিপত্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি কোন প্রকৃতির? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানে গৃহীত ব্যাংক ঋণের দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে তৌকিরের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন, শ্রম ও দক্ষতা কিছুই বিনিয়োগ করে না এবং পরিচালনায়ও অংশগ্রহণ করে না শুধু নাম ব্যবহারের অনুমতি দেয় তাকে নামমাত্র অংশীদার বলে।

খ অংশীদারি ব্যবসায়ের পারস্পরিক সমঝোতার বিষয়বস্তুর লিখিত রূপকে অংশীদারি চুক্তিপত্র বলে।
অংশীদারি চুক্তি লিখিত, মৌখিক কিংবা লিখিত ও নিবন্ধিত হতে পারে। অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ, ব্যবসায় সম্পর্কিত যাবতীয় নিয়ম, বিলোপসাধন, বিবাদ, মীমাংসাসহ নানান বিষয় চুক্তিতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়। অংশীদারি ব্যবসায়ের সব কিছু চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই চুক্তিকে অংশীদারি ব্যবসায়ের ভিত্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি একটি অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন।
চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতাসম্পন্ন কমপক্ষে দু'জন ব্যক্তি মুনাফা অর্জন ও তা নিজেদের মধ্যে বণ্টনের উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করেন। চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের আলোকেই এ ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হয়।
উদ্দীপকে ফারজানা ও তার তিন বোন পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে জেকস নামক বুটিক হাউজ গড়ে তোলেন। ভালো ডিজাইন ও সুলভমূল্যের কারণে প্রতিষ্ঠানটির পণ্য ক্রেতাদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পায়। তারা এক ধরনের চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে এ ব্যবসায় গঠন করেন। চুক্তির আলোকেই তারা ব্যবসায় পরিচালনা করেন। যা অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন।

ঘ তৌকির নাবালক হওয়ার কারণে উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানে গৃহীত ব্যাংক ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে তার দায় সীমিত থাকবে।
কোনো নাবালককে অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করা হলে বিনিয়োগকৃত মূলধনের বেশি দায় তাকে বহন করতে হয় না। অর্থাৎ আইনত নাবালকের দায় সবসময় সীমিত।
উদ্দীপকের ফারজানা ও তার তিন বোন অংশীদারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ৪ বছর পর ফারজানার বড় বোন মারা গেলে তার ১৬ বছর বয়সী ছেলে তৌকিরকে ব্যবসায় দেখাশোনার সুযোগ দেওয়া হয়। এখানে তৌকির নাবালক বা সীমিত অংশীদার।
ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য প্রতিষ্ঠানটি ৫০ লক্ষ টাকা ওয়ান ব্যাংক হতে ঋণ নেয়। উক্ত ব্যাংক ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে তৌকিরকে এর দায় বহনে বাধ্য করা যাবে না। কারণ, নাবালক অংশীদার ব্যবসায়ের ঋণকৃত অর্থ পরিশোধে বাধ্য নয়। তবে সাবালক হওয়ার পর এরূপ দায় বহনে সে অন্যান্য অংশীদারদের মতোই বাধ্য থাকবে। সুতরাং বলা যায়, ব্যাংক ঋণ পরিশোধে বর্তমানে তৌকিরকে দায়ী করা যাবে না।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶৫ মুন এবং রবি 'সাদ ট্রেডার্স' নামে একটি অংশীদারি ব্যবসায় চালান। রাফি নামে তাদের বন্ধু প্রায়ই তাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে আসে। তাকেও ব্যবসায়টির একজন অংশীদার বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে সে নিজেকে একজন অংশীদার বলে পরিচয় দেয়। কিছুদিন পরে 'আশিক ট্রেডার্স' নামে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সাদ ট্রেডার্সের কাছে ৩০,০০০ টাকা দাবি করে। রাফি টাকাটা নিয়েছিল, এটা সত্যি ছিল কিন্তু 'সাদ ট্রেডার্স' সে অর্থ দিতে নারাজ। *[বি. বো. ১৭]*

ক. অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি কী? ১

খ. অংশীদারদের অসীম দায় বলতে কী বোঝ? ২

গ. সাদ ট্রেডার্সে রাফি কোন ধরনের অংশীদার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আশিক ট্রেডার্স কি আইনগতভাবে অর্থ ফেরত পাবে? কীভাবে পেতে পারে ব্যাখ্যা করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চুক্তিই অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি।

খ অংশীদারি ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত মূলধনের বাইরেও অংশীদারদের দায় সৃষ্টি হওয়াকে অংশীদারদের অসীম দায় বলে।

ব্যবসায়ের দেনার জন্য মালিকের বিনিয়োগকৃত মূলধন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি দায়বদ্ধ থাকে । বিনিয়োগকৃত মূলধন দ্বারা দায় পরিশোধ করা সম্ভব না হলে মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রি করে দেনা শোধ করতে হয়। কোনো অংশীদার দেউলিয়া হলে তার দায়ও অবশিষ্ট অংশীদারদের বহন করতে হয়। এজন্য এ ব্যবসায়ে অংশীদারের দায় অসীম।

গ উদ্দীপকের সাদ ট্রেডার্সে রাফি আচরণে অনুমিত অংশীদার।

আচরণে অনুমিত অংশীদার ব্যবসায়ের প্রকৃত অংশীদার না হয়েও আচার-আচরণ, কথাবার্তা দ্বারা নিজেকে অংশীদার হিসেবে পরিচয় দেয়। এরা অংশীদারদের না জানিয়ে কোনো ঋণ নিলে তাতে তার ব্যক্তিগত দায় সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকের মুন এবং রবি সাদ ট্রেডার্স নামে একটি অংশীদারি ব্যবসায় চালান। তাদের বন্ধু রাফি প্রায়ই তাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে আসে। তাকেও ব্যবসায়টির একজন অংশীদার বলে মনে করা হয়। মাঝে মাঝে সে নিজেকে একজন অংশীদার বলে পরিচয় দেয়। কোনো ব্যক্তি এভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হিসেবে পরিচয় দিলে তাকেও একজন অংশীদার হিসেবে গণ্য করা হয়। বৈশিষ্ট্যানুযায়ী এরূপ অংশীদার আচরণে অনুমিত অংশীদার হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং সাদ ট্রেডার্সে রাফি একজন আচরণে অনুমিত অংশীদার।

ঘ উদ্দীপকের আশিক ট্রেডার্স আইনগতভাবে সাদ ট্রেডার্স-এর নিকট থেকে অর্থ ফেরত পাবে না। তবে রাফি আচরণে অনুমিত অংশীদার হওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে তাকে অর্থ ফেরত দিতে হবে।

আচরণে অনুমিত অংশীদার সাধারণ অংশীদারদের না জানিয়ে কোনো ঋণ নিলে তাতে অংশীদারি ব্যবসায়ের কোনো দায় সৃষ্টি হয় না। তবে তাকে অংশীদার ভেবে কেউ ব্যবসায়ে ঋণ দিলে সেজন্য সে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবে।

উদ্দীপকের মুন এবং রবি সাদ ট্রেডার্স নামে একটি অংশীদারি ব্যবসায় চালান। তাদের বন্ধু রাফি প্রায়ই এখানে যাতায়াত করায় তাকেও একজন অংশীদার মনে করা হয়। এছাড়া সে নিজেও মাঝে মাঝে নিজেকে অংশীদার বলে পরিচয় দেয়। কিছুদিন পরে আশিক ট্রেডার্স নামে একটি প্রতিষ্ঠান সাদ ট্রেডার্সের কাছে ৩০,০০০ টাকা দাবি করে। এ অর্থ ব্যক্তিগতভাবে রাফি নিয়েছিল। কিন্তু সাদ ট্রেডার্স এ অর্থ ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

রাফি অংশীদারদের মতো আচরণ করলেও সে চুক্তিবদ্ধ কোনো অংশীদার নয় । তাই তাকে অংশীদার মনে করে আশিক ট্রেডার্স ঋণ দেওয়ায় এতে সাদ ট্রেডার্সের কোনো দায় সৃষ্টি হবে না। বরং এখানে রাফি ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ হবে। তাই আইনগতভাবে আশিক ট্রেডার্স তাদের পাওনা রাফির কাছ থেকে ফেরত পাবে ।

প্রশ্ন ▶৬ মীম টুপিতে নকশার কাজে বিশেষভাবে পারদর্শী। মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক চাহিদা থাকায় সে নকশাকৃত টুপি তৈরির কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। দক্ষতার কারণে অল্প সময়ের ব্যবধানে তার ব্যবসায় দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জন করে। ফলে মীম তার ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে চায়। কিন্তু তার পর্যাপ্ত মূলধন নেই। তার দুই বন্ধু ব্যবসায়ে মূলধন সরবরাহ করতে চায়। পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে তারা তিন বন্ধু মিলে ব্যবসায় পরিচালনা করতে রাজি হয়। *[চা. বো. ১৬]*

ক. ব্যবসায় পরিবেশ কী? ১

খ. প্রত্যক্ষ সেবা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মালিকানার ভিত্তিতে মীমের প্রথম পর্যায়ের ব্যবসায়ের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যবসায় সংগঠনের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়ে গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে ব্যবসায় পরিবেশ বলে।

খ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ভোক্তা বা গ্রাহকের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণে সক্ষম কোনো কাজ, সুবিধা বা তৃপ্তি সরাসরি প্রদান বা সরবরাহ করাকে প্রত্যক্ষ সেবা বলে।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত চিকিৎসক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, নিরীক্ষক প্রভৃতি পেশাজীবীগণ প্রত্যক্ষ সেবাকর্ম বিক্রি করে থাকেন। তাছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠান বিক্রয় পরবর্তী সেবাও প্রদান করে থাকে, যা ব্যবসায়ের আওতাভুক্ত প্রত্যক্ষ সেবা হিসেবে গণ্য করা হয়।

গ মালিকানার ভিত্তিতে মীমের প্রথম পর্যায়ের ব্যবসায়ের ধরন হলো একমালিকানা ব্যবসায়।

একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিক একজন এবং তিনি একাই ব্যবসায় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। এ ব্যবসায়ের যাবতীয় সিদ্ধান্ত মালিক একাই নিয়ে থাকে। ব্যবসায়ের লাভ বা লোকসানও তিনি একাই বহন করে।

মীম টুপিতে নকশার কাজে বিশেষ পারদর্শী। মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক চাহিদা থাকায় সে নকশাকৃত টুপি তৈরির কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। দক্ষতার কারণে অল্প সময়ের মধ্যে তার ব্যবসায় দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জন করে। অর্থাৎ মীম তার ব্যবসায়টি একাই পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। রপ্তানিকৃত টুপির আয়ও সে একাই ভোগ করে। তার ব্যবসায়টির মূলধন কম হওয়ায় আয়তনও সীমিত। তাই বলা যায়, মীমের প্রথম পর্যায়ের ব্যবসায়টি হলো একমালিকানা।

ঘ আমি মনে করি প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যবসায়ের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যবসায়টি শ্রেষ্ঠ।

এক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনায় গঠিত ব্যবসায় হলো একমালিকানা ব্যবসায়। অন্যদিকে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি চুক্তির আলোকে যখন মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবসায় পরিচালনা করে তখন তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে। বাড়তি সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করা হয়।

মীম প্রথম পর্যায়ে একমালিকানা ব্যবসায় করে। ব্যবসায়টি দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জন করায় এটি সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন পড়ে। পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব হলে দুই বন্ধুকেও ব্যবসায়ে অন্তর্ভুক্ত করে। পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে তিন বন্ধু ব্যবসায় পরিচালনা করতে রাজি হয়।

মীমের দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যবসায়টি হলো অংশীদারি সংগঠন। প্রথম ব্যবসায়ে মূলধনের পরিমাণ সীমিত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে একাধিক সদস্য হওয়ায় মূলধন বাড়বে। এতে ব্যবসায় সম্প্রসারণ সহজ হবে। এজন্যই আমার মতে দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যবসাটিই শ্রেষ্ঠ।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ৭ মাহমুদ, তাহসিন ও জহির তিনজন মিলে একটি নিটিং গার্মেন্টিস গড়ে তুলেছেন। পরবর্তীতে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার মিজানকে তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কারণে বিনা মূলধনের প্রতিষ্ঠানের অংশীদার করে নেওয়া হয়। মাহমুদ, তাহসিন ও মিজান ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ নেয় কিন্তু জহির অংশ নেয়নি। বছর শেষে জহির অন্যদের সমান মুনাফা দাবি করে। *[রা. বো.; চ. বো. ১৬]*

ক. অংশীদারি ব্যবসায় কী? ১

খ. নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় উত্তম কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মিজান কোন ধরনের অংশীদার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জহিরের মুনাফার দাবি কি যুক্তিযুক্ত? মতামত দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২ থেকে ২০ জন ব্যক্তি (ব্যাংকিং ব্যবসায় ১০ জন) স্বেচ্ছায় মূলধন সরবরাহ করে চুক্তির ভিত্তিতে যে ব্যবসায় গড়ে তোলে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

খ নিবন্ধকের অফিসে অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের নাম তালিকাভুক্ত করাকে অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলে।

অংশীদারি আইনের ৫৮ (১) ধারা অনুযায়ী এ ব্যবসায় নিবন্ধিত হয়। নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় অপর অংশীদারের বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে। নিবন্ধিত এ ব্যবসায় তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধেও মামলা করতে পারে। এছাড়াও পাল্টা পাওনা আদায়ে নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় সুবিধা পায়। এজন্যই নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় উত্তম।

গ মিজান হলো একজন কর্মী অংশীদার।

কর্মী অংশীদার ব্যবসায়ে কোনো মূলধন বিনিয়োগ করে না শুধু নিজস্ব শ্রম ও দক্ষতাকে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত রাখে। চুক্তি অনুযায়ী এরা অন্যান্য অংশীদারের মতো ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতিতে অংশ নেয়। এরা নিজেদের শ্রম, মেধা ও দক্ষতাকেই পুঁজি হিসেবে নিয়োগ করে।

মাহমুদ, তাহসিন ও জহির তিনজন মিলে একটি নিটিং গার্মেন্টিস গড়ে তুলেছেন। পরবর্তী সময়ে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার মিজানকে তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কারণে বিনা মূলধনে প্রতিষ্ঠানের অংশীদার করে নেয়। মিজান ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ নেয়। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মিজান শুধু শ্রম ও দক্ষতাকে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত করবে তবে অন্যান্য অংশীদারের মতো সে ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতিতে অংশ নেবে। মিজানের দক্ষতার কারণে প্রতিষ্ঠানও লাভবান হবে। এতে অন্য অংশীদাররাও লাভবান হবে, যা কর্মী অংশীদারের বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ মিজান একজন কর্মী অংশীদার।

ঘ জহিরের মুনাফার দাবি যুক্তিযুক্ত। কারণ সে ঘুমন্ত অংশীদার।

ঘুমন্ত অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ এবং লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করে কিন্তু ব্যবসায় পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় না। এরা অন্য অংশীদারদের ওপর আস্থা রেখে তাদের ওপর নির্ভর করে। এ অংশীদারের দায় অসীম হয়।

মাহমুদ, তাহসিন ও জহির তিনজন মিলে নিটিং গার্মেন্টিস গড়ে তুলেছে। পরে মিজানও অংশীদার হয়। মাহমুদ তাহসিন ও মিজান ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ নেয় কিন্তু জহির অংশ নেয়নি। বছর শেষে জহির অন্যদের সমান মুনাফা দাবি করে।

বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জহির হলো একজন ঘুমন্ত অংশীদার। কারণ সে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ নেয় না কিন্তু মূলধন ঠিকই বিনিয়োগ করেছে। ঘুমন্ত অংশীদাররা শর্ত অনুযায়ী অংশীদারের মতো সমান মুনাফা পাবে। তাই বলা যায়, জহির ঘুমন্ত অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও তার মুনাফা দাবি করা যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ৮ রাশেদ ও শাহেদ চুক্তিবদ্ধ হয়ে একটি অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করেন। রাশেদ ব্যবসায়ে ৫,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেন। কিন্তু খুলনায় একটি এনজিওতে চাকরিরত থাকার কারণে তিনি ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না। শাহেদ একাই ব্যবসায় পরিচালনা করেন এবং তারা ব্যবসায়ের লাভ সমানভাবে ভাগ করে নেন। শাহেদ ঢাকার বাংলাবাজার থেকে নগদের পাশাপাশি বাকিতেও পণ্য ক্রয় করে থাকেন। শাহেদ কিছুদিনের জন্য বিদেশে গেলে রাশেদ দোকানে বসেন। এর মাঝে একজন পাওনাদার ৫০,০০০ টাকা পাওনা আদায়ের জন্য দোকানে আসেন। কিন্তু রাশেদ পাওনাদারের দাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়। *[দি. বো. ১৬]*

ক. চুক্তিপত্র কী? ১

খ. 'চুক্তিই অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রাশেদ কোন ধরনের অংশীদার? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রাশেদ কি পাওনাদারের দাবিকে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তির বিষয়বস্তুর লিখিত রূপকে অংশীদারি চুক্তিপত্র বলে।

খ অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তির বিষয়বস্তুর লিখিত রূপকে অংশীদারি চুক্তিপত্র বলে।

অংশীদারি চুক্তি লিখিত এবং মৌখিক কিংবা লিখিত ও নিবন্ধিত হতে পারে। অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ ব্যবসায় সম্পর্কিত যাবতীয় নিয়ম, বিলোপসাধন, বিবাদ মীমাংসাসহ নানান বিষয় চুক্তিতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়। চুক্তি হতেই অংশীদারি ব্যবসায় জন্মলাভ করে এবং অংশীদারি ব্যবসায়ের সবকিছু চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই চুক্তিকে অংশীদারি ব্যবসায়ের ভিত্তি বলা হয়।

গ রাশেদ একজন ঘুমন্ত অংশীদার।

ঘুমন্ত অংশীদার ব্যবসায়ের মূলধন বিনিয়োগ করে, লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করে কিন্তু ব্যবসায় পরিচালনায় সম্পৃক্ত থাকে না। এ ধরনের অংশীদার ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করে এবং মুনাফা ভোগ করে, তবে পরিচালনায় অংশ নেয় না।

রাশেদ ও শাহেদ চুক্তিবদ্ধ হয়ে একটি অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করেন। রাশেদ ব্যবসায়ে ৫,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেন। তিনি চাকরি করায় ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতেন না। অন্য অংশীদার শাহেদ একাই ব্যবসায় পরিচালনা করেন। তবে ব্যবসায়ের লাভ তারা সমানভাবে ভাগ করে নেন। অতএব, ব্যবসায়টিতে রাশেদ একজন ঘুমন্ত অংশীদার হিসেবে কাজ করেন।

ঘ রাশেদ পাওনাদারের দাবিকে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন না।

অংশীদারি ব্যবসায়ে নিষ্ক্রিয় বা ঘুমন্ত অংশীদারদের দায়ও সক্রিয় অংশীদারদের মতো অসীম হয়। কোনো ঘুমন্ত বা নিষ্ক্রিয় অংশীদার ব্যবসায়ে তার দায় এড়াতে পারেন না।

রাশেদ ও শাহেদ চুক্তিবদ্ধ হয়ে একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করেন। রাশেদ ব্যবসায়ে ৫,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেন। কিন্তু চাকরিরত থাকার কারণে তিনি ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন না। শাহেদ কিছু দিনের জন্য বিদেশে গেলে রাশেদ দোকানে বসেন। এর মাঝে একজন পাওনাদার ৫০,০০০ টাকা আদায়ের জন্য আসলে রাশেদ তা পরিশোধে অস্বীকৃতি জানান। এটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অংশীদারি আইন পরিপন্থী।

অংশীদারি আইন অনুযায়ী রাশেদ অন্যান্য সক্রিয় অংশীদারের মতো ঝুঁকি বহন ও লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করবেন। তার দায়ও সক্রিয় অংশীদারদের মতো অসীম হয়। তাই কোনো দাবি বা দায় সৃষ্টি হলে জনাব রাশেদ তা বহন করত বাধ্য থাকবেন। সুতরাং উদ্দীপকে রাশেদের দায় অস্বীকার করা অযৌক্তিক।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶৯ কণা ও তমা ১০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগে একটি অংশীদারি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজনে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী মুনাকে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে এ শর্তে যে, মুনা ৬ লক্ষ টাকা দেবে, তবে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবে না। ২০১৫ সালে আদালত মুনাকে দেউলিয়া ঘোষণা করে। দুর্ভাগ্যবশত অল্পদিন পর সড়ক দুর্ঘটনায় কণা মৃত্যুবরণ করে। *[কু. বো. ১৬]*

ক. অংশীদারি ব্যবসায়ের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. আচরণে অনুমিত অংশীদার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মুনা কোন ধরনের অংশীদার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. প্রতিষ্ঠানটির পরিণতি সম্বন্ধে তোমার মতামত দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২ থেকে ২০ জন ব্যক্তি (ব্যাংকিং ব্যবসায় ১০ জন) স্বেচ্ছায় মূলধন সরবরাহ করে চুক্তির ভিত্তিতে যে ব্যবসায় গড়ে তোলে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

খ আচরণের মাধ্যমে নিজেকে কোনো ব্যবসায়ের অংশীদার হিসেবে পরিচয় দিলে তাকে আচরণে অনুমিত অংশীদার বলে।

অংশীদারি আইনের ২৮(ক) ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি ব্যবসায়ের অংশীদার না হয়েও যদি মৌখিক কথাবার্তা, লেখা বা অন্য কোনো আচরণের দ্বারা নিজেকে ব্যবসায়ের অংশীদার বলে পরিচয় দেয় তবে তাকে আচরণে অনুমিত অংশীদার বলে। এ ধরনের অংশীদারের আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তৃতীয় পক্ষ কোনো প্রকার ঋণ দিলে তার জন্য আচরণে অনুমিত অংশীদার দায়বদ্ধ হয়। এরূপ অংশীদার শুধু পরিচয়দানকারী অংশীদার।

গ মুনা একজন নিষ্ক্রিয় অংশীদার।

নিষ্ক্রিয় অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে, লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করে কিন্তু অধিকার থাকা সত্ত্বেও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না। এরা অন্যদের ওপর আস্থা রেখে ব্যবসায় পরিচালনার ভার তাদের ওপর ছেড়ে দেয়।

কণা ও তমা তাদের অংশীদারি ব্যবসায়ে অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজনে বান্ধবী মুনাকে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে। শর্ত থাকে যে, মুনা ৬ লক্ষ টাকা দেবে, তবে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবে না। মুনা ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করবে এবং লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করবে। তবে তার দায় অন্যান্য অংশীদারের মতো অসীম হবে। এভাবে মুনার মধ্যে একজন ঘুমন্ত বা নিষ্ক্রিয় অংশীদারের সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সুতরাং তিনি একজন ঘুমন্ত বা নিষ্ক্রিয় অংশীদার।

ঘ কণা, তমা ও মুনার অংশীদারি ব্যবসায়টির বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে বিলোপসাধন ঘটবে।

অংশীদারদের মধ্যকার অংশীদারি সম্পর্কের বিলুপ্তিকে অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধন বলে। ৫টি উপায়ে অংশীদারি ব্যবসায়ে বিলোপ ঘটে। এর মধ্যে অন্যতম হলো বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে বিলোপসাধন।

কণা ও তমা ১০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগে একটি অংশীদারি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজনে তারা বান্ধবী মুনাকে ৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগের শর্তে নিষ্ক্রিয় অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে। ২০১৫ সালে আদালত মুনাকে দেউলিয়া ঘোষণা করে। অল্পকিছু দিন পরে সড়ক দুর্ঘটনায় কণার মৃত্যু হয়।

যদি কোনো অংশীদারি ব্যবসায়ের কোনো অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত হয় বা মারা যায়, তাহলে ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৪২ ধারা অনুযায়ী ব্যবসায়টির অবসান ঘটে। উদ্দীপকের ব্যবসায়টির একজন অংশীদার মুনা আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছে এবং আরেকজন অংশীদার কণার মৃত্যু হয়েছে। কাজেই উক্ত ব্যবসায়ের বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে বিলোপসাধন হবে।

প্রশ্ন ▶১০ ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে বিরেন, বিজয় ও স্বাধীন সমঝোতার ভিত্তিতে একটি ব্যবসায় শুরু করলেন। তাদের প্রত্যেকের মূলধন এক লক্ষ টাকা। ২০১১ সালে বিরেনের মৃত্যুর পর তার ১০ বছরের কন্যা মুক্তিকে বিজয় ও স্বাধীনের সম্মতিতে ব্যবসায়ের অংশীদার করা হয়। ২০১২ সালে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যবসায়ের মুনাফা সামান্যই হলো। ২০১৫ সালের ১লা জুলাই তারিখে বিজয় দেউলিয়া ঘোষিত হলো। তখন ব্যবসায়ের দায়ের পরিমাণ তিন লক্ষ টাকা। *[সি. বো. ১৬]*

ক. অংশীদারি চুক্তিপত্র কী? ১

খ. অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ২০১১ সালে মুক্তি কোন ধরনের অংশীদার ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিজয়ের দেউলিয়াত্বে উক্ত ব্যবসায়ের মুক্তির দায় নিরূপণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তির বিষয়বস্তুর লিখিত রূপকে অংশীদারি চুক্তিপত্র বলে।

খ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত অংশীদারি নিবন্ধনের অফিসে অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্র সংরক্ষণ ও নাম তালিকাভুক্ত রাখাকে অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলে।

১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৫৮ ধারায় অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ পদ্ধতি অনুযায়ী নিবন্ধনের অফিস থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করে যথাযথভাবে পূরণের পর নির্ধারিত ফিসহ জমা দিয়ে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হয়। অতঃপর নিবন্ধক পত্র দিয়ে নিবন্ধনের বিষয় জানিয়ে দেন। এটিই অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন।

গ ২০১১ সালে মুক্তি নাবালক অংশীদার ছিল।

চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতার অভাবে একজন নাবালক ব্যবসায়ের অংশীদার হতে পারে না। কিন্তু পিতার মৃত্যুতে বা উত্তরাধিকার সূত্রে ব্যবসায়ের অন্য সব অংশীদারের সম্মতিক্রমে সে ব্যবসায় হতে মুনাফা ভোগ করতে পারে।

২০১০ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে বিরেন, বিজয় ও স্বাধীন একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করে। তাদের প্রত্যেকের মূলধন ১ লক্ষ টাকা। কিন্তু ২০১১ সালে বিরেনের মৃত্যুর পর তার ১০ বছরের কন্যা মুক্তিকে তাদের সম্মতিক্রমে ব্যবসায়ের অংশীদার করেন। মুক্তির বয়স ১০ বছর হওয়ায় সে একজন নাবালক। সাধারণত একজন নাবালক অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদার হতে পারে না। মুক্তি তার পিতার মৃত্যুতে সবার সম্মতিক্রমে ব্যবসায়ের মুনাফা ভোগ করতে পারে। এক্ষেত্রে তাকে নাবালক অংশীদার বলা যায়।

ঘ বিজয়ের দেউলিয়াত্বে উক্ত ব্যবসায়ের মুক্তির দায় ১ লক্ষ টাকা।

অংশীদারি ব্যবসায়ে নাবালক অংশীদারদের দায় সীমিত। অংশীদারদের দায় যতই হউক, একজন নাবালক অংশীদারের দায় তার মূলধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সে ব্যবসায়ের অসীম দায় বহন করে না।

বিরেন, বিজয় ও স্বাধীন সমঝোতার ভিত্তিতে যে অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করে এতে প্রত্যেকের মূলধন ১ লক্ষ টাকা। এ অনুযায়ী মুক্তির মূলধন ১ লক্ষ টাকা। বিজয় দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ায় ব্যবসায়ের দায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় তিন লক্ষ টাকায়। নাবালক অংশীদারের দায় সীমিত হওয়ার কারণে মূলধন অনুযায়ী মুক্তির দায়ের পরিমাণ হবে ১ লক্ষ টাকা।

মুক্তি যদি নাবালক অংশীদার না হতো তাহলে তার দায়ের পরিমাণ হতো ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। অংশীদারি ব্যবসায়ে নাবালককে অংশীদার করা হলে তার দায় সীমাবদ্ধ থাকে। তাই বলা যায়, মুক্তির দায়ের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ১১ সোহাগ, সাত্তার ও সৌমিত্র তিন বন্ধু। সমঝোতার ভিত্তিতে প্রত্যেকে সমান মূলধন বিনিয়োগ করে ঢাকার বাংলাবাজারে একটি আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস চালু করে। ব্যবসায়িক সফলতার কারণে তারা আরেকটি মেশিন ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু হাতে নগদ টাকা না থাকায় তারা এমন অংশীদার নেওয়ার কথা ভাবছে তার দায় যেমনই হোক না কেন পরিচালনায় অংশ নিতে পারবে না। *[বি. বো. ১৬]*

ক. নামমাত্র অংশীদার কে? ১

খ. চুক্তিকে কেন অংশীদারি ব্যবসায়ের মূলভিত্তি বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে বন্ধুদের অংশীদারি ব্যবসায়টি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বন্ধুদের নতুন অংশীদার নেওয়ার সিদ্ধান্তে যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অংশীদার মূলধন, শ্রম ও দক্ষতা কিছুই বিনিয়োগ করে না এবং পরিচালনায়ও অংশগ্রহণ করে না শুধু নাম ব্যবহারের অনুমতি দেয় ও মুনাফা ভোগ করে তাকে নামমাত্র অংশীদার বলে।

খ অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তির বিষয়বস্তুর লিখিত রূপকে অংশীদারি চুক্তিপত্র বলে।

অংশীদারি চুক্তি লিখিত এবং মৌখিক কিংবা লিখিত ও নিবন্ধিত হতে পারে। অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ ব্যবসায় সম্পর্কিত যাবতীয় নিয়ম, বিলোপসাধন, বিবাদ মীমাংসাসহ নানান বিষয় চুক্তিতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়। চুক্তি হতেই অংশীদারি ব্যবসায় জন্মলাভ করে এবং অংশীদারি ব্যবসায়ের সব কিছু চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই চুক্তিকে অংশীদারি ব্যবসায়ের ভিত্তি বলা হয়।

গ তিন বন্ধুর অংশীদারি ব্যবসায়টি একটি সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়।

যে অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদারগণের দায়-দায়িত্ব সীমাহীন এবং ব্যবসায় পরিচালনায় প্রত্যেকেই অংশগ্রহণের অধিকারী হয়, তাকে সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায় বলে। এরূপ অংশীদারি ব্যবসায়ে সদস্যের দায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি দ্বারা দায়বদ্ধ হয়।

তিন বন্ধু সোহাগ, সাত্তার এবং সৌমিত্র অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করে। তারা সমঝোতার ভিত্তিতে প্রত্যেকে সমান মূলধন বিনিয়োগ করে ঢাকার বাংলাবাজারে একটি আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস চালু করে। ব্যবসায়টিতে তিন বন্ধুর দায় সীমাবদ্ধ নয়। অর্থাৎ ব্যবসায়ের দেনার জন্য তিন বন্ধুই ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ থাকবে। মুনাফা হলেও তিনজন সমান ভাগ পাবে। সুতরাং বলা যায়, অংশীদারি ব্যবসায়টি একটি সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়।

ঘ বন্ধুদের অংশীদারি ব্যবসায়ে নতুন অংশীদার নেওয়ার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত যৌক্তিক।

অংশীদারি ব্যবসায়ের প্রত্যেক সদস্যই একজন অংশীদার। মূলধন, মেধা, সময় এবং সুনাম বিনিয়োগ করে অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদার হওয়া যায়।

তিন বন্ধু একটি অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য। তাদের প্রিন্টিং ব্যবসায়টি ভালোই চলছিল। কিন্তু নতুন একটি মেশিন ক্রয়ের জন্য নগদ টাকার প্রয়োজন হলে তারা মূলধন বিনিয়োগের শর্তে অংশীদার গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল। নতুন অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবে না। কেবল মূলধন বিনিয়োগ করবে এবং মুনাফার ভাগ পাবে।

ঘুমন্ত অংশীদার গ্রহণের মাধ্যমে তিন বন্ধু ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। ঘুমন্ত অংশীদার গ্রহণ করায় তাদের ব্যবসায় পরিচালনায় কোনো সমস্যা হবে না। নতুন অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় কোনো হস্তক্ষেপও করতে পারবে না। এতে স্বাভাবিকভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। সুতরাং মূলধনের সংস্থান করতে অংশীদার গ্রহণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ১২ মি. রাজ্জাক ও তার বন্ধু সাজ্জাদ সমঝোতার ভিত্তিতে পাটের তৈরি হস্তশিল্পের পণ্যসামগ্রী কিনে এনে বাণিজ্য মেলায় স্টল দেন। বাণিজ্য মেলায় তাদের পণ্যগুলো ভোক্তাদের কাছে সমাদৃত হওয়ায় মুনাফা ভালো হয়। ক্রেতাসাধারণ মেলা শেষে তাদের ব্যবসায়ের স্থায়ী ঠিকানার সন্ধান চান। এ কারণে তারা স্থায়ীভাবে ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য মূলধনের তেমন সমস্যা না থাকলেও অন্যান্য বিষয় নিয়ে ভাবছেন। *[বি. বো. ১৬]*

ক. খুচরা ব্যবসায় কী? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসায়ের অবদান ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. রাজ্জাকের ব্যবসায়টি কোন ধরনের অংশীদারি ব্যবসায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত ব্যবসায়টি স্থায়ীভাবে চালিয়ে যাবার জন্য সর্বপ্রথম করণীয় সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাইকারদের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করে খুচরা মূল্যে সরাসরি ভোক্তাদের নিকট বিক্রির সাথে জড়িত ব্যবসায় হলো খুচরা ব্যবসায়।

খ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি হলো ব্যবসায়।

ব্যবসায় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বণ্টনের মাধ্যমে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য ঠিক রাখে। ব্যবসায় দেশের সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক গতি সঞ্চার করে। ব্যবসায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় বৃহৎ পুঁজিতে রূপ নেয়। ব্যবসায় পরিবহন, ব্যাংকিং এবং শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়। ব্যবসায়ের মাধ্যমে দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসায়ের অবদান অনস্বীকার্য।

গ মি. রাজ্জাকের ব্যবসায়টি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের অংশীদারি ব্যবসায়।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদে অংশীদারি ব্যবসায় গড়ে তোলেন। সময় বা মেয়াদ শেষ হলেই এরূপ ব্যবসায়ের বিলোপসাধন ঘটে।

মি. রাজ্জাক ও তার বন্ধু সাজ্জাদ পাটের তৈরি হস্তশিল্পের পণ্যসামগ্রী কিনে এনে বাণিজ্য মেলায় স্টল দেন। বাণিজ্য মেলা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আয়োজন করা হয়। মেলার মেয়াদ শেষ হলেই রাজ্জাকদের স্টল বা ব্যবসায়ও শেষ হয়ে যাবে। মি. রাজ্জাক ও তার বন্ধু সমঝোতার ভিত্তিতে অর্থাৎ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায় শুরু করেছিলেন। ব্যবসায়টি কেবল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হওয়ায় এটি নির্দিষ্ট মেয়াদের অংশীদারি ব্যবসায় হিসেবে গণ্য হবে।

ঘ মি. রাজ্জাক ও তার বন্ধুর ব্যবসায়টি স্থায়ীভাবে চালিয়ে যাবার জন্য সর্বপ্রথম চুক্তিপত্র সম্পাদন করা উচিত।

অংশীদারদের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তার লিখিত রূপই হলো অংশীদারি চুক্তিপত্র। এটি স্থায়ী সময়ের জন্য সব সমস্যার সমাধান প্রদান করে।

মি. রাজ্জাক তার বন্ধুকে নিয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করেন। বাণিজ্য মেলায় তাদের পণ্যগুলো ভোক্তাদের কাছে সমাদৃত হওয়ায় মুনাফাও ভালো হয়। ক্রেতাসাধারণের চাহিদা বিবেচনা করে মি. রাজ্জাক ও তার বন্ধু স্থায়ীভাবে ব্যবসায়টি সম্প্রসারণ করতে চান। এক্ষেত্রে তাদেরকে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে।

মি. রাজ্জাক ও তার বন্ধু মৌখিক চুক্তির মাধ্যমে ব্যবসায়টি শুরু করেছিলেন। এখন তারা স্থায়ীভাবে ব্যবসায়টি চালিয়ে যেতে চান। এ ধরনের পরিস্থিতিতে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করা উচিত। লিখিত চুক্তিপত্রে তারা ব্যবসায়টির গঠন, পরিচালনা এবং সম্প্রসারণসহ যাবতীয় বিষয় উল্লেখ করবেন। সুতরাং সর্বপ্রথমে এ চুক্তিপত্র সম্পাদন করেই দুই বন্ধু তাদের ব্যবসায়টি স্থায়ীভাবে চালিয়ে যেতে পারবেন।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ১৩ জনাব ইফতি ও তার ৬ বন্ধু মিলে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ছয় মাস পর তাদের একজন অংশীদার জনাব মুহিত অবসর গ্রহণ করেন। তবে তার বিনিয়োগকৃত মূলধন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে রেখে দেন। ক্রমাগত ব্যবসায়ের লোকসান হওয়ায় জনাব মুহিত তার অর্থ আদায় নিয়ে বেশ চিন্তিত। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

ক. চুক্তিপত্র কী? ১

খ. অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন বলতে কী বুঝায়? ২

গ. জনাব মুহিত কোন ধরনের অংশীদার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত পরিস্থিতিতে জনাব মুহিত কি আদালতে শরণাপন্ন হয়ে তার অর্থ ফেরত পাবেন? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যে পত্রের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করেন তাকে চুক্তিপত্র বলে।

খ অংশীদারদের মধ্যকার চুক্তিবন্ধ সম্পর্কের অবসানকে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন বলে।

বিলোপসাধনের ফলে অংশীদারি ব্যবসায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে, বাধ্যতামূলক, বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এবং আদালতের নির্দেশে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন হতে পারে।

গ জনাব মুহিত আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার।

এ অংশীদার অবসর গ্রহণের পর মূলধন উত্তোলন করে না। ব্যবসায়ের ঋণ হিসেবে তা রেখে দেয়। তার বিনিময়ে সে সুদ নিয়ে থাকে। এ অংশীদার বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে অবসর নিলে ব্যবসায়ের দায় দেনা তাকেও বহন করতে হয়। বাস্তবে এরা অংশীদার নয় বরং ব্যবসায়ের পাওনাদার বা ঋণাদাতা।

উদ্দীপকের জনার ইফতি ও তার বন্ধু মিলে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ছয় মাস পর তাদের একজন অংশীদার জনাব মুহিত অবসর নেন। তিনি তার বিনিয়োগকৃত মূলধন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে রেখে দেন। তার এই মূলধন তিনি প্রতিষ্ঠানে ঋণ হিসেবে রেখে দেন। তার এই কর্মকাণ্ড আপাতদৃষ্টিতে অংশীদারকেই ইঙ্গিত করে। তাই বলা যায়, জনাব মুহিত একজন আপাতদৃষ্টিতে অংশীদার।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত পরিস্থিতিতে জনাব মুহিত আদালতের শরণাপন্ন হয়ে তার অর্থ ফেরত পাবেন।

আপাতদৃষ্টিতে অংশীদার অবসর গ্রহণের পর তার মূলধন ঋণ হিসেবে প্রতিষ্ঠানে রেখে দেন। এ জন্য তিনি প্রতিষ্ঠান থেকে সুদ নিয়ে থাকেন। তারা মূলত ঋণদান হিসেবে গণ্য হন। তবে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিলোপসাধন না করলে তাকে ব্যবসায়ের দায়ের ভার নিতে হয়।

উদ্দীপকের জনাব ইফতি ও তার ছয় বন্ধু মিলে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ছয় মাস পর তাদের একজন অংশীদার জনাব মুহিত অবসর নেন। তিনি তার মূলধন উত্তোলন না করে ঋণ হিসেবে রেখে যান। ক্রমাগত ব্যবসায়ের লোকসান হচ্ছে। এতে করে জনাব মুহিত তার অর্থ আদায় নিয়ে বেশ চিন্তিত।

অংশীদারি ব্যবসায়ের ঋণদাতা বা পাওনাদারগণ তাদের পাওনা আদায় করতে পারে। এক্ষেত্রে তারা আইনের আওতায় যেতে পারে। জনাব মুহিত অবসর নেয়ার পর মূলধন প্রতিষ্ঠানে রেখে যান। যা ঋণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে জনাব মুহিত ঐ প্রতিষ্ঠানের একজন পাওনাদার। তার রেখে আসা মূলধন বা ঋণের টাকা তিনি আদায় করতে পারবেন। তিনি প্রয়োজনে আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন। এতে ঐ প্রতিষ্ঠান তার টাকা পরিশোধে বাধ্য থাকবে। সুতরাং বলা যায়, জনাব মুহিত আদালতে শরণাপন্ন হলে তার অর্থ ফেরত পাবেন।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জনাব করিম ও তার দুই বন্ধু মিলে সমঝোতার ভিত্তিতে ও মুনাফা ভাগাভাগির উদ্দেশ্যে 'সমতা প্রিন্টিং প্রেস' নামে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সর্বসম্মতিক্রমে মি. করিম ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন এবং বাৎসরিক ১ লক্ষ টাকা বেতন গ্রহণ করেন। কিন্তু কোন মূলধন সরবরাহ করেন না। কয়েক বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি আশানুরূপ মুনাফা অর্জন করায় সফলতার সাথে চলতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ করিম অসুস্থ হয়ে পড়লে সে আর ব্যবসায় চালিয়ে যেতে পারবে না বলে জানান। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. অংশীদারি চুক্তিপত্র কী? ১

খ. অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব করিম কোন ধরনের অংশীদার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'সমতা প্রিন্টিং' প্রেসের পরিণতি কী হতে পারে? মতামত দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অংশীদারদের পারস্পরিক সমঝোতা বা চুক্তির লিখিত রূপকে অংশীদারি চুক্তিপত্র বলে।

খ অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধনের কার্যালয়ে অংশীদারি ব্যবসায়ের নাম তালিকাভুক্তিকরণ ও চুক্তিপত্র সংরক্ষণকে অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলা হয়।

অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন বলতে মূলত এর চুক্তিপত্রের নিবন্ধনকে বোঝায়। অংশীদার আইন-১৯৩২ অনুযায়ী, অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। তবে অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধনের ফলে অংশীদারি চুক্তিপত্রটি একটি আইনসম্মত দলিলে রূপান্তরিত হয়। এর ফলে অংশীদারি ব্যবসায় ও অংশীদারগণ বেশ কিছু সুবিধা ভোগ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব করিম একজন কর্মী অংশীদার।

এ ধরনের অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ না করে চুক্তি অনুযায়ী নিজস্ব শ্রম ও দক্ষতাকে ব্যবহার করে। এরূপ অংশীদার চুক্তি অনুযায়ী নিজস্ব শ্রম ও দক্ষতা দ্বারা ব্যবসায়ে সক্রিয় থাকে। এরা অন্য অংশীদারদের মতো লাভ-লোকসানে অংশগ্রহণ করে। এরা নিজেদের শ্রম, মেধা ও দক্ষতাকেই পুঁজি হিসেবে নিয়োগ করে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব করিম ও তার দুই বন্ধু অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করে। চুক্তি অনুযায়ী জনাব করিম ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বাৎসরিক ১ লক্ষ টাকা বেতন গ্রহণ করেন। তিনি কোনো মূলধন বিনিয়োগ করেননি। এক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি মূলধন হিসেবে নিজের শ্রমকেই বিনিয়োগ করেছেন। তিনি অর্থ বিনিয়োগ না করে সরাসরি শ্রম দিচ্ছেন। অর্থাৎ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করছেন। এসব বৈশিষ্ট্য কর্মী অংশীদারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, জনাব করিম একজন কর্মী অংশীদার।

ঘ উদ্দীপকের 'সমতা প্রিন্টিং প্রেস' নামক অংশীদারি ব্যবসায়টির বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে বিলোপসাধন ঘটবে।

অংশীদারি আইনের ৪২ ধারা অনুযায়ী, অংশীদারি ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ বা উদ্দেশ্য অর্জিত হলে, কোনো অংশীদার মারা গেলে বা পাগল হলে বা অক্ষম হলে উক্ত ব্যবসায়টি বিলুপ্ত হতে পারে। একে বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে বিলোপসধান বলা হবে।

উদ্দীপকের জনাব করিম ও তার দুই বন্ধু মিলে অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করে। এতে জনাব করিম একজন কর্মী অংশীদার। তাদের ব্যবসায়টি ভালোভাবেই চলছিল। হঠাৎ জনাব করিম অসুস্থ হয়ে পড়েন। এতে তিনি আর ব্যবসায় চালিয়ে যেতে পারবেন না বলে জানান।

তিনিই একমাত্র সক্রিয় অংশীদার ছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যবসায়ে থাকতে পারবেন না, এটি জানানোর ফলে ব্যবসায়টির বিলোপ ঘটবে। আর যেহেতু একজন অংশীদারের অক্ষমতাজনিত বিষয়, সেহেতু এটি বিশেষ ঘটনাসাপেক্ষে বিলোপসাধন হবে।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ১৫ এনামুল, আতিক ও অনিক তিনজন একটি অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদার। তাদের ব্যবসায়ের একজন দেনাদার দীর্ঘদিন ধরে ২০,০০০ টাকা দেনা পরিশোধ করছে না। এ ব্যাপারে অনেক চেষ্টা করেও কোন লাভ হয়নি, অবশেষে তারা আদালতের শরণাপন্ন হলেও আদালত তাদের পক্ষে কোন রায় নিতে পারেনি। এ সমস্যার কারণে তারা ভাবছে এমন কিছু করবে যাতে প্রতিষ্ঠানের পৃথক আইনগত সত্তার সৃষ্টি হয়। কাজেই তারা প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শুরু করলো। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. প্রতিবন্ধ অংশীদার কাকে বলে? ১

খ. নাবালক অংশীদারের অধিকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের অংশীদারি ব্যবসায়টি আইনগত সুবিধা না পাওয়ার কারণ কী বলে তুমি মনে কর? তোমার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখ সমস্যা সমাধানে আইনগত সত্তা সম্বলিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই কী একমাত্র সমাধান? তোমার মতামত প্রতিষ্ঠিত করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের অংশীদারগণ যদি কাউকে অংশীদার হিসেবে পরিচয় দেয় এবং তিনিও মৌনতা অবলম্বন করেন তাহলে তাকে প্রতিবন্ধ অংশীদার বলে।

খ সাধারণ অংশীদারদের মতো ব্যবসায়ের দায়-দায়িত্ব ও সুবিধা ভোগ করার অধিকারই হলো নাবলক অংশীদারের অধিকার।

এক্ষেত্রে নাবালক প্রতিষ্ঠানে সীমিত অংশীদার হিসেবে গণ্য হবে। সে অন্যদের মতো প্রতিষ্ঠানের দায়-দায়িত্ব নিতে পারবে। চুক্তি অনুযায়ী সে মুনাফা ভোগ করতে পারে। তবে দায়ের ক্ষেত্রে মূলধন পর্যন্ত দায় বহনে বাধ্য থাকে। অন্যদের মতো অসীম দায় বহন করে না।

গ অংশীদারি ব্যবসায়টি চুক্তিপত্র নিবন্ধন না করায় আইনগত সুবিধা পায় নি।

অংশীদারদের মধ্যকার সম্পর্ক, দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি চুক্তিতে উল্লেখ থাকে। চুক্তি মৌখিক অথবা লিখিত হতে পারে। আবার নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিতও হতে পারে। লিখিত চুক্তিকে চুক্তিপত্র বলে। চুক্তিপত্র নিবন্ধন বলতে আইনের অধীনে তালিকাভুক্ত করাকে বোঝায়। এতে আইনগত সুবিধা ভোগ করা যায়। প্রতিষ্ঠান চাইলে অন্যের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে। ফলে অধিকার আদায় করা সহজ হয়।

উদ্দীপকে এনামুল, আতিক ও অনিক তিনজন একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করে। তাদের ব্যবসায়ের একজন দেনাদার দীর্ঘদিন ধরে ২০,০০০ টাকা দেনা পরিশোধ করছে না। তাই তারা আদালতের আশ্রয় নেয়। কিন্তু আদালত তাদের পক্ষে কোন রায় দেয় না। অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন না করলে কোন আইনগত সুবিধা পাওয়া যায় না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের অংশীদারি ব্যবসায়টি নিবন্ধন না করায় আইনগত সুবিধা পায়নি।

ঘ অনিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায়ের সমস্যা সমাধানে আইনগত সত্তা সম্বলিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই একমাত্র সমাধান।

নির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে নিবন্ধিত বা আইনের তালিকাভুক্ত করলেই আইনগত সুবিধা পাওয়া যায়। অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্র নিবন্ধন করলে আইনগত সত্তার সৃষ্টি হয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠান যে কোনো সমস্যায় আইনের আওতায় যেতে পারে। ফলে আইনগত সুবিধা ভোগ করতে পারে।

উদ্দীপকের এনামুল, আতিক ও অনিক তিনজন একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করে। তাদের দেনাদার দীর্ঘদিন দেনা পরিশোধ করছে না। এতে তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু কোন লাভ হয় না। অবশেষে তারা আদালতের আওতায় যায়। আদালতও তাদের পক্ষে কোন রায় দেয় না। তাই তারা প্রতিষ্ঠানের পৃথক আইনগত সত্তা সৃষ্টি করতে চায়। তাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে শুরু করে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের মাধ্যমে চুক্তিপত্র নিবন্ধন করা যায়। এতে প্রতিষ্ঠান আইনের আওতায় নিবন্ধিত হয়। ফলে আইনগত বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করতে পারে। উদ্দীপকের অংশীদারি প্রতিষ্ঠানটি অংশীদারি আইনে নিবন্ধন করতে পারে। এতে অংশীদারগণ দোনাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে। তারা তাদের দেনা আদায় করতে পারবে। অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন না করলে এই সুবিধা পেতে পারে না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে আইনগত সত্তা সম্বলিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই একমাত্র সমাধান।

প্রশ্ন ▶ ১৬ আলম, শান্ত, তিষা ও বিমল চারবন্ধু মিলে একটি ওষুধের দোকান দিল। প্রত্যেকের সমান পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করার কথা থাকলেও বিমল এর আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য সে ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু বিমল শিক্ষিত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ হওয়ার কারণে তার অন্যান্য বন্ধু তাকে সমান পরিমাণ মুনাফা ও সম্মান দিতে রাজি হয়। সকলের সম্মতিতে শান্ত এর ১৬ বছরের ছেলে রাফি ব্যবসায়ে যোগদান করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শান্ত মৃত্যুবরণ করায় ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন ঘটে। *[ঢাকা কলেজ]*

ক. আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার কাকে বলে? ১

খ. একমালিকানা ব্যবসায়ের দায় অসীম কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বিমল কোন ধরনের অংশীদার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ব্যবসায়ের পাওনাদারদের দায় মেটানোর জন্য বিদ্যমান সকল অংশীদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি দায়বন্ধ হবে। তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অংশীদার ব্যবসায় হতে অবসর গ্রহণের পর মূলধন উত্তোলন না করে তা ব্যবসায়ে রেখে দেয় এবং এর বিনিময়ে সুদ গ্রহণ করে, সেই অংশীদারকে আপাতদৃষ্টিতে অংশীদার বলা হয়।

খ একমালিকানা ব্যবসায়ের অসীম দায় বলতে মালিককে তার বিনিয়োগকৃত মূলধনের বাইরেও দায়-দায়িত্ব বহন করাকে বোঝায়।

এ ব্যবসায়ের দায়ের জন্য মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্ষেত্রবিশেষে দায়বন্ধ হয়। সরবরাহকৃত মূলধন দ্বারা দায় পরিশোধ না হলে মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করে দেনা শোধ করতে হয়। তাই একমালিকানা ব্যবসায়ের দায় অসীম হয়।

গ উদ্দীপকে বিমল একজন কর্মী অংশীদার।

এরূপ অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে না। শুধু চুক্তি অনুযায়ী নিজস্ব শ্রম ও দক্ষতাকে ব্যবহার করে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। এ অংশীদার অন্য অংশীদারদের মতো সমপরিমাণ মুনাফা পায়। এদের দায়ও অসীম।

উদ্দীপকে আলম, শান্ত, তিষা ও বিমল চার বন্ধু মিলে একটি ওষুধের দোকান দেয়। প্রত্যেকের সমপরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করার কথা ছিল। বিমল আর্থিকভাবে অসচ্ছল হওয়ার কারণে অর্থ বিনিয়োগে ব্যর্থ হয়। কিন্তু বিমল শিক্ষিত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ। তাই তার বন্ধুরা তাকে সমান পরিমাণ মুনাফা ও সম্মান দিতে রাজি হয়। এসব বৈশিষ্ট্য কর্মী অংশীদারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই, বিমলকে কর্মী অংশীদার বলা যায়।

ঘ ব্যবসায়ের পাওনাদারদের দায় মেটানোর জন্য বিদ্যমান সকল অংশীদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি দায়বন্ধ হবে উক্তিটি অংশীদারের অসীম দায়ের আলোকে যৌক্তিক।

অংশীদারি ব্যবসায়ে নিয়োজিত মূলধনের বাইরেও অংশীদারদের দায় সৃষ্টি হয়। দেনা পরিশোধের জন্য ব্যবসায়িক সম্পদ যথেষ্ট না হলে অংশীদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে দেনা শোধ করতে হয়। এজন্য এ ব্যবসায়ের দায় অসীম হয়।

উদ্দীপকে চার বন্ধু মিলে ব্যবসায় শুরু করে। তাদের ব্যবসায়টি অংশীদারি ব্যবসায়। সব অংশীদার চুক্তি অনুযায়ী সমান মুনাফা পায়। তাদের দায়ের পরিমাণও অসীম। এক বন্ধু মারা গেলে ব্যবসায়টির বিলোপ সাধন ঘটে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের সব অংশীদারদের দায় অসীম। ব্যবসায়ের দেনা সৃষ্টি হলে অংশীদারদের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকেও দেনা পরিশোধ করতে হয়। আবার কোনো অংশীদার মারা গেলে, দেউলিয়া হলে তার দায় অন্য অংশীদারদের ওপর বর্তায়। সুতরাং ব্যবসায়ের পাওনাদারদের দায় মেটানোর জন্য বিদ্যমান সব অংশীদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি দায়বন্ধ হবে কথাটি যুক্তিযুক্ত।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ১৭ সিমু, ইসু ও রিমু তিন বন্ধু মিলে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সমান মূলধন বিনিয়োগ প্রদান শর্তে একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করে। তারা সমান পরিশ্রম দিয়ে ও সৎভাবে ব্যবসায়টি পরিচালনা করে। এর ফলে দিন দিন তাদের ব্যবসায়ের মুনাফা বাড়তে থাকে। তাদের ব্যবসায়টি সম্প্রসারণের জন্য আরেকটি নতুন মেশিন স্থাপনের প্রয়োজন কিন্তু মেশিন ক্রয়ের জন্য তাদের যথেষ্ট মূলধন নেই। মূলধন বৃদ্ধির জন্য তারা এমন একজন অংশীদার নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো যে পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবে না কিন্তু দায় বহন করবে। *[ঢাকা কলেজ]*

ক. সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায় কাকে বলে? ১

খ. অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের তিন বন্ধুর অংশীদারি ব্যবসায়ের ধরন কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যবসায়ে নতুন অংশীদার গ্রহণের সিদ্ধান্ত কতটা যুক্তিযুক্ত? মূল্যায়ন করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অংশীদার ব্যবসায়ে কমপক্ষে একজন সদস্যের দায় সীমিত এবং কমপক্ষে একজনের দায় অসীম তাকে সীমাবদ্ধ অংশীদরি ব্যবসায় বলে।

খ নিবন্ধকের অফিসে অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের নাম তালিকাভুক্ত করাকে অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলে।

অংশীদারি আইনের ৫৮(১) ধারা অনুযায়ী এ ব্যবসায় নিবন্ধিত হয়। এ ব্যবসায় অপর অংশীদারদের বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে। নিবন্ধিত ব্যবসায় তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধেও মামলা করতে পারে। এছাড়া পাল্টা পাওনা আদায়ে নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় সুবিধা পায়। তাই অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধিত হওয়া প্রয়োজন।

গ তিন বন্ধুর অংশীদারি ব্যবসায়টি একটি সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়।

যে অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদারগণের দায়-দায়িত্ব সীমাহীন এবং ব্যবসায় পরিচালনায় প্রত্যেকেই অংশগ্রহণের অধিকারী হয়, তাকে সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায় বলে। এরূপ অংশীদারি ব্যবসায়ে সদস্যের দায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি দ্বারা দায়বদ্ধ হয়।

তিন বন্ধু সিমু, ইসু ও রিমু অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করে। তারা সমঝোতার ভিত্তিতে প্রত্যেকে সমান মূলধন বিনিয়োগ করে ঢাকার ফরিকরাপুলে একটি আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস চালু করে। ব্যবসায়টিতে তিন বন্ধুর দায় অসীম। অর্থাৎ ব্যবসায়ের দেনার জন্য তিন বন্ধুই ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ থাকবে। মুনাফা হলেও তিনজন সমান ভাগ পাবে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ব্যবসায়টি একটি সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়।

ঘ বন্ধুদের অংশীদারি ব্যবসায়ে নতুন অংশীদার নেয়ার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত যৌক্তিক।

অংশীদারি ব্যবসায়ের প্রত্যেক সদস্যই একেকজন অংশীদার। মূলধন, মেধা, সময় এবং সুনাম বিনিয়োগ করে অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদার হওয়া যায়।

সিমু, ইসু ও রিমু তিন বন্ধু একটি অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য। তাদের প্রিন্টিং ব্যবসায়টি ভালোই চলছিল। কিন্তু নতুন একটি মেশিন ক্রয়ের জন্য নগদ টাকার প্রয়োজন হলে তারা মূলধন বিনিয়োগের শর্তে অংশীদার গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল। নতুন অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবে না। কেবল মূলধন বিনিয়োগ করবে এবং মুনাফার ভাগ পাবে।

ঘুমন্ত অংশীদার গ্রহণের মাধ্যমে তিন বন্ধু ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। ঘুমন্ত অংশীদার গ্রহণ করায় তাদের ব্যবসায় পরিচালনায় কোনো সমস্যা হবে না। নতুন অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় কোনো হস্তক্ষেপও করতে পারবে না। এতে স্বাভাবিকভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। সুতরাং মূলধনের সংস্থান করতে অংশীদার গ্রহণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ১৮ রোহান ২০১০ সালে ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে ঢাকার অদূরে একটি বুটিক কারখানা স্থাপন করে। ভালো সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সে মূলধন স্বল্পতার কারণে ব্যবসায়টি সম্প্রসারণ করতে পারছিল না। ২০১২ সালে ২০% লভ্যাংশ প্রদানের শর্তে এক প্রবাসী বন্ধুর থেকে ৫ লক্ষ টাকা নিয়ে সে ঢাকার নিউমার্কেটে একটি শাখা স্থাপন করে। ২০১৩ সালে তার মুনাফা পূর্বের বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়।

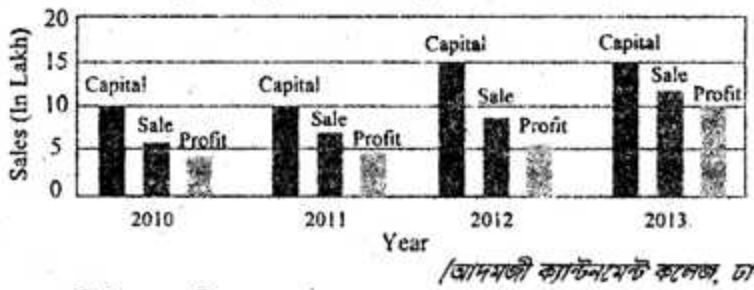

[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

ক. সীমিত অংশীদার কাকে বলে? ১

খ. নাবালক কেন অংশীদার হতে পারে না-ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবসায়টি বর্তমানে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন-ই রোহানের মুনাফা বৃদ্ধির মূল কারণ? যুক্তি দেখাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অংশীদারের দায় চুক্তি অনুযায়ী বা আইনগত কারণে মূলধন দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে তাকে সীমিত অংশীদার বলে।

খ আইন অনুযায়ী নাবালক অংশীদার হতে পারে না।

অংশীদারি আইনে ৩০(১) ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো নাবালক আইন অনুযায়ী অংশীদার হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু সকল অংশীদার সম্মত হলে সাবালকত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত নাবালককে অংশীদারি ব্যবসায়ের সুবিধা দেয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নাবালক বিনিয়োগকৃত মূলধন পর্যন্ত দায় বহন করবে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবসায়টি বর্তমানে অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে এ ব্যবসায় স্থাপন করে। চুক্তি লিখিত বা মৌখিক হতে পারে। এক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী তারা লাভ লোকসান ভোগ করে। মূলধনের ক্ষেত্রেও তারা চুক্তি অনুযায়ী বিনিয়োগ করে থাকে।

উদ্দীপকে রোহান ২০১০ সালে ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে ঢাকার অদূরে একটি বুটিক কারখানা স্থাপন করে। সে মূলধন স্বল্পতার কারণে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে পারছিল না। ২০১২ সালে ২০% লভ্যাংশ প্রদানের শর্তে এক প্রবাসী বন্ধুর কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে সে নিউমার্কেটে একটি শাখা স্থাপন করেন। রোহান তার বন্ধুকে মুনাফা প্রদানের শর্তে ব্যবসায়ে যোগদান করেছে। রোহান চুক্তি অনুযায়ী মুনাফার ২০% তার বন্ধুকে দিবে। যা অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং রোহানের সংগঠনটি বর্তমানে অংশীদারি ব্যবসায়।

ঘ হ্যাঁ, সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তনই রোহানের মুনাফা বৃদ্ধির মূল কারণ।

অংশীদারি ব্যবসায় দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা অংশীদার নিয়ে গঠিত হয়। ব্যক্তিদ্বয় চুক্তি অনুযায়ী মূলধন সরবরাহ করে থাকে। একের অধিক ব্যক্তি হওয়ায় এ প্রতিষ্ঠানে অধিক মূলধনের যোগান দেয়া যায়। ফলে ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও কার্যক্রম পরিচালনায় সহজ হয়।

উদ্দীপকের রোহান ২০১০ সালে ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে ঢাকার অদূরে একটি বুটিক কারখানা স্থাপন করেন। তার ব্যবসায়ের ভালো সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মূলধনের অভাব রয়েছে। ফলে সে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে পারছে না। তাই সে ২০১২ সালে ২০% মুনাফা প্রদানের ভিত্তিতে তার প্রবাসী বন্ধুর কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে ঢাকার নিউমার্কেট এলাকায় শাখা স্থাপন করে। এতে সে পূর্বের চেয়ে প্রায় অধিক মুনাফা অর্জন করে।

http://teachingbd.com

রোহানের প্রতিষ্ঠানটি প্রথমে একাই প্রতিষ্ঠা করায় এটি একমালিকানা ব্যবসায় ছিল। যেখানে সে একাই মূলধন সরবরাহ করত, তাই প্রয়োজনে সে মূলধন সংগ্রহ করতে পারত না। ফলে তার ব্যবসায়ে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায় বাড়াতে পারেনি। তাই তিনি তার ব্যবসায়ে তার বন্ধুকে চুক্তির ভিত্তিতে যুক্ত করে। সে তার বন্ধুর কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকা নেয়। বিনিময়ে সে মুনাফার ২০% দিবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। ব্যবসায়ে তার বন্ধু যোগদান করায় ব্যবসায়ের কাঠামো পরিবর্তন হয়। ব্যবসায়টি অংশীদারি ব্যবসায়ে পরিবর্তন হয়। এতে অংশীদার থেকে সে মূলধন সরবরাহ করতে পারছে। ফলে ব্যবসায় সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে। যা তার বন্ধুকে যোগ না করলে সম্ভব হতো না। তাই বলা যায়, রোহান তার বন্ধুকে ব্যবসায় যুক্ত করে কাঠামো পরিবর্তন করায় তার মুনাফা বাড়ে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ স্বপন তার বড়লোক বন্ধুর আর্থিক সহযোগিতায় আসবাবপত্রের দোকান দিয়ে ব্যবসায় করে আসছে। দু'জন মিস্ত্রি কাজ করে। কিছু বানিয়ে দোকানে রাখে ও বিক্রয় করে। আবার ফরমায়েশ অনুযায়ীও আসবাবপত্র বানিয়ে দেয়। ইতোমধ্যে সুনাম অর্জন করায় শহরের ব্যবসায়ীরাও আসবাবপত্রের ফরমায়েশ দিচ্ছে। তাই ব্যবসায় বাড়াতে আরো অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় এবার বন্ধুর সাথে সমঝোতা করে একসাথে ব্যবসায়ের সিদ্ধান্ত নিল। বন্ধুও এতে রাজি। এখন বন্ধুও দোকানে বসে পরামর্শ দেয়। এতে তাদের ব্যবসায় ভালোই চলছে।

[নরসিংদী সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. প্রত্যক্ষ সেবা কী? ১

খ. ব্যবসায় বণ্টনকারী শাখা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. স্বপন প্রথমে যে ব্যবসায় করতো মালিকানার ভিত্তিতে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্বপনের পরবর্তীতে গৃহীত সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকদের সরাসরি সেবা দেয়ার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করাকে প্রত্যক্ষ সেবা বলে। যেমন: ডাক্তারি, ওকালতি প্রভৃতি এর অন্তর্গত।

খ ব্যবসায়ের বণ্টনকারী শাখা হলো বাণিজ্য।

শিল্পে উৎপাদিত পণ্য ভোক্তার কাছে বাণিজ্যের মাধ্যমে পৌছানো হয়। বাণিজ্য পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, ব্যাংকিং ও বিমা এর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ বণ্টন কাজ নিশ্চিত করে। অর্থাৎ বাণিজ্য শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বণ্টনের সাথেই সংশ্লিষ্ট। এজন্যই বাণিজ্যকে পণ্যের বণ্টনকারী শাখা বলা হয়।

গ উদ্দীপকে স্বপন প্রথমে যে ব্যবসায় করতো মালিকানার ভিত্তিতে তা একমালিকানা ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

এ ব্যবসায় একক মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ব্যবসায়ের মালিক একজন থাকায় ইচ্ছা করলেই সীমিত মূলধন নিয়ে সহজেই এ ব্যবসায় গঠন করা যায়। এ ব্যবসায়ে যাবতীয় লাভ মালিক একাই ভোগ করেন এবং ব্যবসায়ের সমস্ত দায়-দেনা একাই বহন করেন।

উদ্দীপকে স্বপন তার বড়লোক বন্ধুর আর্থিক সহযোগিতায় আসবাবপত্রের দোকান নিয়ে একটি ব্যবসায় পরিচালনা করছে। তার দোকানে দুজন মিস্ত্রি কাজ করছে। দোকানে কিছু আসবাবপত্র বানিয়ে রাখে এবং তা গ্রাহকদের নিকট বিক্রয় করে। এছাড়াও সে গ্রাহকদের ফরমায়েশ অনুযায়ী আসবাবপত্র বানিয়ে সরবরাহ করে। এসব বৈশিষ্ট্য একমালিকানা ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, স্বপনের প্রথম পর্যায়ের ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকে স্বপন পরবর্তী সময়ে অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা অত্যন্ত যৌক্তিক।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে চুক্তির ভিত্তিতে অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করে। এ ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি হলো চুক্তি। চুক্তি ছাড়া অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হতে পারে না। চুক্তির শর্তানুযায়ী অংশীদারদের মধ্যে লাভ-লোকসান বণ্টন করা হয়।

উদ্দীপকের স্বপন প্রথম পর্যায়ে সুনামের সাথে একমালিকানা ভিত্তিতে আসবাবপত্রের দোকান পরিচালনা করছে। তার দোকানে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ফরমায়েশ আসছে। তাই তিনি তার ব্যবসায় বাড়াতে চান। এজন্য অর্থের প্রয়োজন হলে বন্ধুর সাথে সমঝোতা করে নতুন একটি ব্যবসায় গঠন করে। এখন তার বন্ধুও দোকানে বসে এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেয়। এতে তাদের ব্যবসায় ভালোই চলছে।

অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হয় চুক্তির মাধ্যমে। যখন একমালিকানা ব্যবসায়ের মাধ্যমে ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান করা সম্ভব হয় না তখন প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় করার জন্য অনেকেই একমালিকানা ব্যবসায়কে অংশীদারি ব্যবসায়ে রূপান্তর করে। উদ্দীপকের স্বপনও যখন অর্থের অভাবে ফরমায়েশ অনুযায়ী আসবাবপত্র সরবরাহ করতে পারছিল না তখন সে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করার জন্য তার বন্ধুকে অর্থের বিনিময়ে ব্যবসায়ে যুক্ত করে। এতে তারা উভয়ে মিলে ব্যবসায়কে ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারছে। তাই বলা যায়, পরবর্তীতে স্বপনের অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২০ কামাল, সৈকত ও রঞ্জু মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতে একটি অংশীদারি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। তিনজনের মূলধন পরিমাণ সমান। সকলে সমান মুনাফা ভোগ করে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী রঞ্জু শুধু মূলধনের সমপরিমাণ দায় বহন করে। সম্প্রতি স্বপন নামে একজন দেনাদার প্রতিষ্ঠানের পাওনা ১ লক্ষ টাকা পরিশোধে গড়িমসি করছে। এজন্য অংশীদারগণ পাওনা আদায়ে আদালতের আশ্রয় নেয়ার কথা ভাবছে।

[নরসিংদী সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. চুক্তির অবর্তমানে অংশীদারি ব্যবসায় মুনাফা কিভাবে বণ্টিত হয়? ১

খ. চুক্তিকে অংশীদারি ব্যবসায়ের মূলভিত্তি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের অংশীদারি সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'স্বপনের কাছ থেকে পাওনা আদায়ে আদালতের আশ্রয়ই উত্তম পন্থা।' তুমি কি একমত? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চুক্তির অবর্তমানে অংশীদারি ব্যবসায়ে সমহারে মুনাফা বণ্টিত হয়।

খ অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তির বিষয়বস্তুর লিখিত রূপকে অংশীদারি চুক্তিপত্র বলে।

অংশীদারি চুক্তিপত্র লিখিত এবং মৌখিক কিংবা লিখিত ও নিবন্ধিত যেকোনো ধরনের হতে পারে। অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ, ব্যবসায় সম্পর্কিত যাবতীয় নিয়ম, ব্যবসায়ের বিলোপসাধন, বিবাদ মীমাংসাসহ নানান বিষয় চুক্তিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়। চুক্তির মাধ্যমেই অংশীদারি ব্যবসায় জন্মলাভ করে এবং অংশীদারি ব্যবসায়ের সব কিছু চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই চুক্তিকে অংশীদারি ব্যরসায়ের মূল ভিত্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠনের অন্তর্গত।

সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায়ের কোনো একজন অংশীদারের দায় সীমিত বা সীমাবদ্ধ থাকে। এই ধরনের অংশীদাররা ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ নিতে পারে না। এরা মূলত বিনিয়োগকারী হিসেবে বিবেচিত হয়।

উদ্দীপকে কামাল, সৈকত ও রঞ্জু মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতে একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করলেন। ব্যবসায়ে তিনজন সমান মূলধন বিনিয়োগ এবং সমান মুনাফা ভোগ করেন। তবে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী

http://teachingbd.com

রঞ্জু তার বিনিয়োগকৃত মূলধনের অতিরিক্ত দায় বহন করবেন না। অর্থাৎ রঞ্জুর দায়কে এখানে সীমিত করা হয়েছে, যা সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন।

ঘ স্বপনের কাছ থেকে পাওনা আদায়ে আদালতের আশ্রয়ই উত্তম পন্থা-এ ব্যাপারে আমি একমত নই।

লিখিত চুক্তি ছাড় অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন করা যায় না। যদিও নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক নয়; তবে অনিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় অপেক্ষা নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় অনেক বেশি সুবিধা ভোগ করে।

উদ্দীপকের অংশীদারি ব্যবসায়টি মৌখিক চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হওয়ায় ব্যবসায়টি একটি অনিবন্ধিত ব্যবসায় সংগঠন। সম্প্রতি স্বপন নামে একজন দেনাদারের কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা আদায় করতে না পারায় তারা আদালতের আশ্রয়ের কথা ভাবছে। কিন্তু ব্যবসায়টি অনিবন্ধিত হওয়ায় আদালত তাদের মামলা গ্রহণ করবে না।

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন করা না হলে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে ১০০ টাকার বেশি কোনো পাওনা আদায়ের জন্য আদালতে মামলা করা যায় না। কিন্তু যদি নিবন্ধন করা থাকে তবে যেকোনো পরিমাণ পাওনা আদায়ে মামলা করা যায়। উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধন করা হয়নি, তাই পাওনা আদায়ের জন্য স্বপনের বিরুদ্ধে অংশীদারি আইন অনুযায়ী আদালতের আশ্রয় গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই।

প্রশ্ন ▶ ২১ মি. সৈকত একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার। তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কারণে বিনা মূলধনে জহির, কামরুল ও মিজান তাকে অংশীদার হিসেবে নিয়োগ দেয়। সৈকত, জহির ও কামরুল পরিচালনায় অংশ নেয় কিন্তু মিজান পরিচালনায় অংশ নেয়নি। কিন্তু বছর শেষে সমান মুনাফা দাবি করে। *[রাজবাড়ী সরকারি কলেজ]*

ক. অংশীদারি ব্যবসায়ের ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা কত? ১

খ. অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদারদের দায় অসীম-- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. সৈকত কোন ধরনের অংশীদার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কী মনে করো মি. মিজান অন্যদের মতো সমান মুনাফা পাবে? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অংশীদারি ব্যবসায়ের ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা হলো দুই জন।

খ অসীম দায় বলতে সীমাহীন দায়কে বোঝায়। আর ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অসীম দায় বলতে ব্যবসায়িক দায়ের জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও দায়বদ্ধ হওয়াকে এর অসীম দায় বলে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদারদের ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত মূলধনের বাইরেও দায় দৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তিও দায়বদ্ধ হতে পারে। এরূপ ব্যবসায়ের কোনো অংশীদার দেউলিয়া হয়ে গেলে তার অংশের ব্যবসায়িক দায় অন্য অংশীদারদের বহন করতে হয়। এজন্য বলা হয়, অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদারদের দায় অসীম।

গ মি. সৈকত একজন কর্মী অংশীদার।

এ অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ না করে চুক্তি অনুযায়ী নিজস্ব শ্রম ও দক্ষতাকে ব্যবহার করে। এরূপ অংশীদার চুক্তি অনুযায়ী নিজস্ব শ্রম ও দক্ষতা দ্বারা ব্যবসায়ে সক্রিয় থাকে। তারা অন্য অংশীদারদের মতো লাভ-লোকসানেও অংশগ্রহণ করে।

উদ্দীপকের মি. সৈকত একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার। তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কারণে বিনা মূলধনে জহির, কামরুল ও মিজান তাকে অংশীদার হিসেবে নিয়োগ করে। অর্থাৎ মি. সৈকত মূলধন হিসেবে কোনো অর্থ বিনিয়োগ করেনি। সে তার মেধা ও শ্রমকেই মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করেছে এবং এর বিনিময়ে মুনাফায় অংশগ্রহণ করছে। এসব বৈশিষ্ট্য কর্মী অংশীদারদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং মি. সৈকতকে একজন কর্মী অংশীদার বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকে মি. মিজান অন্যদের মতো সমান মুনাফা পাবে বলে আমি মনে করি।

অংশীদারি ব্যবসায় চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত হয়। এ ব্যবসায়ের সব কাজ চুক্তিতে উল্লেখ্য নিয়ম অনুযায়ীই পরিচালিত হয়। তাই চুক্তিকে অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

সৈকত, জহির, কামরুল ও মিজান একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করে। সৈকত অর্থ বিনিয়োগ না করলেও তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে জহির ও কামরুলের সাথে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু মিজান ব্যবসায় পরিচালনায় কোনো অংশগ্রহণ করেনি; অর্থাৎ সে একজন নিষ্ক্রিয় অংশীদার। তবে বছর শেষে সে অন্যদের সমান মুনাফা দাবি করে।

তার এ দাবির যৌক্তিকতা রয়েছে এবং এ দাবি অন্যদের মেনে নিতে হবে। কারণ এ অবস্থায় চুক্তিতে মুনাফা বণ্টনের বিষয়ে কোনো কিছু উল্লেখ নেই। আর অংশীদারি আইন অনুযায়ী মুনাফা বণ্টনের বিষয়ে চুক্তিতে কিছু উল্লেখ না থাকলে সকল অংশীদার সমানভাবে তা থেকে অংশ পাবে। তাই বলা যায়, মিজান অন্যদের মতো সমান মুনাফা পাবে।

প্রশ্ন ▶ ২২ রাজু, সাজু ও বিজু 'টাইলস ভিউ' নামে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক। রাজু ব্যবসায়ে ১ কোটি টাকা মূলধন সরবরাহ করেন এবং পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। সাজু ব্যবসায়ে ৮০ লক্ষ টাকা মূলধন সরবরাহ করেন। কিন্তু ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন না। বিজু একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী; তিনি মূলধন সরবরাহ করেন না এবং পরিচালনায়ও অংশগ্রহণ করেন না। কিছুদিন পর রাজু দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং ব্যবসায় পরিচালনায় স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়। সাজু ব্যবসায় বিলোপসাধনের জন্য আবেদন করেন। *[বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*

ক. অংশীদারি চুক্তিপত্র কী? ১

খ. কাজে সক্রিয় অথচ মূলধন দেয় না কোন ধরনের অংশীদার? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সাজু কোন ধরনের অংশীদার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানটির জন্য কোন ধরনের বিলোপসাধন প্রযোজ্য? বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তির বিষয় বস্তুর লিখিত রূপকে চুক্তিপত্র বলে।

খ কাজে সক্রিয় অথচ মূলধন দেয় না কর্মী অংশীদার।

এ কর্মী চুক্তি অনুযায়ী তার মেধা, শ্রম, দক্ষতা ইত্যাদি মূলধন স্বরূপ বিনিয়োগ করে। অন্যদের মতো সে মূলধন বিনিয়োগ করে না। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী অন্যদের মতো মুনাফা ভোগ করে। এ অংশীদার প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত পরিচালনা কাজের জন্য বেতনও পেয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সাজু ঘুমন্ত বা নিস্ক্রিয় অংশীদার।

এ ধরনের অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে লাভ-লোকসান ও মুনাফা অন্যদের মতো চুক্তি অনুযায়ী ভোগ করে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না। প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় অংশগ্রহণ না করলেও এদের দায় অন্যদের মতো অসীম।

উদ্দীপকে রাজু, সাজু ও বিজু 'টাইলস ভিউ' নামে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক। রাজু ব্যবসায়ে এক লক্ষ টাকা মূলধন সরবরাহ করেন। তিনি ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। সাজু ৮০ লক্ষ টাকা মূলধন সরবরাহ করেন। কিন্তু ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ নেন না। বিজু মূলধন সরবরাহ করেন না। তিনি পরিচালনায়ও অংশ নেন না।

সাজু, রাজু ও বিজুর ওপর আস্থা রেখে পরিচালনায় অংশ নেন না। তার অধিকার থাকা সত্ত্বেও তিনি পরিচালনা করেন না, যা ঘুমন্ত অংশীদারের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং সাজু একজন ঘুমন্ত অংশীদার।

Teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানটির জন্য 'আদালতের মাধ্যমে বিলোপসাধন' প্রযোজ্য।

অংশীদারদের মধ্যে কেউ পাগল, দেউলিয়া হলে অথবা ব্যবসায় পরিচালনায় স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে আদালতের মাধ্যমে বিলোপসধান হয়। এক্ষেত্রে কোন অংশীদার তাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিলোপসাধনের জন্য আবেদন করলে আদালত বিলোপ সাধনের নির্দেশ দেয়। আদালতের তত্ত্বাবধানে এ অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলুপ্ত হতে পারে।

উদ্দীপকের রাজু, সাজু ও বিজু 'টাইলস ভিউ' নামে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক। রাজু মূলধন সরবরাহ করেন ও পরিচালনায় অংশ নেন। সাজু মূলধন সরবরাহ করেন কিন্তু তিনি পরিচালনার অংশ নেন না। অন্যদিকে বিজু ও পরিচালনায় অংশ নেন না। কিছুদিন পর রাজু দুর্ঘটনায় পতিত হন। এতে করে ব্যবসায় পরিচালনা স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় সাজু ব্যবসায় বিলোপসাধনের জন্য আবেদন করেন।

পরিচালনায় অক্ষম হওয়ায় ব্যবসায়টি টিকে রাখা সম্ভব না। এ অবস্থায় বিলোপসাধন প্রয়োজন। অংশীদারি আইনের ৪৪ ধারা অনুযায়ী এ ব্যবসায়ে বিলোপ সাধন করা যাবে। এক্ষেত্রে কোনো অংশীদারকে তাদের ব্যবসায় বিলোপসাধনের জন্য আবেদন করতে হয়। কোনো অংশীদার দেউলিয়া, পাগল বা অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনা অক্ষম হলে এ পদ্ধতিতে বিলোপ সাধন হয়। উদ্দীপকের 'টাইলস ভিউ' প্রতিষ্ঠানের অংশীদার রাজু দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ায় পরিচালনায় স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সাজু আদালতের কাছে বিলোপসাধনের জন্য আবেদন করেছেন। যা আদালতের মাধ্যমে বিলোপসাধন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির জন্য আদালতের মাধ্যমে বিলোপসাধন প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ২৩ মি. আবির একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেট। তিনি তার বন্ধু শিমুলসহ আরো ১৮ জন বন্ধু নিয়ে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তারা ৫০ কোটি টাকা মূলধন সরবরাহ করে। তবে মি. আবির বলেন যে, তিনি ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ নিতে পারবেন না এবং বিনিয়োগের অতিরিক্ত দায় নিবেন না। তবে বছর শেষে প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিরীক্ষা করে দিবেন। সর্বসম্মতিক্রমে শিমুলকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দায়িত্ব দেয়া হয়। ৪ বছর পর মি. আবিরের মৃত্যু ঘটলেও শিমুল সফলতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটি চালাচ্ছিলেন। পরবর্তীতে একজন প্রভাবশালী দেনাদার ৪০,০০০ টাকা না দেয়ায় শিমুল আইনের আশ্রয় নিয়ে তা আদায় করতে সমর্থ হন। *[ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]*

ক. অংশীদারি ব্যবসায় কী? ১

খ. অংশীদারি ব্যবসায়ের বাধ্যতামূলক বিলোপসধান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কী কারণে শিমুলের পক্ষে আইনের আশ্রয় নেয়া সম্ভব হয়েছিল? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের ভিত্তিতে একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত ও পরিচালিত ব্যবসায়কে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

খ ব্যবসায়ের সকল অংশীদার বা যেকোনো একজন ব্যতীত অন্য সকল অংশীদার আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে এবং ঘটনাক্রমে যদি ব্যবসায়ের কার্যকলাপ অবৈধ হয়ে পড়ে তাকে বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন বলে।

রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো নতুন আইন প্রণয়নের ফলে যদি এমন কিছু ঘটে, যার ফলে অংশীদারি ব্যবসায় কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসায় অবৈধ বিবেচিত হয়, তখন বাধ্যতামূলক বিলোপসধান ঘটে। একজন ব্যতীত সকল অংশীদার একযোগে দেউলিয়া হলে বা মারা গেলে বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন ঘটে। সাধারণত ৪১ ধারা অনুযায়ী এ ধরনের বিলোপসধান হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি সীমিত দায় বা সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন।

সীমিত অংশীদারি ব্যবসায়ে কমপক্ষে একজন অংশীদারের দায় সীমিত এবং কমপক্ষে একজন অংশীদারের দায় অসীম থাকে। এক্ষেত্রে সীমিত ও সীমাহীন উভয় প্রকার অংশীদার থাকে। সীমিত অংশীদারি প্রতিষ্ঠানটি অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হয়।

উদ্দীপকে আবির ও তার বন্ধু শিমুলসহ আরো ১৮ জন বন্ধু নিয়ে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তারা ৫০ কোটি টাকা মূলধন হিসেবে সরবরাহ করেন। তবে মি. আবির ব্যবসায়ে পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন না এবং বিনিয়োগের অতিরিক্ত দায় বহন করেন না। বিনিয়োগকৃত অর্থ পর্যন্ত তার দায় সীমাবদ্ধ। যা সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবসায়টি সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায়।

ঘ উদ্দীপকে ব্যবসায়টি নিবন্ধন করার কারণে শিমুলের পক্ষে আইনের আশ্রয় নেয়া সম্ভব হয়েছিল বলে আমি মনে করি।

অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন বলতে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত নিবন্ধকের অফিসে ব্যবসায়ের চুক্তিপত্র সংরক্ষণ ও নাম তালিকাভুক্তিকরণকে বোঝায়। এটির ফলে অংশীদারগণ ১০০ টাকা বেশি পাওনা আদায়ের জন্য তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত অংশীদারি ব্যবসায়ে দায়িত্বরত মি. আবিরের মৃত্যু ঘটলে শিমুল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে একজন প্রভাবশালী দেনাদার ৪০,০০০ টাকা না দেয়ায় শিমুল আইনের আশ্রয় নিয়ে টাকা আদায় করতে সমর্থন হন।

অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধনের ফলে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে পারে। এক্ষেত্রে কোনো দেনাদার যদি প্রতিষ্ঠানে অর্থ প্রদান না করে সে ক্ষেত্রে পরিচালক আদালতে মামলা করতে পারেন। অংশীদারি আইনের ৬৯(৪) ধারা অনুযায়ী অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধিত না হলে ১০০ টাকার বেশি পাওনা আদায় করতে পারে না। তাই বলা যায়, জনাব শিমুল অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধনের কারণে দেনাদারের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে সমর্থ হয়েছেন।

প্রশ্ন ▶ ২৪ ক, খ, গ সাভারে একটি জামদানি শাড়ি তৈরির কারখানা দীর্ঘদিন যাবৎ সাফল্যের সাথে পরিচালনা করছে। প্রাথমিকভাবে তিনজনই দুই লক্ষ টাকা করে মূলধন নিয়ে ব্যবসায় শুরু করেছিলেন। চলতি বছরের শুরুতে আকস্মিকভাবে আগুন লেগে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যাওয়ায় ব্যবসায়টির অস্তিত্ব প্রায় নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। সুতা, রং ও শ্রমিকদের বেতন বাবদ সম্মিলিত দায়ের পরিমাণ প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা দাঁড়িয়েছে। *[কুমিল্লা কমার্স কলেজ]*

ক. সীমাবদ্ধ অংশীদার কে? ১

খ. জন্মগত অধিকারের ভিত্তিতে অংশীদারি কারবার গঠিত হয় না- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আলোচ্য উদ্দীপকটিতে অংশীদারি ব্যবসায়ের কোন গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি অনুপস্থিত? সেটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কারখানাটি আগুনে বিনষ্ট হওয়ার পর সর্বমোট দায়ের পরিমাণেই অংশীদারগণ ব্যক্তিগতভাবে চিন্তিত। এতে অংশীদারি ব্যবসায়ের কোন বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান তা মূল্যায়ন করো। ৪

http://teachingbd.com

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অংশীদারের দায় চুক্তি অনুযায়ী বা আইনগত কারণে সীমাবদ্ধ থাকে তাকে সীমাবদ্ধ অংশীদার বলে।

খ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও চুক্তির মাধ্যমে গঠিত ব্যবসায়কে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

এই ক্ষেত্রে অংশীদারদের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হতে হয়। এজন্য তাদের চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য হতে হয়। কেউ পৈতৃক সূত্রে বা জন্মগতভাবে অংশীদার হতে পারে না। সুতরাং জন্মগত অধিকারের ভিত্তিতে অংশীদারি কারবার গঠিত হয় না।

গ আলোচ্য উদ্দীপকটিতে অংশীদারি ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান 'চুক্তিপত্র' এর অনুপস্থিতি রয়েছে।

চুক্তি হলো অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল দলিল। যেখানে অংশীদারদের পারস্পরিক চুক্তির বিষয়াবলি (মূলধন, লাভ, লোকসান) উল্লেখ থাকে। এই চুক্তি লিখিত কিংবা মৌখিক হতে পারে। লিখিত চুক্তিকে চুক্তিপত্র বলে। আইন অনুযায়ী চুক্তিপত্র লিখিত হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। তবে ভবিষ্যত ঝামেলা ও দ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্য চুক্তিপত্র লিখিত হওয়া অধিক কার্যকর।

উদ্দীপকের ক, খ, গ সাভারে একটি জামদানি শাড়ি তৈরির কারখানা পরিচালনা করেছেন। প্রাথমিকভাবে তিনজনই দুই লক্ষ টাকা করে মূলধন নিয়ে ব্যবসায় শুরু করেন। তাদের ব্যবসায় সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু তারা কোনো চুক্তি ছাড়াই প্রতিষ্ঠানটি গঠন করেন। তারা চুক্তি ছাড়াই মূলধনও সরবরাহ করেছিলেন। যা ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করবে। তাছাড়া চুক্তিপত্র ছাড়া ব্যবসায় গঠিত হলে তারা তৃতীয় পক্ষের সাথেও চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে না। এতে প্রতিষ্ঠানে নানা ধরনের জটিলতা দেখা দিবে, তাই বলা যায়, উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানে চুক্তিপত্র উপাদানটি অনুপস্থিত, যা অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের মূল দলিল হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ অসীম দায় বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান।

অসীম দায়ের ক্ষেত্রে অংশীদারগণ বিনিয়োগকৃত মূলধনের বাইরেও দায় বহন করে। কোন অংশীদার দেউলিয়া হলে তার দায়ও অন্য অংশীদারদের বহন করতে হয়। প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করে ব্যবসায়ের দায় মেটায়।

উদ্দীপকের ক, খ, গ, সাভারে একটি জামদানি শাড়ি তৈরির কারখানা সাফল্যের সাথে পরিচালিত করছে। প্রাথমিকভাবে তিনজনই সমানভাবে মূলধন সরবরাহ করেছে। চলতি বছরের শুরুতে আকস্মিকভাবে আগুন লেগে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এতে ব্যবসায়ের অস্তিত্ব নষ্ট হতে বসেছে। সুতরাং, রং ও শ্রমিকের বেতন বাবদ সম্মলিত দায়ের পরিমাণ প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। যা তারা তিজনই ব্যক্তিগতভাবে এ দায় মেটাবে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের দায় অসীম। তাই ক, খ, গ তিনজন অংশীদারকে তাদের মূলধনের বাইরেও দায় বহন করতে হবে। তাদের ব্যবসায়ের দায় ১৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু তাদের মূলধনের পরিমাণ প্রত্যেকেরই দুই লক্ষ টাকা করে, যা দায়ের তুলনায় অনেক কম। তাদের মূলধনের অনুপাতে দায় ভাগ করে নিতে হবে। তারপর ব্যক্তিগতভাবে এ দায় বহন করতে হবে। যা ব্যবসায়ের অসীম দায় বৈশিষ্ট্যকেই ইঙ্গিত করে। তাই বলা যায়, সর্বমোট দায়ের পরিমাণে অংশীদারগণের ব্যক্তিগতভাবে চিন্তিত থাকা প্রতিষ্ঠানের অসীম দায় বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন ▶ ২৫ জনি ও রনি মৌখিক সম্মতিতে পাঁচ বছর মেয়াদি একটি ব্যবসায় গঠন করেন। ব্যবসায়টি বেশ লাভজনক হওয়ায় তারা সেটি চালিয়ে যাচ্ছেন। একজন দেনাদারের কাছ থেকে তারা ২৫,০০০ টাকা আদায় করতে পারছেন না বলে বিকল্প পদক্ষেপ গ্রহণের চিন্তা করছেন।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. ব্যবসায় নৈতিকতা কী? ১

খ. পরিকল্পনায় নমনীয়তা বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনি ও রনির ব্যবসায়টি কোন প্রকৃতির অংশীদারি ব্যবসায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ২৫,০০০ টাকা পাওনা আদায়ে জনি ও রনি দেনাদারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের পরিচালনাগত ও বাহ্যিক বিষয়ে ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করাকে ব্যবসায় নৈতিকতা বলে।

খ পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপখাওয়ানোর উদ্দেশ্যে পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনার সুযোগ রাখাকে পরিকল্পনার নমনীয়তা বলে।

ভবিষ্যৎ সর্বদা অনিশ্চিত। যেকোনো সময় পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে পারে। এ জন্য পরিকল্পনায়ও পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানকে সর্বদা পরিবর্তিত অবস্থা বিবেচনা করতে হয়। যাতে প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। আর যা পরিকল্পনার নমনীয়তার মাধ্যমে সম্ভব হয়।

গ রনি ও জনির ব্যবসায়টি নির্দিষ্ট মেয়াদি অংশীদারি ব্যবসায়।

কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ব্যবসায় গঠিত হলে তাকে নির্দিষ্ট মেয়াদি অংশীদারি ব্যবসায় বলা হয়। এ ধরনের ব্যবসায় কোনো নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদন বা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গঠিত হয়। উদ্দেশ্য অর্জন হলে ব্যবসায়ের বিলুপ্তি ঘটে। তবে অংশীদাররা চাইলে নির্দিষ্ট মেয়াদ বা উদ্দেশ্য অর্জনের পরও ব্যবসায় চালাতে পারে।

উদ্দীপকের রনি ও জনি মৌখিক সম্মতিতে একটি ব্যবসায় গঠন করে। ব্যবসায়টি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গঠিত হয়। তাদের ব্যবসায়ের মেয়াদ পাঁচ বছর। ব্যবসায়টি বেশ লাভজনকভাবে চলছে। কিন্তু ব্যবসায়টি পাঁচ বছরের জন্য গঠন করার মেয়াদ শেষে এর আপনা-আপনি বিলোপ ঘটবে। তাদের ব্যবসায়টি নির্দিষ্ট মেয়াদি অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়। তাই বলা যায়, রনি ও জনির ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি নির্দিষ্ট মেয়াদি অংশীদারি ব্যবসায়।

ঘ ব্যবসায়ের চুক্তিপত্রে নিবন্ধন না থাকায় পাওনা আদায়ের জন্য জনি ও রনি দেনাদারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন না।

চুক্তিপত্র বলতে অংশীদারদের মধ্যে চুক্তির বিষয়বস্তুর লিপিবদ্ধ দলিলকে বোঝায়। এ পত্রের নিবন্ধনের মাধ্যমে অংশীদারগণ তাদের দেনা-পাওনার জন্য আইনের ব্যবস্থা নিতে পারে। এই পত্র ব্যবসায় পরিচালনার ভবিষ্যৎ দিকদর্শন হিসেবে কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকের জনি ও রনি মৌখিক সম্মতিতে একটি ব্যবসায় স্থাপন করেন। ব্যবসায় লাভজনক হওয়ায় তারা সেটি চালিয়ে যাচ্ছেন। একজন দেনাদার থেকে ২৫,০০০ টাকা আদায় করতে পারছে না বলে মামলা করতে চান। কিন্তু কোনো লিখিত চুক্তি না থাকায় তারা মামলা করতে সক্ষম হচ্ছেন না।

চুক্তিপত্র হলো অংশীদারদের মধ্যকার চুক্তির বিষয়বস্তুর দলিল। যা ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। তবে নিবন্ধন না করলে কোন আইনগত সুবিধা ভোগ করতে পারে না। জনি ও রনি কোনো লিখিত চুক্তি ছাড়াই ব্যবসায় স্থাপন করেন। তাছাড়া তারা তাদের ব্যবসায় নিবন্ধনও করেন নি। তাই তারা দেনাদারের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত সুবিধা নিতে পারবে না। তাই বলা যায়, জনি ও রনি টাকা আদায়ের জন্য দেনাদারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন না।

Teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ২৬ রফিক, শফিক ও আতিক তিনজন সৃজনশীল ও উদ্যমী বন্ধু। তারা পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে "বন্ধু এন্টারপ্রাইজ" নামে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ব্যবসায়ের যথেষ্ট সুনাম ও পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের অভাবে তাদের ব্যবসায়টি এক পর্যায়ে বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে তারা আলাদা হয়ে ব্যবসায় করেন ও নিজ নিজ ক্ষেত্রে একেক জন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। *[কক্সবাজার সরকারি কলেজ]*

ক. উপবিধি কী? ১

খ. "কোম্পানির চিরন্তন অস্তিত্ব রয়েছে"-ব্যাখ্যা করো। ২

গ. "বন্ধু এন্টারপ্রাইজ" প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত তিন বন্ধুর পরবর্তীকালের ব্যবসায়ে সফলতার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাজ পরিচালনার নিয়ম-কানুন লেখা থাকে তাকে উপবিধি (By-laws) বলে।

খ কোম্পানির চিরন্তন অস্তিত্ব বলতে সহজে বিলুপ্ত হয় না এমন অস্তিত্বকে বোঝায়।

কোম্পানি সংগঠন অন্যান্য সংগঠনের মতো সহজে বিলুপ্ত হয় না বলে আইন অনুযায়ী এ ব্যবসায় চিরন্তন অস্তিত্বের মর্যাদা ভোগ করে। পৃথক ও স্বাধীন সত্তার কারণে শেয়ারহোল্ডারদের মৃত্যু, দেউলিয়াত্ব ইত্যাদিও ব্যবসায়ের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে না। কেবল আইনের মাধ্যমেই এ ব্যবসায়ের বিলোপসাধন সম্ভব। তাই বলা হয়, কোম্পানির অস্তিত্ব চিরন্তন প্রকৃতির।

গ উদ্দীপকে 'বন্ধু এন্টারপ্রাইজ' প্রতিষ্ঠানটি অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠনের অন্তর্গত।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে চুক্তির ভিত্তিতে অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করে। চুক্তি ছাড়া ব্যবসায় গঠিত হতে পারে না। এ চুক্তির শর্তানুযায়ী অংশীদাররা ব্যবসায় থেকে লাভ-লোকসান পেয়ে থাকে। চুক্তিতে উল্লেখ নেই এমন কোনো কাজ অংশীদাররা করতে পারে না।

উদ্দীপকে রফিক, শফিক ও আতিক তিনজনেই সৃজনশীল ও উদ্যমী বন্ধু। তারা পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে 'বন্ধু এন্টারপ্রাইজ' নামক একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এক্ষেত্রে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে একমাত্র অংশীদারি ব্যবসায়ে গঠিত হয়। তাই বলা যায়, 'বন্ধু এন্টারপ্রাইজ' নামক প্রতিষ্ঠানটি একটি অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত তিন বন্ধুর পরবর্তীকালের ব্যবসায়টি হলো একমালিকানা ব্যবসায়।

এ ব্যবসায় একক মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ব্যবসায়ের মালিক একজন থাকায় তাকেই ব্যবসায়ের সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিতে হয়। এ ধরনের ব্যবসায়ে মালিকের দায় সাধারণত অসীম হয়।

উদ্দীপকে রফিক, শফিক ও আতিক তিন বন্ধু সমঝোতার ভিত্তিতে একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করেন। তাদের ব্যবসায়ের যথেষ্ট সুনাম ও পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যকার পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের অভাবের কারণে ব্যবসায়টি এক পর্যায়ে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তারা আলাদাভাবে ব্যবসায় স্থাপন করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেন।

উদ্দীপকের তিন বন্ধু পরবর্তীতে একমালিকানা ব্যবসায় স্থাপন করেন। এই ব্যবসায়ের মালিক একজন থাকায় তিনি নিজেই ব্যবসায় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তাকে কারও মুখাপেক্ষী হতে হয় না। ফলে তিনি নিজ গুণে ব্যবসায় পরিচালনা করে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হন। এ সব কারণেই উদ্দীপকের তিন বন্ধু একমালিকানা ব্যবসায় স্থাপন করে সফল হয়েছেন।

প্রশ্ন ▶ ২৭

অংশীদার	মূলধন	২০১৬ এর মুনাফা	মাসিক বেতন
ক	৬,০০,০০০	১,০০,০০০	----
খ	৪,০০,০০০	১,০০,০০০	-----
গ	---	১,০০,০০০	৮,০০০

[কক্সবাজার সরকারি কলেজ]

ক. স্মারকলিপি কী? ১

খ. নাবালক কী অংশীদার হতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে অংশীদারদের মূলধন ভিন্ন ভিন্ন হলেও মুনাফা সমহারে বর্ণিত হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. যদি ২০১৭ সালে ব্যবসায়ের ৩ লক্ষ টাকা লোকসান হয় তবে অংশীদার 'গ' এর দায় বর্ণনা করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে কোম্পানির নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য, দায়, মূলধন, সম্মতি ইত্যাদি বিষয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ থাকে তাকে স্মারকলিপি বলে।

খ অংশীদারি আইন অনুযায়ী নাবালক অংশীদার হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

যার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি তাকে নাবালক হিসেবে গণ্য করা হয়। অংশীদারি আইনের ৩০(১) ধারায় বলা হয়েছে, কোনো নাবালক আইনানুযায়ী অংশীদার হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু সকল অংশীদার সম্মত হলে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত নাবালককে অংশীদারি ব্যবসায়ের সুবিধা দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে তাকে ব্যবসায়ের কোনো লেনদেনের জন্য দায়ী করা যায় না।

গ চুক্তিপত্রে লাভ-ক্ষতি বণ্টন সম্পর্কে উল্লেখ না থাকায় উদ্দীপকের অংশীদারদের মূলধন ভিন্ন ভিন্ন হলেও মুনাফা সমাহারে পেয়েছে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি চুক্তি। চুক্তি ছাড়া অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হতে পারে না। আর এই চুক্তির লিখিত রূপই চুক্তিপত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। চুক্তিপত্রে লাভ-ক্ষতি বণ্টন সম্পর্কে উল্লেখ না থাকলে অংশীদারদের মধ্যে সমান হারে লাভ-ক্ষতি বণটন করা হয়।

উদ্দীপকে ক, খ ও গ তিনজনে মিলে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করে। এদের মধ্যে ক ও খ ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগ করলেও গ কোনো মূলধন দেয়নি। তবে ব্যবসায়ের অর্জিত মুনাফা প্রত্যেকেই সমান হারে পায়। এক্ষেত্রে তাদের চুক্তিপত্রে লাভ-ক্ষতি বণ্টন সম্পর্কিত কোনো বিষয় উল্লেখ ছিল না। কারণ চুক্তিপত্রে লাভ-ক্ষতি বণ্টন সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না থাকালে প্রত্যেকেই সমান হারে মুনাফা পায়। তাই বলা যায়, চুক্তিপত্রে লাভ-ক্ষতি বণ্টন সম্পর্কে উল্লেখ না থাকায় প্রত্যেকে সমানভাবে মুনাফা পেয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে খ গ কর্মী অংশীদার হওয়ায় ২০১৭ সলে ব্যবসায়ের ৩ লক্ষ টাকা লোকসানের দায় বহনে তিনি বাধ্য থাকবেন।

কর্মী অংশীদার ব্যবসায়ে কোনো মূলধন বিনিয়োগ করে না। শুধু তার নিজস্ব শ্রম ও দক্ষতাকে সক্রিয়ভাবে ব্যবসায়ে নিয়োজিত রাখে। চুক্তি অনুযায়ী এরা সাধারণ অংশীদারদের মতো ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করে এবং অসীম দায় বহনেও বাধ্য থাকবে।

উদ্দীপকে ক, খ ও গ তিন জনে মিলে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করে। এদের মধ্যে ক ও খ ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করলেও গ ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করেনি। সে শুধু নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে কাজ করে।

এক্ষেত্রে গ হলো কর্মী অংশীদার। এ ধরনের অংশীদাররা ব্যবসায়ের সকল দায় বহনে বাধ্য থাকে। তাই উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭ সালে ৩ লক্ষ টাকা লোকসান হলে উক্ত লোকসানের দায়ভার গ কে বহন করতে হবে। সুতরাং উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭ সালে ৩ লক্ষ টাকা লোকসান করলে কর্মী অংশীদার হিসেবে গ কে এর দায়ভার বহন করতে হবে।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ২৮ রাজিব, সজীব ও মুজিব মিলে একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করেছেন। প্রতিষ্ঠানটির স্থায়িত্বকাল তারা যে চুক্তিপত্র তৈরি করেছেন তাতে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। বেশ কিছুদিন পরিচালিত হবার পর জনাব রাজিব প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত করার আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি অপর দুই অংশীদারকে লিখিত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ব্যবসায় বিলোপের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. সীমাবদ্ধ অংশীদার কাকে বলে? ১

খ. 'অংশীদারের চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা'-ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অংশীদারি ব্যবসায়টি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে গৃহীত পদক্ষেপটি কতটুকু আইনসম্মত হয়েছে বলে তুমি মনে করো? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অংশীদারের দায় চুক্তি অনুযায়ী বা আইনগত কারণে মূলধন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে এবং ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না তাকে সীমাবদ্ধ অংশীদার বলে।

খ অংশীদারদের যোগ্যতা বলতে প্রথমত অংশীদারি চুক্তি সম্পাদনে তাদের আইনগত যোগ্যতা থাকাকে বোঝায়।

অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি হলো চুক্তি। চুক্তি ছাড়া এ ধরনের ব্যবসায় গঠিত হতে পারে না। তাই আইনানুযায়ী চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম ব্যক্তিই এ ব্যবসায়ের অংশীদার হওয়ার যোগ্য। আইন অনুযায়ী যার বয়স নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে, সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী এবং আইনানুযায়ী চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম বিবেচিত হয় এমন ব্যক্তিই অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত অংশীদারি ব্যবসায়টি ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায় কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের বা সময়ের জন্য গঠিত না হয়ে অনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য গঠিত হয়। অর্থাৎ এ ধরনের ব্যবসায়ের স্থায়িত্বকাল অংশীদারদের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

উদ্দীপকে রাজিব, সজীব ও মুজিব মিলে একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করেছেন। তারা তাদের ব্যবসায়ের স্থায়িত্বকাল সম্পর্কে তাদের তৈরিকৃত চুক্তিপত্রের কোথাও উল্লেখ করেনি। বেশ কিছুদিন পর জনাব রাজীব অপর দুই অংশীদারকে লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ব্যবসায়ের বিলোপের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আর এই ধরনের বিলোপ একমাত্র ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই সম্ভব। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের অংশীদারি ব্যবসায়টি হলো ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায়।

ঘ উদ্দীপকে গৃহীত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিলোপ সাধন পদক্ষেপটি আইনসম্মত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

অংশীদারি ব্যবসায়ের কোনো অংশীদার যদি অপর অংশীদারদের ব্যবসায়ের বিলোপ সংক্রান্ত লিখিত বিজ্ঞপ্তি দেয় তবে ব্যবসায়টির বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিলোপসাধন হবে। সাধারণত ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই এ ধরনের বিলোপ সাধন হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে রাজিব, সজীব ও মুজিব মিলে একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করেছেন। তাদের প্রতিষ্ঠানটির স্থায়িত্ব সম্পর্কে তাদের তৈরিকৃত চুক্তিপত্রের কোথাও উল্লেখ করেনি। বেশ কিছুদিন প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হবার পর জনাব রাজীব প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত করার আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি অপর দুই অংশীদারকে লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তার বিলোপের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিলোপসাধন হবে। এই ধরনের বিলোপসাধনের জন্য প্রতিষ্ঠানের নোটিস বোর্ডে লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিতে হয়। উদ্দীপকের জনাব রাজীবও তাই অপর দুই অংশীদারদের লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তার বিলোপসংক্রান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেন, যা আইনসম্মত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ২৯ মিসেস মুনিরা ঢাকার একটি বিখ্যাত বুটিক হাউজের মালিক। তার এক বান্ধবীর সহযোগিতায় মাত্র ৫ জন শ্রমিক নিয়ে তিনি প্রথম ব্যবসায় শুরু করেছিলেন। এখন তাঁর ৬টি কারখানায় একশজন শ্রমিক কাজ করে। একজন ম্যানেজারও নিয়োগ দিয়েছেন। কিন্তু আগের মতো প্রতিষ্ঠান চলছে না। কখনো তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে বা অনুপস্থিত থাকলে সমস্যার সীমা থাকে না। তাই তিনি তার ছোট বোন সনিয়াকে সমঝোতার ভিত্তিতে ব্যবসায়ের অংশীদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। */সিলেট সরকারি কলেজ/*

ক. ব্যবসায় পরিবেশ কী? ১

খ. প্রযুক্তিগত পরিবেশ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মিসেস মুনিরার প্রথম পর্যায়ের ব্যবসায়ের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ছোট বোন সনিয়াকে ব্যবসায়ের অংশীদার করা যৌক্তিক হয়েছে? যুক্তিসহ তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়ে একটি দেশের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে ব্যবসায় পরিবেশ বলে।

খ কোনো দেশের বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা, গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, আধুনিক কৌশল ও পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে যে পরিবেশ গঠিত হয় তাকে প্রযুক্তিগত পরিবেশ বলে।

বর্তমানকালে ব্যবসায়ের ওপর প্রযুক্তিগত পরিবেশের ব্যাপক প্রভাব লক্ষণীয়। বিজ্ঞান আমাদের নতুন নতুন জ্ঞান ও শিক্ষা দেয়। কিন্তু এ জ্ঞানের ব্যবহার ঘটে প্রযুক্তির মাধ্যমে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে কম খরচে নতুন নতুন পণ্য ও সেবার উৎপাদন সম্ভব হয়। তাই যেসব দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিবেশে উন্নত তারা শিল্প বাণিজ্যেও উন্নত হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মিসেস মুনিরার প্রথম পর্যায়ের ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

এ ব্যবসায় একক মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ব্যবসায়ের মালিক একজন থাকায় ইচ্ছা করলেই সহজে সীমিত মূলধন নিয়ে গঠন করা যায়। এ ব্যবসায়ের যাবতীয় লাভ মালিক একই ভোগ করে। তাই লোকসান হলেও সমস্ত দায় তাকেই বহন করতে হয়।

উদ্দীপকে মিসেস মুনিরা ঢাকার একটি বিখ্যাত বুটিক হাউজের মালিক। তিনি তার এক বান্ধবীর সহযোগিতায় মাত্র ৫ জন শ্রমিক নিয়ে এ ব্যবসায় শুরু করেছিলেন। বর্তমানে তাঁর ৬টি কারখানা রয়েছে। এখানে ১০০ জন শ্রমিক প্রতিনিয়ত কাজ করছে। এই ব্যবসায়ে তিনি নিজেই মালিক এবং বাকিরা সবাই শ্রমিক। একমালিকানা ব্যবসায় একজন মাত্র মালিক দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়। তাই বলা যায়, মিসেস মুনিরার প্রথম পর্যায়ের ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকে ছোট বোন সনিয়াকে ব্যবসায়ের অংশীদার করায় ব্যবসায়টি অংশীদারি ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে, এক্ষেত্রে মিসেস মুনিরার এ সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক বলে মনে করি।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে চুক্তির ভিত্তিতে অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করে। চুক্তি ছাড়া অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হতে পারে না। চুক্তির শর্তানুযায়ী অংশীদারদের মধ্যে লাভ-লোকসান বণ্টন করা হয়। চুক্তিপত্রে উল্লেখ নেই এমন কোনো কাজ অংশীদাররা করতে পারেন না।

উদ্দীপকে মিসেস মুনিরা ঢাকার একটি বিখ্যাত বুটিক হাউজের মালিক। তিনি তার ব্যবসায়টি ৫ জন শ্রমিক নিয়ে শুরু করলেও বর্তমানে তার ৬টি কারখানায় ১০০ জন শ্রমিক কাজ করছে। কিন্তু তার ব্যবসায়টি এখন আর আগের মতো চলছে না। কারণ তিনি প্রায় সময়ই অসুস্থ থাকেন। এজন্য তিনি ব্যবসায়ের কাজে সময় দিতে পারছে না। তিনি তার ছোট বোন সনিয়াকে সমঝোতার ভিত্তিতে ব্যবসায়ের অংশীদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে ব্যবসায়টি অংশীদারি ব্যবসায়ে পরিণত হবে।

http://teachingbd.com

একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিক একজন থাকায় অনেক সময় দেখা যায় ব্যক্তি সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার কারণে ব্যবসায়টি সার্বিকভাবে পরিচালনা করা যায় না। ফলে প্রতিষ্ঠানের লোকসানের সম্ভাবনা দিন দিন বাড়ে। এ অবস্থায় ব্যবসায়টিকে অংশীদারি ব্যবসায়ে পরিণত করার প্রয়োজন হয়। উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটিতেও তাই হয়েছে। মিসেস মুনিরার অসুস্থতার কারণে তিনি তার ছোট বোন সনিয়াকে ব্যবসায়ের অংশীদার করার সিদ্ধান্ত নেন। এতে মিসেস মুনিরার অনুপস্থিতে সনিয়া ব্যবসায় পরিচালনা করবে। ফলে ব্যবসায়টিকে আর লোকসানের সম্মুখীন হতে হবে না। তাই বলা যায়, মিসেস মুনিয়ার অংশীদারি ব্যবসায় গঠনের সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৩০ ক, খ ও গ সমঝোতার ভিত্তিতে একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করলেও তা নিবন্ধন করেনি। তিনজনের মূলধনের পরিমাণ সমান এবং মুনাফা ভোগের হার ও সমানুপাতিক, তবে ক তার মূলধনের অতিরিক্ত দায় বহন করে না। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে অনেক চেষ্টা করেও একজন দেনাদারের কাছ থেকে ১০,০০০ টাকা আদায় করতে পারছে না। তারা পাওনা আদায়ের জন্য আদালতের আশ্রয় নেয়ার কথা ভাবছে।

[সিলেট সরকারি কলেজ]

ক. অংশীদারি ব্যবসায়ের সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা কতজন? ১

খ. অংশীদারি ব্যবসায়ের অসীম দায় বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো প্রতিষ্ঠানটি আদালতের মাধ্যমে পাওনা আদায় করতে পারবে? যুক্তিসহ তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অংশীদারি ব্যবসায়ের সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা দুই জন।

খ অংশীদারি ব্যবসায়ে বিনিয়োজিত মূলধনের বাইরেও অংশীদারদের ব্যক্তিগত দায় সৃষ্টি হওয়াকে অংশীদারি ব্যবসায়ের অসীম দায় বলে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের প্রধান অসুবিধা হলো এ ব্যবসায়ের সকল সদস্যদের দায় অসীম। এক্ষেত্রে অংশীদারকে ব্যবসায়ের সমস্ত দেনার জন্য পৃথকভাবে দায়ী হতে হয়। কোনো অংশীদার যদি তার অংশের দেনার পরিশোধে অক্ষম হয় তাহলে অন্যান্য অংশীদার ব্যবসায়ের সকল দেনা পরিশোধে বাধ্য থাকে। এমনকি এই দেনা পরিশোধের জন্য ব্যবসায়িক সম্পদ যথেষ্ট না হলে অংশীদারগণের ব্যক্তিগত সম্পদও দায়বদ্ধ থাকে। এটিই অংশীদারি ব্যবসায়ের অসীম দায়।

গ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠনের অন্তর্গত।

সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায়ে কমপক্ষে একজন অংশীদারের দায় সীমিত থাকে। এই ধরনের অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক। অন্যথায় তা সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায় হিসেবে গণ্য হবে। এই ধরনের ব্যবসায়ে সীমিত অংশীদারের দায় তার বিনিয়োগকৃত মূলধন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে।

উদ্দীপকে ক, খ ও গ সমঝোতার ভিত্তিতে একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করে। তবে তারা তাদের ব্যবসায়টির নিবন্ধন করেনি। তাদের ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ সমান এবং মুনাফা ভোগের হারও সমানুপাতিক। তবে 'ক' তার মূলধনের অতিরিক্ত দায় বহন করবে না। এক্ষেত্রে ক হলো সীমাবদ্ধ অংশীদার। কারণ সীমাবদ্ধ অংশীদার বিনিয়োগকৃত মূলধনের অতিরিক্ত বহন করে না। সুতরাং উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটিকে 'ক' এর দায়ের কারণে সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায় বলা যায়।

ঘ নিবন্ধন না থাকার কারণে উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি আদালতের মাধ্যমে পাওনা আদায় করতে পারবে না।

অংশীদারি ব্যবসায়ে সংগঠনের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। তবে অনিবন্ধিত ব্যসায়ের তুলনায় নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় বেশি সুবিধা ভোগ করে। বিশেষত ব্যবসায়িক পাওনা আদায়ের ব্যাপারে আইনের আশ্রয় নিতে পারে।

উদ্দীপকে ক, খ ও গ সমঝোতার ভিত্তিতে একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করে। তারা তাদের ব্যবসায়টির নিবন্ধন করেনি। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি অনেক চেষ্টা করেও একজন দেনাদারের কাছে থেকে ১০,০০০ টাকা আদায় করতে পারছে না। এ অবস্থায় তারা তাদের পাওনা আদায়ের জন্য আদালতের আশ্রয় নেয়।

আদালতের আশ্রয় নিয়েও ক, খ ও গ তাদের পাওনা আদায় করতে পারবে না। কারণ তাদের ব্যবসায় সংগঠনটি একটি অনিবন্ধিত ব্যবসায় সংগঠন। এক্ষেত্রে অংশীদারি আইনে বলা হয়েছে, যদি কোনো অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন করে তাহলে ১০০ টাকার বেশি পাওনা আদায়ের জন্য আদালতে মামলা করতে পারবে না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি তাদের পাওনা ১০,০০০ টাকা আদালতের মাধ্যমে আদায় করতে পারবে না।

প্রশ্ন ▶ ৩১ সাবু, মোস্তাক, জিয়া ও হাবিব চুক্তিবদ্ধ হয়ে ব্যবসায় শুরু করে। তারা প্রত্যেকে ১ লক্ষ টাকা মূলধন সরবরাহ করে। কিছুদিন পর জাকির তাদের ব্যবসায় যোগ দেয়। কিন্তু কোনো মূলধন সরবরাহ করে না। জাকির বেশ পরিশ্রমী, সে ব্যবসায় সব থেকে সময় ও শ্রম দিয়ে থাকে। বছর শেষে মুনাফা বণ্টনের সময় সাবু জাকিরকে মুনাফা প্রদানে অপত্তি জানালেও তার আপত্তি আইনে খারিজ হয়ে যায়।

[সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা]

ক. ক্রেডিট কার্ড কী? ১

খ. অনলাইন ব্যাংকিং বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে জাকির কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠনে কিসের ভিত্তিতে যোগ দেয়? এভাবে যোগ দেয়া কী সংগত হয়েছে? ৩

ঘ. সাবুর আপত্তি নাকচ হলো কেন? কারণসহ বুঝিয়ে লেখো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চুম্বকীয় শক্তিসম্পন্ন যে প্লাস্টিক কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহক ঋণ সুবিধাসহ বাকিতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে তাকে ক্রেডিট কার্ড বলে।

খ ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাংকিং কাজ করাকে অনলাইন ব্যাংকিং বলে।

এক্ষেত্রে অনলাইনে আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান, অর্থ স্থানান্তর, ইত্যাদি ব্যাংকিং কাজ করা যায়। গ্রাহককে স্বশরীরে ব্যাংকে উপস্থিত হতে হয় না। ঘরে বসেই গ্রাহক ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যাংকিং সুবিধা নিতে পারে। এতে গ্রাহকের সময় ও ব্যয় হ্রাস পায়।

গ জাকির অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠনে মেধা ও শ্রমের ভিত্তিতে কর্মী অংশীদার হিসেবে যোগদান করেছে।

কর্মী অংশীদার তার মেধা ও শ্রমের দ্বারা অংশীদার হিসেবে গণ্য হয়। এ অংশীদার ব্যবসায়ে কোনো মূলধন বিনিয়োগ করে না। কিন্তু লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করে। অন্যদের ন্যায় অসীম দায় বহন করে থাকে। ব্যবসায় পরিচালনার জন্য এরা নির্দিষ্ট হারে বেতন বা লভ্যাংশ পায়।

উদ্দীপকের সাবু, মোস্তাক, জিয়া ও হাবিব চুক্তিবদ্ধ হয়ে ব্যবসায় শুরু করে। তারা মূলধন সরবরাহ করে। কিছুদিন পর জাকির ব্যবসায় যোগদান করে। সে কোন মূলধন সরবরাহ করে না। ব্যবসায়ে সবসময় জাকির শ্রম দিয়ে থাকে। বছর শেষে মুনাফা ভোগ করে থাকে অন্যদের মতো। এসব বৈশিষ্ট্য কর্মী অংশীদারের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, জাকির একজন কর্মী অংশীদার এবং তার যোগদান যৌক্তিক।

http://teachingbd.com

ঘ অংশীদারি আইন অনুযায়ী কর্মী অংশীদার মুনাফা পাবে। তাই সাবুর আপত্তি নাকচ হলো।

কর্মী অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে না। মেধা ও শ্রমের জন্য অংশীদার হিসেবে গণ্য হয়। মেধা, শ্রম ও দক্ষতাকেই পুঁজি হিসেবে নিয়োগ করে থাকে। অন্যদের মতো অংশীদার হিসেবে দায় দায়িত্ব পালন করে থাকে। বছর শেষে চুক্তি অনুযায়ী মুনাফাও ভোগ করে।

উদ্দীপকের সাবু, মোস্তাক, জিয়া ও হাবিব চুক্তিবদ্ধ হয়ে ব্যবসায় শুরু করে। তারা প্রত্যেকে ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে। কিছুদিন পর জাকির অংশীদার হিসেবে যোগ দেয়। কিন্তু কোনো মূলধন বিনিয়োগ করে না। সে ব্যবসায়ে সব সময় শ্রম দিয়ে থাকে। বছর শেষে অন্যদের মতো সে মুনাফা দাবি করে। কিন্তু সাবু তাকে মুনাফা প্রদানে আপত্তি জানালে আইনে খারিজ হয়ে যায়। জাকির একজন কর্মী অংশীদার। অংশীদারি আইন অনুযায়ী এ অংশীদার মূলধন বিনিয়োগ না করেও অংশীদারত্ব লাভ করে। চুক্তি অনুযায়ী মুনাফার দাবি করতে পারবে। তার এই দাবি বৈধ বলে বিবেচিত হবে। কোন অংশীদার তার মুনাফা দিতে না চাইলে কর্মী অংশীদার আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে। অন্যদিকে, কোন অংশীদার মুনাফা দিতে আপত্তি জানালে তা অবৈধ হবে। উদ্দীপকে সাবুর ক্ষেত্রে এমনটাই হয়েছে। তাই সাবু আপত্তি জানালে তা আইনে খারিজ হয়ে যায়।

প্রশ্ন ▶ ৩২ সখা, টুলু ও জয় মিলে সমঝোতার ভিত্তিতে হোটেলে হোটেলে দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করা শুরু করলো। মূলধন হিসাবে তারা যথাক্রমে ৩০,০০০, ৪০,০০০ ও ৫০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করলো। কিছুদিন পর মুনাফা বন্টন নিয়ে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয় এবং তাদের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। *[সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা]*

ক. বিলম্বিত শেয়ার কাকে বলে? ১

খ. যোগ্যতা সূচক শেয়ার বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে সখা, টুলু ও জয় মিলে কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তুলেছে? বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ব্যবসায়িক কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার পেছনে তুমি কোন কারণটিকে দায়ী করবে? কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারতো বলে তুমি মনে করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শেয়ারের মালিকগণ লভ্যাংশ বন্টন ও মূলধন প্রত্যাবর্তনের সময় সবার শেষে অংশগ্রহণ করে তাকে বিলম্বিত শেয়ার বলে।

খ কোম্পানির পরিচালক হতে হলে যে সংখ্যক সাধারণ শেয়ারের মালিক হতে হয়, তাকে যোগ্যতাসূচক শেয়ার বলে।

কোন শেয়ারহোল্ডার পরিচালক হতে হলে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করতে হয়। এক্ষেত্রে কোম্পানির প্রবর্তকগণ এই শেয়ারের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেন। এই শেয়ারের পরিমাণ কী হবে তা কোম্পানির সংঘবিধিতে উল্লেখ থাকে।

গ উদ্দীপকে সখা, টুলু ও জয় মিলে অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তুলেছে।

অংশীদারদের পারস্পরিক চুক্তি ও সমঝোতার ভিত্তিতে এই সংগঠন গঠিত হয়। সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ২০ জন হয়ে থাকে। অংশীদারগণ চুক্তি অনুযায়ী মূলধন বিনিয়োগ করে থাকে। লাভ-লোকসান এবং দায়ও চুক্তি অনুযায়ী ভোগ করে থাকে। তবে অংশীদারদের দায় অসীম হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের সখা, টুলু ও জয় মিলে সমঝোতার ভিত্তিতে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। তারা হোটেল হোটেলে গিয়ে দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করে। তারা তিনজনই ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে। এক্ষেত্রে সখা, টুলু ও জয় যথাক্রমে, ৩০,০০০, ৪০,০০০ ও ৫০,০০০, টাকা বিনিয়োগ করে। তাদের সংগঠনের বৈশিষ্ট্যের সাথে অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠনের মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, সখা, টুলু ও জয় মিলে অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তুলেছে।

ঘ চুক্তিপত্র না থাকায় ব্যবসায়টি বন্ধ হয়েছে। চুক্তির মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

চুক্তিপত্রে অংশীদারদের পারস্পরিক দায় দায়িত্ব উল্লেখ থাকে। চুক্তি লিখিত অথবা মৌখিক হতে পারে। মৌলিক হতে লিখিত চুক্তি অধিক কার্যকর। লিখিত চুক্তিপত্রে ব্যবসায় সম্পর্কিত যাবতীয় নিয়ম, বিলোপসধান, মূলধন, মুনাফা, দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ থাকে। এতে চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারগণ দায় দায়িত্ব সম্পন্ন করেন।

উদ্দীপকের সখা, টুলু ও জয় মিলে সমঝোতার ভিত্তিতে ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলে। তারা হোটেলে দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করে। কোনো লিখিত চুক্তি ছাড়াই তারা মূলধন বিনিয়োগ করে। কিছুদিন পর মুনাফা বণ্টন নিয়ে তাদের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। এতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

উদ্দীপকের সংগঠনের কোন চুক্তি বা চুক্তিপত্র না থাকায় ঝামেলা শুরু হয়। এতে মুনাফা বণ্টন নিয়ে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়ে কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। যা চুক্তিপত্রের মাধ্যমে সমাধান সম্ভব হতো। চুক্তিপত্রে অংশীদারদের পারস্পরিক বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ থাকে। এতে কে কতটুকু মূলধন সরবরাহ করবে, মুনাফা ভোগ করবে তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকে। ফলে তাদের মধ্যে মুনাফা বণ্টন বা দায় দায়িত্ব নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হয় না। অন্যদিকে এসব বিষয় নিয়ে চুক্তি না থাকলে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। অনেক সময় ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যায়। যা উদ্দীপকেও পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সমস্যা চুক্তির মাধ্যমেই সমাধান সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ মিমি ও মুজাহিদুল স্বামী-স্ত্রী। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও তারা সিদ্ধান্ত নিল ব্যবসায় করবে। কতিপয় সুবিধার কথা বিবেচনা করে তারা দুজনে নিজ নিজ পুঁজি যৌথভাবে বিনিয়োগ করে একটি অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। তারা এ লক্ষ্যে একটি চুক্তি পত্রের খসড়া প্রস্তুত করল। বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হলেও তারা লাভজনকভাবে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছে। *[পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. অংশীদারি ব্যবসায় কী? ১

খ. অংশীদারি ব্যবসায়ে চুক্তিপত্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মিমি ও মুজাহিদুল তাদের অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনা করতে গিয়ে সম্ভাব্য যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারেন সেগুলো চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. "কম ঝুঁকিতে অধিক পুঁজি সংগ্রহের মাধ্যমে সহজেই অংশীদারি কারবার গঠন করা যায়"– ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য চুক্তির ভিত্তিতে যে ব্যবসায় গড়ে তোলে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

খ অংশীদারদের মধ্যকার চুক্তির বিষয়বস্তু যে দলিলে লেখা থাকে তাকে অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্র বলে।

চুক্তিই অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালিত হয়। চুক্তিতে উল্লেখ নেই এমন কোনো কাজ অংশীদাররা করতে পারে না। এই চুক্তিপত্রের মধ্যে অংশীদারি ব্যবসায়ের নাম, ঠিকানা, অংশীদারদের নাম, ঠিকানা, পেশা, মূলধনের পরিমাণ; ব্যবসায়ে পরিচালনা পদ্ধতি, লাভ লোকসান বণ্টন পদ্ধতি ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। তাই অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্র লিখিত হওয়া উত্তম।

গ উদ্দীপকে মিমি ও মুজাহিদুলের গঠিত ব্যবসায়টি হলো অংশীদারি ব্যবসায়। এ ধরনের ব্যবসায় পরিচালনা করতে গিয়ে অংশীদারদের বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

http://teachingbd.com

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে চুক্তির ভিত্তিতে অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করে। চুক্তি ছাড়া এ ধরনের ব্যবসায় গঠন করা যায় না। চুক্তির শর্তানুযায়ী অংশীদারদের মধ্যে লাভ-লোকসান বণ্টিত হয়।

উদ্দীপকে মিমি ও মুজাহিদুল উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও কতিপয় সুবিধার কথা বিবেচনা করে একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠনের উদ্যোগ নেয়। এ ব্যবসায় পরিচালনা করতে গিয়ে তাদের সীমাহীন দায় বহন করতে হবে। অদক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণে ব্যবসায় পরিচালনায় অসুবিধা হবে। সদস্য কম থাকায় মূলধনের সমস্যায় পড়তে হবে। এছাড়াও এই ব্যবসায়ের স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তার কারণে জনআস্থা অর্জন করতে পারবে না। সুতরাং তারা উক্ত অংশীদারি ব্যবসায়টি পরিচালনা করতে গিয়ে এসব সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

ঘ কম ঝুঁকিতে অধিক পুঁজি সংগ্রহের মাধ্যমে সহজেই অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করা যায়– উক্তিটি যৌক্তিক।

চুক্তির মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হয়। সদস্য সংখ্যা বেশি থাকায় এই ব্যবসায়ের ঝুঁকি বণ্টনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আবার মূলধনের পরিমাণও বাড়ে। এ ধরনের ব্যবসায় সকল অংশীদারের পক্ষ থেকে একজনের দ্বারা পরিচালিত হয়।

উদ্দীপকে মিমি ও মুজাহিদুল উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও কতিপয় সুবিধার কথা বিবেচনা করে নিজ নিজ পুঁজি যৌথভাবে বিনিয়োগ করে একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠনের উদ্যোগ নেয়। এ লক্ষ্যে তারা একটি চুক্তিপত্রের খসড়া প্রস্তুত করলো। ব্যবসায়টিতে বিভিন্ন সমস্যা থাকলেও তারা তা লাভজনকভাবে পরিচালনা করছে।

একাধিক সদস্য নিয়ে অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হয়। ফলে এ ব্যবসায়ে সঠিক মূলধনের সমাবেশ ঘটে। আবার একাধিক সদস্য থাকায় ঝুঁকি বণ্টনেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়। যা ব্যবসায়ের সদস্যদের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে। এছাড়াও অংশীদারি ব্যবসায় গঠনে আইনগত কোনো ঝামেলা পোহাতে হয় না বলে তা সহজেই গঠন করা যায়। তাই বলা যায়, কম ঝুঁকিতে অধিক পুঁজি সংগ্রহের মাধ্যমে সহজেই অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ জনাব অপু, তপু ও নীপু পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ৫ বছরের জন্য একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। জনাব নীপু ব্যবসায়ে যুক্ত হলেও কেবল বার্ষিক নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে তার সুনাম ব্যবহার করার সম্মতি দেন। ২ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ব্যবসায়টি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয় ও ৫০ লক্ষ টাকার দেনার সৃষ্ট হয়। অপু ও তপু এই দায় বহনে সম্মত হলেও নীপু দায় বহনে অস্বীকৃতি জানান।

[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ]

ক. অংশীদারি চুক্তিপত্র কী? ১

খ. ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে আলোচিত ব্যবসায়টি কোন ধরনের অংশীদারি ব্যবসায় ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো জনাব নীপুর দায় বহনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন যৌক্তিক? তোমার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তির বিষয়বস্তুর লিখিত রূপাকে অংশীদারি চুক্তিপত্র বলে।

খ সমাজের বিভিন্ন পক্ষের (ক্রেতা, ভোক্তা, সরকার) প্রতি ব্যবসায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের দায়ই হলো ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা।

উৎপাদক, সরবরাহকারী, ক্রেতা, ভোক্তা, সরকার মধ্যস্থকারী ইত্যাদি উপাদান নিয়েই গঠিত হয়। ব্যবসায়কে সমাজের এসব পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হয়। সমাজের এই সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন ধরনের পারিশ্রমিক, ভালো পণ্য, চাকরির নিরাপত্তাও আশা থাকে ব্যবসায়ের প্রতি। আর এসব ব্যবসায়কে দায়িত্ব হিসেবে পালন করতে হয়।

গ উদ্দীপকে আলোচিত ব্যবসায়টি 'নির্দিষ্ট মেয়াদের অংশীদারি ব্যবসায়'।

এ ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গঠিত হয়। মেয়াদ শেষ হলে আপনাআপনিই ব্যবসায়ের বিলোপসধান হয়। তাই নির্দিষ্ট সময়ের বেশি ব্যবসায় চালানো সম্ভব হয় না।

উদ্দীপকে জনাব অপু, তপু ও নীপু পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে একটি ব্যবসায় গঠন করেন। তাদের প্রতিষ্ঠানটি পাঁচ বছরের জন্য গঠিত হয়। এই মেয়াদের পর তাদের ব্যবসায়ের বিলোপসধান হবে। তারা মেয়াদ শেষে ব্যবসায় আর চালাতে পারবে না। তাদের ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট মেয়াদে গঠিত ব্যবসায়ের সাথে মিলে যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে আলোচিত ব্যবসায়টি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদি অংশীদারি ব্যবসায়।

ঘ নীপুর দায় বহনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন অযৌক্তিক।

অংশীদারি ব্যবসায় কোনো রকম মূলধন, শ্রম, দক্ষতা কিছুই বিনিয়োগ না করে অংশীদার হিসেবে বিবেচিত হয় নামমাত্র অংশীদার। এরা শুধু নিজের নাম ব্যবহার করতে দেয় প্রতিষ্ঠানকে। যার বিনিময়ে তারা মুনাফা ভোগ করে থাকেন। প্রতিষ্ঠানে দায়ের জন্য এরা দায়ী থাকে। অর্থাৎ সাধারণ অংশীদারের মতো এদের দায় অসীম।

উদ্দীপকের জনাব অপু, তপু ও নীপু পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে পাঁচ বছরের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। জনাব নীপু ব্যবসায়ে যুক্ত হলেও কেবল বার্ষিক নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে তার সুনাম ব্যবহার করার সম্মতি দেন। ২ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ব্যবসায়টি ব্যাপক ক্ষতির মুখোমুখি হয়। ব্যবসায়ের ৫০ লক্ষ টাকা দেনার সৃষ্টি হয়। অপু ও তপু এই দায় বহনে সম্মত হলেও নীপু দায় বহনে অস্বীকৃতি জানায়।

প্রতিষ্ঠানে নীপুর ভূমিকা হিসেবে তিনি একজন নামমাত্র অংশীদার। এ অংশীদার কোনো মূলধন, শ্রম, দক্ষতা বিনিয়োগ করে না। নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠানকে নিজের নাম ব্যবহার করতে দেয়। এরা সাধারণ অংশীদারের মতো প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ভোগ করে। এদের দায় অসীম হয়ে থাকে। কিন্তু নীপু উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানের দায় বহন করতে অস্বীকৃতি জানায়। নামমাত্র অংশীদার হিসেবে তিনি দায় বহনে বাধ্য। অপু ও তপুর মতো তাকেও প্রতিষ্ঠানের দায় বহন করতে হবে। সুতরাং নীপুর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন যৌক্তিক নয়।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ জাহিদ, জাবির ও জামির তিন বিশ্বস্ত বন্ধু। তারা জানতো আস্থা ও বিশ্বাস থাকলে ব্যবসায়ে সফলতা আসে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় তারা একটা স্টল নিলো। জাহিদ ৫০,০০০, জাবির ৪০,০০০ এবং জামির ৩০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করল। মেলা শেষে ১,০০,০০০ টাকা লাভ হলো। জাহিদ বেশি মূলধন দেয়ায় অপেক্ষাকৃত বেশি মুনাফা দাবি করল। এতে জাবির ও জামির আপত্তি করলো। জাহিদ ব্যবসায় ছেড়ে চলে গেল এবং জামির এ জামির নতুন করে ব্যবসায় শুরু করার কথা ভাবছে।

[সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ]

ক. অংশীদারি ব্যবসায় কী? ১

খ. অংশীদারি চুক্তি কেন দরকার? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতিতে অংশীদারদের মধ্যে কী হারে মুনাফা বণ্টন হবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে জাবির ও জামির ব্যবসায়টি অব্যাহত রাখতে চাইলে কি করণীয় আছে বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চুক্তির ভিত্তিতে ২ থেকে ২০ জন (ব্যাংকিং ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ ১০ জন) ব্যক্তি যে ব্যবসায় গঠন করে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

খ একাধিক ব্যক্তি চুক্তির ভিত্তিতে যে ব্যবসায় গঠন করে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

http://teachingbd.com

এ ব্যবসায় গঠন ও পরিচালিত হয় চুক্তির ভিত্তিতে। এরূপ ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রথমেই দেখা হয় চুক্তিতে কী উল্লেখ আছে। পরবর্তী পর্যায়ে অংশীদারি আইন দেখা হয়। তাই বলা হয়, অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হয় চুক্তির ভিত্তিতে; সামাজিক মর্যাদা বা বংশগত মর্যাদা থেকে নয়। এজন্য অংশীদারি চুক্তি দরকার।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতিতে অংশীদারদের মধ্যে সমহারে মুনাফা বণ্টন করতে হবে।

চুক্তির ভিত্তিতে অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালিত হয়। চুক্তিতে মূলধন সরবরাহ ও লাভ-লোকসান বণ্টনের ব্যাপারে যা উল্লেখ থাকবে ব্যবসায় পরিচালনায় তাই কার্যকর হয়। তবে চুক্তিতে এ ব্যাপারে কিছু উল্লেখ না থাকলে অংশীদারগণ সমহারে তা বণ্টন করবে।

উদ্দীপকের জাহিদ, জাবির ও জামির চুক্তির ভিত্তিতে একটি ব্যবসায় শুরু করে। এতে তারা যথাক্রমে ৫০,০০০ টাকা, ৪০,০০০ টাকা ও ৩০,০০০ টাকা করে মূলধন বিনিয়োগ করে। ব্যবসায়ের মেয়াদ শেষে তারা ১,০০,০০০ টাকা মুনাফা অর্জন করে। এতে জাহিদ বেশি মূলধন দেয়ায় তিনি বেশি মুনাফা দাবি করে। তবে এতে অন্যরা আপত্তি জানায়। তাদের এ আপত্তি যথার্থ। যেহেতু মুনাফা বণ্টনের ব্যাপারে পূর্বে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি, সেহেতু তা অংশীদারদের মধ্যে সমহারে বণ্টন করতে হবে।

ঘ উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে জাবির ও জামির ব্যবসায়টি অব্যাহত রাখতে চাইলে নতুন করে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ব্যবসায় শুরু করতে হবে।

অংশীদারি ব্যবসায়ে কোনো একজন ব্যক্তি দেউলিয়া বা ব্যবসায় চালাতে অসমর্থ হলে ঐ ব্যবসায়ের বিলোপসাধন করতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যবসায়টি চালু রাখা সম্ভব হয় না। তাই এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হলে নতুন করে ব্যবসায় গঠনের চুক্তি করতে হয়।

উদ্দীপকে জাহিদ, জাবির ও জামির অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করে। ভুল বোঝাবুঝির কারণে জাহিদ ব্যবসায় ছেড়ে চলে যায়। তবে জাবির ও জামির নতুন করে ব্যবসায় শুরু করার কথা ভাবছে। অংশীদারি আইন অনুযায়ী কোনো অংশীদার মারা গেলে বা ব্যবসায় ছেড়ে চলে গেলে উক্ত ব্যবসায়ের বিলুপ্তি ঘটে। অন্য অংশীদারগণ উক্ত ব্যবসায় অব্যাহত রাখতে চাইলে নতুন করে চুক্তি সম্পাদন করে ব্যবসায় সেই চুক্তি অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। উদ্দীপকের জাহিদ ব্যবসায় ছেড়ে চলে যাওয়ায় তাদের পূর্ববর্তী ব্যবসায়ের বিলোপ ঘটেছে। উক্ত ব্যবসায়িক কার্যক্রম জাবির ও জামির চালু রাখতে চাইলে তাদের আবার নতুন করে চুক্তিবদ্ধ হয়ে নতুনভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ তমাল, অনিক ও আদনান একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে। তিনজনের মূলধনের পরিমাণ সমান এবং মুনাফা ভোগের হারও সমানুপাতিক। তবে তমাল তার মূলধনের অতিরিক্ত দায় বহন করে না। প্রতিষ্ঠানটি নির্ধারিত আইনে নিবন্ধিত। বর্তমানে অনেক চেষ্টা করেও এক দেনাদারের কাছ থেকে ৫০,০০০ টাকা আদায় করতে পারছে না। তারা ভাবছে পাওনা আদায়ের জন্য আদালতের আশ্রয় নিবে।

[পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ল্যাব. স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]

ক. ঘুমন্ত অংশীদার কী? ১

খ. নাবালক কী অংশীদার হতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের অংশীদারি ব্যবসায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি আদালতের মাধ্যমে পাওনা টাকা আদায় করতে পারবে কী? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো সাধারণ অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করলে তাকে ঘুমন্ত অংশীদার বলে।

খ আইন অনুযায়ী নাবালক অংশীদার হতে পারে না।

অংশীদারি আইনের ৩০(১) ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো নাবালক আইন অনুযায়ী অংশীদার হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু সকল অংশীদার সম্মত হলে সাবালকত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত নাবালককে অংশীদারি ব্যবসায়ের সুবিধা দেয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নাবালক বিনিয়োগকৃত মূলধন পর্যন্ত দায় বহন করবে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

এ ব্যবসায় কমপক্ষে দুজনের দায় অসীম থাকে। তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত হলে একজনের দায় সসীম হবে। বাকি দুজনের দায় অসীম হতে হবে। সীমিত অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ নিতে পারে না। সে এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু মুনাফার ক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী ভোগ করে থাকে।

উদ্দীপকে তমাল, অনিক ও আদনান একটি ব্যবসায় পরিচালনা করছে। তারা সমান মূলধন বিনিয়োগ করেন। মুনাফাও সমান ভোগ করেন। তবে তমাল তার মূলধনের অতিরিক্ত দায় বহন করে না। যা আমরা সীমিত অংশীদারের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। সীমিত অংশীদার তার বিনিয়োগের অর্থের চেয়ে বেশি দায় বহন করে না। এসব বৈশিষ্ট্য সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি একটি সীমিত অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

ঘ উদ্দীপকে প্রতিষ্ঠানটি আদালতের মাধ্যমে পাওনা টাকা আদায় করতে পারবে।

চুক্তির ভিত্তিতে অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হয়। চুক্তিতে অংশীদারদের দায় দেনা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ থাকে। এই চুক্তি অংশীদারি আইনের আওতায় নিবন্ধন করা যায়। নিবন্ধনের ফলে ব্যবসায়ে পৃথক আইনগত সত্তা তৈরি হয়। যা প্রতিষ্ঠানকে আইনগত সহায়তা দিয়ে থাকে। এতে প্রতিষ্ঠান তার অধিকার আদায়ে আইনের সাহায্য নিয়ে থাকে। আদালত তার দাবি বৈধ প্রমাণ করে তাকে দাবি আদায়ে সক্ষম করে।

উদ্দীপকের তমাল, অনিক ও আদনান একটি সীমিত অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনা করছে। তারা সবাই সমান মূলধন বিনিয়োগ করে, সমান অনুপাতে মুনাফাও ভোগ করে। তারা প্রতিষ্ঠানটি নির্ধারিত আইনে নিবন্ধন করেছে। বর্তমানে একজন দেনাদার থেকে টাকা আদায় করতে পারছে না। তাই তারা আদালতের আশ্রয় নিবে, দাবি আদায়ের জন্য। তাদের প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হওয়ায় আইনের আশ্রয় নিতে পারবে। এতে তারা টাকা আদায় করতে পারবে। অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধিত হলে আইনগত সুবিধা ভোগ করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যবসায় যেকোনো বৈধ দাবি আইনের মাধ্যমে আদায় করতে পারবে। তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা মকদ্দমা করতে পারে। অন্যদিকে অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধিত না হলে এই সুবিধা পায় না। ব্যবসায়ের দাবি অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হয়। উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি আইনের অধীনে নিবন্ধিত। তাই বলা যায়, প্রতিষ্ঠান আদালতের মাধ্যমে পাওনা টাকায় আদায় করতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ জনাব রাজিব একজন প্রকৌশলী। তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কারণে বকুল, মুকুল ও শিমুল তাকে বিনা মূলধনে অংশীদার হিসাবে নেয়। বকুল, মকুল পরিচালনায় অংশ নেয়। কিন্তু শিমুল পরিচালনায় অংশ নেয়নি। অথচ বছর শেষে সমান মুনাফা দাবি করে।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর]

http://teachingbd.com

ক. ট্রেড লাইসেন্স কী? ১
খ. 'অংশীদারি ব্যবসায়ের দায় অসীম' ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব রাজিব কোন ধরনের অংশীদার? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো জনাব শিমুল অন্যদের মতো সমান মুনাফা পাবে? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় শুরুর জন্য স্থানীয় সরকার বা পৌরসভা কর্তৃক প্রদানকৃত অনুমতিপত্রকে ট্রেড লাইসেন্স বলে।

খ অংশীদারি ব্যবসায়ের অসীম দায় বলতে বিনিয়োগকৃত মূলধনের বাইরে ও ব্যক্তির দায় সৃষ্টি হওয়াকে বোঝায়।
এই ব্যবসায়ের দায় পরিশোধের জন্য ব্যবসায়িক সম্পদ যথেষ্ট না হলে ব্যক্তি নিজস্ব সম্পদ দিয়ে দায় মিটায়। অনেক সময় কোনো অংশীদার দেউলিয়া হলে বাকি অংশীদারদের তার দায় পরিশোধ করতে হয়। তাই বলা যায়, অংশীদারি ব্যবসায়ে দায় অসীম।

গ জনাব রাজিব একজন কর্মী অংশীদার।
কর্মী অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ না করে নিজস্ব মেধা, দক্ষতা ও শ্রম দিয়ে অংশীদারিত্ব লাভ করে। এ অংশীদার অন্যদের মতো চুক্তি অনুযায়ী লাভ-লোকসান ভোগ করে। অন্যদের মতো তার দায়ও অসীম। এ ধরনের অংশীদার পরিলনার জন্য নির্দিষ্ট হারে বেতন পায়।
উদ্দীপকের জনাব রাজিব একজন প্রকৌশলী। তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অনেক। তাই বকুল, মুকুল ও শিমুল তাকে বিনা মূলধনে অংশীদার হিসেবে নেয়। সে বকুল, মুকুল ও শিমুলের মতো ব্যবসায়ের দায় বহন করেন। তাছাড়া পরিচালনায় অংশ নিয়ে নির্দিষ্ট বেতন ভোগ করে। যা কর্মী অংশীদার এর বৈশিষ্ট্য। সুতরাং জনাব রাজিব একজন কর্মী অংশীদার।

ঘ হ্যাঁ, জনাব শিমুল ঘুমন্ত অংশীদার হওয়ায় অন্যদের মতো সমান মুনাফা পাবে।
ঘুমন্ত অংশীদাররা ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে, লাভ-ক্ষতি ভোগ করে। কিন্তু ব্যবসায়ে পরিচালনায় অংশ নেয় না। এ ধরনের অংশীদারের দায় অন্যদের মতো অসীম। এরূপ অংশীদার ব্যবসায় থেকে অবসর নিলে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।
উদ্দীপকে বকুল, মুকুল ও শিমুল চুক্তির ভিত্তিতে একটি ব্যবসায় স্থাপন করে। তারা সবাই মূলধন বিনিয়োগ করে। কিন্তু বকুল ও মুকুল ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ নিলেও শিমুল অংশ নেয়নি। বছর শেষে সে অন্যদের মতো মুনাফা দাবি করে।
উদ্দীপকের জনাব শিমুল একজন ঘুমন্ত অংশীদার। এক্ষেত্রে অন্যদের মতো সে মূলধন বিনিয়োগ করে। অসীম দায় ভোগ করে কিন্তু সে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না। তারপরও অন্যদের মতো তার সমান মুনাফা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তাই বলা যায়, জনাব শিমুল অন্যদের মতো সমান মুনাফা পাবে।

প্রশ্ন ▶৩৮ আবির, আসাদ ও আলমাস তিন বন্ধু মৌখিক সম্মতির ভিত্তিতে 'নিত্য চাহিদা' নামে একটি বিভাগীয় বিপণি শুরু করলো। তারা সবাই মিলে এ ব্যবসায়ের পুঁজির যোগান দিয়েছে এবং পালাক্রমে পরিচালনা করছে। ব্যবসায়টি লাভজনক হওয়ায় তারা সবাই মিলে এর সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য তারা একটি বেসরকারি ব্যাংকের কাছে ঋণের জন্য আবেদন করে। ব্যাংক সববিষয়ে সন্তুষ্ট হলেও সবার মধ্যে ঐক্যমত প্রমাণ করে এমন একটি বিশেষভাবে লিখিত দলিলের অভাবে ঋণ প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করে।

[সরকারি জিয়া মহিলা কলেজ, বেনী]

ক. প্রত্যক্ষ সেবা কী? ১
খ. সীমাবদ্ধ অংশীদার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তিন বন্ধুর ব্যবসায়টি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বেসরকারি ব্যাংকের ঋণ প্রদানে অপারগতা কতটুকু যৌক্তিক? মূল্যায়ন করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সরসারি সেবা দেয়ার কাজকে প্রত্যক্ষ সেবা বলে। যেমন : ডাক্তারি, ওকালতি প্রভৃতি।

খ চুক্তি অনুযায়ী যে অংশীদারের দায় সীমিত তাকে সীমাবদ্ধ অংশীদার বলে।
সীমাবদ্ধ অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। তবে চুক্তি অনুযায়ী মুনাফা পেয়ে থাকে। এ ধরনের অংশীদার ব্যবসায়ের হিসাবপত্র দেখার অধিকার পায়।

গ উদ্দীপকে তিন বন্ধুর ব্যবসায়টি অংশীদারি ব্যবসায়ের অন্তর্গত।
মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে চুক্তির ভিত্তিতে অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করা হয়। এ ব্যবসায়ের মূলভিত্তি চুক্তি। সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ জন সর্বোচ্চ ২০ জন। ব্যাংকিং ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ ১০ জন।
উদ্দীপকে আবির, আসাদ ও আলমাস তিন বন্ধু মৌখিক সম্মতির ভিত্তিতে 'নিত্য চাহিদা' নামে একটি বিভাগীয় বিপণি ব্যবসায় শুরু করলো। তারা সবাই মিলে এ ব্যবসায়ের পুঁজির যোগান দিয়েছে। পালাক্রমে নিজেরাই পরিচালনা করছে। এখানে এ ব্যবসায় সদস্য সংখ্যা তিনজন রয়েছে। তারা চুক্তিবদ্ধ হয়ে বিভাগীয় বিপণি ব্যবসায় শুরু করেছে। এছাড়াও অংশীদাররা একে অন্যের ওপর আস্থাবান হয়ে ব্যবসায়টি পরিচালনা করছে। সুতরাং বলা যায়, তিন বন্ধুর ব্যবসায়টি অংশীদারি ব্যবসায়।

ঘ উদ্দীপকে অংশীদারদের চুক্তিপত্র না থাকার কারণে ব্যাংক ঋণ প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করা আমি যৌক্তিক বলে মনে করি।
অংশীদারদের চুক্তির বিষয়বস্তু এ দলিলে লিপিবদ্ধ করা হয়। চুক্তিপত্র তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা মৌখিক, লিখিত, লিখিত ও নিবন্ধিত। তবে অংশীদারি ব্যবসায়ে চুক্তি থাকা বাধ্যতামূলক। চুক্তি ছাড়া এ ব্যবসায়ে গঠন করা যায় না। অংশীদারদের চুক্তি লিখিত হওয়া উত্তম।
উদ্দীপকে তিন বন্ধু মৌখিক সম্মতির ভিত্তিতে 'নিত্য চাহিদা' নামে একটি বিভাগীয় বিপণি ব্যবসায় আরম্ভ করলো। তারা সবাই মিলে ব্যবসায়টি সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাংকের কাছে ঋণের জন্য আবেদন করে। লিখিত দলিল না থাকার কারণে ব্যাংক ঋণ দেয়ায় অপারগতা প্রকাশ করে। অংশীদারদের লিখিত চুক্তিপত্র প্রামাণ্য দলিল হিসেবে কাজ করে। এতে ভুল বোঝাবুঝি কম হয়। এ ধরনের চুক্তিপত্রে আইনগত স্বীকৃতি পাওয়া যায়।
চুক্তিপত্র অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল সংবিধান হিসেবে কাজ করে। ভবিষ্যতে ব্যবসায় পরিচালনা যেন জটিল না হয় তাই চুক্তি পত্রে অংশীদারদের নাম, ঠিকানা, পেশা, মূলধন, দায় ইত্যাদি উল্লেখ্য থাকে। কিন্তু মৌখিক চুক্তির আইনগত স্বীকৃতি নাই। তাদের কাছে প্রামাণ্য কোনে দলিল থাকে না। তাই আমি মনে করি, ব্যাংক তাদের প্রতিষ্ঠানটিকে ঋণ প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করেছে।

http://teachingbd.com

অধ্যায়-৪: অংশীদারি ব্যবসায়

৯১. অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনায় দিক-নির্দেশক হিসেবে কাজ করে কোনটি? (জ্ঞান) *[ঠাকুরগাঁও সরকারী মহিলা কলেজ]*
ক সদ্বিশ্বাস খ চুক্তিপত্র
গ সদস্যদের যোগ্যতা ঘ সুসম্পর্ক **খ**

৯২. চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস কথাটি প্রযোজ্য কোন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে? (জ্ঞান) *[কুমারখালী ডিগ্রী কলেজ, কুষ্টিয়া; বরেন্দ্র কলেজ, রাজশাহী]*
ক একমালিকানা ব্যবসায়
খ যৌথ মূলধনী কোম্পানি
গ অংশীদারি ব্যবসায়
ঘ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় **গ**

৯৩. অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিতে ব্যবসায়ের লাভ-লোকসানের অনুপাত উল্লেখ না থাকলে মুনাফা বণ্টন হয় কীভাবে? (অনুধাবন) *[সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ]*
ক সমানভাবে খ মতামতের ওপর
গ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঘ মূলধন অনুযায়ী **ক**

৯৪. সীমিত অংশীদারি আইন কত সালের? (জ্ঞান) *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী (বিএন) স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]*
ক ১৬০৭ খ ১৮০৭
গ ১৯০৭ ঘ ১৯১৮ **গ**

৯৫. বিশেষ অংশীদারি ব্যবসায় কত প্রকার? (জ্ঞান) *[খানজাহান আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, খুলনা]*
ক ৫ খ ৪
গ ৩ ঘ ২ **খ**

৯৬. অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্রের শর্ত কীভাবে পরিবর্তন করা যায়? (জ্ঞান) *[হাজী মুহাম্মদ মহসীন সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম]*
ক অংশীদারদের সম্মতিক্রম
খ সরকারের সম্মতিক্রমে
গ পরিচালকের সম্মতিক্রমে
ঘ জনগণের সম্মতিক্রমে **ক**

৯৭. অংশীদারি ব্যবসায়ের বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন ঘটে কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে? (অনুধাবন) *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*
ক কোনো অংশীদার পাগল হলে
খ কোনো অংশীদার মারা গেলে
গ একজন ছাড়া সকল অংশীদার দেউলিয়া হলে
ঘ কোনো অংশীদার অবৈধ কাজে লিপ্ত হলে **গ**

৯৮. রাহাত ও রাজন একত্রে একটি ব্যবসায় করে। সম্প্রতি তাদের মধ্যে চুক্তির বিলুপ্তি হয়েছে। ফলে ব্যবসায়ের কোন ধরনের বিলোপসাধন হবে? (প্রয়োগ) *[মিরপুর গার্লস আই. ল্যাব. ইনস্টিটিউট, ঢাকা]*
ক ঐচ্ছিক খ বাধ্যতামূলক
গ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘ আদালত কর্তৃক **ঘ**

৯৯. অংশীদারি প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম সদস্য ২ জন রাখা সম্ভব না হলে কীভাবে বিলোপসাধন হবে? (অনুধাবন) *[খিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক আদালত কর্তৃক খ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা
গ বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে
ঘ বাধ্যতামূলক **ঘ**

১০০. অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদার হওয়ার যোগ্য কে? (জ্ঞান) *[ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ; খুলনা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ]*
ক সরকারি কর্মকর্তা খ রাষ্ট্রপতি
গ গৃহিণী ঘ বিদেশি নাগরিক **গ**

১০১. অংশীদারি ব্যবসায়ের নামের আগে লিখতে হয় কোনটি? (জ্ঞান) *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী (বিএন) স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]*
ক মেসার্স খ ব্রাদার্স
গ লি. কোং ঘ ট্রেডার্স **ক**

১০২. নিবন্ধিত চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু কে পরিবর্তন করতে পারে? (জ্ঞান) *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]*
ক নিবন্ধক খ যেকোনো অংশীদার
গ হিসাবরক্ষক ঘ পাওনাদারগণ **ক**

১০৩. তোমরা ১২ জন মিলে একটি ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করতে চাইলে তোমাদের কত টাকা জামানত দিতে হবে? (প্রয়োগ) *[খানজাহান আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, খুলনা]*
ক ৫০০ টাকা খ ১,০০০ টাকা
গ ১,৫০০ টাকা ঘ ২,০০০ টাকা **খ**

১০৪. যে অংশীদারকে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না তাকে কী বলে? (জ্ঞান) *[বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ]*
ক নামমাত্র অংশীদার খ সাধারণ অংশীদার
গ ঘুমন্ত অংশীদার ঘ আচরণে অংশীদার **ক**

১০৫. যে অংশীদার ব্যবসায়ের শুধু মূলধন যোগান দেয় কিন্তু কার্য পরিচালনায় অংশ নেয় না তাকে কী বলা হয়? (জ্ঞান) *[সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ; নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ]*
ক সক্রিয় অংশীদার
খ নামমাত্র অংশীদার
গ আপাতদৃষ্টিতে অংশীদার
ঘ নিষ্ক্রিয় অংশীদার **ঘ**

১০৬. অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য হলো — (অনুধাবন) *[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর]*
i. একাধিক সদস্য
ii. চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক
iii. পৃথক আইনগত সত্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১০৭. অংশীদারি ব্যবসায়ের উৎপত্তির কারণ হলো — (অনুধাবন) *[রাঙ্গপবাড়িয়া সরকারি কলেজ]*
i. পুঁজির স্বল্পতা দূরীকরণ
ii. ব্যক্তিগত সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ
iii. বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সুবিধা ভোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১০৮. বাংলাদেশে অংশীদারি ব্যবসায় অধিক হারে বিলোপের কারণ হলো — (অনুধাবন) *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*
i. পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের অভাব
ii. পৃথক ও স্বাধীন সত্তার অভাব
iii. আইনগত সহায়তা ও নিয়ন্ত্রণের অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

১০৯. অংশীদারি ব্যবসায়ে অংশীদারদের হতে হবে — (অনুধাবন) *[ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ]*

i. সাবালক
ii. শিক্ষিত
iii. সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii
খ i ও iii
গ ii ও iii
ঘ i, ii ও iii

খ

১১০. অংশীদারি ব্যবসায়ের সুবিধা হলো — (অনুধাবন) *[বরেন্দ্র কলেজ, রাজশাহী]*

i. সহজ গঠন প্রণালি
ii. ব্যবসায় পরিচালনায় স্বাধীনতা
iii. অধিক মূলধন সরবরাহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii
খ i ও iii
গ ii ও iii
ঘ i, ii ও iii

খ

১১১. অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তি হতে পারে — (অনুধাবন) *[খুলনা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ]*

i. মৌখিক
ii. লিখিত
iii. লিখিত ও নিবন্ধিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii
খ i ও iii
গ ii ও iii
ঘ i, ii ও iii

ঘ

১১২. অংশীদার ব্যবসায়ের বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন ঘটে — (অনুধাবন) *[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; মিরপুর গার্লস আই. ল্যাব. ইনস্টিটিউট, ঢাকা; গভ: সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা]*

i. নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে
ii. একজন ব্যতিত সকল অংশীদার দেউলিয়া হলে
iii. আইনের পরিবর্তনে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য অবৈধ বিবেচিত হলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii
খ i ও iii
গ ii ও iii
ঘ i, ii ও iii

গ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১৩ ও ১১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. আলম ও তার বন্ধু শাহীন সমঝোতার ভিত্তিতে বাণিজ্য মেলায় একটি হস্তশিল্পের দোকান দেন। মেলায় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় লাভ হলো। ফলে তারা ব্যবসায় সম্পর্কে ভাবছে। *[বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ]*

১১৩. মি. আলমের ব্যবসায়টি কোন ধরনের অংশীদারি ব্যবসায়? (প্রয়োগ)

ক ঐচ্ছিক
খ নির্দিষ্ট
গ সীমিত
ঘ বিশেষ

খ

১১৪. উপরি-উক্ত ব্যবসায়টি চালিয়ে যেতে অংশীদারদের করণীয় হলো — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. নতুন স্থান নির্ধারণ
ii. ব্যবসায় চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ
iii. নতুন অংশীদার গ্রহণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii
খ ii ও iii
গ i ও iii
ঘ i, ii ও iii

ক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১৫ ও ১১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সাজু ও হিরু দুই বন্ধু। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ পাস করে ঢাকার কাটাবনে একটি দোকান নেয়। দুজনে মিলে বিজ্ঞাপনী সংস্থার ব্যবসায় করবে। তাই তারা দুজনে দুই লাখ টাকা মূলধন সংগ্রহ করে অংশীদারি ব্যবসায় করতে মনস্থ হয়। সে প্রেক্ষিতে তারা শর্তসাপেক্ষে চুক্তি করে। চুক্তি মোতাবেক লাভ-ক্ষতি সমানভাবে ভাগ করবে এবং পরিচালনা নিজেরা করবে। ব্যবসায়ের সকল দায়-দায়িত্ব তাদের নিজেদের। *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এন্ড কলেজ]*

১১৫. অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করতে সাজু ও হিরু কীভাবে ব্যবসায়ে মূলধনের যোগান দেয়? (প্রয়োগ)

ক সামর্থ্য অনুযায়ী
খ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী
গ স্বেচ্ছাকৃতভাবে
ঘ অংশীদারগণের ইচ্ছা অনুযায়ী

খ

১১৬. সাজু ও হিরু তাদের অংশীদারি চুক্তিটি লিখিত ও নিবন্ধিত করতে চাচ্ছে। এ থেকে তারা যে সুবিধা পাবে — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. চুক্তির অধিকার বলবৎ করার জন্যে আইনগত সহযোগিতা লাভ
ii. অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলুপ্তি ঠেকানো
iii. পারস্পরিক মতানৈক্য বা বিবাদ কিংবা ভুল বোঝাবুঝি নিরসন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii
খ i ও iii
গ ii ও iii
ঘ i, ii ও iii

ক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

শহীদ, রকিব ও রুদ্র তিন বন্ধু 'বন্ধু হাউজিং' নামে একটি হাউজিং ব্যবসায় শুরু করেছিল বছর পনেরো আগে। পিতার মৃত্যুর পর শহীদ তার বাবার ব্যবসায়ের দেখাশোনা করে বলে অংশীদারি ব্যবসায় থেকে অবসর নেন। কিন্তু মূলধন তুলে নেননি। *[সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম]*

১১৭. উদ্দীপকে বর্ণিত অংশীদারি ব্যবসায়ে জনাব শহীদের জন্য যেসব তথ্য প্রযোজ্য — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. ঘুমন্ত অংশীদার
ii. দায় নেই
iii. অবসরে যাওয়ার সময় গণবিজ্ঞপ্তি প্রয়োজন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii
খ i ও iii
গ ii ও iii
ঘ i, ii ও iii

খ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১৮ ও ১১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

'X' ৫০,০০০ টাকা এবং 'Y' ৭০,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে একটি ব্যবসায় শুরু করে। 'X' ব্যবসায় পরিচালনায় অধিক শ্রম দেয়। বছর শেষে ২৫,০০০ টাকা মুনাফা হয়। 'X' তার অধিক মূলধন সরবরাহের জন্য অতিরিক্ত মুনাফা দাবি করে। *[বরিশাল বোর্ড-২০১৫]*

১১৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুনাফা কীভাবে বণ্টিত হবে? (প্রয়োগ)

ক 'X' অধিক পরিমাণ মুনাফা পাবে
খ 'Y' অধিক পরিমাণ মুনাফা পাবে
গ 'X' এবং 'Y' সম পরিমাণ মুনাফা পাবে
ঘ 'X' এবং 'Y' তাদের মূলধনের আনুপাতিক হারে মুনাফা পাবে

ঘ

১১৯. উদ্দীপকে উদ্ভূত সমস্যা ভবিষ্যতে এড়ানোর জন্য 'X' ও 'Y' এর সঠিক করণীয় কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক আদালতের আশ্রয় নেয়া
খ আলোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা
গ ব্যবসায়টি নিবন্ধন করা
ঘ চুক্তিতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ

ঘ

Teachingbd.com

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র

অধ্যায়-৫: যৌথ মূলধনী ব্যবসায়

প্রশ্ন ▶১ জনাব আরিফ ও তার ছয় বন্ধু একত্রিত হয়ে ৯০ কোটি টাকা মূলধন নিয়ে আনন্দ ট্রেডার্স নামে একটি ব্যবসায় গঠন করেন। আরিফ ও তার বন্ধু রিপন পরিচালক নিযুক্ত হন। তাদের সঠিক পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটি অল্প সময়েই সফলতার মুখ দেখে। পরবর্তীতে তারা পরিচালকের সংখ্যা ও মূলধন বৃদ্ধিসহ ব্যবসায়টি সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তারা জনগণের মাঝে উচ্চহার সুদের ব্যাংক ঋণের পরিবর্তে শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহের উদ্যোগ নেন। *[চা. বো. ১৭]*

ক. পরিমেল নিয়মাবলি কী? ১

খ. কোম্পানির চিরন্তন অস্তিত্ব বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম পর্যায়ের ব্যবসায়টি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ১ম ও ২য় পর্যায়ের ব্যবসায়ের মধ্যে কোনটি অর্থনীতিতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ও দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়ম-নীতি লিপিবদ্ধ থাকে এবং যা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সম্পর্কের দিকনির্দেশনা প্রদান করে তাকে পরিমেল নিয়মাবলি (Articles of Association) বলে।

খ চিরন্তন অস্তিত্ব বলতে সহজে বিলুপ্ত হয় না এমন অস্তিত্বকে বোঝায়। কোম্পানি সংগঠন অন্যান্য ব্যবসায়ের মতো সহজে বিলুপ্ত হয় না। আইনানুযায়ী এ ব্যবসায় চিরন্তন অস্তিত্বের মর্যাদা লাভ করে। পৃথক ও স্বাধীন সত্তার কারণে শেয়ারহোল্ডারদের মৃত্যু, দেউলিয়াত্ব ও শেয়ার হস্তান্তর এ ব্যবসায়ের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে না। তাই কোম্পানি হলো চিরন্তন অস্তিত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম পর্যায়ের ব্যবসায়টি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি সংগঠন।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ এবং সর্বোচ্চ ৫০ জন হয়ে থাকে। এর পরিচালক সংখ্যা ২ জন। এ কোম্পানির শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য নয়। এছাড়া এটি জনগণের উদ্দেশ্যে শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয়ের আহ্বান জানাতে পারে না।

উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম পর্যায়ের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা ৭ জন। ব্যবসায়টিতে আরিফ ও তার বন্ধু রিপন এ দু'জন পরিচালক নিযুক্ত হন। তারা কোম্পানি পরিচালনায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখেন। এসব বৈশিষ্ট্য প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সাথে মিল রয়েছে। সুতরাং, পরিচালক ও সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে প্রথম পর্যায়ের ব্যবসায়টি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি সংগঠন।

ঘ উদ্দীপকের ২য় পর্যায়ের ব্যবসায় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিই অর্থনীতিতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা ৭ জন এবং সর্বোচ্চ এর শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ। এর ন্যূনতম পরিচালক সংখ্যা ৩ জন। এর শেয়ার জনসাধারণের নিকট অবাধে হস্তান্তরযোগ্য। তাই অর্থসংস্থানের সুযোগ বেশি থাকে।

উদ্দীপকের ১ম পর্যায়ের ব্যবসায়টি ছিল একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। পরবর্তীতে তারা পরিচালকের সংখ্যা ও মূলধন বৃদ্ধিসহ ব্যবসায়টি সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেন। এ লক্ষ্যে তারা জনগণের মাঝে শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহের উদ্যোগ নেন। ফলে ২য় পর্যায়ের ব্যবসায়টি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি সংগঠনে পরিণত হয়েছে।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা বেশি বলে এখানে অধিক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। তাছাড়া পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি শেয়ার ও ঋণপত্র অবাধে হস্তান্তর করতে পারে। ফলে অর্থনীতিতে মূলধন গঠনে অধিক ভূমিকা রাখতে পারে। অন্যদিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা কম থাকায়, বেশি মূলধন গঠনের সুযোগ থাকে না। অতএব, সুযোগ-সুবিধা বেচনায় ২য় পর্যায়ের পাবলিক লি. কোম্পানিটি অর্থনীতিতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন ▶২ "রাইট কোং লি." অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন হওয়ায় তা সংগ্রহ করার জন্য পুরাতন শেয়ারহোল্ডারদের অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ব্যবসায়ে লোকসানের কারণে প্রতিষ্ঠানটির ৫ কোটি টাকা দেনা হয়ে যায় যা কোম্পানিটি পরিশোধে অক্ষম। এ অবস্থা নিরসনে তারা উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। *[দি. বো. ১৭]*

ক. ন্যূনতম চাঁদা কী? ১

খ. শেয়ার ও ঋণপত্রের মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের কোম্পানিটি কোন ধরনের শেয়ার ইস্যু করতে চায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অতিরিক্ত দেনার দায়ে কোম্পানিটি পরিচালনা সম্ভব না হলে সেটি কোন ধরনের অবসানে পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলিতে কোম্পানি গঠনের প্রাথমিক খরচ নির্ধারণের জন্য যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি উল্লেখ থাকে তাকে ন্যূনতম চাঁদা বলে।

খ নিচে শেয়ার ও ঋণপত্রের মৌলিক পার্থক্যসমূহ উল্লেখ করা হলো—

শেয়ার	ঋণপত্র
১. শেয়ার কোম্পানির মূলধনের অংশ।	১.ঋণপত্র কোম্পানির ঋণ গ্রহণের দলিল।
২. মূলধন সংগ্রহ শেয়ার বিক্রয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য।	২. ঋণ সংগ্রহ ঋণপত্র বিক্রয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য।
৩. শেয়ার গ্রহীতাগণ কোম্পানির মালিক।	৩.ঋণপত্র গ্রহীতাগণ কোম্পানির পাওনাদার।
৪.শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ কোম্পানির নিজস্ব মূলধন।	৪.ঋণপত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ কোম্পানির ঋণকৃত মূলধন।
৫.শেয়ারমালিকগণ ব্যবসায় হতে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন।	৫.ঋণপত্রের মালিকগণ ব্যবসায় হতে সুদ পেয়ে থাকেন।

গ উদ্দীপকের কোম্পানিটি রাইট শেয়ার ইস্যু করতে চায়।

কোম্পানি অধিকতর মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নতুন শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এ সময় তারা পুরাতন শেয়ারহোল্ডারদের অগ্রাধিকার প্রদান করে। এ ধরনের শেয়ার রাইট শেয়ার নামে পরিচিত। উদ্দীপকের 'রাইট কোং লি.' অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন হওয়ায় তা সংগ্রহ করার জন্য পুরাতন শেয়ারহোল্ডারদের অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোম্পানিতে অধিক মূলধনের প্রয়োজন হলেই এ ধরনের শেয়ার ইস্যুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাছাড়া ভালো অবস্থায় থাকলে শেয়ার বাজারে তার শেয়ারের দামও বেশি থাকে। সে অবস্থায়

http://teachingbd.com

নতুন ইস্যুকৃত শেয়ারে পুরাতন শেয়ার মালিকগণ তাদের স্বার্থ দাবি করতে পারেন। এরূপ দাবি পূরণের জন্যই কার্যত এ ধরনের শেয়ার বণ্টন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের কোম্পানিটি রাইট শেয়ার ইস্যু করতে চায়।

ঘ অতিরিক্ত দেনার দায়ে কোম্পানি পরিচালনা সম্ভব না হলে আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলক অবসান ঘটাতে পারে।

শেয়ার মালিক, পাওনাদার বা কোম্পানির নিবন্ধকের আবেদনের প্রেক্ষিতে বা অন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে আদালত কোম্পানি বিলোপসাধনের নির্দেশ দিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে নির্দেশপ্রাপ্ত কোম্পানির আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলক অবসান হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের 'রাইট কোং লি.' ব্যবসায়ের লোকসানের কারণে প্রতিষ্ঠানটির ৫ কোটি টাকা দেনা হয়ে যায় যা কোম্পানিটি পরিশোধে অক্ষম। এ অবস্থা নিরসনে কোম্পানিটি রাইট শেয়ার ইস্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কোম্পানি আইনের ২৪২ ধারার বিধান অনুযায়ী, পাঁচ হাজার টাকা বা এর বেশি পরিমাণ কোনো ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে ঐ কোম্পানির আদালতের নির্দেশানুযায়ী বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন হয়। উদ্দীপকের কোম্পনিটির দেনা হয়েছে ৫ কোটি টাকা এবং তা পরিশোধেও কোম্পানিটি অক্ষম। সুতরাং, এখন আদালতের নির্দেশে কোম্পানিটি বাধ্যতামূলকভাবে অবসান ঘটাতে পারে ।

প্রশ্ন ▶৩ রতন তার পাঁচ বন্ধুকে নিয়ে টাঙ্গাইলে 'বিডি ফার্নিচার' নামে একটি কারখানা গড়ে তোলেন। তাদের প্রাথমিক মূলধন ১০ কোটি টাকা। সবার প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত সফলতার মুখ দেখে। পরবর্তীতে তারা প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য তারা ব্যাংক ঋণের পরিবর্তে জনগণের মাঝে শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করতে চান। *[কু. বো. ১৭]*

ক. বাণিজ্য কী? ১

খ. বিবরণপত্র বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো প্রতিষ্ঠানটি শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করতে পারবে? মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ভোক্তা কিংবা ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছানোর জন্য সম্পাদিত যাবতীয় (ক্রয়, বিক্রয়, পরিবহন) কাজকে বাণিজ্য বলে।

খ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে তাকে বিবরণপত্র বলে।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহকালেই বিবরণপত্র নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হয়। বিবরণপত্রে কোম্পানির প্রয়োজনীয় সব তথ্যের উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়, ফলে কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ে জনসাধারণ উদ্বুদ্ধ হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি সংগঠন।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ৫০ জন। এটি গঠনে আইনের আনুষ্ঠানিকতা কম পালন করতে হয়। কমপক্ষে দু'জন পরিচালক নিয়েই এ কোম্পানি পরিচালনা করা যায়।

উদ্দীপকের রতন তার পাঁচ বন্ধুকে নিয়ে টাঙ্গাইলে 'বিডি ফার্নিচার' নামে একটি কারখানা গড়ে তোলেন। তাদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত সফলতা লাভ করে। প্রতিষ্ঠানটিতে সদস্য সংখ্যা ছিল মোট ৬ জন। তাই উক্ত প্রতিষ্ঠানটিকে সদস্য সংখ্যা বিচারে প্রাইভেট লিমিটেড বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হওয়ায় শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করতে পারবে না।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি আইনানুযায়ী জনগণের উদ্দেশ্যে শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের আহ্বান জানাতে পারে না। এর শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য নয়।

উদ্দীপকের রতন ও তার পাঁচ বন্ধু মিলে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত সফলতা অর্জন করায় তারা এটি সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য তারা ব্যাংক ঋণের পরিবর্তে জনগণের মাঝে শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করতে চান।

উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হওয়ায় জনসাধারণের কাছে শেয়ার ক্রয়ের আহ্বান জানাতে পারবে না। শেয়ার বিক্রয় করতে হলে এর সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে কমপক্ষে ৭ জন করতে হবে। যাতে এটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়। এরপর তারা কোম্পানির আইনানুযায়ী অবাধে শেয়ার ও ঋণপত্র জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করতে পারবে। সুতরাং, বিডি ফার্নিচার পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হওয়ার আগ পর্যন্ত শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করতে পারবে না।

প্রশ্ন ▶৪ মি. সাত্তার একজন ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী। তিনি বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করেন। তিনি তিস্তা ব্যাংক লিমিটেডের কিছু শেয়ার ক্রয় করলেন। শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে তিনি ব্যাংকটির সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা লাভ করেন। সব সুযোগ-সুবিধা ঠিক থাকলেও তিনি লভ্যাংশ প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তায় ভোগেন। *[চ. বো. ১৭]*

ক. সমবায় সমিতি কী? ১

খ. ঋণপত্র বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. সাত্তার কোন ধরনের শেয়ার ক্রয় করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি মি. সাত্তারের যেসব সুবিধা নিশ্চিত করবে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমান শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিবর্গ মিলিত হয়ে যে সংগঠন গড়ে তোলে তাকে সমবায় সমিতি বলে।

খ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যে দলিলের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে তাকে ঋণপত্র বলে।

কোম্পানির অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন হলে ঋণপত্র বিক্রির মাধ্যমে তা সংগ্রহ করে। এটি প্রতিষ্ঠানের মূলধন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এজন্য নির্দিষ্ট হারে সুদও দিতে হয়। ঋণপত্রে এ ঋণের পরিমাণ, সুদের হার, ঋণের মেয়াদ ইত্যাদি বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

গ উদ্দীপকের মি. সাত্তার সাধারণ শেয়ার ক্রয় করেছেন।

আইনানুযায়ী সাধারণ শেয়ারের মালিকগণ অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিভিন্ন দিক বিচারে অধিক সুবিধা ও মর্যাদা লাভ করেন। তবে তারা লভ্যাংশ বণ্টনে ও কোম্পানি অবসানের সময় মূলধন ফেরতে অগ্রাধিকার পান না।

উদ্দীপকের মি. সাত্তার তিস্তা ব্যাংক লিমিটেডের কিছু শেয়ার ক্রয় করলেন। শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে তিনি ব্যাংকটির সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা লাভ করেন। সব সুযোগ-সুবিধা ঠিক থাকলেও তিনি লভ্যাংশ প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তায় ভোগেন। এসব বৈশিষ্ট্য সাধারণ শেয়ারের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, মি. সাত্তার সাধারণ শেয়ার ক্রয় করেছেন।

Teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি মি. সাত্তারকে সাধারণ শেয়ারের সব সুবিধা নিশ্চিত করবে।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত মালিক হলেন সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ। এরূপ শেয়ারহোল্ডারগণ অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিভিন্ন দিক বিচারে অধিক সুবিধা ও মর্যাদা লাভ করেন। এ ধরনের শেয়ার মালিকের দায় বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে।

উদ্দীপকের মি. সাত্তার তিস্তা ব্যাংকের শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে সাধারণ শেয়ারের মালিক হন। ফলে তিনি ব্যাংকটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মতামত প্রকাশের সুযোগ পান। আবার ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতাও লাভ করেন। এ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ নির্বাচিত করা হয়।

এছাড়া যত দিন কোম্পানির অস্তিত্ব থাকবে শেয়ার হস্তান্তর না করলে, মি. সাত্তার তত দিন ঐ কোম্পানির মালিক থাকবেন। শেয়ারহোল্ডার হিসেবে তিনি কোম্পানির যাবতীয় কাজ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারবেন। এছাড়া তাকে বিনিয়োগকৃত মূলধনের বেশি দায় বহন করতে হবে না। এসব সুবিধা উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে মি. সাত্তার নিশ্চিতভাবে ভোগ করবেন।

প্রশ্ন ▶৫ জনাব আরেফিন, ক ও খ নামক দুটি প্রতিষ্ঠানের মালিকানার সাথে জড়িত। ক প্রতিষ্ঠানটি ট্রেড লাইসেন্স এবং খ প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধনপত্র নিয়ে কাজ শুরু করেন। দুটি প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিল। মেয়াদ শেষে ঋণের টাকা পরিশোধের জন্য ক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যাংক জনাব আরেফিনকে নোটিশ প্রদান করে। খ-এর ক্ষেত্রে মালিক আরেফিনের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ দেয়। দুটি প্রতিষ্ঠানই বর্তমানে সচ্ছল। *[সি. বো. ১৭]*

ক. শিল্প কী? ১

খ. 'ব্যবসায় বেকার সমস্যা দূর করে'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত খ প্রতিষ্ঠানটি মালিকানাভিত্তিক কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনাব আরেফিনকে ক প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে ঋণদায় পরিশোধের নোটিশ প্রদানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে পরিণত করা হয় তাকে শিল্প বলে।

খ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈধভাবে পরিচালিত যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ব্যবসায় বলে।

ব্যবসায় মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। ব্যবসায়িক কাজ বৃদ্ধি পেলে দেশে অধিক শিল্প কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ব্যবসায় স্বকর্মসংস্থানের অন্যতম উৎস। পাশাপাশি এসব প্রতিষ্ঠানে অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। এভাবে ব্যবসায় বেকার সমস্যা দূর করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত খ প্রতিষ্ঠানটি মালিকানার ভিত্তিতে কোম্পানি সংগঠন।

কোম্পানি সংগঠন হলো কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত ও পরিচালিত সীমিত দায়বিশিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর এ সংগঠন ব্যবসায় কার্যক্রম শুরু করতে পারে।

উদ্দীপকের জনাব আরেফিন ক ও খ নামক দুটি প্রতিষ্ঠানের মালিকানার সাথে জড়িত। এ দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে খ প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পরপরই কাজ শুরু করে দেয়। এটি কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হওয়ায় নিজ নামে পরিচালিত হয়। এর সত্তা মালিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এসব বৈশিষ্ট্য কোম্পানি সংগঠনের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, খ প্রতিষ্ঠানটি মালিকানার ভিত্তিতে কোম্পানি সংগঠন।

ঘ উদ্দীপকের ক প্রতিষ্ঠানটি একমালিকানা ব্যবসায় হওয়ায় জনাব আরেফিনকে ঋণ পরিশোধের জন্য নোটিশ প্রদান যুক্তিসঙ্গত হয়েছে।

একমালিকানা ব্যবসায় হলো একক মালিকানায় গঠিত ও পরিচালিত ব্যবসায়। যে কেউ ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করে এ ব্যবসায় গঠন করতে পারেন। এ ব্যবসায় মালিকের নামেই পরিচালিত হয়। এজন্য ব্যবসায়ের দায় মালিককেই বহন করতে হয়।

উদ্দীপকের জনাব আরেফিন ক নামক প্রতিষ্ঠানের মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত। এটি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে। মেয়াদ শেষে ব্যাংকটি জনাব আরেফিনকে ঋণ পরিশোধের জন্য নোটিশ প্রদান করে। অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠানটি একমালিকানা ব্যবসায়।

এ ব্যবসায়ের সদস্যদের দায় অসীম। এজন্য বিনিয়োগকৃত মূলধন দিয়ে দায় পরিশোধ করা সম্ভব না হলে, সদস্যদের ব্যক্তিগত সম্পদ দিয়ে দায় পরিশোধ করতে হয়। তাই উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি একমালিকানা ব্যবসায় হওয়ায় ব্যাংক জনাব আরেফিনকে ঋণ পরিশোধের জন্য নোটিশ প্রদান করেছে তিনি এ ঋণ পরিশোধে বাধ্য থাকবেন। সুতরাং বলা যায়, ব্যাংক কর্তৃক জনাব আরেফিনকে ঋণ পরিশোধের নোটিশ প্রদান করা যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৬ মাশরাফি ও তার ৬ বন্ধু মিলে এমন একটি ব্যবসায় সংগঠন গঠন করার জন্য পরিকল্পনা করেন, যাতে জনগণ থেকেও মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। তাই তারা প্রয়োজনীয় দলিলপত্রসহ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে একটি সনদ ইস্যু করেন। কিন্তু ব্যবসায় শুরু করার জন্য আরও দলিলপত্রসহ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে। *[সি. বো. ১৭]*

ক. যোগ্যতাসূচক শেয়ার কী? ১

খ. তফসিল A বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মাশরাফির ব্যবসায় সংগঠনের মালিকানাভিত্তিক ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য মাশরাফিদের করণীয় লেখো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নির্ধারিত সংখ্যক সাধারণ শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে কোম্পানির পরিচালক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা যায়, তাকে পরিচালকের যোগ্যতাসূচক শেয়ার বলে।

খ কোম্পানির বিধিমালা বা ধারাসমূহের বর্ণনার তালিকাকে তফসিল A বলে।

নির্দিষ্ট ধারা বা বিধিমালা অনুযায়ী একটি কোম্পানি গঠিত ও পরিচালিত হয়। তফসিল A-তে এ ধারাসমূহের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা ও আলোচনা করা হয়। এতে কোম্পানির পরিচালনাসংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ থাকে।

গ মাশরাফিদের ব্যবসায় সংগঠন মালিকানার ভিত্তিতে কোম্পানি সংগঠন।

কোম্পানি সংগঠন হলো কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত, পরিচালিত সীমিত ও দায়বিশিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। এ ধরনের সংগঠন জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। নিবন্ধনপত্র ও কার্যারম্ভের অনুমিত পত্র গ্রহণের মাধ্যমে এ সংগঠন চালু করা যায়।

উদ্দীপকের মাশরাফি ও তার ৬ বন্ধু মিলে একটি ব্যবসায় সংগঠন গঠন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তারা এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে চায়। এজন্য তারা নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ করেন। আবার কার্যারম্ভের জন্য অনুমিতপত্রও গ্রহণ করবেন। এসব কর্মকাণ্ড কোম্পানি সংগঠনের সাথে জড়িত। তাই বলা যায়, মাশরাফিদের ব্যবসায়টি মালিকানার ভিত্তিতে কোম্পানি সংগঠন।

Teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকের সংগঠনটির আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য মাশরাফিদের কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

নিবন্ধনপত্র সংগ্রহের পর পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কাজ শুরুর জন্য অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয়। এজন্য বিবরণপত্র, যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয় ও ন্যূনতম চাঁদা সংগ্রহের ঘোষণা পত্র নিবন্ধকের অফিসে জমা দিতে হয়।

উদ্দীপকের মাশরাফি ও তার ৬ বন্ধু মিলে একটি কোম্পানি সংগঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তারা প্রয়োজনীয় দলিলপত্রসহ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে একটি সনদ (নিবন্ধনপত্র) ইস্যু করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ব্যবসায় শুরু করার জন্য আরও দলিলপত্রসহ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে বলেন।

উদ্দীপকের মাশরাফিরা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠন করতে চান। তাই তাদেরকে নিবন্ধনপত্র সংগ্রহের পাশাপাশি কার্যারম্ভের অনুমিতপত্রও গ্রহণ করতে হবে। আর কার্যারম্ভের অনুমিতপত্র সংগ্রহের জন্য তাদেরকে বিবরণপত্র, যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয় ও ন্যূনতম চাঁদা সংগ্রহের ঘোষণাপত্র নিবন্ধকের অফিসে জমা দিতে হবে। এসব আনুষ্ঠানিকতা মাশরাফিদের প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পন্ন করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ৭ জনাব জাকির তার ১০ (দশ) বন্ধুকে নিয়ে ঢাকা শহরে 'রনি এন্টারপ্রাইজ' নামক একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমতিপত্র গ্রহণের মাধ্যমে তারা ব্যবসায় গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তাদের মূলধনের পরিমাণ ৪৮ কোটি টাকা। দক্ষতা ও সুনামের কারণে প্রতিষ্ঠানটি ২০১৫ সালে ১৭ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে। সম্প্রতি তারা ব্যবসায় সম্প্রসারণের চিন্তা করেন, যার জন্য অতিরিক্ত ২৩ কোটি টাকা মূলধন প্রয়োজন, যা শেয়ার বিক্রি অথবা ব্যাংক ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারেন। *[য. বো. ১৭]*

ক. স্মারকলিপি কী? ১

খ. ইক্যুইটি শেয়ার বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবসায় সংগঠনটি কোন প্রকৃতির? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির কোন উৎস হতে মূলধন সংগ্রহ করা শ্রেয় বলে তুমি মনে করো? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মূল দলিলে কোম্পানির মৌলিক বিষয়াবলি (নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য, দায়, মূলধন) সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ থাকে তাকে স্মারকলিপি বা পরিমেলবন্ধ বলে।

খ যে শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে কোম্পানির মালিক বা অংশীদার হওয়া যায় তাকে ইক্যুইটি শেয়ার বলে।

ইক্যুইটি শেয়ার সাধারণ শেয়ার হিসেবে পরিচিত। এ শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির পরিচালনার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। কোম্পানির সমস্ত ঝুঁকি তারাই বহন করে। অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান করার পর তারা কোম্পানির লভ্যাংশ পায়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবসায় সংগঠনটি হলো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৭ জন ও সর্বোচ্চ শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ। এর শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য। শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয়ের জন্য এ সংগঠন জনগণকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে। ফলে এর মূলধনের পরিমাণও অধিক হয়।

উদ্দীপকের জনাব জাকির তার ১০ বন্ধুকে নিয়ে 'রনি এন্টারপ্রাইজ' নামে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ হতে অনুমতিপত্র গ্রহণের মাধ্যমে তারা ব্যবসায় গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এক্ষেত্রে তারা কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র নিয়ে ব্যবসায় শুরু করেন। শুধু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রেই এটি গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং বলা যায়, বৈশিষ্ট্যানুযায়ী উক্ত ব্যবসায় সংগঠনটি একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

ঘ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করা শ্রেয় হবে বলে আমি মনে করি।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে কোম্পানির মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। এরূপ সংগৃহীত অর্থ ব্যবসায় বিলোপের আগে ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

উদ্দীপকের জনাব জাকির তার বন্ধুদের নিয়ে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠন করেছেন। দক্ষতা ও সুনামের কারণে প্রতিষ্ঠানটি ২০১৫ সালে ১৭ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে। সম্প্রতি তারা ব্যবসায় সম্প্রসারণের চিন্তা করেন। ফলে তাদের অতিরিক্ত ২৩ কোটি টাকা মূলধন প্রয়োজন, যা শেয়ার বিক্রি বা ব্যাংক ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারেন।

এক্ষেত্রে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করলে ব্যবসায় অবসানের আগে অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি যদি ব্যাংক থেকে ঋণ নেয় তাহলে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুদসহ ফেরত দিতে হবে। এটি অধিক ব্যয়বহুল ও ঝামেলাপূর্ণ। তাই ব্যাংক ঋণ না নিয়ে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করাই শ্রেয় হবে।

প্রশ্ন ▶ ৮ জনাব সিফাত ও তার ১০ বন্ধু মিলে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করার উদ্যোগ নেন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ তারা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। কর্তৃপক্ষ কাগজপত্র যাচাই করে সন্তুষ্ট হয়ে একটি পত্র ইস্যু করেন। পত্রটি পাওয়ার পর তারা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য তারা জনগণের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেন। *[য. বো. ১৭]*

ক. হোল্ডিং কোম্পানি কাকে বলে? ১

খ. কোম্পানির কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত পত্রটির ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মূলধন সংগ্রহের জন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে কোম্পানি অন্য কোনো কোম্পানির সব শেয়ার অথবা ৫০%-এর বেশি শেয়ার ক্রয় করার মাধ্যমে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে তাকে হোল্ডিং কোম্পানি বলে।

খ যে সত্তা বা অস্তিত্ব বলে কোম্পানি নিজ নামে গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে কোম্পানির কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বলে।

কোম্পানিকে তার মালিক বা শেয়ারহোল্ডার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা হিসেবে দেখা হয়। এটি ব্যক্তি না হয়েও নিজ নামে চুক্তি সম্পাদন, লেনদেন ও প্রয়োজনে মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করতে পারে। এজন্যই কোম্পানিকে কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী বলা হয়।

গ উদ্দীপকের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত পত্রটি হলো নিবন্ধনপত্র।

উদ্যোক্তাগণ কোম্পানি আইনের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করে নিবন্ধকের নিকট হতে নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ করেন। এরূপ দলিলকে কোম্পানির জন্মসনদ বলা হয়।

উদ্দীপকের জনাব সিফাত ও তার ১০ বন্ধু মিলে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করার উদ্যোগ নেন। প্রয়োজনীয় কাগজসহ তারা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। কর্তৃপক্ষ কাগজপত্র যাচাই করে সন্তুষ্ট হয়ে একটি পত্র ইস্যু করেন। পত্রটি পাওয়ার পর তারা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। প্রতিষ্ঠানটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হওয়ায় এ পত্র পাওয়ার পরই ব্যবসায় আরম্ভ করতে পেরেছে। বৈশিষ্ট্যানুযায়ী এ পত্রটি নিবন্ধনপত্রের আওতায় পড়ে। সুতরাং বলা যায়, কর্তৃপক্ষ নিবন্ধনপত্র ইস্যু করেছিল।

http://teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হওয়ায় জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেওয়া অযৌক্তিক।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি জনসাধারণের নিকট অবাধে শেয়ার ও ঋণপত্রে ক্রয়ের আহ্বান জানাতে পারে না। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা নিজেরাই মূলধনের ব্যবস্থা করেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সিফাত ও তার বন্ধুরা নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পরপরই ব্যবসায়ের কাজ শুরু করেন। তাদের প্রতিষ্ঠানটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হওয়ায় কাজ শুরু করতে কোনো অনুমতির প্রয়োজন হয়নি। সম্প্রতি ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য তারা জনগণের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেন। এক্ষেত্রে তারা শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয় করতে চান।

প্রতিষ্ঠানটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হওয়ায় তারা জনগণের কাছে অবাধে শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয়ের প্রস্তাব দিতে পারবে না। এজন্য তাদের কোম্পানিকে পাবলিক লিমিটেডে পরিণত করতে হবে। কারণ শুধু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিই জনগণের কাছে অবাধে শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয় করতে পারে। সুতরাং উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হওয়ার কারণেই জনগণের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেওয়া কোম্পানি আইনানুযায়ী অযৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶৯ আধুনিক বিশ্বে কোনো দেশই নিজে একাই ব্যবসায় কাজ করার জন্য যথেষ্ট নয়। কোনো দেশের আছে দক্ষ জনশক্তি আবার কোনো দেশের আছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। এজন্য বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তৃতীয়পক্ষের মাধ্যমে জনশক্তি ও আইসিটি সেবা ভাড়া নেয়। *[বি. বো. ১৭]*

ক. শেয়ার কী? ১

খ. ন্যূনতম মূলধন বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের সাম্প্রতিককালের ব্যবসায়ের বর্ণনা আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবসায় বেকার সমস্যা দূরীকরণে সহায়তা করতে পারে –তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোম্পানির মোট মূলধনকে সমমূল্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হয়, যার প্রত্যেক এককে শেয়ার বলে।

খ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলিতে কোম্পানি গঠনের প্রাথমিক খরচ নির্ধারণের জন্য যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের প্রতিশ্রুতির উল্লেখ থাকে তাকে ন্যূনতম মূলধন বলে।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ ও শেয়ার বিলির পূর্বে ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহের কাজ করে। এ মূলধনের অর্থ দিয়ে কোম্পানির প্রাথমিক ব্যয় ও গঠন সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এরূপ মূলধন সংগ্রহ ব্যতীত পাবলিক কোম্পানি কার্যারম্ভের অনুমতি পায় না।

গ উদ্দীপকে সাম্প্রতিককালের আউটসোর্সিং ব্যবসায়ের বর্ণনা আছে।

চুক্তির মাধ্যমে নিজ প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য কাউকে দিয়ে কাজ করানো হলো আউটসোর্সিং। বিশ্বের অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাজ বর্তমানে আউটসোর্সিং- এর মাধ্যমে করা হয়।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, আধুনিক বিশ্বে কোনো দেশই নিজে একা ব্যবসায় কাজ করার জন্য যথেষ্ট নয়। কোনো দেশের পর্যাপ্ত দক্ষ জনশক্তি আছে আবার কোনো দেশের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আছে। এজন্য বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে জনশক্তি ও আইসিটি সেবা ভাড়া নেয়। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমে এরূপ কাজ করানো হয়। নির্ধারিত সময়ে ও যথানিয়মে কাজ শেষ হলে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে এর বিল পরিশোধ করা হয়। বৈশিষ্ট্যানুযায়ী এরূপ কার্যক্রম আউটসোর্সিং ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে সাম্প্রতিককালের আউটসোর্সিং ব্যবসায়ের বর্ণনা করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'আউটসোর্সিং ব্যবসায় দেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণে সহায়তা করতে পারে'- আমি এর সাথে একমত।

একটা প্রতিষ্ঠান সব কাজ নিজে না করে বা সব কাজে নিয়মিত কর্মী নিয়োগ না দিয়ে বাইরের প্রতিষ্ঠান থেকে লোক নিয়ে চুক্তির মাধ্যমে কাজ করিয়ে নিতে পারে। এটি আউটসোর্সিং ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য বর্তমান সময়ে কোনো দেশই নিজে একা ব্যবসায় কাজ করার জন্য যথেষ্ট নয়। অন্য দেশ থেকে জনবল নিয়ে নিজের দেশের আধুনিক যন্ত্রপাতির সহায়তায় ব্যবসায়ের কাজ করানো হচ্ছে। এতে ঐ দেশ আরও উন্নত হচ্ছে।

এ ধরনের আউটসোর্সিং ব্যবসায় চালু হওয়ার ফলে দক্ষ ও বেকার জনশক্তি এখন ভালো কাজের সুযোগ পাচ্ছে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ে ও যথানিয়মে কাজ শেষ হলে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে তারা সহজেই বিল পেয়ে যায়। স্বল্প খরচে ও সহজেই আউটসোর্সিং-এর কাজ নিয়ে বেকার সমাজ খুব দ্রুত নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে। এদের দেখে অন্য যুবসমাজও ঘরে বসে না থেকে আউটসোর্সিং-এর কাজে নিজেদের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পাচ্ছে। সব দিক বিবেচনায় এটি বেকার সমস্যা দূর করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶১০ মাহী সাত জন উদ্যোক্তা নিয়ে পদ্মা লি. নামে একটি যৌথ মূলধনী কোম্পানি গঠন করে। কোম্পানির স্মারকলিপিতে ২০ কোটি টাকা মূলধনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা ১,০০০ টাকা মূল্যের সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত। কোম্পানি গঠনের পাঁচ বছর পর মেঘনা লি. কোম্পানি পদ্মা লি. কোম্পানির ৫৫% শেয়ার কিনে নেয়। ফলে মেঘনা লি. পদ্মা লি. কোম্পানির অধিকাংশ পরিচালক নিয়োগের ক্ষমতা লাভ করে। *[চি. বো. ১৬]*

ক. পাবলিক লি. কোম্পানির ন্যূনতম পরিচালক সংখ্যা কত? ১

খ. কোম্পানি সংগঠন কীভাবে মূলধন গঠনে ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সূত্রের সাহায্যে পদ্মা লি. কোম্পানির বর্তমান শেয়ার সংখ্যা নির্ণয় করো। ৩

ঘ. পদ্মা লি. কোম্পানি ও মেঘনা লি. কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ন্যূনতম পরিচালক সংখ্যা তিনজন।

খ কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত ও পরিচালিত কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী সীমিত দায়বিশিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানি সংগঠন বলে। কোম্পানি সংগঠনে সদস্য সংখ্যা অধিক থাকে। এতে অধিক মূলধন সংগ্রহ হয়। আবার প্রয়োজনে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বাজারে শেয়ার ছাড়তে পারে। কোম্পানি আইনসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান বলে ব্যাংকও ঋণ দিতে উৎসাহী হয়। এভাবেই কোম্পানি সংগঠন মূলধন গঠনে ভূমিকা রাখে।

গ আইন অনুযায়ী কোম্পানি সংগঠনের মোট মূলধনকে নির্দিষ্ট সমমূল্যের ক্ষুদ্র ও সমান এককে ভাগ করা হয়। এর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রতম ভাগই হলো একেকটি শেয়ার।

পদ্মা লি. কোম্পানির স্মারকলিপিতে ২০ কোটি টাকা মূলধনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা ১,০০০ টাকা মূল্যের সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত। অর্থাৎ কোম্পানির শেয়ার সংখ্যা হলো $\frac{২০,০০,০০,০০০}{১,০০০}$ বা ২,০০,০০০।

কোম্পানির ৫৫% শেয়ার মেঘনা লি. কিনে নেয়। পদ্মা লি. কোম্পানির শেয়ার সংখ্যা ৪৫% বা ২,০০,০০০ $\times \frac{৪৫}{১০০}$ বা ৯০,০০০ সংখ্যক শেয়ার। অর্থাৎ, পদ্মা লি.-এর বর্তমান শেয়ার ৯০,০০০।

http://teachingbd.com

ঘ পদ্মা লি. সাবসিডিয়ার কোম্পানি এবং মেঘনা লি. কোম্পানি হোল্ডিং কোম্পানি হওয়ায় এদের মধ্যে বহুবিধ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

যদি কোনো কোম্পানি অন্য কোনো কোম্পানির ৫০ ভাগের বেশি শেয়ারের মালিক হয় তাকে হোল্ডিং কোম্পানি বলে। আর কোম্পানি আইনের ২(২) ধারা অনুযায়ী কোনো কোম্পানির ৫০ ভাগের বেশি শেয়ার অন্য কোম্পানির অধীনে থাকলে তাকে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি বলে।

মাহী সাতজন উদ্যোক্তা নিয়ে পদ্মা লি. নামে কোম্পানি গঠন করে। কোম্পানি গঠনের ৫ বছর পর মেঘনা লি. পদ্মা লি. কোম্পানির ৫৫% শেয়ার কিনে নেয়। ফলে মেঘনা লি. কোম্পানি পদ্মা লি. কোং-এর অধিকাংশ পরিচালক নিয়োগের ক্ষমতা লাভ করে।

বর্তমান শর্ত অনুযায়ী ৫৫% শেয়ার ক্রয় করায় মেঘনা লি. হলো হোল্ডিং কোম্পানি। আইনানুযায়ী মেঘনা লি. কোম্পানি মোট ভোট দান ক্ষমতা বেশি পাবে। আবার সাবসিডিয়ারি কোম্পানি হওয়ায় পদ্মা লি. প্রতিষ্ঠানটিতে ভোট দান ক্ষমতা হ্রাস পাবে। এতে পরিচালকও নিয়োগ হবে মেঘনা লি.-এর মাধ্যমে। তাই বলা যায়, মেঘনা লি. ও পদ্মা লি.-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶১১ ABC একটি সফটওয়্যার প্রস্তুতকারী কোম্পানি সংগঠন। তারা সম্প্রতি ১০০টি সফটওয়্যার তৈরির অর্ডার পায়। তাদের পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ লোকবল নেই। তাই তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পাদনের জন্য মুন কোম্পানিকে চুক্তির ভিত্তিতে ৩০টি সফটওয়্যার তৈরির দায়িত্ব দেয়। দক্ষ লোকবলের অভাবে পরবর্তীতে ABC কোম্পানি নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনায় অচলাবস্থা দেখা দেয়। তাই তারা বিকল্প সমাধান না পেয়ে কোম্পানি বিলোপসাধনের সিদ্ধান্ত নেয়। *[চা. বো. ১৬]*

ক. কোম্পানির বিলোপসাধন কী? ১

খ. ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ABC কোম্পানি কর্তৃক মুন কোম্পানি দ্বারা কাজ করিয়ে নেওয়া কোন ধরনের ব্যবসায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ABC কোম্পানি বিলোপসাধনের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোম্পানির সব সম্পত্তির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ, বিক্রয়, ঋণ, পরিশোধ, শেয়ারহোল্ডারদের দাবি পরিশোধ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোম্পানির আইনানুগ সত্তার সমাপ্তি করাকে কোম্পানির বিলোপসাধন বলা হয়।

খ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে গঠন ও পরিচালনায় সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যে সেবার প্রয়োজন পড়ে তাকে ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা বলে।

ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় সফলভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ী সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। এজন্য শুধু নিজের বুদ্ধিমত্তা বা সামর্থ্য দিয়ে সব কাজ করা সম্ভব না-ও হতে পারে। এক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হয়। আর অন্যের সাহায্য-সহযোগিতাই হলো ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা।

গ ABC কোম্পানি কর্তৃক মুন কোম্পানি দ্বারা কাজ করিয়ে নেওয়া হলো আউটসোর্সিং ব্যবসায়।

চুক্তির মাধ্যমে কোনো কাজ করে দেওয়া বা করিয়ে নেওয়া কিংবা কাজ করতে সহায়তা নেওয়াকে আউটসোর্সিং ব্যবসায় বলে। এতে একটা প্রতিষ্ঠান সব কাজ নিজেরা না করে অন্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেয়। যারা আউটসোর্সিং-এর কাজ করে তাদের ফ্রিল্যান্সার বলে।

ABC একটি সফটওয়্যার প্রস্তুতকারী কোম্পানি সংগঠন। তারা সম্প্রতি ১০০টি সফটওয়্যার তৈরির অর্ডার পায় কিন্তু তাদের পর্যাপ্ত জনবল নেই। তাই তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজে করার জন্য মুন কোম্পানিকে চুক্তির ভিত্তিতে ৩০টি সফটওয়্যার তৈরির দায়িত্ব দেয়। ABC কোম্পানি থেকে চুক্তি মোতাবেক মুন কোম্পানি এ ৩০টি সফটওয়্যার তৈরির বিনিময়ে অর্থ পাবে। ফলে ABC কোম্পানি যেমন সময়মতো কাজ সম্পাদন করতে পারবে, তেমনি প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জনে সমর্থ হবে। অর্থাৎ, ABC কোম্পানির প্রতিষ্ঠানের বাইরে হতে কাজ করিয়ে নেওয়ার কর্মপ্রক্রিয়া হলো আউটসোর্সিং।

সহায়ক তথ্য

ফ্রিল্যান্সার অর্থ হলো মুক্ত বা স্বাধীন।

ঘ ABC কোম্পানির আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন হবে।

শেয়ার মালিক বা পাওনাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে বা অন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে আদালত কোম্পানির বিলোপসাধনের নির্দেশ দিলে তাকে আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন বলে। পরিচালনায় অচলাবস্থা, মূল উদ্দেশ্য অর্জনে অক্ষম। এ কারণে কোম্পানির বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন হয়।

ABC কোম্পানি ১০০টি সফটওয়্যার তৈরির অর্ডার পায় যা জনবলের অভাবে আউটসোর্সিং দ্বারা অর্ডার সম্পন্ন করে। দক্ষ লোকবলের অভাবে পরবর্তীতে ABC কোম্পানির নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনায় অচলাবস্থা দেখা দেয়। তাই তারা বিকল্প সমাধান না পেয়ে কোম্পানি বিলোপের সিদ্ধান্ত নেয়।

কোম্পানিটি এ অবস্থায় আদালতের আশ্রয় নিলে আদালত কর্তৃক বিলোপসাধান ঘটবে। আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলক বিলোপ নানান কারণে (কাজের শুরু, ব্যর্থতা, ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা, পরিচালনায় অচলাবস্থা) হয়ে থাকে। ABC প্রতিষ্ঠানটির জনবলের অভাবে পরিচালনায় অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। তাই প্রতিষ্ঠানটি আদালতের আশ্রয় নিলে আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন ঘটবে।

প্রশ্ন ▶১২ মি. আজাদ ২০ জন বন্ধু নিয়ে ২০১৩ সালে একটি কম্পোজিট টেক্সটাইল 'জাইটেক্স লি'. স্থাপন করেন। ভোক্তাদের রুচি ও প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি মানসম্মত পণ্য উৎপাদন করে আসছে। তাদের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানটি ২০১৫ সালে ২৫% স্টক ও ১০% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করে। ২০১৭ সালে তারা কারখানা সম্প্রসারণের চিন্তা-ভাবনা করছেন। বিভিন্ন কারণে বর্তমানে ব্যাংক ঋণের সুদের হার অনেক বেশি। *[রা. বো.; চ. বো. ১৬]*

ক. অবলেখক কী? ১

খ. আউটসোর্সিং ব্যবসায়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ব্যবসায় সংগঠনটি কোন প্রকৃতির? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য প্রতিষ্ঠানটির কোন উৎস হতে অর্থসংস্থান করা যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে করো? ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের জন্য যারা দায়িত্ব গ্রহণ করেন বা চুক্তিবদ্ধ হন তাদের কাজকে অবলেখক বলে।

খ চুক্তির মাধ্যমে নিজ প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য কাউকে দিয়ে কাজ করানোকে আউটসোর্সিং বলে।

কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সব কাজ নিজের ব্যবস্থাপনার আওতায় লোক দিয়ে করানো সম্ভব হয় না। আবার অতিরিক্ত চাহিদা বৃদ্ধির কারণে অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনের জন্য স্বল্প সময়ে লোক নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয় না। কেননা এতে খরচ ও প্রশাসনিক জটিলতা বাড়ে। তখন অন্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজটি করিয়ে নিজ কাজ আদায় অনেক সহজ হয়। তাই স্বল্প খরচে ও সহজে কাজ পেতে আউটসোর্সিং ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ।

http://teachingbd.com

গ উদ্দীপকে ব্যবসায় সংগঠনটি কোম্পানি সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। এ ধরনের কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৭ জন এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ। এ কোম্পানি শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। এ কোম্পানির মুনাফা অর্জিত হলে শেয়ারহোল্ডার ও স্টক হোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ ঘোষণা করে।

মি. আজাদ ২০ জন বন্ধু নিয়ে ২০১৩ সালে 'জাইটেক্স লি.' স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠানটি দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন করছে। যার ফলে ভোক্তাদের চাহিদা ও প্রত্যাশা মেটাতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৫ সালে তাদের অর্জিত মুনাফা থেকে ২৫% স্টক ও ১০% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করে। তাই বলা যায়, এটি একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

ঘ ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য প্রতিষ্ঠানটি শেয়ার বিক্রি করে অর্থসংস্থান করা যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি মূলধন সংগ্রহের জন্য শেয়ার বিক্রয় করতে পারে। এটি দীর্ঘমেয়াদে মূলধন সংগ্রহের অন্যতম উৎস। এরূপ সংগৃহীত অর্থ ব্যবসায় বিলোপসাধন না হওয়া পর্যন্ত ফেরত দিতে হয় না।

উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি ২০১৫ সালে দক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণে মুনাফা অর্জন করে। তাই তারা ২০১৭ সালে তাদের কারখানা সম্প্রসারণের চিন্তা-ভাবনা করে। তারা শেয়ার বিক্রয় ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করতে পারবে। তবে তাদের জন্য শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করা উপযুক্ত হবে।

বর্তমানে ব্যাংক ঋণের সুদের হার অনেক বেশি। তারা যদি ব্যাংক ঋণ নিয়ে অর্থসংস্থান করে তাহলে মূলধন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। আর মূলধন ব্যয় বৃদ্ধি পেলে মুনাফার পরিমাণ কমে যাবে। তারা যদি শেয়ার বিক্রি করে তাহলে মূলধন ব্যয় অপেক্ষকৃত কম হবে। এটি মুনাফা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এসব দিক বিবেচনায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করা যৌক্তিক হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ এবিসি ফ্যাশন চিরন্তন অস্তিত্ববিশিষ্ট একটি গার্মেন্টস শিল্প। দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। তাই দেশের স্বনামধন্য পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান আনন্দ ফ্যাশন লি. এবিসি ফ্যাশনের ৫০%-এর অধিক শেয়ার ক্রয় করে নেয় এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এবিসি ফ্যাশনসের নীতিনির্ধারণের ক্ষমতা আনন্দ ফ্যাশনসের কাছে চলে আসে। *[দি. বো. '১৬]*

ক. স্মারকলিপি কী? ১

খ. কোম্পানির কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. এবিসি ফ্যাশনসের শেয়ার ক্রয় করে আনন্দ ফ্যাশনস্ নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে যে সংগঠন গঠন করে তার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করো। ৩

ঘ. অধিকাংশ শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে এবিসি কোম্পানির বর্তমান সাংগঠনিক অবস্থা উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মূল দলিলে কোম্পানির মৌলিক বিষয়াবলি (নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য, দায়, মূলধন, সম্মতি) সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ থাকে তাকে স্মারকলিপি বা পরিমেলবন্ধ বলে।

খ যে সত্তা বা অস্তিত্ব বলে কোম্পানি নিজ নামে গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে কোম্পানির কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বলে।

কোম্পানিকে তার মালিক বা শেয়ারহোল্ডারদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা হিসেবে দেখা হয়। এটি সংগঠন ব্যক্তি না হয়েও নিজ নামে চুক্তি সম্পাদন, লেনদেন ও প্রয়োজনে মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করতে পারে। এছাড়া এটি নিজস্ব নামে গঠিত ও পরিচালিত হয় এবং নিজস্ব সীলমোহর ব্যবহার করে।

গ এবিসি ফ্যাশনসের শেয়ার ক্রয় করে আনন্দ ফ্যাশনস নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে যে সংগঠন গঠন করে তা একটি হোল্ডিং কোম্পানি।

যদি কোনো কোম্পানি অন্য কোনো কোম্পানির ৫০%-এর অধিক শেয়ারের মালিক বা ভোট দানের ক্ষমতা অধিকার করে অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অধিকাংশ পরিচালক নিয়োগ করে, তবে ঐ কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণকারী বা হোল্ডিং কোম্পানি বলে।

এবিসি ফ্যাশন একটি চিরন্তন অস্তিত্ববিশিষ্ট কোম্পানি হওয়া সত্ত্বেও দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে প্রতিষ্ঠানে টিকে থাকতে পারছে না। তাই দেশের স্বনামধন্য পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান আনন্দ ফ্যাশন লি. উক্ত কোম্পানির ৫০%-এর অধিক শেয়ার ক্রয় করে এবং পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নেয়। সুতরাং, আনন্দ ফ্যাশন একটি হোল্ডিং কোম্পানি।

ঘ অধিকাংশ শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে এবিসি কোম্পানি বর্তমানে একটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

কোনো কোম্পানির ৫০%-এর বেশি শেয়ার বা ভোট দান ক্ষমতা অন্য কোনো কোম্পানির অধীনে থাকলে তাকে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি বলে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের পরিচালক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ কোম্পানি নিয়োগ করে।

এবিসি ফ্যাশন চিরন্তন অস্তিত্ববিশিষ্ট একটি গার্মেন্টস শিল্প। দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। তাই আনন্দ ফ্যাশন লি. নামের একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের ৫০% অধিক শেয়ার ক্রয় করে। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আনন্দ ফ্যাশন লি.-এর কাছে চলে যায়।

এবিসি ফ্যাশনসের ৫০%-এর অধিক শেয়ার আনন্দ ফ্যাশনস ক্রয় করে নেওয়ায় এবিসি ফ্যাশনসের নীতিনির্ধারণ ক্ষমতাও আনন্দ ফ্যাশনসের কাছে চলে গেছে। তাই এবিসি ফ্যাশনস সাংগঠনিকভাবে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জনাব রায়হান তার আরও ৬ বন্ধুকে নিয়ে 'বন্ধন' নামের কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তাবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রতিষ্ঠানটি স্মারকলিপি তৈরি করলেও কোম্পানি আইনে বর্ণিত তফসিল-১-কে পরিমেল নিয়মাবলি হিসেবে গ্রহণ করে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি একটি নতুন প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য শেয়ার ছাড়ার কথা চিন্তা করছেন যাতে মালিকানাস্বত্ব অক্ষুণ্ন থাকে। *[কু. বো. '১৬]*

ক. শেয়ার কী? ১

খ. ঋণপত্র বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কোম্পানিটির ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. প্রতিষ্ঠানটির করণীয় বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোম্পানি সংগঠনের অনুমোদিত মোট শেয়ার মূলধনের সমান ও ক্ষুদ্র অংশের একককেই শেয়ার বলে।

খ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যে দলিলের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে তাকে ঋণপত্র বলে।

কোম্পানির অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন হলে ঋণপত্র বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে। এটি মূলধন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এজন্য নির্দিষ্ট হারে সুদও দিতে হয়। ঋণপত্রে এ ঋণের পরিমাণ, সুদের হার, ঋণের মেয়াদ প্রভৃতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কোম্পানিটি একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। যে কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৭ জন ও সর্বোচ্চ শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রি করতে পারে তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে। বৃহৎ আকারের মূলধন সংগ্রহের জন্য পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠন করা হয়।

http://teachingbd.com

জনাব রায়হান তার আরও ৬ বন্ধুকে নিয়ে 'বন্ধন' নামের কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তাবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তারা মোট সাতজন অর্থাৎ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠনের সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যার যে শর্ত তা পূরণ হয়েছে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠন করতে নাম ঠিক করে স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলিসহ নিবন্ধক বরাবর আবেদন করতে হয়। জনাব রায়হান ও তার ৬ বন্ধু কোম্পানির নাম 'বন্ধন' ঠিক করে এবং নিবন্ধক সন্তুষ্ট হয়ে আইনগত স্বীকৃতি দিয়েছে। অর্থাৎ কোম্পানিটি কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা লাভ করেছে। এটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ঘ উদ্দীপকের 'বন্ধন' নামের প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভূত পরিস্থিতিতে করণীয় হলো রাইট শেয়ার ইস্যু করা।

কোনো কোম্পানি অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নতুন শেয়ার বাজারে ছাড়ার সময় পুরাতন শেয়ার মালিকদের অগ্রাধিকার দিয়ে যে নতুন শেয়ার ইস্যু করে তাকে রাইট শেয়ার বা অধিকারযোগ্য শেয়ার বলে। শেয়ারের দাম বেশি হলে নতুন ইস্যুকৃত শেয়ারে পুরাতন মালিকগণ তাদের স্বার্থ দাবি করতে পারে।

উদ্দীপকে ৭ জন সদস্য 'বন্ধন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। প্রতিষ্ঠানটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। প্রতিষ্ঠানটি নতুন প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য শেয়ার ছাড়ার চিন্তা করছে। কিন্তু শেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে মালিকানাস্বত্ব অক্ষুণ্ন রাখার চিন্তা করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি নতুন প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য শেয়ার ছাড়ার ক্ষেত্রে পুরাতন শেয়ার মালিকদের অগ্রাধিকার প্রদানের চিন্তা করছে। এ পুরাতন শেয়ারহোল্ডারের মধ্যে নতুন শেয়ার ইস্যু করলে নতুন মালিকানাস্বত্ব সৃষ্টি হবে না। আবার মূলধনও সংগৃহীত হবে। উক্ত পরিস্থিতিতে এ ধরনের শেয়ার ঝামেলামুক্ত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি অধিকারযোগ্য শেয়ার ইস্যু করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ জনাব হাফিজ ৪০ জন সদস্য নিয়ে একটি কোম্পানি গঠনের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। উক্ত কোম্পানি গঠনের জন্য একটি মুখ্য দলিল তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু আরেকটি দলিলের পরিবর্তে কোম্পানি আইনের তফসিল-১-কে তারা কোম্পানির জন্য গ্রহণ করেছেন। ইতোমধ্যে তারা নিবন্ধন পেলেও কাজকর্ম শুরু করতে পারছেন না।

[সি. বো. ১৬]

ক. স্মারকলিপি কী? ১

খ. কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন দলিলটি পৃথকভাবে প্রয়োজন পড়েনি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব হাফিজের প্রতিষ্ঠানটি কি আদৌ বাণিজ্যিক কাজ শুরু করতে পারবে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মূল দলিলে কোম্পানির মৌলিক বিষয়াবলি (নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য, দায়, মূলধন, সম্মতি) সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ থাকে তাকে স্মারকলিপি বা পরিমেলবন্ধ বলে।

খ কোম্পানির নিবন্ধক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে এর স্বাভাবিক ব্যবসায় কাজ আরম্ভ করার অনুমতি দিয়ে যে সনদ প্রদান করে তাকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র বা ছাড়পত্র বলে।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি নিবন্ধন পাওয়ার পরপরই তার কার্য আরম্ভ করতে পারে না। এ কোম্পানিকে কাজ শুরু করার জন্য অনুমতির প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি নিবন্ধনপত্র পাওয়ার সাথে সাথেই কাজ শুরু করতে পারে। অর্থাৎ কার্যারম্ভের অনুমতিপত্রের প্রয়োজন পড়ে না।

গ উদ্দীপকে পরিমেল নিয়মাবলি দলিলটি আলাদাভাবে প্রয়োজন পড়েনি।

কোম্পানির অভ্যন্তরীণ পরিচালনা ও যাবতীয় বিষয়াদি ও নিয়মাবলি যে দলিলে অন্তর্ভুক্ত থাকে তাকে সংঘবন্ধ বা পরিমেল নিয়মাবলি বলে। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী এটি কোম্পানির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

জনাব হাফিজ ৪০ জন সদস্য নিয়ে একটি কোম্পানি গঠনের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। উক্ত কোম্পানি গঠনের জন্য মুখ্য দলিল অর্থাৎ স্মারকলিপি তৈরি করেছেন। কিন্তু কোম্পানির আরেকটি দলিলের পরিবর্তে কোম্পানি আইনের তফসিল-১ গ্রহণ করেছেন। কোম্পানি আইনের তফসিল-১-এ কোম্পানির অভ্যন্তরীণ কার্যাবলির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া থাকে। ফলে তফসিল-১ ব্যবহার করলে পরিমেল নিয়মাবলির প্রয়োজন পড়ে না। তাই জনাব হাফিজের কোম্পানিতে পরিমেল নিয়মাবলি দলিলটি আলাদাভাবে তৈরির প্রয়োজন পড়েনি।

ঘ জনাব হাফিজের প্রতিষ্ঠানটি কার্যারম্ভের অনুমতিপত্রের মাধ্যমে বাণিজ্যিক কার্যক্রম আরম্ভ করতে পারবে।

কোম্পানির নিবন্ধক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে এর স্বাভাবিক ব্যবসায় কাজ শুরু করার জন্য অনুমতি দিয়ে যে সনদ প্রদান করে তাকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র বলে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি নিবন্ধন পাওয়ার সাথে সাথে কাজ শুরু করতে পারে না। তাকে কার্যারম্ভের অনুমতি পত্রের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

জনাব হাফিজ ৪০ জন সদস্য নিয়ে কোম্পানি গঠন করেছেন। কোম্পানিটি একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। যার ফলে তারা নিবন্ধন পেলেও কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র না থাকার কারণে বাণিজ্যিক কাজ শুরু করতে পারছে না।

কোম্পানি আইনের ৫০ ধারা অনুযায়ী কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র লাভের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিবন্ধকের অফিসে জমা দিতে হবে। নিবন্ধক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে সন্তুষ্ট হলে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র প্রদান করবেন। আর কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র পেলেই জনাব হাফিজের প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক কাজ শুরু করতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ আর সি লি. একটি স্বনামধন্য কোম্পানি। জয় ও বিজয় ঐ কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার। জয়ের কাছে ২,০০,০০০ টাকার শেয়ার আছে। তিনি নির্দিষ্ট হারে কোম্পানি হতে লভ্যাংশ পান। অন্যদিকে বিজয়ের নিকট ১,০০,০০০ টাকার শেয়ার আছে। তিনি জয়ের পরে লভ্যাংশ পান এবং লভ্যাংশের হার প্রতিবছর সমান থাকে না। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য একটি সভা আহ্বান করে।

[বি. বো. ১৬]

ক. স্মারকলিপি কী? ১

খ. বিবরণপত্র কেন তৈরি করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আর সি লি.-এ জয় কোন ধরনের শেয়ারহোল্ডার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আর সি লি.-এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জয় ও বিজয়ের মধ্যে কার অগ্রাধিকার বেশি? মতামত দাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মূল দলিলে কোম্পানির মৌলিক বিষয়াবলি (নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য, দায়, মূলধন, সম্মতি) সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ থাকে তাকে স্মারকলিপি বা পরিমেলবন্ধ বলে।

খ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের জন্য কোম্পানির প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করে যে বিজ্ঞপ্তি বা প্রচারপত্র পত্রিকায় প্রকাশ করে তাকে বিবরণপত্র বলে।

শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয়ে জনগণকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বিবরণপত্র তৈরি করা হয়। মূলত মূলধন গঠনের জন্যই বিবরণপত্র তৈরি ও প্রকাশ করা হয়।

http://teachingbd.com

গ আর সি লি.-এ জয় একজন অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডার।
যে শেয়ারের মালিকগণ লাভ ও মূলধন ফেরতের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার বা সবার আগে সুযোগ পান সেই শেয়ারকে অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।
জয় আর সি লি. কোম্পানির ২,০০,০০০ টাকার শেয়ার ক্রয় করেন। তিনি নির্দিষ্ট হারে কোম্পানি থেকে লভ্যাংশ পান। জয়ের লভ্যাংশের হার প্রতিবছর সমান থাকে। অর্থাৎ জয় যে বিনিয়োগ করেছেন তার ফলে কোম্পানিটি প্রতিবছর নির্দিষ্ট হারে মুনাফা প্রদান করে। অগ্রাধিকার শেয়ারের বৈশিষ্ট্যের সাথে এর মিল আছে। সুতরাং জয় একজন অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডার যিনি লভ্যাংশ প্রাপ্তি এবং মূলধন ফেরতে অগ্রাধিকার পান।

ঘ আর সি লি.-এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জয় ও বিজয়ের মধ্যে বিজয়ের অগ্রাধিকার বেশি।
অগ্রাধিকার শেয়ারমালিকদের লভ্যাংশ প্রদানের পর যাদের লভ্যাংশ প্রদান করা হয় তারাই সাধারণ শেয়ারহোল্ডার। সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররাই কোম্পানি পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং ভোটের অধিকার পেয়ে থাকে।
জয় একজন অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডার এবং বিজয় একজন সাধারণ শেয়ারহোল্ডার। জয় প্রতিবছর নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাবেন কিন্তু বিজয়ের লভ্যাংশের হার নির্দিষ্ট নয়। একজন অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডার হিসেবে জয় আগে মুনাফা ভোগে সুবিধা পেলেও তার ভোটাধিকার নেই। অর্থাৎ কোম্পানির সভায় তিনি অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
একজন সাধারণ শেয়ারহোল্ডার হিসেবে বিজয় কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি সেখানে ভোটের মাধ্যমে পরিচালক নির্বাচন করেন এবং কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে ভূমিকা রাখেন। সুতরাং শেয়ারের ধরন বিবেচনায় আইনগতভাবে জয় এবং বিজয়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিজয়ের অগ্রাধিকার বেশি।

প্রশ্ন ▶ ১৭ মি. কালাম ও তার উনিশজন বন্ধু মিলে নীলাচল টেক্সটাইল নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটি ভোক্তার রুচি ও প্রত্যাশা অনুসারে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন করে আসছে। তাদের দক্ষ-ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক হওয়ায় ২০১৭ সালে ৩০% নগদ লভ্যাংশ ও ২০% স্টক লভ্যাংশ ঘোষণা করে। আগামী বছর তারা কারখানা সম্প্রসারণের চিন্তাভাবনা করছে। তাই মূলধনের প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদ ব্যবসা সম্প্রসারণ করেও তাদের ভোটের শতকরা হার হারাতে চায় না। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

ক. আউটসোর্সিং কী? ১
খ. নিজস্ব সিলমোহর কেন ব্যবহার করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত "নীলাচল টেক্সটাইল" কোন ধরনের সংগঠন? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য কোনো অপ্রাতিষ্ঠানিক দীর্ঘমেয়াদী উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে করো। তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চুক্তির মাধ্যমে নিজ প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য কাউকে দিয়ে কাজ করানোকে আউটসোর্সিং বলে।

খ কোম্পানির প্রতিনিধির বৈধতা কোম্পানির সাধারণ সিলমোহর দ্বারা নির্বাচিত হয় বিধায় কোম্পানি নিজস্ব সিলমোহর ব্যবহার করে।
কোম্পানি কৃত্রিম ব্যক্তি হওয়ার কারণে সব কাজেই তাকে প্রতিনিধির ওপর নির্ভর করতে হয়। উক্ত প্রতিনিধির বৈধতা কোম্পানির সাধারণ সিলমোহর দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকে। কোম্পানির সব কাগজপত্র এরূপ সিলের ব্যবহার আবশ্যক। কোম্পানির নিজস্ব সিল ছাড়া এরূপ কাগজপত্র আইনগতভাবে বৈধ হয় না। তাই কোম্পানির সব কাগজপত্র কোম্পানির নিজস্ব সিলমোহর ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত "নীলাচল টেক্সটাইল" পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি সংগঠনের অন্তর্গত।
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে ৭ জন এবং সর্বোচ্চ শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়। এ কোম্পানির মূলধনের প্রয়োজন হলে বাজারে শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করে। এক্ষেত্রে কোম্পানির সপক্ষে ৩ জন পরিচালক থাকতে হয়।
উদ্দীপকে মি. কামাল ও তার উনিশজন বন্ধু মিলে "নীলাচল টেক্সটাইল" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। প্রতিষ্ঠানটি ভোক্তাদের রুচি ও প্রত্যাশা অনুসারে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন করে। তাদের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক হয়ে ওঠে। এরই ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭ সালে ৩০% নগদ লভ্যাংশ ও ২০% স্টক লভ্যাংশ ঘোষণা করে। উক্ত লভ্যাংশ ঘোষণা একমাত্র পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির পক্ষেই সম্ভব। তাই বলা যায়, "নীলাচল টেক্সটাইল" একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি তাদের ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য অপ্রতিষ্ঠানিক দীর্ঘমেয়াদি ঋণ হিসেবে সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ করা অধিক যুক্তিযুক্ত হবে বলে আমি মনে করি।
কোম্পানি তার অর্জিত মুনাফার সবটুকু অংশ লভ্যাংশ হিসেবে প্রতিবছর বণ্টন করে না। এক্ষেত্রে তারা কিছু অংশ সঞ্চিতি হিসেবে জমা রাখে। উক্ত সঞ্চিতি অর্থ কোম্পানি যখন মূলধন সংকটে পড়ে তখন ব্যবহার করে।
উদ্দীপকে মি. কালাম তার উনিশজন বন্ধু নিয়ে "নীলাচল টেক্সটাইল" নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠানটির দক্ষ ব্যবস্থাপনায় অল্প সময়ের মধ্যেই একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭ সালে ৩০% নগদ ও ২০% স্টক লভ্যাংশ ঘোষণা করে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তী বছরে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণেরও চিন্তাভাবনা করছে। এমতাবস্থায় তারা ব্যবসায় সম্প্রসারণ করলেও তাদের ভোটের শতকরা হার হারাতে চায় না।
বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানটির উচিত তাদের সঞ্চিতি তহবিল ব্যবহার করা। কারণ শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে কোম্পানি মূলধন সংগ্রহ করলে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারের পরিমাণ বেড়ে যাবে। এছাড়াও উক্ত শেয়ার মালিকরাই কোম্পানির ভোটদানের অধিকার অর্জন করবে। কিন্তু কোম্পানি এদের ভোটের শতকরা হার কমাতে চায় না। তাই আমি মনে করি, উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির উচিত শেয়ার বিক্রয় না করে সঞ্চিতি তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা।

প্রশ্ন ▶ ১৮ সম্প্রতি দিকদর্শন লি.-এর শেয়ারহোল্ডারদের নিয়ে একটি সভা কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় পরিচালনা পর্ষদ গঠন, ২৫% নগদ লভ্যাংশ প্রদান এবং কোম্পানির একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নতুন প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য কিছু নতুন শেয়ার ইস্যু অথবা ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা হবে। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. রাইট শেয়ার কী? ১
খ. কোম্পানি সংগঠন অনেকের নিকট পছন্দের কারণ কী? ২
গ. কক্সবাজারে দিকদর্শন লি.-এর কোন ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে তুমি মনে করো? এ ধরনের সভা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ বলে তুমি মনে করো? ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখ দিকদর্শন লিঃ কোম্পানিকে কোন পদ্ধতিতে নতুন প্রকল্পে অর্থায়ন করা উচিত বলে তুমি মনে করো? তোমার সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

http://teachingbd.com

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নতুন শেয়ার ইস্যু করার ক্ষেত্রে বর্তমান শেয়ারমালিকদের অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের আগের ক্রয়কৃত শেয়ারের অনুপাতে যে শেয়ার ইস্যু করা হয় তাকে রাইট শেয়ার বলে।

খ কোম্পানি সংগঠনের অস্তিত্বের কারণে অনেকের কাছে এটি পছন্দের।

কোম্পানি একটি আইনসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। আইনের মাধ্যমে এটি গঠিত ও পরিচালিত হয় বলে এটি পৃথক সত্তা বিশিষ্ট চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী। এর সকল শেয়ারহোল্ডার মারা গেলেও এর অস্তিত্বের কোনো সমস্যা হয় না। এজন্য বিনিয়োগকারী থেকে শুরু করে, পাওনাদার, ব্যাংকার, সরবরাহকারীসহ সকলের নিকট কোম্পানি সংগঠন পছন্দনীয়।

গ উদ্দীপকে কক্সবাজারে দিকদর্শন লি.-এর বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে এরূপ সভা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

যৌথমূলধনী ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে বছরে একবার শেয়ারহোল্ডারদের নিয়ে সাধারণ সভা আহ্বান করতে হয়। এ সভায় নতুন পরিচালক নির্বাচন, লভ্যাংশ বণ্টনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যবসায় সম্প্রসারণ বা বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র অনুমোদন ইত্যাদি বিষয়ে শেয়ার হোল্ডারদের মতামত নেওয়া হয়। তাই নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য এরূপ সভা আহ্বান করা জরুরি।

উদ্দীপকের দিকদর্শন লি.-এর শেয়ারহোল্ডারদের নিয়ে একটি সভা কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় পরিচালনা পর্ষদ গঠন, ২৫% নগদ লভ্যাংশ প্রদান এবং কোম্পানির একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি একটি বাৎসরিক সাধারণ সভা আহ্বান করেছে। প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এরূপ সভায় গ্রহণ করা হয়। শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের মতামত প্রকাশ বা ভোটাধিকার এরূপ সভায় প্রয়োগ করতে পারে। তাই এটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানের নতুন প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য ঋণপত্র বিক্রয় করা অধিক যুক্তিসঙ্গত হবে।

পাবলিক লি. কোম্পানি ঋণের স্বীকৃতি হিসেব ঋণপত্র ইস্যু করে এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান স্বল্প মেয়াদে এবং দীর্ঘ মেয়াদে অর্থের সংস্থান করে থাকে।

উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। উদ্দীপকের বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, এটি একটি প্রতিষ্ঠিত ও প্রসিদ্ধ কোম্পানি। প্রতিষ্ঠানটি ২৫% নগদ লভ্যাংশ প্রদান করে।

প্রতিষ্ঠানটি যদি নতুন শেয়ার ইস্যু করে তাহলে পরবর্তীতে তাদের শেয়ারপ্রতি লভ্যাংশের পরিমাণ কমে যেতে পারে। অপরদিকে ঋণপত্র ইস্যু করলে ঋণপত্রের সুদের পরিমাণ কম থাকায় শেয়ার প্রতি লভ্যাংশের পরিমাণের ওপর তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না। আবার ঋণপত্রের সুদ এক ধরনের খরচ বিধায় এটি আয়-ব্যয় হিসাবে প্রদর্শনের মাধ্যমে নিট মুনাফা কম প্রদর্শিত হয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের পরিমাণ অনেক কমে আসে। এছাড়া প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এর ঋণপত্র বিক্রয় করাও সহজ হবে। তাই প্রতিষ্ঠানটির নতুন শেয়ার ইস্যু না করে ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে নতুন প্রকল্পের অর্থের যোগান দেয়া উচিত।

প্রশ্ন ▶ ১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৮ শিক্ষাবর্ষের মার্কেটিং বিভাগের ৩০ জন বন্ধু একত্রিত হয়ে 'অনিমা নকশি কাঁথা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানের বিবরণসহ প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোং থেকে নিবন্ধন পাওয়ার সাথে সাথেই কোম্পানিটি উৎপাদনে যায় এবং উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে। ব্যাপক সুনামের সাথে তারা তাদের পণ্য বিদেশে রপ্তানি করছিলেন। প্রচুর চাহিদা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও তাদের কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে চাহিদামতো পণ্য রপ্তানি করতে পারছিলেন না। এজন্য তারা বর্তমানে অধিক মূলধন সংগ্রহ, শেয়ার হস্তান্তর সুবিধা সম্বলিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নিলেন। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. শেয়ার কী? ১

খ. বিবরণ পত্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. প্রথম পর্যায়ের 'অনিমা নকশি কাঁথা লি.' এর সাংগঠনিক ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অনিমা নকশি কাঁথা লি. প্রতিষ্ঠানটির পরিবর্তন প্রয়োজন কিনা? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোম্পানির শেয়ার মূলধনের ক্ষুদ্র ও সমান এককে শেয়ার বলে।

খ পাবলিক লি. কোম্পানি ব্যবসায়ের মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে পত্রের মাধ্যমে জনগণকে শেয়ার ক্রয়ের আহ্বান জানায় তাকে বিবরণপত্র বলে।

কোম্পানির প্রয়োজনীয় সব বিষয় এতে (নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য, পরিচালক সংখ্যা ইত্যাদি) উল্লেখ করে জনগণকে শেয়ার করে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এটি সাধারণত বিজ্ঞপ্তির আকারে সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে হয়। বিবরণপত্রের প্রকাশিত তথ্যের জন্য সব দায়-দায়িত্ব পরিচালকদের নিতে হয়।

গ প্রথম পর্যায়ে 'আনিমা নকশি কাঁথা' লি.-এর সাংগঠনিক ধরন ছিল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি' সংগঠন

কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ এবং সর্বোচ্চ ৫০। এটি গঠনের জন্য যাবতীয় কাজগজপত্র জমা দিয়ে রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে নিবন্ধনপত্র নিতে হয়। নিবন্ধনপত্র পাওয়ার জন্য সাথে সাথেই কোম্পানি কাজ শুরু করতে পারে। এক্ষেত্রে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্রের দরকার হয় না।

উদ্দীপকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের ৩০ জন বন্ধু একত্রিত হয়ে 'অনিমা নকশি কাঁথা লি.' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানের বিবরণসহ যাবতীয় কাজগজপত্র জমা দিয়ে। 'রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট কোম্পানি' থেকে নিবন্ধন করে। নিবন্ধন করে সাথে সাথে উৎপাদন কাজ শুরু করে, যা প্রাইভেট লি. কোম্পানির গঠন এবং বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায়। সুতরাং, অনিমা নকশি কাঁথা লি. এর সাংগঠনিক ধরন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি সংগঠন।

ঘ অনিমা নকশি কাঁথা লি. প্রতিষ্ঠানটি প্রাইভেট লি. থেকে পাবলিক লি. কোম্পানিতে পরিবর্তন প্রয়োজন।

পাবলিক লি. কোম্পানির সদস্য সর্বনিম্ন ৭ এবং সর্বোচ্চ সীমা শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ। এটি শেয়ারবাজারে ইস্যু করে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। এর শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য।

উদ্দীপকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের ৩০ জন বন্ধু মিলে 'অনিমা নকশি কাঁথা লি.' নামে একটি প্রাইভেট লি. কোম্পানি গঠন করে। প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন করে তারা সাথে সাথেই উৎপাদন কাজ শুরু করে। উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করে সুনাম অর্জন করে। কিন্তু তারা মূলধন স্বল্পতার কারণে চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করতে পারছে না। ফলে রপ্তানিও করতে পারছে না। 'অনিমা নকশি কাঁথা লি.' প্রাইভেট লি. কোম্পানি হওয়ায় এই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে।

উক্ত সমস্যা দূর করতে প্রতিষ্ঠানটিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করতে পারে। কারণ, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা অনেক হওয়ায় মূলধনের সমস্যা হয় না। তাছাড়া এতে বাজারে শেয়ার বিক্রয় করে অধিক মূলধন সংগ্রহ করা যায়। এতে তাদের উৎপাদন কাজে ব্যাঘাত ঘটবে না। উৎপাদন বাড়বে এবং চাহিদামতো পণ্য রপ্তানি করতে পারবেন। তাই বলা যায়, 'অনিমা নকশি কাঁথা লি.' প্রতিষ্ঠানটির পাবলিক লি. কোম্পানিতে পরিবর্তন প্রয়োজন।

Teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ২০ নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পরপরই মি. শুভ্র তার চার ভাইকে নিয়ে 'ভাই ভাই টেক্সটাইল লি.' নামে একটি ব্যবসায় সংগঠন করে এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করে। বিদেশে তাদের পণ্যের প্রচুর চাহিদা থাকায় তারা তাদের ব্যবসায়ে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে থাকে। ব্যবসায় সম্প্রসারণ করার জন্য তারা বাজারে শেয়ার ছাড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যথাযথ আনুষ্ঠানিকতা পালনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধকের কার্যালয়ে আবেদন পেশ করে। *[ঢাকা কলেজ]*

ক. অধিকারযোগ্য শেয়ার কাকে বলে? ১

খ. ন্যূনতম মূলধন প্রতিষ্ঠানের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২

গ. উদ্দীপকে মি. শুভ্র কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি বাজারে শেয়ার ছাড়ার অনুমতি পাবে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোম্পানি নতুন শেয়ার বাজারে ছাড়ার সময় বর্তমান শেয়ার মালিকদের অগ্রাধিকার দিয়ে যে শেয়ার ইস্যু করে তাকে অধিকারযোগ্য শেয়ার বলে।

খ কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলিতে প্রাথমিক খরচের উদ্দেশ্যে ন্যূনতম পরিমাণ মূলধন সংগ্রহের যে প্রতিশ্রুতি উল্লেখ থাকে তাকে ন্যূনতম মূলধন বলে।

পাবলিক লি. কোম্পানি কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ ও শেয়ার বিলির পূর্বে এটি সংগ্রহ করে। কোম্পানির প্রাথমিক খরচ মেটানোর জন্য এ মূলধন সংগ্রহ করা হয়। এটি সংগ্রহ না করলে পাবলিক লি. কোম্পানি কার্যারম্ভের অনুমতি পায় না।

গ মি. শুভ্র 'প্রাইভেট লি.' কোম্পানি গঠন করেছেন।

সর্বনিম্ন ২ জন ও সর্বোচ্চ ৫০ জন সদস্য নিয়ে প্রাইভেট লি. কোম্পানি গঠিত হয়। এই কোম্পানির মূলধন সদস্যরা সরবরাহ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের দায় দেনার জন্য সদস্যরা দায়ী থাকে। সদস্যেদের মাঝে ছাড়া অন্য কারো কাছে শেয়ার বিক্রয় করতে পারে না।

উদ্দীপকে মি. শুভ্র তার চার ভাইকে নিয়ে 'ভাই ভাই টেক্সটাইল লি.' নামে একটি ব্যবসায় সংগঠন খোলেন। নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পরপরই তারা ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করে। এ জন্য কার্যারম্ভের অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হয়নি। বিদেশি বাজারে তাদের পণ্যের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়। এতে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করছে। ব্যবসায় সম্প্রসারণে জন্য তারা বাজারে শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তারা শেয়ার বিক্রয় করতে পারেননি, যা প্রাইভেট লি. কোম্পনির সাথে মিল রয়েছে। সুতরাং মি. শুভ্র এর কোম্পানি প্রাইভেট লি. কোম্পানি।

ঘ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি পাবলিক লি. কোম্পানিতে নিবন্ধন করলে বাজারে শেয়ার ছাড়ার অনুমতি পাবে।

প্রাইভেট লি. কোম্পানি মূলধন সংগ্রহের জন্যে বাজারে শেয়ার ছাড়তে পারে না। কোম্পানির সদস্যদের কাছে শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করতে হয়। অন্যদিকে পাবলিক লি. কোম্পানি বাজারে শেয়ার বিক্রি করতে পারে। এটি প্রয়োজন অনুযায়ী শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে।

উদ্দীপকের মি. শুভ্র তার চার চাইকে নিয়ে 'ভাই ভাই টেক্সটাইল লি.' গঠন করে নিবন্ধনের পরপরই তারা ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করে। তাদের পণ্যের চাহিদা বাড়ায় অনেক মুনাফা লাভ করছে। চাহিদা বাড়ায় তারা ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে চাচ্ছে। তাই বাজারে শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তাদের কোম্পানিটি প্রাইভেট লি. হওয়ায় তা করতে পারেনি। তারা শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সব আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে চায়। তাই নিবন্ধকের কাছে তার ব্যবসায় সংগঠন পরিবর্তনের জন্য আবেদন করে।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করার জন্য পাবলিক লি. কোম্পানি হতে হয়। প্রাইভেট লি. কোম্পানি শেয়ার বিক্রয়ের সুবিধাটি পায় না। ভাই ভাই টেক্সটাইল একটি প্রাইভেট লি. কোম্পানি সংগঠন। তাই তারা শেয়ার বিক্রয় করতে পারছে না। এতে তাদের মূলধনের সংকটে ব্যবসায় সম্প্রসারণ সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিষ্ঠানটি তাই নিবন্ধকের মাধ্যমে শেয়ার ছাড়ার জন্যে সব আনুষ্ঠানিকতা পালন করবে। এরপর কোম্পানিটি পাবলিক লি. এ রূপান্তর হবে। ফলে ভাই ভাই টেক্সটাইল বাজারে শেয়ার ছাড়ার অনুমতি পাবে। এতে কোম্পানি ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ২১ মি. প্রদীপ একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদক ব্যবস্থাপক। সে মাঝে মাঝে প্রাথমিক শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন করে আবার কখনো সে শেয়ার ক্রয় করে। মি. প্রদীপ বছরের শেষে কোম্পানিটির কাছ থেকে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের জন্য ডাক পায়। মি. প্রদীপ অনুভব করে যে সে একটি বড় প্রতিষ্ঠানের মালিক। সে এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকও হতে পারে যদি সে প্রয়োজনীয় ভোট পায়। *[ঢাকা কলেজ]*

ক. বোনাস শেয়ার কী? ১

খ. কোন একটি প্রতিষ্ঠানের কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা কখন সৃষ্টি হয়? ২

গ. মি. প্রদীপ কোন ধরনের কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. প্রদীপ কোন ধরনের শেয়ার ক্রয় করে? এ ধরনের শেয়ার ক্রয়ের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ হিসেবে নগদ অর্থ না দিয়ে যে শেয়ার ইস্যু করে, তাকে বোনাস শেয়ার বলে।

খ আইনের অধীনে কোনো প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হলেই প্রতিষ্ঠানের কৃত্রিম ব্যক্তিসত্ত্বা সৃষ্টি হয়।

এটি প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তির ন্যায় অধিকার দিয়ে থাকে। যার ফলে প্রতিষ্ঠান নিজ নামে গঠিত ও পরিচালিত হয়। এছাড়া অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে। তাই প্রতিষ্ঠানের কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা সৃষ্টির জন্য প্রতিষ্ঠানকে আইনের অধীনে নিবন্ধন করতে হবে।

গ মি. প্রদীপ পাবলিক লি. কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে।

কোম্পানি সংগঠনগুলোর মধ্যে শুধু পাবলিক লি. কোম্পানি শেয়ার ইস্যু ও বিক্রয় করতে পারে। এক্ষেত্রে পাবলিক লি. কোম্পানি শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হয়ে শেয়ার ইস্যু করে। কোম্পানি তার প্রাথমিক ও অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের জন্য শেয়ার বিক্রয় করে থাকে।

উদ্দীপকের মি. প্রদীপ একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদক ব্যবস্থাপক। সে মাঝে মাঝে প্রাথমিক শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন করে আবার শেয়ারও ক্রয় করে। মি. প্রদীপ কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করায় তিনি কোম্পানি থেকে সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের ডাক পায়। তাছাড়া শেয়ারহোল্ডার হিসেবে তার ভোটাধিকার রয়েছে। তিনি কোম্পানির সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামতও প্রদান করতে পারেন, যা সাধারণ শেয়ার মালিকরা পেয়ে থাকেন। আর সাধারণ শেয়ার পাবলিক লি. কোম্পানি ইস্যু করে থাকে। তাই বলা যায় মি. প্রদীপ যে শেয়ার ক্রয় করেছে তা পাবলিক লি. কোম্পানির শেয়ার।

ঘ মি. প্রদীপ সাধারণ শেয়ার ক্রয় করেন।

সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার অনেক বেশি ভোগ করে থাকেন। এই শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির দায়ে শেয়ার অনুপাতে দায়ী থাকেন। কোম্পানির পরিচালক নির্বাচনে ভোটাধিকার পেয়ে থাকেন।

http://teachingbd.com

উদ্দীপকের মি. প্রদীপ একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদক ব্যবস্থাপক। সে কোম্পানি শেয়ার ক্রয়ের আবেদন করে শেয়ার ক্রয় করেন। শেয়ার ক্রয় করায় কোম্পানি থেকে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের ডাক পায়। সে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকও হতে পারে যদি প্রয়োজনীয় ভোট পায়, যা সাধারণ শেয়ারমালিকরা পেয়ে থাকেন।

মি. প্রদীপ সাধারণ শেয়ার ক্রয় করায় কোম্পানির বার্ষিক সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। কোম্পানির সিদ্ধান্ত নিতে মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। সে প্রতিষ্ঠানে ভোটাধিকার পেয়ে থাকেন। তার ইচ্ছে সে এই প্রতিষ্ঠানের বড় পরিচালক হবেন, যা সাধারণ শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে সম্ভব হবে। কেননা সাধারণ শেয়ারমালিকগণ চাইলে পরিচালক নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন। অন্যান্য শেয়ারমালিকগণ প্রার্থীদের ভোট দিয়ে নির্বাচন করবেন। তাই বলা যায় মি. প্রদীপের সাধারণ শেয়ার ক্রয় যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২২ মনোরোভা কোম্পানিতে প্রথম দিকে তেমন মুনাফা না হলেও এখন মুনাফা হার বেড়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৪ সালে ২০ কোটি টাকা মুনাফা করে। কোম্পানির সাধারণ সভায় ১০% ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ১০% স্টক ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হয়। মি. জাকির ২০ টাকা মূল্যের ১০ হাজার শেয়ারের মালিক। তাকে ১০ হাজার টাকার শেয়ার দেওয়া হয়। অন্যদিকে মি. সাহেদ সানমুন কোম্পানি থেকে ৫ বছর মেয়াদি প্রতিটি ২০০ টাকা করে ৫,০০০ অগ্রাধিকার শেয়ার ক্রয় করে। মেয়াদ শেষে কোম্পানি ১০% অধিহারে তাকে মূল্য পরিশোধ করে।

[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]

ক. ঋণপত্র কী? ১

খ. বিবরণপত্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. জাকিরের প্রাপ্ত ১০ হাজার টাকার শেয়ারকে কোন ধরনের শেয়ার বলে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. সাহেদ কোন ধরনের অগ্রাধিকার শেয়ার ক্রয় করছেন? এই শেয়ার ক্রয়ের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ঋণ গ্রহণের স্বীকৃতি হিসেবে যে দলিল ইস্যু করে তাকে ঋণপত্র হলো।

খ পাবলিক লি. কোম্পানি জনগণের প্রতি শেয়ার ক্রয়ের আহ্বান জানিয়ে যে প্রচারপত্র ইস্যু করে তাকে বিবরণপত্র বলে।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি নিবন্ধন প্রাপ্তির মাধ্যমে আইনগত পৃথক সত্তা অর্জন করে। তবে এর পরই এটি ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করতে পারে না এজন্য জনগণের উদ্দেশ্যে বিবরণপত্র ইস্যু করতে হয়। এতে কোম্পানির বিস্তারিত তথ্যসহ শেয়ার ক্রয়ে আহ্বান জানানো হয়। এর মাধ্যমে জনগণ কোম্পানিটি সম্পর্কে জানতে পারে।

গ উদ্দীপকে মি. জাকিরের প্রাপ্ত ১০ হাজার টাকার শেয়ারকে বোনাস শেয়ার বলে।

শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ হিসেবে নগদ অর্থ পরিশোধ না করে বোনাস শেয়ার ইস্যু করা হয়। অনেক সময় কোম্পানির অর্জিত মুনাফা বণ্টন করা হয় না। শেয়ার হোল্ডারদেরকে মুনাফা বা লভ্যাংশ না দিয়ে উক্ত অর্থকে মূলধনে রূপান্তর করা হয় এবং এর বিপরীতে শেয়ার হোল্ডারদেরকে নতুন শেয়ার দেয়া হয়। এরূপ শেয়ারকে বোনাস শেয়ার বলে।

উদ্দীপকের মনোরোভা কোম্পানি ২০১৪ সালে প্রচুর মুনাফা করে। কোম্পানিটি ১০% ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ১০% স্টক ডিভিডেন্ড ঘোষণা করে। মি. জাকির ২০ টাকা মূল্যের ১০ হাজার শেয়ারের মালিক। তাকে ১০ হাজার টাকার শেয়ার দেয়া হয়। অর্থাৎ সে আংশিক মুনাফা নগদে পেয়েছে এবং বাকি অংশের বিপরীতে শেয়ার পেয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি মুনাফা বা লভ্যাংশ নগদে না পেয়ে শেয়ার পেয়েছেন। এজন্য তার প্রাপ্ত শেয়ার বোনাস শেয়ার।

ঘ উদ্দীপকে মি. সাহেদ পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার ক্রয় করেছেন। তার এরূপ শেয়ার ক্রয়ের যৌক্তিকতা রয়েছে।

নির্দিষ্ট সময়ের পরে পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ারের মূল্য ফেরত দেওয়া হয়। এরূপ শেয়ার অনন্তকাল বহাল থাকে না। কোম্পানি ঘোষিত সময় পর এরূপ শেয়ারের অর্থ ফেরত দেয়া হয়।

উদ্দীপকে মি. সাহেদ সানমুন কোম্পানির ৫ বছর মেয়াদি শেয়ার ক্রয় করে। অর্থাৎ তার ক্রয়কৃত শেয়ারের মেয়াদ ৫ বছর। ৫ বছর পর উক্ত শেয়ারের অর্থ ১০% অধিহারে পরিশোধ করা হয়। তাই তার ক্রয়কৃত শেয়ার হলো পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার।

যারা ঝুঁকি নিতে চান না, আবার কিছু নির্দিষ্ট মুনাফাও আশা করেন, তাদের জন্য অগ্রাধিকার শেয়ারে বিনিয়োগ করা উত্তম। আর অল্প বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিনিয়োজিত অর্থ ফেরত পেতে চাইলে পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার একটি উত্তম বিকল্প। আর মেয়াদ শেষে ১০% অধিহারে অর্থ ফেরত দেয়ায় মি. সাহেদের জন্য আর্থিকভাবে উপকৃত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। তাই বলা যায়, তার এরূপ শেয়ার ক্রয় করা যথেষ্ট যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ সামান্থা একটি কোম্পানির ব্রান্ড নেইম। কোম্পানিটির আইনগতভাবে তফসিল-১ গ্রহণের সুযোগ ছিল না। ফলে প্রতিষ্ঠানটি একটি দলিল প্রস্তুত করে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে। বর্তমানে এটি দেশের একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকে আছে।

[ঢাকা কমার্স কলেজ]

ক. বিকাশ কোন ধরনের কোম্পানি? ১

খ. কোম্পানি আইনসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান বলার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সামান্থা কোন ধরনের কোম্পানি?– ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতকৃত দলিলই কি এর পরিচালনায় সহায়ক– উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিকাশ ব্যাংক ব্যাংক লি. এর একটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি।

সহায়ক তথ্য

যে কোম্পানির অধিকাংশ শেয়ারের মালিকানা, ভোটদান ক্ষমতা, কোম্পানির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অন্য কোনো কোম্পানির অধীনে থাকে, তাকে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি বলে।

খ আইনের স্বীকৃতির মাধ্যমে কোম্পানি গঠিত হয় বলে কোম্পানিকে আইনসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

কোম্পানি আইন অনুযায়ী গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান হলো কোম্পানি সংগঠন। গঠন সংক্রান্ত যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনের পরেই নিবন্ধনের মাধ্যমে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ফলে কৃত্রিম ব্যক্তিস্বত্তার অধিকারী হয়। যেহেতু আইনের স্বীকৃতির মাধ্যমে কোম্পানির সৃষ্টি। তাই একে আইন সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

গ 'সামান্থা' একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি।

কমপক্ষে ২ হতে সর্বোচ্চ ৫০ জন সদস্য মিলে কোম্পানি আইন অনুযায়ী যে সংগঠন গঠিত হয় তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে। এরূপ কোম্পানিকে নিজস্ব পরিমেল নিয়মাবলি তৈরি করতে হয়। কোম্পানি আইনে বর্ণিত তফসিল-১ কে পরিমেল নিয়মাবলি হিসেবে গ্রহণ করার এরূপ কোম্পানির থাকে না।

উদ্দীপকে বর্ণিত কোম্পানিটির আইনগতভাগে তফসিল-১ গ্রহণের সুযোগ ছিল না। তাই প্রতিষ্ঠানটি একটি দলিল প্রস্তুত করে সে অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অর্থাৎ, এটি বাধ্যতামূলকভাবে পরিমেল নিয়মাবলি বা সংখ্যাবিধি প্রস্তুত করে সে অনুযায়ী কাজ পরিচালনা করছে। তাই প্রতিষ্ঠানটি হলো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি।

http://teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত দলিলটি হলো পরিমেল নিয়মাবলি বা সংঘবিধি, যা উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সহায়ক হবে।

কোম্পানি সংগঠনের দ্বিতীয় প্রধান দলিল হলো পরিমেল নিয়মাবলি বা সংঘবিধি। এতে প্রতিষ্ঠান পরিচালনাগত যাবতীয় বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়। এ অনুযায়ীই কোম্পানির দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের 'সামান্থা' একটি কোম্পানির ব্র্যান্ড নেইম। কোম্পানির আইনগত ভাবে তাফসিল-১ গ্রহণের সুযোগ ছিল না। তাই একটি দলিল করে তার প্রেক্ষিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে। বর্তমানে এটি দেশের স্বনামধন্য কোম্পানি হিসেবে টিকে আছে।

উদ্দীপকের সামান্থা নামক কোম্পানিটি যে দলিল প্রণয়ন করেছে বলে বলা হয়েছে, তা হলো পরিমেল নিয়মাবলি। এটি প্রণয়ন করা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির জন্য বাধ্যতামূলক। আর এতে যেহেতু কোম্পানি পরিচালনাগত যাবতীয় বিষয় উল্লেখ থাকে সেহেতু এই দলিলই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনায় সহায়ক হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ জনাব মাসুম ইসলামপুরের বড় কাপড় আমদানিকারক। সারা দেশের পাইকার ও ডিলারদের তিনি মালামাল সরবরাহ করেন। সজল নামক ব্যবসায়ীর সাথে দীর্ঘদিন লেনদেন করায় অনেক টাকা বকেয়া পড়েছে। হঠাৎ জনাব সজল মারা যাওয়ায় সজলের ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যায়। জনাব মাসুস অনেক চেষ্টা করেও টাকা তুলতে পারেননি। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আইনগত সত্তা দুর্বল এমন প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি ধারে ব্যবসায় করবেন না। *[ঢাকা কমার্স কলেজ]*

ক. শিল্প কী? ১

খ. বাণিজ্য বলতে কী বুঝায়? ২

গ. জনাব মাসুমের সংগঠনটি কোন ধরনের ব্যবসায়– ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব মাসুমের পরবর্তীতে গৃহীত পদক্ষেপের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ ও তার রূপগত উপযোগ সৃষ্টি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমকে শিল্প বলে।

সহায়ক তথ্য

কোনো বস্তুর অভাব পূরণের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে।

খ উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছানোর যাবতীয় কাজকে (ক্রয়, বিক্রয়, পরিবহন ইত্যাদি) বাণিজ্য বলে।

শিল্পের মাধ্যমে পণ্য তৈরি করা হয় বা প্রকৃতি হতে সম্পদ আহরণ করা হয়। অতঃপর উক্ত পণ্য বা সম্পদকে ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। আর এক্ষেত্রে ক্রয়, বিক্রয়, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, ব্যাংকিং, বিমা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করতে হয়। এ সকল কাজের সমষ্টিই হলো বাণিজ্য।

গ জনাব মাসুমের সংগঠনটি হলো একমালিকানা ব্যবসায়।

একজনমাত্র ব্যক্তির মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। এরূপ ব্যবসায়ে সংগঠক, পরিচালক ও মূলধনদাতা একজন ব্যক্তিই হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সকল সিদ্ধান্ত মালিক একাই গ্রহণ করে থাকেন।

উদ্দীপকের জনাব মাসুম ইসলামপুরের প্রতিষ্ঠিত কাপড়ের ব্যবসায়ী। তিনি কাপড় আমদানি করে সমগ্র দেশের পাইকার ও ডিলারদের নিকট সরবরাহ করেন। একজন ব্যবসায়ীর নিকট পাওনা টাকা আদায় করতেও তিনি একাই চেষ্টা করেন। তাই দেখা যায়, জনাব মাসুম একাই ব্যবসায়ের মালিক ও পরিচালক। পরিচালনাগত যাবতীয় সিদ্ধান্ত তিনি একাই গ্রহণ করে থাকেন। অর্থাৎ তার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যবসায়টি এক মালিকানা ব্যবসায়।

ঘ জনাব মাসুম আইনগত সত্তা দুর্বল এমন প্রতিষ্ঠানের কাছে ধারে পণ্য বিক্রি না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তার গৃহীত এই পদক্ষেপ যথেষ্ট যৌক্তিক।

জনাব মাসুম একজন কাপড় আমদানিকারক। সারা দেশের পাইকার ও ডিলারদের নিকট তিনি কাপড় সরবরাহ করেন। সজল নামে একজন ব্যবসায়ীর নিকট তার অনেক টাকা পাওনা হয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ সজল মারা যায়। এতে সজলের ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য জনাব মাসুম অনেক চেষ্টা করেও সজলের নিকট পাওনা অর্থ আদায় করতে পারেনি। জনাব মাসুম যদি কোনো কোম্পানি সংগঠনের নিকট বাকিতে পণ্য বিক্রয় করতেন তাহলে তার পাওনা অর্থ আদায় করা সহজ হতো। কিন্তু সজল ছিল এক মালিকানা ব্যবসায়ী। তার মৃত্যুতে তার ব্যবসায়ের বিলোপ ঘটে। তাই পাওনাদার জনাব মাসুম অনেক চেষ্টা করেও পাওনা অর্থ আদায় করতে পারছেন না। এজন্য তিনি একমালিকানা বা অংশীদারী ব্যবসায়ীর নিকট বাকিতে পণ্য বিক্রয় না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাই বলা যায়, তার এই পদক্ষেপটি অবশ্যই যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২৫ শোভন 'জননী' ও 'জনতা' নামের দুটি প্রতিষ্ঠানের মালিকানার সাথে জড়িত। জননী প্রতিষ্ঠানটি ট্রেড লাইসেন্স এবং জনতা প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর কাজ শুরু করে। দুটি প্রতিষ্ঠানই ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য ব্যাংক ঋণ নেয়। মেয়াদ শেষে ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যাংক জননী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শোভনকে এবং 'জনতা' প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ দেয়। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. রাইট শেয়ার কী? ১

খ. বিবরণপত্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের জনতা প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঋণ পরিশোধের জন্য জননী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শোভনকে নোটিশ প্রদানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোম্পানির অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নতুন শেয়ার বাজারে ছাড়ার সময় বর্তমান শেয়ার মালিকদের অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের পূর্বের ক্রয়কৃত শেয়ারের অনুপাতে যে নতুন শেয়ার ইস্যু করে তাকে রাইট শেয়ার বলে।

খ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য জনসাধারণরে উদ্দেশ্যে কোম্পানির সব বিষয় উল্লেখপূর্বক যে বিজ্ঞাপন প্রচার করে তাকে বিবরণপত্র বলে।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহকালেই বিবরণপত্র নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হয়। বিবরণপত্রে কোম্পানির প্রয়োজনীয় সব বিষয় উল্লেখ করে জনসাধারণকে কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত জনতা প্রতিষ্ঠানটি মালিকানার ভিত্তিতে কোম্পানি সংগঠন।

কোম্পানি সংগঠন হলো কোম্পানির আইনের অধীনে গঠিত ও পরিচালিত সীমিত দায়বিশিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর এ সংগঠন ব্যবসায় কার্যক্রম শুরু করতে পারে।

উদ্দীপকে জনাব শোভন সাহেব জননী ও জনতা নামক দুটি প্রতিষ্ঠানের মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জনতা প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পরপরই কাজ শুরু করে দেয়। এটি কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হওয়ায় নিজ নামে পরিচালিত হয়। এর সত্তা মালিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এটি নিজ নামে চুক্তি সম্পাদন, লেনদেন ও প্রয়োজনে মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করতে পারবে। এসব বৈশিষ্ট্য কোম্পানি সংগঠনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জনতা প্রতিষ্ঠানটি মালিকানার ভিত্তিতে কোম্পানি সংগঠন।

Teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকে জননী প্রতিষ্ঠানটি এক মালিকানা ব্যবসায় হওয়ায় জনাব শোভনকে ঋণ পরিশোধের জন্য নোটিশ প্রদান যুক্তিসঙ্গত হয়েছে।

এক মালিকানা ব্যবসায় হলো একক মালিকানায় গঠিত ও পরিচালিত ব্যবসায়। যে কেউ ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করে এ ব্যবসায় গঠন করতে পারেন। এ ব্যবসায় মালিকের নামেই পরিচালিত হয়। এ জন্য ব্যবসায়ের দায় মালিককেই বহন করতে হয়।

উদ্দীপকের জনাব শোভন জননী নামক প্রতিষ্ঠানের মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত। প্রতিষ্ঠানটি একমালিকানা ব্যবসায়। এটি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে। মেয়াদ শেষে ব্যাংকটি জনাব শোভন ঋণ পরিশোধের জন্য নোটিশ প্রদান করে।

এক মালিকানা ব্যবসায়ের সদস্যদের দায় অসীম। এ জন্য বিনিয়োগকৃত মূলধন দিয়ে দায় পরিশোধ করা সম্ভব না হলে, সদস্যদের ব্যক্তিগত সম্পদ দিয়ে দায় পরিশোধ করতে হয়। তাই উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি একমালিকানা ব্যবসায় হওয়ায় ব্যাংক শোভনকে ঋণ পরিশোধের জন্য নোটিশ প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে তিনি এই ঋণ পরিশোধে বাধ্য থাকবেন। সুতরাং বলা যায়, ব্যাংক কর্তৃক জনাব শোভনকে ঋণ পরিশোধের নোটিশ প্রদান করা যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ সাত্তার ও সজিব দুই বন্ধু তারা শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের পরিকল্পনায় নিজ নিজ নামে বিও (B/O) একাউন্ট খোলে। দুজনেই ৫ লক্ষ টাকা করে আর পি লিঃ এর শেয়ার ক্রয় করে। সাত্তার প্রতি বছর নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায়। কিন্তু সজিবের লভ্যাংশের হার প্রতিবছর পরিবর্তন হয়। আর পি লিঃ তাদের ব্যবসায় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে একটি সভা আহ্বান করে এবং সব শেয়ার মালিকদের অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানায়।

[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

ক. এ জি এম কাকে বলে? ১

খ. বিবরণপত্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কোম্পানিটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আর পি লি.-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাত্তার ও সজিবের মধ্যে কার অধিকার বেশি? মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রত্যেক কোম্পানিকে প্রতিবছর যে বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করতে হয় তাকে এ জি এম বলে।

সহায়ক তথ্য

AGM এর পূর্ণরূপ হলো Annual General Meeting (বার্ষিক সাধারণ সভা)

খ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি তার শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের জন্য জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়ে যে প্রচারপত্র প্রকাশ করে তাকে বিবরণপত্র বলে।

কোম্পানির কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহকালেই এরূপ পত্র নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হয়। এরূপ পত্রের মধ্যে কোম্পানির প্রয়োজনীয় সব তথ্য উল্লেখ করা থাকে, যাতে শেয়ার ক্রয়ে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গ এ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে শেয়ার ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। তবে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ নিজেরাই মূলধন সংগ্রহ করতে পারলে এরূপ পত্র প্রচারের প্রয়োজন হয় না।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কোম্পানিটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির অন্তর্গত।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে ৭ জন এবং সর্বোচ্চ শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। এ ধরনের কোম্পানি বাজারে শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয় করে। মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। এ ধরনের কোম্পানির কমপক্ষে ৩ জন পরিচালক থাকতে হয়।

উদ্দীপকে সাত্তার ও সজিব দুই বন্ধু। তারা শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ নামে ব্যাংকে একটি বিও (B/O) একাউন্ট খোলে। তারা দুজনেই আর পি লিঃ কোম্পানি থেকে ৫ লক্ষ টাকা করে শেয়ার ক্রয় করে। এক্ষেত্রে কোম্পানিটি হলো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। কারণ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বাজারে শেয়ার বিক্রয় করতে পারলেও প্রইভেট লি. কোম্পানি বাজারে শেয়ার বিক্রয় করতে পারে না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত কোম্পানিটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকের সাত্তারের শেয়ারটি হলো অগ্রাধিকার শেয়ার এবং সজিবের শেয়ারটি হলো সাধারণ শেয়ার। এক্ষেত্রে আর পি লি.-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সজিবের অধিকার বেশি।

সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। ভোট দিতে পাবে, ভোটে প্রার্থী হতে পারে, সভায় অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু অগ্রাধিকার শেয়াহোল্ডাররা কোম্পানির পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না, ভোট দিতে পারে না, ভোট প্রার্থী হতে পারে না এবং সভায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

উদ্দীপকে সাত্তার ও সজিব দুই বন্ধু। তারা শেয়ারবাজার থেকে যথাক্রমে অগ্রাধিকার শেয়ার ও সাধারণ শেয়ার ক্রয় করে। এক্ষেত্রে সাত্তার প্রতি বছর নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পেলেও সজিবের লভ্যাংশের হার প্রতিবছর পরিবর্তন হয়। আর পি লি. তাদের ব্যবসায় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে একটি সভা আহ্বান করে এবং সেখান অংশগ্রহনের জন্য সব শেয়ার মালিককে আমন্ত্রণ জানায়।

আর পি লি.-এর সভায় সজিব অংশগ্রহণ করতে পারলেও সাত্তার অংশগ্রহণ করতে পারবে না। কারণ অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে এ ধরনের শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির কোনো বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। কিন্তু সাধারণ শেয়ার হোল্ডাররা কোম্পানির সভায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং কোম্পানির যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তাই শেয়ারের ধরন বিবেচনায় আর পি লি. এর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সজিবের অগ্রাধিকার বেশি।

প্রশ্ন ▶ ২৭ রিয়াদ ও তার বন্ধু মিলে 'বন্ধন' নামে একটি সুতার মিল স্থাপন করেন। তাদের প্রতিষ্ঠানে রিয়াদ ও এক বন্ধু পরিচালনা হিসেবে ব্যবসায়টি পরিচালনা করে থাকেন। তাদের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২০ কোটি টাকা। সুদক্ষ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ফলে প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক হওয়ার প্রেক্ষিতে তারা তা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিলেন। ব্যাংক ঋণের জটিলতার কথা চিন্তা করে তারা জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা মূলধন সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিলেন।

[নরসিংদী সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. শেয়ার কী? ১

খ. কোম্পানি সংগঠনের "কৃত্রিম সত্তা" বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের কোম্পানি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিদ্যমান পরিচালনা পর্ষদের কোনো পরিবর্তন আবশ্যকীয় কি? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোম্পানি সংগঠনের অনুমোদিত মোট মূলধনের সমান ও ক্ষুদ্র অংশের প্রতিটি একককে শেয়ার বলে।

খ যে সত্তা বা অস্তিত্বের মাধ্যমে কোম্পানি নিজ নামে গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে কোম্পানির কৃত্রিম সত্তা বলে।

কোম্পানিকে তার মালিক বা শেয়ারহোল্ডার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কোম্পানি সংগঠন ব্যক্তি না হয়েও ব্যক্তির মতো নিজ নামে চুক্তি সম্পাদন, লেনদেন ও প্রয়োজনে মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করতে পারে। কোম্পানি নিজস্ব নামে গঠিত ও পরিচালিত হয় এবং নিজস্ব সিলমোহর ব্যবহার করে। এসব কারণে কোম্পানির সংগঠনকে কৃত্রিম সত্তা বলা হয়।

Teachingbd.com

গ উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির অন্তর্গত।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে দুইজন এবং সর্বোচ্চ ৫০ জন হয়। এ ধরনের কোম্পানিতে কমপক্ষে ২ জন পরিচালক থাকতে হবে। তবে এ কোম্পানি জনগণের কাছে শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয় করতে পারে না।

উদ্দীপকে রিয়াদ ও তার ৫ বন্ধু মিলে 'বন্ধন' নামে একটি সুতার মিল স্থাপন করেন। অর্থাৎ তাদের প্রতিষ্ঠানে মোট সদস্যসংখ্যা ৬ জন। এছাড়াও রিয়াদ ও তার এক বন্ধু পরিচালক হিসেবে ব্যবসায়টি পরিচালনা করছেন। এক্ষেত্রে তাদের প্রতিষ্ঠানে পরিচালক সংখ্যা ২ জন। তারা সমঝোতার ভিত্তিতে এ ব্যবসায়টি স্থাপন করেছেন। এসব বৈশিষ্ট্য প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি।

ঘ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিদ্যমান পরিচালনা পর্ষদে পরিবর্তন আবশ্যকীয় বলে আমি মনে করি।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে ৭ জন এবং সর্বোচ্চ শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়। এ ধরনের কোম্পানির নূন্যতম ৩ জন পরিচালক থাকতে হয়। এ ধরনের কোম্পানি জনগণের কাছে শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয় করে মুলধন সংগ্রহ করতে পারে।

উদ্দীপকের রিয়াদ ও তার বন্ধুরা তাদের গঠিত 'বন্ধন' নামক প্রতিষ্ঠানটির সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রতিষ্ঠানটি অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২০ কোটি টাকা। বর্তমানে তা সম্প্রসারণের জন্য আরো ১০ কোটি টাকা মূলধনের প্রয়োজন। তারা জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রয় করে এ মূলধন সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়।

উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। এক্ষেত্রে তাদের প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান পরিচালক ২ জন হতে ৩ জনে পরিণত করতে হবে। পরিচালক ৩ জন না হলে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠন করা যাবে না। আর পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করা না গেলে বাজারে শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করা যাবে না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিচালনা পর্ষদ পরিবর্তন আবশ্যকীয় বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ২৮ কেয়া ও চৈতি পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে দীর্ঘদিন ধরে একটি ফ্যাশন শপ পরিচালনা করছেন। ব্যবসায়ের ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হওয়ায় তারা সদস্য সংখ্যা না বাড়িয়ে অসীম দায়ের সীমাবদ্ধতা দূর করে একটি বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহী। এ বিষয়ে তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একজন আইনজীবীর পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। *[রাজবাড়ী সরকারি কলেজ]*

ক. সংঘবিধি কী? ১

খ. কোম্পানিকে কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তার অধিকারী বলা হয় কেন? ২

গ. প্রাথমিক পর্যায় কেয়া ও চৈতি কর্তৃক স্থাপিত ব্যবসায়-এর স্বরূপ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কেয়া ও চৈতি কীভাবে বৃহদায়তন ব্যবসায় গঠন করতে পারে? পরামর্শ দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-নীতি উল্লেখ থাকে, তাকে সংঘবিধি বলে।

খ কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বলতে ব্যক্তি না হয়েও ব্যক্তির ন্যায় আইনগত মর্যাদা ও অধিকার লাভ করাকে বোঝায়।

এর মাধ্যমে কোম্পানি নিবন্ধন হওয়ার পর ব্যক্তির ন্যায় নিজ নামে পরিচালিত হয়। এটি তার মালিক বা শেয়ারহোল্ডার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা সত্তা লাভ করে। নিজ নামে লেনদেন, চুক্তিসম্পাদন এবং প্রয়োজনে আইনগত ব্যবসায় নিতে পারে। তাই কোম্পানিকে কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী বলা হয়।

গ প্রাথমিক পর্যায়ে কেয়া ও চৈতি কর্তৃক সম্পাদিত ব্যবসায় অংশীদারি ব্যবসায় ছিল।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি পারস্পরিক চুক্তি ও সমঝোতার মাধ্যমে স্বেচ্ছায় মূলধন সরবরাহ করে অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করে। এ ধরনের ব্যবসায় সদস্য সংখ্যা ২ জন হতে সর্বোচ্চ ২০ জন। সদস্যদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। চুক্তি অনুযায়ী তারা মূলধন সরবরাহ করে থাকে। এ ব্যবসায়ে অংশীদারদের দায় অসীম থাকে।

উদ্দীপকে কেয়া ও চৈতি পরস্পর সমঝোতার ভিত্তিতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তারা দীর্ঘদিন ধরে একটি ফ্যাশন শপ পরিচালনা করে আসছেন। এই ব্যবসায়ের সব দায়-দায়িত্ব তারা সমঝোতার মাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের মূলধনের যোগান ও দায়ের ভার তাদের ওপর থাকে। প্রতিষ্ঠানের মুনাফা হলে চুক্তি অনুযায়ী ভোগ করে থাকেন। তাদের এই কার্যক্রম অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়। সুতরাং কেয়া ও চৈতি কর্তৃক সম্পাদিত ব্যবসায় একটি অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

ঘ কেয়া ও চৈতি ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের মাধ্যমে কোম্পানি সংগঠন গঠন করতে পারে।

কোম্পানি সংগঠন বলতে আইন দ্বারা সৃষ্ট ও স্বীকৃত বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়। এটি ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। কোম্পানি সংগঠন দু'ধরনের হতে পারে। পাবলিক লি. ও প্রাইভেট লি. কোম্পানি সংগঠন।

উদ্দীপকের চৈতি ও কেয়া দীর্ঘদিন ধরে একটা ফ্যাশন শপ পরিচালনা করছেন। ব্যবসায়ের ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হওয়ায় তারা ব্যবসায়ের পরিধি বাড়াতে আগ্রহী। এক্ষেত্রে তারা সদস্য না বাড়িয়ে বৃহদায়তন ব্যবসায় স্থাপন করতে চায়। তাই তারা প্রয়োজনীয় ব্যবসা গ্রহণের জন্য আইনজীবীর পরামর্শ গ্রহণ করছেন।

চৈতি ও কেয়া প্রাইভেট লি. কোম্পানি গঠন করতে পারেন। প্রাইভেট লি. কোম্পানিতে সদস্য সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ৫০ জন। চৈতি ও কেয়া সদস্য বাড়াতে চায় না। তাই তারা ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের মাধ্যমে প্রাইভেট লি. কোম্পানি গঠন করতে পারেন। তারা এক্ষেত্রে নিবন্ধকের নিকট আবেদনপত্রের সাথে নির্দিষ্ট ফি দিয়ে কোম্পানি নিবন্ধন করতে পারেন। নিবন্ধক তাদের ব্যবসায়ের ধরন, উদ্দেশ্য, মূলধন, শেয়ার ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করবেন। বিবেচনা করে সন্তুষ্ট হলে তিনি নিবন্ধন বইতে কোম্পানির নাম তালিকাভুক্ত করবেন এরপর তারা নিবন্ধনপত্র নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করতে পারবেন। উপরোক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে কেয়া ও চৈতি প্রাইভেট লি. কোম্পানি গঠন করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ২৯ আসিয়ান কোম্পানি বাংলাদেশে একটি স্বনামধন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির পণ্যের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলধন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কোম্পানিটি এমন শেয়ার বাজারে ইস্যু করলেন, যার দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করা হলেও পরিচালনায় কোনো সমস্যা হয়নি এবং পুরাতন শেয়ারহোল্ডারদের মূল্যায়ন করা হয়েছে। অতিরিক্ত মূলধনের জন্য বিকল্প পদ্ধতির কথা কোম্পানিটি ভাবছে, যা দ্বারা জনগণের নিকট থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে পারবে। *[বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*

ক. অংশীদারি চুক্তিপত্র কী? ১

খ. ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায় বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আসিয়ান কোম্পানি কোন ধরনের শেয়ার ইস্যু করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিকল্প উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

http://teachingbd.com

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যে পত্রের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করেন তাকে অংশীদারি চুক্তিপত্র বলে।

খ কোনো অংশীদারি চুক্তিপত্রে অংশীদারগণ ব্যবসায়ের স্থায়িত্বকাল বা মেয়াদের সীমা নির্ধারণ না করলে তাকে ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

এক্ষেত্রে কোনো অংশীদারি ব্যবসায় নির্দিষ্ট কাজের জন্য ব্যবসায় গঠন করে এবং কাজ সম্পাদনের পরও চলতে পারে। এই ব্যবসায়ে কোনো অংশীদার অন্য অংশীদারের কাছে ব্যবসায়ের বিলোপ সাধনের জন্য লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিলে ব্যবসায়ের বিলোপ ঘটে।

গ উদ্দীপকে আসিয়ান কোম্পানি রাইট শেয়ার ইস্যু করেছেন।

রাইট শেয়ার হলো কোনো কোম্পানি অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নতুন শেয়ার বাজারে ছাড়ার সময় শেয়ার মালিকদের অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার। এক্ষেত্রে মালিকদের পূর্বের শেয়ার ক্রয় অনুপাতে নতুন শেয়ার প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

উদ্দীপকে আসিয়ান কোম্পানি বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি মূলধন বাড়ানোর জন্য নতুন করে বাজারে শেয়ার ইস্যু করে। এই শেয়ার ইস্যুর ফলে মূলধন সংগ্রহ হয়। এতে মালিকানা বা পরিচালনায় কোনো সমস্যা হয়নি। কারণ এক্ষেত্রে পুরাতন শেয়ার হোল্ডারদেরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শেয়ার ক্রয় অনুপাতে নতুন শেয়ার প্রদান করা হয়, যা রাইট শেয়ার হিসেবে বিবেচিত। তাই বলা যায়, আসিয়ান কোম্পানি রাইট শেয়ার ইস্যু করেছে।

ঘ উদ্দীপকে বিকল্প উৎস হিসেবে ঋণপত্র ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করা যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

ঋণপত্র হলো কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত একটি দলিল। এটি ইস্যুর মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। এটি ঋণ গ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ। কোম্পানির ঋণপত্রে সুদের পরিমাণ, ঋণের পরিমাণ ও ফেরত দানের প্রতিশ্রুতি থাকে।

উদ্দীপকে আসিয়ান কোম্পানির পণ্যের চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকায় মূলধন বাড়ানোর প্রয়োজন পড়ে। এক্ষেত্রে শেয়ার ইস্যুর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে ঋণপত্র ইস্যুর মাধ্যমে জনগণের কাছ থেক মূলধন সংগ্রহের চিন্তা করে।

ঋণপত্রের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করলে জনগণের কাছ থেকে কোম্পানিটি পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। এক্ষেত্রে ঋণপত্রের মালিককে নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করে। কিন্তু ঋণপত্রের মালিকগণ কোম্পানির কোনো মালিকানা গ্রহণ করতে পারবেন না। এছাড়াও তাদের প্রতিষ্ঠানে কোনো পরিচালনা ক্ষমতা থাকে না এবং কোনো ভোটাধিকার ক্ষমতা পান না। প্রতিষ্ঠানে মুনাফা হলে ঋণপত্রের মালিক এক্ষেত্রে কোনো মুনাফা ও পান না। তবে তারা নির্দিষ্ট হারে সুদ গ্রহণ করে এবং প্রতিষ্ঠানে তাদের পুঞ্জীভূত অর্থ দিয়ে মূলধন সংকট নিরসন করে। তাই বলা যায়, বিকল্প উৎস হিসেবে ঋণপত্র ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶৩০ সদ্য MBA পাস করা সাত বন্ধু কোম্পানি গঠনের জন্য আইন উপদেষ্টার নিকট কোম্পানি গঠনের আগ্রহ জানালেন ও করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা চাইলে উপদেষ্টা জানালেন, তারা যে কোম্পানি গঠন করতে যাচ্ছে তার জন্য কার্যারম্ভের অনুমতি সংগ্রহ করতে হবে না। তবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল তৈরি করতে হবে এবং কিছুটা সময় লাগবে। বন্ধুরা সব শুনে সমঝোতার ভিত্তিতে আইনের আনুষ্ঠানিকতার বাইরেই একটি প্রতিষ্ঠান গড়লেন। *[কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]*

ক. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কী? ১

খ. ঋণপত্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সাত বন্ধু মিলে কোন ধরনের কোম্পানি গঠন করতে চেয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সাত বন্ধুর প্রতিষ্ঠান গড়ার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে কোম্পানির সদস্য সংখ্যা ন্যূনতম সাত এবং সর্বোচ্চ শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ, শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য এবং জনগণের উদ্দেশ্যে শেয়ার বিক্রয়ের আহ্বান জানাতে পারে তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে।

খ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যে দলিলের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে তাকে ঋণপত্র বলে।

কোম্পানির অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন হলে ঋণপত্র বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে। এটি মূলধন বাড়াতে সাহায্য করে। এজন্য নির্দিষ্ট হারে সুদও দিতে হয়। ঋণপত্রে এ ঋণের পরিমাণ, সুদের হার, ঋণের মেয়াদ ইত্যাদি বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সাত বন্ধু মিলে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি গঠন করতে চেয়েছিলেন।

ন্যূনতম ২ জন এবং সর্বোচ্চ ৫০ জন সদস্যের সমন্বয়ে সীমিত দায়ের ভিত্তিতে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি গড়ে ওঠে। এটি নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর কাজ শুরু করতে পারে। এক্ষেত্রে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহের প্রয়োজন পড়ে না।

উদ্দীপকে সদ্য MBA পাস করে সাত বন্ধু আইন উপদেষ্টার কোম্পানি গঠনের আগ্রহ জানান। তারা যে কোম্পানি গঠন করতে যাচ্ছেন তার জন্য কার্যারম্ভের অনুমতি সংগ্রহ করতে হয় না। তবে কোম্পানিকে নিবন্ধন করতে হয় এবং স্মারকলিপিও পরিমেল নিয়মাবলির দলিল তৈরি করতে হয়। যা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায় সাত বন্ধু মিলে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি গঠন করতে চেয়েছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সাত বন্ধুর নতুন প্রতিষ্ঠান অংশীদারি ব্যবসায় গঠনের সিদ্ধান্ত যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

অংশীদারি ব্যবসায় দুই বা ততোধিক ব্যক্তির চুক্তি এবং পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে অংশীদারদের দায় অসীম হয় এবং পারস্পরিক সদ্বিশ্বাস ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

উদ্দীপকে সাত বন্ধু MBA পাস করে ব্যবসায় গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে তারা প্রাইভেট লি. কোম্পানি গঠন করতে চাইলেও পরবর্তীতে নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছান। তারা পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে আইনের আনুষ্ঠানিকতার বাইরে অংশীদার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

তাদের এই নতুন ব্যবসায় সংগঠন গঠনের ক্ষেত্রে আইনের কোনো ঝামেলায় পড়তে হয় না। তারা সহজে স্বল্প মূলধন নিয়ে এই ব্যবসায়টি গঠন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্বিশ্বাস এবং সমঝোতার ভিত্তিতে তারা যেকোনো সমস্যা সমাধান করতে পারবেন। সরকারি কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারবেন, যা অংশীদারি ব্যবসায় বলে বিবেচিত। তাই বলা যায়, সাত বন্ধুর এই নতুন অংশীদারি ব্যবসায় গঠনের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶৩১ 'কিং এন্ড কোং' একটি পাবলিক লি. কোম্পানি। প্রতিষ্ঠানটি গত তিন বছর যাবৎ সফলতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন দেখা দেয়ায় এ বছর সঞ্চিতি তহবিলের অর্থ মূলধনে পরিণত করেছে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় 'কুইন এবং কোং' নামে অন্য একটি কোম্পানি উক্ত প্রতিষ্ঠানের ৬০% শেয়ার ক্রয় করে নেয়। *[কুমিল্লা কমার্স কলেজ]*

http://teachingbd.com

ক. অবলেখক কী? ১
খ. কোম্পানিতে যোগ্যতা সূচক শেয়ার কারা ক্রয় করে এবং কেন? ২
গ. 'কিং এন্ড কোং' কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে সঞ্চিতি তহবিলের অর্থ মূলধনে পরিণত করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'কিং এন্ড কোং'-এর বর্তমান অবস্থান মূল্যায়ন করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের জন্য যারা দায়িত্ব গ্রহণ করেন বা চুক্তিবদ্ধ হন তাদের কাজকে অবলেখক বলে।

খ কোম্পানির পরিচালকগণ যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয় করেন।
আইনের বিধান অনুযায়ী কোম্পানির পরিচালক হতে হলে প্রত্যেক পরিচালককে নির্দিষ্ট পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করতে হয়। স্মারকলিপিতে এই শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে পরিচালক পদে নির্বাচন করার যোগ্যতা অর্জন করা যায়।

গ 'কিং এন্ড কোং' অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে সঞ্চিতি তহবিলের অর্থ মূলধনে পরিণত করেছে।
কোম্পানি সংগঠনের অভ্যন্তরীণ মূলধন সংগ্রহের অন্যতম উৎস সঞ্চিতি তহবিল। কোম্পানি অর্জিত মুনাফার সম্পূর্ণ অর্থ লভ্যাংশ হিসেবে প্রদান না করে কিছু অংশ সঞ্চিতি হিসেবে জমা রাখে। প্রয়োজনে এটি ব্যবহার করে অর্থ সংকট দূর করে।
উদ্দীপকে 'কিং এন্ড কোং' একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। প্রতিষ্ঠানটি গত তিন বছর যাবৎ সফলতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন। তাই এই বছর সঞ্চিতি তহবিলের অর্থ মূলধনে পরিণত করছে। এক্ষেত্রে কোম্পানি মুনাফার অংশবিশেষ লভ্যাংশ হিসেবে বিলি না করে সংরক্ষণ করে। পরবর্তীতে এটি মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে। সুতরাং কোম্পানিটি অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের পদক্ষেপ হিসেবে এই তহবিল ব্যবহার করে।

ঘ 'কিং এন্ড কোং' এর বর্তমানে সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে (Subsidiary company) রূপান্তরিত হয়েছে।
সাবসিডিয়ারি কোম্পানির শেয়ার অধিকাংশ মালিকানা, ভোট দান ক্ষমতা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অন্য কোম্পানির হাতে থাকে। এই কোম্পানি হোল্ডিং কোম্পানির আওতায় নিয়ন্ত্রিত হয়।
উদ্দীপকে 'কিং এন্ড কোং' প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত মূলধনের চাহিদা হলে সঞ্চিতি তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটির শেয়ার মূল্য কমে যায়। ফলে কুইন এন্ড কোং নামে অন্য একটি কোম্পানি উক্ত প্রতিষ্ঠানের ৬০% শেয়ার ক্রয় করে নেয়।
এমন পরিস্থিতিতে 'কিং এন্ড কোং' সাবসিডিয়ারি কোম্পানি হিসেবে তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারায়। কারণ সাবসিডিয়ারি কোম্পানির শেয়ার সংখ্যা ৫০% এর কম থাকে। এক্ষেত্রে সাবসিডিয়ারি কোম্পানির ভোটাধিকার ক্ষমতা হারায়। উর্ধ্বতন কোম্পানি বা হোল্ডিং কোম্পানি অধীনস্থ কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বলা যায় 'কিং এন্ড কোং' এর শেয়ারের হার কম হওয়ায় এটি অধীনস্থ বা সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩২ কামাল ও তার বন্ধু সোহাগ একটি কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে। সোহাগ ব্যবসায়ের মুনাফা হোক বা না হোক নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায়। কিন্তু নিজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে মতামত দিতে পারে না। অপর পক্ষে কামাল ব্যবসায়ের মুনাফা হলেই কেবলমাত্র মুনাফার ভাগ পায়। সব বিষয়ে নিজের মতামত দিতে পারে এবং ব্যবসায় বিলোপ হলে সবার শেষে মূলধন ফেরত পাওয়ার শর্তে শেয়ার ক্রয় করলো। */লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ/*

ক. স্মারকলিপি কাকে বলে? ১
খ. কোম্পানির স্বতন্ত্রধর্মী ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সোহাগ কোন ধরনের শেয়ার ক্রয় করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কামাল ও সোহাগের শেয়ারের মধ্যে কোন ধরনের শেয়ারটি তোমার বিচারে উত্তম? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মূল দলিলে কোম্পানির মৌলিক বিষয়াবলি (কোম্পানির নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য, দায়, মূলধন ও সম্মতি) সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ থাকে তাকে স্মারকলিপি বলে।

খ কোম্পানির স্বতন্ত্রধর্মী ব্যবস্থাপনা হলো কোম্পানি নিজ নামে গঠিত ও পরিচালিত হওয়া এবং মালিক থেকে পৃথক করে দেখানো।
এক্ষেত্রে কোম্পানি ব্যক্তি না হয়েও ব্যক্তির ন্যায় আইনগত মর্যাদা ও অধিকার লাভ করে। এটি কৃত্রিম সত্তা বলে নিজ নামে অন্যের সাথে লেনদেন করতে পারে। আবার কারো বিরুদ্ধে মামলাও করতে পারে। এ স্বতন্ত্রতা বলে কোম্পানি থেকে মালিকানাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখানো হয়।

গ সোহাগ সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার ক্রয় করেছেন।
সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানি কোনো বছর লাভ না হলেও শেয়ার মালিকরা একটি নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কোনো বছর মুনাফা না হলে তা কোম্পানির কাছে পুঞ্জীভূত থাকে। পরবর্তীতে মুনাফা অর্জিত হলে এক সাথে শেয়ার মালিককে প্রদান করা হয়।
উদ্দীপকে কামাল ও সোহাগ দুই বন্ধু মিলে শেয়ার ক্রয় করেন। সোহাগ ব্যবসায়ের মুনাফা হোক বা না হোক নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পান। কিন্তু তিনি প্রতিষ্ঠানের কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা প্রদান করতে পারেন না। এছাড়াও তিনি ভোটাধিকার ক্ষমতা পান না। কোনো বছর কোম্পানির মুনাফা না অর্জিত হলে পরবর্তী বছর তিনি পূর্বের মুনাফাসহ লভ্যাংশ গ্রহণ করেন। যা সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, সোহাগ সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার ক্রয় করেছেন।

ঘ কামালের শেয়ারটি হলো সাধারণ শেয়ার এবং সোহাগের শেয়ারটি হলো অগ্রাধিকার শেয়ার। এর মধ্যে কামালের শেয়ারটি উত্তম বলে আমি মনে করি।
সাধারণ শেয়ার মালিকগণ প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। এরা প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ভোটাধিকার ক্ষমতার অধিকারী। অন্যদিকে অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিকগণ শুধু মুনাফায় অগ্রাধিকার পায়। কিন্তু পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না।
উদ্দীপকে সোহাগ ব্যবসায়ের মুনাফা হোক বা না হোক নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পান। কিন্তু পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না। অর্থাৎ তার শেয়ারটি অগ্রাধিকার শেয়ার। কামাল ব্যবসায়ের মুনাফা হলেই কেবল মুনাফা পান। তিনি পরিচালনায় মতামত দিতে পারেন, যা সাধারণ শেয়ার মালিকের বৈশিষ্ট্য।
সোহাগ শুধু ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করেন এবং মুনাফা পান। অন্যান্য কাজ যেমন– পরিচালনায় নিষ্ক্রিয় থাকেন। কামাল সাধারণ শেয়ারের মালিক। এক্ষেত্রে তিনি অধিক ক্ষমতা এবং ব্যবসায় পরিচালনার সাথে জড়িত। তিনি ব্যবসায়ের যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন এবং পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন। তাই বলা যায়, অগ্রাধিকার শেয়ার থেকে সাধারণ শেয়ার উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ জনাব রহমান ও তার ১০ জন বন্ধু দেশে ও বিদেশে ব্যাপক চাহিদা ও পর্যাপ্ত শ্রম সুবিধার প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম শহরের আগ্রাবাদে ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি জুতার ফ্যাক্টরি দিয়ে ১ম বছর শেষে কোনো মুনাফা করতে না পারলেও পরবর্তী বছর বেশ মুনাফা অর্জন করেন। পরে উক্ত জুতার কারখানাটিকে 'স্টার সুজ কোম্পানি' নাম দিয়ে নিবন্ধন করিয়ে নেন এবং বাজারে শেয়ার বিক্রয় করেন। তখন তারা একটি উৎপাদন ইউনিট খুলে বিদেশে পণ্য রপ্তানি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
/বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম/

http://teachingbd.com

ক. প্রযুক্তিগত পরিবেশ কী? ১
খ. ই-কমার্স কী? ২
গ. স্টার সুজ কোম্পানি কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত কোম্পানির বিদেশে পণ্য রপ্তানির সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার প্রভৃতির সমন্বয়ে সৃষ্ট পরিবেশকে প্রযুক্তিগত পরিবেশ বলে।

খ ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে পণ্য বা সেবাকর্ম ক্রয়-বিক্রয় করাকে ই-কমার্স বলে।
এক্ষেত্রে অনলাইন পদ্ধতিতে পণ্য বা সেবার বাণিজ্য হয়ে থাকে। কোনো নির্দিষ্ট অফিসের দরকার হয় না। এ পদ্ধতিতে গ্রাহকরে সাথে দ্রুত যোগাযোগ করা যায়। তাদের পছন্দমতো পণ্য ও সেবা সরবরাহ করা যায়। তাছাড়া বর্তমানে ব্যাংকিং ও বিলিং, ভ্যালু চেইন ট্রেডিং, কর্পোরেট পারচেজ ইত্যাদি কাজও ই-কমার্সের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

গ স্টার সুজ কোম্পানিটি একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি সংগঠন।
সর্বনিম্ন সাত জন এবং সর্বোচ্চ শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমিত যেকোনো সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত ব্যবসায় হলো পালিক লি. কোম্পানি। এখানে সদস্যদের দায় শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমিত। মূলধনের প্রয়োজন হলে কোম্পানি শেয়ার বিক্রয় করে সংগ্রহ করে। এর শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য।
উদ্দীপকের রহমান ও তার ১০ জন বন্ধু দেশে ও বিদেশে জুতার ব্যাপক চাহিদা ও পর্যাপ্ত শ্রম সুবিধা লক্ষ করেন। তাই তারা চট্টগ্রাম শহরের আগ্রাবাদে ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি জুতার ফ্যাক্টরি স্থাপন করেন। তাদের জুতার কারখানার নাম দেয় 'স্টার সুজ কোম্পানি'। তারা তাদের কোম্পানির শেয়ার বাজারে বিক্রয় করেন। তাদের এই কাজ পাবলিক লি. কোম্পানির বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পৃক্ত। তাই বলা যায়, 'স্টার সুজ কোম্পানি' একটি পাবলিক লি. কোম্পানি সংগঠন।

ঘ স্টার সবুজ কোম্পানির বিদেশে পণ্য রপ্তানির সিদ্ধান্ত যৌক্তিক।
কোনো কোম্পানিকে বিদেশে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে অনেক মূলধন প্রয়োজন হয়। পাবলিক লি. কোম্পানি চাইলেই এ ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে পারে। এক্ষেত্রে মূলধনের জন্য তারা বাজারে শেয়ার বিক্রয় করতে পারে। তাছাড়া উৎপাদন খরচ কমিয়ে ও বৈদেশিক বাজারে চাহিদা বাড়াতে পারে।
উদ্দীপকের জনাব রহমান ও তার ১০ জন বন্ধু দেশে ও বিদেশে ব্যাপক চাহিদা ও পর্যাপ্ত শ্রম সুবিধা লক্ষ করে। এর প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম শহরে ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় করে জুতার ফ্যাক্টরি স্থাপন করে। ব্যবসায় মুনাফা হওয়ায় তারা একটি উৎপাদন ইউনিট খুলে পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতে চায়। এজন্য তারা তাদের কোম্পানিকে পাবলিক লি. কোম্পানিতে নিবন্ধন করেন। কোম্পানির শেয়ার বাজারে বিক্রয় করেন। স্টার সুজ কোম্পানি শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। এতে প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদন ও সম্প্রসারণ সম্ভব হবে। তাছাড়া উৎপাদন ইউনিট খুলে পণ্য উৎপাদন করে বিদেশে চাহিদামতো পণ্য রপ্তানি করতে পারবে। এতে করে স্টার সুজ কোম্পানি বৈদেশিক মুনাফা অর্জন করতে পারে। এটি ব্যবসায় সম্প্রসারণের ফলে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বেকারত্ব কমবে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে তার প্রতিষ্ঠান ও দেশের সুনাম বাড়বে। ইত্যাদি কারণে বলা যায় যে, স্টার সুজ কোম্পানির পণ্য রপ্তানির সিদ্ধান্ত যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ X কোম্পানি তিন বছর পূর্বে গঠিত হয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো মুনাফা অর্জন করতে পারেনি। পরিচালনা পর্ষদ তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কোম্পানিটির ৫১% শেয়ার বিক্রয় করে দিবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক Y কোম্পানির নিকট শেয়ার বিক্রয় করে দেয় এবং পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ভার Y কোম্পানির ওপর ন্যস্ত হয়। *[কক্সবাজার সরকারি কলেজ]*

ক. পণ্য বিনিময় কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে? ১
খ. কখন বিবরণপত্র প্রচারের প্রয়োজন হয় না? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. Y কোম্পানিটিকে কোন ধরনের কোম্পানি বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. X কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত কতটা যৌক্তিক হয়েছে? মতামত দাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পণ্য বিনিময় (ক্রয়-বিক্রয়) স্বত্বগত উপযোগ সৃষ্টি করে।

খ কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ নিজেদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহে সমর্থ হলে বিবরণপত্র প্রচারের প্রয়োজন হয় না।
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি তার শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের জন্য জনগণ বরাবর আহ্বান জানিয়ে যে প্রচারপত্র প্রকাশ করে তাকে বিবরণপত্র বলে। কোম্পানির কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহকালেই এরূপ পত্র নিবন্ধনের নিকট জমা দিতে হয়। এরূপ পত্রের মধ্য কোম্পানির প্রয়োজনীয় সব তথ্যের উল্লেখ করা থাকে, যাতে শেয়ার ক্রয়ে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে। তবে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারা নিজেরাই মূলধন সংগ্রহ করতে পারলে এরূপ পত্র প্রচারের প্রয়োজন হয় না।

গ উদ্দীপকে Y কোম্পানিকে হোল্ডিং কোম্পানি বলা হয়।
হোল্ডিং কোম্পানি অন্য এক বা একাধিক কোম্পানির সব অথবা অধিকাংশ (৫০% এর বেশি) শেয়ার ক্রয় করে এর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে। এরূপ কোম্পানি তার অধীন কোম্পানিগুলোর সহযোগে এক ধরনের জোটের সৃষ্টি করে।
উদ্দীপকে X কোম্পানি তিন বছর ধরে তাদের ব্যবসার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা কোনো মুনাফা অর্জন করতে পারেনি। এমতবাবস্থায় কোম্পানি পরিচালক পর্ষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কোম্পানির ৫১% শেয়ার বিক্রয় করে দিবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা Y কোম্পানির কাছে শেয়ার বিক্রয় করে দেয়। এরপর কোম্পানির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব Y কোম্পানির ওপর ন্যস্ত করে। এক্ষেত্রে Y কোম্পানি হোল্ডিং কোম্পানির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, Y কোম্পানি হোল্ডিং কোম্পানির অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকে X কোম্পানি হলো সাবসিডিয়ারি কোম্পানি, বর্তমান পরিস্থিতিতে কোম্পানির শেয়ার বিক্রয়ের সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক।
সাবসিডিয়ারি কোম্পানি হলো সেই কোম্পানি যে কোম্পানির অধিকাংশ শেয়ারের মালিকানা, ভোট দান ক্ষমতা, কোম্পানির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অন্য কোম্পানির অধীনে থাকে। এক্ষেত্রে সাবসিডিয়ারি কোম্পানিকে অধীনস্থ কোম্পানিও বলা হয়।
উদ্দীপকে X কোম্পানি তিন বছর পূর্বে গঠিত হয়ে তাদের ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কিন্তু কোম্পানিটি এখন পর্যন্ত কোনো মুনাফা অর্জন করতে না পারায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোম্পানির ৫১% শেয়ার বিক্রয় করে দিবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক Y কোম্পানির কাছে শেয়ার বিক্রয় করে দেয় এবং কোম্পানির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ভার Y কোম্পানির উপর ন্যস্ত করে।
কোম্পানি যখন অনবরত লোকসান করতে থাকে তখন কোম্পানিকে টিকিয়ে রাখার জন্য যেকোনো একটি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে। উদ্দীপকে X কোম্পানিটিও তাই তাদের ব্যবসায়কে টিকিয়ে রাখার জন্য Y কোম্পানির কাছে অধিকাংশ শেয়ার বিক্রয় করে দেয়। এর ফলে কোম্পানিট বিলোপসাধনের হাত থেকে রক্ষা পাবে। তাই বলা যায়, X কোম্পানির শেয়ার বিক্রয়ের সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ৩৫ জনাব ওসমান ও ১০ জন ব্যক্তি মিলে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র নিয়ে যথাযথভাবে একটি কোম্পানি ব্যবসায় শুরু করেন। জনাব ওসমান কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালক নিযুক্ত হয়ে বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি এমন শেয়ারে বিনিয়োগ করতে চান যেখানে নির্দিষ্ট হারে সর্বাগ্রে লভ্যাংশ পাওয়া যাবে এবং কোনো ধরনের লোকসানও বহন করতে হবে না।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

ক. সনদপ্রাপ্ত কোম্পানি কী? ১

খ. কোম্পানির কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব ওসমান কোন ধরনের শেয়ার ক্রয় করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মি. ওসমান গৃহীত সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের আইনসভা, সংসদ বা প্রেসিডেন্টের বিশেষ অধ্যাদেশ বলে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিকে সনদপ্রাপ্ত কোম্পানি বলে।

খ ব্যক্তি না হয়েও কোনো কিছু ব্যক্তির ন্যায় মর্যাদা ও অধিকার লাভ করাকে কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বলে।

কোম্পানিকে তার মালিক বা শেয়ারহোল্ডার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা হিসেবে দেখা যায়। যার ফলে এরূপ সংগঠন ব্যক্তি না হয়েও নিজ নামে অন্যের সাথে চুক্তি সম্পাদন, লেনদেন এবং প্রয়োজনে মামলা মোকদ্দমা দায়ের করতে পারে। একইভাবে অন্যরাও কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে। এমনকি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররাও কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। এজন্যই কোম্পানি কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী বলা হয়ে থাকে।

গ জনাব ওসমান সাধারণ শেয়ার ক্রয় করেছেন।

সাধারণ শেয়ারের মালিকগণ অধিকাংশ দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিক বিচারে সঠিক সুবিধা ও মর্যাদা ভোগ করেন। তবে এ ধরনের শেয়ারহোল্ডাররা লভ্যাংশ বণ্টনে এবং বিলোপসাধনকালে মূলধন শেয়ার অগ্রাধিকার পান না। উদ্দীপকে জনাব ওসমান ও ১০ জন ব্যক্তি মিলে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র নিয়ে যথাযথভাবে একটি কোম্পানি ব্যবসায় শুরু করেন। এদের মধ্যে জনাব ওসমান কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সবার পরিচালক নিযুক্ত হয়েছেন। তার নেতৃত্বের মাধ্যমেই কোম্পানিতে বিভিন্ন ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররাই কোম্পানির সভায় অংশগ্রহণ করার এবং পরিচালনা করতে পারবেন। তাই বলা যায়, জনাব ওসমান সাধারণ শেয়ার ক্রয় করেছেন।

ঘ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মি. ওসমান অগ্রাধিকার শেয়ার ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকগণ ব্যবসায়ের লভ্যাংশ বণ্টনের ক্ষেত্রে এবং ব্যবসায়ের বিলোপসাধনের সময় তাদের মূলধন ফেরত পাবার ক্ষেত্রে সবার আগে অগ্রাধিকার লাভ করে। এরা মূলত কোম্পানির বিনিয়োগকারী বা পাওনাদার।

উদ্দীপকে জনাব ওসমান ও ১০ জন ব্যক্তি মিলে একটি কোম্পানি ব্যবসায় শুরু করেন। এদের মধ্যে জনাব ওসমান কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। কিন্তু হঠাৎ করে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় এমন শেয়ার বিনিয়োগ করতে চান যেখানে তিনি নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাবেন। আর তাকে কোনো লোকসানও বহন করতে হবে না।

যে সকল শেয়ারহোল্ডার নির্দিষ্ট হারে এবং সব শেয়ারহোল্ডারদের পূর্বে লভ্যাংশ পেতে চায় তাদের জন্য অগ্রাধিকার শেয়ার উত্তম। কারণ সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররা অগ্রাধিকার শেয়ার হোল্ডারদের পরে লভ্যাংশ পায় এবং কোম্পানির লোকসানের জন্য তাদেরকেও লোকসানের দায় বহন করতে হয়, যা অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের করতে হয় না। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে জনাব ওসমান যে অগ্রাধিকার শেয়ার ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ মি. হাসান ও তার পাঁচ বন্ধু মিলে একটি টেক্সটাইল মিল স্থাপন করেন। তাদের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২০ কোটি টাকা তাদের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক হওয়ায় তারা তা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অসুবিধার কথা চিন্তা করে তারা জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়। *[সিলেট সরকারি কলেজ]*

ক. শেয়ার কী? ১

খ. কোম্পানির কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের কোম্পানি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয়ে করণীয় কী সুপারিশ করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোম্পানি সংগঠনের অনুমোদিত মোট শেয়ার মূলধনের সমান ও ক্ষুদ্র অংশের প্রত্যেকটি অংশকেই শেয়ার বলে।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ: কোনা কোম্পানির ১,০০,০০০ টাকার মূলধনকে ১০,০০০ ভাগে ভাগ করলে এক কোটি ভাগের মূল্য দাঁড়াবে ১০ টাকা। মূলধনের এ অংশই শেয়ার।

খ ব্যক্তি না হয়েও কোনো ব্যক্তির ন্যায় মর্যাদা ও অধিকার লাভ করাকে কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তা বলে।

কোম্পানিকে তার মালিক বা শেয়ারহোল্ডার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা হিসেবে দেখা হয়। যার ফলে এরূপ সাধারণ ব্যক্তি না হয়েও নিজ নামে অন্যের সাথে চুক্তি সম্পাদন, লেনদেন এবং প্রয়োজনে মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করতে পারে। একইভাবে অন্যরাও কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে। এমনকি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারও কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। এজন্যই কোম্পানিকে কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী বলা হয়।

গ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি হলো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির অন্তর্গত।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ৫০ জনে সীমাবদ্ধ থাকে। এ কোম্পানির শেয়ার অবাধে হস্তান্তরেযোগ্য নয়। শুধু কোম্পানির সদস্যরাই এ কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করতে পারে। সদস্য সংখ্যা ও মূলধন সীমিত থাকার কারণে এই কোম্পানি তুলনামূলক ক্ষুদ্র আয়তনের হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মি হাসান ও তার পাঁচ বন্ধু মিলে কৃত্রিম সত্তাবিশিষ্ট একটি টেক্সটাইল মিল স্থাপন করেন। তাদের ব্যাবসায়ের একটি অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২০ কোটি টাকা। তারা ইচ্ছা করলেই জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে তাদের ব্যবসায়ের মূলধনের পরিমাণ কম হয়। এছাড়াও উদ্দীপকের কোম্পানির মোট সদস্য সংখ্যা ৬ জন হওয়ায় কোম্পানিটির সাথে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মিল পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কোম্পানিটি হলো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সরবরাহের জন্য কোম্পানির গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন আনতে হবে।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পরপরই কাজ শুরু করতে পারে। কিন্তু এ ধরনের কোম্পানি জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করে সনদপত্র সংগ্রহ করতে পারে না। অপরদিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিকে নিবন্ধনপত্র সংগ্রহের পর কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয়। এ কোম্পানির মূলধনের প্রয়োজন হলে জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রয় করে তা সংগ্রহ করতে পারে।

http://teachingbd.com

উদ্দীপকে মি. হাসান ও তাঁর পাঁচজন বন্ধু মিলে একটি টেক্সটাইল মিল স্থাপন করেন। তাদের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক হয়ে ওঠে। ফলে তারা তাদের ব্যবসায়টি সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেয়। এতে তাদের অর্থের প্রয়োজন হলে তারা জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়।

উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারহোল্ডারগণ জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করতে পারে না। অথচ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি জনগণের নিকট অবাধে শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে প্রতিষ্ঠানটির শেয়ার বিক্রয় করতে হলে প্রতিষ্ঠানটিকে প্রাইভেট থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ প্রবীর তার ৫ জন বন্ধু মিলে দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠা করলো। কিছুদিন পর তাঁরা দেখলেন যে, বিদেশ থেকে যদি দুধ প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র আমদানি করা যায় তবে মুনাফার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়বে। কিন্তু এজন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা তাদের কাছে নেই, ব্যাংকও নতুন করে দিতে রাজি হচ্ছে না। প্রবীররা ভেবে দেখলেন দেশের জনগণের কাছ থেকে পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব। এজন্য অবশ্য তাদের নতুন করে কিছু দলিলপত্রাদি প্রস্তুত করতে হবে।

[সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা]

ক. পণ্য কাকে বলে? ১

খ. ব্যবসায় পরিবেশ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উপরের উদ্দীপকে প্রবীর ও তার বন্ধুরা কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন করেছেন? বুঝিয়ে লেখ। ৩

ঘ. প্রবীর ও তার বন্ধুরা মিলে কীভাবে অর্থ সংগ্রহের কথা ভাবছেন? এজন্য তাদের করণীয় কী কী? ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব দৃশ্যমান বস্তু মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে তাকে পণ্য বলে।

খ ব্যবসায়ের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানের সমন্বয় হলো ব্যবসায় পরিবেশ।

ব্যবসায়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে যেমন অনেক বিষয় আছে যা ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনায় সরাসরি বা পরোক্ষভাবে অনুকূল বলে বিবেচিত হয়। আবার এমন অনেক বিষয় আছে যা ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনায় বাধার সৃষ্টি করে। এসব অনুকূল ও প্রতিকূল উপাদানের সমন্বয় হলো ব্যবসায় পরিবেশ।

গ উদ্দীপকে প্রবীর ও তার বন্ধুরা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি গঠন করেছেন।

কোম্পানি আইন অনুযায়ী যৌথমূলধনী কোম্পানি গঠিত ও পরিচালিত হয়। এ সংগঠনের ২টি ধরন আছে। প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড। কমপক্ষে ২ জন ও সর্বোচ্চ ৫০ জনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। অপরদিকে কমপক্ষে ৭ জন ও সর্বোচ্চ শেয়ার সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত হয় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠন জনগণের নিকট হতে মূলধন সংগ্রহ করতে চাচ্ছে। তাই এটি অবশ্যই কোম্পানি সংগঠন। আবার এতে বর্তমান সদস্য সংখ্যা হলো মাত্র ৬ জন। আর পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হলে কমপক্ষে ৭ জন সদস্য হতে হবে। তাই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হতে পারে না। প্রাইভেট লিমিটেডের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ জন সদস্য প্রয়োজন হয়। তাই এটিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির অন্তর্গত বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকে প্রবীর ও তার বন্ধুরা মিলে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের কথা ভাবছেন।

যৌথমূলধনী কোম্পানি তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য বা নতুন প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রি করতে পারে। শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে কোম্পানি দীর্ঘমেয়াদে বা স্থায়ী ভিত্তিতে অর্থের বা মূলধনের যোগান দিতে পারে।

উদ্দীপকে প্রবীর ও তার বন্ধুরা একটি দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠা করে। নতুন যন্ত্র ক্রয়ের জন্য তাদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ তাদের কাছেও নেই, ব্যাংকও দিতে রাজি নয়। তবে তারা ভাবছে জনগণের নিকট হতেই তারা এই অর্থ সংগ্রহ করবে। অর্থাৎ তারা শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থসংস্থান করতে চাচ্ছে।

যেহেতু তাদের প্রতিষ্ঠানটি একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি তাই তাদেরকে প্রথমে একে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করতে হবে। এজন্য তাদের স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলি পরিবর্তন করে প্রয়োজনীয় ফিসহ নিবন্ধকের কাছে আবেদন করতে হবে। নতুন করে এটি পাবলিক লি. হিসেবে নিবন্ধনের পর পত্রিকায় বিবরণপত্র প্রচার করতে হবে। অতঃপর নিবন্ধনের অনুমোদন সাপেক্ষে নতুন শেয়ার জনগণের কাছে বিক্রয় করে প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দিতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ মারুফ চাকরি ও ব্যবসায়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এসময় সে তার বড় ভাইয়ের পরামর্শ মোতাবেক কম্পিউটারের বেশ কয়েকটি কোর্স সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করে এবং সেগুলোর ওপর সে বেশ দক্ষ হয়ে উঠে। এখন মারুফ কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে বাড়িতে বসেই অনেক উপার্জন করে। *[সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা]*

ক. পেটেন্ট কাকে বলে? ১

খ. সামাজিক ব্যবসায় বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের মারুফ কী উপায়ে উপার্জন করেছে? বোঝিয়ে লেখ। ৩

ঘ. মারুফ কীভাবে বেকার যুব সমাজের অনুকরণীয় হতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নতুন আবিষ্কৃত কোনো পণ্যের ওপর এর আবিষ্কারকের একক অধিকার দেয়ার জন্য আবিষ্কারক ও সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তিকে পেটেন্ট বলে।

খ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক কল্যাণের জন্য যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে সামাজিক ব্যবসায় বলে।

এরূপ ব্যবসায়ের অর্জিত মুনাফা হতে এর উদ্যোক্তাগণ কোনো লভ্যাংশ নেন না। তারা শুধু তাদের বিনিয়োজিত অর্থ ফেরত নেন। আর বাকি মুনাফা অর্থ ব্যবসায় সম্প্রসারণের কাজে লাগানো হয়। নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস এ ব্যবসায়ের প্রবক্তা।

গ উদ্দীপকে মারুফ আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে উপার্জন করছে।

চুক্তি করে নিজ প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য কাউকে দিয়ে কাজ করানো হয় এর মাধ্যমে। কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সব কাজ নিজের ব্যবস্থাপনার আওতায় লোক দিয়ে করানো সম্ভব না-ও হতে পারে। তাই প্রতিষ্ঠানের বাইরের কাউকে দিয়ে কিছু কাজ করানোর প্রয়োজন হতে পারে। এই পদ্ধতিই আউটসোর্সিং নামে পরিচিত।

উদ্দীপকের মারুফ চাকরি ও ব্যবসায়ে ব্যর্থ হয়। অতঃপর কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে বাড়িতে বসেই অনেক উপার্জন করছে। তাই দেখা যায়, মারুফ কোনো প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত বা নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মী নয়। সে চুক্তির ভিত্তিতে অন্য প্রতিষ্ঠানের কাজ করে অর্থ উপার্জন করছে। এসব বৈশিষ্ট্য আউটসোর্সিং-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই তার উপার্জনের পন্থাকে আউটসোর্সিং বলে গণ্য করা যায়।

http://teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকে মারুফ তার ব্যক্তিগত সাফল্যের মাধ্যমে বেকার যুব সমাজের অনুকরণীয় হতে পারে।

বর্তমান যুগে আউটসোর্সিং-এর সাহায্যে ঘরে বসেই অনেক অর্থ উপার্জন করার সুযোগ রয়েছে। এজন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই। আর কোনো ধরাবাধা অফিস টাইম মেনে চলারও প্রয়োজন পরে না। এটি অনেকটাই স্বাধীন প্রকৃতির পেশা।

উদ্দীপকের মারুফ চাকরি ও ব্যবসায়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এক সময় সে কম্পিউটারের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষ হয়ে ওঠে। বর্তমানে সে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে বাড়িতে বসেই অনেক অর্থ উপার্জন করছে। তার অর্থ উপার্জনের এ পদ্ধতিকে আউটসোর্সিং বলা যায়।

এক্ষেত্রে মারুফ বেকার যুবসমাজের অনুকরণীয় হতে পারে। তার প্রথম সময়ের মতো লক্ষ লক্ষ যুবক চাকরির জন্য হন্য হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকে আবার ব্যবসারে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে। তারা যদি মারুফের মতো কোনো টেকনিক্যাল বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে, তাহলে অতি সহজেই উপার্জনের পথ পেতে পারে। এতে সহজেই তাদের সচ্ছলতা আসতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ মনা, বুলু, টুকু ও জয় মিলে একটি সিমেন্ট তৈরির কারখানা স্থাপনের কথা ভাবছে। এই ব্যবসায়ে যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন, তা মেটানোর জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা তারা করছে। এজন্য তাদের অনেক আইনি পদক্ষেপ ও অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করতে হচ্ছে। *[সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা]*

ক. অগ্রাধিকার শেয়ার কাকে বলে? ১

খ. পরিমেল নিয়মাবলি কী? ২

গ. উপরের উদ্দীপকটিতে মনা, বুলু, টুকু ও জয় কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তুলতে চাচ্ছেন? বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. মনা, বুলু, টুকু ও জয়ের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তাদের নতুন পরিচয় কী হবে? বর্তমান সময়ে ঐ পরিচয়ধারীদের গুরুত্ব তুলে ধরো। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শেয়ারের মালিকগণ কোম্পানির লভাংশ বণ্টন এবং মূলধন ফেরত পাবার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায় তাকে অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

খ কোম্পানি সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কাজ পরিচালনাগত যাবতীয় নিয়মাবলি বিস্তারিতভাবে যে দলিলে উল্লেখ থাকে তাকে পরিমেল নিয়মাবলি বলে।

পরিমেল নিয়মাবলি হলো যৌথমূলধনী কোম্পানির একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এতে কোম্পানি পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখ থাকে। অর্থাৎ এতে কোম্পানির দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার পদ্ধতি বা নিয়মনীতির উল্লেখ থাকে। এটি অনুসরণ করে কোম্পানি তার কার্য পরিচালনা করে।

গ উদ্দীপকটিতে মনা, বুলু, টুকু ও জয় একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠনের কথা ভাবছে।

কমপক্ষে ৭ জন ও সর্বোচ্চ শেয়ার সংখ্যা পরিমাণ সদস্য নিয়ে কোম্পানির আইন অনুযায়ী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠন করা হয়। এরূপ কোম্পানি কেবলমাত্র জনগণের নিকট হতে মূলধন বা অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

উদ্দীপকে বর্ণিত মনা, বুলু, টুকু ও জয় মিলে একটি সিমেন্ট তৈরির কারখানা স্থাপন করতে চাচ্ছে। এর মূলধনের যোগান দিতে জনগণের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহের কথা ভাবছে। এজন্য তাদের অনেক আইনগত আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হবে। তাই তারা জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রি করার কথা ভাবছে। আর তারা আইনগত পন্থায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাচ্ছে। তাই বলা যায়, তাদের গঠিত প্রতিষ্ঠানটি হলো একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

ঘ উদ্দীপকের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তাদের নতুন পরিচয় হবে কোম্পানির উদ্যোক্তা।

কোম্পানির উদ্যোক্তা বা উদ্যোক্তা পরিচালক কোম্পানি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং কোম্পানি প্রতিষ্ঠাকালীন যাবতীয় কাজ সম্পাদন করেন। তারা কোম্পানি গঠনকালীন যাবতীয় কাগজপত্র প্রণয়ন করেন এবং যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করে থাকেন।

উদ্দীপকের মনা, বুলু, টুকু ও জয় মিলে একটি কারখানা স্থাপন করার কথা ভাবছে। জনগণের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করে এর মূলধনের যোগান দেওয়ার চিন্তা তারা করছে। এজন্য তারা প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। যেহেতু কোম্পানি গঠনের প্রাথমিক সব কাজ তারা সম্পন্ন করছে, এজন্য তাদেরকে উদ্যোক্তা বা উদ্যোক্তা পরিচালক বলা হয়।

তাদের এ পরিচয়ের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। পরিচালক হিসেবে তারাই কোম্পানির স্মারকলিপি ও সংঘবিধি প্রণয়ন করবেন। প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক বা উদ্যোক্তা হিসেবে তারা বিভিন্ন দলিলপত্রে স্বাক্ষর করবেন। আইনি সব প্রক্রিয়াও তারাই সম্পাদন করবেন। এজন্য বর্তমানে তাদের মতো উদ্যোক্তা ব্যতীত কোম্পানি গঠনই সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ৪০ মি. হাবিব একজন ইঞ্জিনিয়ার। তিন একটি নতুন ব্যবসায়ের মডেল সরকারের কাছে উপস্থাপন করেন। এতে স্বল্প ব্যয়ে ও সহজ উপায়ে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে সরকারি মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে একটি কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব থাকে। কোম্পানির স্বাধীন আইনগত মর্যাদা ও চিরন্তন অস্তিত্ব থাকবে। জনকল্যাণ ও একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করাই এ কোম্পানির মূল লক্ষ্য হবে। *[গাজীপুর সিটি কলেজ]*

ক. PPP এর পূর্ণ রূপ কী? ১

খ. ওয়াসা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. হাবিব কর্তৃক প্রস্তাবিত কোম্পানিটি কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন? কেন? ৩

ঘ. সাধারণ কোম্পানি ব্যবসায়ের সাথে প্রস্তাবিত কোম্পানি ব্যবসায়ের মৌলিক পার্থক্য নির্ণয় করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক PPP এর পূর্ণরূপ হলো- Public Private Partnership.

সহায়ক তথ্য

এর অর্থ সরকারি বেসরকারি অংশীদারিভিত্তিক ব্যবসায়। সরকারি-বেসরকারি যৌথ অর্থায়নে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে এ ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত।

খ বাংলাদেশের মেট্রোপলিটন শহর এলাকায় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা দেওয়ার জন্য যে প্রতিষ্ঠান কাজ করছে তা হলো ওয়াসা (Water Suply and Sewerage Authority)।

১৯৬৩ সালে রাষ্ট্রীয় এক অধ্যাদেশ বলে এই প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪টি ওয়াসা পানি সরবরাহের কাজ করছে। জনগণের স্বাভাবিক জীবনধারণের জন্য এ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মি. হাবিব কর্তৃক প্রস্তাবিত কোম্পানিটি সরকারি কোম্পানি সংগঠনের অন্তর্গত।

এ ধরনের কোম্পানির সব শেয়ার বা কমপক্ষে ৫১% শেয়ার সরকারি মালিকানায় থাকে। এর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সরকারে কাছেই থাকে। দেশের প্রচলিত কোম্পানি আইন অনুযায়ী এটি পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের সব সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এর অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের জনাব হাবিব একটি নতুন ব্যবসায়ের মডেল সরকারের কাছে উপস্থাপন করেন। এক্ষেত্রে তিনি সরকারি মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে একটি কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব করেন। উল্লেখ্য, এর স্বাধীন আইনগত

http://teachingbd.com

মর্যাদা ও চিরন্তন অস্তিত্ব থাকবে। আর এর মূল লক্ষ্য হবে জনকল্যাণ ও একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করা। এসব বৈশিষ্ট্য সরকারি কোম্পানির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, মি. হাবিব এ কোম্পানি গঠনের প্রস্তাবই করেছেন।

ঘ সাধারণ কোম্পানি ব্যবসায়ের সাথে প্রস্তাবিত সরকারি কোম্পানি ব্যবসায়ের মালিকানাগত ও উদ্দেশ্যগত মূল পার্থক্য বিদ্যমান।

কোম্পানি সংগঠন আইনসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। এটি কোম্পানির মালিক কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণ শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে যে কেউ কোম্পানির মালিক হতে পারে। আর সরকারি কোম্পানির বেশির ভাগ শেয়ার সরকারের হাতে থাকে। তাই এর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও সরকারের কাছে থাকে।

উদ্দীপকে, মি. হাবিব সরকারে কাছে একটি নতুন ব্যবসায়ের মডেল উপস্থাপন করেন। এখানে স্বল্প ব্যয়ে ও সহজে ইন্টারনেট সুবিধার জন্য একটি সরকারি কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব দেন।

সাধারণ কোম্পানি পরিচালনা করে কোম্পানির পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডাররা। এর মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। আর সরকারি কোম্পানি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে সরকার। যেখানে এ কোম্পানি জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করে। এছাড়া একচেটিয়া ব্যবসায়ও রোধ করে। সুতরাং সাধারণ কোম্পানির সাথে উদ্দীপকে প্রস্তাবিত কোম্পানিটির এসব পার্থক্য লক্ষণীয়।

প্রশ্ন ▶ ৪১ জনাব শাহ আলম প্রায় ১০ বছর চাকরি করার পর ব্যাংকে ৫ লক্ষ টাকা জমা করেছেন। তিনি এ অর্থ দিয়ে একটি কোম্পানির এমন শেয়ার ক্রয় করেন যার জন্য অন্য শেয়ারহোল্ডারদের চেয়ে আগেই লভ্যাংশ পান এবং কোম্পানি বিলুপ্তির পরও শেয়ার মূল্য ফেরত পাবেন। তবে তিনি কোম্পানিতে কোনো ভোটাধিকার প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন না। *[সরকারি ইয়াসিন কলেজ, ফরিদপুর]*

ক. সাধারণ শেয়ার কী? ১

খ. বিবরণপত্র বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব শাহ আলম কোন ধরনের শেয়ার ক্রয় করছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোন শেয়ারহোল্ডার কোম্পানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শেয়ারের মালিকগণ অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিচারে অধিক সুবিধা পেলেও লভ্যাংশ বণ্টন ও মূলধন প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পায় না তাকে সাধারণ শেয়ার বলে।

খ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি জনগণের উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয়ের আহ্বান জানিয়ে কোম্পানির বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত যে পত্র প্রচার করে তাকে বিবরণপত্র বলে।

এ পত্রে কোম্পানি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দেওয়া থাকে এবং শেয়ার বিক্রয়ের ঘোষণাও থাকে। এর থেকে কোম্পানি সম্পর্কে জনগণ জানতে পারে এবং উক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের ব্যাপারে আগ্রহী হয়। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির জন্য এরূপ পত্র ইস্যু করা বাধ্যতামূলক। এটি ইস্যু না করলে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ব্যবসায়ের কাজ শুরু করতে পারবে না।

গ উদ্দীপকে জনাব শাহ আলম অগ্রাধিকার শেয়ার ক্রয় করেছেন।

শেয়ারের মালিকগণ ব্যবসায়ের লভ্যাংশ বণ্টনের এবং ব্যবসার বিলোপসাধনের সময় তাদের মূলধন ফেরত পাবার ক্ষেত্রে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের চেয়ে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। শেয়ারের মালিকগণ কোম্পানির সাধারণ বিষয়সমূহের ব্যাপারে ভোট দিতে পারেন না। উদ্দীপকের জনাব শাহ আলম তার জমানো অর্থ দিয়ে একটি কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করেন। তার ক্রয়কৃত শেয়ারের মালিকগণ অন্য শেয়ারহোল্ডারদের আগেই লভ্যাংশ পান। কোম্পানি বিলুপ্তির ক্ষেত্রে এরা অন্যদের আগেই মূলধন ফেরত পাবেন। তবে তারা কোম্পানিতে ভোট দিতে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। এসব বৈশিষ্ট্য অগ্রাধিকার শেয়ারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই বলা যায়, তিনি অগ্রাধিকার শেয়ার ক্রয় করছেন।

ঘ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার কোম্পানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

কোম্পানির লভ্যাংশ বণ্টনের ক্ষেত্রে এ শেয়ারের মালিকগণ অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের পরে লভ্যাংশ পাবার অধিকারী হন। কোম্পানির বিলোপের ক্ষেত্রেও তাদের পরই তারা মূলধন ফেরত পাবেন। সাধারণ শেয়ারহোল্ডার বলতে এরূপ শেয়ার মালিকদেরকেই বোঝায়। এরা কোম্পানির সাধারণ সভায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে।

তাই বলা যায়, কোম্পানির কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন কেবল সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণই। আর তারা সাধারণ সভায় কোম্পানি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত প্রদান এমনকি পরিচালক পদে প্রার্থীও হতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ৪২ জনাব তৌসিফ গ্রিন এগ্রো কোম্পানির পরিচালক। প্রথম কয়েক বছর মুনাফা করলেও বর্তমানে গ্রিন এগ্রো লি. লোকসান দিয়ে আসছে। অনেক চেষ্টা করেও তিনি প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনক অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি তার প্রতিষ্ঠানের ৬০% শেয়ার ডেল্টা কোম্পানির কাছে ছেড়ে দিয়েছেন। সাথে সাথে গ্রিন এগ্রো কোম্পানির ভোটদানের ক্ষমতা এবং পরিচালনা ক্ষমতাও ডেল্টা কোম্পানিকে দিয়েছেন। *[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর]*

ক. স্মারকলিপি কী? ১

খ. 'বিধিবদ্ধ কোম্পানির উদ্দেশ্য জনকল্যাণকর'—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রিন এগ্রো কোম্পানির ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. গ্রিন এগ্রো কোম্পানীর ৬০% শেয়ার ছেড়ে দেওয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরো। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে কোম্পানির নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য, মূলধন, শেয়ারহোল্ডারদের দায়, সম্মতি ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে তাকে স্মরকলিপি বলে।

খ দেশের আইনসভায় বিল পাস বা রাষ্ট্রপতির বিশেষ অধ্যাদেশ বলে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিকে বিধিবদ্ধ কোম্পানি বলে।

বিধিবদ্ধ কোম্পানির উদ্দেশ্য জনকল্যাণকর। এই সব কোম্পানির মাধ্যমে দেশের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও জনকল্যাণমূলক কাজ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, ওয়াসা, বাংলাদেশ বিমান বিধিবদ্ধ কোম্পানির উদাহরণ।

গ জনাব তৌসিফ এর গ্রিন এগ্রো কোম্পানিটি একটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি।

এরূপ কোম্পানির ৫০% এর বেশি শেয়ার ও ভোটদান ক্ষমতা অন্য কোনো কোম্পানির অধীনে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচালক নিয়োগের ক্ষমতাও অন্য কোম্পানির অধীনে থাকে।

উদ্দীপকের গ্রিন এগ্রো কোম্পানিটি প্রথম কয়েক বছর মুনাফা করে। এরপর থেকে কোম্পানিটির ক্ষতি হচ্ছে। অনেক চেষ্টার পরও জনাব তৌসিফ তার প্রতিষ্ঠানটিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। তাই ডেল্টা কোম্পানির কাছে ৬০% শেয়ার ছেড়ে দিয়েছেন। ভোট দানের ক্ষমতা এবং পরিচালনা ক্ষমতাও দিয়ে দিয়েছেন। উপরিউক্ত কাজগুলোর ধরন সাবসিডিয়ারি কোম্পানির বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়। তাই গ্রিন এগ্রোর বর্তমান অবস্থা সাবসিডিয়ারি কোম্পানিকেই নির্দেশ করে।

Teachingbd.com

ঘ গ্রিন এগ্রো কোম্পানির বছরের পর বছর লোকসানের ভার বহন করার চেয়ে ৬০% শেয়ার ছেড়ে দেওয়া যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

কোনো কোম্পানি যখন তার অর্ধেকের বেশি শেয়ার বা ভোট দেওয়ার ক্ষমতা অন্য কোনো কোম্পানিকে দিয়ে দিয়ে তা সাবসিডিয়ারি কোম্পানি হয়ে যায়। নিয়ন্ত্রক কোম্পানিকে হোল্ডিং কোম্পানি বলে।

উদ্দীপকে গ্রিন এগ্রো কোম্পানিটির পরিচালক জনাব তৌসিফ। তিনি প্রথমে তার কোম্পানিটিতে মুনাফার মুখ দেখলেও বর্তমানে এটি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন ক্ষতি থেকে বের হয়ে আসার জন্য। কিন্তু, ব্যর্থ হয়েছেন। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে ৬০% শেয়ার ডেল্টা কোম্পানির কাছে ছেড়ে দেবেন। এক্ষেত্রে ডেল্টা কোম্পানি গ্রিন এগ্রো কোম্পানির হোল্ডিং কোম্পানি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালাতে গিয়ে মালিক বা পরিচালকগণ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। এতে কোম্পানিটি লোকসানের মুখোমুখি হয়। এই অবস্থা বেশি দিন চলতে থাকলে কোম্পানিটি টিকতে পারে না। তাই তখন অন্য কোনো কোম্পানির কাছে এটির অধিকাংশ শেয়ারের মালিকানা, ভোটদান ক্ষমতা এবং পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হয়। এতে সেই কোম্পানিটি পুরোপুরি বিলোপ বা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। জনাব তৌসিফ তার গ্রিন এগ্রো কোম্পানির জন্য এই সিদ্ধান্তটিই গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে ডেল্টা কোম্পানিকে তিনি বাছাই করেন। এটি হোল্ডিং কোম্পানির দায়িত্বে আছে। এর মাধ্যমে জনাব তৌসিফ-এর কোম্পানিটি চলমান ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। তাই গ্রিন এগ্রো কোম্পানির ৬০% শেয়ার ছেড়ে দেওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ জনাব শাকিল আহমেদ ও কয়েকজন উদ্যোক্তা মিলে একটি কোম্পানি গঠন করেন। কোম্পানি নিবন্ধিত করার পরপরই তারা স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু করেন। অপরদিকে জনাব নোমান চৌধুরী ও কামাল আহমেদসহ আরও কয়েকজন উদ্যোক্তা মিলে আর একটি কোম্পানি গঠন করেন। কিন্তু তারা যথারীতি নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ করলেও কোম্পানির কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি।

[আহম্মদ উদ্দিন শাহ শিশু নিকেতন স্কুল ও কলেজ, গাইবান্ধা]

ক. কোম্পানি সংগঠন কী? ১

খ. কোম্পানি সংগঠনের কৃত্রিম সত্তা বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের জনাব নোমান চৌধুরী তাদের কোম্পানি যথারীতি নিবন্ধন করার পরও কার্যক্রম শুরু করতে পারেননি কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জনাব শাকিল আহম্মেদের কোম্পানির সাথে জনাব নোমান চৌধুরীর কোম্পানির গঠনগত ভিন্নতা রয়েছে- বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোম্পানি আইন দ্বারা সৃষ্ট, পরিচালিত, চিরন্তন অস্তিত্বসম্পন্ন ও কৃত্রিম ব্যক্তিসত্ত্বার অধিকারী সংগঠনকে কোম্পানি সংগঠন বলে।

খ যে সত্তা বা অস্তিত্ব বলে কোম্পানি নিজ নামে গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে কোম্পানির কৃত্রিম সত্তা বলে।

কৃত্রিম সত্তার জন্যে কোম্পানিকে মালিক হতে আলাদা বিবেচনা করা হয়। কোম্পানি নিজ নামে চুক্তি, লেনদেন ও আইনের সহায়তা নিতে পারে। কোম্পানি ব্যক্তি না হয়েও নিজ নামে গঠিত ও পরিচালিত হতে পারে বলে একে কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তার অধিকারী বলা হয়।

গ উদ্দীপকের জনাব নোমান চৌধুরী কার্যারাম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ না করায় কার্যক্রম শুরু করতে পারেন নি।

কার্যারাম্ভের অনুমতিপত্র বলতে যে পত্রের মাধ্যমে নিবন্ধক কোম্পানিকে কাজ শুরুর অনুমতি দিয়ে থাকে, তাকে বোঝায়। কোম্পানি নিবন্ধন হওয়ার পর পরই কাজ শুরু করতে পারে। এক্ষেত্রে পাবলিক লি. কোম্পানিকে কাজ শুরুর জন্য নিবন্ধক হতে অনুমতি নিতে হয়। তাছাড়া কাজ শুরু করতে পারে না।

উদ্দীপকের জনাব নোমান চৌধুরী ও কামাল আহমেদসহ আরও কয়েকজন উদ্যোক্তা মিলে একটি কোম্পানি গঠন করেন। তারা নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ করেন। কিন্তু কার্যক্রম শুরু করতে পারেন না। কারণ, তারা কার্যারাম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করেন নি। পাবলিক লি. কোম্পানির ক্ষেত্রে নিবন্ধনের কাজ শুরুর জন্যে অনুমতি নিতে হয়। জনাব নোমান চৌধুরী ও কামাল আহমেদের কোম্পানিটি পাবলিক লি. হওয়ায় কাজ শুরুর জন্যে অনুমতি প্রয়োজন। এটি না নেওয়ায় তারা কাজ শুরু করতে পারেন নি।

ঘ জনাব শাকিল আহম্মেদের কোম্পানি হলো প্রাইভেট লি. কোম্পানি এবং জনাব নোমান চৌধুরীর কোম্পানি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি তাদের উভয়ের কোম্পানির গঠনগত ভিন্নতা রয়েছে।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৭ হতে সর্বোচ্চ শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ। এ কোম্পানি শেয়ার ইস্যু ও হস্তান্তর করতে পারে। অন্যদিকে প্রাইভেট লি. কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ হতে সর্বোচ্চ ৫০ জন। কোম্পানি শেয়ার ইস্যু ও হস্তান্তর করতে পারে না।

উদ্দীপকের জনাব শাকিল আহম্মেদ ও কয়েকজন উদ্যোক্তা মিলে কোম্পানি গঠন করেন। কোম্পানি নিবন্ধন করেন। নিবন্ধনের পর পরই কাজ শুরু করেন। অপর দিকে জনাব নোমান চৌধুরী ও কামালসহ আরও কয়েকজন উদ্যোক্তা মিলে অন্য একটি কোম্পানি গঠন করেন। তারাও নিবন্ধন করেন। কিন্তু নিবন্ধনের পরপরই শাকিল আহম্মেদের কোম্পানির মতো কাজ শুরু করতে পারেন নি। কারণ তাদের উভয়ের কোম্পানির গঠনগত ভিন্নতা রয়েছে।

প্রাইভেট লি. কোম্পানি নিবন্ধনের পরপরই কাজ শুরু করতে পারে। কোনো অনুমতির প্রয়োজন হয় না, যা জনাব শাকিলের কোম্পানির কাজের সাথে মিলে পায়। অন্যদিকে, পাবলিক লি. কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানি নিবন্ধন করতে হয়। নিবন্ধন করে কাজ শুরুর জন্য অনুমতি নিতে হয়। তাছাড়া কাজ শুরু করতে পারে না। এটি জনাব নোমান চৌধুরীর কোম্পানির অবস্থার সাথে মিলে যায়।

সুতরাং, জনাব শাকিল আহম্মেদের কোম্পানিটি একটি প্রাইভেট লি. কোম্পানি। অন্যদিকে জনাব নোমান চৌধুরীর কোম্পানিটি একটি পাবলিক লি. কোম্পানি। তাদের উভয়ের কোম্পানি ভিন্ন হওয়ায় উক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তাই বলা যায় যে, জনাব শাকিল ও জনাব নোমান চৌধুরীর কোম্পানির গঠনগত ভিন্নতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ নীলক্ষেতের ৭ জন উদ্যোক্তা মিলে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। তারা কোম্পানিটির নাম দিলেন নীলক্ষেত স্কয়ার। নীলক্ষেত স্কয়ার মূলধন সংগ্রহের জন্য শেয়ার বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিল। কোম্পানির বিবরণপত্র প্রকাশিত হলে জনগণ শেয়ার ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ হলো। বৃহৎ মূলধন গঠন করে প্রতিষ্ঠানটি বিস্তৃত কার্যক্রম শুরু করলো।

[ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কত প্রকার? ১

খ. হোল্ডিং কোম্পানি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. নীলক্ষেত স্কয়ার কোন ধরনের কোম্পানি? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. নীলক্ষেত স্কয়ারের শেয়ার বিক্রয় সিদ্ধান্ত কতটা যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো? ৪

http://teachingbd.com

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি চার প্রকার।

সহায়ক তথ্য

চার প্রকার পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হলো– ১. সরকারি কোম্পানি ২. বেসরকারি কোম্পানি ৩. হোল্ডিং কোম্পানি ৪. সাবসিডিয়ারি কোম্পানি।

খ যে কোম্পানি অন্য এক বা একাধিক কোনো কোম্পানির সব অথবা ৫০% এর বেশি শেয়ার ক্রয় করে তার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে, তাকে হোল্ডিং কোম্পানি বলে।

এরূপ কোম্পানি অপর কোম্পানিসমূহের শেয়ার মূলধনের অর্ধেকের বেশি ধারণ করে। এটি অর্ধেকের বেশি ভোটদান ক্ষমতা ভোগ করে। এ ধরনের কোম্পানি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অধিকাংশ পরিচালক নিয়োগ করার ক্ষমতার অধিকারী হয়। বাংলাদেশের স্কয়ার গ্রুপ, বেক্সিমকো গ্রুপ এদের মূল কোম্পানি এ ধরনের কোম্পানি হিসেবে কর্মরত।

গ নীলক্ষেত স্কয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

কমপক্ষে সাত জন এবং সর্বোচ্চ শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমিত যেকোনো সংখ্যক সদস্য নিয়ে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠিত হয়। এরূপ কোম্পানি জনগণের কাছে শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের আমন্ত্রণ জানাতে পারে। এর শেয়ারগুলো অবাধে হস্তান্তরযোগ্য।

উদ্দীপকে নীলক্ষেতের কয়েকজন উদ্যোক্তা মিলে নীলক্ষেত স্কয়ার নামের একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। এই কোম্পানির সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা সাত জন। এদের সবার দায় শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমিত। উদ্যোগ গ্রহণের পর তারা দলিলপত্র প্রণয়ন ও নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ করে।

পরবর্তীতে কোম্পানিটির কার্যারম্ভের অনুমতি সংগ্রহের প্রয়োজন পড়ে। তাই এই শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে জনগণকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বিবরণপত্র তৈরি করেন। উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, নীলক্ষেত স্কয়ার পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

ঘ নীলক্ষেত স্কয়ারের শেয়ার বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি মূলত মূলধন গঠনের জন্যই শেয়ার বিক্রয় করে থাকে। এজন্য তারা বিবরণপত্র তৈরি ও প্রকাশ করে। এতে জনগণ শেয়ার ক্রয়ে আগ্রহী হয়।

উদ্দীপকে নীলক্ষেত স্কয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। সর্বনিম্ন সাত জন উদ্যোক্তা মিলে এটি গঠন করে। পরবর্তীতে তারা শেয়ার বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। এতে করে তারা অধিক মূলধন সংগ্রহ করতে পারবে কোম্পানির প্রসার ঘটবে।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের মূল উৎসই হলো শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়। বিনিয়োগকারীরা তাদের শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োজিত মূলধনে পরিণত করে। এজন্য কোম্পানিগুলো শেয়ার বিক্রয়ের জন্য জনসাধারণকে আমন্ত্রণ জানান। এর শেয়ারগুলো অবাধে হস্তান্তর করা যায়। নীলক্ষেত স্কয়ার কোম্পানিটিও তাদের মূলধন সংগ্রহের জন্য শেয়ার বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য তারা বিবরণপত্র প্রকাশ করে। জনগণ শেয়ার ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ হলে এতে করে কোম্পানিটি বৃহৎ মূলধন গঠন করতে পারবে। তাদের কার্যক্রম বিস্তৃত হবে। তাই এ কোম্পানিটির শেয়ার বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত যৌক্তক বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ নাফিস ইকবাল একটি স্বনামধন্য কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার। তিনি যে শেয়ার ক্রয় করেছেন তাতে উল্লেখ করা আছে যে, আগামি তিন অর্থবছরে তার শেয়ারগুলো পরিবর্তিত হয়ে সাধরণ শেয়ারে রূপান্তরিত হবে। তার ইচ্ছা ৪-৫ বছর পর তিনি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদে আসীন হবেন। এজন্য কোম্পানি পরিচালনার বিধিবিধান সম্পর্কে তিনি নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট]*

ক. বায়িং হাউস কী? ১

খ. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার বিক্রয়ের নিয়মটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. নাফিস ইকবালের শেয়ারের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নাফিস ইকবালের প্রচেষ্টাটি সফল হবে? তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমদানিকারক ও উৎপাদনকারীর মাঝে পণ্য সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত মধ্যস্থকারী ও কমিশন ভোগী প্রতিষ্ঠান হলো বায়িং হাউস।

খ পাবলিক লি. কোম্পানি শেয়ারবাজারের তালিকাভুক্ত হয়ে শেয়ার বিক্রয় করতে পারে।

এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানি আইনের অধীনে নিবন্ধন করতে হয়। নিবন্ধনের পর মূলধন সংগ্রহের জন্য বিবরণপত্র প্রচার করতে হয়। কোম্পানি শেয়ারবাজারের তালিকাভুক্ত হয়ে বিবরণপত্র প্রচার করে। এতে বিবরণপত্রে শেয়ারের ব্যাখ্যা ও মূল্য উল্লেখ করতে হয়। এভাবে পাবলিক লি. কোম্পানি শেয়ার বিক্রয় করে থাকে।

গ নাফিস ইকবালের শেয়ারগুলো 'পরিবর্তনযোগ্য অগ্রধিকার শেয়ার।'

এই শেয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অগ্রাধিকার শেয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সময় শেষে এগুলো সাধারণ শেয়ারে পরিবর্তন করা হয়। এক্ষেত্রে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরের পর আর অগ্রাধিকার শেয়ারের সুবিধা ভোগ করা যায় না।

উদ্দীপকে নাফিস ইকবাল একটি স্বনামধন্য কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার। তিনি কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করেছেন। শেয়ারের গায়ে উল্লেখ আছে যে, তিন অর্থবছরে শেয়ারগুলো সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরিত হবে। নাফিস ইকবালের শেয়ারের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ারের সাথে মিলে যায়। তাই বলা যায়, নাফিস ইকবালের শেয়ারগুলো পরিবর্তনযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার।

ঘ শেয়ারগুলো সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরিত হওয়ায় নাফিস ইকবালের প্রচেষ্টাটি সফল হবে।

সাধারণ শেয়ারের মালিকের দায়িত্ব, অধিকার ও কর্তব্য অনেক বেশি থাকে। এই শেয়ারের মালিকগণ অধিক সুবিধা ও মর্যাদা ভোগ করেন। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের দায় বহন করেন সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারেন।

উদ্দীপকে নাফিস ইকবাল একটি স্বনামধন্য কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার। তিনি কোম্পানির পরিবর্তনযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার ক্রয় করেন। শেয়ারগুলো একটি নির্দিষ্ট সময় পরে সাধারণ শেয়ারে পরিবর্তিত হবে। তার ইচ্ছা চার-পাঁচ বছর পর তিনি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হবেন। এজন্যে কোম্পানি পরিচালনার বিধি-বিধান সম্পর্কে তিনি নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন।

নাফিস ইকবালের শেয়ার সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরিত হলে তার ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। সাধারণ শেয়ারমালিকগণ কোম্পানির দায়িত্ব অধিকার ও কর্তৃত্ব ভোগ করে থাকেন। এদের কোম্পানির সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামত দেওয়ার অধিকার থাকে, সাধারণ শেয়ারহোল্ডার ভোট দিয়ে পরিচালক নির্বাচন করতে পারেন। নাফিস ইকবাল চাইলে পরিচালক হতে পারেন। এতে অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারগণ তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচন করবে। নির্বাচিত হলে কোম্পানির পরিচালনায় তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এতে তার ইচ্ছা পূরণ হবে। সুতরাং বলা যায় যে, নাফিস ইকবালের শেয়ার সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর হলে তার ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।

http://teachingbd.com

অধ্যায়-৫: যৌথ মূলধনী ব্যবসায়

১২০. মালিকানা হতে ব্যবস্থাপনা আলাদা কোন সংগঠনের? (জ্ঞান) */সরকারী কে সি কলেজ, ঝিনাইদহ/*
ক একমালিকানা খ অংশীদারি
গ যৌথ মূলধনী ঘ সমবায় **গ**

১২১. কোন কোম্পানি পরিচালনার জন্য কমপক্ষে ২ জন পরিচালক থাকতে হবে? (জ্ঞান) */হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা/*
ক একমালিকানা খ অংশীদারি
গ প্রাইভেট লিমিটেড ঘ পাবলিক লিমিটেড **গ**

১২২. সর্বনিম্ন ৭ জন এবং সর্বোচ্চ শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানিকে কী বলা হয়? (অনুধাবন) */সরকারি এম এম কলেজ, যশোর/*
ক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
খ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
গ অসীম দায়সম্পন্ন কোম্পানি
ঘ সাধারণ পরিমিত যৌথ মূলধনী কোম্পানি **খ**

১২৩. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কখন কার্য আরম্ভ করতে পারে? (জ্ঞান) */সরকারি গৌরনদী কলেজ, বরিশাল/*
ক উদ্যোগ গ্রহণের পর খ নিবন্ধনের পর
গ কার্যারম্ভের অনুমতি সংগ্রহ করার পর
ঘ স্মারকলিপি তৈরির পর **খ**

১২৪. কৃত্রিম ও স্বাধীন সত্তার অধিকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কোনটি? (জ্ঞান) */কাজি আজিমউদ্দিন কলেজ, গাজীপুর/*
ক অংশীদারি ব্যবসায়
খ একমালিকানা ব্যবসায়
গ ব্যবসায় জোট
ঘ যৌথ মূলধনী কোম্পানি **ঘ**

১২৫. মালিকানা হতে ব্যবস্থাপনা আলাদা কোন সংগঠনের? (জ্ঞান) */সরকারি কে সি কলেজ, ঝিনাইদহ/*
ক একমালিকানা খ অংশীদারি
গ যৌথ মূলধনী ঘ সমবায় **গ**

১২৬. কোন ব্যবসায় কৃত্রিম ও স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী? (জ্ঞান) */রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এন্ড কলেজ/*
ক একমালিকানা ব্যবসায়
খ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যবসায়
গ অংশীদারি ব্যবসায়
ঘ যৌথ মূলধনী ব্যবসায় **ঘ**

১২৭. শ্রাবণী ও তার বন্ধুরা মিলে একটি ব্যবসায় শুরু করেছিলেন। গত বছরই তারা প্রতিষ্ঠানটিকে যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ে রূপান্তর করেন। ঐ বছর তাদের লাভ হয়েছিল ৯৫,০০০ টাকা। এ লাভ তারা কীভাবে পাবেন? (প্রয়োগ) */সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ/*
ক চুক্তি অনুযায়ী খ সমান হারে
গ শেয়ার অনুপাতে ঘ আইন অনুযায়ী **গ**

১২৮. যৌথ মূলধনী কোম্পানির প্রধান সুবিধা কোনটি? */সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী/* (অনুধাবন)
ক অধিক মূলধন খ দক্ষ পরিচালনা
গ সঠিক সিদ্ধান্ত ঘ সামাজিক উন্নয়ন **ক**

১২৯. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে ন্যূনতম কতজন পরিচালক থাকে? (জ্ঞান) */কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর; হামিদপুর আল-হেরা কলেজ, যশোর/*
ক ২ জন খ ৩ জন
গ ৫ জন ঘ ৭ জন **খ**

১৩০. রাজকীয় বিশেষ ঘোষণা বলে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিকে কী বলে? (জ্ঞান)
/সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক সনদ প্রাপ্ত কোং খ সংবিধিবদ্ধ কোং
গ নিবন্ধিত যৌথ মূলধনী কোং
ঘ অংশীদারি **ক**

১৩১. যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের মুখ্য দলিল কোনটি? (জ্ঞান) */ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ; বাংলাদেশ নৌবাহিনী (বিএন) স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা/*
ক স্মারকলিপি খ পরিমেল নিয়মাবলি
গ বিবরণপত্র
ঘ কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র **ক**

১৩২. যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করা হয় কীসের ভিত্তিতে? (জ্ঞান)
/সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী/
ক বিবরণপত্র খ পরিমেল নিয়মাবলি
গ স্মারকলিপি ঘ বিকল্প বিবরণপত্র **খ**

১৩৩. স্মারকলিপির কোন ধারা কোম্পানির কার্য ক্ষমতার সীমা নির্দেশ করে? (জ্ঞান) */বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ রাইফেলস কলেজ, ঢাকা/*
ক নাম ধারা খ উদ্দেশ্য ধারা
গ অবস্থান ধারা ঘ দায় ধারা **খ**

১৩৪. কোম্পানির অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নিয়ম-নীতি যে দলিলে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
/সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী/
ক স্মারকলিপি খ পরিমেল নিয়মাবলি
গ বিবরণপত্র ঘ অনুমতিপত্র **খ**

১৩৫. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহ করতে হয় কেন? (উচ্চতর দক্ষতা) */সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী/*
ক কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র সংগ্রহের জন্যে
খ নিবন্ধন পত্র সংগ্রহের জন্যে
গ শেয়ার বণ্টনের জন্যে
ঘ দলিলপত্র প্রস্তুত করার জন্যে **ক**

Teachingbd.com

ক্রয়ের জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানানো হয় তাকে কী বলে? (জ্ঞান) /সরকারি কে সি কলেজ, ঝিনাইদহ/

ক অনুমোদন পত্র খ ব্যবসায়িক পত্র
গ বিবরণপত্র ঘ শেয়ার পত্র **গ**

১৩৭. শেয়ার থেকে প্রাপ্ত আয়কে কী বলে? (জ্ঞান) /ঝিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/

ক লভ্যাংশ খ সুদ
গ মুনাফা ঘ আয় **ক**

১৩৮. শেয়ার বাজারে কোন ধরনের কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করা যায়? (জ্ঞান) /হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা/

ক যৌথ মূলধনী কোম্পানির
খ তালিকাভুক্ত কোম্পানির
গ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির
ঘ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির **খ**

১৩৯. কোম্পানির পরিচালকগণ শেয়ার মালিকদের শেয়ার মালিকানার প্রমাণস্বরূপ যে দলিল প্রদান করেন তাকে কী বলে? (জ্ঞান) /সরকারী কে সি কলেজ, ঝিনাইদহ/

ক শেয়ার সনদ খ শেয়ার পরওয়ানা
গ কাঁচা সনদ ঘ পাকা সনদ **ক**

১৪০. কোম্পানির পরিচালকগণকে কী ধরনের শেয়ার ক্রয় করতে হয়? (জ্ঞান) /বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ রাইফেলস কলেজ, ঢাকা/

ক যোগ্যতাসূচক শেয়ার খ সাধারণ শেয়ার
গ অগ্রাধিকার শেয়ার ঘ বোনাস শেয়ার **ক**

১৪১. কোম্পানি বিলোপসাধনকালে ঋণপত্র মালিকদের দাবি মিটানো হয় কখন? (জ্ঞান) /সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল/

ক সবার আগে খ সবার শেষে
গ ঋণের দাবি মিটানোর পর
ঘ অগ্রাধিকার শেয়ারের দাবি মিটানোর পর **ক**

১৪২. বাংলাদেশে বিকাশ লি. প্রতিষ্ঠায় কোন দেশের যৌথ উদ্যোগ রয়েছে? (জ্ঞান) /ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর/

ক USA-এর খ UK-এর
গ KSA-এর ঘ Middle-এর **ক**

১৪৩. বাংলাদেশে বর্তমানে কতটি মোবাইল ফোন সেবা পরিবেশক প্রতিষ্ঠান রয়েছে? (জ্ঞান) /ঝিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/

ক ৫টি খ ৬টি
গ ৭টি ঘ ৮টি **খ**

১৪৪. অপরিশোধ্য ঋণপত্রের সুদ কত বছর পর পর পরিশোধ করতে হয়? (জ্ঞান) /বাংলাদেশ নৌবাহিনী (বিএন) স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা/

ক ১ বছর খ ২ বছর
গ ৩ বছর ঘ ৪ বছর **ক**

১৪৫. কোম্পানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ জটিল ও সময়সাপেক্ষ হওয়ার কারণ — (উচ্চতর দক্ষতা) /সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/

i. সিদ্ধান্ত নিতে নানাবিধ নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়
ii. অধিক সময় ও শ্রমের প্রয়োজন হয়
iii. সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভা আহ্বান করতে হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

১৪৬. কোম্পানির স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলির মধ্যে কোনো কারণে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে করণীয় হলো — (উচ্চতর দক্ষতা) /চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ/

i. পরিমেল নিয়মাবলি পরিবর্তন করা
ii. শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহকরণ
iii. নিবন্ধকের দপ্তরে এ সম্পর্কে অবহিতকরণ নোটিশ দেয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১৪৭. কোম্পানির পুঁজি সংগ্রহের উৎস — (অনুধাবন) /বাংলাদেশ নৌবাহিনী (বিএন) স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা/

i. শেয়ার বিক্রয় ii. ঋণপত্র বিক্রয়
iii. মুনাফার সঞ্চিতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৪৮. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে PPP এর মাধ্যমে যে খাতগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব তা হলো — (অনুধাবন) /সরকারি এমএম সিটি কলেজ, খুলনা/

i. বিদ্যুৎ জ্বালানি
ii. বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ
iii. নিরাপদ স্যানিটেশন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৪৯. যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ে ন্যূনতম চাঁদা বা মূলধন প্রয়োজন — (অনুধাবন) /ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ/

i. প্রাথমিক খরচ নির্বাহের জন্য
ii. চলতি মূলধনের জন্য
iii. সম্পদ বৃদ্ধির জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

Teachingbd.com

১৫০. যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয়ের প্রয়োজন হয় — (অনুধাবন) /সরকারি কে সি কলেজ, ঝিনাইদহ/
i. শেয়ারহোল্ডার দ্বারা নিয়োজিত পরিচালকদের
ii. সরকার দ্বারা নিয়োজিত পরিচালকদের
iii. পরিচালক দ্বারা নিয়োজিত পরিচালকদের
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

১৫১. জামানতবিহীন ঋণপত্রে প্রতিশ্রুতি থাকে — (অনুধাবন) /বাংলাদেশ নৌবাহিনী (বিএন) স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা/
i. ঋণের টাকা প্রদানের ii. সুদ প্রদানের
iii. কমিশন প্রদানের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১৫২. ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী স্মারকলিপিতে উল্লেখ থাকে — (অনুধাবন) /সরকারি গুরুদয়াল কলেজ, কিশোরগঞ্জ/
i. শেয়ার সংক্রান্ত ধারা ii. উদ্দেশ্য ধারা
iii. মূলধন ধারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১৫৩. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে বিবরণপত্র তৈরি ও প্রচারের উদ্দেশ্য হলো — (অনুধাবন) /ক্যাডেট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর/
i. শেয়ার বিক্রয়
ii. ঋণপত্র বিক্রয়
iii. আবেদনপত্র বিক্রয়
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i, ii খ i, iii
গ ii, iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১৫৪. কোম্পানির কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন — (অনুধাবন) [দিনাজপুর বোর্ড-২০১৫]
i. বিবরণপত্র
ii. ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহের প্রমাণপত্র
iii. যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয়ের প্রমাণপত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৫৫ ও ১৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
সনি কোম্পানি লি. সুনামের সাথে ব্যবসায় করে আসছে। এ কোম্পানি তার ব্যবসায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিবন্ধনের মাধ্যমে মোট মূলধন বাড়াতে চায়।
/কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর/

১৫৫. উদ্দীপকে বর্ণিত কোম্পানিকে কোন ধরনের মূলধন বাড়াতে হবে? (প্রয়োগ)
ক আদায়কৃত খ ইস্যুকৃত
গ তলবকৃত ঘ অনুমোদিত **ঘ**

১৫৬. উদ্দীপকে বর্ণিত কোম্পানির মূলধন বৃদ্ধির জন্য করণীয় হলো — (উচ্চতর দক্ষতা)
i. স্মারকলিপির মূলধন ধারার পরিবর্তন
ii. সাধারণ সভায় সাধারণ প্রস্তাব পাস
iii. আদালতের অনুমতি গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৫৭ ও ১৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
সামিয়া, সাকিরা ও তন্বী তিন বান্ধবী সমঝোতার ভিত্তিতে একটা বড় ডিপার্টমেন্ট স্টোর চালায়। তারা ভাবলো তাদের ব্যবসায়ের একটা আইনগত পৃথক মর্যাদা না থাকলে সমস্যা হচ্ছে। তাই তারা একটা নতুন প্রতিষ্ঠান গড়লো। /সেতাবগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ, দিনাজপুর/

১৫৭. তিন বান্ধবী প্রথমে কোন ধরনের ব্যবসায় করেছিল? (প্রয়োগ)
ক অংশীদারি খ যৌথ উদ্যোগ
গ প্রাইভেট লি. কোং. ঘ ব্যবসায় জোট **ক**

১৫৮. বান্ধবীরা তাদের ব্যবসায়ের পৃথক মর্যাদা থাকবে বলতে বুঝিয়েছে — (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মালিক থেকে প্রতিষ্ঠানের সত্তা আলাদা হবে
ii. প্রতিষ্ঠান নিজ নামে পরিচিত ও পরিচালিত হবে
iii. কোম্পানির সত্তা ও শেয়ারহোল্ডারদের সত্তা অভিন্ন হবে
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i, ii খ i, iii
গ ii, iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৫৯ ও ১৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
ইউনি ইস্পাত লিমিটেড পর পর দুই বৎসর লোকসান দেয়ায় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় বিজয় ইস্পাত লিমিটেড নামে স্বনামধন্য একটি প্রতিষ্ঠান ইউনি ইস্পাত লিমিটেডের বেশির ভাগ শেয়ার কিনে নিয়ে এটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। [ঢাকা বোর্ড-২০১৫]

১৫৯. বিজয় ইস্পাত লিমিটেডকে এখানে কোন ধরনের কোম্পানি বলা হবে? (প্রয়োগ)
ক বেসরকারি খ হোল্ডিং
গ সাবসিডিয়ারি
ঘ শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ **খ**

১৬০. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার ফলে ইউনি ইস্পাত লিমিটেড — (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেল
ii. এর স্বাধীন সত্তা বজায় রাখলো
iii. ঋণ পরিশোধ সক্ষম হলো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র

অধ্যায়-৬: সমবায় সমিতি

প্রশ্ন ▶১ মধ্যস্থব্যবসায়ীদের হাত থাকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কুমারখালীর তাঁতিরা ২০১২ সালে ৫০ জন সদস্য একত্রিত হয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। পরবর্তী তিন বছরে তাদের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ যথাক্রমে ৬০,০০০, ৬৫,০০০ ও ৭৫,০০০ টাকা। তারা বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসারে ন্যূনতম হারে সঞ্চিতি তহবিল সংরক্ষণ করেন। তারা প্রতিটা তাঁতকল ১৫,০০০ টাকা দরে দুইটি তাঁতকল ক্রয়ের জন্য সংরক্ষিত তহবিল ব্যবহারের চিন্তা করছেন। *[চ. বো. ১৭]*

ক. সমবায়ের মূলমন্ত্র কী? ১

খ. সমবায়ের উপবিধি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে তিন বছরের মোট মুনাফার সর্বোচ্চ কত পরিমাণ অর্থ সদস্যদের মধ্যে বণ্টিত হবে? নির্ণয় করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো সংরক্ষিত তহবিলের টাকা হতে দুটি তাঁতকল ক্রয়ের সমুদয় অর্থের সংস্থান হবে? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'একতাই বল' সমবায়ের মূলমন্ত্র।

খ সমবায় সমিতির পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-কানুন যে দলিলে লেখা থাকে তাকে সমবায় উপবিধি (By-laws) বলে।

এটি সমবায়ের মূল বা প্রধান দলিল। এর ওপর ভিত্তি করে সমবায় সমিতি গঠিত ও পরিচালিত হয়। এর বাইরে কোনো কাজ করা সমিতির সদস্যদের জন্য বৈধ নয়। উপবিধি বহির্ভূত কোনো বিষয়ের উদ্ভব হলে তা সমবায় নিবন্ধকের অনুমতি নিয়ে সমবায় আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সমাধান করতে হয়।

গ উদ্দীপকে গঠিত সমবায় সমিতিটির তিন বছরের অর্জিত মুনাফা হলো ৬০,০০০ টাকা, ৬৫,০০০ টাকা ও ৭৫০০০ টাকা। তারা বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসারে ন্যূনতম হারে সঞ্চিতি তহবিল সংরক্ষণ করেন। এর মধ্যে সমবায় আইনানুযায়ী ১৫% সংরক্ষিত তহবিল এবং ৩% উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়। এ ১৮% বাদে বাকি ৮২% মুনাফা সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করতে হয়। সেক্ষেত্রে প্রতি সদস্য তার ক্রয়কৃত শেয়ার অনুপাতে মুনাফা পাবে।

সুতরাং সদস্যদের বণ্টনযোগ্য মুনাফার পরিমাণ হবে—

তিন বছরে অর্জিত মোট মুনাফা (৬০,০০০ + ৬৫০০০ + ৭৫,০০০) টাকা
= ২,০০,০০০ টাকা

বাদ: ১৫% সংরক্ষিত তহবিল (২,০০,০০০ × ১৫%) = ৩০,০০০ টাকা

বাদ: ৩% উন্নয়ন তহবিল (২,০০,০০০ × ৩%) = ৬,০০০ টাকা

∴ বণ্টনযোগ্য মোট মুনাফা হবে = ১,৬৪,০০০ টাকা।

∴ সদস্যদের বণ্টনযোগ্য মোট মুনাফার পরিমাণ ১,৬৪,০০০ টাকা।

ঘ আমি মনে করি, সংরক্ষিত তহবিলের টাকা হতে দুটি তাঁতকল ক্রয়ের সমুদয় অর্থের সংস্থান হবে।

সমবায় সমিতির অর্জিত মুনাফার সম্পূর্ণই সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয় না। আইনানুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে অর্জিত মুনাফার ন্যূনতম ১৫% সংরক্ষিত তহবিলে এবং ৩% উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়।

উদ্দীপকের কুমারখালীর তাঁতিরা একটি উৎপাদন সমবায় সমিতি গঠন করে তারা সমিতির অর্জিত মুনাফার ১৫% সংরক্ষিত তহবিলে জমা রাখেন। পরে ১৫,০০০ টাকা দরে দুইটি তাঁতকল ক্রয়ের জন্য সংরক্ষিত তহবিল ব্যবহারের চিন্তা করছেন। তাঁতকল ক্রয়ের জন্য মোট (১৫,০০০×২) বা ৩০,০০০ টাকা প্রয়োজন। সংরক্ষিত তহবিলে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায়—(৬০,০০০ + ৬৫,০০০ + ৭৫,০০০) × ১৫% = ৩০, ০০০ টাকা। তাদের তাঁতকল কেনার জন্যও ৩০,০০০ টাকা প্রয়োজন। সুতরাং এ সংরক্ষিত তহবিলের টাকা হতেই তারা ২টি তাঁতকল ক্রয়ের সমুদয় অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶২ ঢাকার মিরপুর এলাকায় 'মেঘনা সমবায় সমিতি' ও 'আশার আলো' নামে দুটি সমবায় সমিতি রয়েছে। মেঘনা সমবায় সমিতির সদস্যরা তাদের তৈরি করা খেলনাসামগ্রী একত্র করে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করে। এতে অত্র এলাকার মানুষের আয় বেড়েছে। অপরদিকে আশার আলো সমবায় সমিতির সদস্যরা তাদের প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য সরাসরি কোম্পানি থেকে কিনে এনে নিজেরা ভাগ করে নেয়। *[রা. বো., কু. বো., চ. বো. ১৭]*

ক. ট্রেডমার্ক কী? ১

খ. আচরণে অনুমিত অংশীদার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'আশার আলো' কোন ধরনের সমবায় সমিতি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অত্র এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মেঘনা সমবায় সমিতির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো প্রতিষ্ঠান বা এর পণ্যের স্বাতন্ত্র্যতা প্রকাশ করার জন্য যে বিশেষ চিহ্ন, প্রতীক, শব্দ বা লোগো ব্যবহার করা হয় তাকে ট্রেডমার্ক বলে।

খ কোনো ব্যক্তি আচরণের মাধ্যমে নিজেকে কোনো ব্যবসায়ের অংশীদার হিসেবে পরিচয় দিলে ঐ ব্যক্তিকে আচরণে অনুমিত অংশীদার বলে।

অংশীদারি আইনের ২৮(ক) ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি ব্যবসায়ের অংশীদার না হয়েও যদি মৌখিক কথাবার্তা বা অন্য কোনো আচরণের দ্বারা নিজেকে ব্যবসায়ের অংশীদার বলে পরিচয় দেয় তবে তাকে আচরণে অনুমিত অংশীদার বলে। এ ধরনের অংশীদারের আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তৃতীয় পক্ষ কোনো প্রকার ঋণ দিলে তার জন্য আচরণে অনুমিত অংশীদার দায়ী থাকেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'আশার আলো' ভোক্তা সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত।

পণ্য ক্রয়ে সুবিধা পাওয়ার জন্য একই এলাকার সমশ্রেণির কয়েক জন ভোক্তা মিলে ভোক্তা সমবায় সমিতি গঠন করেন। এ সমিতির মাধ্যমে তারা ন্যায্যমূল্যে উন্নতমানের পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে পারেন। আবার, সমিতি থেকে অর্জিত মুনাফাও তারা ভোগ করতে পারেন। এ ধরনের সমিতিতে সদস্যদের বার্ষিক ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য অনুপাতে সদস্যদের মাঝে অর্জিত মুনাফা বণ্টিত হয়।

উদ্দীপকের ঢাকার মিরপুর এলাকায় 'আশার আলো' নামে একটি সমিতি রয়েছে। এর সদস্যরা তাদের প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য সরাসরি কোম্পানি থেকে কিনে এনে নিজেরা ভাগ করে নেন। ভোক্তারা তাদের আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য এ সমিতি পরিচালনা করছেন। তারা সমিতি থেকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য ক্রয় করেন। এসব বৈশিষ্ট্য ভোক্তা সমবায় সমিতির কার্যক্রমের আওতায় পড়ে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের 'আশার আলো' ভোক্তা সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত।

ঘ অত্র এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে 'মেঘনা সমবায় সমিতি' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কোনো এলাকায় একই ধরনের ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অধিক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে বিক্রয় সমবায়

Teachingbd.com

সমিতি গঠন করেন। এর ফলে মধ্যস্থব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য কমিয়ে ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
উদ্দীপকে উল্লেখ্য, ঢাকার মিরপুরে 'মেঘনা সমবায় সমিতি' নামে একটি সমিতি রয়েছে। এর সদস্যরা তাদের তৈরি খেলনা সামগ্রী একত্র করে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করেন। সমিতিটি বিক্রয় সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত।
এরূপ সমিতি গঠনের ফলে কোনো মধ্যস্থব্যবসায়ীর সাহায্য ছাড়াই তারা ন্যায্য দামে পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ পাচ্ছেন। এতে তারা অধিক লাভবান হচ্ছেন। ফলে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটছে। তাছাড়া সমিতির সাফল্য দেখে এলাকার অন্যান্য লোকজনও এ ধরনের সমিতি গঠনে আগ্রহী হয়। এখানে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এভাবে সমিতিটি অত্র এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

প্রশ্ন ▶৩ পাবনার বিল্লালসহ ৫০ জন তাঁতি মিলে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। তিন বছরে তাদের মূলধন দাঁড়ায় ২০ লক্ষ টাকা। চতুর্থ বছরে মোট মুনাফা ১,০০,০০০ টাকা হতে ৩৫,০০০ টাকা তাদের সংরক্ষিত তহবিলে এবং ১৫,০০০ টাকা উন্নয়ন তহবিলে জমা করেন। অবশিষ্ট টাকা সদস্যরা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নিলেন। *[দি. বো. ১৭]*

ক. সমবায়ের 'উপবিধি' কাকে বলে? ১
খ. সমবায় সমিতিতে 'একতাই বল' ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সমবায় সমিতি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিভিন্ন তহবিলে টাকা সংরক্ষণের পরিমাণ যাচাই করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-কানুন উল্লেখ থাকে তাকে সমবায় সমিতির উপবিধি (By-Laws) বলে।

খ 'একতাই বল' এ মৌলিক নীতির ওপর ভিত্তি করে সমবায় সমিতি গঠিত হয়। এ নীতির মূল বিষয় হলো সদস্যদের মধ্যে একতা বজায় রাখা। দরিদ্র ও সমমনা ব্যক্তিরা নিজেদের সীমিত সামর্থ্যকে একত্রিত করে সমবায় গঠন করে। তাই সফলতা লাভে সব অবস্থায়ই এর সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হয়। সমবায় সমিতি সমাজের দুর্বল শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করে পারস্পরিক সহযোগিতায় পথ চলার নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এতে তাদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা হয়ে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। এটিই একতাই বল নীতির মূল ভাষ্য।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদক সমবায় সমিতি।
কতিপয় উৎপাদক নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উৎপাদন ও বিক্রয় কাজকে অধিকতর ফলপ্রসূ করতে উৎপাদক সমবায় সমিতি গড়ে তোলে। মহাজন ও মধ্যস্থব্যবসায়ী থেকে রক্ষা পেতে ক্ষুদ্র উৎপাদকরা এরূপ সমিতি গঠন করে থাকে।
উদ্দীপকে উল্লিখিত, পাবনার বিল্লালসহ ৫০ জন তাঁতি মিলে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। চতুর্থ বছরের মুনাফা থেকে তারা সংরক্ষিত তহবিল এবং উন্নয়ন তহবিলে অর্থ জমা করেন। অবশিষ্ট অর্থ সদস্যরা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেন। এ সমিতির মাধ্যমে তারা মধ্যস্থব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য ছাড়াই ন্যায্যদামে উৎপাদিত পণ্য সরবরাহ করে লাভবান হতে পারছেন। তারা নিজেদের অর্থনৈতিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে সমিতি গড়ে তুলেছেন। তাদের এ সমিতির কার্যক্রম উৎপাদক সমবায় সমিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদক সমবায় সমিতির আওতাভুক্ত।

ঘ সমবায়ের অর্জিত মুনাফার সবটুকু সদস্যদের মধ্যে বণ্টিত হয় না। সমবায় আইন অনুসারেই বাধ্যতামূলকভাবে এর ন্যূনতম ১৫% সংরক্ষিত তহবিলে এবং ৩% সমবায় উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়। অবশিষ্ট মুনাফা সদস্যরা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেয়।
উদ্দীপকে বর্ণিত বিভিন্ন তহবিলে টাকা সংরক্ষণের পরিমাণ হবে—

১৫% সংরক্ষিত তহবিল (১,০০,০০০ × ১৫%) = ১৫,০০০ টাকা
যোগ: ৩ % উন্নয়ন তহবিল = (১,০০,০০০ × ৩%) = ৩,০০০ টাকা
∴ সঞ্চিতি তহবিল (১৫% + ৩%) বা ১৮% = ১৮,০০০ টাকা

এখানে, সংরক্ষিত তহবিলে জমার পরিমাণ নির্ণয় হয়েছে ১৫,০০০ টাকা এবং উন্নয়ন তহবিলে জমার পরিমাণ ৩,০০০ টাকা। কিন্তু উদ্দীপকে দেওয়া আছে, সংরক্ষিত তহবিলে তারা ৩৫,০০০ টাকা এবং উন্নয়ন তহবিলে ১৫,০০০ টাকা জমা করেন। সুতরাং বলা যায়, প্রতিষ্ঠানটি সমবায় সমিতির আইনানুযায়ী সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণ করেনি।

প্রশ্ন ▶৪ দোহাজারীর আলুচাষি নাসির আরও ৪০ জন আলুচাষি নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। তাদের উদ্দেশ্য হলো প্রয়োজনীয় সার, বীজ, কীটনাশক ক্রয় এবং আলু সংরক্ষণ ও বিক্রয়ে সুবিধা লাভ করা। উক্ত সমবায় গঠনের চূড়ান্ত পর্যায়ে সমবায় নিবন্ধক তার সিল ও স্বাক্ষরযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল নাসিরকে প্রদান করেন। উক্ত দলিলে সমিতির মোট শেয়ার সংখ্যা ১,০০০ উল্লেখ আছে। নাসির ২০০ শেয়ার ক্রয় করেন। আগামী নির্বাচনে সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার জন্য তিনি আরও শেয়ার ক্রয়ের পরিকল্পনা করছেন। *[সি. বো. ১৭]*

ক. সমবায় সমিতির উপবিধি কী? ১
খ. জাতীয় সমবায় সমিতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সদস্যদের প্রকৃতির ভিত্তিতে উদ্দীপকের সমবায় সমিতির ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. নাসির আরও শেয়ার ক্রয় করতে পারবে কি? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-কানুনের বিষয় উল্লেখ থাকে তাকে সমবায় সমিতির উপবিধি (By-Laws) বলে।

খ সমবায় সমিতির সর্বোচ্চ পর্যায়ের সমিতিকে বলে জাতীয় সমবায় সমিতি।
সাধারণত কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিগুলোই এর সদস্য হয়ে থাকে। ১০ বা ততোধিক কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মাধ্যমে জাতীয় সমবায় সমিতি গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে এরূপ সমিতির নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

গ সদস্যদের প্রকৃতি বিচারে উদ্দীপকের সমিতিটি উৎপাদক সমবায় সমিতি।
কতিপয় উৎপাদক নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উৎপাদন ও বিক্রয় কার্যকে অধিকতর ফলপ্রসূ করতে উৎপাদক সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। মহাজন ও মধ্যস্থব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পরিত্রাণ পেতে ক্ষুদ্র উৎপাদকরা এরূপ সমিতি গঠন করে থাকেন। এ সমিতির মাধ্যমে উৎপাদকগণ পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পেয়ে থাকেন।
উদ্দীপকের দোহাজারীর নাসির আরও ৪০ জন আলুচাষি নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। তাদের সমিতির উদ্দেশ্য হলো আলু চাষে প্রয়োজনীয় সার, বীজ, কীটনাশক ক্রয় এবং আলু সংরক্ষণ ও বিক্রয়ে সুবিধা লাভ করা। এ সমিতির মাধ্যমে তারা মধ্যস্থব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য ছাড়াই ন্যায্যদামে উৎপাদিত আলু বিক্রয় করে লাভবান হতে পারেন। তারা নিজেদের অর্থনৈতিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে এ সমিতি গড়ে তোলেন। তাদের এ কার্যক্রম উৎপাদক সমবায় সমিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সমিতিটি উৎপাদক সমবায় সমিতির আওতাভুক্ত।

http://teachingbd.com

ঘ আইনানুযায়ী সমবায় সমিতির একজন সদস্য সর্বোচ্চ $\frac{১}{৫}$ শেয়ার ক্রয় করতে পারেন, তাই উদ্দীপকের নাসিরের পক্ষে আর শেয়ার ক্রয় করা সম্ভব নয়।

সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে যেন কোনো বৈষম্য সৃষ্টি না হয় সেজন্য অবাধে শেয়ার ক্রয়ের সুযোগ দেওয়া হয় না। কেননা অর্থনৈতিক সমতা বিধানের জন্যই সমবায়ের সৃষ্টি। ফলে সব সদস্যর সমান অধিকার বজায় থাকে।

উদ্দীপকের দোহাজারীর নাসির আরও ৪০ জন আলুচাষি মিলে একটি উৎপাদক সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। উক্ত সমিতির উপবিধিতে (By-Laws) মোট শেয়ার সংখ্যা ১,০০০টি উল্লেখ আছে। ইতোমধ্যে নাসির ২০০টি অর্থাৎ মোট শেয়ারের $\frac{১}{৫}$ ভাগ শেয়ার ক্রয় করেছেন।

সমবায় সমিতি ধন বৈষম্য হ্রাস ও সদস্যদের সমঅধিকার প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। এতে প্রত্যেক সদস্য একটি মাত্র ভোট দিতে পারেন। আর একজন সদস্য মোট শেয়ারের সর্বোচ্চ $\frac{১}{৫}$ শেয়ার ক্রয় করতে পারেন, উদ্দীপকের নাসিরও $\frac{১}{৫}$ শেয়ারই ক্রয় করেছেন। তাই আগামী নির্বাচনে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার জন্য অতিরিক্ত শেয়ার ক্রয়ের ইচ্ছা থাকলেও তিনি তা ক্রয় করতে পারবেন না।

প্রশ্ন ▶৫ রফিক পেশায় একজন রিকশা-ভ্যানচালক। স্বল্প আয়ের লোক বিধায় সংসার চালাতে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিতে হয়। অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কয়েকজন বন্ধু মিলে ভ্যানচালক সমবায় সমিতি গঠন করেন। তারা দৈনিক ভিত্তিক চাঁদা দিয়ে সঞ্চয় জমা করেন এবং জমাকৃত টাকা ব্যবসায়িক কাজে লাগিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হন। সমিতি অল্পদিনে ৩৫টি ভ্যান গাড়ি নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয় করে। সমিতির সদস্য সংখ্যা এখন ৮৩ জন। *[য. বো. ১৭]*

ক. সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য কী? ১

খ. ভোক্তা সমবায় সমিতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমবায় সমিতি সদস্যদের প্রকৃতি বিচারে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে রফিকের উদ্যোগ উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো সদস্যদের আর্থিক কল্যাণসাধন করা।

খ একই এলাকার কতিপয় ভোক্তা ন্যায্যমূল্যে পণ্য ক্রয়ে সুবিধা পাওয়ার জন্য নিজেদের প্রচেষ্টায় যে সমিতি গঠন করে তাকে ভোক্তা সমবায় সমিতি বলে।

এ সমিতির মাধ্যমে ভোক্তারা একটি সমবায় বিপণি গঠন করে তা পরিচালনা করে। এতে একদিকে যেমন নিজেদের জন্য ন্যায্য মূল্যে উন্নতমানের পণ্য ক্রয় করা যায়। অন্যদিকে এ বিপণি হতে অর্জিত মুনাফাও সদস্যরা ভোগ করতে পারে। এরূপ বিপণিতে পণ্য বিক্রয় থেকে সমবায় সদস্য ছাড়া সাধারণ ভোক্তারাও কম দামে পণ্য ক্রয়ের সুবিধা পেতে পারে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সমবায় সমিতিটি সদস্যদের প্রকৃতি বিচারে শ্রমজীবী সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্ন ধরনের শ্রমজীবী মানুষ তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ও নিজেদের শ্রমস্বার্থ রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে শ্রমজীবী সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের অর্থনৈতিক কল্যাণসাধন করতে পারেন।

উদ্দীপকের রফিক পেশায় একজন রিকসা-ভ্যানচালক। স্বল্প আয়ের লোক বিধায় সংসার চালাতে মহাজনের কাছ থেকে তাকে মাঝে মধ্যে ঋণ নিতে হয়। এ অবস্থা উত্তরণের লক্ষ্যে কয়েকজন বন্ধু মিলে ভ্যানচালক সমবায় সমিতি গঠন করেন। তারা এ সমিতিতে দৈনিক ভিত্তিক চাঁদা দিয়ে সঞ্চয় করেন। শ্রমজীবী মানুষেরা নিজেদের আর্থিক কল্যাণের জন্যই মূলত এরূপ সমিতি গড়ে তোলেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সমিতিটি সদস্যদের প্রকৃতি বিচারে শ্রমজীবী সমবায় সমিতির আওতায় পড়ে।

ঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে রফিকের সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমবায় সমিতি গড়ে তোলার মাধ্যমে স্বল্পবিত্তসম্পন্ন ও অসহায় মানুষ নিজেদের আর্থিক কল্যাণসাধন করতে পারেন। সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে ওঠে। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব হ্রাসে সমবায় সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকের রফিক তার কয়েকজন ভ্যানচালক শ্রমিক বন্ধু নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। সেখানে তারা দৈনিক ভিত্তিতে তাদের আয় থেকে সঞ্চয় করেন। এভাবে জমাকৃত অর্থ দিয়ে তারা ৩৫টি ভ্যানগাড়ি নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয় করেন। এতে একদিকে তাদের যেমন সম্পদ বাড়ে, অন্যদিকে আরও ভ্যানগাড়ি ক্রয়ের মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জনের ব্যবস্থা হয়েছে।

সমিতির মাধ্যমে তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় থাকে। তারা নিজেদের আর্থিক কল্যাণসাধনের সুযোগ পায়। এছাড়া সঞ্চিত অর্থ থেকে তারা প্রয়োজনে ঋণ নিতে পারেন। শ্রমিকদের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে কেনা ভ্যানগাড়ি চালানোর জন্য আরও শ্রমিক নিয়োগের ফলে অন্যান্য শ্রমিকদেরও পারিবারিক আয়ের একটি ব্যবস্থা হয়েছে। সার্বিকভাবে এরূপ সমিতি সমাজের মানুষ ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶৬ মুন গার্মেন্টসের শ্রমিকেরা তাদের নিজেদের কল্যাণার্থে কারখানা গেইটের সামনে একটি দোকান স্থাপন করে। এ দোকানের মালিক এবং ক্রেতা তারাই । তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি ব্যবসায়টি চালায়। প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিনিয়োগ যাই হোক না কেন প্রত্যেকের অংশগ্রহণ থাকে সমান। তারা তাদের সংগঠন থেকে বিবিধ সহায়তা পেয়ে থাকে। *[য. বো. ১৭]*

ক. সমবায় সমিতির 'উপবিধি' কী? ১

খ. বহুমুখী সমবায় সমিতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. 'সব অংশীদারের সমান অংশগ্রহণ'– এতে সমবায়ের কোন নীতিটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সংগঠনটি থেকে শ্রমিকেরা কী কী সুবিধা পাচ্ছে বলে তুমি মনে করো? তোমার মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-কানুনের বিষয় উল্লেখ থাকে তাকে সমবায় সমিতির উপবিধি (By-Laws) বলে।

খ একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে সমবায় সমিতি গঠিত হয় তাকে বহুমুখী সমবায় সমিতি বলে।

বহুমুখী সমবায় সমিতি সাধারণত উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, ঋণদান ইত্যাদি বিভিন্নমুখী উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গঠিত হয়। একে বহু উদ্দেশক সমবায় সমিতিও বলা হয়। আমাদের দেশে অধিকাংশ সমবায় সমিতিই বহুমুখী সমবায় সমিতি হিসেবে গঠিত ও পরিচালিত হয়।

গ 'সকল অংশীদারের সমান অংশগ্রহণ'—এতে সমবায়ের 'সাম্যতা' নীতিটি প্রতিফলিত হয়েছে।

সমবায় সমিতি সাম্যের নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। সদস্যগণ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যে ধরনের মর্যাদাই ভোগ করুক না কেনো

http://teachingbd.com

সমবায়ের ক্ষেত্রে সবাই সমান মর্যাদার অধিকারী। সমিতির কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সকলের অধিকারই সমান।

উদ্দীপকের মুন গার্মেন্টিসের শ্রমিকরা নিজ উদ্যোগে একটি সমবায় বিপণি গঠন করে। তারা নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি দিয়ে বিপণিটি পরিচালনা করে। প্রতি তিন বছর অন্তর এখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিনিয়োগ যাই হোক না কেন প্রত্যেক সদস্যের অংশগ্রহণ সমান থাকে। এতে সবার সমান ভোটাধিকার রয়েছে। ফলে প্রত্যেক সদস্য মাত্র একটি ভোটই দিতে পারে। কোনো সদস্য একাধিক শেয়ার ক্রয় করলেও সে একটি ভোটই দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এটি সাম্যের নীতির আওতায় পড়ে। সুতরাং উদ্দীপকে সব অংশীদারের সমান অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাম্যের নীতিটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ সমবায় সংগঠনটি থেকে শ্রমিকরা নিজেদের আর্থিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয় সুবিধা পাচ্ছে।

নিজেদের অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমবায় সংগঠন গড়ে তোলা হয়। তুলনামূলকভাবে কমবিত্তসম্পন্ন মানুষ নিজেদের স্বার্থেই সংঘবদ্ধ হয়ে সমঅধিকারের ভিত্তিতে এ ধরনের সংগঠন গড়ে তোলে।

উদ্দীপকের মুন গার্মেন্টিসের শ্রমিকেরা নিজেদের কল্যাণার্থে যে সমবায় বিপণি গঠন করেছে তার মালিক এবং ক্রেতা তারাই । এখান থেকে সাধারণ ক্রেতারাও ন্যায্যমূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারছে। যার ফলে বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমছে। বিপণি মালিকরাও এতে লাভবান হচ্ছে।

নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতিটি পরিচালনা করে। এতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে সদস্যদের বিনিয়োগ যা-ই হোক না কেন প্রত্যেকের অংশগ্রহণ সমান থাকে। একটির বেশি ভোট কেউ দিতে পারে না। ফলে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় থাকে। পাশাপাশি সমিতির বার্ষিক ক্রয় অনুপাতে সদস্যরা মুনাফা পেয়ে থাকে। এভাবে তাদের আর্থিক কল্যাণসাধিত হয়। উক্ত সমিতি থেকে শ্রমিকরা এ সুবিধাগুলো পাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ৭ তোমার এলাকার ১০০ জন কৃষক পণ্য উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে 'সততা' নামের একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। সমিতিতে তাদের প্রত্যেকের শেয়ার সমান। ২০১৫ সালে উক্ত সমিতি ১০ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করে। সমবায় আইন অনুযায়ী তারা অর্জিত মুনাফা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে। *[চা. বো. ১৬]*

ক. সমবায় সমিতির উপবিধি কী? ১

খ. সমবায় সমিতির সাম্যের নীতিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটি কোন প্রকারের সমবায় সমিতি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'সততা' সমিতির প্রত্যেক সদস্যের প্রাপ্ত মুনাফা নির্ণয় করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-কানুন উল্লেখ থাকে তাকে সমবায় সমিতির উপবিধি (By-Laws) বলে।

খ সমবায় সমিতি সাম্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত। সমবায়ের সব সদস্যই সমান মর্যাদার অধিকারী। এটিই সমবায় সমিতির সাম্যের নীতি।

সমবায়ের সদস্যরা সামাজিক, অর্থনৈতিক বা পারিবারিকভাবে যে যেমনই হোক না কেন, সবাই এখানে সমান মর্যাদার অধিকারী। সমবায়ে কোনো সদস্য যেই পরিমাণ শেয়ার মূলধনের মালিক হোক না কেন, সাম্যের নীতিতে সবাই একটি মাত্র ভোটের অধিকারী।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটি হলো বহুমুখী সমবায় সমিতি।

একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কোনো সমবায় সমিতি গঠিত হলে তাকে বহুমুখী সমবায় সমিতি বলে। এটি উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, ঋণ দান ইত্যাদি বিভিন্নমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়।

উদ্দীপকে আমার এলাকায় ১০০ জন কৃষক পণ্য উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে 'সততা' নামের একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। সমিতিতে তাদের প্রত্যেকের শেয়ার সমান। অর্থাৎ কৃষকরা এ সমিতির মাধ্যমে তাদের কৃষিপণ্য উৎপাদন, ক্রয় এবং ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয় করবে। এ সমিতির সাহায্যে কৃষকদের নানাবিধ উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। অর্থাৎ মাত্র একটি উদ্দেশ্যের জন্য সমিতিটি গঠিত হয়নি। তাই বলা যায়, উল্লিখিত সমবায় সমিতি হলো বহুমুখী সমবায় সমিতি।

ঘ 'সততা' সমিতির প্রত্যেক সদস্যের প্রাপ্ত মুনাফা নির্ণয়ে সমবায় আইন অনুসরণ করতে হবে।

সমবায় সমিতিকে বাধ্যতামূলকভাবে মুনাফার ন্যূনতম ১৫% সংরক্ষিত তহবিলে এবং ৩% সমবায় উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখতে হয়। অর্থাৎ অর্জিত মুনাফার ১৮% জমা রেখে বাকি অর্থ শেয়ার অনুপাতে বণ্টন করা হয়।

'সততা' সমবায় সমিতির সদস্য ১০০ জন। সমিতিতে তাদের প্রত্যেকের শেয়ার সমান। তাই অর্জিত মুনাফা থেকে সবাই সমান হারে মুনাফা পাবে। সমিতিটি ২০১৫ সালে ১০ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করে। সমবায় আইন অনুযায়ী তারা অর্জিত মুনাফা ১৮% জমা রেখে বাকি মুনাফা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে।

অর্থাৎ সমবায় আইন অনুযায়ী সমিতিটি অর্জিত ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে জমা রাখবে–

আবার, $১০,০০,০০০ \times \frac{১৮}{১০০}\% = ১,৮০,০০০$ টাকা

∴ ১০,০০,০০০ − ১,৮০,০০০ = ৮,২০,০০০ টাকা মুনাফা সব সদস্যদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে।

মোট সদস্য ১০০ হওয়ায় প্রত্যেকে মুনাফা পাবে–

৮,২০,০০০ ÷ ১০০ = ৮,২০০ টাকা

অর্থাৎ সততা সমিতির প্রত্যেক সদস্যর প্রাপ্ত মুনাফা ৮,২০০ টাকা করে।

প্রশ্ন ▶ ৮ বংশালের ২০ জন জুতা প্রস্তুতকারী কারখানার মালিক মিলে আইনগত সত্তাবিশিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানটি গত তিন বছর যাবৎ যথাক্রমে ৬,০০,০০০ টাকা, ৮,০০,০০০ টাকা ও ৯,০০,০০০ টাকা মুনাফা অর্জন করে। অর্জিত মুনাফা বিধিমোতাবেক সঞ্চিতি তহবিলে রেখে অবশিষ্ট টাকা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। তারা নিজেদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য আফতাব নগরে এককালীন ১০,০০,০০০ টাকা প্রদান করে কিস্তিতে একটি প্লট কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। *[রা. বো., চ. বো. ১৬]*

ক. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কী? ১

খ. ব্যবসায়ের আইনগত সত্তা কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. প্রকৃতি বিচারে প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সমবায় সমিতি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো সঞ্চিতি তহবিল হতে আবাসন সমস্যা সমাধান সম্ভব? উদ্দীপকে বিবেচনায় যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, যার মূল উদ্দেশ্য জনকল্যাণ। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

খ বৈধতার সাথে ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন আইনের বিষয় মেনে চলায় ব্যবসায়ের যে দিক ফুটে ওঠে তাকে ব্যবসায়ের আইনগত সত্তা বলে।

আইনগত সত্তার মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা বৈধভাবে ব্যবসায় করতে পারে। এর ফলে উদ্ভাবক কোনো কিছু উদ্ভাবনের জন্য একচ্ছত্র অধিকার পায়

Teachingbd.com

এবং সুবিধা ভোগ করে। আইনগত সত্তা বজায় থাকলে অসাধু ব্যবসায়ীরা অন্যের ব্যবসায়ের সত্তা নকল করে মুনাফা অর্জন করতে পারে না। ফলে দেশ, ভোক্তা ও প্রকৃত ব্যবসায়ীর উন্নতি হয়। তাই ব্যবসায়ের আইনগত সত্তা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে প্রকৃতি বিচারে প্রতিষ্ঠানটি মালিক সমবায় সমিতির অন্তর্গত।
মালিক শ্রেণির মানুষ নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য মালিকানা সংশ্লিষ্ট স্বার্থরক্ষায় যে সমবায় সমিতি গড়ে তোলে তাকে মালিক সমবায় সমিতি বলে। বাড়ির মালিক, দোকান মালিক ও পরিবহন মালিকরা এ ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করে।
উদ্দীপকে বংশালের ২০ জন জুতা প্রস্তুতকারী কারখানার মালিক মিলে আইনগত সত্তাবিশিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানটি পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জন করে। অর্জিত মুনাফা বিধি অনুযায়ী সঞ্চিতি তহবিলে রেখে অবশিষ্ট টাকা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেন। গঠিত এ সমিতিটি জুতা প্রস্তুতকারী কারখানার মালিকদের সমন্বয়ে গঠিত। এ সমিতিতে শুধু জুতা কারখানার মালিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় স্থান পায়। তাই বলা যায়, মালিকগণ নিজেদের স্বার্থ অর্জনের জন্য মালিক সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছে।

ঘ আমি মনে করি, সঞ্চিতি তহবিল হতে আবাসন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।
সমবায় সমিতির আইন অনুযায়ী সমবায় সমিতির ১৫% সাধারণ সঞ্চিতি তহবিলে জমার রাখার বাধ্যবাধ্যকতা রয়েছে। বাকি অর্থ এর মালিকগণ মুনাফা হিসেবে শেয়ার অনুপাতে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। সঞ্চিতি তহবিলের জমাকৃত অর্থ দিয়ে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে পারে। উদ্দীপকে প্রতিষ্ঠানটি গত তিন বছরে যথাক্রমে ৬,০০,০০০ টাকা, ৮,০০,০০০ টাকা এবং ৯,০০,০০০ টাকা মুনাফা অর্জন করে। তিন বছরের মোট মুনাফা হয় ৬,০০,০০০ + ৮,০০,০০০ + ৯,০০,০০০ বা ২৩,০০,০০০ টাকা। মুনাফার বিধি অনুযায়ী ১৫% সঞ্চিতি তহবিলে সংরক্ষণ করে। সুতরাং সঞ্চিতির পরিমাণ ২৩,০০,০০০ × ১৫% = ৩,৪৫,০০০ টাকা।
উল্লেখ্য ২০ জন মালিক নিজেদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য আফতাব নগরে এককালীন ১০,০০,০০০ টাকা প্রদান করে কিস্তিতে প্লট কেনার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তাদের সঞ্চিত মোট অর্থ আছে ৩,৪৫,০০০ টাকা, যা প্লট কেনার জন্য (১০,০০,০০০ − ৩,৪৫,০০০) বা ৬,৫৫,০০০ টাকা কম। তাই আমি মনে করি, সঞ্চিত তহবিল হতে আবাসন সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶৯ মি. শহিদুলের রাজশাহীতে পাঁচটি আমবাগান আছে। মৌসুমে আম এলাকার বাজারে বিক্রয় করে তেমন মূল্য পান না। তাই আরও ২০ জন আমবাগানের মালিককে সাথে নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তুললেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে তারা বাগানের আম একত্রিত করে এবং ট্রাক ভাড়া করে ঢাকার আড়তে বিক্রয়ের জন্য নিজেদের উদ্যোগে নিয়ে আসে। এতে তারা আমের ভালো দাম পায়। মি. শহিদুল আম সংগ্রহ ও পরিবহন কাজের জন্য সংগঠনে পাঁচজন কর্মী নিয়োগ দেয়। *[দি. বো. ১৬]*

ক. সমবায় সমিতির উপবিধি কী? ১
খ. সমবায় সমিতির সাম্যের নীতি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে মি. শহিদুলের সমবায় সমিতিটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. শহিদুলের সমবায় সমিতিটি দেশের অর্থনীতিতে যে ভূমিকা রাখছে উদ্দীপকের আলোকে তার যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-কানুন উল্লেখ থাকে তাকে সমবায় সমিতির উপবিধি (By-Laws) বলে।

খ সমবায় সমিতি সাম্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত। সমবায়ের সব সদস্যই সমান মর্যাদার অধিকারী। এটিই সমবায় সমিতির সাম্যের নীতি।
সমবায়ের সদস্যরা সামাজিক, অর্থনৈতিক বা পারিবারিকভাবে যে যেমনই হোক না কেন, সবাই এখানে সমান মর্যাদার অধিকারী। সমবায়ে কোনো সদস্য যেই পরিমাণ শেয়ার মূলধনের মালিক হোক না কেন, সাম্যের নীতিতে সবাই একটি মাত্র ভোটের অধিকারী।

গ মি. শহিদুলের সমবায় সমিতিটি একটি উৎপাদক সমবায় সমিতি।
কতিপয় উৎপাদক নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য উৎপাদন ও বিক্রয় কাজকে অধিক ফলপ্রসূভাবে পরিচালনার জন্য যে সমবায় সমিতি গড়ে তোলে তাকে উৎপাদন সমবায় সমিতি বলে। সাধারণত মধ্যস্থব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ ধরনের সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়।
উদ্দীপকে মি. শহিদুল একজন আমবাগান মালিক। তিনি আরও ২০ জন আমবাগানের মালিকের সাথে একটি সংগঠন গড়ে তুললেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে তারা বাগানের আম একত্রিত করে এবং ট্রাক ভাড়া করে ঢাকার আড়তে আম এনে বিক্রি করেন। ফলে তারা আমের ভালো দাম পান। মি. শহিদুলের এ সংগঠনটি গড়ে তোলার মাধ্যমে তারা উৎপাদিত আমের বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সহজ ও কার্যকরভাবে করতে সক্ষম হচ্ছেন। এতে তারা আমের ভালো দামও পাচ্ছেন। তাই বলা যায়, মি. শহিদুল ও উৎপাদকগণের সম্মিলিত সমবায় সমিতিটি হলো উৎপাদক সমবায় সমিতি।

ঘ মি. শহিদুলের সমবায় সমিতিটি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
উৎপাদক সমবায় সমিতি গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষি ও অন্যান্য পণ্যের উৎপাদকগণ তাদের পণ্যের কার্যকর বাজারজাতকরণে সক্ষম হন। এতে তারা মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা পান এবং অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হন।
মি. শহিদুলের সমবায় সমিতির মাধ্যমে আমবাগান মালিকরা তাদের আম একত্রিত করে ট্রাক ভাড়া করে ঢাকায় নিয়ে আসতে পারছেন। ঢাকার বাজারে আম বিক্রি করে তারা ভালো দাম পান এবং অধিক মুনাফা অর্জন করেন।
উদ্দীপকে মি. শহিদুলের সমবায় সমিতির মাধ্যমে আম বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জনের ফলে তারা ব্যবসায় সম্প্রসারণের সক্ষম হবেন। এতে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। এছাড়া সদস্যরা তাদের সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করায় দেশের মোট বিনিয়োগের পরিমাণও বাড়বে। তাই বলা যায়, মি. শহিদুলের সংগঠনটি প্রত্যক্ষভাবে সদস্যদের এবং পরোক্ষভাবে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶১০ মায়ানীর কৃষকরা ধানের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। সমিতি কৃষকদের উন্নত বীজ সরবরাহের পাশাপাশি ধান বিপণনে সহায়তা ও প্রয়োজনে গৃহনির্মাণে ঋণ প্রদান করে। গত তিন বছরে তাদের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫০,০০০, ৮০,০০০ ও ১,০০,০০০ টাকা। *[কু. বো. ১৬]*

ক. সমবায় সমিতির সংজ্ঞা দাও। ১
খ. 'একতাই বল' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমিতির উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রকৃতি বর্ণনা করো। ৩
ঘ. গত তিন বছরে তাদের সঞ্চিতি তহবিলের ন্যূনতম জমার পরিমাণ কত? ব্যাখ্যা করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমমনা ও সমশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিবর্গ সমঅধিকারের ভিত্তিতে মিলিত হয়ে যে সংগঠন গড়ে তোলে তাকে সমবায় সমিতি বলে।

খ 'একতাই বল' এ মৌলিক নীতির ওপর সমবায় প্রতিষ্ঠিত। এ নীতির মূল বিষয় হলো সদস্যদের মধ্যে একতা বজায় রাখা।

http://teachingbd.com

দরিদ্র ও সমমনা ব্যক্তিরা নিজেদের সীমিত সামর্থ্যকে একত্রিত করে সমবায় গঠন করে। তাই সফলতা লাভে যেকোনো অবস্থাতেই এর সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হয়। সমবায় সমাজের দুর্বল শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করে পারস্পরিক সহযোগিতায় পথ চলার নতুন দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। এতে তাদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা হয়ে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। এটিই সমবায়ের একতাই বল নীতির মূল ভাষ্য।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমিতিটি একটি বহুমুখী সমবায় সমিতি।
একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কোনো সমবায় সমিতি গঠিত হলে তাকে বহুমুখী সমবায় সমিতি বলে। বহুমুখী সমবায় সমিতি উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, ঋণদান ইত্যাদি উদ্দেশ্যে গঠিত হতে পারে।
উদ্দীপকে মায়ানীর কৃষকরা ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। সমিতি কৃষকদের উন্নত বীজ সরবরাহের পাশাপাশি ধান বিপণনে সহায়তা ও প্রয়োজনে গৃহনির্মাণে ঋণ প্রদান করে। অর্থাৎ উক্ত সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য সীমিত নয়। যেকোনো বৈধ উপায়ে সদস্যদের অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করাই হলো এ সমবায়ের কাজ।

ঘ উদ্দীপকের সমবায় সমিতির গত তিন বছরে অর্জিত মুনাফার ১৮% সঞ্চিতি তহবিলে জমা হবে। এক্ষেত্রে সমিতিটির বিগত তিন বছরে মোট মুনাফা হয়েছে (৫০,০০০ + ৮০,০০০ + ১,০০০০০) টাকা বা ২,৩০,০০০ টাকা।

অতএব, সঞ্চিতির পরিমাণ হবে $= \frac{\text{মোট মুনাফা} \times ১৮}{১০০}\%$

$= \frac{২৩০,০০০ \times ১৮}{১০০}\%$

= ৪১,৪০০ টাকা।

সুতরাং গত তিন বৎসরে সমিতির সঞ্চিতির পরিমাণ হবে ৪১,৪০০ টাকা।

প্রশ্ন ▶ ১১ মধ্যস্থব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে পদ্মাপাড়ের জেলেরা মাছের ন্যায্য মূল্যের জন্য একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। ২০১৫ সাল পর্যন্ত তাদের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ—

বছর	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
মুনাফা	২০,০০০ টাকা	২৫,০০০ টাকা	৩০,০০০ টাকা	৩৫,০০০ টাকা

তারা বিধিবদ্ধ ন্যূনতম হারে সংরক্ষিত ও উন্নয়ন তহবিল সংরক্ষণ করে। তহবিলের টাকা হতে তারা ২৫,০০০ টাকা মূল্যের একটি নতুন ফ্রিজ ক্রয়ের জন্য চিন্তা করছে। *[সি. বো. ১৬]*

ক. সমবায় সমিতি কী? ১
খ. সমবায়ের সাম্যের নীতি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. পদ্মাপাড়ের জেলেরা কোন ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তহবিলের টাকায় তারা কি ফ্রিজ ক্রয় করতে পারবে? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমমনা ও সমশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিবর্গ সমঅধিকারের ভিত্তিতে মিলিত হয়ে যে সংগঠন গড়ে তোলে তাকে সমবায় সমিতি বলে।

খ সমবায় সমিতি সাম্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত। সমবায়ের সব সদস্যই সমান মর্যাদার অধিকারী। এটিই সমবায় সমিতির সাম্যের নীতি।
সমবায়ের সদস্যরা সামাজিক, অর্থনৈতিক বা পারিবারিকভাবে যে যেমনই হোক না কেন, সবাই এখানে সমান মর্যাদার অধিকারী। সমবায়ে কোনো সদস্য যেই পরিমাণ শেয়ার মূলধনের মালিক হোক না কেন, সাম্যের নীতিতে সবাই একটি মাত্র ভোটের অধিকারী।

গ পদ্মাপাড়ের জেলেরা উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠন করেছে।
কতিপয় ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক বা উৎপাদকের পারস্পরিক আর্থিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে ও বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা ভোগ করার জন্য তাদের সীমিত সামর্থ্যকে একত্রিত করে উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠন করে। কাঁচামাল ক্রয় থেকে শুরু করে বিক্রয় পর্যন্ত মধ্যস্থব্যবসায়ীদের শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা পেতে এ সমবায় সমিতি গঠন করা হয়।
উদ্দীপকে পদ্মাপাড়ের জেলেরা মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা ও মাছের ন্যায্যমূল্য পেতে সমবায় সমিতি গঠন করে। এ সমিতি গঠন করার ফলে সদস্যরা সঠিকভাবে মৎস্য উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় কার্যসম্পাদন করতে পারবে। তারা মধ্যস্থব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের মাধ্যমে মাছের ন্যায্যমূল্য পাবে। এতে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন ঘটবে। তাই বলা যায়, পদ্মাপাড়ের জেলেরা উৎপাদন সমবায় সমিতি গঠন করেছে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, জেলেরা তহবিলের টাকায় ফ্রিজ ক্রয় করতে পারবে না।
সমবায় সমিতির অর্জিত মুনাফার সম্পূর্ণই সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয় না। আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে অর্জিত মুনাফার ন্যূনতম ১৫% সংরক্ষিত তহবিলে এবং ৩% সমবায় উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়।
পদ্মাপাড়ের জেলেরা উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠন করেছে। তারা তাদের অর্জিত মুনাফার ন্যূনতম ১৮% সংরক্ষিত ও উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখে। অর্থাৎ সংরক্ষিত তহবিলে ১৫% ও উন্নয়ন তহবিলে ৩% সংরক্ষণ করে। সুতরাং ২০১২ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত তাদের তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায়—

$= \frac{(২০,০০০ + ২৫,০০০ + ৩০,০০০ + ৩৫,০০০) \times ১৫}{১০০}\%$

$= \frac{১,১০,০০০ \times ১৫}{১০০}\%$

= ১৬,৫০০ টাকা।

অতএব তহবিলের টাকার পরিমাণ ১৬,৫০০ টাকা। কিন্তু তারা ফ্রিজ ক্রয়ের চিন্তা-ভাবনা করছে ২৫,০০০ টাকার। যেখানে আরও ৮,৫০০ টাকা ঘাটতি রয়েছে। সুতরাং তহবিলের টাকায় তারা ফ্রিজ ক্রয় করতে পারবে না।

প্রশ্ন ▶ ১২ জামিল একটি তাঁতি সমবায় সমিতির সদস্য। অন্যদের তুলনায় সে বিত্তবান। সমবায়ের ১০ লক্ষ টাকা শেয়ার মূলধনের মধ্যে জামিলের একার মূলধনই ২ লক্ষ টাকা। জামিল চায় মূলধন বাড়িয়ে সমবায়ের কর্তৃত্ব নিতে। কিন্তু নির্বাচনের সময় সবারই এক ভোট হওয়ায় তার চিন্তা কোনো কাজে আসেনি। সমবায়টির বার্ষিক মুনাফা হয়েছিল ২ লক্ষ টাকা। জামিলকে দেওয়া হয়েছে ৩২ হাজার টাকা। সে আরও বেশি পাবে ভেবেছিল। তাই সে ক্ষুব্ধ। *[য. বো. ১৬]*

ক. উৎপাদক সমবায় সমিতি কী? ১
খ. সমবায় সমিতিতে মুনাফা কীভাবে বণ্টিত হয়? ২
গ. জামিল ইচ্ছা করলেই কি শেয়ার মূলধন বাড়াতে পারত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জামিলের কম মুনাফা পাওয়া কি যুক্তিযুক্ত? মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিভিন্ন ধরনের পণ্যের উৎপাদকরা পণ্য বিক্রয় সুবিধা পেতে যে সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন তাকে উৎপাদক সমবায় সমিতি বলে।

খ সমবায় সমিতির মুনাফা সমবায় আইন অনুযায়ী বণ্টন করা হয়।
একটি সমবায় সমিতি নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। অর্জিত মুনাফার ১৫% সংরক্ষিত তহবিলে এবং ৩% সমবায় উন্নয়ন

http://teachingbd.com

তহবিলে জমা রাখতে হয়। অবশিষ্ট মুনাফা সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপবিধি মোতাবেক সদস্যদের মধ্যে শেয়ার অনুপাতে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

গ জামিল ইচ্ছা করলেই শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি করতে পারত না।

মূলধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে শেয়ার বলে। সমবায় সমিতির মোট মূলধনের ক্ষুদ্র অংশকে শেয়ারে বিভক্ত করে সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

উদ্দীপকে জামিল একটি তাঁতি সমবায় সমিতির সদস্য। তার সমিতির মোট শেয়ারের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশে প্রচলিত সমবায় আইন অনুযায়ী একজন সদস্য মোট শেয়ারের এক-পঞ্চমাংশের বেশির মালিক হতে পারবে না। তাঁতি সমবায় সমিতিটির মোট মূলধনের ৫ ভাগের ১ ভাগ, অর্থাৎ ১০ লক্ষ ÷ ৫ = ২ লক্ষ টাকার বেশি শেয়ার কোনো সদ্য ক্রয় করতে পারবে না। জামিল ইতিমধ্যে ২ লক্ষ টাকার শেয়ার ক্রয় করেছে। তাই সে শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি করতে চাইলেও আইনের কারণে পারবে না।

ঘ জামিল কম মুনাফা পাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

সমবায় সমিতির অর্জিত মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয় না। ২০০১ সালের আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে অর্জিত মুনাফার ন্যূনতম ১৫% সংরক্ষিত তহবিল এবং ৩% সমবায় উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়।

উদ্দীপকের জামিল মোট শেয়ার মূলধনের ৫ ভাগের ১ ভাগ শেয়ারের মালিক হওয়ায়, মুনাফাও ৫ ভাগের ১ ভাগ পাবে। তাদের বার্ষিক মুনাফা হয় ২,০০,০০০ টাকা। এ মুনাফা থেকে সংরক্ষিত তহবিল ও সমবায় উন্নয়ন তহবিলের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে (২,০০,০০০ × ১৮%) = ৩৬,০০০ টাকা। আর বাকি টাকা (২,০০,০০০ – ৩৬,০০০) = ১,৬৪,০০০ টাকা সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

তাহলে জামিল মুনাফা পাবে = (১,৬৪,০০০ ÷ ৫) = ৩২,৮০০ টাকা। কিন্তু তাকে দেওয়া হয়েছে ৩২,০০০ টাকা। সে এটা নিয়ে ক্ষুব্ধ। কেননা তাকে ৮০০ টাকা কম দেওয়া হয়েছে। সমবায় আইন অনুযায়ী জমিলের ৮০০ টাকা মুনাফা কম পাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রশ্ন ▶ ১৩ অমরসিংহপুর গ্রামের সাধারণ কৃষকরা তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পাবার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। এ সমিতির শেয়ারের সংখ্যা ২০,০০০। গত বছর সমিতির লাভের পরিমাণ ১,৫০,০০০ টাকা। জনাব রফিক এ সমিতির একজন সাধারণ সম্পাদক। তার শেয়ারের সংখ্যা ১,০০০টি। বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বোচ্চ লভ্যাংশ বণ্টনের সিদ্ধান্ত হয়। রফিক সমিতি হতে ৬,৩৭৫ টাকা লভ্যাংশ উত্তোলন করেন। সমিতিটির দ্বারা গ্রামবাসীরা মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। *[বি. বো. ১৬]*

ক. শেয়ার কী? ১

খ. 'একতাই বল সমবায়ের মূলমন্ত্র'- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে অমরসিংহপুর গ্রামের কৃষকরা কোন ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুসারে সমবায় সমিতিতে কোন নীতির অভাব দেখা দেয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূলধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে শেয়ার বলে।

খ পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে সমবায় আইনের অধীনে সমশ্রেণির ব্যক্তিদের গঠিত পরিচালিত সংগঠন হলো সমবায় সমিতি।

সমবায়ের মূলমন্ত্র হলো 'একতাই বল'। সমবায়ের মাধ্যমে সমমনা ব্যক্তিগণ ঐক্যবদ্ধ হন। এতে করে তাদের আর্থিক ও মানসিক শক্তি মজবুত হয়। সদস্যরা একত্রিত থাকায় যেকোনো সমস্যা সহজে সমাধান করতে পারে। সমবায় টিকে থাকাও নির্ভর করে সকলের মধ্যে ঐক্য থাকার ওপর। এজন্যই বলা হয়, 'একতাই' সমবায়ের মূলমন্ত্র।

গ অমরসিংহপুর গ্রামের কৃষকরা যে সমবায় সমিতি গঠন করেছেন তা উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বিক্রয় সমবায় সমিতি।

একই এলাকায় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অধিক সুবিধা পাবার জন্য এলাকার উৎপাদকরা যে সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন তাই বিক্রয় সমবায় সমিতি।

উদ্দীপকের অমরসিংহপুর গ্রামের সাধারণ কৃষকরা তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পাবার জন্য সমবায় সমিতি গঠন করেছেন। এ কৃষকরা সবাই উৎপাদক। উদ্দেশ্য বিবেচনায় অমরসিংহপুর গ্রামের কৃষকদের উদ্দেশ্য হলো ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি। অর্থাৎ উৎপাদকরা বিক্রেতার ভূমিকা পালন করবেন এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সুবিধা অর্জন করতে চান। কৃষকরা একত্রিত হওয়ায় তারা ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে পারবেন। সুতরাং উদ্দেশ্য বিবেচনায় উৎপাদকরা যে সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছেন সেটি একটি বিক্রয় সমবায় সমিতি।

ঘ অমরসিংহপুর গ্রামের সমবায় সমিতিতে মুনাফা বণ্টনের নীতির অভাব দেখা দেয়।

যে নীতি মেনে সমবায় সমিতির অর্জিত মুনাফা বণ্টিত হয় সেই নীতিকে মুনাফা বণ্টনের নীতি বলে। এ নীতি অনুযায়ী সমবায়ের মুনাফা বণ্টিত হয়।

উদ্দীপকের সমবায় সমিতিটির লাভের পরিমাণ ১,৫০,০০০ টাকা। সমবায় আইন অনুযায়ী এ লাভের ১৫% সংরক্ষিত তহবিল এবং ৩% উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়। বাকি ৮২% লাভ সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রতি সদস্য তার ক্রয়কৃত শেয়ার অনুপাতে মুনাফা পাবেন।

সুতরাং বণ্টনযোগ্য মুনাফার পরিমাণ হলো = ১,৫০,০০০ × ১৮%
= ২৭,০০০ টাকা

সুতরাং (১,৫০,০০০ – ২৭,০০০)
অথবা, ১,২৩,০০০ টাকা।

উদ্দীপকে জনাব রফিকের শেয়ারের পরিমাণ ১,০০০টি। সুতরাং তার প্রাপ্য মুনাফার পরিমাণ হবে $= \frac{\text{মুনাফার পরিমাণ} \times \text{শেয়ার সংখ্যা}}{\text{মোট শেয়ার সংখ্যা}}$

$= \frac{১,২৩,০০০ \times ১,০০০}{২০,০০০} = ৬,১৫০$ টাকা।

জনাব রফিকের মুনাফা পাওয়ার কথা ৬,১৫০ টাকা। কিন্তু তিনি পেয়েছেন ৬,৩৭০ টাকা, যা সমবায় নীতির পরিপন্থী। সুতরাং সমিতিতে মুনাফা বণ্টন নীতি মেনে চলা হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ১৪ মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কুয়াকাটার জেলেরা মাছের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার জন্য বন্ধন নামে সমবায় সমিতি গঠন করে। ২০১৭ সাল পর্যন্ত তাদের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ নিম্নরূপ:

বছর	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
মুনাফা	৮০,০০০	৯৭,০০০	১,০০,০০০	৭০,০০০	৮৫,০০০

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

তারা বিধিবদ্ধ ন্যূনতম হারে সংরক্ষিত ও উন্নয়ন সংরক্ষণ করে। তহবিলের টাকা থেকে তারা ৯০,০০০ টাকা মূল্যের একটি ট্রলার ক্রয়ের জন্য চিন্তাভাবনা করছে।

ক. বিধিবদ্ধ কোম্পানি কী? ১

খ. কোম্পানি সংগঠনকে কৃত্রিম সত্তাবিশিষ্ট সংগঠন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'বন্ধন' নামে প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সমবায় সমিতি? বর্ণন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতিতে তহবিলের টাকায় কুয়াকাটার জেলেরা কি একটি ট্রলার ক্রয় করতে পারবে? তোমার মতামত দাও। ৪

http://teachingbd.com

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের আইন-সভা বা সংসদ প্রণীত বিশেষ আইন তথা রাষ্ট্রপ্রধানের অধ্যাদেশ বলে গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিকে বিধিবদ্ধ কোম্পানি বলে।

খ ব্যক্তি না হয়েও ব্যক্তির ন্যায় মর্যাদা ও অধিকার লাভকে কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বোঝায়।

কোম্পানি আইন অনুযায়ী গঠিত ব্যবসায় এ মর্যাদা পেয়ে থাকে। কোম্পানি মালিক ছাড়া নিজ নামে পরিচালিত হয়। নিজ নামে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে। কোনো পক্ষের সাথে চুক্তি, লেনদেনও করতে পারে। এ কারণে কোম্পানি সংগঠনকে কৃত্রিম সত্তাবিশিষ্ট সংগঠন বলে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'বন্ধন' নামে প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদক সমবায় সমিতি।

কতিপয় উৎপাদক নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এ সমিতি গঠন করে। বিভিন্ন ধরনের উৎপাদকগণ (কৃষক, মৎসজীবী, মৃৎশিল্পী) এ ধরনের সমিতি গঠন করে। এর মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়া ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের কুয়াকাটার জেলেরা মিলে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। তারা মাছের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার জন্য এ সমিতি গঠন করে। বিভিন্ন মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের জন্য তারা মাছের সঠিক মূল্য পায় না। উদ্দীপকের জেলেদের সমিতিটির বৈশিষ্ট্য উৎপাদক সমবায়ের সাথে মিলে যায়। তাই বলা যায়, কুয়াকাটার জেলেরা উৎপাদক সমবায় গঠন করেছে।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণিত পরিস্থিতিতে তহবিলের টাকায় কুয়াকাটার জেলেরা ট্রলার ক্রয় করতে পারবে না।

সমবায়ের আইন অনুযায়ী সমিতিকে মুনাফার ১৫% সংরক্ষিত এবং ৩% উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখতে হয়।

২০১৭ সাল পর্যন্ত মোট তহবিলের পরিমাণ:

সাল	মুনাফা	সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ১৮%	মোট টাকা
২০১৩	৮০,০০০	৮০,০০০ × ১৮%	১৪,৪০০
২০১৪	৯৭,০০০	৯৭,০০০× ১৮%	১৭,৪৬০
২০১৫	১,০০,০০০	১,০০,০০০ × ১৮%	১৮,০০০
২০১৬	৭০,০০০	৭০,০০০ × ১৮%	১২,৬০০
২০১৭	৮৫,০০০	৮৫,০০০ × ১৮%	১৫,৩০০
			৭৭,৭৬০

উদ্দীপকের সমবায়ের ট্রলারের মূল্য ৯০,০০০ টাকা। কিন্তু ২০১৭ সাল পর্যন্ত তাদের মোট তহবিল দাঁড়ায় ৭৭,৭৬০ টাকা। ঘাটতি রয়েছে (৯০,০০০ – ৭৭,৭৬০) = ১২,২৪০ টাকা।

সুতরাং, ২০১৭ সাল পর্যন্ত তহবিলের টাকা দিয়ে তারা ট্রলার ক্রয় করতে পারবে না।

প্রশ্ন ▶ ১৫ মাঝকান্দী গ্রামের অসচ্ছল পরিবারের সন্তান রাহাত ফরিদপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ব্লক ও বাটিকের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে বাড়িতে বসেই ব্লক ও বাটিকের কাজ করে। এতে তার সংসারে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। পরবর্তীতে সে একটি সমবায় সমিতির সদস্য হয়; যে সমিতি সদস্যদের শুধু ঋণ দেয়। উক্ত সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে তার কাজের পরিধি বৃদ্ধি করে অনেক রকম পোশাকও তৈরি করছে। সংসারে সচ্ছলতা ফিরে আসায় সে এখন স্বপ্ন দেখছে ঢাকায় নিজস্ব একটি শো-রুম প্রতিষ্ঠার। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. সমবায় সমিতির উপবিধি কী? ১

খ. বহুমুখী সমবায় সমিতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. রাহাতের সমবায় সমিতিটি কোন ধরনের বলে তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৩

ঘ. রাহাতের মতে অনেকেরই জীবনমান উন্নত করতে এ ধরনের সমবায় সমিতি ভূমিকা রাখতে পারে। তোমার মতামত দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-কানুন উল্লেখ থাকে, তাকে সমবায় সমিতির উপবিধি (By-Laws) বলে।

খ একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গঠিত সমিতিকে বহুমুখী সমবায় সমিতি বলে।

এ ধরনের সমিতি সাধারণত উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, ঋণদান ইত্যাদি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গঠিত হয়। অন্য সমিতির মতো একটি মাত্র উদ্দেশ্যের জন্য এটি গঠিত হয় না। আমাদের দেশে অধিকাংশ সমবায় সমিতিই বহুমুখী সমবায় সমিতির আওতাভুক্ত।

গ রাহাতের সমবায় সমিতিটি ঋণদান সমবায় সমিতি।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদক, কৃষিজীবী প্রভৃতি পেশার ব্যক্তি সদস্যকে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য এ সমিতি গড়ে ওঠে। সমবায় সমিতির সদস্যরা শেয়ার ক্রয় করে তহবিল তৈরি করে। অনেক সময় সমবায় ব্যাংক বা অন্যান্য ব্যাংক থেকে তহবিল সংগ্রহ করে। তারপর তহবিল থেকে সদস্যদের ঋণ প্রদান করা হয়।

উদ্দীপকের মাঝকান্দী গ্রামের অসচ্ছল পরিবারের সন্তান রাহাত। সে ফরিদপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ব্লক ও বাটিকের ওপর প্রশিক্ষণ নেয়। তারপর সে বাড়িতে বসেই ব্লক ও বাটিকের কাজ করে। এতে তার সংসারে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা হয়। পরবর্তীতে সে একটি সমবায় সমিতির সদস্য হয়। ঐ সমিতি শুধু সদস্যদের ঋণ দেয়। উক্ত সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সে কাজের পরিধি বাড়ায়। তার ঋণ নেয়া প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যের সাথে ঋণদান সমবায় সমিতির মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, রাহাতের সমবায় সমিতিটি ঋণদান সমবায় সমিতি।

ঘ রাহাতের মতো অনেকেরই জীবন মান উন্নত করতে ঋণদান সমবায় সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কৃষিজীবী বা স্বল্প আয়ের বিভিন্ন পেশার মানুষের ঋণসুবিধা প্রদানের জন্য ঋণদান সমবায় সমিতি গঠিত হয়। তবে এক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাকে অবশ্যই সমিতির সদস্য হতে হয়। সদস্যদের কাছ থেকে বিভিন্ন ভাবে (শেয়ার বিক্রয়, জামানত ইত্যাদি) এ সমিতি তহবিল সংগ্রহ করে। প্রয়োজনে ব্যাংক থেকেও তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। সদস্যদের প্রয়োজনে এ সমিতি ঋণ দিয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মাঝকান্দী গ্রামের অসচ্ছল পরিবারের সন্তান রাহাত। সে ফরিদপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ব্লক ও বাটিকের ওপর প্রশিক্ষণ নেয়। তারপর বাড়িতে বসেই ব্লক এবং বাটিকের কাজ করে। পরবর্তীতে সে একটি ঋণদান সমবায় সমিতির সদস্য হয়ে ঋণ নেয়। এতে তার কাজের পরিধি বাড়ে। তার এখন স্বপ্ন ঢাকায় নিজস্ব একটি শো-রুম প্রতিষ্ঠা করা।

বেকার ও অসচ্ছল যুবকদের জন্য ঋণদান সমবায় সমিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এ সমিতির সদস্য হয়ে কোনো জটিলতা ছাড়াই ঋণ নিয়ে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা যায়। ঋণদান সমবায় সমিতি সদস্যদের স্বল্প অথবা বিনা সুদে ঋণ দিয়ে থাকে। সদস্যরা ঋণ নিয়ে তাদের প্রয়োজন মিটাতে পারে। নানা রকম জটিলতার (অধিক সুদ, জামানত) কারণে তারা উদ্যোগ নিয়েও সহজ ঋণের অভাবে কাজ করতে পারে না। অন্যদিকে এ সমবায় সমিতির মাধ্যমে তারা খুব সহজেই ঋণ পেতে পারছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এতে তাদের জীবনমানের পরিবর্তন হচ্ছে। তাই বলা যায়, ঋণদান সমবায় সমিতি রাহাতের মতো অনেকেরই জীবনমান উন্নত করতে ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ জনাব সিরাজ একজন চতুর্থ শ্রেণির সরকারি চাকরিজীবী। তিনি পরিবারসহ ঢাকায় বসবাস করেন। স্বল্প আয়ে তার পরিবার অনেক কষ্টে চলে। জনাব সিরাজ লক্ষ্য করলেন সমবায় ব্যবসায় গঠন করে তিনি তার বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন এবং তার সাথে সাথে অন্যরাও এ সংগঠন থেকে লাভবান হতে পারবেন। *[ঢাকা কলেজ]*

http://teachingbd.com

ক. সমবায় সংগঠন কী? ১
খ. সমবায় সংগঠনের মূলমন্ত্র সম্পর্কে লেখো। ২
গ. জনাব সিরাজ কেন সমবায় সংগঠন গঠন করতে চান? বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. "সমবায় সমিতি সিরাজের মতো দরিদ্র লোকদের ভাগ্য উন্নয়নে সাহায্য করে"- উক্তিটি উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমমনা ও সমশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের সমঅধিকারের ভিত্তিতে গড়ে তোলা সংগঠনকে সমবায় সংগঠন বলে।

খ সমবায় সংগঠনের মূলমন্ত্র হলো 'একতাই বল।'
সকলে মিলে একভাবে, একমনে ও একত্রে চলার দৃঢ় ইচ্ছাই হলো একতা। ঐক্যবদ্ধভাবে চলার ফলে একতা সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক সমবায়ীকে বুঝতে হয় যে ঐক্যই তাঁদের শক্তি। তাই এটি বিনষ্ট হয় এমন কোনো কাজ থেকে সদস্যরা বিরত থাকে। এজন্য একতাকে সমবায়ের মূলমন্ত্র বলা হয়।

গ জনাব সিরাজ তার আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সমবায় সংগঠন করতে চান।
সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করা সমবায় সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। জীবনে সচ্ছলতা আনয়ন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যই সমবায় সমিতি গড়ে তোলা হয়।
উদ্দীপকের জনাব সিরাজ একজন চতুর্থ শ্রেণির সরকারি চাকরিজীবী। তার স্বল্প আয়ে অনেক কষ্টে তার পরিবার চলে। জনাব সিরাজ তাই সমবায় সমিতি গঠনের কথা ভাবলেন। এর ফলে তার বর্তমান আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে। এছাড়া সমবায়ের অন্য সদস্যদেরও উপকার হবে। তাই বলা যায় যে, জনাব সিরাজ মূলত তার আর্থিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সমবায় সমিতি গঠন করতে চান।

ঘ সমবায় সমিতি সিরাজের মতো দরিদ্র লোকদের ভাগ্য উন্নয়নে সাহায্য করে– উক্তিটি যথার্থ।
পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমমনা ও সমশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের গড়ে তোলা সংগঠন হলো সমবায় সমিতি। দারিদ্র্য দূরীকরণ, সদস্যদের কল্যাণ সাধন, মূলধন গঠন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
উদ্দীপকের সিরাজ তার পরিবারসহ ঢাকায় বাস করেন। তার স্বল্প আয়ে পরিবারের খরচ চালানো কষ্ট হয়ে যায়। তাই জনাব সিরাজ সমবায় সমিতি গঠনের কথা ভাবলেন।
এতে তার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে। এছাড়াও সমিতির অন্য সদস্যরাও আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। সমবায় হচ্ছে সমাজের নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের সংগঠন। ধনী শ্রেণির শোষণের হাত থেকে নিজদের রক্ষা করে আর্থিক সচ্ছলতা আনার জন্য সমবায় সংগঠনের আবির্ভাব হয়।
উদ্দীপকের জনাব সিরাজ চতুর্থ শ্রেণির সরকারি চাকরিজীবী। সে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সেখানে তার আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করতে পারবেন। এছাড়াও চাইলে সদস্যরা ন্যায্যমূল্যে পণ্যদ্রব্য কিনতে পারবেন। সমিতির সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ থাকায় একজনের সমস্যায় সবাই মিলে সহযোগিতা করে থাকেন। তাই সকল সদস্যের কল্যাণ সাধন হয়। এভাবেই সমবায় সমিতি সিরাজের মতো দরিদ্র লোকদের ভাগ্য উন্নয়নে সহায়তা করে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ নাসিরাবাদ গ্রামের সাধারণ কৃষকরা তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার জন্য একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। এ সমিতির শেয়ারের সংখ্যা ৪০,০০০। গত বছর সমিতির লাভের পরিমাণ ৩,০০,০০০ টাকা। জনাব হাসান এ সমিতির একজন সাধারণ সম্পাদক। তার শেয়ারের সংখ্যা ২,০০০টি। বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বোচ্চ লভ্যাংশ বণ্টনের সিদ্ধান্ত হয়। মি. হাসান সমিতি থেকে ১২,৭৫০ টাকা উত্তোলন করেন। সমিতির দ্বারা গ্রামবাসী মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক. সমবায় উপবিধি কী? ১
খ. মিশ্র সমবায় সমিতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে নাসিরাবাদ গ্রামের কৃষকরা কোন ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সমবায় সমিতি থেকে জনাব হাসান কি যথাযথ বিধি মোতাবেক লভ্যাংশ উত্তোলন করেছেন? মতামত দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাজের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের নিয়ম উল্লেখ থাকে, তাকে সমবায়ের উপবিধি (By-laws) বলে।

খ ব্যক্তি সদস্য এবং প্রাথমিক সমিতি একত্রিত করে গঠিত সমিতিকে মিশ্র সমবায় সমিতি বলে।
ব্যক্তি সদস্য ও প্রাথমিক সমিতি মিলে এর সদস্য কমপক্ষে ২০ জন হতে হয়। তার মধ্যে কমপক্ষে ১২ জনকে প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্য থাকতে হয়। ব্যক্তি ও সমিতি সদস্য থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিদের ওপর এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে।

গ উদ্দীপকে নাসিরাবাদ গ্রামের কৃষকরা উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠন করেছেন।
উৎপাদকগণ তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উৎপাদন ও বিক্রয় কাজকে অধিক ফলপ্রসূ করার জন্য এ সমিতি গঠন করেন। সাধারণত উৎপাদকরা পণ্য উৎপাদন, বিক্রয়ের সময় নানা সমস্যায় ভোগেন। মহাজন, মধ্যস্থ ব্যবসায়ী এদের জন্য তারা ন্যায্যমূল্য পান না। এ অসুবিধা থেকে মুক্তির জন্য উৎপাদকরা এ সমিতি গঠন করেন। এতে তারা তাদের অধিকার আদায় করতে পারেন।
উদ্দীপকের নাসিরাবাদ গ্রামের কৃষকরা তাদের ফসলের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। তারা বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করেন। উৎপাদনের পর তারা ঐ ফসল বিক্রয় করেন। কিন্তু তাদের শ্রম অনুযায়ী দাম পান না। ফসলের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হন। তাই তারা উৎপাদিত পণ্য ভোক্তার কাছে সরাসরি বিক্রয় করে ন্যায্যমূল্য পেতে সমবায় সমিতি গঠন করেন। ফলে তারা মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে রক্ষা পান। তাদের গঠিত সমিতির উদ্দেশ্য উৎপাদক সমবায় সমিতির সাথে মিলে যায়। তাই বলা যায়, তাদের গঠিত সমবায় সমিতি উৎপাদক সমবায় সমিতি।

ঘ উদ্দীপকে সমবায় সমিতি থেকে জনাব হাসান যথাযথ বিধি মোতাবেক লভ্যাংশ উত্তোলন করেননি।
সমবায় সমিতির মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে সমবায় আইন মেনে বণ্টন করতে হয়। সমবায় আইন অনুযায়ী অর্জিত মুনাফা থেকে ১৫% সঞ্চিত ও ৩% উন্নয়ন তহবিলে রাখতে হয়। বাকি অংশ সদস্যদের মাঝে চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন করতে হয়।
উদ্দীপকের সমবায় সমিতির লাভের পরিমাণ ৩,০০,০০০ টাকা। সমবায় আইন অনুযায়ী বণ্টনযোগ্য মুনাফা হবে অর্জিত মুনাফার ৮২%।
সুতরাং, বণ্টনযোগ্য মুনাফা = ৩,০০,০০০ × ৮২% = ২,৪৬,০০০ টাকা
জনাব হাসানের শেয়ারের পরিমাণ ২,০০০টি। সুতরাং তার প্রাপ্য মুনাফার পরিমাণ হবে $= \frac{\text{মুনাফার পরিমাণ} \times \text{শেয়ার সংখ্যা}}{\text{মোট শেয়ার}}$

$= \frac{২,৪৬,০০০ \times ২,০০০}{৪০,০০০} = ১২,৩০০$ টাকা

আইন অনুযায়ী জনাব হাসানের মুনাফা পাওয়ার কথা ১২,৩০০ টাকা কিন্তু তিনি ১২,৭৫০ টাকা উত্তোলন করেন। যা বিধি মোতাবেক মুনাফা থেকে (১২,৭৫০ − ১২,৩০০) = ৪৫০ টাকা বেশি। তাই বলা যায়, জনাব হাসান বিধি মোতাবেক লভ্যাংশ উত্তোলন করেননি।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ১৮ মি. জীবন তার এলাকার ২০ জন উৎপাদক নিয়ে একটি সমবায় সংগঠন গড়ে তোলেন। সদস্যগণ এ সমবায় হতে ঋণ সুবিধা পাওয়ার পাশাপাশি উৎপাদনের কাঁচামাল ক্রয় এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় সুবিধা ভোগ করে। সমিতিটি ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে যথাক্রমে ১, ২, ও ৩ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করে। ২০১৭ সালের জুন মাসে সমিতিটি সিদ্ধান্ত নেয় সঞ্চিতি তহবিল থেকে ১,০৮,০০০ টাকা দামের মেশিনারিজ ক্রয় করা হবে। *[ঢাকা কমার্স কলেজ]*

ক. কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি কী? ১

খ. সমবায়ের নিরপেক্ষতার নীতিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. জীবন উদ্দেশ্যভিত্তিক কোন ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সঞ্চিতি তহবিলের অর্থে মেশিন ক্রয়ের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বর্ণনা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কতিপয় প্রাথমিক সমিতি একত্রিত হয়ে যে সমিতি গঠিত হয় তাকে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বলে।

খ কোনো পক্ষপাতিত্ব না করে সবাইকে একইভাবে মূল্যায়ন করাই হলো নিরপেক্ষতার নীতি।

সমবায়ে সবাইকে সমপর্যায়ে মূল্যায়ন করা হয়। এতে সবাই সমমর্যাদার অধিকারী। একজন সদস্য সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিকভাবে যে পর্যায়েরই হোক না কেন তাকে অন্য সকলের মতোই সমানভাবে মূল্যায়ন করা হবে। সমিতির কার্যপরিচালনায় অংশগ্রহণ বা কোনো অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে একজনকে অন্যজনের ওপর প্রাধান্য দেয়ার সুযোগ এতে নেই। এতে 'আইনের চোখে সবাই সমান' এই বিশ্বাসের সাথে কাজ পরিচালনা করতে হয়।

গ মি. জীবন উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করেছেন।

একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। এটি সাধারণত উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, ঋণদান প্রভৃতি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গঠন করা হয়।

উদ্দীপকের মি. জীবন তার এলাকার ২০ জন উৎপাদক নিয়ে একটি সমবায় সংগঠন গড়ে তুলেছেন। এর সদস্যগণ এই সমিতি থেকে ঋণ সুবিধার পাশাপাশি উৎপাদনের কাঁচামাল ক্রয় ও উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ে সুবিধা পায়। তাই দেখা যায়, মি. জীবনের গঠিত সমবায় সমিতির মাধ্যমে একাধিক উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে। অর্থাৎ এটি একাধারে ঋণদান, কাঁচামাল ক্রয় ও পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কাজ করছে। তাই একে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বহুমুখী সমবায় সমিতি বলা যায়।

ঘ সমিতির সঞ্চিতি তহবিলের অর্থে মেশিন ক্রয়ের সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক নয়।

সমবায় আইন অনুযায়ী সমবায় সমিতির অর্জিত মুনাফার ১৫% সঞ্চিতি তহবিলে সংরক্ষণ করতে হয়। সে হিসেবে সমিতির তিন বছরে অর্জিত মুনাফার মোট পরিমাণ হলো (১,০০,০০০ + ২,০০,০০০ + ৩,০০,০০০) = ৬,০০,০০০ টাকা। অতএব তাদের সমিতির সঞ্চিতি তহবিলের পরিমাণ হলো ৬,০০,০০০ × ১৫% = ৯০,০০০ টাকা। তাদের সঞ্চিতি তহবিলে জমা আছে মাত্র ৯০,০০০ টাকা।

কিন্তু মেশিনারিজ কেনার জন্য দরকার ১,০৮,০০০ টাকা, যা সঞ্চিতি তহবিলের চেয়ে (১,০৮,০০০ − ৯০,০০০) = ১৮,০০০ টাকা বেশি। তাই উক্ত তহবিল দিয়ে ১,০৮,০০০ টাকা দামের মেশিন ক্রয় করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ১৯ বিত্তশালী কবির একটি তাঁতি সমবায় সমিতির সদস্য। সমবায়ের দশ লক্ষ টাকার শেয়ার মূলধনের মধ্যে কবির এক পঞ্চমাংশ মূলধনের মালিক। কবির চায় মূলধন বাড়িয়ে সমবায়ের কর্তৃত্ব নিতে। কিন্তু নির্বাচনের সময় সবারই একভোট হওয়ায় তার চিন্তা কোনো কাজে আসেনি। তাদের বার্ষিক মুনাফা হয়েছিল দুই লক্ষ টাকা। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. সমবায় ব্যাংক কী? ১

খ. সমবায় উপবিধি কাকে বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সমবায়ীদের প্রত্যেকের একটি ভোট হওয়ায় সমবায়ের কোন নীতির প্রতিফলন ঘটেছে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কবির সমবায় সমিতি থেকে কী হারে মুনাফা পাবে বলে তুমি মনে করো? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমবায় ঋণদান সমিতি একত্রিত হয়ে নিজেদের আর্থিক প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে যে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে তাকে সমবায় ব্যাংক বলে।

খ সমবায় সমিতির পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মকানুন যে দলিলে লেখা থাকে তাকে সমবায়ের উপবিধি (By-Laws) বলে।

এটি সমবায়ের মূল দলিল। এর ওপর ভিত্তি করে সমবায় সমিতি গঠিত ও পরিচালিত হয়। এর বহির্ভূত কোনো কাজ করা সমিতির জন্য বৈধ নয়। উপবিধি বহির্ভূত কোনো বিষয়ের উদ্ভব হলে তা সমবায় নিবন্ধকের অনুমতিক্রমে সমবায় আইন অনুযায়ী মীমাংসা করতে হয়।

গ উদ্দীপকে সমবায়ীদের প্রত্যেকের একটি ভোট হওয়ায় সমবায়ের সাম্য নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

সমবায় সমিতি সাম্যের নীতিতে বিশ্বাসী। এতে প্রত্যেক সদস্যের অধিকার সমান থাকে। সদস্যরা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেমনই হোক না কেন সমিতিতে সবার অধিকার সমান। সদস্যর যে পরিমাণ মূলধন থাকুক না কেন সবাই একটি ভোটের অধিকারী।

উদ্দীপকের বিত্তশালী কবির একটি তাঁতি সমবায় সমিতির সদস্য, সমবায়ের মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে দুই লক্ষ টাকাই কবিরের। কবির মূলধন বাড়িয়ে সমবায়ের কর্তৃত্ব নিতে চায়। কিন্তু নির্বাচনে সবারই একভোট হওয়ায় তার এ চিন্তা কোনো কাজে আসেনি। সমবায়ের এই ভোটাধিকার সমিতিতে সাম্যের প্রকাশ ঘটায়। এতে সকল সদস্যেরই সমান অধিকার থাকে। সুতরাং উদ্দীপকের সমবায়ীদের প্রত্যেকের ভোটাধিকার এক হওয়ায় সমবায়ের সাম্যের নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ কবির সমবায় সমিতি থেকে মূলধন অনুপাতে মুনাফা পাবে বলে আমি মনে করি।

সমবায় সমিতির মুনাফার ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী মুনাফা বণ্টন করা হয়। এক্ষেত্রে সদস্যরা তাদের শেয়ার বা মূলধন অনুপাতে মুনাফা ভোগ করে। তবে আইন অনুযায়ী সঞ্চিতি রেখে বাকি অংশ বণ্টন করা যাবে। পুরো মুনাফা সদস্যদের মাঝে বণ্টন করা যায় না।

উদ্দীপকের কবির একজন তাঁতি সমবায় সমিতির সদস্য। সমবায়ের ১০ লক্ষ টাকা মূলধনের মধ্যে কবির এক-পঞ্চমাংশ $\left(\frac{১}{৫}\right)$ মূলধনের মালিক। কবির চায় মূলধন বাড়িয়ে সমবায়ের কর্তৃত্ব নিতে। কিন্তু সমান অধিকার হওয়ায় তা কাজে আসেনি। সমিতির বার্ষিক মুনাফা হয়েছিল দুই লক্ষ টাকা।

কবির মূলধনের $\left(\frac{১}{৫}\right)$ এক-পঞ্চমাংশ মূলধন সরবরাহ করে। আইন অনুযায়ী সে তার মূলধন অনুপাতে মুনাফা পাবে। অর্জিত মুনাফা থেকে বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি (১৮%) রেখে বণ্টনযোগ্য মুনাফা থেকে সে এক-পঞ্চমাংশ মুনাফা পাবে। এক্ষেত্রে তার মুনাফা দাঁড়ায়:

২,০০,০০০ − (২,০০,০০০ × ১৮%)
= ২,০০,০০০ − ৩৬,০০০
= ১,৬৪,০০০

কবির পাবে $\left(১,৬৪,০০০ \times \frac{১}{৫}\right)$ = ৩২,৮০০ টাকা। সুতরাং, কবির সমিতি হতে ৩২,৮০০ টাকা মুনাফা পাবে।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ২০ ভোলার মনপুরার জেলেরা তাদের আর্থ-সামাজিক কল্যাণের জন্য একটা সমবায় সমিতি গঠন করেছে। ২০১৩ সাল পর্যন্ত তাদের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ:

বছর	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
মুনাফা (টাকা)	২০,০০০	২৫,০০০	৩০,০০০	৩৫,০০০

তারা বিধিবদ্ধ ন্যূনতম হারে সঞ্চিতি তহবিল সংরক্ষণ করে। মাছ সংরক্ষণের জন্য তারা ২০,০০০ টাকা ব্যয়ে আইস বক্স ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এক্ষেত্রে তারা সঞ্চিতি তহবিল কাজে লাগাতে চাচ্ছে।

[নরসিংদী সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. সমবায়ের উপবিধি কী? ১

খ. সমবায় সমিতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সদস্য বিচারে উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সমবায় সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো সঞ্চিতি তহবিল থেকে আইস বক্স ক্রয়ের অর্থের সংস্থান হবে? যুক্তিসহ উত্তর দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাজ পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-কানুন উল্লেখ থাকে তাকে সমবায় সমিতির উপবিধি (By-Laws) বলে।

খ পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমমনা ও সমশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিবর্গ সমঅধিকারের ভিত্তিতে মিলিত হয়ে যে সংগঠন গড়ে তোলে তাকে সমবায় সমিতি বলে।

কতিপয় ব্যক্তি নিজেদের অর্থনৈতিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠন করে। এটি দেশের সমবায় আইন ও সমবায় বিধি অনুযায়ী গঠিত ও পরিচালিত হয়। এছাড়া সমিতির সদস্যদের ভোটাধিকার সমান থাকে। শেয়ার ক্রয়ের পরিমাণ অনুযায়ী সমিতির সদস্যদের মধ্যে লাভ-লোকসান বণ্টন করা হয়ে থাকে।

গ সদস্য বিচারে উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদন সমবায় সমিতির অন্তর্গত।

উৎপাদকগণ নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উৎপাদন ও বিক্রয় কাজকে অধিকতর ফলপ্রসূ ও কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য উৎপাদন সমবায় সমিতি গঠন করে। কম বিত্তসম্পন্ন উৎপাদকগণ তাদের উৎপাদন ও বিক্রয় কাজে অসুবিধা দূর করার জন্যই মূলত এ ধরনের সমিতি গঠন করে।

উদ্দীপকে ভোলার মনপুরার জেলেরা তাদের আর্থ-সামাজিক কল্যাণের জন্য একটি সমবায় সমিতি গঠন করেছে। উক্ত সমিতি গঠনের মাধ্যমে সমিতির সদস্যরা তাদের ধরা মাছগুলো একত্রিত করে ন্যায্যমূল্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রয় করতে পারবে। এর ফলে সমিতির সদস্যরা মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবে। এসব বৈশিষ্ট্য উৎপাদক সমবায় সমিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, সদস্য বিচারে উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি হলো উৎপাদন সমবায় সমিতি।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি সঞ্চিতি তহবিলের অর্থ দ্বারা আইস বক্স ক্রয় করতে পারবে না।

কতিপয় সমশ্রেণির সমমনা ব্যক্তি তাদের পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য সমবায় আইনের আওতায় সমবায় সমিতি গঠন করে। উক্ত সমিতির ১৫% বাধ্যতামূলক সংরক্ষিত তহবিলে এবং ৩% উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখতে হয়।

উদ্দীপকের ভোলার মনপুরার জেলেরা তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠন করে। উক্ত সমিতি ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে যথাক্রমে ২০,০০০; ২৫,০০০; ৩০,০০০ ও ৩৫,০০০ টাকা মুনাফা অর্জন করে। তারা তাদের মুনাফার সঞ্চিতি তহবিল ব্যবহার করে ২০,০০০ টাকা দিয়ে একটি আইস বক্স কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সমবায় আইন অনুযায়ী ১৫% বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চিতি তহবিলে জমা রাখতে হয়। এক্ষেত্রে উদ্দীপকের সমিতির গত চার বছরের সঞ্চিতি তহবিলের পরিমাণ হলো:

২০,০০০ × ১৫% = ৩,০০০
২৫,০০০ × ১৫% = ৩,৭৫০
৩০,০০০ × ১৫% = ৪,৫০০
৩৫,০০০ × ১৫% = ৫,২৫০

মোট সঞ্চিতি তহবিল = ১৬,৫০০ টাকা।

সমিতির সঞ্চিতি তহবিলের পরিমাণ ১৬,৫০০ টাকা। তারা ২০,০০০ টাকা দিয়ে একটি আইস বক্স ক্রয় করতে চাচ্ছে। কিন্তু জমাকৃত সঞ্চিতি অপেক্ষা ক্রয়কৃত আইস বক্সের দাম (২০,০০০ – ১৬,৫০০) = ৩,৫০০ টাকা বেশি। তাই বলা যায়, সঞ্চিতি তহবিলের পরিমাণ কম হওয়ায় আইস বক্স ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান সমিতির সদস্যদের হবে না।

প্রশ্ন ▶ ২১ জনাব আরিফ রাজবাড়ীর বাসিন্দা। তিনি স্বল্প ও ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য ১০ জন প্রতিবেশী নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করলেন। সমিতি গঠনের পর নিবন্ধকের অফিসে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু নিবন্ধক এই সমিতি নিবন্ধনে অসম্মতি প্রকাশ করলেন।

[রাজবাড়ী সরকারি কলেজ]

ক. প্রজনন শিল্প কী? ১

খ. সমবায়ে সম-ভোটাধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব আরিফ কোন ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নিবন্ধকের অসম্মতির কারণ যৌক্তিকতাসহ মূল্যায়ন করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শিল্পে উদ্ভিদ ও প্রাণির বংশবিস্তার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে প্রজনন শিল্প বলে। যেমন: নার্সারি, হ্যাচারি প্রভৃতি।

খ সমবায়ের প্রত্যেক সদস্যর একটিমাত্র ভোট দেয়ার অধিকারকে সম-ভোটাধিকার বলা হয়।

সমবায় হলো সাম্যের প্রতীক। এতে সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখা হয়। এর প্রতিফলন ভোট দানের ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে। সমবায়ের একজন সদস্য যত সংখ্যক শেয়ারের অধিকারীই হোক না কেন তিনি একটিমাত্র ভোট দানের অধিকারী হন। একেই ভোট দানের সমান অধিকার বা সমভোটাধিকার বলা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব আরিফ ভোক্তা সমবায় সমিতি গঠন করেছেন।

মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের শোষণ থেকে রক্ষা এবং ন্যায্যমূল্যে উন্নতমানের পণ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে কোনো নির্দিষ্ট এলাকার ব্যক্তিবর্গ মিলে ভোক্তা সমিতি গঠন করেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো ন্যায্যমূল্যে সদস্যদের মধ্যে পণ্য সরবরাহ করা। এটি সদস্যদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ও জীবনযাত্রার মানও উন্নত করে।

উদ্দীপকের জনাব আরিফ রাজবাড়ীর বাসিন্দা। তিনি স্বল্প ও ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য ১০ জন প্রতিবেশী নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। তিনি মূলত ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের লক্ষ্যে ১০ জন ভোক্তার সমন্বয়ে সমিতিটি গঠন করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো ন্যায্যমূল্যে ভোগ্যপণ্য ক্রয়। এসব বৈশিষ্ট্য ভোক্তা সমবায় সমিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জনাব আরিফ ভোক্তা সমবায় সমিতি গঠন করেছেন।

http://teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকের নিবন্ধকের নিবন্ধনে অসম্মতির কারণ হলো ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা না থাকা।

বাংলাদেশে প্রচলিত সমবায় আইনের ধারা অনুযায়ী প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০ জন সদস্য থাকতে হয়। অন্যথায় আইন অনুযায়ী একে সমবায় সমিতি হিসেবে সনদ বা নিবন্ধন দেয়া যাবে না।

উদ্দীপকে বর্ণিত সমবায়ে দেখা যায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য ১০ জন প্রতিবেশী নিয়ে একটি সমিতি গঠন করা হয়েছে। সমিতি গঠনের পর নিবন্ধকের অফিসে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হয়। কিন্তু নিবন্ধক এই সমিতি নিবন্ধনে অসম্মতি জানায়। এর মূল কারণ হলো উক্ত সমিতির সদস্য সংখ্যা হলো মাত্র ১০ জন; যা সমবায় আইন বহির্ভূত। এজন্য নিবন্ধকের অসম্মতি জানানোর বিষয়টি যথেষ্ট যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶২২ সুবিল কো-অপারেটিভ লি. এর সদস্য সংখ্যা ১৮ জন। অধিকাংশ সদস্যই কৃষক এবং নিরক্ষর, সমিতি পরিচালনা করার মতো যথেষ্ট জ্ঞান তাদের নেই। এ সুযোগে সমিতির পরিচালক সর্বদা সদস্যদের সাথে প্রতারণা করার চেষ্টা করে সদস্যদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। সদস্যগণ তখন নতুন পরিচালক নিয়োগ করতে চায়। *[বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*

ক. বিবরণ পত্র কী? ১

খ. বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সুবিল কো-অপারেটিভ লি. এ কোন নীতির ব্যত্যয় ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'সদস্যদের অজ্ঞতাই প্রতারণার মূল কারণ' —উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পত্রের মাধ্যমে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি জনগণকে শেয়ার বা ঋণপত্র কেনার আহ্বান জানায় তাকে বিবরণপত্র বলে।

খ যেসব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়গুলো অধিকাংশই প্রয়োজন অনুসারে সংসদ কর্তৃক আইন পাসের মাধ্যমে গঠিত হয়। বেসরকারি মালিকানার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো জনকল্যাণকে প্রাধান্য না দিয়ে মুনাফা অর্জনকে বেশি প্রাধান্য দেয়। অপরদিকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় দেশের জনগণকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য ও সেবা প্রদান নিশ্চিত করে। এজন্য বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গড়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকে সুবিল কো-অপারেটিভ লি.-এ সততার নীতির ব্যত্যয় ঘটেছে।

সততার মাধ্যমে ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন এবং সাধুতা বা ধার্মিকতা বজায় রেখে চলা হয়। সমবায় সংগঠনের পরিচালকদের মধ্যে সততার অভাব দেখা দিলে সদস্যদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এতে সদস্যরা আগ্রহ হারায়। ফলে ব্যবসায় কোনোভাবেই এগুতে পারে না।

উদ্দীপকে সুবিল কো-অপারেটিভ লি.-এর সদস্য সংখ্যা ১৮ জন। অধিকাংশ সদস্যই কৃষক এবং নিরক্ষর। তাদের সমিতি পরিচালনার মতো জ্ঞান নেই। এ সুযোগে সমিতির পরিচালক সদস্যদের সাথে প্রতারণা করে। এতে সদ্যসরা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এজন্য তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারছে না। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সমবায় সমিতির পরিচালকদের মধ্যে সততার নীতির অভাব রয়েছে।

ঘ সদস্যদের অজ্ঞতাই প্রতারণার মূল কারণ উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি যথার্থ।

সমবায় দরিদ্র শ্রেণির সংগঠন। এ শ্রেণির মানুষ অর্থের অভাবে শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়। শিক্ষার অভাবে তারা নিজেদের ভালো-মন্দ বুঝতে অনেকাংশে অক্ষম। অজ্ঞতার কারণে তারা সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজ .. ভূমিকা রাখতে পারে না।

উদ্দীপকের সু..ল কো-অপারেটিভ লি. এর অধিকাংশ সদস্য কৃষক। সমিতি পরিচালনা করার জ্ঞান তাদের নেই। এ সুযোগে সমিতির পরিচালক প্রতিনিয়ত তাদের সাথে প্রতারণা করে যাচ্ছে। এতে সদস্যরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

উক্ত সমবায় সমিতির সদস্যরা নিরক্ষর। তাই তারা সমিতির কাজ তদারক করতে পারে না। পরিচালক হিসাবে গরমিল করলেও তা সদস্যরা উদঘাটন করতে পারে না। এছাড়া বিভিন্ন খাতে কী পরিমাণ খরচ করা হচ্ছে এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। ফলে সমিতির কোনো উন্নয়নও হচ্ছে না। সদস্যরা যদি শিক্ষিত হতো তাহলে পরিচালক কোনো হিসাবে গরমিল করতে পারতো না। কেননা, তাতে ধরাপড়ার সম্ভাবনা থাকতো। সুতরাং বলা যায়, সদস্যদের অজ্ঞতাই প্রতারণার মূল কারণ।

প্রশ্ন ▶২৩ দীর্ঘদিন ধরে মেঘনা নদীর তীরবর্তী ২০ জন প্রান্তিক চাষি নিজেদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার নিমিত্তে সংঘবদ্ধ হয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংগ্রহ, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের মুনাফার পরিমাণ বাড়াতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু ইদানীং তারা সংগঠনটির অগ্রগতির বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে একমত হতে না পারায় প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। *[কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]*

ক. বহুমুখী সমবায় সমিতি কী? ১

খ. 'একতাই বল' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত চাষিগণ কোন সমবায় সমিতি গঠন করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতিতে কোন নীতির অভাবে চাষিদের সমিতির অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একাধিক (উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, ঋণদান) উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে সমবায় সমিতি গঠিত হয় তাকে বহুমুখী সমবায় সমিতি বলে।

খ 'একতাই বল' সমবায়ের একটি মৌলিক নীতি। যার মূল কথা হলো সদস্যদের মাঝে একতা বজায় রাখা।

দরিদ্র ও সমমনা ব্যক্তিরা নিজেদের সীমিত সামর্থ্যকে একত্রিত করে সমবায় গঠন করে। তাই সফলতা লাভে সব অবস্থাতেই সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হয়। এতে সদস্যরা পারস্পরিক সহযোগিতায় পথ চলার নতুন দিক-নির্দেশনা পায়। এতে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। এটিই সমবায়ের একতাই বল নীতির মূল বিষয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত চাষিগণ উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠন করেন।

কিছু উৎপাদক নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উৎপাদন ও বিক্রয় কাজে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠন করে। এ সমিতির মাধ্যমে বাজার জাতকরণ প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস করা যায়।

উদ্দীপকে মেঘনা নদীর তীরবর্তী ২০ জন প্রান্তিক চাষি নিজেদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এর মাধ্যমে তারা প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংগ্রহ, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের কাজগুলো করে থাকেন। এর মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করার কারণে তাদের মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য সহ্য করতে হয় না। এভাবে তারা নিজেদের মুনাফার পরিমাণ বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। চাষিদের এই সংঘবদ্ধ সংগঠনের সাথে উৎপাদক সমবায় সমিতির মিল রয়েছে। সুতরাং উদ্দীপকের সমবায় সমিতিটি উৎপাদক সমবায় সমিতি।

teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতিতে একতা নীতির অভাবে চাষিদের সমিতির অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

এ নীতির মাধ্যমে সকলে মিলে একভাবে, একমনে ও একত্রে চলার দৃঢ় প্রবণতা ও অবস্থা তৈরি করা হয়। এর মূল কথা হলো সদস্যদের মাঝে একতা বজায় রাখা। এই নীতির ওপরই সমবায় প্রতিষ্ঠিত।

উদ্দীপকের ২০ জন প্রান্তিক চাষি উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার জন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এর মাধ্যমে তারা প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংগ্রহ, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এতে তাদের মুনাফার পরিমাণ বেড়েছে।

উদ্দীপকের সংগঠনটি উৎপাদক সমবায় সমিতি। কিন্তু বর্তমানে সমিতিটির সদস্যরা এর অগ্রগতির বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে সহমত হতে পারছেন না। ফলে প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

কতিপয় দরিদ্র ও সমমনা ব্যক্তি নিজেদের সীমিত সামর্থ্যকে একত্রিত করে সমবায় গঠন করে। তাই সফলতা লাভে সব অবস্থাতেই সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হয়। সমবায় সমাজের দুর্বল শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করে পারস্পরিক সহযোগিতায় পথ চলার দিকনির্দেশনা দেয়। একতার মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। সদস্যদের মধ্যে একতা না থাকলে সমবায়ের উদ্দেশ্য লঙ্ঘিত হয়। এজন্য এটি লক্ষ্য অর্জনও করতে পারে না। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সমবায় সমিতিটিতে একতার নীতির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে; যার কারণে এর অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ সরকারের খাসজমিতে গড়ে তোলা হকার্স মার্কেটের ব্যবসায়ী মিজান মিয়া অন্য ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছে। এতে তারা সঞ্চয় জমা করে, ঋণ দেয় এবং জমাকৃত অর্থ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে। মার্কেটের নানান বিপদ-আপদ তারা একত্রে মোকাবিলা করে। নির্বাচন ঘনিয়ে এসেছে। এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে নানান ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে। সমবায় কর্মকর্তা এসে বললেন, সমবায়কে যদি আপনারা নিছক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ভাবেন তবে ভুল করবেন। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে আপনাদের শক্তি, সাহস ও মর্যাদা। *[কুমিল্লা কমার্স কলেজ]*

ক. বহুমুখী সমবায় সমিতি কী? ১

খ. কোন দলিলকে সমবায়ের গঠন তন্ত্র বলে? ব্যাখ্যা করা। ২

গ. উদ্দীপকের ব্যবসায়ীরা উদ্দেশ্য বিচারে কোন ধরনের সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমবায় কর্মকর্তার মতের সাথে তুমি কি একমত? উদ্দীপকের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একাধিক (উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, ঋণদান) উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে সমবায় সমিতি গঠিত হয় তাকে বহুমুখী সমবায় সমিতি বলে।

খ উপবিধি (By Law) কে সমবায় সমিতির গঠনতন্ত্র বলে।

সমবায় সমিতির পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মকানুন উপবিধিতে লেখা থাকে। এর ওপর ভিত্তি করে সমবায় সমিতি গঠিত ও পরিচালিত হয়। এর বহির্ভূত কোনো কাজ করা সমিতির জন্য বৈধ নয়। তাই এ দলিলকে সমবায়ের গঠনতন্ত্র বলা হয়।

গ উদ্দীপকের ব্যবসায়ীরা উদ্দেশ্য বিচারে উন্নয়ন সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছে।

সদস্যদের কোনো একটি বৈষয়িক উন্নয়ন লাভের উদ্দেশ্যে এ সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। অনেক সময় একাধিক উদ্দেশ্যে নিয়ে গঠন করা হয় বলে একে বহু উদ্দেশ্যক সমবায় সমিতিও বলা হয়।

উদ্দীপকে হকার্স মার্কেটের ব্যবসায়ী মিজান মিয়া অন্য ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছে। এতে তারা সঞ্চয় জমা করে, ঋণ নেয় এবং জমাকৃত অর্থ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগের মাধ্যমে তারা লাভবান হয়। এসব বৈশিষ্ট্য উন্নয়ন সমবায় সমিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ব্যবসায়ীদের গঠিত সমিতিটি উন্নয়ন সমবায় সমিতির অন্তর্গত।

ঘ সমবায় সমিতি নিছক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নয়। সমবায় কর্মকর্তার এ মতের সাথে আমি একমত।

সমবায় সমশ্রেণি ও সমমনা ব্যক্তিদের সংগঠন। এর মূল উদ্দেশ্য সদস্যদের কল্যাণ সাধন করা। এর জন্য সদস্যদের ঐক্যবদ্ধভাবে চলতে হয়। ঐক্যই তাদের শক্তি।

উদ্দীপকে মিজান মিয়া হকার্স মার্কেটের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের নিয়ে সমবায় সমিতি গড়ে তোলে। এতে তারা সঞ্চয় জমা করে। ঋণ নেয় এবং জমাকৃত অর্থ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে। মার্কেটের সব বিপদ-আপদ তারা একত্রে মোকাবিলা করে। নির্বাচন ঘনিয়ে আসলে তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় সমবায় কর্মকর্তা এসে তাদের সমবায়ের একতাবদ্ধ থাকার গুরুত্ব বর্ণনা করেন।

সমবায়ের মূলমন্ত্রই হলো একতা। সবাই মিলে একভাবে, একমনে ও একত্রে চলার দৃঢ় অভিব্যক্তিই হলো একতা। ঐক্যবদ্ধভাবে চলার ফলে একতার সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক সদস্যদের বুঝতে হবে ঐক্যই তাদের শক্তি। সদস্যদের মধ্যে একতা না থাকলে সমবায় সমিতি লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। সদস্যদের কল্যাণ সাধন ব্যাহত হয়। উদ্দীপকে সমবায় কর্মকর্তা সমবায়কে সদস্যদের শক্তি, সাহস ও মর্যাদা বলে অভিহিত করেছেন। তার এ মতের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।

প্রশ্ন ▶ ২৫ রানা তার শহরে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে সদস্যদের ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়েছেন। তিনি সদস্যদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে পণ্য সংগ্রহ করে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করেন। রানা কুমার, কামার, জেলে, শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে আরও একটি সমবায় পরিচালনা করছেন। এসব পেশার লোকদের জন্য রানা একটি তহবিল গঠন করেন। এসব লোক যেন আয়ের ব্যবস্থা করতে পারে তার জন্য রানা সহজ শর্তে অর্থ সরবরাহ করেন। *[লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ]*

ক. SAPTA-এর পূর্ণ অর্থ কী? ১

খ. বিমা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের রানা ন্যায্যমূল্য পণ্য সরবরাহের জন্য কোন সমিতি গঠন করেছিলেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. সহজ শর্তে অর্থ সরবরাহের জন্য রানা কোন সমবায় গঠন করেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAPTA-এর পূর্ণ অর্থ হলো-SAARC Preferential Trading Arrgangement.

খ বিমা হলো বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি।

যেখানে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদে ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেয়; ব্যবসায়িক কাজ সম্পাদনের সাথে জড়িত ঝুঁকি হলো- চাহিদা হ্রাস, পণ্য পচন, মূল্যহ্রাস, দুর্ঘটনা, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি। আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উক্ত ঝুঁকির বিপরীতে বিমা করা হয়। বিমা চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

সহায়ক তথ্য

কোনো ব্যক্তি বিমা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলে ঐ ব্যক্তিকে বিমাগ্রহীতা এবং প্রতিষ্ঠানটিকে বিমাকারী বলে। চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতা যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিমাকারীকে প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

গ রানা উদ্দীপকের ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহের জন্য ভোক্তা সমবায় সমিতি গঠন করেছিলেন।

http://teachingbd.com

ন্যায্যমূল্যে উন্নতমানের পণ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে কোনো নির্দিষ্ট এলাকার ভোগকারীরা সংঘবদ্ধ হয়ে ভোক্তা সমবায় সমিতি গঠন করেন। মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের শোষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ সমিতি গঠন করা হয়।

উদ্দীপকে রানা তার শহরে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। এখানে সদস্যদের ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়েছেন। তিনি সদস্যদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে পণ্য সংগ্রহ করে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করেন। এর ফলে তারা মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের শোষণ থেকে রক্ষা পায়। ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহ করা ভোক্তা সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, রানা ভোক্তা সমবায় সমিতি গঠন করেছিলেন।

ঘ সহজ শর্তে অর্থ সরবরাহের জন্য রানা ঋণদান সমবায় সমিতি গঠন করেছিলেন।

প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা লাভের জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদক, কৃষিজীবী বা স্বল্প আয়ের বিভিন্ন পেশার ব্যক্তির সমন্বয়ে ঋণদান সমবায় সমিতি গড়ে তোলা হয়। এ সমবায়ের উদ্দেশ্য সদস্যদের মহাজন ও ঋণদাতার হাত থেকে রক্ষা করা।

উদ্দীপকে রানা কামার, কুমার, জেলে, শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। এসব পেশার লোকদের জন্য তিনি একটি তহবিল গঠন করেন। এ তহবিল থেকে রানা উক্ত পেশার লোকদের সহজ শর্তে অর্থ সরবরাহ করেন। এতে তাদের আয়ের একটি ব্যবস্থা হয়।

রানার সমবায় সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সদস্যদের সহজ শর্তে অর্থ সরবরাহ করা। এরূপ সমিতিতে সদস্যদের ক্রয়কৃত শেয়ার ও জমাকৃত আমানত থেকে তহবিল গঠন করা হয়। তারপর সেই তহবিল থেকে প্রয়োজনে সদস্যদের ঋণদান করা হয়। এর ফলে সদস্যদের ঋণের জন্য অধিক সুদ প্রদান করতে হয় না। রানার গঠিত সমবায় সমিতিটি সদস্যদের এভাবে ঋণসুবিধা প্রদান করে; যা ঋণদান সমবায় সমিতির সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, উক্ত সমবায় সমিতিটি ঋণদান সমবায় সমিতির অন্তর্গত।

প্রশ্ন ▶ ২৬ রামচর বরিশাল জেলার একটি দারিদ্র্যপীড়িত গ্রাম। এ গ্রামের অধিকাংশ কৃষক বর্গাচাষি। নিজেদের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় পাইকারদের কাছে বিক্রি করতে হয় বলে তারা এসবের ন্যায্যমূল্য পায় না। এ দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য তারা সম্মিলিতভাবে একটি সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ নিল। কিন্তু গঠনপ্রণালি ও নিবন্ধন এ বিষয়গুলো সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকায় তারা স্থানীয় সমবায় কর্মকর্তার শরণাপন্ন হলো। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. নিষ্কাশন শিল্প কী? ১

খ. বিজ্ঞাপন কোন ধরনের বাধা দূর করে? ২

গ. সমবায় সমিতি গঠনের জন্য রামচর গ্রামের কৃষকদের কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বলে তুমি মনে করো? ৩

ঘ. 'সমবায় সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য মুনাফা বৃদ্ধি নয়; বরং সদস্যদের সেবা দান'– বর্গাচাষিদের গঠিত সমবায়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূগর্ভ, পানি বা বায়ু থেকে সম্পদ আহরণ বা উত্তোলন করা হয় তাকে নিষ্কাশন শিল্প বলে। যেমন- নদী থেকে মাছ আহরণ।

খ বিজ্ঞাপন জ্ঞানগত বা প্রচারগত বাধা দূর করে।

কোনো পণ্য, সেবা বা ধারণা ক্রেতাদের কাছে বিক্রয়ের জন্য অথবা ক্রেতাদের প্ররোচিত করার জন্য পণ্যের বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। এটি বাজারজাতকরণ প্রসারের অন্যতম হাতিয়ার। এতে ক্রেতাদের কাছে পণ্যের পরিচিতি বাড়ে। ক্রেতারা পণ্য সম্পর্কে সব তথ্য জানতে পারে এবং পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী হয়। এভাবে বিজ্ঞাপন পণ্যের জ্ঞান বা প্রচারগত বাধা দূর করে।

গ সমবায় সমিতি গঠনের জন্য রামচর গ্রামের কৃষকদের সমবায় আইন এবং এর বিধিমালা অনুসরণ করতে হবে বলে আমি মনে করি।

সমবায় সমিতি একটি আইনসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। এটি একাধিক ব্যক্তির সম্মিলিত সহযোগিতায় ও প্রচেষ্টায় গঠিত ও পরিচালিত হয়। নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্য এতে কাজ করা হয়।

উদ্দীপকের বরিশাল জেলার রামচর গ্রামের চাষিরা সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু গঠনপ্রণালি ও নিবন্ধন সম্পর্কে জানা না থাকায় তারা সমিতিটি গঠন করতে পারছে না। এমতাবস্থায় সমবায় সমিতির উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায়ে তাদের কমপক্ষে ৬ এবং সর্বোচ্চ ১২ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে। তারপর একটি খসড়া উপবিধি তৈরি করে স্থানীয় সমবায় সমিতি অফিসে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র ফিসহ নিবন্ধকের কাছে জমা দিতে হবে। নিবন্ধক আবেদনপত্র গ্রহণ করে ৬০ দিনের মধ্যে নিবন্ধনপত্র ইস্যু করবেন। নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর উদ্দীপকের রামচর গ্রামের চাষিরা তাদের সমবায় সমিতির কাজ শুরু করতে পারবে। এসব পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে রামচর গ্রামের কৃষকরা সমবায় সমিতি গঠন করতে পারবে বলে আমি মনে করি।

ঘ সমবায় সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য মুনাফা বৃদ্ধি নয়; বরং সদস্যদের সেবা দান।

অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের জন্য সমমনা ও সমশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিবর্গ সমঅধিকারের ভিত্তিতে মিলিত হয়ে সমবায় সমিতি গঠন করে। তুলনামূলকভাবে কম বিত্তসম্পন্ন মানুষ এ সংগঠনের সদস্য হওয়ায় তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় সংঘবদ্ধ থাকে।

উদ্দীপকে বরিশাল জেলার রামচর একটি দারিদ্র্য পীড়িত গ্রাম। এ গ্রামের অধিকাংশ কৃষক বর্গাচাষি। নিজেদের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় পাইকারদের কাছে বিক্রি করতে হয় বলে তারা ন্যায্যমূল্য পায় না। এ দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য তারা সম্মিলিতভাবে সমবায় সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়।

অন্যান্য ব্যবসায়ের মতো সমবায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়। সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদের সব সমস্যা দূর করে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হয়। উদ্দীপকের রামচর গ্রামের কৃষকরা সমবায়ের মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত পণ্য মজুদের ব্যবস্থা করতে পারবে। পরবর্তীতে দাম বাড়লে তা বিক্রয় করবে। এতে তারা অধিক লাভবান হতে পারবে। এছাড়া পাইকারদের শোষণ থেকে তারা রক্ষা পাবে। প্রয়োজনে তারা সমবায় থেকে ঋণ নিয়েও উৎপাদন কার্যক্রম গতিশীল রাখতে পারবে। সুতরাং, সদস্যদের প্রয়োজনে সেবাদান করাই সদস্যদের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়, এটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২৭ শান্তিপুরের কামরানের নেতৃত্বে বিশজন প্রান্তিক চাষি নিজেদের অবস্থার উন্নয়নে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনটির মূল লক্ষ্য হলো চাষিদের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। তাই চাষিদের কল্যাণার্থের যে সব বিশেষায়িত সুবিধা দরকার প্রতিষ্ঠানটি সে ধরনের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. PIN-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. LAN-এর অর্থ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমবায় সমিতিটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমবায় সমিতির উদ্দেশ্যের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক PIN এর পূর্ণরূপ হলো Personal Identification Number।

http://teachingbd.com

খ LAN-এর পূর্ণরূপ হলো Local Area Network।
নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সীমিত পরিসরে কয়েকটি কম্পিউটারের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করার প্রক্রিয়াকে LAN বলে। এর মাধ্যমে সীমিত পরিসরের মধ্যে তথ্য দেওয়া-নেওয়া করা হয়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এবং অফিসে এ ধরনের নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমবায় সমিতিটি বহুমুখী সমবায় সমিতির অন্তর্গত।
একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। এ সমিতিতে সাধারণত উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, ঋণদান ইত্যাদি উদ্দেশ্য অর্জনে কাজ করা হয়।
উদ্দীপকের শান্তিপুরের ২০ জন প্রান্তিক চাষি নিজেদের অবস্থার উন্নয়নে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনটি চাষিদের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে। চাষিদের কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠানটি সব ধরনের বিশেষায়িত সুবিধা প্রদান করার চেষ্টা করে। চাষিদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ে ব্যবস্থা করা এবং অর্থের দরকার হলে ঋণ দেওয়া ইত্যাদি কাজ করে থাকে। এসব বৈশিষ্ট্য বহুমুখী সমবায় সমিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সমবায় সমিতিটি বহুমুখী সমবায় সমিতির অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমবায় সমিতির মূল উদ্দেশ্য হলো সদস্যদের আর্থ-সামাজিক কল্যাণসাধন করা।
বহুমুখী সমবায় সমিতি সদস্যদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে। এর মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।
শান্তিপুরের প্রান্তিক চাষিরা নিজেদের অবস্থার উন্নয়নে একটি সমবায় সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনটি চাষিদের কল্যাণের জন্য সব ধরনের বিশেষায়িত সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে। এর ফলে সদস্যরা তাদের অবস্থার উন্নয়ন করতে পারছেন।
বহুমুখী সমবায় সমিতিতে সদস্যদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় থাকে। তারা নিজেদের আর্থিক উন্নয়নের সুযোগ পায়। নিজেদের সঞ্চিত অর্থ থেকে তারা প্রয়োজনে ঋণ নিতে পারেন। তাদের অবস্থার উন্নয়ন দেখে অন্যরাও সমবায় সমিতি গঠনে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এতে পুরো সমাজের উন্নয়ন সম্ভব হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বহুমুখী সমবায় সমিতিটির উদ্দেশ্য যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২৮ 'একতাই বল' এ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কয়েকজন ব্যবসায়ী গণতান্ত্রিক নীতিমালায় নিজেদের রক্ষা, পারস্পরিক সহযোগিতা, ন্যায্যমূল্য পাওয়ার আশায় একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন। বছরখানেক পরে দেখা গেল, তারা এ ব্যবসায় থেকে লাভবান হচ্ছেন। ২০১৬ সালে মুনাফা অর্জিত হয় ৫০,০০০ টাকা। আইন অনুযায়ী ৭,৫০০ টাকা তহবিলে জমা করে বাকিটা সদস্যদের মধ্যে মূলধন অনুপাতে ভাগ করা হয়। *[কক্সবাজার সরকারি কলেজ]*

ক. অবলেখক কী? ১
খ. চুক্তিকে অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটি কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মুনাফার অংশ সদস্যদের মধ্যে মূলধন অনুপাতে বণ্টন করার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাবলিক লি. কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের জন্য যারা দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাদের অবলেখক বলে।

খ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির পারস্পরিক সমঝোতা ও চুক্তির মধ্যে গঠিত ব্যবসায়কে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।
এ ব্যবসায় চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয়। চুক্তিতে অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, নিয়ম, বিলোপসাধন ইত্যাদি বিষয় চুক্তিতে উল্লেখ থাকে। চুক্তির মাধ্যমেই অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই চুক্তিকে অংশীদারি ব্যবসায়ের মূলভিত্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটি সমবায় সমিতি ব্যবসায়ের অন্তর্গত।
কতিপয় ব্যক্তি নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এ সমিতি গঠন করে। যার মূলনীতি হলো 'একতাই বল' অর্থাৎ সদস্যরা নিজেদের কল্যাণে সর্বদাই এক থাকে। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সফলতা অর্জনে কাজ করে।
উদ্দীপকে 'একতাই বল' এ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কয়েকজন ব্যবসায়ী একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন। তারা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য গণতান্ত্রিক নীতিমালার সংগঠন গড়ে তোলেন। সদস্যরা নিজেদের পারস্পরিক সহযোগিতায় ন্যায্যমূল্য পাওয়ার জন্য একত্রিত হয়ে সংগঠন পরিচালনা করছেন। এসব বৈশিষ্ট্য সমবায় সমিতির সাথে সংগতিপূর্ণ। যার মূলমন্ত্রও 'একতাই বল'। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সংগঠনটি সমবায় সমিতি।

ঘ সংরক্ষিত তহবিল যথাযথ পালন না করায় মুনাফার অংশ মূলধন অনুপাতে সদস্যদের মাঝে বণ্টন যৌক্তিক নয়।
সমবায়ের আইন অনুযায়ী অর্জিত মুনাফার ১৫% সঞ্চিতি তহবিলে এবং ৩% উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখতে হয়। এই ১৮% সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক। সমবায় সমিতিকে এ বিধি অনুযায়ী সংরক্ষণ করে বাকি অংশ বণ্টন করতে হয়।
উদ্দীপকের কয়েকজন ব্যবসায়ী একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। তারা পারস্পরিক সহযোগিতা ও ন্যায্যমূল্য পাওয়ার আশায় সমিতি গঠন করে। বছরখানেক পরে তাদের ব্যবসায় লাভবান হচ্ছে। ২০১৬ সালে মুনাফা অর্জিত হয় ৫০,০০০ টাকা। আইন অনুযায়ী ৭,৫০০ টাকা তহবিলে জমা করে বাকি টাকা সদস্যদের মাঝে বণ্টন করে।
উদ্দীপকের মুনাফা বণ্টন আইন অনুযায়ী হয়নি। আইন অনুযায়ী সংরক্ষণ করতে হয় মোট ১৮%। উদ্দীপক অনুযায়ী যা দাঁড়ায় ৫০,০০০ × ১৮% = ৯,০০০ টাকা। সমবায় আইন অমান্য করে ১৫% সংরক্ষণ করে। বাকি মুনাফা সদস্যদের মাঝে বণ্টন করে। সুতরাং সমবায় সমিতির মুনাফা বণ্টন যৌক্তিক হয় নি।

প্রশ্ন ▶ ২৯ কাজীর খোলা গ্রামে অধিকাংশ পরিবার কৃষিজীবী এবং তাদের কৃষি উৎপাদনের সিংহভাগই হচ্ছে বিভিন্ন জাতের সবজি। পাইকারদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি এবং পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবার লক্ষ্যে প্রায় ১০০ জন কৃষক মিলে পরিচালনা করছেন 'স্বনির্ভর সমবায় সমিতি।' ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ১ লক্ষ টাকা আয় করে। ব্যবস্থাপনা কমিটি ৯৫,০০০ টাকা মুনাফা আকারে সদস্যদের মধ্যে বণ্টনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. সমবায় উপবিধি কী? ১
খ. দরিদ্রতা দূরীকরণে সমবায় সমিতির ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দেশ্যগত দিক বিচারে 'স্বনির্ভর সমবায় সমিতি' কোন প্রকারের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মুনাফা বণ্টনের সিদ্ধান্ত আইন অনুযায়ী হচ্ছে কি-না যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যাবতীয় নিয়মনীতি যে দলিলে লেখা থাকে তাকে সমবায়ের উপবিধি বলে।

খ দরিদ্রতা দূরীকরণে সমবায় সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও স্বল্পবিত্ত মানের লোকজন নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য এ সমিতি গঠন করে। এর মাধ্যমে তারা শেয়ার

http://teachingbd.com

বিক্রয় করে মূলধন গঠন করে। ঐ মূলধন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে। অর্জিত মুনাফা শেয়ার অনুযায়ী ভাগ করে নেয়। ফলে তাদের আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে আসে। তাই বলা যায় সমবায় সমিতি দরিদ্রতা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দেশ্যগত দিক বিচারে 'স্বনির্ভর সমবায় সমিতি' একটি 'বিক্রয় সমবায় সমিতির' অন্তর্গত।

কৃষক বা ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মালিকগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রির উদ্দেশ্যে এ সমিতি গঠন করে। এককভাবে পণ্য বিক্রয় করতে গিয়ে তারা নানা সমস্যায় পড়ে। যেমন: কম মূল্যে বিক্রয়, অধিক পরিবহন ব্যয়, মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব ইত্যাদি। এতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে বিক্রয় সমবায় সমিতি গঠন করে এ সমস্যা থেকে রক্ষা পায়।

উদ্দীপকের কাজীরখোলা গ্রামে অধিকাংশ পরিবার কৃষিজীবী। তাদের কৃষি উৎপাদনের সিংহভাগই হচ্ছে বিভিন্ন জাতের সবজি। পাইকারদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি এবং পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবার লক্ষ্যে প্রায় ১০০ জন কৃষক মিলে পরিচালনা করছেন 'স্বনির্ভর সমবায় সমিতি'। এতে তারা প্রচুর লাভবান হচ্ছেন। এসব বৈশিষ্ট্য বিক্রয় সমবায় সমিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, স্বনির্ভর সমবায় সমিতি একটি বিক্রয় সমবায় সমিতি।

ঘ মুনাফা বণ্টনের সিদ্ধান্ত সমবায় আইন অনুযায়ী হচ্ছে না।

সমবায় সমিতিতে সমবায় আইন অনুযায়ী মুনাফা বণ্টন করতে হয়। এক্ষেত্রে অর্জিত মুনাফার ১৫% সঞ্চিতি তহবিলে এবং ৩% উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখতে হয়। বাকি অর্থ সদস্যদের শেয়ার অনুপাতে বণ্টন করতে হয়।

উদ্দীপকের কাজীরখোলা গ্রামের অধিকাংশ পরিবার কৃষিজীবী। তাদের কৃষিপণ্য বিক্রয়ের জন্য তারা একটি বিক্রয় সমবায় গঠন করেন। এতে তারা লাভবান হচ্ছেন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় এক লক্ষ টাকা আয় করে। ব্যবস্থাপনা কমিটি ৯৫,০০০ টাকা মুনাফা আকারে সদস্যদের মধ্যে বণ্টনের সিদ্ধান্ত নেয়।

স্বনির্ভর সমবায় সমিতিকে আইন অনুযায়ী মুনাফা বণ্টন করতে হবে। এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট অংশ জমা রেখে বাকি অংশ বণ্টন করতে হবে। আইন অনুযায়ী তাদের বণ্টনযোগ্য মুনাফা হচ্ছে:

$\{১,০০,০০০ - (১,০০,০০০ \times ১৮\%)\}$

$= ১,০০,০০০ - ১৮,০০০$

$= ৮২,০০০$ টাকা

কিন্তু স্বনির্ভর সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি ৯৫,০০০ টাকা মুনাফা বণ্টনের সিদ্ধান্ত নেয়। আইন অনুযায়ী তারা ৮২০০০ টাকা বণ্টন করতে পারবে। সুতরাং, স্বনির্ভর সমবায় সমিতির মুনাফা বণ্টনের সিদ্ধান্ত আইন অনুযায়ী হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ৩০ মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ২০১৪ সালে আলমনগরের তাঁত শিল্পীরা একটি সমবায় সমিতি গঠন করল। ২০১৬ সাল পর্যন্ত তাদের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ:

বছর	২০১৪	২০১৫	২০১৬
মুনাফা	২০,০০০	২৫,০০০	৩০,০০০

সমিতি বিধিবদ্ধ নিয়মানুসারে ন্যূনতম হারে সঞ্চিতি তহবিল সংরক্ষণ করে। ১৫,০০০ টাকার একটি নতুন তাঁতকল ক্রয়ের জন্য তারা সংরক্ষিত তহবিল ব্যবহার করার চিন্তা করছে। *[সিলেট সরকারি কলেজ]*

ক. সমবায় সমিতির মূল উদ্দেশ্য কী? ১

খ. সমবায়ের 'একতাই বল' নীতিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সদস্য প্রকৃতি বিচারে উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সমবায় সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো সংরক্ষিত তহবিল থেকে তাঁতকল ক্রয়ের সমুদয় অর্থের সংস্থান হবে? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো সদস্যদের আর্থিক কল্যাণ সাধন করা।

খ একতাই বল নীতির মূল বিষয় হলো সদস্যদের মধ্যে একতা বজায় রাখা।

এ নীতির ওপর সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত। দরিদ্র ও সমমনা ব্যক্তিরা নিজেদের আর্থিক কল্যাণ সাধনের জন্য সমবায় গঠন করে। সফলতা লাভে সব সময় এর সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হয়। সমবায় সমিতি সমাজের দুর্বল শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করে পারস্পরিক সহযোগিতার পথে চলার নতুন দিকনির্দেশনা দেয়। এতে তাদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা হয়ে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। এটাই এই নীতির মূলকথা।

গ সদস্য প্রকৃতি বিচারে প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদক সমবায় সংগঠনের অন্তর্গত।

কতিপয় উৎপাদক নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উৎপাদন ও বিক্রয় কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য এ সমবায় গড়ে তোলে। যেমন- তাঁতি সমবায়, দুগ্ধ সমবায় প্রভৃতি। কম পুঁজির উৎপাদকগণ পণ্য উৎপাদন, বিক্রয়ের সময় নানান অসুবিধায় পড়ে। বিভিন্ন মহাজন, মধ্যস্থ ব্যবসায়ী তাদের স্বার্থের জন্য উৎপাদকদের ঠকিয়ে থাকে। এতে পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে তারা বঞ্চিত হয়। এসব সমস্যার সমাধানের জন্য এ সমবায় গঠিত হয়।

উদ্দীপকের আলম নগরের তাঁত শিল্পীরা একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। তারা মধ্যস্বত্ব ব্যবসায়ীদের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ সমিতি গঠন করে। কারণ মধ্যস্থ ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য পেতে দেয় না। তারা উৎপাদকদের ঠকিয়ে থাকে। এতে উৎপাদকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আলমনগরের তাঁতীদের গঠিত সমবায়টি উৎপাদক সমবায়ের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সমবায়টি উৎপাদক সমবায় সমিতির অন্তর্গত।

ঘ সংরক্ষিত তহবিল থেকে তাঁতকল ক্রয়ের সমুদয় অর্থের সংস্থান হবে না।

সমবায় আইন অনুযায়ী মুনাফার ১৫% সঞ্চিতি এবং ৩% উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখতে হয়। সর্বমোট মুনাফা ১৮% সংরক্ষণ করতে হয়। উদ্দীপকের সমবায়টি বিধিবদ্ধ নিয়মানুসারে ন্যূনতম হারে সঞ্চিতি তহবিল সংরক্ষণ করে। ১৫,০০০ টাকার একটি নতুন তাঁতকল ক্রয়ের জন্য তারা সঞ্চিতি তহবিল ব্যবহার করতে চায়।

সমিতির তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায়:

বছর	মুনাফা	সঞ্চিতির পরিমাণ	টাকা
২০১৪	২০,০০০	১৮%	৩,৬০০
২০১৫	২৫,০০০	১৮%	৪,৫০০
২০১৬	৩০,০০০	১৮%	৫,৪০০
			১৩,৫০০

তাঁতকল ক্রয়ের জন্য আরও (১৫,০০০ – ১৩,৫০০) বা ১,৫০০ টাকা ঘাটতি রয়েছে। সুতরাং তারা তাঁতকল ক্রয়ের জন্য সমুদয় অর্থের সংস্থান করতে পারবে না।

প্রশ্ন ▶ ৩১ পোড়াদহের ৪০ জন ব্যক্তি মিলে একটি ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তুলেছেন। ব্যবসায়ের দ্বিতীয় বছরে তাদের মুনাফা অর্জিত হয় ১,০০,০০০ টাকা। আইন অনুযায়ী ১৫,০০০ টাকা সঞ্চিতি তহবিলে এবং ৩,০০০ টাকা উন্নয়ন তহবিলে জমা করে বাকি টাকা সদস্যদের মাঝে চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করা হয়। একজন সদস্য পুরো মুনাফা বণ্টন দাবি করলেও তার দাবি গ্রাহ্য হলো না। *[সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা]*

ক. অংশীদারি ব্যবসায় কাকে বলে? ১

খ. ই-কমার্স বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটি কোন ধরনের সংগঠন? বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে একজন সদস্যের দাবি অগ্রাহ্য করার কারণ কী? এর যথার্থতা ব্যাখ্যা করো। ৪

http://teachingbd.com

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক ব্যক্তি পারস্পরিক চুক্তি ও সমঝোতার মাধ্যমে যে ব্যবসায় গঠন করে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

খ ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে পণ্য, সেবা ও তথ্য ক্রয়-বিক্রয়ের কাজকেই ই-কমার্স বলে।

এক্ষেত্রে প্রযুক্তির মাধ্যমেই ক্রেতার চাহিদা সম্পর্কে জানা যায়। ক্রেতা বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট থেকে তার পছন্দ অনুযায়ী পণ্য নির্বাচন করে অনলাইনে অর্ডার দিয়ে থাকে। বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ক্রেতার পছন্দ অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করে। ক্রেতা ঘরে বসেই অনলাইনে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে পারে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটি সমবায় ব্যবসায় সংগঠন।

পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য কতিপয় ব্যক্তি এ প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২০ জন সদস্য নিয়ে সমবায় সমিতি গঠিত হয়। সদস্যদের আর্থ-সামাজিক কল্যাণের জন্য সদস্যরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের (উৎপাদক, ভোক্তা) সমবায় সমিতি গঠন করে। এতে তাদের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন হয়।

উদ্দীপকের পোড়াদহের ৪০ জন ব্যক্তি মিলে একটি ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তুলেছেন। দ্বিতীয় বছর তাদের মুনাফা অর্জিত হয় ১,০০,০০০ টাকা। সদস্যরা আইন অনুযায়ী মুনাফার ১৫% অর্থাৎ ১,০০,০০০ × ১৫% = ১৫,০০০ টাকা সঞ্চিতি তহবিলে রাখেন। ৩% অর্থাৎ (১,০০,০০০ × ৩%) = ৩,০০০ টাকা উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখে। বাকি টাকা সদস্যদের মাঝে চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন করেন। তাদের প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বণ্টন প্রক্রিয়া সমবায় সমিতির মুনাফা বণ্টন প্রক্রিয়ার সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সংগঠনটি সমবায় সংগঠন।

ঘ সমবায় আইন অনুযায়ী একজন সদস্যের পুরো মুনাফা দাবি অবৈধ হওয়ায় তা অগ্রাহ্য করা হয়।

কতিপয় ব্যক্তি পারস্পরিক আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সমবায় আইনের আওতায় এই ব্যবসায় গঠন করে। সমবায় আইন মেনে এই ব্যবসায়ের মুনাফা বণ্টিত হয়। এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে মুনাফার ১৫% সংরক্ষিত এবং ৩% উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখতে হয়।

উদ্দীপকের পোড়াদহের ৪০ জন ব্যক্তি মিলে একটি সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। ব্যবসায়ের দ্বিতীয় বছর মুনাফা অর্জিত হয় ১,০০,০০০ টাকা, আইন অনুযায়ী ১৫,০০০ টাকা সঞ্চিতি তহবিলে এবং ৩,০০০ টাকা উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখেন। বাকি টাকা সদস্যদের মাঝে চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করেন। একজন সদস্য পুরো মুনাফা বণ্টন দাবি করেন। কিন্তু তার দাবি গ্রাহ্য হলো না।

সমবায় সমিতির আইন অনুযায়ী এ ব্যবসায়ের মুনাফা বণ্টন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে অর্জিত মুনাফার একটি অংশ বাধ্যতামূলকভাবে সংরক্ষিত তহবিল ও উন্নয়ন তহবিলে রাখতে হয়। বাকি অংশ বণ্টনযোগ্য মুনাফা হিসেবে বণ্টিত হয়। এক্ষেত্রে বণ্টনযোগ্য মুনাফা শেয়ারের অনুপাত অনুযায়ী বণ্টন করা হয়। পোড়াদহের সমবায় সংগঠনটি আইন মেনে মুনাফা বণ্টন করে। একজন সদস্য পুরো মুনাফা দাবি করে, যা আইনত অবৈধ। সুতরাং উক্ত সদস্যের দাবি আইনত না হওয়ায় তা অগ্রাহ্য হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩২ রনি তার এলাকায় তার সমমনা কিছু ব্যক্তি নিয়ে একটি ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তুললো। এজন্য তাদের নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে অনুমতি পত্র সংগ্রহ করতে হয়েছে। তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন পণ্য সংগ্রহ করে সেগুলো বাইরের ক্রেতাসহ নিজেদের মাঝে বিক্রি করে।

[সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা]

ক. সেবা কী? ১

খ. বণিক সমিতি কাকে বলে? ২

গ. উদ্দীপকে রনি ও তার সঙ্গীরা কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তুলেছেন? কারণসহ বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. রনিদের সংগঠনটির ফলে সমাজ কীভাবে উপকৃত হতে পারে? বিস্তারিত লেখো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যা দেখা ও স্পর্শ করা যায় না তবে মানুষের অভাব ও প্রয়োজন পূরণ করে সেসব উপকার বা সুবিধাকে সেবা বলে।

খ কোনো নির্দিষ্ট এলাকার ব্যবসায়ীগণ পারস্পরিক ব্যবসায়িক উন্নয়নের জন্য যে অমুনাফাভোগী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তাকে বণিক সমিতি বলে।

শিল্প ও বণিক সমিতি দেশের ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ সংস্থা। দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যেই এটি গঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। এ সংগঠন দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসায়ীদের বিরোধ নিষ্পত্তিতে কাজ করে। এটি দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকের রনি ও তার সঙ্গীরা সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছেন।

সমবায় সমিতি সমমনা মানুষের উদ্যোগে গঠিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য সদস্যদের পারস্পরিক কল্যাণসাধন। এরূপ ব্যবসায় সংগঠনের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক।

উদ্দীপকে রনি তার এলাকার সমমনা ব্যক্তিদের নিয়ে একটি ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তুললো। এজন্য তাদের নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে অনুমতিপত্র বা নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ করতে হয়েছে। তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে পণ্য ক্রয় করে সেগুলো বাইরের ক্রেতা ও নিজেদের মধ্যে বিক্রি করে। উদ্দীপকের রনির গঠিত ব্যবসায় সংগঠনটি পুরোপুরি সমবায় সমিতির সাথে মিলে যায়। সুতরাং উদ্দীপকের সংগঠনটি সমবায় সমিতির আওতাভুক্ত।

ঘ রনিদের সমবায় সংগঠনটি সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমাজের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। এছাড়া আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন, সম্পদের সুষম বণ্টন, শোষণ থেকে রক্ষা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ন্যায্যমূল্যে পণ্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকের রনি তার এলাকায় একটি সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। এক্ষেত্রে তাকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতিপত্র নিতে হয়েছে। তারা এ সংগঠনটির মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গা থেকে পণ্য ক্রয় করে। পরবর্তীতে তারা বাইরে ও সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে পণ্য বিক্রি করে।

রনির গঠিত এ সমবায় সমিতির মাধ্যমে এর সদস্যদের আর্থিক কল্যাণ হচ্ছে। তারা এ সংগঠনের মাধ্যমে সঞ্চয় সৃষ্টি করে নিজেদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারবে। এছাড়া তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারছে। এর ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবে। তাই বলা যায়, সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ মি. বেল্লাল তার এলাকায় অসহায়, দরিদ্র ও অসচ্ছল শ্রেণির ২৫ জন ব্যক্তি যোগাড় করে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। তারা এ সমবায় সমিতি থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ করে, প্রয়োজনীয় পণ্য এ সমিতির মাধ্যমে ক্রয় করে ও তাদের গৃহে উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রী এ সমিতির মাধ্যমেই ন্যায্যমূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করে। এভাবে তারা সবাই এ সমিতি থেকে সুবিধা ভোগ করে। এখন অনেকেই এ সমিতির সদস্য হতে আগ্রহী।

[পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]

http://teachingbd.com

ক. সমবায় উপবিধি কাকে বলে? ১
খ. কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে মি. বেল্লাল কোন ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করেছেন? ৩
ঘ. বেকারত্ব দূরীকরণে ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমবায় সমিতির যাবতীয় অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কার্যাবলির নিয়মনীতি যে দলিলে লেখা থাকে তাকে সমবায় উপবিধি বলে।

খ কয়েকটি প্রাথমিক সমবায় সমিতির সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বলে।

এতে কোনো ব্যক্তি সদস্য হতে পারে না। এটি ন্যূনতম ১০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিয়ে গঠিত হয়। সদস্য সমিতিগুলোর কাজে সহায়তা করা এর মূল উদ্দেশ্য। এ সমিতি নির্দিষ্ট থানা, এলাকা বা অঞ্চলে অবস্থিত প্রাথমিক সমিতিসমূহের কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে কাজ করে।

গ উদ্দীপকে মি. বেল্লাল বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করেন।

একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এ সমিতি গঠন করা হয়। এ সমিতি একাধারে উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, ঋণদান, ইত্যাদি উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। একে বহু উদ্দেশ্যক সমবায় সমিতিও বলা হয়।

উদ্দীপকের মি. বেল্লাল তার এলাকায় অসহায় দরিদ্র ও অসচ্ছল শ্রেণির ২৫ জন ব্যক্তি নিয়ে একটি সমিতি গড়ে তোলেন। তারা এ সমিতি থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ নিয়ে থাকেন। এছাড়া পণ্য ক্রয় এবং বিক্রয়ও করে থাকেন। মি. বেল্লালের সমিতিটি একাধারে অনেকগুলো কাজ করে থাকে; যা বহুমুখী সমবায়ের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, মি. বেল্লালের সমিতিটি একটি বহুমুখী সমবায় সমিতি।

ঘ বেকারত্ব দূরীকরণে ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে পারস্পরিক সমঝোতা ও ঐক্যবদ্ধতার মাধ্যমে কাজ করা হয়। সদস্যরা ন্যায্য অধিকার, মর্যাদা ও আর্থিক কল্যাণ সাধনের জন্য একত্রে কাজ করে। এতে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই পরিবর্তন করতে পারে। সমাজের শোষক শ্রেণির হাত থেকে রক্ষার জন্য কতিপয় ব্যক্তি এ সমিতি গঠন করে।

উদ্দীপকে মি. বেল্লাল তার এলাকার অসহায়, দরিদ্র ও অসচ্ছল শ্রেণির ২৫ জন্য ব্যক্তি নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন করেন। যা নিজেদের কল্যাণে ও অধিকার রক্ষার কাজ করে। তারা এ সমিতির মাধ্যমে পণ্যের ন্যায্যমূল্যের অধিকার ভোগ করেন। নিজেদের উৎপাদিত পণ্যও এ সমিতির মাধ্যমে সঠিক মূল্যে বিক্রয় করেন। এতে সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়।

সমবায় সমিতি সাধারণ, অসহায় ও দরিদ্র লোকজনের স্বার্থ রক্ষায় গঠিত হয়। সদস্যদের পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে নিজেরা আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করে। ক্রয়, বিক্রয়, উৎপাদন, ঋণ থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করে। এ সমিতি সমাজের নিম্নস্তরের লোকজনকে মধ্যস্থব্যবসায়ীদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করে। পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাওয়ায় সদস্যদের জীবন যাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। তাছাড়া সমবায় সমিতি প্রয়োজনে ঋণ সুবিধা দিয়ে উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করছে। ফলে বেকারত্ব কমছে। এতে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে। তাই বলা যায়, বেকারত্ব দূরীকরণ ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ সোনারগাঁওয়ের ৪০ জন তাঁতি সংগঠিত হয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। বিভিন্ন স্থান থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে একত্রিতভাবে তাঁত বস্ত্র তৈরি করে নিজেরাই বিক্রির ব্যবস্থা করে লাভবান হয়েছে। অপরদিকে মোরগা পাড়ার চাষিরা মিলে সংগঠিত হয়ে এমন একটি সমবায় সমিতি গঠন করে যার জমাকৃত সঞ্চয় থেকে সদস্যদের ঋণ সুবিধা দেয়া হয়। যাতে তারা সুদি মহাজনের হাত থেকে রক্ষা পায়। *[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা]*

ক. সমবায় উপবিধি কী? ১
খ. 'একতাই বল'- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের তাঁতিদের সমবায়টি প্রকৃতি বিচারে কোন ধরনের সমবায় সমিতি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় সমবায় সমিতিটি মহাজনদের হাত থেকে চাষিদের রক্ষার জন্য অধিক কার্যকর ভূমিকা রাখবে- তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলে সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জাতীয় নিয়ম উল্লেখ থাকে তাকে সমবায় উপবিধি (By laws) বলে।

খ 'একতাই বল' সমবায় সমিতির মৌলিক নীতি, যার মূল কথা হলো সদস্যদের মাঝে একতা বজায় রাখা। এ নীতির ওপর ভিত্তি করে সমবায় সমিতি গঠিত হয়। দরিদ্র ও সমমনা ব্যক্তিরা নিজেদের সীমিত সামর্থ্যকে একত্রিত করে সমবায় সমিতি গঠন করে। সকলে মিলে কাজ করলে সমিতির মাধ্যমে সদস্যরা সহজেই সাফল্য অর্জন করতে পারে। তাই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বা অবনতি সব অবস্থায় সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হয়।

গ উদ্দীপকের তাঁতিদের সমবায়টি প্রকৃতি বিচারে 'উৎপাদক সমবায় সমিতি'।

উৎপাদনের সুবিধা ভোগ করার জন্য এ সমিতি গঠিত হয়। উৎপাদকরা তাদের সীমিত সামর্থ্যের জন্য অধিক উৎপাদন করতে পারে না। তাছাড়া উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও ন্যায্যমূল্য পায় না। এ ধরনের সমস্যা দূর করার জন্য উৎপাদকরা মিলে এ সমিতি (তাঁতি সমবায়, দুগ্ধ সমবায়) গঠন করে থাকে।

উদ্দীপকের সোনারগাঁওয়ের ৪০ জন তাঁতি সংগঠিত হয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। বিভিন্ন স্থান থেকে তারা কাঁচামাল সংগ্রহ করে। তারপর ঐ কাঁচামাল দিয়ে তাঁতবস্ত্র তৈরি করে। তৈরি বস্ত্র তারা নিজেরাই বিক্রির ব্যবস্থা করে লাভবান হয়েছে। এতে তাদের তৃতীয় পক্ষের কোনো ঝামেলা পোহাতে হয় না। তাদের এই সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য উৎপাদক সমবায়ের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, তাদের সমবায়টি উৎপাদক সমবায় সমিতি।

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয় সমবায় সমিতিটি ঋণদানকারী সমবায় সমিতি।

ঋণ সুবিধা লাভের জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদক, কৃষিজীবী ইত্যাদি পেশার মানুষ একত্রিত হয়ে এ সমিতি গঠন করে। এর মাধ্যমে সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে তহবিল তৈরি করা হয়। শেয়ার বিক্রয় করে অথবা সমবায় ব্যাংক থেকেও তহবিল সংগ্রহ করা হয়। সদস্যদের প্রয়োজনে তা ঋণ হিসেবে দেয়া হয়।

উদ্দীপকের মোরগা পাড়ার চাষিরা মিলে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। শেয়ার বিক্রয় করে এ সমিতি তহবিল সংগ্রহ করে। এছাড়া সদস্যদের সঞ্চয়কৃত অর্থ থেকে অন্য সদস্যদের ঋণ সুবিধা দেয়। এতে সদস্যরা সুদি মহাজনের হাত থেকে রক্ষা পায়।

ঋণদান সমবায় সমিতি সদস্যদের প্রয়োজনে ঋণ দেয়। ফলে সদস্যদের তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছে যেতে হয় না। বিভিন্ন পক্ষ (মহাজন, ব্যাংক, আড়তদার) সাধারণত স্বল্প আয়ের মানুষদের ঋণ দিয়ে উচ্চ হারে সুদ দাবি করে। অনেক সময় সুদের হার আসল থেকে অধিক হয়ে যায়। তাছাড়া জামানত হিসেবে তাদের সম্পত্তি দিতে হয়। উচ্চ সুদের ঋণের টাকা পরিশোধ না করতে পারলে মহাজন, আড়তদাররা তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেয়। অনেক সময় উৎপাদিত ফসল নিয়ে যায়। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য চাষিরা সমবায় সমিতি গঠন করে। ফলে তৃতীয় পক্ষের কাছে ঋণ নিতে হয় না। সমিতির সদস্য হয়ে বিনা সুদে ঋণ পায়। তাই বলা যায়, মহাজনদের হাত থেকে চাষিদের রক্ষার জন্য ঋণদান সমবায় সমিতি অধিক কার্যকর।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶৩৫ কৃষ্ণপুর গ্রামের কৃষকেরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে সম্মিলিতভাবে কিছু টাকা জমা করে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। তারা নিজেরা নিজেদের টাকা থেকে ঋণ নেয় এবং তারা ধান ও শস্য মজুদ করে দাম বাড়লে তা বিক্রি করে। এতে তারা এখন লাভবানও বেশি হচ্ছে এবং গ্রামে ঐক্য বেড়েছে। এটি দেখে অন্যরাও সমবায় সমিতি করায় উৎসাহিত হয়েছে। *[পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. সমবায় সমিতির উপবিধি কী? ১

খ. 'একতাই বল' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সমবায় সমিতির প্রকৃতি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষ্ণপুর গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কী উন্নয়ন ঘটবে? আলোচনা করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমবায় সমিতির পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-কানুন যে দলিলে লেখা থাকে তাকে সমবায় সমিতির উপবিধি (By-laws) বলে।

খ 'একতাই বল' সমবায় সমিতির একটি মৌলিক নীতি, যার মূল বিষয় হলো সদস্যদের মধ্যে একতা বজায় রাখা।

দরিদ্র ও সমমনা ব্যক্তিরা নিজেদের সীমিত সামর্থ্যকে একত্রিত করে সমবায় গঠন করে। তাই সফলতা লাভে সব অবস্থাতেই সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হয়। সমবায় সমাজের দুর্বল শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করে পারস্পরিক সহযোগিতার পথ চলার নতুন দিকনির্দেশনা দেয়। এতে তাদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

গ উদ্দীপকের সমবায় সমিতিটি বহুমুখী সমবায়ের অন্তর্গত।

একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠিত হয়। এ সমিতিতে সাধারণত উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, ঋণদান ইত্যাদি উদ্দেশ্যে অর্জনের জন্য কাজ করা হয়।

উদ্দীপকে কৃষ্ণপুর গ্রামের কৃষকেরা নিজ উদ্যোগে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। সদস্যরা সবাই কৃষক, তাই তারা সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষিকাজের সহায়ক কাজগুলো করে। তারা ধান ও শস্য মজুদ করে এবং দাম বাড়লে তা বিক্রি করে। আবার প্রয়োজনে তারা নিজেরা নিজেদের সমিতি থেকে ঋণ নেয়। এতে তারা লাভবান হচ্ছে এবং গ্রামে সকলের মধ্যে ঐক্য বাড়ছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কৃষ্ণপুরের কৃষকরা বহুমুখী সমবায় সমিতিই গঠন করেছে।

ঘ উদ্দীপকের বহুমুখী সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষ্ণপুর গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে বলে আমি মনে করি।

অন্যান্য সমিতির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সীমিত হলেও এ সমিতির ক্ষেত্রে অনেক ধরনের উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা করা হয়। এতে সব ধরনের কাজের মাধ্যমে সমিতির মূল উদ্দেশ্য (আর্থিক কল্যাণ) অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে একটি সমিতির মাধ্যমে একাধিক কাজ করা যায় বলে সমিতির সদস্যদের আলাদা আলাদা সমিতি গঠনের জটিলতায়ও পড়তে হয় না।

উদ্দীপকের কৃষ্ণপুর গ্রামের কৃষকেরা নিজেরা একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। তারা নিজেরা নিজেদের সমিতি থেকে ঋণ নেয়। এছাড়া ধান ও শস্য মজুদ করে দাম বাড়লে তা বিক্রি করে। এতে তারা লাভবান হচ্ছে। এটি দেখে অন্যরাও সমবায় সমিতি করার জন্য উৎসাহিত হচ্ছে।

সমবায় সমিতির প্রধান উদ্দেশ্যই সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা। এর জন্যই সমিতির সব কাজ পরিচালিত হয়। সমিতি থেকে অর্জিত মুনাফা সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। কৃষ্ণপুরের কৃষকদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে লাভবান হতে দেখে গ্রামের অন্যরাও এ কাজের প্রতি উৎসাহিত হচ্ছে। এতে সকলে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেরা নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে পারবে। সুতরাং, উদ্দীপকের বহুমুখী সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামটির আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে।

প্রশ্ন ▶৩৬ রংপুরের তাহের মিয়া নিজস্ব বাড়ির আঙিনায় একটি সবজি বাগান গড়ে তোলেন। স্থানীয় বাজারে উৎপাদিত সবজি বিক্রি করেন তিনি ন্যায্যমূল্য পান না। আবার কখনো কিছু সবজি অবিক্রীত থেকে যায়। পরবর্তীতে তিনি গ্রামের অন্য সবজি চাষিদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সকলে একত্রিত হওয়ার ফলে সামগ্রিক উৎপাদন বেড়েছে এবং সংগঠনের নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে এগুলো জেলা সদর বাজারে নিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা করে তারা যথেষ্ট লাভবান হন। এছাড়াও ক্রেতারাও অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে তাজা সবজি ক্রয় করতে পেরে খুশি। *[আহম্মদ উদ্দিন শাহ্ পিপু, নিকেতন স্কুল ও কলেজ, গাইবান্ধা]*

ক. সমবায় শব্দের অর্থ কী? ১

খ. সমবায়ের উপবিধি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. তাহের মিয়া কোন ধরনের সংগঠন গড়ে তোলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে উদ্দীপকের তাহের মিয়ার মতো আরও সংগঠন গড়ে তোলা যৌক্তিক কিনা? মতামত দাও। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমবায় শব্দের অর্থ হলো সম্মিলিতভাবে কাজ করা।

খ যে দলিলে সমবায়ের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাজ পরিচালনার নিয়মকানুন উল্লেখ থাকে তাকে সমবায়ের উপবিধি (By-laws) বলে।

সমবায়ের উপবিধি হলো সমবায়ের মূল বা প্রধান দলিল। এর বাইরে কোনো কাজ করা সমিতির জন্য বৈধ নয়। উপবিধি বহির্ভূত কোনো বিষয়ের উদ্ভব হলে তা সমবায় নিবন্ধকের অনুমতিক্রমে সমবায় আইন ও সমবায় বিধিমালার আলোকে নিষ্পত্তি করতে হয়।

গ উদ্দীপকের তাহের মিয়া সমবায় সংগঠন গড়ে তোলেন।

পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমমনা ও সমশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিবর্গ মিলে সমঅধিকারের ভিত্তিতে এ সংগঠন গড়ে তোলে। সমিতির সদস্যদের আর্থিক কল্যাণের জন্যই এতে কাজ করা হয়।

উদ্দীপকের তাহের মিয়া তার উৎপাদিত সবজির ন্যায্যমূল্য না পেয়ে অন্যান্য সবজি চাষিদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সকলে একত্র হওয়ায় তাদের উৎপাদন বাড়ে। সংগঠনের নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে এগুলো জেলা শহরে বিক্রির ব্যবস্থা করে তারা যথেষ্ট লাভবান হয়েছেন। তাই দেখা যায়, তারা একই এলাকার ও একই পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ। তারা নিজেদের আর্থিক কল্যাণের লক্ষ্যে একটি সংগঠন গড়ে তোলে আর্থিকভাবে লাভবানও হচ্ছেন। তাই তাদের সংগঠনকে সমবায় সংগঠন বলা যায়।

ঘ কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে উদ্দীপকের তাহের মিয়ার মতো আরও সংগঠন গড়ে তোলা অবশ্যই যৌক্তিক।

সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে দরিদ্র কৃষকরা সহজেই তাদের পণ্য বিক্রয় করে লাভবান হতে পারে। এতে মধ্যস্বত্বভোগীদের সাহায্য ছাড়াই তাদের পণ্য বিক্রয় হয় বলে পণ্যের ন্যায্যমূল্য পেয়ে থাকে। তাই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকের তাহের মিয়া তার উৎপাদিত সবজির ন্যায্যমূল্য পাচ্ছিলেন না। এছাড়া তার উৎপাদিত সব সবজি বিক্রি করাও সম্ভব হচ্ছিল না। একপর্যায়ে তিনি অন্যান্য সবজি চাষিদের একত্রিত করে একটি সমবায় গঠন করেন। এর মাধ্যমে তারা তাদের সকল সবজি বিক্রি করার পাশাপাশি ন্যায্যমূল্যও পাচ্ছেন। এতে তারা যথেষ্ট লাভবান হচ্ছেন। অন্যদিকে ক্রেতাসাধারণও কম মূল্যে তাজা সবজি ক্রয় করতে পারছেন। এতে তারাও যথেষ্ট খুশি হচ্ছেন।

তাহের মিয়ার মতো আরও সমিতি গড়ে উঠলে তাদের পণ্য বাজারজাতকরণ করাও অনেক সহজ হবে। এতে মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস পাবে। উৎপাদনকারীরা তাদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবেন। তাদের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ব্যয় কমবে, উৎপাদন বাড়বে ও মুনাফার পরিমাণ বাড়বে। অপরদিকে ক্রেতারাও সরাসরি ভালো মানের পণ্য কম মূল্যে পাবে। তাই বলা যায়, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে আরও সমবায় সংগঠন গড়ে তোলা পুরোপুরি যৌক্তিক।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ৩৭ রামপুরের কৃষকরা ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। সমিতি কৃষকদের উন্নত বীজ সরবরাহের পাশাপাশি ধান বিপণনে সহায়তা ও প্রয়োজনে গৃহনির্মাণে ঋণ প্রদান করে। গত তিন বৎসরে তাদের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫০,০০০, ৮০,০০০ ও ১,০০,০০০ টাকা। *[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ]*

ক. সমবায় সমিতি কী? ১

খ. 'একতাই বল' বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমিতির উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রকৃতি বর্ণনা করো। ৩

ঘ. গত তিন বৎসরে তাদের সঞ্চিতি তহবিলের ন্যূনতম জমার পরিমাণ কত? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পারস্পরিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমশ্রেণির ব্যক্তিবর্গ সমঅধিকারের ভিত্তিতে যে সংগঠন গড়ে তোলে তাকে সমবায় সমিতি বলে।

খ 'একতাই বল' বলতে জোটবদ্ধ হয়ে থাকার মাধ্যমে শক্তি অর্জনকে বোঝায়।

এটি সমবায়ের মূল ভিত্তি। এই মৌলিক নীতির ওপরই সমবায় প্রতিষ্ঠিত। দরিদ্র মানুষের পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে পুঁজিপতিদের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। তাই সমবায়ের উদ্দেশ্য অর্জন ও নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে সদস্যদের একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হয়। আর এই ঐক্যবদ্ধতাই তাদের মূল শক্তি।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমিতিটি উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বহুমুখী সমবায় সমিতির অন্তর্গত।

বহুমুখী বা একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠিত হয়। এ সমিতি একাধারে উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, ঋণদান, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি উদ্দেশ্য অর্জনে কাজ করে।

উদ্দীপকের রামপুরের কৃষকরা ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। সমিতি কৃষকদের উন্নত বীজ সরবরাহের পাশাপাশি ধান বিপণনে সহায়তা ও প্রয়োজনে গৃহনির্মাণে ঋণ দেয়। অর্থাৎ, উক্ত সমিতিটি একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এটি বহুমুখী সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই উদ্দীপকের সমিতিকে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বহুমুখী সমবায় সমিতি বলা যায়।

ঘ গত তিন বৎসরে উদ্দীপকের সমিতির সঞ্চিতি তহবিলের ন্যূনতম জমার পরিমাণ হবে ৩৪,৫০০ টাকা।

মুনাফা অর্জন সমিতির মূল উদ্দেশ্য না হলেও সমিতি তার কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে মুনাফা অর্জন করে থাকে। তবে এ অর্জিত মোট মুনাফা বাধ্যতামূলকভাবে ১৫% সঞ্চিতি তহবিলে ও ৩% উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখতে হবে। আর বাকি অংশ শেয়ার অনুপাতে সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া যাবে।

উদ্দীপকে বর্ণিত সমিতিটি গত তিন বছরে মুনাফা করেছে (৫০,০০০ + ৮০,০০০ + ১,০০,০০০) টাকা বা ২,৩০,০০০ টাকা। অতএব, সঞ্চিতি তহবিলে পরিমাণ হবে কমপক্ষে (২,৩০,০০০ × ১৫%) বা ৩৪,৫০০ টাকা।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ পদ্মা অববাহিকার ২০ জন জেলে আহরিত মাছের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার লক্ষ্যে সমতার ভিত্তিতে নিবন্ধনের মাধ্যমে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। একজন শিল্পপতি তাদের ব্যবসায়ে সদস্য হতে চাইলে নীতিবহির্ভূত হওয়ায় তাকে সদস্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। তাদের ব্যবসায়ের প্রচুর মুনাফা অর্জিত হওয়ায় সকলেই আর্থিকভাবে সচ্ছলতা লাভ করেন। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি কী? ১

খ. সমবায় সদস্যদের সীমাবদ্ধ দায় বলতে কী বোঝ? ২

গ. কোন নীতি লঙ্ঘনের অজুহাতে একজন শিল্পপতিকে জেলেরা তাদের সমিতিতে সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেননি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির প্রত্যাশা কতটুকু যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে করো? অভিমত দাও। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কতিপয় প্রাথমিক সমবায় সমিতি একত্রিত হয়ে যে সমিতি গঠন করা হয় তাকে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বলে।

খ সীমাবদ্ধ দায় বলতে সদস্যদের বিনিয়োগকৃত মূলধন পর্যন্ত দায় বহন করাকে বোঝায়।

সাধারণত সমবায় সমিতির সদস্যদের দায় সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, দায় তার ক্রয়কৃত শেয়ারমূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। এর অতিরিক্ত দায় বহন করতে সদস্যরা বাধ্য থাকে না।

গ উদ্দীপকে সমবায়ের সাম্যতার নীতি লঙ্ঘনের অজুহাতে একজন শিল্পপতিকে জেলেরা তাদের সমিতিতে সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেননি।

সাধারণত দরিদ্র ও সমমনা ব্যক্তিরা নিজেদের কল্যাণের জন্য সমবায় সমিতি গঠন করে। সমবায় সমিতি সাম্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত। সাম্যের নীতিতে প্রত্যেক সদস্য সমান মর্যাদার অধিকারী হয়।

উদ্দীপকে পদ্মা অববাহিকার ২০ জন জেলে মাছের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার জন্য একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। সমতার ভিত্তিতে নিবন্ধনের মাধ্যমে তারা সমিতিটির ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেন। একজন শিল্পপতি তাদের ব্যবসায়ের সদস্য হতে চাইলে নীতির বাইরে বলে তাকে অন্তর্ভুক্ত করেননি। সমবায় সমিতির সদস্যরা মূলত সমশ্রেণি ও সমপেশাভুক্ত হয়। উক্ত সমবায় সমিতির সব সদস্য জেলে। তাই শিল্পপতিকে সমশ্রেণির সমপেশাভুক্ত না হওয়ার কারণে সমিতির সদস্য করা হয়নি। এটি সাম্যের নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ।

ঘ সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির প্রত্যাশা সম্পূর্ণ যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমমনা ও সমশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিবর্গ সমঅধিকারের ভিত্তিতে মিলিত হয়ে সমবায় সমিতি গঠন করে। এর মাধ্যমে সদস্যরা তাদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করতে পারে।

উদ্দীপকে পদ্মা অববাহিকার ২০ জন জেলে সমতার ভিত্তিতে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল আহরিত মাছের ন্যায্যমূল্য পাওয়া। এই সমবায় সমিতির মাধ্যমে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

মাছ একটি পচনশীল পণ্য। পূর্বে জেলেরা ক্ষতির ভয়ে কম দামে মধ্যস্থতাকারীদের কাছে বিক্রয় করে দিত। বর্তমানে জেলেরা সমবায় সমিতির মাধ্যমে তাদের আহরিত মাছ নিজেরাই হিমায়িতকরণের ব্যবস্থা করেন। এরপর তা দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে বিক্রয় করতে পারেন। এতে মধ্যস্থব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য কমানো সম্ভব হয়। সুতরাং, সমবায়ের মাধ্যমে জেলেদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির প্রত্যাশা যুক্তিযুক্ত।

http://teachingbd.com

অধ্যায়-৬: সমবায় সমিতি

১৬১. জনকল্যাণ কোন সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য? (অনুধাবন) /কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর/
ক অংশীদারি সংগঠন খ একমালিকানা সংগঠন
গ সমবায় সংগঠন ঘ কোম্পানি সংগঠন **গ**

১৬২. সমবায়ের সাফল্যের ভিত্তি কী? (জ্ঞান) /কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা/
ক একতা খ সাম্য
গ নৈকট্য ঘ বন্ধুত্ব **ক**

১৬৩. সমবায় সমিতির মুনাফার কত অংশ সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়? (জ্ঞান) /নওয়াব ফয়জুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, কুমিল্লা/
ক $\frac{৪}{৫}$ অংশ খ $\frac{৩}{৫}$ অংশ
গ $\frac{১}{২}$ অংশ ঘ $\frac{৩}{৪}$ অংশ **ক**

১৬৪. রচডেল সমিতি কারা গড়ে তুলেছিল? (জ্ঞান) /সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক ছাত্ররা খ বিজ্ঞানীরা
গ তাঁতিরা ঘ কৃষকেরা **গ**

১৬৫. BARD কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান) /সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক ১৯৫৮ সাল খ ১৯৫৯ সাল
গ ১৯৭১ সাল ঘ ১৯৮৯ সাল **খ**

১৬৬. সমবায় সমিতির অস্তিত্ব চিরন্তন হওয়ার কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা) /বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম/
ক এটি একটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠন বলে
খ সমশ্রেণিদের সংগঠন বলে
গ সমবায় সমিতি আইন দ্বারা নিবন্ধিত বলে
ঘ কল্যাণের উদ্দেশ্যে গঠিত বলে **গ**

১৬৭. সমবায় সমিতিতে সকল সদস্যদের ভোটাধিকার সমান হওয়ার কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা) /বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম/
ক সমবায় সাম্যের প্রতীক বলে
খ সততা সমবায়ের নীতি বলে
গ সদস্যদের নৈকট্যের কারণে
ঘ সমশ্রেণির জনগোষ্ঠী হওয়ার কারণে **ক**

১৬৮. মধ্যস্থকারীদের শোষণ থেকে রক্ষা পেতে কোন ব্যবসায় উপযোগী? (জ্ঞান) /মদনমোহন কলেজ, সিলেট/
ক স্বায়ত্তশাসিত খ সমবায়
গ অংশীদারি ঘ কোম্পানি **খ**

১৬৯. সমবায় সংগঠন বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় কেন? (অনুধাবন) /হামিদপুর আল-হেরা কলেজ, যশোর/
ক স্বল্প সদস্যের কারণে
খ আইনগত জটিলতার জন্য
গ স্বল্প মূলধনের জন্য ঘ অদক্ষতার কারণে **গ**

১৭০. সমবায় সমিতির গুরুত্বপূর্ণ দলিল কোনটি? (জ্ঞান) /বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম/
ক চুক্তিপত্র খ উপবিধি
গ বিবরণপত্র ঘ সংঘস্মারক **খ**

১৭১. মোক্তার আলী একজন চাল ব্যবসায়ী। তিনি কখনও চালের সাথে পাথরকণা মিশিয়ে বাজারে বিক্রয় করেন না। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসায়ের কোন বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে? (প্রয়োগ) /ঢাকা কমার্স কলেজ/
ক ব্যবসায়িক চুক্তি খ বাজার গবেষণা
গ পরিবেশ আইন ঘ ব্যবসায় নৈতিকতা **ঘ**

১৭২. সমবায় সমিতির অস্তিত্ব চিরন্তন হওয়ার কারণ কী? (অনুধাবন) /বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম/
ক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠন বলে
খ সমশ্রেণিদের সংগঠন বলে
গ আইন দ্বারা নিবন্ধিত বলে
ঘ কল্যাণের উদ্দেশ্যে গঠিত বলে **গ**

১৭৩. সমবায় সমিতির বিলোপসাধন কীভাবে হয়? (অনুধাবন) /বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা/
ক সদস্যদের ইচ্ছার কারণে
খ সরকারের হস্তক্ষেপে
গ নির্দিষ্ট আইনের ধারা মোতাবেক
ঘ রাজনৈতিকভাবে **গ**

১৭৪. ভোক্তা সমবায় সমিতির অপর নাম কী? (জ্ঞান) /ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ/
ক বণ্টনকারী সমবায় সমিতি
খ বিমা সমবায় সমিতি
গ উৎপাদক সমবায় সমিতি
ঘ ঋণদান সমবায় সমিতি **ক**

১৭৫. বাংলাদেশের সমবায় বিধি কত সালের? (জ্ঞান) /মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; আপণী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী; উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক ২০০১ সালের খ ২০০৩ সালের
গ ২০০৪ সালের ঘ ২০১০ সালের **গ**

১৭৬. জলিল সাহেব একজন সরকারি চাকরিজীবী। সমপেশাজীবী আরও ২০ জন ব্যক্তিকে নিয়ে তিনি একটি সমিতি গঠন করেন। উৎপাদক বা পাইকারদের নিকট থেকে পাইকারি দরে পণ্য ক্রয় করে তারা সামান্য লাভে তা সদস্যদের নিকট বিক্রয় করেন। তাদের প্রতিষ্ঠিত সমিতিটি কোন ধরনের? (প্রয়োগ) /বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ রাইফেলস কলেজ, ঢাকা/
ক উৎপাদক সমবায় সমিতি
খ কৃষক সমবায় সমিতি
গ ভোক্তা সমবায় সমিতি
ঘ চাকরিজীবী সমবায় সমিতি **গ**

১৭৭. কী কারণে বাংলাদেশের সমবায় সমিতিগুলো অদক্ষভাবে পরিচালিত হচ্ছে? (অনুধাবন) /অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, মুরাদনগর, কুমিল্লা/
ক মূলধনের অভাবে
খ উদ্দীপনার অভাবে
গ বিদেশি সাহায্যের অভাবে
ঘ সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে **ঘ**

১৭৮. ভোক্তা সমবায় সমিতিতে সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ কীভাবে বণ্টন হয়? (জ্ঞান) [দিনাজপুর বোর্ড-২০১৫]
ক মূলধন অনুপাতে খ বিক্রয় অনুপাতে
গ সমান অনুপাতে ঘ ক্রয় অনুপাতে **ঘ**

Teachingbd.com

১৭৯. জনাব ইলহাম একটি বেসরকারি কলেজের শিক্ষক। সমপেশাজীবী আরও ২৫ জন ব্যক্তি নিয়ে তিনি একটি সমবায় গঠন করেন। পাইকারদের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করে সামান্য লাভে তা সদস্যদের নিকট বিক্রয় করেন। জনাব ইলহামের প্রতিষ্ঠিত সমবায় সমিতিটি কোন ধরনের? (প্রয়োগ)
[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক উৎপাদক খ কৃষক
গ ভোক্তা ঘ চাকরিজীবী **গ**

১৮০. সমবায় সমিতির বিলোপসাধন কীভাবে হয়? (অনুধাবন) *[বীরশ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*

ক সদস্যদের ইচ্ছার কারণে
খ সরকারের হস্তক্ষেপে
গ নির্দিষ্ট আইনের ধারা মোতাবেক
ঘ রাজনৈতিকভাবে **গ**

১৮১. সমবায় সমিতির সদস্যরা হলো — (অনুধাবন)
[সোনার বাংলা কলেজ, বুড়িচং, কুমিল্লা]

i. নিম্নবিত্ত জনগণ
ii. সমশ্রেণিভুক্ত জনগণ
iii. সমপেশাভুক্ত জনগণ
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৮২. সমমনা সদস্যদের মধ্যে সমবায় গঠন করার উদ্দেশ্য হলো — (অনুধাবন) *[সরকারি এমএম সিটি কলেজ, খুলনা]*

i. সদস্যদের আর্থিক কল্যাণ
ii. মুনাফা অর্জন
iii. সবার মধ্যে সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

১৮৩. সমবায়ের উদ্দেশ্য হলো — (অনুধাবন)
[কক্সবাজার সিটি কলেজ]

i. সদস্যদের আর্থিক কল্যাণ
ii. ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি
iii. মুনাফা অর্জন
নিচের কোনটি ঠিক?

ক i, ii খ i, iii
গ ii, iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১৮৪. সমবায় সমিতি একটি — (অনুধাবন)
[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]

i. আইনসৃষ্ট কৃত্রিম সত্তাবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান
ii. স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট সংগঠন
iii. সমশ্রেণি ও পেশার লোকদের সংগঠন
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৮৫. উপবিধিতে উল্লেখ থাকে — (অনুধাবন)
[রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

i. সমিতির নাম
ii. মূলধনের পূর্ণ বিবরণ
iii. উদ্যোক্তাদের নাম
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৮৬ ও ১৮৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
দেবদুলাল ন্যায্য মূল্যের আশায় ২০ জন তাঁতিকে নিয়ে একটি ব্যবসায় গঠন করে। বছর শেষে কিছু সদস্য অর্জিত মুনাফার সবটুকু ভাগ করে নিতে চাইলে পরিচালনা পর্ষদ অপারগতা জানায়। *[ঢাকা কমার্স কলেজ]*

১৮৬. দেবদুলালদের সংগঠনটি কোন ধরনের? (প্রয়োগ)

ক অংশীদারি
খ প্রাইভেট লিমিটেড কো.
গ সমবায় সমিতি
ঘ পাবলিক লিমিটেড কো. **গ**

১৮৭. পরিচালনা পর্ষদের আপত্তির কারণ হলো — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. আইনগত বাধ্যবাধকতা
ii. সদস্যদের আয় বৃদ্ধি
iii. ভবিষ্যৎ কল্যাণ সাধন
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৮৮ ও ১৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
নরসিংদীর ১২ জন চাষী নিজেদের কল্যাণের লক্ষ্যে একটি সমবায় সমিতি গঠন করেছেন। তারা নিজেরা সবজি উৎপাদন করে ঢাকার পাইকারি ক্রেতাদের নিকট সরাসরি বিক্রয় করেন। চলতি বছরে তাদের মুনাফার পরিমাণ হয় ২,০০,০০০ টাকা। *[রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

১৮৮. উল্লিখিত সমবায় সমিতিটি কোন ধরনের? (প্রয়োগ)

ক বিক্রেতা সমবায় সমিতি
খ উৎপাদক সমবায় সমিতি
গ ভোক্তা সমবায় সমিতি
ঘ বহুমুখী সমবায় সমিতি **খ**

১৮৯. সদস্যগণ চলতি বছরের মুনাফার সর্বোচ্চ কত পরিমাণ অর্থ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করতে পারবেন? (প্রয়োগ)

ক ২,০০,০০০ টাকা খ ১,৯০,০০০ টাকা
গ ১,৮০,০০০ টাকা ঘ ১,৬০,০০০ টাকা **ঘ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৯০ ও ১৯১নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
আমবেলা গ্রামের ৭০ জন ক্ষুদ্র আয়ের লোক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো স্বল্পমূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য তারা একটি সমবায় সমিতি গঠন করবে। *[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*

১৯০. উদ্দীপকের সমবায় সমিতিটি কোন প্রকৃতির হবে? (প্রয়োগ)

ক উৎপাদক সমবায় সমিতি
খ ভোক্তা সমবায় সমিতি
গ ক্রয় সমবায় সমিতি
ঘ বহুমুখী সমবায় সমিতি **খ**

১৯১. উক্ত সমবায় সমিতি থেকে সদস্যগণ যেসব সুবিধা পাবেন — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. ন্যায্যমূল্যে পণ্য প্রাপ্তি
ii. বিপণন সুবিধা
iii. সদস্যদের আয় বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

Teachingbd.com

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র

অধ্যায়-৭: রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়

প্রশ্ন ▶১ অমিত রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পটি পড়েছে। তৎকালীন সময় তথা ব্রিটিশ আমল থেকে অদ্যবধি এ সার্ভিস চালু আছে। তবে মোবাইল ফোন, কুরিয়ার সার্ভিস ইত্যাদির উদ্ভবের কারণে এর গুরুত্বকে হ্রাস করেছে। বাংলাদেশে ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা আরেকটি নিরাপদ ও সাশ্রয়ী গণপরিবহন সার্ভিস রয়েছে। সহজ ও আরামদায়ক সেবা হওয়ায় এর চাহিদা বেশি। এ প্রতিষ্ঠানকে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয় না। তা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটি গ্রাহকদের সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়নি। *[চ. বো. ১৭]*

ক. BTTB কী? ১

খ. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে প্রথমত কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে পরবর্তীতে যে প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে তার গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে স্থায়ী টেলিফোন সঞ্চালন লাইন প্রতিষ্ঠা, পরিচালন, সংযোগ প্রদান এবং ইন্টারনেট সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ অ্যান্ড টেলিফোন বোর্ড (BTTB – Bangladesh Telegraph & Telephone Board)।

খ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন হলো বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা।

এটি দেশের জাতীয় পর্যটন সংস্থা, যা পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে কাজ করে। এটি দেশে ও দেশের বাহিরে পর্যটকদের জন্য অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করে। এছাড়া এটি প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থাও করে; যাতে পর্যটকরা স্বাচ্ছন্দ্যে দেশ পরিভ্রমণ করতে পারে।

গ উদ্দীপকে প্রথমত 'বাংলাদেশ ডাক বিভাগ'—এ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে।

ডাক বিভাগ সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবা জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য ডাক বিভাগ। এটি দেশের সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি বিভাগ সরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের জনগণকে অল্প খরচে চিঠিপত্র ও অর্থ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এটি ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, তৎকালীন সময়ে তথা ব্রিটিশ আমল থেকে অদ্যবধি একটি সার্ভিস চালু আছে। তবে মোবাইল ফোন, কুরিয়ার সার্ভিস ইত্যাদির উদ্ভবের কারণে এর গুরুত্বকে হ্রাস করছে। এটি ব্রিটিশ আমল থেকেই সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য সেবা দিয়ে আসছে। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে এটিকে চালানো যাচ্ছে না। এত বড় ও সম্ভাবনাময় এ প্রতিষ্ঠানটিকে প্রযুক্তিনির্ভর কর্মকাণ্ডে পরিচালিত করতে পারলে সাধারণ মানুষ অল্প খরচে আরও অনেক বেশি সেবা গ্রহণের সুযোগ পাবে। এসব কার্যক্রম বাংলাদেশ ডাক বিভাগ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ডাকসেবার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, উদ্দীপকে প্রথমে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের কথাই বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে, যার গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনেক।

সরকারি মালিকানায় ও পরিচালনায় দেশের প্রধান পরিবহন সংস্থা হলো বাংলাদেশ রেলওয়ে। এটি যাত্রীদেরকে সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও স্বল্প ব্যয়ে পরিবহন সেবা প্রদান করে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, এদেশে ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা আরেকটি নিরাপদ ও সাশ্রয়ী গণপরিবহন সার্ভিস আছে। সহজ ও আরামদায়ক সেবা হওয়ায় যাত্রীদের কাছে এর চাহিদা বেশি। এ প্রতিষ্ঠানকে অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয় না। তা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটি গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়নি। এ প্রতিষ্ঠানটি হলো বাংলাদেশ রেলওয়ে।

রেলওয়ে পরিবহন সেবা জনগণের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে এ সংস্থাকে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে এটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, কেবিন সুবিধা ইত্যাদি বৃদ্ধি করতে পারে। ইন্টারনেটে ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে রেলের টিকিট সংগ্রহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্বয়ংক্রিয় ও কম্পিউটারাইজড রেলসেবার উদ্যোগ ইতিমধ্যে নেয়া হয়েছে; যা যাত্রীদেরকে সুলভ মূল্যে এবং কম সময়ে দক্ষ রেল পরিবহন সেবা দিতে সহায়ক হবে। এতে যাত্রীদের থেকে রেলওয়ে পরিবহনের প্রতি স্থায়ীভাবে আস্থা ও সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হবে। সুতরাং, রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে।

প্রশ্ন ▶২ সরকার চায় দেশের সর্বত্র শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। সরকার সাশ্রয়ী মূল্যে মানুষ ও পণ্য পরিবহনের কথা চিন্তা করে সারাদেশে গণপরিবহন পরিচালনা করে আসছে। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন গণপরিবহন গণমানুষের সেবা দিতে আগ্রহী হলেও তাদের বাস ও ট্রাকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় একবারেই কম বলে তা সম্ভব হচ্ছে না। *[রা. বো. ১৭]*

ক. বিআরটিসি কী? ১

খ. কোন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য জনকল্যাণ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে সরকারের কোন উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত গণপরিবহন জনগণকে আরও উন্নত সেবা দিতে পারবে কি? তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে সাশ্রয়ী মূল্যে সড়কপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে নিয়োজিত সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা (Bangladesh Road & Transport Corporation) বলে।

খ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ সাধন করা।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না বরং রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি ব্যক্তি যাতে উপকৃত হয়, তা নিশ্চিত করা। তবে এ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য পরিচালন খরচ ওঠানোর চেষ্টা করে। এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে জনকল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। তাই, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য হয় জনকল্যাণ সাধন করা।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে সরকারের 'সুষম শিল্পায়ন' উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটছে।

অনুন্নত দেশে প্রয়োজনীয় মূলধন ও উদ্যোগের অভাবে ব্যক্তিমালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে না। তাই সরকার নিজে উদ্যোগী হয়ে দেশে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এটি হয় সুষম শিল্পায়ন।

http://teachingbd.com

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, সরকার দেশের সর্বত্র শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চায়। সরকারের এরূপ উদ্যোগ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের দ্রুত উন্নয়নে অবদান রাখে। অনুন্নত দেশগুলোতে সরকার এভাবে শিল্পায়ন ব্যবস্থা করতে চায়। এতে শিল্পায়ন খাতে দেশের সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ও ব্যবহার হয়। এর ফলে সম্পদ কোনো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির হাতে পুঞ্জিভূত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। কারণ, সরকার নিজ উদ্যোগেই শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য অধিক পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করে থাকে। এভাবে সরকার শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে সুষম শিল্পায়ন উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটাতে চায়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত গণপরিবহন ব্যবস্থা 'বাংলাদেশ রেলওয়ে' জনগণকে উন্নত সেবা দিতে পারবে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি মালিকানায় ও পরিচালনায় দেশের প্রধান গণপরিবহন সংস্থা হিসেবে কাজ করে। এর লক্ষ্য হলো রেল ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও জনগণকে নিরাপদ এবং স্বল্প ব্যয়ে পরিবহন সেবা প্রদান করা।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, সরকার সাশ্রয়ী মূল্যে মানুষ ও পণ্য পরিবহনের কথা চিন্তা করে সারাদেশে গণপরিবহনের পরিচালনা করে আসছে। এখানে গণপরিবহন বলতে বাংলাদেশ রেলওয়ে ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে, যা অন্যান্য পরিবহনের চেয়ে অধিক নিরাপদ ও সাশ্রয়ী মূল্যে যাত্রীদের পরিবহন সেবা প্রদান করে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে বর্তমানে কিছু নতুন মিশন বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে, যা যাত্রীদের আরও উন্নত সেবা নিশ্চিত করবে। সরকার সারা দেশে রেলপথ ও স্টেশন অবকাঠামো উন্নত ও বৃদ্ধি করছে। নিরাপদ, গতিসম্পন্ন ও দক্ষ ট্রেন চালনা নিশ্চিত করছে, অর্থাৎ রেলওয়ে সেক্টর সরকারের পরিবহন পলিসি বাস্তবায়ন করছে, যা যাত্রীদের আরও সুলভ মূল্যে নিরাপদ পরিবহন সেবা নিশ্চিত করবে। এভাবে বাংলাদেশ রেলওয়ে জনগণকে আরও উন্নত সেবা দিতে পারবে।

প্রশ্ন ▶৩ দেশের জনগণের জন্য নিরাপদে যাতায়াত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য সংসদে আইন পাস করে। প্রতিষ্ঠানটি নানা রকম অব্যবস্থাপনার কারণে লোকসান দিতে থাকে। লোকসান কমানোর জন্য সরকার অন্যান্য বিকল্পের কথা চিন্তা করছে এবং সেবার মান বাড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। *[দি. বো. ১৭]*

ক. PPP বলতে কী বোঝায়? ১

খ. কীভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবই প্রতিষ্ঠানটির লোকসানের অন্যতম কারণ"— যুক্তি দেখাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি-বেসরকারি যৌথ অর্থায়নে ও সহযোগিতায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় কার্যক্রমকে PPP (Public Private Partnership) বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায় বলে।

খ যেসব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে গঠিত হয় এবং রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো (তেল, গ্যাস, কয়লা প্রভৃতি) খনি থেকে উত্তোলন করে বেসরকারিভাবে ব্যবসায় করা খুবই ব্যয়বহুল, এমনকি ঝুঁকিপূর্ণ। তাই রাষ্ট্র এসব খনিজসম্পদ উত্তোলন ও পরিশোধন করে। প্রাকৃতিক সম্পদের যাতে সদ্ব্যবহার হয় সেজন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে।

গ উদ্দীপকে BRTC (Bangladesh Road Transport Corporation) প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে।

সাশ্রয়ী মূল্যে সড়কপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো BRTC। এটি একটি গণপরিবহন সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এ পরিবহন সংস্থাকে আরও শক্তিশালী ও সেবাধর্মী করে গড়ে তোলার জন্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, দেশের জনগণের জন্য নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য সংসদে আইন পাস করে; যা স্বাধীনতার পর আরও সেবাধর্মী পরিবহন সংস্থা হিসেবে গড়ে ওঠে। এর উদ্দেশ্য হলো পরিবহন ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতকে সহায়তা এবং নতুন নতুন যাত্রাপথ চালু করা; যাতে ন্যায্য ও স্বল্প ভাড়ায় যাত্রীরা দক্ষ ও নিরাপদ পরিবহন সেবা পায়। এসব বৈশিষ্ট্য BRTC প্রতিষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, উদ্দীপকে BRTC প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে।

ঘ "দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবই প্রতিষ্ঠানটির লোকসানের অন্যতম কারণ"— BRTC প্রতিষ্ঠানের জন্য উক্তিটি যৌক্তিক।

পরিবহন খাতে নিরাপত্তা বৃদ্ধি, দুর্ঘটনা হ্রাস ও পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য BRTC পরিবহন ব্যবস্থা চালু করা হয়। কিন্তু দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে এটির উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, সরকার দেশের জনগণের নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য গণপরিবহন সংস্থা BRTC প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠানটি নানা অব্যবস্থাপনার কারণে লোকসান হতে থাকে। লোকসান কমানোর জন্য সরকার বিভিন্ন বিকল্পের ব্যবস্থার কথা চিন্তা করছে এবং সেবার মান বাড়ানোর চেষ্টা করছে।

BRTC সংস্থাটি বর্তমানে অদক্ষতার কারণে পরিবহন ব্যবসায়ে লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় এটি মানসম্মত ও সাশ্রয়ী পরিবহন সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছে। এতে সরকার ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সম্পর্কেরও অবসান ঘটছে। এটি লোকসানের সম্মুখীন হওয়ায় দেশের পর্যটন ব্যবস্থাও দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই বলা যায়, অদক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণেই BRTC পরিবহন সংস্থা লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶৪ জনাব আহম্মেদ আলী একজন সরকারি চাকরিজীবী। বাজারে যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় তখন জনাব আহম্মেদ আলীর প্রতিষ্ঠান কম মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। এতে জনগণ উপকৃত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি মুনাফার কথা বিবেচনা না করে জনকল্যাণকেই প্রাধান্য দেয়। *[রা. বো., কু. বো. ১৭]*

ক. ব্যবসায় কী? ১

খ. বায়িং হাউজ বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনাব আহম্মেদ আলীর প্রতিষ্ঠানের নাম কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা উচিত কি না? যুক্তিসহ লেখো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈধভাবে পরিচালিত যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকে (যেমন: উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়) ব্যবসায় বলে।

খ বায়িং হাউজ হলো আমদানিকারক ও উৎপাদনকারীর মাঝে অবস্থানকারী কমিশনভোগী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

বায়িং হাউজ প্রতিষ্ঠান আমদানিকারক ও উৎপাদনকারী উভয় পক্ষের প্রতি মধ্যস্থকারী হিসেবে কাজ করে। এটি উভয়পক্ষের পণ্য সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে। এটি ক্রেতাদের সাথে চুক্তি সাপেক্ষে প্রস্তুতকারকের মাধ্যমে পণ্য তৈরি করে তা সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে।

http://teachingbd.com

গ উদ্দীপকের জনাব আহম্মেদ আলীর প্রতিষ্ঠানের নাম রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ। এ ব্যবসায় মূলত সরকারি নিয়ম-কানুন পালন করে গঠন করা হয়।

উদ্দীপকের জনাব আহম্মেদ আলী একজন সরকারি চাকরিজীবী। বাজারে যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় তখন জনাব আহম্মেদ আলীর প্রতিষ্ঠান কমমূল্যে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। এতে জনগণ উপকৃত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি মুনাফার কথা বিবেচনা না করে জনকল্যাণকেই প্রাধান্য দেয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত এরূপ সরকারি প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এরূপ প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণে তাদের ন্যায্যমূল্যে উন্নতমানের পণ্য ও সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করে। এসব কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন দ্বারা সম্পাদিত হয়। তাই বলা যায়, জনাব আহম্মেদ আলীর প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উদ্দীপকের বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা উচিত।

সম্পদের সুষম বণ্টন ও জণকল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালিত হয়। এর মাধ্যমে দেশের একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ হয় এবং সুষম শিল্পায়ন সম্ভব হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়। বাজারে দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেলে প্রতিষ্ঠানটি কম মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। এতে জনগণ উপকৃত হয়। প্রতিষ্ঠানটি জনকল্যাণকে প্রাধান্য দিয়েই এরূপ কাজ করছে।

উক্ত প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করলে অন্যান্য এলাকার জনগণও ন্যায্যমূল্যে পণ্য ক্রয় করে উপকৃত হবে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রসারণের ফলে সেখানে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে তারা নিজেদের অর্থনৈতিক কল্যাণের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় কল্যাণে তাদের শ্রম ব্যয় করতে পারবে। এভাবে দেশের একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ হবে এবং সুষম শিল্পায়ন সম্ভব হবে। দেশের সম্পদ কিছু লোকের হাতে পুঞ্জিভূত না থেকে তা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চালিত হবে। এভাবে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। তাই আমি মনে করি, প্রতিষ্ঠানটি আরও সম্প্রসারণ করা উচিত।

প্রশ্ন ▶৫ কক্সবাজার বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন নগরী। এখানে সরকারি-বেসরকারি অসংখ্য হোটেল-মোটেল রয়েছে। এখানে বেসরকারি উদ্যোগে বেশকিছু পাঁচতারা হোটেল স্থাপিত হলেও সরকারি সংস্থার অধীনে পরিচালিত হোটেলগুলোর গ্রহণযোগ্যতা মানুষের কাছে অনেক বেশি। বর্তমানে কক্সবাজারে যাওয়ার সুযোগ সড়কপথের বাইরে খুব সীমিত। সাধারণ পর্যটকদের কথা বিবেচনা করে একচেটিয়াভাবে পরিচালিত সরকারের গণপরিবহনের সুযোগ চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা জরুরি। এর ফলে দেশের এ পর্যটন নগরী আরও সমৃদ্ধি অর্জন করবে। *[কু. বো. ১৭]*

ক. চুক্তিপত্র কী? ১

খ. কপিরাইট বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারি হোটেল-মোটেলগুলো কোন সংস্থার অধীন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে গণপরিবহনের সম্প্রসারণ কক্সবাজার পর্যন্ত করার কথা বলা হয়েছে তার আবশ্যকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে পত্রের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে তাকে চুক্তিপত্র বলে।

খ লেখক বা শিল্পী কর্তৃক তার সৃষ্টকর্মের ওপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী আইনগত অধিকারকে কপিরাইট বলে।

কপিরাইট একটি আইনগত ধারণা। এর উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টকর্ম নকল থেকে রক্ষা করে প্রকৃত লেখক, শিল্পী বা স্বত্বাধিকারীর স্বার্থ সুরক্ষা করা। কপিরাইট আইন অনুযায়ী একজন উদ্ভাবক তার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির ওপর পূর্ণ অধিকার লাভ করেন। সাধারণত বই, প্রবন্ধ, নৃত্য, সংগীত কৌশল ইত্যাদি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ কপিরাইটের অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারি হোটেল-মোটেলগুলো বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের অধীন।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশে নেতৃত্বদান, হোটেল-মোটেল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন সংস্থা। এর উদ্দেশ্য হলো পর্যটন সেবার উন্নতি সাধন, প্রসারে সহায়তা করা।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, কক্সবাজার বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন নগরী। এখানে সরকারি-বেসরকারি অসংখ্য হোটেল-মোটেল আছে। বেসরকারি উদ্যোগে বেশকিছু পাঁচতারা হোটেল স্থাপিত হলেও সরকারি সংস্থার অধীনে পরিচালিত হোটেলগুলোর গ্রহণযোগ্যতা মানুষের কাছে অনেক বেশি। এ হোটেল-মোটেলগুলো একটি সরকারি সংস্থার অধীনে পরিচালিত হয়। এ সংস্থা মূলত জনগণের মধ্যে পর্যটনের আগ্রহ সৃষ্টি করতে এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে থাকে। পর্যটন খাতকে আরও এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থে এটি কাজ করে। এসব কাজ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন সংস্থা করে থাকে। সুতরাং, উদ্দীপকে বর্ণিত হোটেল-মোটেলগুলো বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন সংস্থার অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে গণপরিবহন হিসেবে 'বাংলাদেশ রেলওয়ে' কক্সবাজার পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার কথা বলা হয়েছে, যা পরিবহন সেক্টরে অত্যন্ত আবশ্যক।

সরকারি মালিকানায় ও পরিচালনায় দেশের প্রধান পরিবহন সংস্থা হলো বাংলাদেশ রেলওয়ে। এর লক্ষ্য হলো সরকারের উন্নয়ন কৌশলের সাথে মিল রেখে রেল ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণকে নিরাপদ ও সাশ্রয়ী মূল্যে পরিবহন সেবা প্রদান করা।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, বর্তমানে পর্যটন নগরী কক্সবাজারে যাওয়ার সুযোগ সড়কপথের বাইরে খুব সীমিত। সাধারণ পর্যটকদের কথা বিবেচনা করে সরকারের গণপরিবহনের সুযোগ চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা জরুরি। এখানে সরকারের গণপরিবহন বলতে বাংলাদেশ রেলওয়েকে বোঝানো হয়েছে।

চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেলওয়ে সম্প্রসারণ করলে পর্যটকরা আরও দ্রুত ও সহজে পর্যটন এলাকায় পৌঁছাতে পারবে। সড়ক ব্যবস্থায় পরিবহন ক্ষেত্রে যে অতিরিক্ত দুর্ঘটনা হয় রেলপথে এর মাত্রা খুবই কম। তাই যাত্রীরা নিরাপদ ও সাশ্রয়ী মূল্যে পরিবহন সেবা পেয়ে উপকৃত হবে। চট্টগ্রাম বিভাগের বাইরের অঞ্চলের পর্যটকদেরও কক্সবাজার এলাকা ভ্রমণে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে দেশের এ পর্যটন নগরী আরও সমৃদ্ধি অর্জন করবে। তাই বলা যায়, রেলওয়ে পরিবহনের সম্প্রসারণ কক্সবাজার পর্যন্ত করা আবশ্যক।

প্রশ্ন ▶৬ বাংলাদেশ সরকার তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার ট্রেন সার্ভিস চালু করার প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যাতে পর্যটকগণ নিরাপদে ও আরামে কক্সবাজার যেতে পারে। অপরদিকে সরকার নিজস্ব বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের সহায়তায় ঢাকা-চট্টগ্রাম বুলেট ট্রেন সার্ভিস দেওয়ার জন্য একটি নতুন ব্যবসায় গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছে। *[সি. বো. ১৭]*

http://teachingbd.com

ক. ওয়াসা কী? ১
খ. কেন রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ব্যবসায় গঠিত হয়? ২
গ. উদ্দীপকে পর্যটকদের নিরাপদ ও সহজ যাতায়াতের জন্য সরকারের কোন প্রতিষ্ঠান প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পদ্মা সেতুর অপর পাড়ে বৃহদায়তন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণে উদ্দীপকে উল্লিখিত নতুন ব্যবসায়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মেট্রোপলিটন শহরে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব পালনকারী সরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের নাম হলো ওয়াসা বা (Water Supply and Sewerage Authority)।

খ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ব্যবসায় গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ। দেশের জনগণের স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠন করা হয়। এজন্য জননিরাপত্তামূলক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উৎপাদন ও বণ্টন রাষ্ট্রীয় মালিকানায় করা হয়। আবার জনস্বার্থে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতেও অনেক ব্যবসায় রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালনা করা হয়।

গ উদ্দীপকে পর্যটকদের নিরাপদ ও সহজ যাতায়াতের জন্য সরকারের বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতিষ্ঠান প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেন।
রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলে সাশ্রয়ী মূল্যে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে। এটি বাংলাদেশের সরকারি মালিকানায় প্রধান পরিবহন সংস্থা।
উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকার দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য দেশের পর্যটন খাতের উন্নয়ন করতে চাচ্ছেন। এ লক্ষ্যে সরকার চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের ট্রেন সার্ভিস চালু করার প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এতে পর্যটকগণ নিরাপদে ও আরামে কক্সবাজার যেতে পারে। এতে কক্সবাজারে পর্যটকদের আসার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এসব কাজ বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতিষ্ঠান করে থাকে। তাই বলা যায়, সরকার পর্যটকদের নিরাপদ ও সহজ যাতায়াতের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

ঘ পদ্মা সেতুর অপর পাড়ে বৃহদায়তন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণে উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি ব্যবসায় হলো দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারি ব্যবসায়। এখানে জনগণকে সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বেসরকারি খাত সরকারের সাথে চুক্তি করে। এরপর এরপর যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে।
উদ্দীপকে সরকার ঢাকা-চট্টগ্রাম বুলেট ট্রেন সার্ভিস চালু করার জন্য এতে দেশীয় বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আহ্বান জানায়। এতে সরকারের আর্থিক চাপ কিছুটা কমবে। পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগকারীরাও নিরাপদে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে।
এ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি ব্যবসায়ের মাধ্যমে পদ্মা সেতুর অপর পাড়ে বৃহদায়তন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সরকারের আর্থিক চাপ হ্রাসের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও কম ঝুঁকিতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে অংশ নিতে পারবে। তাছাড়া যৌথ উদ্যোগে বৃহদায়তন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ করা হলে দ্রুত কাজ সম্পন্ন হবে। তাই বলা যায়, পদ্মা সেতুর অপর পাড়ে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি ব্যবসায়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ করা ফলপ্রসূ হবে।

প্রশ্ন ▶ ৭ মিসেস হাসনাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সপরিবারে ঢাকায় থাকেন। আসন্ন ঈদে গ্রামের বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু যানবাহনের কথা ভেবে চিন্তিত। যদিও বেসরকারি বাসের পাশাপাশি বাংলাদেশের জনগণের নিরাপদে ও সুলভে যাতায়াতের জন্য দু'ধরনের বিশেষ সংস্থা আছে। সেবার মান নিয়ে কিছু অভিযোগ আছে। সংস্থা দু'টি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত নয়। সরকার সংস্থা দু'টির লোকসান কমানো এবং সেবার মান বাড়ানোর চিন্তা করছে। এছাড়া নতুন 'রুট' চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। সেজন্য সরকার প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করেছে। *[য. বো. ১৭]*

ক. ওয়াসা কী? ১
খ. জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিশেষ সংস্থা দু'টি কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. একচেটিয়া ব্যবসায় রোধে উদ্দীপকের সংস্থা দু'টির ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মেট্রোপলিটন শহরে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব পালনকারী সরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের নাম হলো ওয়াসা (Water Supply and Sewerage Authority)।

খ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বলতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠনকে বোঝায়। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় এমন একটি সংগঠন, যা জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে গঠিত ও পরিচালিত হয়। স্বল্প ব্যয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে এটি মৌলিক নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে। জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন খাতগুলো হলো— ওয়াসা, রেলওয়ে, ডাক ও তার প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বিশেষ সংস্থা দুটো হলো বিআরটিসি ও বাংলাদেশ রেলওয়ে।
সাশ্রয়ী মূল্যে সড়কপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো বিআরটিসি। আর, সরকারি মালিকানায় ও পরিচালনায় দেশের প্রধান পরিবহন সংস্থা হলো বাংলদেশ রেলওয়ে। উভয় প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করে।
উদ্দীপকে উল্লেখ্য, বেসরকারি বাসের পাশাপাশি বাংলাদেশের জনগণের নিরাপদে ও সুলভে যাতায়াতের জন্য দু'ধরনের বিশেষ সংস্থা আছে। এ সংস্থা দু'টি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত নয়। এর একটি হলো BRTC (Bangladesh Road Transport Corporation)। যা ন্যায্য ও স্বল্প ভাড়ায় নিরাপদ, বিশ্বস্ত ও দক্ষ পরিবহন সেবা প্রদান করে এবং নতুন নতুন যাত্রাপথ চালু করে। অপরটি হলো বাংলাদেশ রেলওয়ে। এটি নিরাপদ, বিশ্বস্ত, স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ ও সময় সাশ্রয়ী পরিবহন সেবা প্রদান করে। এ উভয় প্রকার সংস্থাই জনগণের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ও কল্যাণের নিমিত্তে সেবা পরিবহন সেবা দিচ্ছে।

ঘ একচেটিয়া ব্যবসায় রোধে উদ্দীপকের সংস্থা দুটি (বিআরটিসি ও বাংলাদেশ রেলওয়ে) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
বিআরটিসি এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে দু'টিই অলাভজনক পরিবহন সংস্থা হিসেবে পরিচিত। এটি জনকল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করে। উদ্দীপকে উল্লেখ্য, BRTC ও বাংলাদেশ রেলওয়ে এ বিশেষ সংস্থা দু'টি জনগণের নিরাপত্তা ও কম ব্যয়ে যাতায়াত নিশ্চিত করে। সরকার সংস্থা দু'টির লোকসান কমানো এবং সেবার মান বাড়ানোর চিন্তা করছে। এছাড়া নতুন 'রুট' চালু করার উদ্যোগ নিয়ে সরকার প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করেছে।
এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার ফলে সংস্থা দুটি তাদের সেবার মানকে আরও উন্নত করবে। তারা সাশ্রয়ী মূল্যে জনগণকে পরিবহন সেবা

http://teachingbd.com

দিবে। বেসরকারি পরিবহন সংস্থা যে অধিক মুনাফার্জনের জন্য সেবামূল্য বাড়ায়, এতে জনগণ ভোগান্তির শিকার হয়। এরূপ একচেটিয়া ব্যবসায় উক্ত সরকারি সংস্থা দু'টির সাথে টিকে থাকতে ব্যর্থ হবে। কারণ জনগণ তাদের নিরাপত্তায় সাশ্রয়ী পরিবহন সেবাই গ্রহণ করবে। সুতরাং, একচেটিয়া ব্যবসায় রোধে উক্ত সংস্থা দু'টি এভাবে অবদান রাখবে।

প্রশ্ন ▶৮ প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবের কারণে একটি দেশের সরকার একটি বিদেশি নির্মাণ কোম্পানির সাথে যৌথভাবে সে দেশের একটি শহরে পাতাল রেলপথ তৈরি করল। দেশটির সরকার মূলধনের সংস্থান করল। বিদেশি কোম্পানিটি এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে। ১০ বছর পর সেদেশের সরকার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। *[ব. বো. ১৭]*

ক. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কী? ১

খ. পিপিপি (সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব) বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের পিপিপি'র বর্ণনা আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তোমার জয়, আমার জয়— সরকার এবং বিদেশি কোম্পানি উভয়ের জন্য এটি এ ধরনের একটি সম্পর্ক – তুমি কি একমত? বিশদভাবে ব্যাখ্যা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে গঠিত হয় অথবা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ বা আংশিক জাতীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, ঐসব প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলা হয়।

খ সরকারি-বেসরকারি যৌথ অর্থায়নে ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে পিপিপি বলে।

PPP হলো Public Private Partnership বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায়। বৃহদায়তন অবকাঠামো নির্মাণ, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবা প্রতিষ্ঠান গঠনে এরূপ ব্যবসায় কার্যকর। এতে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে ও সরকারের আর্থিক চাপ কমে।

গ উদ্দীপকে BOOT (বিওওটি) পিপিপি এর বর্ণনা আছে।

BOOT হলো নির্মাণ (Building), মালিকানা (Ownership), পরিচালনা (Operating) ও হস্তান্তর (Transfer) এর সমন্বিত রূপ, যা পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়। অর্থাৎ যৌথ উদ্যোগে নির্মিত হয়, সবাই মালিকানা পায়, একত্রে পরিচালনা করে ও একপর্যায়ে মালিকানা সরকারি খাতে স্থানান্তরিত হয়।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবের কারণে একটি দেশের সরকার একটি বিদেশি নির্মাণ কোম্পানির সাথে যৌথভাবে সে দেশের একটি শহরে পাতাল রেলপথ তৈরি করল। দেশটির সরকার মূলধন সংস্থান করেছে। আর বিদেশি কোম্পানিটি এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে। ১০ বছর পর দেশের সরকার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিবে। সুতরাং এখানে পর্যায়ক্রমিকভাবে যৌথ উদ্যোগে নির্মাণ হয়েছে, মালিকানা পেয়েছে, একত্রে পরিচালনা হচ্ছে এবং ১০ বছর পর মালিকানা সরকারি খাতে হস্তান্তর হবে। এসব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সরকারি-বেসরকরি অংশীদারিত্ব BOOT-এর আওতায় পড়ে। সুতরাং, উদ্দীপকে BOOT পিপিপি'র বর্ণনা আছে বলা যায়।

ঘ 'তোমার জয়, আমার জয়'— সরকার ও বিদেশি কোম্পানি উভয়ের জন্য পিপিপি এ ধরনের একটি সম্পর্ক— আমি এ বক্তব্যর সাথে একমত।

পিপিপি হলো দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারি ব্যবস্থা, যেখানে জনগণকে সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বেসরকারি খাত সরকারের সাথে চুক্তি করে যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে।

উদ্দীপকে একটি দেশের সরকার একটি বিদেশি নির্মাণ কোম্পানির সাথে যৌথভাবে সেদেশের জন্য একটি পাতাল রেলপথ তৈরি করল। যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মাণ কাজটি দ্রুত ও দক্ষভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এতে উভয়ের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটেছে এবং সেই সাথে সরকারের আর্থিক চাপও হ্রাস পেয়েছে।

অন্যদিকে এ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও সেবাখাত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে মিলে সরকার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যৌথ উদ্যোগে এ পিপিপি ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারে। ফলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকিতে ও সরকারি রাজস্ব সুবিধা ভোগ করে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে অংশ নিতে পারে। যা দেশ সেবায় তাদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে। সুতরাং তোমার জয়, আমার জয়— এ ধারণাটি পিপিপি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ ধরনেরই একটি সম্পর্ক বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶৯ 'X' বাংলাদেশের একটি অনুন্নত অঞ্চল। অবকাঠামোসহ অন্যান্য অসুবিধার জন্য ঐ অঞ্চলে উল্লেখ করার মতো কোনো মিল-কারখানা গড়ে ওঠেনি। তাই শুধু মুনাফার কথা না ভেবে দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য 'X' অঞ্চলে মিল-কারখানা গড়ে তোলার বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। *[চা. বো. ১৬]*

ক. সামাজিক ব্যবসায় কী? ১

খ. 'বিমা হচ্ছে সদ্বিশ্বাসের চুক্তি'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মালিকানার ভিত্তিতে 'X' অঞ্চলে কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন উপযোগী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'X' অঞ্চলে পরিকল্পিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্যই হবে জনকল্যাণ– উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ প্রাপ্তির কোনো প্রত্যাশা থাকে না বরং সমাজের কল্যাণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে গঠন করা হয় তাকে সামাজিক ব্যবসায় বলে।

খ চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস বলতে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের সম্পর্ক থাকা বোঝায়।

বিমার ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা বিমার বিষয়বস্তু সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিমাকারীকে অবহিত করে। বিমাকারী বিমা চুক্তির শর্তসমূহ সম্পূর্ণভাবে বিমাগ্রহীতাকে জানায়। এতে উভয়পক্ষ ধরে নেয় প্রয়োজনীয় সব তথ্য তারা একে অপরকে অবহিত করেছে। এ বিশ্বাসের মাধ্যমে তাদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয় বলে বিমা চুক্তিকে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে মালিকানার ভিত্তিতে 'X' অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় উপযোগী।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত বা পরবর্তী সময়ে জাতীয়করণকৃত কোনো ব্যবসায়ে মালিকানা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের অধীনে থাকে। জনকল্যাণ এর মূল উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ও সম্পদের সুষম বণ্টনে এ ব্যবসায় কাজ করে।

উদ্দীপকে 'X' বাংলাদেশের একটি অনুন্নত অঞ্চল। অবকাঠামোসহ অন্যান্য সুবিধার জন্য ঐ অঞ্চলে উল্লেখ করার মতো কোনো মিল-কারখানা গড়ে ওঠেনি। 'X' অঞ্চলটির সুষম উন্নয়ন হয়নি। তাই মুনাফা নয় বরং এলাকার উন্নয়ন ও জনকল্যাণের জন্য এ অঞ্চলে ব্যবসায় গঠন অপরিহার্য। এতে ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে, যা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মাধ্যমে সম্ভব।

ঘ 'X' অঞ্চলে পরিকল্পিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্যই হবে জনকল্যাণ।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয় বরং জনকল্যাণ। এ ব্যবসায়ের অন্যতম বিবেচ্য হলো এলাকার উন্নয়ন, শ্রমিক-কর্মীর উন্নয়ন এবং সমাজের প্রত্যেকের কল্যাণ সাধন। এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ এবং আয়ের সুষম বণ্টন হয়।

http://teachingbd.com

উদ্দীপকে 'X' অঞ্চলটিতে অবকাঠামোগত সুবিধা নেই। কারণ এখানে উল্লেখ করার মতো কোনো মিল-কারখানা গড়ে ওঠেনি। তাই মুনাফা নয়, দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য 'X' অঞ্চলে মিল-কারখানা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বিষয়বস্তু অনুযায়ী বলা যায়, সরকার 'X' অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছে। ফলে ঐ অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন যেমন হবে তেমনি অবকাঠামোর উন্নয়নও ঘটবে। মিল-কারখানা গড়ে তুললে 'X' অঞ্চলের জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। এতে তারা আর্থিকভাবে লাভবান হবে, যা সার্বিকভাবে জনকল্যাণ।

প্রশ্ন ▶ ১০ জনাব শফি তার পরিবার নিয়ে শীতকালীন ছুটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বেড়াতে যান। যাত্রার শুরুতে তিনি পরিবার নিয়ে ঢাকা থেকে রেলপথে চট্টগ্রাম যান। ঢাকার বিমানবন্দর রেলস্টেশন থেকে ট্রেন যাত্রা শুরু করে, পথে কোথাও না থেমে চট্টগ্রাম পৌঁছে। তার পরিবার ভ্রমণটি খুব উপভোগ করে এবং কর্তৃপক্ষের সেবায় তারা সন্তুষ্ট। চট্টগ্রাম থেকে সড়কপথে তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়-পর্বত, প্রাকৃতিক ঝর্ণা তাদের বিমোহিত করে। জনাব শফি চিন্তা করলেন পার্বত্য এলাকায় পর্যাপ্ত আবাসিক সুবিধা, উন্নত যাতায়াত ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে দেশি-বিদেশি দর্শনার্থীদের জন্য আরও আকর্ষণীয় হবে। পাশাপাশি সরকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে পারবে। *[দি. বো. ১৬]*

ক. BRTC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. কোন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য জনকল্যাণ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব শফি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যেতে যে যাত্রাপথ ব্যবহার করেছেন তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব শফির চিন্তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত যে প্রতিষ্ঠানটি ভূমিকা রাখতে পারে– উদ্দীপকের আলোকে তার কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BRTC-এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Road Transport Corporation.

খ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ সাধন করা।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না বরং এরূপ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি ব্যক্তি যাতে উপকৃত হয়, তা নিশ্চিত করা। তবে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য পরিচালনা খরচ ওঠানোর চেষ্টা করে এ ব্যবসায়। এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে জনকল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। তাই বলা যায়, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ সাধন করা।

গ উদ্দীপকে জনাব শফি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যেতে ট্রেনের যাত্রাপথ ব্যবহার করেছেন যা বাংলাদেশ রেলওয়ের অধীন।

সরকারি মালিকানা ও পরিচালনায় দেশের প্রধান সংস্থা হলো বাংলাদেশ রেলওয়ে। এর লক্ষ্য হলো রেল ব্যবস্থার যথাযথ আধুনিকায়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ করা। এছাড়া নিরাপদ, ও স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ এবং সময় সাশ্রয়ী পরিবহন সেবা প্রদানও এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকে শফি সপরিবারে ঢাকা থেকে রেলপথে চট্টগ্রাম যান। ঢাকার বিমানবন্দর রেলস্টেশন থেকে ট্রেনটি যাত্রা শুরু করে কোথাও না থেমে চট্টগ্রামে পৌঁছে। তার পরিবার ভ্রমণটি খুব উপভোগ করে এবং কর্তৃপক্ষের সেবায় তারা সন্তুষ্ট। বাংলাদেশ রেলওয়ের আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার কারণেই শফি ও তার পরিবার একটি নিরাপদ ভ্রমণ উপভোগ করতে পেরেছে।

ঘ উদ্দীপকে জনাব শফির চিন্তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত যে প্রতিষ্ঠানটি ভূমিকা রাখতে পারে তা হলো বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন একজন চেয়ারম্যান ও ৩ জন সার্বক্ষণিক পরিচালক নিয়ে গঠিত হয়। এরপর থেকেই এটি দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

উদ্দীপকে মি. শফি পরিবার নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বেড়াতে যান। সেখানকার পাহাড়-পর্বত, প্রাকৃতিক ঝর্ণা তাদের বিমোহিত করে। জনাব শফি চিন্তা করলেন পার্বত্য এলাকায় পর্যাপ্ত আবাসিক সুবিধা, উন্নত যাতায়াত ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে দেশি-বিদেশি দর্শনার্থীদের আরও আকৃষ্ট করা যাবে।

মি. শফির চিন্তা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ সংস্থা পার্বত্য এলাকায় আবাসিক সুবিধা, উন্নত যাতায়াত ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে সক্ষম। এতে ভ্রমণকারীর সংখ্যা ও রাজস্ব বাড়বে। ফলে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটবে।

প্রশ্ন ▶ ১১ পূর্ব তিমুর সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রটি ঐ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ড্রিম হ্যাভেন কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। সমগ্র মুনাফার ৪৯% মালিক হবে সরকার। চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি দেশের বিভিন্ন স্থানে রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ করবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপন করবে। পরবর্তীকালে চুক্তির শর্ত পরিবর্তন করে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা সরকারের নিজের হাতে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। *[সি. বো. ১৬]*

ক. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কী? ১

খ. বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ড্রিম হ্যাভেন ব্যবসায়টি প্রাথমিক অবস্থায় কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন ছিল? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. ড্রিম হ্যাভেন ব্যবসায় সংগঠনটির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সরকারের নিজের হাতে রাখতে হলে চুক্তিতে কী ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে গঠিত হয় অথবা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ বা আংশিক জাতীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, ঐসব প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলা হয়।

খ যে সরকারি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যসামগ্রী তৈরি ও সরবরাহ করে তাকে বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থা বলে।

বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থা বড় ও মাঝারি আকারে রাসায়নিক কারখানা পরিচালনা করে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্পনীতির বাস্তবায়নে এটি সরকারকে সহায়তা করে। এটি শিল্পের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে মানসম্মত পণ্য তৈরি করে ও কৃষিজ উৎপাদন সহায়ক পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করে।

গ ড্রিম হ্যাভেন ব্যবসায়টি প্রাথমিক অবস্থায় প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ (PPP) সংগঠন ছিল।

দেশের শিল্পায়ন বা জনসেবার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে অনেক দেশের সরকার প্রাইভেট সেক্টরকে উৎসাহিত করতে এ ধরনের ব্যবসায় গঠন করে। সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় PPP ব্যবসায়।

পূর্ব তিমুর সদ্য স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্রটি ঐ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ড্রিম হ্যাভেনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। সমগ্র মুনাফার ৪৯% মালিক হবে সরকার। ৫১% মুনাফার মালিক হবে কোম্পানিটি। শর্তসাপেক্ষে কোম্পানিটি দেশের বিভিন্ন স্থানে রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ করবে। বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপন করবে। চুক্তি অনুযায়ী যৌথভাবে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করবে, যা পিপিপি ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

http://teachingbd.com

ঘ ড্রিম হ্যাভেন ব্যবসায় সংগঠনটির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সরকারের নিজের হাতে রাখতে হলে পিপিপি চুক্তির আওতায় নির্মাণ পরিচালনা হস্তান্তর (বিওটি) করতে হবে।

নির্মাণ পরিচালনা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় একত্রে প্রকল্প নির্মাণ ও পরিচালনা চুক্তিবদ্ধ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় থাকে। সময় উত্তীর্ণ হলে পরিচালনার দায়িত্ব সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। পিপিপির অধীনে থাকা কোনো ব্যবসায়কে চুক্তির মেয়াদ শেষে সরকারের মালিকানায় নিতে নির্মাণ পরিচালনা হস্তান্তর (BOT) চুক্তি সম্পাদন করতে হয় বেসরকারি মালিকের সাথে।

ড্রিম হ্যাভেন কোম্পানির সাথে স্বাধীনতা পরবর্তী দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে পূর্ব তিমুরের সরকার পিপিপি ব্যবসায় গড়ে তোলে। পিপিপির অধীনে দেশের বিভিন্ন রাস্তাঘাটে, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠানটি।

প্রতিষ্ঠানটির কাজ শেষ হলে দেশটির সরকার তার মালিকানা সরকারের অধীনে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে সরকারকে ড্রিম হ্যাভেন কোম্পানির মালিকের সাথে বিওটি (BOT) চুক্তি করতে হবে। এ চুক্তির আওতায় সরকারকে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের পাওনা ফেরত দিতে হবে। সুতরাং, ড্রিম হ্যাভেন কোম্পানিটির মালিকানা সরকারের অধীনে রাখতে হলে পূর্বের চুক্তির বাদ দিতে বিওটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ১২ রকিব উদ্দিন একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। সম্প্রতি সরকার তাকে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পদে নিয়োগ প্রদান করেছেন। প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা শহরস্থ বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ঢাকা ও গাজীপুরে এর দুটি ওয়ার্কশপ রয়েছে। এটি সারাদেশে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। সম্প্রতি ঢাকা শহরে স্কুলে শিশুদের আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি সেবা দিচ্ছে। */য. বো. ১৬/*

ক. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কী? ১

খ. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য প্রায়ই ব্যর্থ হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত রকিব উদ্দিন কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মরত রয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান সম্পর্কে তুমি কি সন্তুষ্ট? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে গঠিত হয় অথবা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ বা আংশিক জাতীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলা হয়।

খ যেসব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে গঠিত হয় এবং রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

সম্পদের সুষম বণ্টন ও জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠিত হলেও পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণগত সমস্যার কারণে এ খাত থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। এছাড়া কাঙ্ক্ষিত মাত্রার ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ না থাকায় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ব্যাপক অপচয় ও শ্রমিক-কর্মীদের মধ্যে মারাত্মক হতাশার কারণে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য প্রায়শই ব্যর্থ হয়।

গ উদ্দীপকের রকিব উদ্দিন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থায় কর্মরত রয়েছেন।

উদ্দীপকে সরকারের ব্যবসায় হলো রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়। সরকার জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন খাতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলে।

রকিব উদ্দিন একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেলেন। প্রতিষ্ঠানটি সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একমাত্র বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা বা বিআরটিসি ভূমিকা রাখে। রকিব উদ্দিনের এ বিআরটিসির ঢাকা ও গাজীপুর শহরে দুটি ওয়ার্কশপ আছে। বিআরটিসি সারাদেশে যাত্রী এবং মালামাল পরিবহন করে। ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠানটি স্কুলবাস চালু করেছে। সুতরাং, রকিব উদ্দিনের প্রতিষ্ঠানটি কাজ ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ সড়ক ও পরিবহন কর্পোরেশন।

ঘ বাংলাদেশ সড়ক ও পরিবহন কর্পোরেশনের সেবার মান সম্পর্কে আমি সন্তুষ্ট।

পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং একচেটিয়া ব্যবসায় থেকে জনগণকে রক্ষা করতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠিত হয়। এ ব্যবসায়ের প্রধান কাজ হলো সেবার মাধ্যমে জনকল্যাণ নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন। ব্যবসায়টি পরিবহন সেবা প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানটি পরিবহনের ক্ষেত্রে উন্নত মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এটি ন্যায্য ভাড়া নিয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত ও আরামদায়ক সেবা প্রদান করে থাকে। সারা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানটির কাউন্টার আছে। দক্ষ কর্মীরা এগুলো পরিচালনা করে। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিটি গাড়িতে দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত চালক।

বাংলাদেশ সড়ক ও পরিবহন কর্পোরেশন নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও উন্নত সেবা প্রদান করছে। প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে পরিবহন বিশৃঙ্খলা অনেকাংশে কমেছে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি নারী এবং শিশুদের জন্যও পরিবহন সেবা প্রদান করছে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ বাংলাদেশের যানজট সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার মেট্রোরেল নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ইতালিয়ান থাই ডেভেলপমেন্ট পাবলিক কোম্পানি কাজ শুরু করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সুবিধাসহ বিভিন্ন সুবিধা ভোগের জন্য এ ধরনের ব্যবসায় কার্যক্রমে যুক্ত হচ্ছে। */রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা/*

ক. কৃতিত্ব অর্জন চাহিদা কী? ১

খ. ন্যূনতম মূলধন কেন সংগ্রহ করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মেট্রোরেল নির্মাণের কাজটি মালিকানার ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নীতকরণের লক্ষ্যে তুমি কি এ ধরনের ব্যবসায় কার্যক্রম সমর্থন করো? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃতিত্ব অর্জনের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছার আকাঙ্ক্ষাকে কৃতিত্ব অর্জন চাহিদা বলে।

খ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠনে প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহের জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তাকে ন্যূনতম মূলধন বলে।

কোম্পানির শেয়ার বিলির আগেও মূলধন সংগ্রহ করতে হয়। ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহ না করলে কোম্পানি কার্যারম্ভের অনুমতি পায় না। তাই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে এই ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহ করতে হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মেট্রোরেল নির্মাণের কাজটি মালিকানার ভিত্তিতে যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

এ ধরনের সংগঠন দেশি ও বিদেশি উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে গঠিত ও পরিচালিত হয়। একে বিশেষ কোনো প্রজেক্ট বাস্তবায়নের যৌথ উপায় হিসেবে মনে করা হয়। বর্তমানে উন্নয়নশীল ও ধনী দেশগুলোর উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে এরূপ ব্যবসায় জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের যানজট সমস্যা নিরসনের জন্য সরকার মেট্রোরেল নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ইতালিয়ান থাই ডেভেলপমেন্ট পাবলিক কোম্পানি কাজ শুরু করেছে। অর্থাৎ দুটি দেশ যৌথভাবে এ কাজ করতে চুক্তিবদ্ধ

http://teachingbd.com

হয়েছে। এতে দক্ষভাবে কাজ করা সম্ভব হয়। সরকারেরও আর্থিক চাপ ও দ্রুত কাজ শেষ করা যাবে। এসব কাজ যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায় সংগঠনের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে মেট্রোরেল নির্মাণ কাজটি এ ব্যবসায়ের কাজেরই অন্তর্গত।

ঘ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নীতকরণের লক্ষ্যে উদ্দীপকের যৌথ উদ্যোগে গঠিত ব্যবসায় কার্যক্রমকে আমি সমর্থন করি।

যৌথ উদ্যোগে যে কোনো কাজই ফলপ্রসূ হয়। বর্তমানে বিদেশি দক্ষ উদ্যোক্তাদের সাথে দেশি উদ্যোক্তারা বিভিন্ন প্রজেক্ট যৌথভাবে করছেন। তাই এসব কাজ অধিক কার্যকরভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। এ ধরনের ব্যবসায় বর্তমানে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার ইতালিয়ান থাই ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির সাথে যৌথ উদ্যোগে মেট্রোরেল নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। বর্তমানের যানজট সমস্যা নিরসনে সরকার এ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ কাজটি যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায়ের সাথে সংগতিপূর্ণ।

এ ধরনের ব্যবসায় গঠনের ফলে দেশি ও বিদেশি উদ্যোক্তাগণ একসাথে দক্ষভাবে কাজ করে। এতে বিদেশি উদ্যোক্তাদের সহচর্যে দেশি উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বাড়ে। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তির সমন্বয় হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যায়। এসব প্রকল্প শুরু করার পর এখানে অনেক লোকের কাজের ব্যবস্থা হয়। ফলে বেকার সমস্যা কমে যায়। দেশের শিল্পায়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধি পায় দক্ষ জনশক্তির শ্রমের মাধ্যমে। এভাবে অর্থনৈতিকভাবে দেশ উন্নত হতে থাকে। তাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায়ের কার্যক্রমকে আমি নিঃসন্দেহে সমর্থন করি।

প্রশ্ন ▶ ১৪ "X" বাংলাদেশের একটি অনুন্নত অঞ্চল। অবকাঠামোগত ও অন্যান্য অসুবিধার ওই অঞ্চলে উল্লেখ করার মতো কোনো মিলকারখানা গড়ে উঠেনি। তাই শুধু মুনাফার কথা না ভেবে দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য "X" অঞ্চলে মিল কারখানা গড়ে তোলার বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. রেলওয়ে কয়টি জোনে বিভক্ত? ১

খ. একচেটিয়া ব্যবসায় রোধে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ভূমিকা ব্যাখা করো। ২

গ. মালিকানার ভিত্তিতে "X" অঞ্চলে কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন উপযোগী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "X" অঞ্চলে পরিকল্পিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূখ্য উদ্দেশ্যই হবে জনকল্যাণ -উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রেলওয়ে দুটি জোনে বিভক্ত। উত্তর ও দক্ষিণ জোন।

খ জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে জনগণকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হয়। ফলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ইচ্ছামতো পণ্যমূল্য নির্ধারণ করতে পারে না। এতে প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যা ভোক্তার স্বার্থ রক্ষা করে। এভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় একচেটিয়া ব্যবসায় রোধে ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকে "X" অঞ্চলে মালিকানার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় উপযোগী।

এ ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য জনগণের কল্যাণ, মুনাফা অর্জন নয়। এর মাধ্যমে জনগণকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহ করা হয়। এতে একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ হয়। এছাড়া দেশের সুষম শিল্পায়নেও এ ব্যবসায় কাজ করে।

উদ্দীপকে "X" বালাদেশের একটি অনুন্নত অঞ্চল। অবকাঠামোসহ অন্যান্য অসুবিধার জন্য ঐ অঞ্চলে কোনো মিল কারখানা গড়ে ওঠেনি। তাই শুধু মুনাফার কথা না ভেবে দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য সেখানে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এতে "X" অঞ্চলে শিল্প-কারখানা গড়ে তুললে অন্য সব অঞ্চলের উন্নয়নের সাথে এর ভারসাম্য বজায় থাকবে। অর্থাৎ, সমগ্র দেশেই ভারসাম্যপূর্ণ বা সুষম শিল্পায়ন সম্ভব হবে। আর এসব কাজ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মাধ্যমে করা হয়। তাই বলা যায়, "X" অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ই উপযুক্ত ভূমিকা রাখতে পারবে।

ঘ উদ্দীপকে "X" অঞ্চলে পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্যই হবে জনকল্যাণ। উদ্দীপকের আলোকে এটি যৌক্তিক।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়, বরং জনকল্যাণ সাধন। এর মাধ্যমে সমগ্র দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়। এটি দেশের একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করে। সুষম শিল্পায়নে এটি বিশেষ অবদান রাখে।

উদ্দীপকে "X" অঞ্চলটিতে উল্লেখ করার মতো কোনো মিল কারখানা গড়ে ওঠেনি। অর্থাৎ এখানে অবকাঠামোগত উন্নয়নের সুযোগ নেই। তাই মুনাফা অর্জন নয়, দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য "X" অঞ্চলে মিল-কারখানা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আর এ কাজটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মাধ্যমেই সম্ভব।

"X" অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের আওতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন করার পরিকল্পনা নেয়া হযেছে। এতে সেখানে নতুন নতুন শিল্প গঠন করা হবে। ফলে ঐ অঞ্চলের জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। আর, এসব শিল্পে উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে জনগণকে সরবরাহ করা হবে। এতে জনগণ উপকৃত হবে। সুতরাং "X" অঞ্চলে মূলত জনগণের কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কাজ করবে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ ২০০৫ সালে ২২ জন ব্যক্তি মিলে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এ প্রতিষ্ঠান সারা দেশে হিমায়িত খাদ্য বিতরণ করে। প্রতিষ্ঠানটির শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য নয়। সময়ের প্রেক্ষিতে সকল প্রকার খাদ্য-সামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি তাদের হিমায়িত খাদ্যের দামও বাড়িয়ে দেয়। বিষয়টি নিয়ে পত্রপত্রিকায় ব্যাপক লেখালেখি হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সরকার হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী ন্যায্যমূল্যে বিক্রির একটি প্রকল্প হাতে নেয়। মূল্য কম হওয়ায় জনগণ সরকারের এ প্রকল্পের পণ্য ক্রয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। কিন্তু প্রকল্পটি লাভের মুখ দেখছে না। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. পিপিপি ব্যবসায় কী? ১

খ. সুষম শিল্পায়ন বলতে কী বোঝ? ২

গ. ২২ জনের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন বলে তুমি মনে করো। তোমার স্বপক্ষে মতামত দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখ্য সরকারের প্রকল্পে লাভ না হওয়ার যৌক্তিক কোনো কারণ আছে কী? তোমার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি-বেসরকারি যৌথ অর্থায়নে ও সহযোগিতায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় কার্যক্রমকে পিপিপি বলে।

সহায়ক তথ্য

পিপিপি বা PPP-এর পূর্ণরূপ হলো— Public Privale Partnership (সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায়)।

খ দেশের সব অঞ্চলের সব ধরনের শিল্পের উন্নয়ন করাকে সুষম শিল্পায়ন বলে।

কিছু শিল্পে লাভের পরিমাণ কম থাকে এবং বেসরকারি উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণ করে না। সেখানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিনিয়োগ করা হয়। এতে সব অঞ্চলের ও শিল্পের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন হয়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ইপিজেড প্রতিষ্ঠা সুষম শিল্পায়নের একটি উদাহরণ।

Teachingbd.com

গ উদ্দীপকে ২২ জনের প্রতিষ্ঠানটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি সংগঠন বলে আমি মনে করি।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে সদস্য সংখ্যা হয় সর্বনিম্ন ২ জন ও সর্বোচ্চ ৫০ জন। মূলধন সংগ্রহের জন্য এ ব্যবসায় জনগণের উদ্দেশ্যে শেয়ার বিক্রয় করতে পারে না। অর্থাৎ এর শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য নয়। এজন্য এর মূলধনের পরিমাণও কম হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে ২২ জন ব্যক্তি মিলে একটি ব্যবসায় স্থাপন করে। এর মাধ্যমে সারা দেশে হিমায়িত খাদ্য বিক্রয় করা হয়। এর শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য নয়। অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠানটিতে অর্থ বা মূলধনের প্রয়োজন হলে জনগণের উদ্দেশ্যে শেয়ার বিক্রয়ের আহবান জানাতে পারবে না। এসব বৈশিষ্ট্য মূলত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, সদস্য সংখ্যা ও শেয়ার হস্তান্তর যোগ্যতা বিবেচনায় উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখ্য সরকারের 'রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়' প্রকল্পে লাভ না হওয়ার কারণ এ ব্যবসায়ের বিভিন্ন অসুবিধা।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। তাই এখানে মুনাফা অর্জনের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করা হয়। কিন্তু কিছু অসুবিধার জন্য এ ব্যবসায়ে সবসময় সফলতা লক্ষ্য করা যায় না।

উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে হিমায়িত খাদ্য বিক্রয় করে। সময়ের প্রেক্ষিতে সকল প্রকার খাদ্য-সামগ্রীর দাম বেড়ে যায়। তাই প্রতিষ্ঠানটিও এর খাদ্য-দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার একটি প্রকল্প হাতে নেয়। এখানে পণ্যমূল্য কম হওয়ায় জনগণ অধিক পরিমাণে হিমায়িত খাদ্য ক্রয় করে। এ প্রকল্পটি সরকার কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে বলে একে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অন্তর্গত বলা যায়।

প্রকল্পটিতে ন্যায্যমূল্যে অধিক পণ্য বিক্রয় করলেও এতে লাভ হচ্ছে না। কারণ, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে জনকল্যাণ ছাড়া অন্যকোনো আর্থিক স্বার্থ নেই বলে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে দুর্নীতি ও অনৈতিক কাজের প্রবণতা বাড়ে। সরকারি আমলা ও রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপের কারণেও এ অবস্থা হয়। এতে ব্যবসায়গুলোর সাফল্য অর্জনে বাধা সৃষ্টি হয়। সুতরাং, উদ্দীপকে সরকারের প্রকল্পটি উল্লিখিত কারণে লাভবান হচ্ছে না।

প্রশ্ন ▶ ১৬ রানা ও রাকিব দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ব্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করছিল। রাকিব বলল, সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু রানা ভিন্ন মত পোষণ করল। সে বলল, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় ভিন্ন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে যথেষ্ট সমালোচনার দাবি রাখে। অতঃপর রানা রাকিবকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সম্পর্কে বোঝায় এবং রাকিবও এ ধরনের ব্যবসায় সম্পর্কে জানতে পারে। *[ঢাকা কলেজ]*

ক. বিআরটিসি কী ধরনের প্রতিষ্ঠান? ১

খ. সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায়ে চালু হয় কেন? ২

গ. রানা কেন রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়কে ভিন্ন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন বলল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের গঠনপ্রণালী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মতো নয়।' তোমরা উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিআরটিসি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত।

সহায়ক তথ্য

BRTC (বিআরটিসি) এর পূর্ণরূপ হলো– (Bangladesh Road Transport Corporation) (বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা)। এটি স্বল্প ভাড়ায় নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

খ সরকারি-বেসরকারি যৌথ অর্থায়নে গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক বা পিপিপি ব্যবসায় বলে।

জনগণকে সেবা দেয়ার জন্য বেসরকারি খাত সরকারের সাথে চুক্তি করে পিপিপি ব্যবসায় গঠন করে। এতে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে। সরকারের আর্থিক চাপও কমে। অবকাঠামো নির্মাণ, হাসপাতাল, শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠান গঠনে এ ধরনের ব্যবসায় কাজ করে। সুতরাং, জনসেবা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এ ব্যবসায় চালু হয়।

গ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় বলে উদ্দীপকের রানা একে ভিন্ন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন বলেছে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ, এর মালিকানা হয় সরকারের। এ ব্যবসায় মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না। এটি জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই সব কাজ করে।

উদ্দীপকের রানা ও রাকিব বিভিন্ন ব্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করে। রাকিবের ধারণা সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু রানা ভিন্ন মত প্রকাশ করে। তার ধারণা, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় ভিন্ন ধরনের ব্যবসায় হিসেবে কাজ করে। কারণ, এ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রের বা দেশের জনগণ যাতে উপকৃত হয় তা নিশ্চিত করা। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো মুনাফা অর্জনের জন্য এটি কাজ করে না। সুতরাং, এ কারণেই একে ভিন্ন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন বলে রানা নিজের মত প্রকাশ করে।

ঘ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের গঠন প্রণালি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মতো নয় কথাটি যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যবসায়গুলো রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠন করা যায়। রাষ্ট্রপতির বিশেষ অধ্যাদেশ বা আইন পাসের মাধ্যমে এটি স্থাপিত হয়। আবার সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগেও রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠিত হতে পারে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত হয় বলে সরকারই এটি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। এর ১০০% মালিকানাই সরকারের হাতে থাকে। কিন্তু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকগণ নিজেরাই এর মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করে। এর মূল উদ্দেশ্য থাকে মুনাফা অর্জন করা। জনগণের স্বার্থকে তারা বিবেচনা করে না। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য হয় জনকল্যাণ নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে তারা একচেটিয়া ব্যবসায়কে রোধ করে। সুতরাং এসব বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের গঠন প্রণালি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের থেকে আলাদা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ ABC কোম্পানি লিমিটেডের ৫১% শেয়ারের মালিক সরকার। প্রতিষ্ঠানটি দেশের খাদ্য সরবরাহ নিয়মিত রাখতে সহায়তা করে। মূলধন সংকটের কারণে সেবাদানে ব্যর্থ হয়। প্রতিষ্ঠানটি জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসায় সম্প্রসারণে আগ্রহী। এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল পদে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক. BOOT এর পূর্ণ রূপ কী? ১

খ. বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ABC কোম্পানি লিমিটেড কোন ধরনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগৃহীত হলে ABC কোম্পানি লিমিটেডের মালিকানায় কোনো পরিবর্তন আসবে বলে তুমি মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

Teachingbd.com

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BOOT এর পূর্ণরূপ হলো— Building, Ownership, Operating & Transfer.

সহায়ক তথ্য

BOOT-এর ক্ষেত্রে বেসরকারি মালিকানায় কোনো প্রকল্প পরিচালিত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পরে সরকারি খাতে স্থানান্তরিত হয়।

খ সার, কাগজ ও ট্যানারি শিল্পগুলো পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে যে প্রতিষ্ঠান দায়িত্ব পালন করে তাকে রসায়ন শিল্প সংস্থা বলে।

এ সংস্থার আওতায় কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করা হয়। এ লক্ষ্যে কৃষকদের ন্যায্যমূল্যে ইউরিয়া সার সরবরাহ করা হয়। এছাড়া সারের চাহিদার যে অংশটুকু উৎপাদন সম্ভব হয় না তা বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। এভাবে সংস্থাটি সরকারের শিল্পনীতি বাস্তবায়নে অবদান রাখে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ABC কোম্পানি লিমিটেড "BSFIC (Bangladesh Sugar & Food Industruis Corporation বা বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত।

এ প্রতিষ্ঠানটি নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ও কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে চিনি ও খাদ্যে শিল্পগুলোর উন্নয়ন করে। এটি শিল্প বা মিল এলাকাগুলোয় উচ্চ শর্করাসম্পন্ন খাদ্য ও আখ উৎপাদন নিশ্চিত করে। এছাড়া কার্যকর বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্য স্থিতিশীল রাখার ব্যবস্থা করে।

উদ্দীপকের ABC কোম্পানি লিমিটেডের ৫১% শেয়ারের মালিক সরকার। প্রতিষ্ঠানটি দেশের খাদ্য সরবরাহ নিয়মিত রাখতে সহায়তা করে। এটি সরকার প্রবর্তিত ক্রয়, উৎপাদন, বণ্টন, মূল্য নির্ধারণ ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার নীতি বাস্তবায়ন করে। এজন্য এটি নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে উন্নতমানের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে। এসব কাজ মূলত BSFIC সংস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, ABC কোম্পানি BSFIC-এরই অন্তর্ভূক্ত।

ঘ শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগৃহীত হলে ABC কোম্পানি যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানে বা কোম্পানি সংগঠনে রূপান্তরিত হবে বলে আমি মনে করি।

কোম্পানি ব্যবসায়ে শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে এর মালিকগণ অর্থ বিনিয়োগ করেন। এটি কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত ও পরিচালিত হয়। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এর মূলধনের প্রয়োজনে জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রয় করতে পারে।

উদ্দীপকে ABC কোম্পানি লি. এর ৫১% শেয়ারের মালিক সরকার। এ প্রতিষ্ঠানটি মূলধন সংকটের কারণে সেবাদানে ব্যর্থ হয়। মূলধন ছাড়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব হয় না। তাই দায়িত্বশীল পদে নিয়োজিত ব্যক্তিরা মূলধন সংগ্রহের জন্য জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন।

জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রয় করলে সরকারের মালিকানা ৫১% এর চেয়ে কমে যাবে। আর মালিকানা জনগণের কাছে হস্তান্তর হবে। কোম্পানি আইন অনুযায়ী মূলধন বৃদ্ধির জন্য তারা জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রি করতে পারে। তাই শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগৃহীত হলে ABC কোম্পানি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি সংগঠনে রূপান্তরিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ বাংলাদেশ সরকার অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, গভীর সমুদ্রবন্দর, মেট্রোরেল নির্মাণে সরকার বেসরকারি ২০টি কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তি অনুযায়ী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারও এ প্রকল্পগুলো থেকে অর্জিত মুনাফার অংশ পাবে। সরকার মনে করছে বিদেশিদের কাছ থেকে গৃহীত শর্তসাপেক্ষে ঋণের তুলনায় এটি সবচেয়ে ভালো বিকল্প। *[ঢাকা কমার্স কলেজ]*

ক. BPC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. উদ্দীপকের কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? -ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সরকার সর্বাধিক ভালো বিকল্প ব্যবহারে করেছে উদ্দীপকের আলোকে এর যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BPC-এর পূর্ণরূপ হলো— Bangladesh Parjatan Corporation.

খ আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ।

শুধু মুনাফা অর্জন রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য নয়। বরং দেশ ও জনগণের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠিত হয়। এজন্য যে সকল অঞ্চল বা এলাকা অনুন্নত সে সকল এলাকায় এরূপ ব্যবসায় স্থাপনে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ফলে অনুন্নত অঞ্চলে শিল্পায়ন ঘটে ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূর হয়।

গ উদ্দীপকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায় সংগঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সরকারি-বেসরকারি যৌথ অর্থায়ণ ও সহযোগিতায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় কার্যক্রমকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায় বলে। এক্ষেত্রে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে আর বেসরকারি পর্যায় থেকে সমর্থন ও আর্থিক সহায়তা বা বিনিয়োগ করা হয়। এরূপ প্রকল্প থেকে চুক্তি অনুযায়ী বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মুনাফা ভোগ করে থাকে।

উদ্দীপকে বর্ণিত বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, গভীর সমুদ্রবন্দর, মেট্রোরেল নির্মাণে ২০টি বেসরকারি কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী উক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রকল্পগুলো থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মুনাফা ভোগ করবে। তাই দেখা যায়, সরকার উক্ত প্রকল্পগুলোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আর বেসরকারি কোম্পানি উক্ত প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন করেছে। তাই একে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায় সংগঠন বলা হয়।

ঘ সরকার বাংলাদেশের কয়েকটি ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিদেশি ঋণের পরিবর্তে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ব্যবসায় পরিচালিত হয় সরকারি ও বেসরকারি যৌথ অর্থায়ন ও সহযোগিতায়। এ ক্ষেত্রে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে আর বেসরকারি পর্যায় থেকে বিনিয়োগ করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী এথেকে মুনাফা বণ্টিত হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকার অবকাঠামোগত উন্নয়নে জোর দিয়েছে। এজন্য সরকার ২০টি বেসরকারি কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এ প্রকল্প থেকে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি কোম্পানিও অর্জিত মুনাফার অংশ পাবে। বিদেশিদের কাছ থেকে ঋণ না নিয়ে সরকারের এ সিদ্ধান্ত যৌক্তিক হয়েছে।

আর সরকার যদি বিদেশি সংস্থা বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেয় সেক্ষেত্রে অনেক শর্ত আরোপ করা থাকে। সরকারকে উক্ত শর্তসমূহ মেনে কার্যক্রম পরিচালনা তথা ঋণকৃত অর্থ ব্যবহার করতে হয়। এসব শর্ত মেনে চলা অনেক ক্ষেত্রেই বিব্রতকর বা দেশের স্বার্থ বিরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এর বিপরীতে সরকার যদি দেশের জনগণের অর্থায়নে কোনো প্রকল্প বা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে তাহলে বিদেশি শর্ত মেনে চলার বাধ্যবাধকতা থাকে না। এতে দেশীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করা সহজ হয়। তাই বলা যায়, প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক বিদেশি ঋণের পরিবর্তে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক কার্যক্রম অবলম্বন করা অত্যন্ত যৌক্তিক হয়েছে।

Teachingbd.com

প্রশ্ন ▶১৯ দেশের অর্থ ও মুদ্রাবাজারে প্রায়ই বিশৃঙ্খলা লেগে থাকে বলে দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সরকার এরূপ সমস্যা সমাধানে বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ফলে অর্থ ও মুদ্রাবাজারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

[রাজবাড়ী সরকারি কলেজ]

ক. বি আর টি সি কী? ১

খ. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় স্থাপনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের অভাবে দেশের অর্থ বাজারে বিশৃঙ্খলা লেগে আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা রক্ষায় বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সরকারের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিআরটিসি (Bangladesh Road Transport Corporation) হলো স্বল্প ভাড়ায় নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের একটি সরকারি সংস্থা।

খ জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জনকে প্রাধান্য না দিয়ে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করা হয়। এতে জনগণ ন্যায্যমূল্যে পণ্য ও সেবা পায়। এছাড়া এ ব্যবসায় দেশের সুষম শিল্পায়ন করে। ফলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন হয়। এজন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় স্থাপন করা যৌক্তিক।

গ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অভাবে দেশের অর্থ বাজারে বিশৃঙ্খলা লেগে আছে।

দেশের অর্থ ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কাজ করে। এ লক্ষ্যে সকল দেশেই নেতৃত্ব প্রদানকারী কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান সরকারি মালিকানায় পরিচালিত হয়। এজন্য পৃথিবীর সব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারি মালিকানায় পরিচালনা করা হয়।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, দেশের অর্থ ও মুদ্রাবাজারে প্রায়ই বিশৃঙ্খলা লেগে থাকে। কারণ এর ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। এতে দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সরকার এ সমস্যা সমাধানে বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মুদ্রার মান সংরক্ষণ করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ কিছু বাণিজ্যিক ও বিমা প্রতিষ্ঠানও ঐ প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় পরিচালিত হয়। এতে অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হয়। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এসব কাজ করে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের অপর্যাপ্ততার কারণেই মূলত অর্থ ও মুদ্রাবাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

ঘ মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা রক্ষায় সরকারের বিশেষায়িত রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্তটি যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সরকার কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। দেশের মুদ্রার মান সংরক্ষণের জন্য এ প্রতিষ্ঠান কাজ করে। এটি শক্তিশালী অর্থ ও মুদ্রাবাজার গঠনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। দেশে যখন মুদ্রা সংকোচন বা মুদ্রাস্ফীতি হয় তখন এ ব্যবসায় তা নিয়ন্ত্রণ করে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য দেশের অর্থ ও মুদ্রাবাজারে প্রায়ই বিশৃঙ্খলা লেগে থাকে। এর ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই সরকার এ সমস্যা সমাধানে বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। এতে মূল্যস্তর স্থিতিশীল থাকে। আবার, অতিরিক্ত অর্থ সরবরাহ বাজারে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে, যা উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার মুদ্রা সংকোচন হলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে এর নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এভাবে অর্থ ও মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার দায়িত্বটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পালন করে। তাই সরকারের এরূপ ব্যবসায় স্থাপন করা যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২০ জনাব সেলিম একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। প্রতিষ্ঠানটি দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময় বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বাজারে পণ্য বিক্রয় করে। এতে জনগণ খুবই উপকৃত হয়। এ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান লাভের কথা ভাবে না। জনকল্যাণে এ প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় পরিচালনা করে।

[রাজবাড়ী সরকারি কলেজ]

ক. BIMSTEC এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. BSTI বলতে কী বোঝ? ২

গ. সেলিম কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ করে? বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. 'জনকল্যাণে এ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কাজ করে' মূল্যায়ন করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BIMSTEC-এর পূর্ণরূপ হলো— Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Econonic Cooperation.

সহায়ক তথ্য

বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলংকাসহ ৭টি দেশ নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা ও সম্পর্কের উন্নয়নের জন্য BIMSTEC সংস্থাটি গঠন করেছে।

খ BSTI (Bangladesh Standards & Testing Institution) হলো বাংলাদেশের পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা।

এ প্রতিষ্ঠান পণ্য ও সেবার বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানের সাথে দেশীয় মান নির্ধারণ করে। এটি দৈর্ঘ্য, ওজন, আয়তন ও শক্তির পরিমাপ বিষয়েও মান নির্ধারণ করে। এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে মান দেওয়া হয় তা দেখে ক্রেতারা নিশ্চিন্তভাবে পণ্য ক্রয় করতে পারে।

গ উদ্দীপকে সেলিম রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ করে।

এ ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে এ ব্যবসায় পরিচালিত হয়। এর মাধ্যমে সমগ্র দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়। এটি দেশের একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করে। দেশে সুষম শিল্পায়নে এ ব্যবসায় বিশেষ অবদান রাখে।

উদ্দীপকে জনাব সেলিম একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। এটি দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময় বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য সরবরাহ করে। এতে জনগণ ন্যায্যমূল্যে পণ্য পেয়ে উপকৃত হয়। এটি নিজের লাভের কথা ভাবে না। জনকল্যাণের জন্যই ব্যবসায় পরিচালনা করে। এসব বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সেলিম রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেই কাজ করে।

ঘ 'জনকল্যাণেই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কাজ করে' -এ বক্তব্যটিকে আমি যৌক্তিক মনে করি।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়; বরং জনকল্যাণ সাধন। এর মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহ করা হয়। ফলে একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ হয়, যা জনগণের উপকার করে।

উদ্দীপকের জনাব সেলিম যেখানে চাকরি করে এটি দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময় বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে। এতে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে জনগণের স্বার্থ রক্ষা হয়। কারণ, তারা ন্যায্য মূল্যে পণ্য পেয়ে উপকৃত হয়। অর্থাৎ, এটি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে।

এ ধরনের প্রতিষ্ঠান দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নও করে। ফলে সেখানে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। এটি অনুন্নত এলাকাগুলোর উন্নয়নেও কাজ করে। এতে জনগণ উন্নতমানের জীবনযাপনের সুযোগ পায়। অর্থাৎ, সার্বিকভাবে জনগণের কল্যাণ হবে এটি এমন কাজগুলোই করে থাকে। সুতরাং, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় জনকল্যাণেই কাজ করে কথাটি অত্যন্ত যৌক্তিক।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ২১ জনগণকে মুঠোফোনের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে ও সংসদের মাধ্যমে আইন পাস করে 'ইজিটক' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির নীতিমালায় উল্লেখ করা হয় এটি একটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকবে এবং যে কোনো বিষয়ে সংসদে জবাবদিহি করবে। 'ইজিটক' প্রতিষ্ঠানটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠান থেকে যে মুনাফা অর্জিত হবে তা সরকারি কোষাগারে জমা হবে।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

ক. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য কী? ১

খ. সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায় বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ইজিটক প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সংগঠন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. ইজিটক প্রতিষ্ঠানটি গঠন করার যৌক্তিকতা তুলে ধরো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ।

সহায়ক তথ্য

রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

খ সরকারের সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো চুক্তির মাধ্যমে যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করলে তাকে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক (Public Private Partnership) ব্যবসায় বলে।

এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারি ব্যবস্থা। জনগণের কল্যাণের জন্য এখানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যৌথ চুক্তি করে। এতে উভয়ের প্রচেষ্টায় কাজ অধিক ফলপ্রসূ হয়। সরকারের আর্থিক চাপও কমে যায়।

গ উদ্দীপকে ইজিটক প্রতিষ্ঠানটি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন।

এ ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত হয়। রাষ্ট্রের মালিকানায়ই এটি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ব্যবসায়ের সব কাজ জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই করা হয়। এর মাধ্যমে একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করা যায়।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, জনগনকে মুঠোফোনের সুবিধা দেয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির আদেশবলে ও সংসদে আইন পাস করা হয়। এরপর 'ইজিটক' নামের একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। এর নীতিমালায় উল্লেখ করা হয় যে, এটি একটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকবে। এর যে কোনো বিষয়ে সংসদে জবাবদিহিতা করতে হবে। আর প্রতিষ্ঠানটির অর্জিত মুনাফা সরকারি কোষাগারে জমা হবে। এ অর্থ জনকল্যাণে ব্যয় করা হবে। এসব বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, ইজিটক প্রতিষ্ঠানটি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

ঘ জনকল্যাণের স্বার্থে ইজিটক নামক রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি গঠন করা যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

দেশের সরকার জনকল্যাণের বিষয়টি বিবেচনা করে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করে। এটি দেশের সুষম শিল্পায়ন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, জনগণকে মুঠোফোনের সুবিধা দেওয়ার জন্য 'ইজিটক' নামে একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত মুনাফা সরকারি কোষাগারে জমা হবে। এ মুনাফা দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা হবে।

প্রতিষ্ঠানটি সুলভ মূল্যে জনগণকে সেবা সরবরাহ করবে। এতে অসাধু ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া প্রভাব কমে যাবে। ফলে জনগণের স্বার্থরক্ষা হবে। এ ছাড়া অনুন্নত এলাকাগুলোয় প্রতিষ্ঠানটির শাখা বাড়ানোর জন্য ব্যবসায় গঠন করা যেতে পারে। এতে ঐ এলাকার অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। ফলে বেকারত্ব কমে যাবে। এর সাথে সুষম শিল্পায়নও হবে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় হিসেবে 'ইজিটক' প্রতিষ্ঠানটি গঠন করা যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ২২ সরকার বৃহত্তম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার দর্শনার্থীদের জন্য আকর্ষণীয়, নিরাপদ ও আরামদায়ক করার লক্ষ্যে হোটেল-মোটেল স্থাপন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে একটি সংস্থাকে উক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এছাড়াও সরকার ঢাকার সাথে কক্সবাজার অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতকরণের লক্ষ্যে জনগণের সাথে যৌথ অর্থায়নের মাধ্যমে অবকাঠামোগত নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

[কুমিল্লা কমার্স কলেজ]

ক. BCIC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. কোন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য জনকল্যাণ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সরকার কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত উন্নয়নের দায়িত্ব কোন সংস্থাকে অর্পণ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সরকার যে ব্যবসায়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তার প্রয়োজনীয়তা লিখো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BCIC-এর পূর্ণরূপ হলো— Bangladesh Chemical Industries Corporation (বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থা)।

সহায়ক তথ্য

বাংলাদেশে রসায়ন শিল্প সংশ্লিষ্ট সার, কাগজ ও ট্যানারি শিল্প পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য BCIC সরকারি সংস্থাটি কাজ করে।

খ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য জনকল্যাণ করা।

রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে। এ ব্যবসায়ে মূলত জনগণের কল্যাণ হবে এমন কাজগুলোই করা হয়। অর্থাৎ দেশের প্রত্যেকটি জনগণই উপকৃত হবে এটি নিশ্চিত করে। এ লক্ষ্যে এটি একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করে। এতে জনগণের স্বার্থ রক্ষা হয়। সুতরাং, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই জনকল্যাণ সাধন।

গ উদ্দীপকে সরকার কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত উন্নয়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (BPC Bangladesh Porjatan Corporation) সংস্থাকে অর্পণ করেছে।

এ সংস্থাটি বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে নেতৃত্বদান করে। এ লক্ষ্যে হোটেল-মোটেল প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও এগুলো সম্প্রসারণের কাজ করে থাকে। এর প্রধান লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন শিল্পের দেশ হিসেবে উপস্থাপন করা।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, সরকার বৃহত্তম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার দর্শনার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় নিরাপদ ও আরামদায়ক করার জন্য কাজ করছে। এ লক্ষ্যে হোটেল-মোটেল স্থাপন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। এছাড়া সরকার ঢাকার সাথে কক্সবাজার অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা করছে। এজন্য একটি সংস্থাকে এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এসব কাজ মূলত বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন সংস্থা কর্তৃক করা হয়। তাই বলা যায়, সরকার এ সংস্থাকেই কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত উন্নয়নের দায়িত্ব দিয়েছে বলে আমি মনে করি।

ঘ উদ্দীপকে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সরকার পিপিপি (PPP- Public Private Partnership) বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায়ের পরিকল্পনা করেছে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপেটে এর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এ ধরনের ব্যবসায় জনগণকে সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়। এ লক্ষ্যে বেসরকারি খাত সরকারের সাথে চুক্তি করে যৌথভাবে ব্যবসায়ের মূলধন বিনিয়োগ করে। অবকাঠামো নির্মাণ, হাসপাতাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবা প্রতিষ্ঠান গঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবসায় গঠন করা হয়।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, সরকার ঢাকার সাথে কক্সবাজার অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে চাচ্ছে। এজন্য জনগণের সাথে যৌথ অর্থায়নের

http://teachingbd.com

মাধ্যমে অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। অর্থাৎ, পিপিপি ব্যবসায়ের মাধ্যমে এ কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
যেসব ক্ষেত্রে সরকারের একার পক্ষে উন্নয়ন কাজ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে এ ব্যবসায় চুক্তি করা হয়। এতে সরকারের আর্থিক চাপ কমে। আর, উভয় পক্ষের যৌথ চেষ্টায় দ্রুত অবকাঠামো নির্মাণও সম্ভব হয়। এতে জনগণকে দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা বা ভোগান্তি পোহাতে হয় না। সুতরাং এসব কারণে বাংলাদেশের জন্য পিপিপি ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ২৩ নানার সাথে নারায়ণগঞ্জ বেড়াতে গিয়ে আকিব আদমজি জুট মিলটি পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পেল। আকিবের নানা বললেন, এ মিলটির এক সময় স্বর্ণযুগ ছিল। সরকারি নিয়ন্ত্রণেও পরিচালনায় জনকল্যাণ ও বেকার সমস্যার সমাধানই ছিল এর মূল লক্ষ্য। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বে যারা ছিলেন তারা সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান চালাতে ব্যর্থ হন। ফলে বাংলাদেশের শিল্প জগতের পথিকৃৎ এ প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত। *[লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ; বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*

ক. BTTB-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মিলটি কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. আদমজী জুট মিলের মতো প্রতিষ্ঠান বর্তমানে টিকে না থাকার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BTTB-এর পূর্ণরূপ হলো— Bangladesh Telephone & Telegraph Board।

খ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ করা।
রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে। এটি মুনাফা অর্জনকে প্রাধান্য দেয় না। জনগণকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহ করে। ফলে জনগণ উপকৃত হয়, একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মিলটি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন।
এ ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত হয়। রাষ্ট্রের মালিকানায়ই এটি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে এটি কাজ করে না। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই এটি ব্যবসায়ের সব কাজ পরিচালনা করে। এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করা হয়। ফলে জনগণের স্বার্থ রক্ষা হয়।
উদ্দীপকের আকিব নারায়ণগঞ্জে গিয়ে আদমজী জুট মিলটি পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পায়। এ মিলটির এক সময় স্বর্ণযুগ ছিলো। এটি সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতো। এটি জনকল্যাণ ও বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করতো। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকে বলে জনগণের স্বার্থ রক্ষা হবে এমন কাজই পরিচালনা করা হয়। এ বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মিলটিও এ ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকে আদমজী জুট মিলের মতো রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অদক্ষ ব্যবস্থাপনাসহ নানা অসুবিধার জন্য বর্তমানে টিকে থাকতে পারছে না।
রাষ্ট্রের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে। এখানে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকে না। এটি জনগণের স্বার্থই রক্ষা করে। কিন্তু কিছু অসুবিধার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়নের গতি ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়।
উদ্দীপকের আকিব আদমজী ফুট মিল পরিত্যাক্ত অবস্থায় দেখতে পায়। এক সময় এ মিলটির স্বর্ণযুগ ছিল। রাষ্ট্রীয় বা সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করতো। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে যারা ছিলেন তারা সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হন। তাই বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে আছে।
আদমজী জুট মিলের মতো অন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতেও অনেক সরকারি আমলা বা নেতাদের প্রভাব দেখা যায়। তাদের প্রভাবে অযোগ্যতায় ও অদক্ষভাবে এসব ব্যবসায় পরিচালিত হয়। আর এ ব্যবসায়ে আর্থিক স্বার্থ থাকে না বলে অনেকে অন্যায় পথে স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টা করে। এভাবে এসব ব্যবসায়ের লোকসান হতে থাকে। ফলে জাতীয় ঋণ বাড়তে থাকে। এসব কারণেই আদমজী জুট মিলের মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে টিকে থাকতে পারছে না।

প্রশ্ন ▶ ২৪ আমিন টেক্সটাইল মিলস প্রথমে ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হলেও স্বাধীনতার পর সরকারের এক অধ্যাদেশ বলে জাতীয়করণ করা হয়। প্রথম ২০ বছর এ প্রতিষ্ঠানটি ভালো মুনাফা করলেও পরবর্তীতে দিন দিন লোকসানের পরিমাণ বাড়তে থাকে। আমিন জুট মিলস কর্তৃপক্ষ বলছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতির কারণে প্রতিষ্ঠানের এই দুরবস্থা হয়েছে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. পেটেন্ট বলতে কী বোঝ? ১
খ. বিবরণপত্র কাকে বলে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উল্লিখিত ব্যবসায় সংগঠন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেমন ভূমিকা রাখে। বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নতুন কোনো উদ্ভাবিত পণ্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আবিষ্কারককে ব্যবহার বা বিক্রয়ের একক অধিকার দেওয়াকে পেটেন্ট বলে।

খ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রির জন্য যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে তাকে বিবরণপত্র বলে।
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহের সময়ই বিবরণপত্র নিবন্ধকের কাছে জমা দিতে হয়। এতে কোম্পানির সব বিষয় (নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য প্রভৃতি) উল্লেখ করা হয়। এরপর তা জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন।
এ ধরনের ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ব্যবসায় জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই কাজ করে। এটি দেশের একচেটিয়া ব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনগণের স্বার্থকে রক্ষা করে। এছাড়া যেসব এলাকা অনুন্নত সেখানে নতুন নতুন শিল্প স্থাপন করে এটি সুষম শিল্পায়ন করে।
উদ্দীপকের আমিন টেক্সটাইল মিলস প্রথমে ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর সরকারের এক অধ্যাদেশ বলে এটি জাতীয়করণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কারণে লোকসানের পরিমাণ বাড়ছে। কারণ এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে জনকল্যাণ ছাড়া অন্য কোনো আর্থিক স্বার্থ নেই বলে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে দুর্নীতি ও অনৈতিক কাজের প্রবণতা বাড়ে। সরকারি আমলা ও রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপের কারণেও এ অবস্থা হচ্ছে। এসব অসুবিধা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
দেশের সরকার জনকল্যাণের বিষয়টি বিবেচনা করে রাষ্ট্রের মালিকানায় কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে। যেখানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে না সেখানে উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এতে সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে।

http://teachingbd.com

উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীনতার পর সরকারের এক অধ্যাদেশ বলে জাতীয়করণ করা হয়। অর্থাৎ, এটি সরকারি মালিকানায় পরিচালিত হয়, যা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

এ ব্যবসায় সমাজের ধনবৈষম্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি অনুন্নত এলাকাগুলোতে শিল্প স্থাপন করে সুষম শিল্পায়ন করে। এতে এসব শিল্পে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়। এতে বেকারত্ব কমে। এছাড়া সরকার অসাধু ব্যবসায় রোধ করতে এ ব্যবসায় পরিচালনা করে। এটি সম্পদ ও আয়ের সুষম বণ্টনের কাজও করে থাকে। এভাবে এটি সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ২৫ সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র দক্ষিণ সুদান ঐ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বেসরকারি কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ব্রিজ, কালভার্ট, ফ্লাইওভার ও মেট্রোরেল স্থাপন করবে। অর্জিত মুনাফা ঐ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারও পাবে। সম্প্রতি দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য দেশটি একটি অস্ত্র তৈরির কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। *[কক্সবাজার সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যবসায় উদ্যোগ কী? ১

খ. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যবসায়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দক্ষিন সুদান রাষ্ট্রের প্রথম পর্যায়ের কর্মকাণ্ডগুলো কোন ধরনের সংগঠনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে গৃহীত দ্বিতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কোন ধরনের সংগঠন নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে করো? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নতুন কোনো ধারণা বা চিন্তা নিয়ে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ব্যবসায় শুরুর চেষ্টাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে।

খ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সকল বৈধ ও অর্থনৈতিক কাজকে ব্যবসায় বলে।

ব্যবসায়ের মাধ্যমে মানুষ নিজের একটি কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। এ কাজে সহযোগিতার জন্যও অনেক লোককে নিযুক্ত করা হয়। কেউ মালিক ও কেউ শ্রমিক হিসেবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যবসায়ে জড়িত থাকে। এভাবে ব্যবসায় কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকে দক্ষিণ সুদান রাষ্ট্রের প্রথম পর্যায়ের কর্মকাণ্ড গুলো পিপিপি (PPP-Public Private Partnership) বা সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায় সংগঠনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারি ব্যবস্থা। এখানে জনগণকে সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বেসরকারি খাতের সাথে সরকার চুক্তি করে। সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে। এতে উভয়ের চেষ্টায় ফলপ্রসূ কাজ করা সম্ভব হয়। আর সরকারের আর্থিক চাপও কমে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র দক্ষিণ সুদান ঐ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন করতে চায়। এ লক্ষ্যে সরকার বেসরকারি কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ব্রিজ, কালভার্ট, ফ্লাইওভার ও মেট্রোরেল স্থাপন করবে। এর অর্জিত মুনাফা ঐ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারও পাবে। এ ধরনের কাজের মাধ্যমে যৌথ প্রচেষ্টায় দ্রুত কাজ করা সম্ভব হয়। সেখানে সরকার অবকাঠামোগত উন্নয়নের ব্যয় একা বহন করতে পারে না সেখানে এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এসব বৈশিষ্ট্য পিপিপি ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, দক্ষিণ সুদান রাষ্ট্রের প্রথম পর্যায়ের কাজগুলো পিপিপি ব্যবসায়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে গৃহীত দ্বিতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি।

এ ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত হয়। রাষ্ট্রের মালিকানায়ই এটি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি বিশেষ অধ্যাদেশ ও আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তাই আইনের পরিসীমার মধ্যে সব কাজ বৈধভাবে সম্পন্ন করা হয়।

উদ্দীপকের সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র দক্ষিণ সুদান সম্প্রতি দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য ভাবছে। তারা একটি অস্ত্র তৈরির কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

যেকোনো দেশেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করা উচিত। এজন্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে ব্যবস্থা নিলে তা বৈধ এবং অধিক ফলপ্রসূ হয়। উদ্দীপকের দেশটির অস্ত্র কারখানা রাষ্ট্রের আওতায় গঠন করলে এর ওপর সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। ফলে অন্য কোনো দেশ থেকে অবৈধ কোনো অস্ত্র আনা সম্ভব হবে না। এতে দেশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ বা এ ধরনের অরাজকতা তৈরির আশঙ্কাও থাকবে না। এ অস্ত্র কারখানায় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যক। তাই বলা যায়, দ্বিতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় স্থাপন করাই যৌক্তিক হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ নাবিল সাহেব নতুন কর্মস্থলে যোগ দিয়েছেন। ঢাকার মতিঝিলে তার অফিস। প্রতি সপ্তাহে তিনি নিজ বাড়ি সিলেটে আসেন। একটি সরকারি বাস সার্ভিসে তিনি যাতায়াত করেন। এর সার্ভিস মোটামুটি ভালো এবং ভাড়াও কম। তবে টিকিটের চাহিদা বেশি হওয়ায় অনেক সময় টিকিট প্রাপ্তিতে সমস্যা হয়। কাউন্টারে লম্বা লাইন দিয়ে টিকিট কিনতে অনেক সময় ব্যয় হয়। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. PPP কী? ১

খ. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কীভাবে একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. টিকিট সংগ্রহের সমস্যা এড়াতে প্রতিষ্ঠানটি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যৌথ চুক্তিতে মূলধন বিনিয়োগকারী সংস্থাই হলো পিপিপি।

সহায়ক তথ্য

PPP-এর পূর্ণরূপ হলো— Public Private Partnership বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায়।

খ রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

এ ব্যবসায় মূলত জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়। এ লক্ষ্যে সরকার জনগণকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহ করে। এতে অসাধু ব্যবসায়ীরা অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রি করে জনগণকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে না। এভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মাধ্যমে সরকার একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করে।

গ উদ্দীপকে BRTC (Bangladesh Road Transport Corporation বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা) রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

BRTC সংস্থাটি বাংলাদেশে সাশ্রয়ী মূল্যে সড়ক পথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এটি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। এটি জনগণের জন্য কাজ করে।

http://teachingbd.com

উদ্দীপকের নাবিল সাহেব নতুন কর্মস্থলে যোগ দিয়েছেন। তিনি একটি সরকারি বাস সার্ভিসে যাতায়াত করেন। এর সার্ভিস ভালো এবং ভাড়াও কম। এ সার্ভিসের ক্ষেত্রে দক্ষ ও নিরাপদ যাতায়াত সেবা নিশ্চিত করা হয়। জনগণের থেকে খুবই অল্প ভাড়া, অর্থাৎ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ন্যায্য ভাড়া নেয়া হয়। স্বল্প খরচে নিরাপদ যাতায়াত সেবা পেয়ে জনগণ সন্তুষ্ট থাকে। এজন্য এর টিকেটের চাহিদা অনেক বেশি। বাংলাদেশে এ ধরনের পরিবহন সেবায় BRTC সংস্থাটি কাজ করছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে BRTC ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ঘ টিকিট সংগ্রহের সমস্যা এড়াতে উদ্দীপকের BRTC প্রতিষ্ঠানটি এর বাসের সংখ্যা বাড়াতে পারে বলে আমি মনে করি।

BRTC প্রতিষ্ঠানটি সাশ্রয়ী ভাড়ায়, দ্রুত ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করে। এখানে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ায় গাড়ি চালানো হয়। এতে জনগণ উপকৃত হয়। BRTC সংস্থার বাসগুলো বর্তমানে দেশে অনেক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

উদ্দীপকে নাবিল সাহেব BRTC সরকারি বাস সার্ভিসে যাতায়াত করেন। এর সার্ভিস ভালো এবং ভাড়াও কম। তাই টিকিটের চাহিদা অনেক বেশি। ফলে কাউন্টারে লম্বা লাইন দিয়ে টিকিট কিনতে অনেক সময় ব্যয় হয়।

এ সমস্যা নিরসনে BRTC বাসের সংখ্যা বাড়াতে পারে। এতে কোনো বাসের জন্য লম্বা লাইন বা ভিড় বেশি হলে পরবর্তী বাসের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। আর টিকিটের জন্যও লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না। এতে সময় ও শ্রম কম ব্যয় হবে। যাত্রীরাও সন্তুষ্ট থাকবে। এভাবে উদ্দীপকের সমস্যাটি সমাধান করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ 'ক' একটি সদ্য স্বাধীন দেশ। যুদ্ধ বিধ্বস্ত এ দেশে নানা দল ও উপ-দলে বিভক্ত। মূলধনের অভাব, পারস্পরিক হানাহানি ও বিশ্বাসের অভাবে দেশটিতে তেমন কোনো শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠেনি। একমাত্র সুবর্ণচর পাওয়ার হাউজটি শিল্পের ধারক ও বাহক হিসেবে টিকে আছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৫ সালে ১২ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে। এর মধ্যে সরকারের মালিকানাধীন শেয়ার অনুপাত ৮-৪ কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়। বাকি অংশ অন্য শেয়ার হোল্ডারগণ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। *[সিলেট সরকারি কলেজ]*

ক. BTTB-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. 'রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে প্রায়শই ব্যর্থ হয়"- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের পাওয়ার হাউজটি মালিকানার ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' দেশের জন্য কোন ধরনের ব্যবসায় স্থাপন উত্তম হবে বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BTTB-এর পূর্ণরূপ হলো— Bangladesh Telephone & Telegraph Board.

সহায়ক তথ্য

BTTB প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে বাংলাদেশে সাশ্রয়ী মূল্যে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।

খ রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

যেকোনো ব্যবসায়ের সাফল্যই সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভরশীল। এতে ব্যবসায় সুষ্ঠুভাবে মুনাফা অর্জন করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে জনকল্যাণ ছাড়া অন্য কোনো আর্থিক স্বার্থ নেই। তাই এর কর্মচারীরা অনৈতিক পথে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। এতে করে, জনগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। এ কারণেই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রায়শই ব্যর্থ হয়।

গ উদ্দীপকে পাওয়ার হাউজটি মালিকানার ভিত্তিতে পিপিপি (PPP-Public Private Partnership বা সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত।

এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারি ব্যবস্থা। এখানে জনগণকে সেবা দেয়ার উদ্দেশ্য বেসরকারি খাতের সাথে সরকার চুক্তি করে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে। এতে উভয়ের চেষ্টায় ফলপ্রসূ কাজ করা সম্ভব হয়। আর, সরকারের আর্থিক চাপও কমে।

উদ্দীপকে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র 'ক' একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। মূলধনের অভাব, হানাহানি ও বিশ্বাসের অভাবে এ দেশটিতে তেমন কোনো শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি। সুবর্ণচর পাওয়ার হাউজ নামে যে শিল্প প্রতিষ্ঠানটি এখানে টিকে আছে তা ২০১৫ সালে ১২ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে। এর মধ্যে ৮.৪ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়। আর বাকি অংশ অন্য শেয়ার হোল্ডারগণ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। প্রতিষ্ঠানটিতে সরকার ও বেসরকারি উভয়েরই মূলধন ছিল বলে শেয়ার অনুপাতে মুনাফা বণ্টিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উক্ত পাওয়ার হাউজটি পিপিপি ব্যবসায়েরই অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকে 'ক' দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় স্থাপন উত্তম হবে বলে আমি মনে করি।

এ ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এর সব কাজ জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই করা হয়। এর মাধ্যমে একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করা হয়। দেশের সুষম শিল্পায়ন করার চেষ্টা করা হয়। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়।

উদ্দীপকে 'ক' একটি সদ্য স্বাধীন ও যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ। মূলধনের অভাব, পারস্পরিক হানাহানি ও বিশ্বাসের অভাবে এখানে তেমন শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি।

'ক' দেশে প্রথমেই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায় পরিচালনার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। কারণ, এটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বলে এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। এজন্য সরকারি নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায় গঠন করলে সব কাজ আইনের অধীনেই থাকবে। এছাড়া এখানে যেসব অঞ্চলে শিল্প কারখানা নেই সেখানে সরকার নিজ উদ্যোগে মূলধন বিনিয়োগ করে শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করবে। এতে একদিকে দেশটির সুষম শিল্পায়ন হবে, অন্যদিকে এসব শিল্পে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হবে। এতে দেশটি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নতি লাভ করবে। ফলে দেশটির সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। তাই বলা যায়, 'ক' দেশটির জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ই উত্তম হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ মি. জয় ঢাকায় একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করেন। তার পরিবার চট্টগ্রামে বসবাস করার কারণে প্রতি সপ্তাহে ঢাকা-চট্টগ্রাম আসা-যাওয়া করতে হয়। ট্রেন তার প্রথম পছন্দের হলেও টিকেট সহজলভ্য না হওয়ায় বাসে করে অনেক সময় তাকে আসা-যাওয়া করতে হয়। মি. জয়ের মতো অনেকের প্রথম পছন্দ ট্রেন হলেও ট্রেনের সার্ভিস পর্যাপ্ত নয়; তথাপিও রেলওয়ে একটি লোকসানি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য। *[পুটিয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কী? ১

খ. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায় বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. জয়ের মতো অনেকের ট্রেনে যাওয়া-আসা প্রথম পছন্দের কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রেলওয়েকে লাভজনক করার উপায়সমূহ কী কী? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত সংগঠনকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

http://teachingbd.com

খ সরকারের সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো চুক্তির মাধ্যমে যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করলে তাকে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায় (Public Private Partnership Business) বলে।

এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব ব্যবস্থা। জনগণের কল্যাণের জন্য এখানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যৌথ চুক্তি করে। এতে উভয়ের চেষ্টায় কাজ অধিক ফলপ্রসূ হয়। সরকারের আর্থিক চাপও কমে।

গ উদ্দীপকে মি জয়ের মতো অনেকেরই ট্রেনে যাওয়া-আসা প্রথম পছন্দের কারণ বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্থার নিরাপদ ও সাশ্রয়ী পরিবহন সেবা।

এ সংস্থাটি সরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। এটি যাত্রীদের সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ যাত্রার নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য কাজ করে। দেশের সর্বত্র রেললাইন ও স্টেশন অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংরক্ষণের কাজ করে।

উদ্দীপকে মি. জয়ের পরিবার চট্টগ্রামে থাকে বলে তাকে প্রতি সপ্তাহে ঢাকা-চট্টগ্রাম আসা-যাওয়া করতে হয়। এ দেশে বর্তমানে রেল পরিবহন ব্যয় সবচেয়ে সাশ্রয়ী। আর বাস বা রাস্তায় চলাচলে দুর্ঘটনার যেমন সম্ভাবনা থাকে। তবে রেলওয়েতে এ সম্ভাবনা কম। কারণ, এখানে বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্থার ব্যবস্থাপনার দক্ষ চালকের মাধ্যমে রেল চালানো হয়। মি. জয় বারবার ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাচ্ছেন বলে তিনি রেলওয়ে পছন্দ করেছেন। এতে তার খরচ কম হচ্ছে এবং নিরাপদে পৌঁছাতে পারছেন। এসব কারণেই মি জয়ের মতো অনেকেরই ট্রেনের চলাচল প্রথম পছন্দ।

ঘ রেলওয়েকে লাভজনক করার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্থার দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও প্রসার কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে বর্তমানে সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করছে। পরিবহন পথে যে দুর্ঘটনা ঘটার ফলে জনজীবন বিপন্ন হয় যা এ সংস্থার কাজের মাধ্যমে কম হচ্ছে। তাই জনগণের কাছে এই পরিবহন সবচেয়ে জনপ্রিয়।

উদ্দীপকে মি. জয় ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম আসা যাওয়ার জন্য ট্রেনের মাধ্যমে যাতায়াতকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু এর টিকিট সহজলভ্য নয়। তার মতো অনেকেরই প্রথম পছন্দ ট্রেন হলেও এর সার্ভিস পর্যাপ্ত নয় বলে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে।

রেলওয়ে ব্যবস্থার উক্ত সমস্যা দূর করতে কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। এ লক্ষ্যে ট্রেনের সংখ্যা আরও বাড়নো যেতে পারে। রেল ইঞ্জিন, বগির উন্নয়ন ও সংস্কার করে এর প্রসার কাজ করা যেতে পারে। এতে জনগণকে টিকেটের অভাবের সমস্যায় পড়তে হবে না। এভাবেই রেলওয়েকে লাভজনক করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ জামিল উদ্দীন একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। সম্প্রতি সরকার তাকে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পদে নিয়োগ প্রদান করেছেন। প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা শহরস্থ বাংলাদেশ সড়ক যোগাযোগ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ঢাকা ও গাজীপুরে এর দুটি ওয়ার্কশপ রয়েছে। এটি সারা দেশে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। সম্প্রতি ঢাকা শহরের স্কুলের শিশুদের আনা নেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি সেবা দিচ্ছে। *[নারায়ণগঞ্জ কলেজ]*

ক. বিধিবদ্ধ কোম্পানি কী? ১

খ. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বৃহদায়তন প্রকৃতির ব্যবসায় সংগঠন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জামিল উদ্দীন কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান সম্পর্কে তুমি কি সন্তুষ্ট? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের আইনসভার বিল পাস বা রাষ্ট্রপতির বিশেষ অধ্যাদেশ বলে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিকে বিধিবদ্ধ কোম্পানি বলে।

খ জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেসরকারি উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে উৎসাহিত হয় না। ফলে এখানে রাষ্ট্র কর্তৃক বিনিয়োগ করতে হয়। এ বিনিয়োগ থেকে মুনাফা অর্জনের আশা করা হয় না। জনগণের কল্যাণেই অর্থ ব্যয় করা হয়। তাই এ খাতে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করতে হয়। এজন্যই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বৃহদায়তন প্রকৃতির হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জামিল উদ্দীন BRTC (Bangladesh Road Transport Corporation বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা) প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।

এ প্রতিষ্ঠানটি সাশ্রয়ী মূল্যে সড়কপথে যাত্রীদের নিরাপদ যাত্রাকে নিশ্চিত করতে কাজ করে। এটি সরকারি মালিকানায় পরিচালিত হয়। একে একটি নিরাপদ গণপরিবহন সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ায় এর ব্যবস্থা চালু আছে।

উদ্দীপকে জামিল সম্প্রতি একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পদে সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। উল্লেখ্য এ প্রতিষ্ঠান ঢাকা শহরস্থ বাংলাদেশ সড়ক যোগাযোগ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এটি সারা দেশে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের কাজ করছে। ঢাকা শহর স্কুলের শিশুদের আনা নেয়ার ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে। এসব কাজ মূলত BRTC প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করা হয়। সুতরাং উদ্দীপকে জামিল উদ্দীন এ প্রতিষ্ঠানেই কর্মরত আছেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত BRTC (Bangladesh Road Transport Corporation) প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান সম্পর্কে আমি সন্তুষ্ট।

এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য যাত্রীদের নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। অর্থাৎ এটি জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি এর কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করছে। ফলে একচেটিয়া ব্যবসায় থেকে জনগণের স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা শহরস্থ বাংলাদেশ সড়ক যোগাযোগ ক্ষেত্রে কাজ করছে। এটি মূলত নিরাপদ পরিবহন সেবা নিশ্চিত করে। এটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ন্যায্য ভাড়া নিয়ে থাকে। এর মাধ্যমে যাত্রীদের দ্রুত ও আরামদায়ক পরিবহন সেবা দেয়া হয়। আর এসব কাজ BRTC প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করা হয়।

সারা বাংলাদেশে এ প্রতিষ্ঠানের কাউন্টার আছে। ঢাকা ও গাজীপুরে এর দুটি ওয়ার্কশপ আছে। দক্ষ কর্মীরা এগুলো পরিচালনা করে। এর প্রতিটি গাড়িতে দক্ষ চালক নিযুক্ত আছে, যাতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা কমানো যায়। সম্প্রতি এটি নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থা চালু করেছে। ঢাকা শহর স্কুলের শিশুদের আনা নেয়ার কাজ করছে। এসব উন্নত পরিবহন কার্যক্রমের জন্য BRTC প্রতিষ্ঠানের সেবার মান সম্পর্কে আমি সন্তুষ্ট।

প্রশ্ন ▶ ৩০ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জুট মিলসমূহ ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। কিছু কিছু জুট মিল বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভালোভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি এ সকল প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দেশপ্রেমের পরিচয় দেয়া উচিত। তবে সুখবর এই যে বর্তমান পাট ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী এক্ষেত্রে যথেষ্ট আন্তরিকতা দেখাচ্ছেন। *[সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর]*

ক. WASA-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. ডাক বিভাগ কোন ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মিলটি কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনায় সমস্যা-উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা করো। ৪

http://teachingbd.com

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক WASA-এর পূর্ণরূপ হলো- Water Supply & Sewerage Authority।

সহায়ক তথ্য

মেট্রোপলিটন শহর এলাকায় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা প্রদানে WASA কাজ করে।

খ ডাক বিভাগ বাংলাদেশের একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। ডাক বিভাগ সংশ্লিষ্ট পণ্য ও সেবা জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য কাজ করে। এটি দেশে ও বিদেশে ডাক যোগাযোগ সেবা পৌঁছে দেয়। এর লক্ষ্য হলো তথ্য-প্রযুক্তির এ যুগে সাশ্রয়ী কিন্তু মানসম্মত ডাকসেবা নিশ্চিত করা। দক্ষ ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে এটি গ্রাহকদের প্রত্যাশা পূরণ ও সন্তুষ্ট করে। অর্থাৎ, এটি জনকল্যাণের জন্যই কাজ করে। তাই এটি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

গ উদ্দীপকের বর্ণিত মিলটি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন।

এ ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত হয়। রাষ্ট্রের মালিকানায়ই এটি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে এটি কাজ করে না। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই এটি ব্যবসায়ের সব কাজ পরিচালনা করে। এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করা হয়। এর ফলে জনগণের স্বার্থ রক্ষা হয়।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জুট মিলসমূহ ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। অদক্ষ ব্যবস্থাপনায় এসব মিলের কাজের অবনতি হচ্ছে। একসময় এসব জুট মিলের স্বর্ণযুগ ছিল। এটি জনকল্যাণ ও বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করত। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। এসব বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জুট মিলটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়েরই অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকের জুটমিলের মতো বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে অদক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য টিকে থাকতে পারছে না বলে আমি মনে করি।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে। এখানে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকে না। নিঃসন্দেহে এটি জনগণের স্বার্থই রক্ষা করে। কিন্তু কিছু অসুবিধার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়গুলো উন্নয়নের গতি ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জুট মিলসমূহ ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। কিছু কিছু জুট মিল বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তা ভালোভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

কারণ বেসরকারি খাতে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকে বলে কর্মীরা এ কাজে উৎসাহ পায়। আর জুট মিলগুলো রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করে। ফলে মুনাফা অর্জনের সুযোগ নেই বলে অনেক কর্মীই অন্যায় পথে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। এছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় আমলা বা নেতাদের প্রভাব দেখা যায়। তাদের প্রভাবে অদক্ষভাবে এসব ব্যবসায় পরিচালিত হয়। এতে ব্যবসায়ের লোকসান হতে থাকে। ফলে জাতীয় ঋণ বাড়তে থাকে। এসব কারণেই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো সাফল্য অর্জন করে টিকে থাকতে পারে না।

প্রশ্ন ▶৩১ পুষ্পর মামার বাড়ি নাটোরে। এ এলাকায় প্রচুর পরিমাণে আখ জন্মে। সে দেখছে মামার বাড়ির কাছে একটা বড় মিল রয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান। মৌসুমী শিল্প। তার নানা বললেন, এটা সরকারি একটা সংস্থার অধীনে পরিচালিত হয়। তার মামা আরও বললেন বাংলাদেশে অনেক বড় একটা শিল্প সংস্থা রয়েছে। যার অনেক শিল্প পরে বিজাতীয়করণ করা হলেও সার তৈরির কারখানা এর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। সার উৎপাদন ও বিপণন এর অধীন।

[ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন কলেজ, কুমিল্লা]

ক. কোম্পানির জন্মসনদ বলা হয় কাকে? ১

খ. P^3 বলতে কী বোঝায়? ২

গ. পুষ্পর মামার বাড়ির পাশের মিলটি কোন সংস্থার অধীন- ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে পরবর্তীতে যে শিল্প সংস্থার উল্লেখ করা হয়েছে দেশের কৃষিক্ষেত্রে তার ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিবন্ধপত্রকে কোম্পানির জন্মসনদ বলা হয়।

সহায়ক তথ্য

কোম্পানির উদ্যোক্তাগণ নিবন্ধকের কাছ থেকে নিবন্ধনের প্রমাণ হিসেবে যে সনদ পায় তাকে নিবন্ধনপত্র বলে।

খ P^3 হলো Public Private Partnership (সরকারি-বেসররকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায়।)

এটি সরকারি-বেসরকারি যৌথ অর্থায়নে গঠিত ও পরিচালিত ব্যবসায়। জনগনকে সেবা দেয়ার জন্য বেসরকারি খাত সরকারের সাথে চুক্তি করে এ ব্যবসায় গঠন করে। এতে সরকারের আর্থিক চাপ কমে। অবকাঠামো নির্মাণ, হাসপাতাল, শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠান গঠনে এ ব্যবসায় কাজ করে।

গ উদ্দীপকে পুষ্পর মামার বাড়ির পাশের মিলটি বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার (BSFIC Bangladesh Sugar & Food Industry Corporation) অধীন।

এ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের চিনি ও খাদ্যের উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য কাজ করে। নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার ও কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে চিনিকলগুলোর আধুনিকায়ন করে। এছাড়া এটি চিনি ও খাদ্য শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে বিশেষ বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করে।

উদ্দীপকে পুষ্পর মামার বাড়ি নাটোরে। এ এলাকায় প্রচুর আখ জন্মে। আখ থেকে চিনি তৈরি হয়। আখের উৎপাদন বেশি বলে এখানে একটি চিনির মিল স্থাপিত হয়েছে। এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। এটি চিনি শিল্পের পরিচালনা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য কাজ করে। এটি একটি সংস্থার অধীনে এসব কাজ পরিচালনা করে। এসব কাজ মূলত BSFIC বা বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার অধীনেই পরিচালিত হয়। সুতরাং, পুষ্পর মামার বাড়ির পাশের মিলটি এ সংস্থারই অধীন।

ঘ উদ্দীপকে পরবর্তীতে বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থার (BCIC - Bangladesh Chemical Industries Corporation) উল্লেখ করা হয়েছে, যা দেশের কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এ সংস্থা রসায়ন শিল্প সংশ্লিষ্ট সার, কাগজ ও ট্যানারি শিল্প পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। এটি সরকারের শিল্পনীতি বাস্তবায়নের জন্য রসায়ন শিল্পগুলোতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে। এসব শিল্পের সম্প্রসারণেও এটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, বাংলাদেশে অনেক বড় একটি শিল্প সংস্থা আছে। এটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সংস্থা। এটি সার ও অন্যান্য রাসায়নিক কারখানা পরিচালনা করে। এর উৎপাদন ও বিপণন কাজও এর অধীনে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ, এটি বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থার অন্তর্গত।

এ সংস্থার মাধ্যমে কৃষকদের ন্যায্যমূল্যে মানসম্মত সার সরবরাহের কাজ করা হয়। এতে কৃষকরা বেশি উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। দেশের জনগণের চাহিদা পূরণের পর বিদেশেও রপ্তানি করা যায়। ফলে পরবর্তীতে কৃষকদের মাধ্যমে উৎপাদন আরও বাড়াতে নতুন ও আধুনিক যন্ত্রপাতিও দেওয়া হয়। অর্থাৎ এভাবে এ সংস্থা কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

http://teachingbd.com

অধ্যায়-৭: রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়

১৯২. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সূচনা হয় কেন? (অনুধাবন)
[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]
ক অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য
খ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য
গ স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য
ঘ সমাজে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য **ঘ**

১৯৩. কোন ধরনের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সংখ্যা সর্বাধিক? (অনুধাবন) *[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*
ক মিশ্র খ ইসলামি
গ ধনতান্ত্রিক ঘ সমাজতান্ত্রিক **ঘ**

১৯৪. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য বহির্ভূত কোনটি? (অনুধাবন) *[নওগাঁ সরকারি কলেজ]*
ক একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ
খ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা
গ সম্পদের সুষম বণ্টন
ঘ মুনাফা সর্বাধিকীকরণ **ঘ**

১৯৫. কিছু পণ্যের উৎপাদন ক্ষমতা সরকারের নিকট রাখা জরুরি কেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
[মিরপুর গার্লস আই. ল্যাব. ইনস্টিটিউট, ঢাকা]
ক গোপনীয়তা রক্ষার্থে খ জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে
গ অধিক মুনাফা ভোগে ঘ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে **খ**

১৯৬. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ক্ষতি কে বহন করে? (জ্ঞান)
[বিএন কলেজ, ঢাকা]
ক ব্যবস্থাপকগণ খ পরিচালকগণ
গ গ্রাহকগণ ঘ সরকার **ঘ**

১৯৭. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য কী? (জ্ঞান) *[বিএন কলেজ, ঢাকা; ফিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; শহীদ রমিজউদ্দিন কলেজ, ঢাকা]*
ক জনকল্যাণ খ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষা
গ সম্পদের সুষম বণ্টন ঘ বেকারত্ব হ্রাস **ক**

১৯৮. কীসের মাধ্যমে সরকার একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করার উদ্যোগ নেয়? (অনুধাবন) *[ফিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*
ক একচেটিয়া ব্যবসায় বন্ধ করার মাধ্যমে
খ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে
গ জাতীয়করণের মাধ্যমে
ঘ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠন করার মাধ্যমে **ঘ**

১৯৯. বাংলাদেশ রেলওয়ের কয়টি জোন রয়েছে? (জ্ঞান) *[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি **ক**

২০০. কত সালে চিটাগাং ও কুমিল্লার মিটারগেজ রেলপথ চালু হয়? (জ্ঞান) *[শহীদ রমিজউদ্দিন কলেজ, ঢাকা]*
ক ১৮৯২ সালে খ ১৮৯৩ সালে
গ ১৮৯৫ সালে ঘ ১৮৯৭ সালে **গ**

২০১. বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টরে সর্ববৃহৎ কর্পোরেশন কোনটি? (জ্ঞান) *[ফিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন
খ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা
গ ওয়াসা
ঘ বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থা **ঘ**

২০২. বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থা কয়টি প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত? (জ্ঞান)
[বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ রাইফেলস কলেজ, ঢাকা]
ক ৮৬টি খ ৮৭টি
গ ৮৮টি ঘ ৮৯টি **গ**

২০৩. WASA-এর কার্যক্রম কয়টি মেট্রোপলিটন শহরে বিস্তৃত? (জ্ঞান) *[ক্যান্ট. পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জাহানাবাদ, খুলনা]*
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫ **গ**

২০৪. ব্রডগেজ ও মিটারগেজ নিচের কোন পরিবহন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত? (জ্ঞান) *[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ]*
ক রেল খ সড়ক
গ নৌ ঘ বিমান **ক**

২০৫. বিআরটিসি-এর সার্ভিসসমূহের বহির্ভূত কোনটি? (অনুধাবন) *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*
ক বাস খ ট্রাক
গ ডাক ঘ ওয়ার্কসপ **গ**

২০৬. ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মি. নরেন্দ্র মোদির গুজরাট মডেল উন্নয়নে নিচের কোনটি অধিক ভূমিকা রেখেছে? (অনুধাবন) *[বগুড়া ক্যান্ট. পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*
ক PPP ব্যবসায় খ কোম্পানি ব্যবসায়
গ বিদেশি বিনিয়োগ ঘ হোল্ডিং কোম্পানি **ক**

২০৭. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য — (অনুধাবন)
[ফিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা]
i. সম্পদের সুষম বণ্টন
ii. জনগণের কল্যাণ সাধন
iii. জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২০৮. কিছু পণ্যের উৎপাদন ক্ষমতা সরকারের নিকট রাখা জরুরি। কারণ — (উচ্চতর দক্ষতা)
[সরকারি এমএম সিটি কলেজ, খুলনা]
i. গোপনীয়তা রক্ষা করা
ii. জাতীয় স্বার্থ রক্ষা
iii. অধিক মুনাফা অর্জন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

২০৯. বিআরটিসি-এর প্রধান কাজ হলো — (অনুধাবন)
[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]
i. বাস ও ট্রাকের ভাড়া নির্ধারণ
ii. ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান
iii. মোটরযান নিবন্ধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

http://teachingbd.com

২১০. বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠনের পিছনে যৌক্তিকতা হলো — (অনুধাবন) *[বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ]*

i. রাষ্ট্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি
ii. বেসরকারি খাতের সাথে প্রতিযোগিতা
iii. জাতীয় স্বার্থ রক্ষা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

খ

২১১. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে — (অনুধাবন) *[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা]*

i. সরকারি উদ্যোগে ii. বেসরকারি উদ্যোগে
iii. যৌথ উদ্যোগে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

খ

২১২. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য — (অনুধাবন) *[শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]*

i. মুনাফা অর্জন ii. সম্পদের সুষম বণ্টন
iii. সামাজিক কল্যাণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

গ

২১৩. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অসুবিধা হলো — (অনুধাবন) *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এন্ড কলেজ]*

i. দুর্নীতি ii. আমলাতন্ত্র
iii. স্বজনপ্রীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ঘ

২১৪. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য — (অনুধাবন) *[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর]*

i. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা
ii. জনকল্যাণ সাধন
iii. জাতীয় সম্পদের সুষম বন্টন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ঘ

২১৫. বিআরটিসি দেশের পর্যটন শিল্পকে — (অনুধাবন) *[সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ]*

i. বাধাগ্রস্ত করে ii. সহায়তা করে
iii. উৎসাহিত করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

গ

২১৬. বিআরটিসি-এর প্রধান কাজ হলো — (অনুধাবন) *[সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ]*

i. বাস ও ট্রাকের ভাড়া নির্ধারণ
ii. ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান
iii. মোটরিং স্কুল নিবন্ধন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ঘ

২১৭. বিআরটিসি'র উদ্দেশ্য হলো — (অনুধাবন) *[সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী]*

i. স্বল্প খরচে নিরাপদ ভ্রমণ
ii. নির্ভরযোগ্য পরিবহন সেবা
iii. স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পরিবহন সেবা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ঘ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২১৮ ও ২১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আনিস সাহেব 'কুমিল্লা জুট মিলস'-এর মালিক। বিশ্বব্যাপী কুমিল্লা জুট মিলস-এর সুবিধা প্রকাশ করতে সরকার নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনে। *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]*

২১৮. নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় কুমিল্লা জুট মিলস কোন মালিকানায় পরিবর্তিত হয়? (প্রয়োগ)

ক যৌথ খ ব্যক্তি
গ রাষ্ট্রীয় ঘ বেসরকারি

গ

২১৯. কুমিল্লা জুট মিলসের পরিবর্তন আনা হলো — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. সম্পূর্ণ জাতীয়করণের মাধ্যমে
ii. আংশিক জাতীয়করণের মাধ্যমে
iii. আইন পাস করার মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

খ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বিশেষ আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ। প্রতিষ্ঠানটি রমজান মাসে ঢাকার প্রসিদ্ধ আমদানিকারক থেকে যে ডাল ও চিনি ক্রয় করে ডিলারের মাধ্যমে বিক্রয় করে সেটির মান খারাপ হওয়ায় ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বেশ সমালোচিত হয়। *[রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, গাজীপুর]*

২২০. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থাটি কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন? (প্রয়োগ)

ক সমবায় ব্যবসায় খ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়
গ পাবলিক লি. কোম্পানি
ঘ প্রাইভেট লি. কোম্পানি

খ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২২১ ও ২২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

শিশিরের বাবা বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থার একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। শিশিরের খুব ইচ্ছা সে বড় হয়ে একজন সেনা কর্মকর্তা হবে। সে একদিন বাবার সাথে গাজীপুরে গেল। গাজীপুরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অস্ত্র তৈরি করা হয় এ রকম ফ্যাক্টরি আছে জেনে সে খুবই অভিভূত হলো। *[উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]*

২২১. শিশিরের বাবা যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন তা কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন? (প্রয়োগ)

ক যোগাযোগ খ টেলিযোগাযোগ
গ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
ঘ জ্বালানি ও খনিজ

খ

২২২. রাষ্ট্রীয় সেবামূলক ব্যবসায় হলো — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন
ii. বাংলাদেশ টেলিফোন সংস্থা
iii. বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ক

Teachingbd.com

অধ্যায়-৮: ব্যবসায়ের আইনগত দিক

২২৩. বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন কোনটি? (অনুধাবন) *[শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার; আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা]*
ক বিমা খ শিল্পনীতি
গ ট্রেডমার্ক ঘ আইনগত বিধিবিধান **ঘ**

২২৪. পেটেন্ট কোন ধরনের সম্পদ? (জ্ঞান) *[সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী]*
ক ব্যবসায় খ প্রাতিষ্ঠানিক
গ মেধাবৃত্তিক ঘ বুদ্ধিবৃত্তিক **গ**

২২৫. প্রতীকের মূল বিষয় কী? (জ্ঞান) *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]*
ক পণ্যকে চেনা খ পণ্যের স্বাতন্ত্র্যতা
গ পণ্যের সামঞ্জস্যতা ঘ পণ্যের প্রচার **খ**

২২৬. পেটেন্ট উদ্ভাবনকারীকে কোন ধরনের ক্ষতি হতে রক্ষা করে? (জ্ঞান) *[সরকারি গৌরনদী কলেজ, বরিশাল]*
ক ব্যবসায়িক খ আর্থিক
গ বাণিজ্যিক ঘ কারিগরি **খ**

২২৭. বাংলাদেশে কত সালের ডিজাইন ও পেটেন্ট আইন চালু আছে? (জ্ঞান) *[শহীদ রমিজউদ্দিন কলেজ, ঢাকা ক্যান্ট; সরকারি গৌরনদী কলেজ, বরিশাল]*
ক ১৯০৮ খ ১৯১১
গ ১৯৪৭ ঘ ১৯৭২ **খ**

২২৮. একটি কলেজে গড়ে ১০০ জন ছাত্র সাইকেল চড়ে কলেজে আসে এবং তার মধ্যে বছরে গড়ে ৫টি সাইকেল হারানো যায়। ৫টি সাইকেলের ওপর বাৎসরিক ঝুঁকির পরিমাপ হবে ৫০ টাকা। এখন ৫০ টাকা দিয়ে তহবিল গঠন করা হলে একে কী বলা হবে? (প্রয়োগ) *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জাহানাবাদ, খুলনা]*
ক ঝুঁকি নিয়োগের ব্যবস্থা
খ ঝুঁকি প্রতিকার ব্যবস্থা
গ ঝুঁকি বণ্টনের ব্যবস্থা
ঘ ঝুঁকি প্রতিরোধ ব্যবস্থা **গ**

২২৯. পানি দূষণের ফলে নিচের কোন রোগটি দেখা দেয়? (জ্ঞান) *[চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ]*
ক এলার্জি খ জন্ডিস
গ ক্লান্তি ঘ উদ্বিগ্নতা **খ**

২৩০. কোনো পণ্যকে অন্যের অনুরূপ পণ্য হতে স্বতন্ত্র করার লক্ষ্যে কোনটি ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান) *[কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক পেটেন্ট খ ট্রেডমার্ক
গ লাইসেন্স ঘ সার্ভিস মার্ক **খ**

২৩১. ট্রেডমার্ক প্রথমে কত বছরের জন্য রেজিস্ট্রেশন করা হয়? (জ্ঞান) *[শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার]*
ক ৫ বছর খ ৬ বছর
গ ৭ বছর ঘ ৮ বছর **গ**

২৩২. কীসের মাধ্যমে মালিকের ট্রেডমার্কের অধিকার সুরক্ষিত থাকে? (জ্ঞান) *[শহীদ রমিজউদ্দিন কলেজ, ঢাকা ক্যান্ট]*
ক নিবন্ধন খ আইন
গ বিধান ঘ নীতি **খ**

২৩৩. বাংলাদেশে বর্তমানে কত সালের ট্রেডমার্ক আইন প্রচলিত আছে? (জ্ঞান) *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*
ক ২০০৬ খ ২০০৭
গ ২০০৮ ঘ ২০০৯ **ঘ**

২৩৪. কোনো লেখক ও প্রকাশকের মধ্যে বই মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তিকে কী বলে? (জ্ঞান) *[মিরপুর গার্লস আই. ল্যাব. ইনস্টিটিউট, ঢাকা; ঝালকাঠি সরকারি কলেজ; বিএন কলেজ, ঢাকা]*
ক পেটেন্ট চুক্তি খ কপিরাইট চুক্তি
গ ট্রেডমার্ক চুক্তি ঘ লাইসেন্স চুক্তি **খ**

২৩৫. কপিরাইট অরক্ষিত থাকলে কে ক্ষতিগ্রস্থ হয়? (জ্ঞান) *[ঝালকাঠি সরকারি কলেজ]*
ক অনুমোদনকারী খ উদ্ভাবক
গ আবিষ্কারক ঘ মালিক **ঘ**

২৩৬. কপিরাইটের মাধ্যমে কোনটির একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করা হয়? (অনুধাবন) *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*
ক উদ্ভাবনের খ মেধাসম্পদের
গ আবিষ্কারের ঘ অনুমোদনের **খ**

২৩৭. বাংলাদেশে কত সালের কপিরাইট আইন প্রচলিত আছে? (জ্ঞান) *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*
ক ২০০০ খ ২০০৪
গ ২০০৫ ঘ ২০০৬ **ক**

২৩৮. কপিরাইট আইন ভঙ্গ করলে কোনটির মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়া যায়? (অনুধাবন) *[শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]*
ক শিল্প সমিতি খ আদালত
গ নিবন্ধক ঘ সমবায় সমিতি **খ**

২৩৯. বাংলাদেশে বর্তমানে কত সালের বিমা আইন প্রচলিত আছে? (জ্ঞান) *[শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা; শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]*
ক ২০০৮ খ ২০০৯
গ ২০১০ ঘ ২০১২ **গ**

২৪০. কোন বিমার মাধ্যমে বিমা ব্যবসায়ের যাত্রা শুরু করা হয়? (জ্ঞান) *[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক নৌবিমা খ অগ্নিবিমা
গ দুর্ঘটনা বিমা ঘ জীবন বিমা **ক**

Teachingbd.com

২৪১. কোনটি ব্যতীত সকল বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি? (জ্ঞান) /শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা/
ক নৌ বিমা খ অগ্নি বিমা
গ জীবন বিমা ঘ শস্য বিমা গ

২৪২. বিমা চুক্তিতে বিমাগ্রহীতার কোনটি থাকা আবশ্যক? (জ্ঞান) /শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার/
ক বিমাযোগ্য স্বার্থ খ অর্থ
গ প্রিমিয়াম ঘ মনোনয়ন ক

২৪৩. আইএসও কোন ধরনের মানদণ্ডের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে? (অনুধাবন) /কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক আঞ্চলিক খ মহাদেশীয়
গ দেশীয় ঘ আন্তর্জাতিক ঘ

২৪৪. ISO-9000-এর মোট Standards-কে কতটি সেটে ভাগ করা হয়েছে? (জ্ঞান) /সরকারি জিয়া মহিলা কলেজ, ফেনী/
ক ৩টি খ ৪টি
গ ৫টি ঘ ৬টি গ

২৪৫. ISO 9000 কয়টি সনদ দ্বারা গঠিত? (জ্ঞান) /আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা/
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫ খ

২৪৬. মান সংক্রান্ত কয়টি বিষয়ের ওপর ISO 9001 দৃষ্টিপাত করে? (জ্ঞান) /বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ রাইফেলস পাবলিক কলেজ, ঢাকা/
ক ১৫ খ ২০
গ ২৫ ঘ ৩০ খ

২৪৭. কোন ISO-এর পরিধি সীমিত? (জ্ঞান) /বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম/
ক ISO 9000 খ ISO 9001
গ ISO 14000 ঘ ISO 9003 ঘ

২৪৮. কোনটি বাংলাদেশের একমাত্র মান নির্ধারণী জাতীয় প্রতিষ্ঠান? (জ্ঞান) /মিরপুর গার্লস আই. ড্যাব. ইনস্টিটিউট, ঢাকা/
ক টিআইবি খ টিসিবি
গ বিএসটিআই ঘ বিএসআইসি গ

২৪৯. উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান সহায়তা করে? (জ্ঞান) /আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা/
ক বিসিক খ বিএসটিআই
গ বিটেক ঘ বেসিক খ

২৫০. পণ্যের মান নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব কোন প্রতিষ্ঠানের? (জ্ঞান) /শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার; শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা/
ক বিএসটিআই খ বেসিক
গ বিসিক ঘ বিটাক ক

২৫১. বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদকে বিবেচনা করা হয় — (উচ্চতর দক্ষতা) /ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
i. ব্যবসায় উদ্যোগের গবেষণার ফসল হিসেবে
ii. ব্যবসায়ের অতি মূল্যবান সম্পদ হিসেবে
iii. মালিকের নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

২৫২. পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ সংশোধন করা হয় — (অনুধাবন) /সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ/
i. ২০০০ সালে ii. ২০০২ সালে
iii. ২০০৪ সালে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

২৫৩. বিশ্ব উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে — (অনুধাবন) /খিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
i. বন্যা প্রবণতার
ii. রোগ বৃদ্ধির
iii. হিমালয়ের বরফ গলার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

২৫৪. ব্র্যাক আড়ং নামে পোশাক বাজারজাত করছে। আড়ং ট্রেডমার্ক জনপ্রিয় হওয়ায় তারা যে সুবিধা পাবে — (প্রয়োগ) /চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ/
i. নতুন ব্যবসায় হাত দিলে জনপ্রিয়তা পাবে
ii. কর অবকাশ
iii. দর কষাকষি করতে হবে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii খ

২৫৫. বিমার কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো — (অনুধাবন) /মিরপুর গার্লস আই. ড্যাব. ইনস্টিটিউট, ঢাকা/
i. ঝুঁকি গবেষণা ii. ঝুঁকি সম্প্রসারণ
iii. ঝুঁকি বণ্টন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii খ

২৫৬. বিমা ব্যবসায় ভূমিকা রাখে — (অনুধাবন) /মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল/
i. আর্থিক উন্নয়নে ii. সামাজিক উন্নয়নে
iii. দক্ষতা বৃদ্ধিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

২৫৭. ব্যবসায়ের প্রাকৃতিক ঝুঁকি হলো — (অনুধাবন) /আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ/
i. বন্যা ii. চুরি-ডাকাতি
iii. অতিবৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii খ

Teachingbd.com

২৫৮. কপিরাইট চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকে — (অনুধাবন)
[মিরপুর গার্লস আই. ল্যাব. ইনস্টিটিউট, ঢাকা]

i. মেয়াদ ii. নিবন্ধন
iii. রয়্যালটির পরিমাণ
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

খ

২৫৯. ট্রেডমার্কের মাধ্যমে অর্জিত হয় — (অনুধাবন)
[বিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

i. ব্যবসায়িক মুনাফা ii. ব্যবসায়িক সুবিধা
iii. ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

গ

২৬০. ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন আইন বাতিল করা হয় — (অনুধাবন) *[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর]*

i. শর্ত লঙ্ঘন করলে
ii. কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হলে
iii. নবায়ন না করলে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ঘ

২৬১. শিল্পোদ্যোক্তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ হলো — (অনুধাবন) *[শহীদ বীর উত্তরম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]*

i. কপিরাইট ii. ট্রেডমার্ক
iii. পেটেন্ট
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ঘ

২৬২. পণ্যের মান আন্তর্জাতিক মানের হওয়া প্রয়োজন — (অনুধাবন) *[শহীদ রমিজউদ্দিন কলেজ, ঢাকা ক্যান্ট.]*

i. মুক্ত বাজার অর্থনীতির কারণে
ii. ভোক্তাদের সন্তুষ্টির কারণে
iii. ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক বাজারের কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

খ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬৩ ও ২৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
আসমা খানম অহনা নামের একটি ব্র্যান্ডের নিবন্ধন করেন। তিনি এ ব্র্যান্ডের শাড়ি তৈরি করে বিক্রয় করেন এবং নকল এড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন। *[বিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

২৬৩. আসমা খানমের 'অহনা' ব্র্যান্ডের নিবন্ধনকে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)

ক কপিরাইট খ ট্রেডমার্ক
গ রেজিস্ট্রার্ড ঘ পেটেন্ট

ঘ

২৬৪. আসমা খানমের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার কারণ হলো — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. নতুন উদ্ভাবিত পণ্য অন্য কেউ নকল করতে গেলে যেন ব্যর্থ হয়
ii. অন্য কেউ যেন কোনো উপায়ে পণ্য বিক্রয় করতে অসমর্থ হয়
iii. অন্য কেউ যেন পণ্য থেকে কোনো সুবিধা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ঘ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬৫ ও ২৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
নাসরিন পারভিন সরকারের বিজ্ঞান গবেষণাগারে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত আছেন। তিনি সিংহ মার্কা এক ধরনের ওয়াটার ফিলটার আবিষ্কার করে বাজারজাতকরণ করতে শুরু করেন। চট্টগ্রামের হাসান এসোসিয়েটস একই ধরনের ফিলটার বাজারে ছাড়ে। নাসরিন পারভিন আইনগত প্রতিকার চেয়েও ব্যর্থ হন। *[শহীদ বীর উত্তরম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]*

২৬৫. আইনগত কোন ব্যবস্থাটি না করায় নাসরিন পারভিন কোনো প্রতিকার পেলেন না? (প্রয়োগ)

ক কপিরাইট খ ট্রেডমার্ক
গ পেটেন্ট ঘ আইএসও

খ

২৬৬. নাসরিন পারভিনের অর্থনৈতিক কার্যাবলির সাথে সম্পর্কযুক্ত — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. পেটেন্ট ii. ট্রেডমার্ক
iii. কপিরাইট
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬৭ ও ২৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
সুমন ২০১৪ সালের বাংলা একাডেমী আয়োজিত বইমেলায় একটি গল্পের বই বের করেছে। তার বইয়ের অংশ যেন কেউ অন্যায়ভাবে নিজের বলে দাবি করতে না পারে সেজন্য সে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। *[মিরপুর গার্লস আই. ল্যাব. ইনস্টিটিউট, ঢাকা]*

২৬৭. সুমন নিচের কোন ব্যবস্থাটি গ্রহণ করেছে? (প্রয়োগ)

ক পেটেন্ট খ কপিরাইট
গ ট্রেডমার্ক ঘ বিমা

খ

২৬৮. সুমন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় যে সুবিধাগুলো পাবে — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. আইনগত অধিকার ii. নিজস্ব স্বার্থ সংরক্ষণ
iii. অন্য কেউ নকল করে প্রকাশ করলে ক্ষতিপূরণ
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

গ

http://teachingbd.com

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র

অধ্যায়-৯: ব্যবসায়ে সহায়ক সেবা

প্রশ্ন ▶১ রংপুরের মিতালী দত্ত নাটোর ও পাবন থেকে মাছ সংগ্রহ করে শুঁটকি তৈরি করে তা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করেন। ঋণের জন্য তিনি বিভিন্ন ব্যাংকে যোগাযোগ করলেও জামানত ছাড়া ঋণ নিতে পারেন না। তার এক বন্ধু তাকে একটি ব্যাংকের নাম বলে যেখানে তার মতো ব্যবসায়ীদের জামানত ছাড়া ঋণ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তিনি ঐ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে সফল হন এবং ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হন। *[চা. বো., কু. বো., চ. বো. ১৭]*

ক. BSCIC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. এসএমই ফাউন্ডেশন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মিতালী দত্ত জামানত ছাড়া কোন ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে এরূপ ব্যাংক ঋণ কতটুকু অবদান রাখতে সক্ষম? যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BSCIC-এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation।

সহায়ক তথ্য

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে তোলায় সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান হলো বিসিক (BSCIC)।

খ SME -এর পূর্ণরূপ হলো Small and Medium Enterprise।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী বাংলাদেশ সরকারের স্বাধীন, স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হলো এসএমই ফাউন্ডেশন। এ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক দাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় পুনঃঅর্থায়ন করায় দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এ খাতে ঋণ দিতে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাচ্ছে; যা দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকের মিতালী দত্ত জামানত ছাড়া গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে পারেন।

গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের বিত্তহীন, দুস্থ নারী ও পুরুষদের ব্যাংকিং এবং ঋণ সুবিধা দেয়। দরিদ্র ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান কর্মসূচি নিয়ে এ প্রকল্প গঠিত হয়।

উদ্দীপকের মিতালী দত্ত নাটোর ও পাবনা থেকে মাছ সংগ্রহ করে শুঁটকি তৈরি করেন। এরপর তা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করেন। ব্যবসায়টি সম্প্রসারণ করতে ঋণের জন্য তিনি বিভিন্ন ব্যাংকে যোগাযোগ করলেও জামানত ছাড়া ঋণ নিতে পারেন না। বন্ধুর পরামর্শে তিনি একটি ব্যাংকে ঋণের জন্য যান, যেখানে ব্যবসায়ীদের জামানত ছাড়া ঋণ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। ব্যাংকটি নারী উদ্যোক্তাদের এরূপ ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে। এ ধরনের ঋণদান কার্যক্রম গ্রামীণ ব্যাংক সম্পাদন করে থাকে। সুতরাং, মিতালী দত্ত গ্রামীণ ব্যাংক হতে জামানত ছাড়া ঋণ পেতে পারেন।

ঘ নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম।

গ্রামীণ ব্যাংক যা দরিদ্র নারী উদ্যোক্তাদের জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে। এটি নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা করে থাকে।

উদ্দীপকের মিতালী দত্ত গ্রামীণ ব্যাংক হতে জমানাতবিহীন ঋণ পেয়ে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করেন। যার ফলে তিনি নিজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারেন। তিনি একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে এরূপ ঋণ পেয়ে সহজেই তার ব্যবসায়িক উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন।

এদেশে অসংখ্য দরিদ্র নারী উদ্যোক্তা রয়েছে যারা সহজ শর্তে ঋণের অভাবে নিজস্ব ব্যবসায় গঠনে পিছিয়ে পড়ছে। গ্রামীণ ব্যাংক এরূপ দরিদ্র নারী উদ্যোক্তাদের দলগতভাবে জামানতবিহীন ঋণ দিয়ে থাকে। এতে সহজেই নারী ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায় চালাতে ও সম্প্রসারণ করে লাভবান হতে পারেন। মহাজন শ্রেণির ঋণের অতিরিক্ত সুদের প্রকোপ থেকে এরা রক্ষা পেতে পারেন। এ ধরনের ঋণ নিয়ে তারা মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগির খামার তৈরি করে ক্ষুদ্র শিল্প ও প্রকল্প উন্নয়ন করতে পারেন; যা অন্য নারীদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। অন্যরাও উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী হন। সুতরাং, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের জামানতবিহীন ঋণ অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶২ জনাব জাহিদ একজন চিংড়ি রপ্তানিকারক। তিনি হিমায়িত চিংড়ি প্যাকেট করার জন্য উন্নত মানের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা পর্যাপ্ত না হওয়ায় যন্ত্রপাতি আমদানি বিলম্বিত হচ্ছে। সম্প্রতি সরকার চিংড়িখাতে কর অবকাশ প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে। বিষয়গুলো নিয়ে জনাব জাহিদ খুব চিন্তিত। অথচ জনাব জাহিদ ২০১২ সালে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে সেরা রপ্তানিকারকের পুরস্কার পেয়েছিলেন। রপ্তানি উন্নয়নে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। *[চা. বো. ১৭]*

ক. ASEAN কী? ১

খ. ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনাব জাহিদ কোন প্রতিষ্ঠান হতে সেরা রপ্তানিকারকের স্বীকৃতি পান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমর্থনমূলক সহায়তার অভাবই জনাব জাহিদের দুশ্চিন্তার মূল কারণ – তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ASEAN-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Association of South East Asian Nations। আঞ্চলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র মিলে যে সংস্থা গড়ে তুলেছে তাকে আসিয়ান বলে।

খ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে গঠন ও পরিচালনায় সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যে সেবার প্রয়োজন পড়ে তাকে সহায়ক সেবা বলে।

ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় সফলভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ী সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। এজন্য শুধু নিজের বুদ্ধিমত্তা বা সামর্থ্য দিয়ে সব কাজ করা সম্ভব নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হয়। আর অন্যের সাহায্য-সহযোগিতাই হলো ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা।

গ উদ্দীপকের জনাব জাহিদ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রতিষ্ঠান হতে সেরা রপ্তানিকারকের স্বীকৃতি পান।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে কাজ করছে। এটি একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করে উৎপাদিত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব জাহিদ একজন চিংড়ি রপ্তানিকারক। তিনি ২০১২ সালে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে সেরা রপ্তানিকারকের পুরস্কার পেয়েছিলেন। রপ্তানি উন্নয়নে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতিষ্ঠানটি দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে। এটি দেশীয় রপ্তানিকারকদের সাথে বিদেশি ক্রেতাদের বাণিজ্য

Teachingbd.com

চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা করে। রপ্তানি বাণিজ্যে অর্থ সংগ্রহেও উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের সহায়তা করে। এসব কার্যক্রম দেশের রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। সুতরাং, উদ্দীপকে এ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করা হয়েছে; যা জনাব জাহিদকে সেরা রপ্তানিকারকের স্বীকৃতি দিয়েছে।

ঘ সমর্থনমূলক নয় বরং সংরক্ষণমূলক সহায়তার অভাবই জনাব জাহিদের দুশ্চিন্তার মূল কারণ বলে আমি মনে করি।

উদ্যোক্তা ব্যবসায় গঠনে আগ্রহী হওয়ার পর তা বাস্তবে গঠন করার জন্য সমর্থনমূলক সহায়তার প্রয়োজন হয়। আর নবগঠিত ব্যবসায়কে টিকিয়ে রাখার জন্য সংরক্ষণমূলক সহায়তা প্রয়োজন হয়। কর অবকাশ, ভর্তুকি প্রদান সংরক্ষণমূলক সহায়তার আওতাভুক্ত।

উদ্দীপকের চিংড়ি রপ্তানিকারক জনাব জাহিদ হিমায়িত চিংড়ি প্যাকেট করার জন্য উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা পর্যাপ্ত না থাকায় যন্ত্রপাতি আমদানি বিলম্বিত হচ্ছে। সম্প্রতি সরকার চিংড়ি খাতে কর অবকাশ প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে। সরকারের কর অবকাশ সুবিধা না পেলে জনাব জাহিদ তার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। এ কারণে তিনি চিন্তিত। একজন ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি যখন ব্যবসায় শুরু করেছেন তখন সমর্থনমূলক সহায়তা পেয়েছেন। যার ফলে তিনি ব্যবসায়টিকে বাস্তবে গঠন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তার ব্যবসায়কে সম্প্রসারণ কিংবা টিকিয়ে রাখার জন্য সংরক্ষণমূলক সহায়তার প্রয়োজন। তাই, সরকারি কর অবকাশ প্রত্যাহারের কারনেই তিনি দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

প্রশ্ন ▶৩ জার্মানি, স্পেন ও ইতালি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত তিনটি দেশ। একই মহাদেশের এ দেশগুলোর উন্নতির পেছনে রয়েছে একটি আন্তর্জাতিক জোট। এ জোটের অধীন দেশগুলো একই মুদ্রা ব্যবহার করে থাকে। পারস্পরিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সম্পর্ক উন্নয়নে এ জোট বিশ্বের অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। *[রা. বো., কু. বো., চ. বো. ১৭]*

ক. প্রজনন শিল্প কী? ১

খ. বিমা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন জোটের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এ জোট কি অনুসরণীয় হতে পারে? যুক্তিসহ লেখো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শিল্পে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বংশবিস্তারক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে প্রজনন শিল্প বলে।

খ বিমা হলো বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি, যেখানে বিমাকারী নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাগ্রহীতাকে সম্ভাব্য ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

মানুষের ভবিষ্যৎ আর্থিক অনটন ও অন্যান্য বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিমা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বিমাগ্রহীতা ব্যক্তির নিজের বা তার সম্পদের নির্দিষ্ট ক্ষতি সংঘটিত হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে, যা তাকে আর্থিক নিরাপত্তা দেয়।

গ উদ্দীপকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন জোটের কথা বলা হয়েছে।

ইউরোপীয়ান কমিউনিটি তাদের মধ্যকার অর্থনৈতিক বন্ধনকে মজবুত করে নিজেদেরকে একটা অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন জোট গঠন করে। এটি সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সফল আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, জার্মানি, স্পেন ও ইতালি অর্থনৈতিকভবে উন্নত তিনটি দেশ। একই মহাদেশের এ দেশগুলোর উন্নতির পেছনে একটি আন্তর্জাতিক জোট রয়েছে। এ জোটের অধীন দেশগুলো একই মুদ্রা ব্যবহার করে থাকে, যা ইউরো নামে পরিচিত। এছাড়া এর অধীন সবদেশ একই বহিঃশুল্ক হার ধার্য করে। এসব সুবিধা প্রদান করা ইউরোপীয় ইউনিয়ন জোটের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং, উদ্দীপকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন জোটের কথাই বলা হয়েছে।

ঘ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন জোট অনুসরণীয় হতে পারে।

বাইরের জগতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেকেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন জোটের অভ্যুদয়কে নিজেদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখে। এরূপ জোট গঠনের ফলে দ্রুত অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জিত হয়।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, জার্মানি, স্পেন ও ইতালি এ দেশগুলোর উন্নতির পেছনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক জোট রয়েছে। পারস্পরিক অর্থনৈতিক ও সম্পর্ক উন্নয়নে এ জোট বিশ্বের অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন জোট সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সফল আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এটি সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পণ্য, সেবা, মূলধন ও জনশক্তির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করে। যা তাদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায়। তারা নিজেদের মধ্যে একটা সাধারণ মুদ্রা চালু করে ও একই হারে বহিঃশুল্ক ধার্য করে। যার ফলে ব্যবসায় বাধাসমূহ সহজেই দূর হয়। এতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন শুধু অর্থনৈতিক জোট এবং অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবেই নয়, শক্তিশালী রাজনৈতিক সংস্থা হিসেবেও ইউরোপকে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন যেভাবে সদস্য দেশগুলোর উন্নতি করতে পেরেছে, তা উন্নয়নশীল দেশের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে। এভাবে তারাও এভাবে তাদের দেশের দুর্বলতাগুলো একজোট হয়ে অপসারণ করতে পারে এবং উন্নতির জন্য কাজ করতে পারে।

প্রশ্ন ▶৪ জনাব রায়হান একটি রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এজন্য একটি প্রতিষ্ঠান তাকে তৈরি পোশাক সংক্রান্ত সব তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছিল। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে ৫০০ জন শ্রমিক কর্মচারী উৎপাদন কাজে নিয়োজিত। *[দি. বো. ১৭]*

ক. বণিক সভা বলতে কী বোঝায়? ১

খ. WTO কী উদ্দেশ্য নিয়ে গঠন করা হয়? ২

গ. জনাব রায়হানকে সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব রায়হানের প্রতিষ্ঠানটির মান উন্নয়নে আরও কী কী করা যায়? এ ব্যাপারে তোমার মতামত দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের, এলাকার বা দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও ব্যবসায়িক উন্নয়নের জন্য যে সংগঠন করে তাকে বণিক সভা বলে।

খ WTO-এর পূর্ণরূপ হলো World Trade Organization.

বিশ্ব বাণিজ্যকে সবার জন্য কল্যাণকর করতে যে প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে তার নাম হলো WTO। বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থাকে সুসংহত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। এটি সদস্যভুক্ত বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি করে ব্যবসায় সম্প্রসারণে সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকের জনাব রায়হানকে সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠানটি হলো বিজিএমইএ।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের স্বার্থরক্ষা ও ব্যবসায়িক উন্নয়নের জন্য বিজিএমইএ সমিতি কাজ করছে। এ সমিতি পোশাক প্রস্তুতকারী ও রপ্তানিকারকদের তথ্য প্রদান করে বাণিজ্যসংক্রান্ত কাজে সহায়তা করে।

উদ্দীপকের জনাব রায়হান একটি রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এজন্য একটি প্রতিষ্ঠান তাকে তৈরি পোশাক সংক্রান্ত সব তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছিল। প্রতিষ্ঠানটি বিদেশি ক্রেতা, ব্যবসায় সংঘ এবং বণিক সভাসমূহের সাথে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা করে। এটি দেশে এবং বিদেশে পোশাক মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণে এর সদস্যদের সংগঠিত করে থাকে। এসব বৈশিষ্ট্য বিজিএমইএ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, উদ্দীপকে জনাব রায়হানকে সহায়তা দানকারী প্রতিষ্ঠান হলো বিজিএমইএ ।

Teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকে জনাব রায়হানের গার্মেন্টিস শিল্প প্রতিষ্ঠানটির মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পোশাক শিল্প এ দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ শিল্পে লাখ লাখ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

উদ্দীপকের জনাব রায়হান গার্মেন্টিস শিল্পের মালিক। গার্মেন্টিস প্রতিষ্ঠায় বিজিএমইএ তাকে তৈরি পোশাক সংক্রান্ত সব তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছিল। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে ৫০০ জন শ্রমিক কর্মচারী উৎপাদন কাজে নিয়োজিত। প্রতিষ্ঠানটির মান উন্নয়নে উন্নয়নে আরও পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

উক্ত প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-কর্মী সংক্রান্ত বিবাদ থাকলে তা মীমাংসা করতে হবে। এতে মালিক-শ্রমিকদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। পোশাক শিল্প কারখানায় যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে সেই লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে। কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, শ্রমিক-কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বাণিজ্য সম্প্রসারণে আন্তর্জাতিক এবং বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এভাবে প্রতিষ্ঠানটির মান উন্নয়ন সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶৫ জনাব শাদীদ বিসিক (BSCIC) থেকে হস্তশিল্প তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়ে পাটজাত ব্যাগ ও গৃহসজ্জার পণ্য তৈরি শুরু করেন। উদ্ভাবনী শক্তি ও নৈপুণ্যের কারণে তার উৎপাদিত পণ্য ভোক্তাদের কাছে খুবই জনপ্রিয়তা পায়। চাহিদা বৃদ্ধির কারণে তার প্রতিষ্ঠানে নতুন ৪০ জন কর্মী নিয়োগ দেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায় সম্প্রসারণ করেন। শাদীদ পাশাপাশি অনলাইনে ও টেলিভিশনে পণ্য সম্পর্কে গ্রাহকদের জানানোর ব্যবস্থা করেন। এতে তার পণ্যের চাহিদা আমেরিকাসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সেখানে পণ্য রপ্তানি করতে সক্ষম হচ্ছেন। *[সি. বো. ১৭]*

ক. পণ্য বিনিময় কী? ১

খ. বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব শাদীদ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠান থেকে কোন ধরনের সহায়তা পেয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'পণ্য বিনিময় সহায়ক কাজের মাধ্যমে জনাব শাদীদ সারা বিশ্বে পণ্য রপ্তানি করতে সক্ষম হচ্ছেন'– উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য ও সেবাকর্ম ক্রয়-বিক্রয় কার্যাবলিকে পণ্য বিনিময় বা ট্রেড বলে।

খ উৎপাদিত পণ্য বা সেবার বণ্টন সংক্রান্ত যাবতীয় (ক্রয়, বিক্রয়, পরিবহন, গুদামজাতকরণ) কার্যক্রমই হলো বাণিজ্য।

এটি ব্যবসায়ের পণ্য বণ্টনকারী শাখা হিসেবে বিবেচিত। উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বা সেবা ভোক্তার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত স্থানগত, ব্যক্তিগত, সময়গত ও ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করে ভোক্তার নিকট পণ্য পৌঁছে দেওয়াই মূলত বাণিজ্যের কাজ।

গ জনাব শাদীদ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠান (বিসিক) থেকে উদ্দীপনামূলক সহায়তা পেয়েছেন।

উদ্দীপনামূলক সহায়তা বলতে উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীকে ব্যবসায় স্থাপনে অনুপ্রেরণা যোগাতে সক্ষম এমন সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানকে বোঝায়। প্রশিক্ষণ প্রদান, কারিগরি ও অর্থনৈতিক তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ প্রদান উদ্দীপনামূলক সহায়তার উদাহরণ।

উদ্দীপকের জনাব শাদীদ বিসিক থেকে হস্তশিল্প তৈরির ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি পাটজাত ব্যাগ ও গৃহসজ্জার পণ্য তৈরি শুরু করেন। অর্থাৎ জনাব শাদীদ বিসিক থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার মাধ্যমে হস্তশিল্প স্থাপনে উৎসাহিত হন। কারণ এর মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন কীভাবে হস্তশিল্প তৈরির কাজ করা যায়। তাই বলা যায়, জনাব শাদীদ বিসিক থেকে উদ্দীপনামূলক সহায়তা পেয়েছেন

ঘ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কাজকে পণ্য বিনিময় বলে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে বেশকিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়, যেমন: অর্থ সংক্রান্ত, ঝুঁকিগত, স্থানগত, সময়গত এবং তথ্যগত। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য যেসব কার্যাবলি সম্পাদন করা হয় সেগুলোকে বিনিময় সহায়ক কার্যাবলি বলে।

জনাব শাদীদ বিসিকের প্রশিক্ষণ শেষে হস্তশিল্প তৈরির কাজ শুরু করেন। তার উদ্ভাবনী শক্তি ও নৈপুণ্যের কারণে তার উৎপাদিত পণ্য ভোক্তাদের কাছে খুবই জনপ্রিয়তা পায়। তাই তিনি ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য বিসিক থেকে ঋণ নেন, যা অর্থগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে। আবার তার পণ্য সম্পর্কে টেলিভিশনের মাধ্যমে গ্রাহকদের জানানো হয়, যা তথ্যগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে। বর্তমানে তার পণ্যের চাহিদা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাই ঐ পণ্য তিনি বিদেশে রপ্তানি করতে পারছেন, যা স্থানগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে।

এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করেই জনাব শাদীদ তার ব্যবসায়ের পণ্য বিনিময় করে সফল হয়েছে। তাই বলা যায়, পণ্য বিনিময় সহায়ক কাজের মাধ্যমে জনাব শাদীদ সারা বিশ্বে পণ্য রপ্তানি করতে সক্ষম হচ্ছেন।

প্রশ্ন ▶৬ মরিয়ম বেগম ছিলেন একজন সাধারণ গৃহিণী। তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত একটি অমুনাফাভোগী লিমিটেড কোম্পানি থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান ও সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাদেরকে মূলধারার ব্যবসায়ীদের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য বিভিন্নমুখী সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। *[বি. বো. ১৭]*

ক. WTO-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মরিয়ম বেগম যে প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন সেটি নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা পালন করছে কীভাবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক WTO-এর পূর্ণরূপ হলো World Trade Organization।

খ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে গঠন ও পরিচালনায় সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যে সেবার প্রয়োজন পড়ে তাকে সহায়ক সেবা বলে।

ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় সফলভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ী সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। এজন্য শুধু নিজের বুদ্ধিমত্তা বা সামর্থ্য দিয়ে সব কাজ করা সম্ভব না-ও হতে পারে। এক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হয়। আর অন্যের সাহায্য-সহযোগিতাই হলো ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা।

গ উদ্দীপকে SME (এসএমই) ফাউন্ডেশনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের স্বাধীন, স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হলো এসএমই ফাউন্ডেশন। এটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়। এ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যাপক অবদান আছে।

উদ্দীপকের মরিয়ম বেগম ছিলেন একজন গৃহিণী। তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত একটি অমুনাফাভোগী কোম্পানি থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান ও সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাদেরকে মূলধারার ব্যবসায়ীদের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য বিভিন্নমুখী সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। যা নারী শিল্পোদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ও সহায়তার মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে। এটি একটি অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান, যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য কাজ করে। এসব বৈশিষ্ট্য এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে সম্পর্কিত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে এসএমই ফাউন্ডেশনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

http://teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকের মরিয়ম বেগম যে এসএমই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন সেটি নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
এসএমই ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অমুনাফাভোগী সংগঠন। এর মূল লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নকে গতিশীল করা।
উদ্দীপকের মরিয়ম বেগম এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। যা বর্তমান ও সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাদেরকে মূলধারার ব্যবসায়ীদের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য বিভিন্নমুখী সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।
এ এসএমই ফাউন্ডেশন নারী উদ্যোক্তাদেরকে বিশেষভাবে সহায়তা করে। নারী শিল্পোদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ও সহায়তার মাধ্যমে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল করে তুলে। উদ্দীপকে মরিয়ম বেগম প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যম এ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায়ই দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া এ এসএমই ফাউন্ডেশন নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে ব্যাংকসমূহকে উদ্বুদ্ধ করে, নারী উদ্যোক্তা বিষয়ক গবেষণা করে সেমিনার, প্রক্ষিণ ও সম্মেলনের আয়োজন করে। এটি সার্বিকভাবে নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶৭ রবি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে নার্সারি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেয়। তাদের নিজস্ব জমিতে নার্সারি শুরু করে। কিন্তু পর্যাপ্ত পুঁজির সংস্থান করতে না পারায় সে কিছুটা হতাশ। তার বন্ধুর পরামর্শে সে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহের জন্য আবেদন করে। প্রতিষ্ঠানটি তাকে মূলধন সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করছে। *[রা.বো. ১৬]*

ক. SME-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. ভর্তুকি প্রদান সহায়তা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রবি কোন ধরনের সহায়তার কারণে নার্সারি করার সিদ্ধান্ত নেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম ধরন উল্লেখপূর্বক মূল্যায়ন করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক SME-এর পূর্ণরূপ হলো Small and Medium Enterprise।

খ ভর্তুকি প্রদান হলো একটি সমর্থনমূলক সহায়ক সেবা।
ভতুর্কি প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তাকে ব্যবসায় স্থাপনে আগ্রহী হতে ও তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপদানে সমর্থন দেওয়া হয়। ভর্তুকির ফলে ব্যবসায় স্থাপন, পরিচালনা ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা যখন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন, সরকার তখন বিভিন্নভাবে ভতুর্কি ফি প্রদান করে। এতে উদ্যোক্তাও লাভবান হন এবং নতুন ব্যবসায় স্থাপনে অনুপ্রাণিত হন।

গ উদ্দীপকের রবি উদ্দীপনামূলক সহায়তার কারণে নার্সারি করার সিদ্ধান্ত নেয়।
একজন সম্ভাব্য উদ্যোক্তাকে ব্যবসায় গঠনে আগ্রহী ও প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে যেসব সেবা সুবিধার প্রয়োজন হয় তাই হলো উদ্দীপনামূলক সহায়তা। প্রশিক্ষণ, পরামর্শ প্রদান অন্যতম উদ্দীপনামূলক সহায়তা।
উদ্দীপকে রবি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে নার্সারি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেয়। পরবর্তীতে সে তাদের নিজস্ব জমিতে নার্সারি শুরু করে। অর্থাৎ রবি প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে উদ্যোগ গ্রহণ করার উপযোগী মনে করেছে। তার নার্সারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ প্রশিক্ষণ দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হয়েছে এবং যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে পর্যাপ্ত তথ্যও পেয়েছে। এসব বিষয় তাকে নার্সারি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছে, যা উদ্দীপনামূলক সহায়তার অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানটি একটি বেসরকারি সংস্থা, যার প্রধান কাজ হলো উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহায়তা করা।
সারা বিশ্বে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে আর্থিক, বৈষয়িকসহ নানা বিষয়ে বেসরকারি সংস্থা সহায়তা করে। এসব সংস্থা উল্লিখিত শ্রেণির মানুষকে উদ্যোগ গ্রহণ, তথ্য সরবরাহ এবং ঋণ দিয়ে সহায়তা করে। এসব প্রতিষ্ঠান সমাজের দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।
রবি যুব উন্নয়ন কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ নিয়ে নার্সারি ব্যবসায় শুরু করে। পর্যাপ্ত পুঁজি না থাকায় হতাশ হয়। তার বন্ধুর পরামর্শে সে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহের জন্য আবেদন করে। প্রতিষ্ঠানটি তাকে মূলধন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দ্বারা সহায়তা করছে।
বেসরকারি সংস্থার মূল কাজ রবির মতো কম বিত্তসম্পন্নদের আর্থিক, বৈষয়িক সহায়তা করা। এটি রবির মতো উদ্যোক্তাদের পরামর্শ প্রদান করে। মূলধন প্রদান ও তথ্য সরবরাহ করে এসব প্রতিষ্ঠান উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখে। এসবই দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য কাজ।

প্রশ্ন ▶৮ জাহিন পড়াশোনা শেষে বিশেষ ধরনের শিল্পের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি এলাকার দরিদ্র মহিলাদের নিয়োগ দেন। তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ ধরনের সরকারি সংস্থায় প্রেরণ করেন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির তৈরি বিভিন্ন পণ্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। *[কু. বো. ১৬]*

ক. FBCCI-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. বণিক সভা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দেশের অর্থনীতিতে জাহিনের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক FBCCI-এর পূর্ণরূপ হলো Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries।

খ কোনো নির্দিষ্ট এলাকার, স্থানের, অঞ্চলের বা দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণের যৌথ প্রচেষ্টায় গঠিত সংস্থাকে বণিক সভা বলে।
বণিক সভা হলো এমন একটি সংস্থা যা কোনো নির্দিষ্ট এলাকা, স্থান, অঞ্চল বা দেশের শিল্প ব্যবসায়ের উন্নয়নের স্বার্থে সেখানকার শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা গড়ে তোলেন। এ সংস্থা শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত পরামর্শ দান, বাজার তথ্য সরবরাহ ও বিভিন্ন নীতিমালা বাস্তবায়ন করে ব্যবসায়ীদের সাহায্য করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানটি হলো মহিলা অধিদপ্তর।
শহর ও গ্রামের মহিলাদের সৃজনশীলতার বিকাশ, আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গঠিত সংস্থা হলো মহিলা অধিদপ্তর। এ সংস্থা মহিলাদের প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে থাকে।
উদ্দীপকে জাহিন তার প্রতিষ্ঠানের মহিলা কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি বিশেষ ধরনের সংস্থায় অর্থাৎ মহিলা অধিদপ্তরে পাঠান। এ সংস্থাটি দরিদ্র মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ ও স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করেছে। মহিলাদের সৃজনশীলতার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন ঘটছে এ সংস্থার কারণেই।

ঘ দেশের অর্থনীতিতে জাহিনের ভূমিকা খুবই ফলপ্রসূ।
একজন সফল উদ্যোক্তা নতুন ব্যবসায় গঠন করেন। নিজের চিন্তার বাস্তবায়ন ঘটানোর মাধ্যমে সফলতা অর্জন করেন। এতে দেশে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বৃদ্ধি পায় তথাপি দেশের সার্বিক অর্থনীতি উপকৃত হয়।
উদ্দীপকে জাহিন বিশেষ ধরনের শিল্পের সংরক্ষণের জন্য একটি হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তার প্রতিষ্ঠানের দরিদ্র মহিলা কর্মীদের সরকারি সংস্থায় অর্থাৎ মহিলা অধিদপ্তরে প্রেরণ করেন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির পণ্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।
জনাব জাহিন হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছেন। তার প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। ফলে দেশের বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া তিনি দেশীয় হস্তশিল্পের পণ্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে দেশের সুনাম ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন। তাই দেশের অর্থনীতিতে জাহিনের নিজস্ব উদ্যোগ, শ্রম ও দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶৯ জার্মানি, ফ্রান্স ও ইতালির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা জানে না এমন কে আছে? অথচ তাদের এ সমৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক সাফল্যের পেছনে আছে এক বিশ্বখ্যাত অর্থনৈতিক জোট। যেখানে সদস্য দেশগুলো একই মুদ্রা ব্যবহার করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং মুক্তবাণিজ্য এলাকা স্থাপনে এ জোট সারা বিশ্বের কাছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। *[য. বো. ১৬]*

ক. WTO কী? ১

খ. TMSS কী কী কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে? ২

গ. উদ্দীপকে কোন অর্থনৈতিক জোটের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য কি এ জোট অনুসরণীয় হতে পারে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বের সব দেশ ও সংস্থার মধ্যে বাণিজ্যসংক্রান্ত নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের সাথে জড়িত একমাত্র আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হলো WTO।

খ TMSS-এর পূর্ণরূপ হলো ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ।

TMSS বগুড়া জেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিটি জেলায় এটির কার্যক্রম রয়েছে। TMSS দরিদ্র ও বিত্তহীন মহিলাদেরকে প্রশিক্ষণ ও ঋণদান, হাঁস-মুরগি প্রতিপালন, খামার পরিচালনা, নার্সারি পরিচালনা, মাছ চাষ ও কুটির শিল্পের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করে। এটি ঋণদান ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করে।

গ উদ্দীপকে জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশের অর্থনৈতিক জোট EU-এর কথা বলা হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক জোট বিদ্যমান। EU একটি অর্থনৈতিক জোট যেটি নির্দিষ্ট অঞ্চলভিত্তিক কাজ করে।

উদ্দীপকে জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশের অর্থনৈতিক জোটের কথা বলা হয়েছে। এ জোটটি হলো EU। EU-এর পূর্ণরূপ হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ইউরোপের ২৮টি দেশ নিয়ে এ জোট বিদ্যমান। এ জোটের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে অভিন্ন মুদ্রা 'ইউরো' চালু রয়েছে। ১৯৯৩ সালে ইইউ গঠিত হয়। এ জোটের মূল বিষয় হলো অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করে সীমানাহীন বাজার গড়ে তোলা। সুতরাং, উদ্দীপকে আঞ্চলিক যে অর্থনৈতিক জোটের কথা বলা হয়েছে সেটি হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

ঘ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন অনুসরণীয় জোট হতে পারে বলে আমি মনে করি।

বিশেষ সুবিধা অর্জনের জন্য কয়েকটি জাতি যখন একত্রিত হয় তখন সেটিকে জোট বলে। জোট অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হলে সেটিকে অর্থনৈতিক জোট বলে।

উদ্দীপকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং স্বনামধন্য অর্থনৈতিক জোট 'ইউরোপীয় ইউনিয়নের' কথা বলা হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন হাঙ্গামা লেগেই থাকতো। বাজারগত পার্থক্য এবং শুল্কগত বাধা থাকায় এ এলাকার বাণিজ্যেও ধীরগতি ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের পর বিশাল একটি বাজার শুল্কমুক্ত হলো। ২৮টি দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একত্রে কাজ করতে লাগলো। ফলে এ জোটভুক্ত সব রাষ্ট্রই আজ উন্নত।

উন্নয়নশীল দেশগুলো যদি ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো অর্থনৈতিক জোট গড়ে তোলে তাহলে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ হবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবে, পাশাপাশি অভিন্ন বাজার ও মুদ্রা চাহিদা-যোগান স্থিতিশীল রাখবে। সুতরাং, উন্নয়নশীল দেশের জন্য ইইউ একটি অনুকরণীয় জোট হিসেবে কাজ করতে পারে।

প্রশ্ন ▶১০ জনাব শাহীন আহমেদ একজন স্বনামধন্য তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক। তিনি নিয়মিত আমেরিকায় ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে তৈরি পোশাক রপ্তানি করেন। তিনি একটি সংগঠনের সদস্য। উক্ত সংগঠনটি শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সমস্যা হলে সমাধানের চেষ্টা করে এবং বিদেশে বাজার তৈরির জন্য বিভিন্ন পক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। সম্প্রতি আমেরিকা জি-এস-পি সুবিধা প্রত্যাহার ও কিছু শর্ত আরোপ করায় তিনি তার ব্যবসায়ের পণ্য বিপণন নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

ক. সাপটা কী? ১

খ. আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায় উদ্যোগের মধ্যে সম্পর্ক কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব শাহীন আহমেদ কোন সংগঠনের সদস্য? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতিতে জনাব শাহীন আহমেদের সমস্যা থেকে উত্তরণের সহায়তার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কভুক্ত দেশসমূহ নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাকেই সাপটা বলে।

সহায়ক তথ্য

SAPTA-এর পূর্ণরূপ হলো- SAARC Preferential Trading Arrangement.

খ স্ব-উদ্যোগেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। অন্যদিকে লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে।

আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায় উদ্যোগ উভয় ক্ষেত্রেই নিজের কাজের সুযোগ হয়। তবে ব্যবসায় উদ্যোগে নিজের পাশাপাশি অন্যদেরও কাজের সুযোগ তৈরির কথা চিন্তা করা হয়। অর্থাৎ, সব ব্যবসায় উদ্যোগ-ই আত্মকর্মসংস্থান কিন্তু সব আত্মকর্মসংস্থান ব্যবসায় উদ্যোগ নয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব শাহীন আহমেদ BGMEA নামক সংগঠনটির সদস্য।

BGMEA-এর পূর্ণরূপ হলো- Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association। এটি মূলত বাংলাদেশের তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের উন্নয়ন ও স্বার্থরক্ষায় গঠিত একটি সংগঠন। এটি দেশে ও দেশের বাইরে এর সদস্যদের স্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জনাব শাহীন আহমেদ একজন তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক। তিনি নিয়মিত আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে পোশাক রপ্তানি করেন। তিনি একটি সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটি শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সমস্যা হলে তা সমাধান করে। এছাড়াও এটি বিদেশে বাজার তৈরির জন্য বিভিন্ন পক্ষের সাথে যোগাযোগ করে। জনাব শাহীন আহমেদের সংগঠনটির সাথে BGMEA-এর কার্যক্রমের মিল আছে। তাই বলা যায়, জনাব শাহীন আহমেদ BGMEA-এর একজন সদস্য।

ঘ উদ্দীপকে জনাব শাহীন আহমেদের সমস্যা সমাধানে BGMEA সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

BGMEA-এর প্রধান উদ্দেশ্য পোশাক শিল্পের উন্নয়ন ও এ শিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের অধিকার নিশ্চিত করা। কিন্তু, পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সংগঠনটি সহায়তা করে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ করে নতুন বাজার তৈরির চেষ্টা করে।

উদ্দীপকে জনাব শাহীন আহমেদ একজন স্বনামধন্য তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক। তিনি আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে নিয়মিত পোশাক রপ্তানি করেন। সম্প্রতি আমেরিকা জি.এস.পি সুবিধা প্রত্যাহার ও পোশাক রপ্তানিতে কিছু শর্ত আরোপ করেছে। এ কারণে জনাব শাহীন আহমেদ তার পোশাক বিক্রি নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন।

http://teachingbd.com

জনাব শাহীন আহমেদ BGMEA-এর সহযোগিতায় নতুন বাজার তৈরির কাজ করতে পারেন। এতে আমেরিকাতে রপ্তানি সীমিত হলেও অন্য দেশগুলোতে বিক্রির সুযোগ তৈরি হবে। এছাড়া পোশাকের মান বৃদ্ধি করে রপ্তানির পরিমাণ বাড়াতে পারেন। অন্যদিকে, আমেরিকার আরোপ করা শর্ত পূরণের লক্ষ্যে তিনি BGMEA থেকে নির্দেশনা নিতে পারেন। এক্ষেত্রে শর্ত পূরণ করে তিনি আমেরিকাতে রপ্তানি করতে পারবেন। তাই বলা যায়, BGMEA-এর সহযোগিতার মাধ্যমে জনাব শাহীন আহমেদ দ্রুত তার সমস্যা সমাধান করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ১১ রহিম দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তাই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করে স্থানীয় যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে নার্সারি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে তাদের নিজস্ব জমিতে নার্সারি শুরু করে। কিন্তু পর্যাপ্ত পুঁজির সংস্থান করতে না পারায় সে কিছুটা হতাশ হয়। তার বন্ধুর পরামর্শে সে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহের জন্য আবেদন করে। প্রতিষ্ঠানটি তাকে মূলধন সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছে। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. সামাজিক ব্যবসায় কী? ১

খ. বাংলাদেশের পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে কোন প্রতিষ্ঠান ভূমিকা রাখছে?—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রহিম কোন ধরনের সহায়তার কারণে নার্সারি করার সিদ্ধান্ত নেয়?—ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রহিমকে দ্বিতীয় পর্যায়ে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানটি কী?—এর কার্যক্রমের ধরন উল্লেখপূর্বক দেশের অর্থনীতিতে এর ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের আশা না করে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে যে ব্যবসায় গঠন করা হয় তাকেই সামাজিক ব্যবসায় বলে।

সহায়ক তথ্য

সামাজিক ব্যবসায়ের প্রবক্তা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

খ বাংলাদেশের পণ্যের মান নির্ধারণ, পণ্যমান পরীক্ষা ও মান নিশ্চিত করার জন্য যে সরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে তাকে বিএসটিআই বলে।

বাংলাদেশের পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করে BSTI। এটি পণ্য ও সেবার বিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মানের সাথে দেশিয় মান নির্ধারণ করে। এছাড়া দৈর্ঘ্য, ওজন, ভার, আয়তন এবং শক্তির পরিমাপ বিষয়েও বাংলাদেশি মান প্রতিষ্ঠা করে। এ প্রতিষ্ঠান পণ্য আমদানি ও রপ্তানিতেও মান নির্ধারণ করে। তাই পণ্যের মান নির্ধারণে BSTI-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকের রহিম উদ্দীপনামূলক সহায়তার কারণে নার্সারি করার সিদ্ধান্ত নেয়।

উদ্দীপনামূলক সহায়তা একজন সম্ভাব্য উদ্যোক্তাকে ব্যবসায় গঠনে আগ্রহী করে তোলে। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। যেমন: প্রশিক্ষণ, তথ্য সরবরাহ, পরামর্শ, পণ্য ও প্রকল্প নির্বাচনে সহায়তা প্রভৃতি উদ্দীপনামূলক সহায়তার উদাহরণ।

উদ্দীপকের রহিম দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করে স্থানীয় যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে নার্সারি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেয়। এরপর সে নিজস্ব জমিতে নার্সারির কাজ শুরু করে। এক্ষেত্রে রহিম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নার্সারি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে। ফলে সে এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে আগ্রহী হয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্য উদ্দীপনামূলক সহায়তার সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, রহিমের উদ্যোগ গ্রহণের পেছনে প্রশিক্ষণ উদ্দীপনামূলক সহায়তা হিসেবে কাজ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে রহিমকে দ্বিতীয় পর্যায়ে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানটি হলো মাইডাস (MIDAS)। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

MIDAS-এর পূর্ণরূপ হলো- Micro Industries Development Assistance Services. মাইডাস ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের আর্থিক, কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সহায়তা দেয়। যেমন- প্রশিক্ষণ, ঋণ সুবিধা, তথ্য ও পরামর্শদান প্রভৃতি এর অন্তর্গত।

উদ্দীপকে রহিম যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি নার্সারি স্থাপন করে। কিন্তু প্রয়োজনীয় পুঁজির ব্যবস্থা না হওয়ায় সে হতাশ হয়। সে তার বন্ধুর পরামর্শে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মূলধন সরবরাহের জন্য আবেদন করে। প্রতিষ্ঠানটি তাকে মূলধন সরবরাহের পাশাপাশি পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছে। এ প্রতিষ্ঠানটি হলো মাইডাস।

মাইডাস সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। উদ্যোক্তাদের মূলধন যোগানের লক্ষ্যে ঋণ সহায়তা দেয়। এছাড়াও প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দেয়। ফলে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাগণ উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী হয়। এতে বেকারত্ব হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পায়। এছাড়া সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। মানুষের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়। সর্বোপরি দেশের সার্বিক অর্থনীতি গতিশীল হয়। তাই বলা যায়, মাইডাস দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ১২ আয়েশা বেগম হস্তশিল্পের ওপর প্রশিক্ষণ নেন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়, এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি ঋণ গ্রহণ করে একটি হস্তশিল্পের দোকান স্থাপন করে নিজের ও অন্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করেন। একজন মহিলা উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি সরকারের কাছ থেকে পুরস্কৃত হন। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. সাপটা কী? ১

খ. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উদ্দেশ্য কী? ২

গ. আয়েশা বেগম কোন ধরনের ব্যবসায়িক সহায়তা গ্রহণ করেছেন বলে তুমি মনে করো? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আয়েশা বেগমের মতো মহিলা উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এ ধরনের সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে—তোমার মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কভুক্ত দেশসমূহ নিজেদের বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাকেই সাপটা বলে।

সহায়ক তথ্য

SAPTA-এর পূর্ণরূপ হলো- SAARC Preferential Trading Arrangement.

খ বিশ্বের সব দেশ ও বাণিজ্য সংস্থার মধ্যে বাণিজ্য-বিষয়ক নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানটি হলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে সংক্ষেপে বলা হয় WTO (World Trade Organization)। বর্তমানে ১৬৪টি দেশ WTO-এর সদস্য। এটি উন্নয়নশীল দেশসমূহকে কারিগরি ও বাণিজ্যিক সহায়তা দেয়। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যিক বিরোধ নিরসনে কাজ করে। সর্বোপরি পৃথিবীর সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে শক্তিশালী অর্থনীতি তৈরি করাই এর উদ্দেশ্য।

গ উদ্দীপকের আয়েশা বেগম উদ্দীপনামূলক ব্যবসায়িক সহায়তা গ্রহণ করেছেন বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপনামূলক সহায়তা একজন সম্ভাব্য উদ্যোক্তাকে ব্যবসায় গঠনে আগ্রহী করে তোলে। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। যেমন: প্রশিক্ষণ, তথ্য সরবরাহ, পরামর্শ, প্রচার প্রভৃতি উদ্দীপনামূলক সহায়তার উদাহরণ।

আয়েশা বেগম হস্তশিল্পের ওপর প্রশিক্ষণ নেন। এরপর তিনি ঋণ নিয়ে একটি হস্তশিল্পের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রশিক্ষণ নেওয়ার মাধ্যমে হস্তশিল্পের কাজে দক্ষ হয়েছেন। ফলে তার এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণে

http://teachingbd.com

অনুগ্রহ তৈরি হয়েছে। এরূপ উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহ তৈরি করার উপাদানগুলোই উদ্দীপনামূলক সহায়তার সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, আয়েশা বেগম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্দীপনামূলক সহায়তা নিয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকের আয়েশা বেগমের মতো মহিলা উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এসএমই ফাউন্ডেশনের মতো সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে কাজ করে এসএমই ফাউন্ডেশন। এছাড়াও বিসিক, আশা, ব্র্যাক, প্রশিকা, মাইডাস প্রভৃতি সংস্থাগুলো উদ্যোক্তা উন্নয়নে কাজ করে। ফলে সম্ভাব্য উদ্যোক্তারা ব্যবসায় গঠনে আগ্রহী হয়।

উদ্দীপকের আয়েশা বেগম হস্তশিল্পের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি হস্তশিল্পের দোকান স্থাপন করেন। এক্ষেত্রে তিনি এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে ঋণ নিয়ে মূলধনের যোগান দেন। তার দোকানের মাধ্যমে নিজের ও অন্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। একজন মহিলা উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি সরকারের কাছ থেকে পুরস্কৃত হন।

আয়েশা বেগম প্রশিক্ষণ পেয়ে উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী হন। এরপর এসএমই ফাউন্ডেশনের দেয়া ঋণের মাধ্যমে মূলধনের ব্যবস্থা করেন। ফলে তিনি সহজেই ব্যবসায় গঠন করতে পারেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের মতো এরূপ সংস্থাগুলো উদ্যোক্তাদের পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, মূলধন, অবকাঠামোগত সুবিধা, আইনগত সহায়তা, ব্যবসায় সম্প্রসারণ প্রভৃতি সহায়তা দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিসিক, ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, মাইডাস, আশা, টিএমএসএস প্রভৃতি সংস্থাগুলো অন্যতম। এ ধরনের সংস্থাগুলোর সহায়ক সেবার মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ সহজেই ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করতে পারেন। তাই বলা যায়, উদ্যোক্তা সৃষ্টি সহায়ক সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ১৩ জনাব আহাম্মেদ আলী একটি কারখানা স্থাপনের জন্য সুবিধাজনক জমি খুঁজছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে জমি পওয়া গেলেও গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি প্রভৃতির সুবিধা ছিল না। অবশেষে বিসিক শিল্পনগরীতে এসব সুবিধাসহ একটি প্লট পান। ফলে কারখানা স্থাপন তার জন্য সহজ হয়। তার প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্যের মান ভালো হলেও তিনি ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে পারছেন না। পার্শ্ববর্তী অন্য আর একটি কারখানা বিসিক, এস এম ই ফাউন্ডেশন ও মাইডাস থেকে কর্মী প্রশিক্ষণ এবং ঋণ সহায়তা নিয়ে গ্রাহকদের আরও বেশি সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হচ্ছে।

[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

- ক. বিমা কী? ১
- খ. পরিবেশ সংরক্ষণ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. জনাব আহাম্মেদ আলী কোন প্রকারের সহায়ক সেবা গ্রহণ করছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে জনাব আহাম্মেদ আলী ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে পারবেন' —তুমি কী এ কথার সাথে একমত? ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা হলো বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি, যেখানে বিমাকারী নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ঝুঁকি মোকাবেলার দায়িত্ব নেয়।

সহায়ক তথ্য

১. বিমাকারী হলো ঝুঁকি মোকাবেলার দায়িত্ব নেয়া প্রতিষ্ঠান। ২. বিমাগ্রহীতা হলো প্রিমিয়াম প্রদানকারী। ৩. প্রিমিয়াম হলো ঝুঁকি মোকাবেলার বিপরীতে প্রদত্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ।

খ পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত না করে পরিবেশকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখাই হলো পরিবেশ সংরক্ষণ।

পরিবেশ এবং ব্যবসায় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সুষ্ঠু পরিবেশ ছাড়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি লাভ করা যায় না। নানা কারণে এ পরিবেশ দূষিত হতে পারে। দূষণ থেকে পরিবেশকে রক্ষা করা সমাজের সবার দায়িত্ব।

গ উদ্দীপকের জনাব আহাম্মেদ আলি সমর্থনমূলক সহায়ক সেবা গ্রহণ করেছিলেন।

একজন উদ্যেক্তা ব্যবসায় গঠনে আগ্রহী হওয়ার পর তা বাস্তবায়ন করার জন্য তার সমর্থনমূলক সহায়তা দরকার হয়। অবকাঠামোগত সহায়তা, পুঁজির সংস্থান, কর অবকাশ, প্রযুক্তির ব্যবহার, কাঁচামাল সরবরাহ প্রভৃতি এ সহায়তার আওতাভুক্ত।

উদ্দীপকের আহাম্মেদ আলী কারখানা স্থাপনের জন্য জায়গা খুঁজছিলেন। বিভিন্ন স্থানে জমি পেলেও তিনি প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলো পাচ্ছিলেন না। পরবর্তীতে বিসিক শিল্প নগরীতে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি প্রভৃতি সুবিধাসহ একটি প্লট পান। ফলে এখানে তার কারখানা স্থাপন করা সহজ হয়। এক্ষেত্রে জনাব আহাম্মেদ আলী অবকাঠামোগত সুবিধা পাওয়ার কারণে সহজে কারখানা স্থাপন করতে পারেন। তাই বলা যায়, সমর্থনমূলক সহায়তা গ্রহণ করেই তিনি কারখানাটি স্থাপন করেন।

ঘ 'প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে উদ্দীপকের জনাব আহাম্মেদ আলী ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে পারবেন', কথাটির সাথে আমি একমত।

বিসিক, মাইডাস, এসএমই ফাউন্ডেশনের মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সহায়তাগুলোই হলো প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনায় উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ সহায়তা, প্রশিক্ষণ, পরামর্শ তথ্য সরবরাহ প্রভৃতি সহায়তা দিয়ে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব আহম্মেদ আলী বিসিক শিল্পনগরীতে একটি কারখানা স্থাপন করেন। তার প্রতিষ্ঠানের পণ্যের মান ভালো হলেও ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে পারছেন না। অন্যদিকে, তার পাশের একটি প্রতিষ্ঠান বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও মাইডাস থেকে কর্মী প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা নিয়ে গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হচ্ছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দিয়ে থাকে। বিসিক শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন, অবকাঠামোগত সুবিধা, শিল্প সম্প্রসারণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহায়তা করে। এসএমই ফাউন্ডেশন তথ্য সরবরাহ, ঋণের ব্যবস্থা, বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও ক্ষুদ্র ঋণ, প্রশিক্ষণ, পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে জনাব আহম্মেদ আলী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে তার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। পরিশেষে বলা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা গ্রহণ করে জনাব আহম্মেদ আলী ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ১৪ ফয়সালের বাবা দর্জি ব্যবসার সাথে থাকায় ফয়সাল ছোটবেলা থেকেই কাটিং ও সেলাইয়ের কাজ শিখে ফেলে। ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরে সে বাবার ব্যবসায়কে নতুনভাবে করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। শুধু দর্জির কাজ নয়, সে সেলাই, এমব্রয়ডারি, বুটিকসহ কাপড়ের নানান কাজের প্রকল্প নিয়ে যাত্রা শুরু করে। মূলধনের প্রয়োজনে সে বিভিন্ন উৎসের খোঁজ নিয়ে জানল তার মতো ছোট ব্যবসায়ীদের সহজ শর্তে ঋণ দেয়া হচ্ছে। বিদেশিরা এতে অর্থায়ন করছে। সে ঋণ নিয়ে পুরোদমে কাজ শুরু করল। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

- ক. BIMSTEC-এর পূর্ণরূপ লেখ? ১
- খ. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত সহযোগিতা ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. ফয়সালের কোন ধরনের সহায়ক সেবার প্রয়োজন হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. ফয়সাল কোন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে? দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BIMSTEC-এর পূর্ণরূপ হলো- Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation.

সহায়ক তথ্য

বিমসটেক দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের একটি উপ-আঞ্চলিক সংস্থা।

http://teachingbd.com

ঘ দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের মালিকানায় যে আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে তাকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বলে।

রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বাজার বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বিভিন্ন উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণে সহায়তা করে। এটি বিভিন্ন স্থানে মেলা ও বিক্রয় প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকারকদের তথ্য ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহযোগিতা করে। এছাড়াও এটি আমদানি অনুমতি সংগ্রহ, অর্থসংস্থানে সহায়তা, পুরস্কার প্রদান প্রভৃতি কাজ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে ফয়সালের সমর্থনমূলক সহায়তার প্রয়োজন হয়েছিল।

সমর্থনমূলক সহায়তা উদ্যোক্তার ব্যবসায়িক চিন্তাকে বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করে। এ সহায়তার মাধ্যমে উদ্যোক্তা প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সক্ষম হয়। যেমন: মূলধন সরবরাহ, ব্যবসায় নিবন্ধন, অবকাঠামোগত সুবিধা প্রভৃতি সমর্থনমূলক সহায়ক সেবার অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের ফয়সালের বাবা দর্জি ব্যবসায়ের সাথে জড়িত থাকায় ফয়সাল ছোটবেলা থেকেই কাটিং ও সেলাইয়ের কাজ শিখে ফেলে। ইন্টারমিডিয়েট পাস করে সে বাবার ব্যবসায় নতুন করে শুরু করতে চাইল। তবে এক্ষেত্রে তার মূলধনের প্রয়োজন হয়। তাই সে মূলধন যোগানের জন্য বিভিন্ন উৎসের খোঁজ নেয়। ফয়সালের মূলধনের প্রয়োজন হওয়ার বিষয়টি সমর্থনমূলক সহায়তার সাথে সংগতিপূর্ণ। সুতরাং, উদ্দীপকে ফয়সালের সমর্থনমূলক সহায়ক সেবার প্রয়োজন ছিল।

ঘ উদ্দীপকের ফয়সাল এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে, যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান এসএমই ফাউন্ডেশন। বিভিন্ন দাতা দেশ ও সংস্থার সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার এসএমই ফাউন্ডেশন গড়ে তোলে। কর্মসংস্থান তৈরির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নই এর মূল লক্ষ্য।

উদ্দীপকের ফয়সাল ইন্টারমিডিয়েট পাস করে বাবার দর্জি ব্যবসায় নতুন করে শুরু করতে চায়। তাই সে সেলাই, এমব্রয়ডারি, বুটিকসহ কাপড়ের নানা কাজ নিয়ে প্রকল্প শুরু করে। এজন্য মূলধনের প্রয়োজন হলে সে ঋণের উৎস খোঁজে। তখন সে জানতে পারলো, তার মতো ছোট ব্যবসায়ীদের সহজ শর্তে ঋণ দেয়া হচ্ছে। এতে বিদেশিরা অর্থায়ন করে থাকে। ফয়সাল তার এই ঋণের উৎস এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে ঋণ নিয়ে পুরোদমে কাজ শুরু করল। এসএমই ফাউন্ডেশন মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক সহায়তা প্রদান করে। তাদের দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহের পাশাপাশি পণ্য বাজারজাতকরণে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে দেশের সম্ভাব্য উদ্যোক্তা শ্রেণি উৎসাহিত হয়। তারা নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহ দেখায়। ফলে দেশে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়, যা বেকারত্ব কমাতে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। সুতরাং, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ১৫ জনাব শাকিল পড়াশুনা শেষে বিসিক থেকে পোশাকের কাটিং, ব্লক, নকশা ইত্যাদি তৈরির প্রশিক্ষণ নেন। বর্তমানে শাকিল একজন খ্যাতিসম্পন্ন পোশাক ব্যবসায়ী। সম্প্রতি শাকিল জার্মানিতে একটি পোশাক বিষয়ক সেমিনারে অংশ নেন। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন জার্মানি এমন একটি বিশ্বখ্যাত জোটের সদস্য, যেখানে সদস্য দেশগুলো একই মুদ্রা ব্যবহার করে। এবং এ জোটের সদস্যরা জোটবদ্ধতার সুবিধার জন্য আজ সকল দেশই উন্নত। শাকিল ভাবছে বাংলাদেশ যদি এমন একটি জোটে অংশ নিতে পারত তবে সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন অনেক বেশি সহজ হতো। *[ঢাকা কমার্স কলেজ]*

ক. WTO-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. কর অবকাশ সুবিধা কীভাবে রপ্তানি উন্নয়নে ভূমিকা রাখে? ২

গ. জনাব শাকিলের প্রাপ্ত সেবা কোন ধরনের?—ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব শাকিলের ভাবনা কি যৌক্তিক? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

<u>১৫ নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক WTO-এর পূর্ণরূপ হলো World Trade Organization।

খ কর অবকাশ হলো কর মওকুফ করা।

এটি এক ধরনের সমর্থনমূলক সহায়ক সেবা। এ সুবিধা পেলে পণ্য রপ্তানিতে রপ্তানিকারকদের করজনিত খরচ কমে যায়। ফলে তারা রপ্তানির পরিমাণ বাড়াতে পারে। অপরদিকে, আমদানিকারগণও আমদানিতে উৎসাহিত হয়। এভাবে কর অবকাশ সুবিধা রপ্তানি উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকের জনাব শাকিলের প্রাপ্ত সেবা হলো উদ্দীপনামূলক সহায়ক সেবা।

সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীকে ব্যবসায় স্থাপনে অনুপ্রেরণা যোগায় এমন সাহায্য-সহযোগিতা বা উদ্দীপনামূলক সহায়ক সেবা বলে। ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা, প্রযুক্তিগত সহায়তা, উদ্যোগ, পরামর্শ ইত্যাদি উদ্দীপনামূলক সহায়ক সেবার অন্তর্গত।

উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব শাকিল পড়াশোনা শেষে বিসিক থেকে পোশাকের কাটিং, ব্লক, নকশা ইত্যাদি তৈরির প্রশিক্ষণ নেন। উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি বর্তমানে একজন খ্যাতিসম্পন্ন পোশাক ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছেন। তিনি ইদানীং দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করে থাকেন। যেহেতু তিনি বিসিক থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের ভিত্তিতেই ব্যবসায় শুরু করতে উৎসাহ বা মানসিক প্রেরণা পেয়েছেন, এজন্য এগুলোকে উদ্দীপনামূলক সহায়ক সেবা বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকের জনাব শাকিল ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো কোনো জোটে বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তির কথা ভাবছেন। তার এরূপ ভাবনাকে যৌক্তিক বলা যায়।

জনাব শাকিল বিসিক থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে পোশাক ব্যবসায়ী হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি জার্মানিতে একটি পোশাক বিষয়ক সেমিনারে অংশ নেন। সেখানে তিনি জানতে পারেন যে জার্মানি এমন একটি বিশ্বখ্যাত জোটের সদস্য; যেখানে সদস্য দেশগুলো একই মুদ্রা ব্যবহার করে। এ জোটের সদস্যরা সবাই জোটবদ্ধতার সুবিধার কারণে উন্নত হয়েছে। জনাব শাকিল ভাবছেন যে, বাংলাদেশও এরূপ কোনো জোটের সদস্য হলে সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন সহজ হতো।

জনাব শাকিলের ধারণাপ্রাপ্ত জোটটি হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)। জোটবদ্ধতার মাধ্যমে এটির সদস্যগণ সাহায্য সহযোগিতা সহজেই করতে পারছে। এতে এককমুদ্রা, মুক্ত যাতায়াত ইত্যাদি সুবিধা নিশ্চিত হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পাস করে পলিন একটি প্রসাধন সামগ্রী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিলেন। কয়েক বছর চাকরি করার পর তিনি নিজেই এ রকম একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চিন্তা করলেন। কিন্তু ঝুঁকির কথা ভেবে ব্যবসায় স্থাপনে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন। এ অবস্থায় তার এক ব্যাংকার বন্ধুর পরামর্শে এবং ঋণ ব্যবস্থার আশ্বাসে তিনি প্রসাধন সামগ্রীর একটি কারখানা স্থাপন করলেন। *[বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*

ক. ASEAN কী? ১

খ. বিসিক কী? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. পলিনের কারখানা স্থাপনে বন্ধুর পরামর্শ কোন ধরনের সহায়তা প্রদান করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পলিনের কারখানা স্থাপনে বন্ধুর ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

http://teachingbd.com

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আঞ্চলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অবাধ বাণিজ্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি রাষ্ট্র মিলে যে সংস্থা গড়ে তুলেছে তাকেই ASEAN বলে।

সহায়ক তথ্য

ASEAN-এর পূর্ণরূপ হলো- Association of Southeast Asian Nations. সংস্থাটি ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে ওঠায় সহায়তাদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো বিসিক।

BSCIC-এর পূর্ণরূপ হলো- Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation যা বিসিক নামে পরিচিত। শিল্পখাতের উন্নয়নে বিসিক অবকাঠামোগত, বৈষয়িক ও সমর্থনমূলক সহায়তা দিয়ে থাকে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা।

গ উদ্দীপকে পলিনের কারখানা স্থাপনে বন্ধুর পরামর্শ উদ্দীপনামূলক সহায়তা প্রদান করেছে।

উদ্দীপনামূলক সহায়তা উদ্যোক্তাকে ব্যবসায় স্থাপনে অনুপ্রেরণা যোগাতে সহায়তা করে। এটি মূলত ব্যবসায়ে উদ্যোগ গ্রহণে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত। যেমন: প্রশিক্ষণ প্রদান, তথ্য সরবরাহ ইত্যাদি এ সেবার অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের পলিন একটি প্রসাধন সামগ্রী উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করতে চান। কিন্তু ঝুঁকির কথা ভেবে তিনি চিন্তিত হন। এ অবস্থায় তার বন্ধু তাকে ব্যবসায় উদ্যোগ সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে তাকে কারখানাটি স্থাপনে আগ্রহী করে তোলেন। এখানে, তার বন্ধু তাকে বোঝান, ঝুঁকি থাকলেও শিল্প স্থাপন চাকরির চেয়ে অনেক উত্তম। এভাবে পলিনের মধ্যে যে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে তা উদ্দীপনামূলক সহায়তার সাথে সংগতিপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে পলিনের কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে বন্ধুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যবসায় গঠন থেকে শুরু করে পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই সহায়তা প্রয়োজন। সাধারণত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ উদ্দীপনা, সমর্থন এবং সংরক্ষণমূলক সহায়তা দিয়ে থাকে। এতে উদ্যোক্তার ব্যবসায় গঠন, পরিচালনা ও টিকে থাকা সহজ হয়।

উদ্দীপকের পলিন মাস্টার্স পাস করে একটি প্রসাধন সামগ্রী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন। কয়েক বছর পর তিনি নিজেই এরকম একটি ব্যবসায় শুরু করতে চাইলেন। তবে ঝুঁকির কথা ভেবে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন। এক্ষেত্রে তার এক ব্যাংকার বন্ধু তাকে পরামর্শ দেন। এরপর ঋণ ব্যবস্থার আশ্বাস দিলে তিনি কারখানাটি গড়ে তোলেন।

পলিনের বন্ধু পরামর্শ দেয়ার মাধ্যমে তার মধ্যে উৎসাহ আসে। তাই তিনি ব্যবসায় করতে আগ্রহী হয়েছেন। এছাড়াও তার বন্ধু ব্যাংকার হওয়ায় সহজেই পলিনকে ঋণের মাধ্যমে মূলধনের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। প্রথমত তার বন্ধুর পরামর্শ তাকে উৎসাহ যুগিয়েছে, যা উদ্দীপনামূলক সহায়তার অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীতে ঋণের ব্যবস্থা করা সমর্থনমূলক সহায়তার অন্তর্ভুক্ত। এরূপ সহায়তার কারণেই পলিনের ব্যবসায় গঠন সহজ হয়েছে। তাই বলা যায়, পলিনের কারখানা স্থাপনে তার বন্ধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ মি. বাদল দেশের প্রতিষ্ঠিত একটি চামড়া শিল্পের মালিক। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করতে চান। এজন্য তিনি একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান থেকে চামড়াজাত পণ্যের নাম ও ডিজাইন বিষয়ে সহায়তা নিয়েছেন। তবে প্রতিষ্ঠানটি সফল রপ্তানিকারকদের 'প্রেসিডেন্ট রপ্তানি পুরস্কার ট্রফি' প্রদান করে থাকে।

[ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

ক. 'BGMEA' কত সালে গঠিত হয়েছিল? ১

খ. 'সাপটা' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. বাদলকে কোন আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানটি সহায়তা করেছিল? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির "প্রেসিডেন্ট রপ্তানি পুরস্কার" ট্রফি প্রদানের কি যৌক্তিকতা রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BGMEA গঠিত হয়েছিল ১৯৮৩ সালে।

সহায়ক তথ্য

BGMEA-এর পূর্ণরূপ হলো- Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association।

খ সার্কভুক্ত দেশসমূহ নিজেদের বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে তাকেই সাপটা বলে।

SAPTA-এর পূর্ণরূপ হলো- SAARC Preferential Trading Arrangement- এর মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসায় ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস ও মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের সুবিধা দেওয়া হয়। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক উন্নয়নে কারিগরি সহায়তার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও কোনো সদস্য দেশের অর্থনৈতিক সংকটে সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকের মি. বাদলকে 'রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো' নামক আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানটি সহায়তা করেছিল।

এটি রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। এছাড়াও সফলতার জন্য পুরস্কার দেয়।

উদ্দীপকের মি. বাদল বিভিন্ন দেশে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করতে চান। এজন্য তিনি একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেন। এই প্রতিষ্ঠানটি সফল রপ্তানিকারকদের 'প্রেসিডেন্ট রপ্তানি পুরস্কার' ট্রফি ও সনদ প্রদান করে। উল্লিখিত সংগঠনটির সাথে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো নামক সংগঠনটির মিল আছে। তাই বলা যায়, মি. বাদল রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো থেকে সহায়তা নিয়েছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করার জন্য "প্রেসিডেন্ট রপ্তানি পুরস্কার" ট্রফি প্রদান করে, যা অত্যন্ত যৌক্তিক।

বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কাজ করে। উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ, আমদানি অনুমতি সংগ্রহ, সেমিনারের আয়োজন, পুরস্কারের ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

মি. বাদল দেশের প্রতিষ্ঠিত চামড়া শিল্পের মালিক। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করতে চান। এজন্য তিনি একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্যের নাম ও ডিজাইন বিষয়ে সহায়তা নিয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানটি সফল রপ্তানিকারকদের "প্রেসিডেন্ট রপ্তানি পুরস্কার" ট্রফি প্রদান করে।

সফল রপ্তানিকারক ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে উৎসাহিত করা হয়। এতে তারা রপ্তানি ও ব্যবসায়ের প্রতি আরও আগ্রহী হয়। ফলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়; যা জাতীয় উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এছাড়াও মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনকারী বা রপ্তানিকারকদের পুরস্কৃত করার মাধ্যমে তাদের প্রত্যাশা পূরণ হয়। এতে অন্যরাও মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা করে; যা দেশের খ্যাতি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলা যায়, সফল রপ্তানিকারদের পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে দেশে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়নে সহায়তা করা হয়।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ১৮ 'গ্রিন এ্যাপারেলস' তৈরি পোশাক শিল্পে একটি সমাদৃত প্রতিষ্ঠান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এ প্রতিষ্ঠানটি পোশাক রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। তবে রপ্তানির ক্ষেত্রে কখনো কখনো প্রতিষ্ঠানটিকে বিদেশি কোনো ক্রেতার সাথে ঝামেলায়ও পড়তে হয়। সেক্ষেত্রে এটি সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি সংগঠনের সহায়তায় তা সমাধান করে নেয়। সম্প্রতি উক্ত সংগঠনের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত BATEXPO মেলায় অংশগ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানটি কয়েকটি বড় অংকের অর্ডার পেয়েছে।

[কুমিল্লা কমার্স কলেজ]

ক. মাইক্রোক্রেডিট কী? ১

খ. SME Foundation কী? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. কোন প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় 'গ্রিন এ্যাপারেলস' ব্যবসায়িক সুবিধা পাচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্দীপকের মেলা আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্ষুদ্র শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প পরিমাণে সহজ শর্তে যে ঋণ দেওয়া হয় তাকে মাইক্রোক্রেডিট বা ক্ষুদ্রঋণ বলে।

খ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় সম্প্রসারণও উন্নয়নে ঋণ সহায়তাকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানই হলো এসএমই ফাউন্ডেশন।

এ ফাউন্ডেশনের প্রধান লক্ষ্য হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, ঋণ সহায়তা প্রভৃতি সেবা দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের অনুদানে প্রতিষ্ঠানটি এর কাজ পরিচালনা করে থাকে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

গ BGMEA নামক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এ্যাপারেলস ব্যবসায়িক সুবিধা পাচ্ছে।

BGMEA-এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association। অর্থাৎ এটি হলো বাংলাদেশের তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের একটি সংগঠন। এটি মূলত বাংলাদেশের তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের উন্নয়ন ও স্বার্থরক্ষায় কাজ করে। এটি দেশে ও দেশের বাইরে এর সদস্যদের স্বার্থ রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে থাকে। এক্ষেত্রে কোনো ঝামেলার সৃষ্টি হলে 'গ্রিন এ্যাপারেলস' সমিতির সহায়তা নিয়ে থাকে। এছাড়া উক্ত সংগঠনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রদর্শন মেলার সহায়তা গ্রিন এ্যাপারেলস বিদেশি অর্ডারও পেয়েছে। তাই বলা যায়, বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উক্ত সংগঠনটি হলো- BGMEA।

ঘ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্দীপকে বর্ণিত BGMEA-এর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

BGMEA বিদেশি বণিক সমিতি ও আমদানিকারকদের সাথে পোশাক রপ্তানি বিষয়ে সম্পর্ক স্থাপন, তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ করে থাকে। এছাড়াও এটি দেশে-বিদেশে পোশাক মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণে এর সদস্যদের সংগঠিত করে থাকে।

উদ্দীপকে এ্যাপারেলস পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে অনেক সময় সমস্যায় পড়ে। এ অবস্থায় সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি সংগঠনের সহায়তা নেয়। উক্ত সংগঠনটি BATEXPO মেলার আয়োজনও করেছে। ফলে দেশীয় প্রতিষ্ঠান রপ্তানির অর্ডার পায়। অর্থাৎ সংগঠনটি হলো BGMEA।

এটি ১৯৮৯ সাল থেকে BATEXPO মেলার আয়োজন করে আসছে। এর ফলে দেশের গার্মেন্টিস ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ হচ্ছে, নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে, বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। এভাবে উদ্দীপকে উল্লিখিত BGMEA নামক প্রতিষ্ঠানটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে আসছে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি ও স্পেনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক সাফল্যের পেছনে আছে এক বিশ্বখ্যাত অর্থনৈতিক জোট। এ জোটের সদস্যদেশগুলো একই মুদ্রা ব্যবহার করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মুক্ত বাণিজ্য এলাকা স্থাপনে এ জোট সারাবিশ্বের কাছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

[কক্সবাজার সরকারি কলেজ]

ক. BIMSTEC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সাপটা (SAPTA) চুক্তি কী উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন অর্থনৈতিক জোটের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জোটটি উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য কী অনুসরণীয় হতে পারে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BIMSTEC-এর পূর্ণরূপ হলো- Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation।

সহায়ক তথ্য

BIMSTEC এশিয়ার একটি উপ-আঞ্চলিক সংস্থা। এটি ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা সাতটি। যথা- ১. বাংলাদেশ, ২. ভুটান, ৩. ভারত, ৪. মায়ানমার, ৫. নেপাল, ৬. শ্রীলঙ্কা, ৭. থাইল্যান্ড।

খ সার্কভুক্ত দেশসমূহ নিজেদের বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে তাকেই সাপটা বলে।

SAPTA-এর পূর্ণরূপ হলো- SAARC- Preferential Trading Arrangement- এর মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসায় ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস ও মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের সুবিধা দেওয়া হয়। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক উন্নয়নে কারিগরি সহায়তার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও কোনো সদস্য দেশের অর্থনৈতিক সংকটে সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। উল্লিখিত উদ্দেশ্য পূরণেই সাপটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

গ উদ্দীপকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU) নামক অর্থনৈতিক জোটের কথা বলা হয়েছে।

ইউরোপীয় দেশগুলোর পারস্পরিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গঠিত হয়। বর্তমানে এটি ইউরোপসহ সারা বিশ্বের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে ভূমিকা রাখে। বর্তমানে এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ বহুজাতিক সংগঠন।

উদ্দীপকে জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি ও স্পেনের সমৃদ্ধি ও ব্যবসায় সম্প্রসারণে আছে এক বিশ্ববিখ্যাত অর্থনৈতিক জোট। এর সদস্য দেশগুলো একই মুদ্রা ব্যবহার করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মুক্ত বাণিজ্যে অবদানের জন্য এ জোট সারা বিশ্বের কাছে অনন্য দৃষ্টান্ত। এই জোটটির সাথে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন জোটের কাজ সম্পূর্ণ মিলে যায়। সুতরাং, উল্লিখিত জোটটির নাম ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনুসরণীয় হতে পারে বলে আমি মনে করি।

ইউরোপ মহাদেশের কতিপয় দেশের পারস্পারিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে গঠিত হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। এছাড়াও সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সংগঠনটি কাজ করছে। বর্তমানে এটি ইউরোপীয় দেশের বাইরেও সারা বিশ্বে প্রভাব রাখছে।

জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি ও স্পেনের মতো শক্তিশালী দেশগুলোর পারস্পারিক উন্নয়নে আছে একটি অর্থনৈতিক জোট। এটি সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে কাজ করছে। এ জোটের সদস্য দেশগুলো একই মুদ্রা ব্যবহার করে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মুক্ত বাণিজ্য এলাকা স্থাপনে এই জোট সারা বিশ্বের কাছে অনুসরণীয়।

একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক জোটের মাধ্যমে পারস্পরিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম উদাহরণ হলো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। উন্নয়নশীল দেশগুলো এরূপ জোট গঠনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায়ও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়াও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মানবাধিকার রক্ষা ও পারস্পরিক সহায়তা প্রদানেও এরূপ জোট জরুরি। তাই বলা যায়, উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো জোট অনুসরণীয়।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ২০ মিসেস সানজানা একটি বেসরকারি কলেজে অধ্যাপনার পাশাপাশি বিসিক থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে সিলেটের মদিনা মার্কেট এলাকায় একটি বুটিক হাউজ স্থাপন করলেন। প্রথম দিকে পরিচালনাগত অসুবিধা হলেও অভিজ্ঞতা অর্জনের ফলে সাফল্য পেয়ে যান। তিনি ব্যবসায় সম্প্রসারণের কথা ভেবে ও তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আলোচনা করে সরকারি ব্যাংকের সহায়তার আশ্বাস পেয়েছেন। *[সিলেট সরকারি কলেজ]*

ক. BGMEA-এর পূর্ণরূপ লেখো। ১

খ. BSCIC সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে মিসেস সানজানাকে বিসিক প্রদত্ত সহায়তাকে কোন ধরনের সহায়তা বলে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সরকারি ব্যাংকের সহায়তা পেলে মিসেস সানজানা কি তার ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে পারবেন বলে তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BGMEA-এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association।

সহায়ক তথ্য

তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের স্বার্থরক্ষা ও ব্যবসায়িক উন্নয়নে কাজ করে BGMEA।

খ বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে ওঠায় সহায়তাদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো বিসিক (BSCIC)।

BSCIC-এর পূর্ণরূপ হলো- Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation। যা বিসিক নামে পরিচিত। শিল্পখাতের উন্নয়নে বিসিক অবকাঠামোগত, বৈষয়িক ও সমর্থনমূলক সহায়তা দিয়ে থাকে। বিসিকের মূল উদ্দেশ্য হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

গ উদ্দীপকে মিসেস সানজানাকে বিসিক প্রদত্ত সহায়তাটি হলো প্রশিক্ষণ; যা উদ্দীপনামূলক সহায়তার অন্তর্ভুক্ত।

সহায়তা একজন সম্ভাব্য উদ্যোক্তাকে উৎসাহ দেয়ার মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী করে তোলে। প্রশিক্ষণ, তথ্য সরবরাহ, পরামর্শ, পণ্য ও প্রকল্প নির্বাচনে সহায়তা প্রভৃতি উদ্দীপনামূলক সহায়তার আওতাভুক্ত।

মিসেস সানজানা একটি বেসরকারি কলেজে অধ্যাপনা করেন। পাশাপাশি বিসিক থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি একটি বুটিক হাউজ স্থাপন করলেন। তার এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে বুটিক হাউজ প্রতিষ্ঠার আগ্রহ তৈরি হয়। সুতরাং, বিসিক প্রদত্ত প্রশিক্ষণকে উদ্দীপনামূলক সহায়তা বলা যায়।

ঘ সরকারি ব্যাংকের সংরক্ষণমূলক সহায়তা পেলে মিসেস সানজানা তার ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে পারবেন বলে আমি মনে করি।

সংরক্ষণমূলক সহায়তা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বাধা দূর করে ব্যবসায় পরিচালনা করতে সাহায্য করে। ব্যবসায় সম্প্রসারণ, ব্যবসায় আধুনিকীকরণ, পণ্য ও সেবার বৈচিত্র্যায়ণ প্রভৃতি সংরক্ষণমূলক সহায়তার উদাহরণ।

উদ্দীপকের মিসেস সানজানা একটি বেসরকারি কলেজে অধ্যাপনার পাশাপাশি একটি বুটিক হাউজ গড়ে তোলেন। অভিজ্ঞতা অর্জনের পর তিনি ব্যবসায়ে সফলতা পেয়েছেন। তাই এমন ব্যবসায় সম্প্রসারনের কথা ভাবছেন। এক্ষেত্রে বন্ধুবান্ধবের সাথে আলোচনা করে সে সরকারি ব্যাংকের সহায়তার আশ্বাস পেয়েছেন।

সরকারি ব্যাংক সংরক্ষণমূলক সহায়তার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের সহায়তা করে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণে স্বল্প সুদে ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে একজন ব্যবসায়ী তার প্রয়োজনীয় মূলধনের যোগান দিতে পারে। উদ্দীপকের মিসেস সানাজানা সরকারি ব্যাংকের সহায়তার আশ্বাস পেয়েছেন। অর্থাৎ, ব্যাংক তাকে ব্যবসায় সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সহায়তা দেবে। ফলে মিসেস সানজানা সহজেই সরকারি ব্যাংকের সহায়তায় তার ব্যবসায়টি সম্প্রসারণ করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ২১ জনাব কাদের ১০০% রপ্তানিমুখী একটি পোশাক শিল্পের মালিক। তিনি এ সংক্রান্ত একটি বণিক সমিতির সদস্য। এ সমিতি থেকে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ এবং পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা পেয়ে থাকেন। সম্প্রতি একজন আমদানিকারকের সাথে সৃষ্ট বিরোধ সমিতির সহায়তায় নিরসন হয়। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধি এবং শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়ায় ঐ দেশে রপ্তানি করতে আগ্রহী। এজন্য তিনি সমিতির সহায়তা প্রত্যাশা করছেন। *[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ]*

ক. ই-রিটেইলিং কী? ১

খ. শিল্পকে উৎপাদনের বাহন বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব কাদের যে বণিক সমিতির সদস্য তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. জনাব কাদের যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কি ধরনের সহায়তা পেতে পারেন? তোমার মতামত দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মধ্যস্থ ব্যবসায়ী ছাড়াই ইন্টারনেট প্রযুক্তি বা ফোন কলের মাধ্যমে সরাসরি ক্রেতার কাছে পণ্য সরবরাহ করাকে ই-রিটেইলিং বলে।

খ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে প্রস্তুত করা হয় তাকে শিল্প বলে।

প্রকৃতি প্রদত্ত উপকরণ বা কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও চূড়ান্ত পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করা হয়। ব্যবসায়ের উৎপাদন-সংক্রান্ত এ কাজ শিল্পের দ্বারা সংঘটিত হয়। এজন্য শিল্পকে উৎপাদনের বাহন বলা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব কাদের শিল্প ও বণিক সমিতির সদস্য।

কোনো নির্দিষ্ট এলাকার ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদের পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা ও ব্যবসায়িক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প ও বণিক সমিতি গঠিত হয়। দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এটি দেশের ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ সংস্থা।

জনাব কাদের ১০০% রপ্তানিমুখী একটি পোশাক শিল্পের মালিক। তিনি এ সংক্রান্ত একটি বণিক সমিতির সদস্য। তিনি এ সমিতি থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ পেয়ে থাকেন। এছাড়াও পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তাও পেয়ে থাকেন। সম্প্রতি একজন আমদানিকারকের সাথে বিরোধ সমিতিটির সহায়তায় সমাধান হয়। জনাব কাদেরের বণিক সমিতিটির সাথে শিল্প ও বণিক সমিতির মিল রয়েছে। সুতরাং উদ্দীপকের বণিক সমিতিটিকে শিল্প ও বণিক সমিতি বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকের জনাব কাদের যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শিল্প ও বণিক সমিতি থেকে কার্যকর সহায়তা পেতে পারেন বলে আমি মনে করি।

শিল্প ও বণিক সমিতি রপ্তানির বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেয়। এটি রপ্তানির ক্ষেত্রে বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এছাড়াও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শিল্প ও বণিক সমিতি মধ্যস্থকারী হিসেবে ভূমিকা রাখে।

জনাব কাদের একটি রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের মালিক। তিনি শিল্প ও বণিক সমিতির সদস্যও। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধি ও শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। তাই জনাব কাদের যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি করতে আগ্রহী। এ বিষয়ে তিনি তার সমিতির সহায়তা প্রত্যাশা করেন।

শিল্প ও বণিক সমিতি রপ্তানিকারকদের পণ্যের উৎপাদন স্থান সম্পর্কিত প্রভবলেখ (certificate of origin) প্রদান করে। এর মাধ্যমে আমদানিকারক পণ্য সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করে। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে কী কী করণীয়; সে সম্পর্কে জনাব কাদের পরামর্শ নিতে পারেন। শিল্প ও বণিক সমিতির সহায়তায় তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বাজার সৃষ্টির জন্যও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। পরিশেষে বলা যায়, উল্লিখিত সহায়তার মাধ্যমে জনাব কাদের যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি বাড়াতে পারেন।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶২২ মি. দীপক তার এলাকায় দোকান ভাড়া নিয়ে কাপড়ের ব্যবসায় করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় পুঁজি না থাকায় বন্ধুদের নিকট থেকে ২ লক্ষ টাকা ঋণ করেন। তার ব্যবসায়ের পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায় সম্প্রসারণে এশিয়া ফাইন্যান্স থেকে উচ্চ সুদে ২ লক্ষ টাকা ঋণ নেন। পরে তিনি জানতে পারেন কম সুদে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানকে একটা ফাউন্ডেশনের আওতায় ঋণ দেয়া হচ্ছে। তিনি তা গ্রহণ করেন এবং তাদের সহযোগিতা নিয়ে ব্যবসায়ে যথেষ্ট ভালো করেছেন। *[মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা]*

ক. SAPTA-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. BSCIC (বিসিক) কী? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের মি. দীপক বন্ধুদের নিকট থেকে কোন ধরনের ব্যবসায় সহায়ক সেবা গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ফাউন্ডেশনটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে— মূল্যায়ন করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAPTA-এর পূর্ণরূপ হলো- SAARC Preferential Trading Arrangement।

সহায়ক তথ্য

সার্কভুক্ত দেশসমূহের পারস্পরিক বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে সাপটা গঠিত হয়।

খ বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে ওঠায় সহায়তাদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো বিসিক (BSCIC)।

BSCIC-এর পূর্ণরূপ হলো- Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation। যা বিসিক নামে পরিচিত। শিল্পখাতের উন্নয়নে বিসিক অবকাঠামোগত, বৈষয়িক ও সমর্থনমূলক সহায়তা দিয়ে থাকে। বিসিকের মূল উদ্দেশ্য হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

গ উদ্দীপকের মি. দীপক বন্ধুদের নিকট থেকে ঋণ নিয়ে মূলধনের ব্যবস্থা করেছেন যা সমর্থনমূলক সহায়তার অন্তর্ভুক্ত।

সমর্থনমূলক সহায়তা উদ্যোক্তার চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেয়। এ সহায়তার মাধ্যমে উদ্যোক্তা প্রকল্প প্রণয়ন ও ব্যবসায় স্থাপনে সমর্থ হয়। মূলধন সরবরাহ, ব্যবসায় নিবন্ধন, অবকাঠামোগত সহায়তা প্রভৃতি সমর্থনমূলক সহায়তার উদাহরণ।

উদ্দীপকের মি. দীপক তার এলাকায় দোকান ভাড়া নিয়ে কাপড়ের ব্যবসায় করার সিদ্ধান্ত নেন। তবে প্রয়োজনীয় মূলধন না থাকায় বন্ধুদের থেকে ২ লক্ষ টাকা ঋণ নেন, যা মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে তিনি ব্যবসায় গঠনে সমর্থ হন। এরূপ ব্যবসায় স্থাপনের চিন্তাকে বাস্তবায়ন করতে সাহায্যকারী উপাদানই হলো সমর্থনমূলক সহায়তা।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত এসএমই ফাউন্ডেশন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এসএমই ফাউন্ডেশন দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের উন্নয়নে কাজ করে। এটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ, উন্নয়ন, পরামর্শ দান, ঋণ সহায়তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন-ই ফাউন্ডেশনটির মূল লক্ষ্য।

মি. দীপক তার পণ্যের চাহিদা বাড়ায় ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে চান। প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করতে তিনি এশিয়া ফাইন্যান্স থেকে উচ্চ সুদে ২ লক্ষ টাকা ঋণ নেন। পরে জানতে পারেন একটি ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানকে কম সুদে ঋণ দেয়। তিনি তা গ্রহণ করেন এবং ফাউন্ডেশনটির সহযোগিতা নিয়ে তিনি ব্যবসায়ে যথেষ্ট ভালো করছেন।

উদ্দীপকের ফাউন্ডেশনটি এসএমই ফাউন্ডেশন। এটি ব্যবসায়ীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ দেয়। পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা করে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ ঋণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এছাড়াও ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের অল্প সুদে ঋণ দিয়ে থাকে। যেকোনো ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তা তার ব্যবসায়ের সমস্যা সমাধানে এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তা পায়। ফলে তারা ব্যবসায় উদ্যোগে আরও বেশি আগ্রহীও হয় এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করে। ফলে বেকারত্ব হ্রাসের পাশাপাশি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়, যা জাতীয় আয় বৃদ্ধিসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করে।

প্রশ্ন ▶২৩ বাংলাদেশ সরকারের নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সৃষ্টি ও বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক প্রচার, বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ ও রপ্তানি উন্নয়নের জন্য গবেষণা ও কাঁচামাল আমদানিতে ব্যবসায়ীদের সাহায্য করে। প্রতিষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের সরকার ও বিভিন্ন পক্ষ প্রতিষ্ঠানটি হতে তথ্য গ্রহণ করে। *[সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর]*

ক. SAARC কী? ১

খ. WTO বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ে সাহায্য করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্দীপকে বর্ণিত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দক্ষিণ এশিয়ার কতিপয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত আঞ্চলিক সংস্থাটিকে SAARC বলা হয়।

সহায়ক তথ্য

SAARC-এর পূর্ণরূপ হলো- South Asian Association for Regional Co-operation। এটি ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান এর সদস্য সংখ্যা ৮টি। যথা- ১. বাংলাদেশ ২. ভারত ৩. পাকিস্তান ৪. নেপাল ৫. ভুটান ৬. মালদ্বীপ ৭. শ্রীলঙ্কা ৮. আফগানিস্তান।

খ বিশ্বের সব দেশ ও বাণিজ্য সংস্থার মধ্যে বাণিজ্য বিষয়ক নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত একমাত্র আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হলো WTO।

WTO-এর পূর্ণরূপ হলো- World Trade Organization. অর্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। এটি বিশ্বের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থাকে সহায়তা করে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করাও এর একটি উদ্দেশ্য। সর্বোপরি বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের উন্নয়নই এর মূল লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো নামক প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায়ে সাহায্য করে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সরকারি মালিকানায় একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এটি বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়ক সেবা দেয়। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ, আমদানি অনুমতি সংগ্রহ, ব্যবসায় তথ্য সংগ্রহ, পুরস্কারের ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকারের নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক প্রচার, মেলায় অংশগ্রহণ, রপ্তানি উন্নয়নে গবেষণা প্রভৃতি কাজে সহায়তা করে। এছাড়াও সরকার ও বিভিন্ন পক্ষকে তথ্য সরবরাহ করে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কাজ সম্পূর্ণ মিলে যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানটি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

Teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রতিষ্ঠানটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে। এর মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটে। ফলে দেশের সার্বিক অর্থনীতি গতিশীল হয়।

বাংলাদেশ সরকারের নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। এটি বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সৃষ্টি ও বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য কাজ করে। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক প্রচার, বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ, রপ্তানি উন্নয়নে গবেষণা, তথ্য সরবরাহ প্রভৃতি কাজ করে থাকে। এভাবে প্রতিষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা উৎসাহিত হয়। বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজনের মাধ্যমে এটি বিক্রয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এছাড়াও পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে মানসম্মত পণ্য উৎপাদনে ব্যবসায়ীদের আগ্রহী করে তোলা হয়। পাশাপাশি তারা সন্তুষ্টি অর্জন করে। ফলে সার্বিকভাবে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটে। এতে দেশের বেকারত্ব হ্রাস, সমাজের যথাযথ ব্যবহার, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন প্রভৃতি ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাই বলা যায়, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ২৪ অপু এ বছর অ্যাকাউন্টিংয়ে মাস্টার্স করেছে। সে ভাবছে চাকরি করবে না, ব্যবসায় করবে। তাই সে তার বন্ধু হাসিব যে ব্যাংকে চাকরি করে তার কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ এবং সহায়ক সেবা গ্রহণ করল। বর্তমানে বাংলাদেশেও ব্যবসায় সহায়তাকারী বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের সহায়তার ফলে দেশে বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে। *[ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. সহায়ক সেবা কী? ১

খ. পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও বন্টন কীভাবে সফল হয়? ২

গ. উদ্দীপকের ব্যাংক কীভাবে অপুকে সেবা প্রদান করেছে আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নে সহায়ক সেবার গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে যেসব আর্থিক-অনার্থিক সহায়তার প্রয়োজন হয় সেগুলোকেই ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা বলে।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ: আর্থিক সহায়তা, কাঁচামাল সরবরাহ, পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, ব্যবসায় সম্প্রসারণ প্রভৃতি।

খ শিল্প ও বাণিজ্যের মাধ্যমে পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও বন্টন সফল হয়।

শিল্পের মাধ্যমে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে প্রস্তুত করা হয়। অর্থাৎ কাঁচামাল থেকে পণ্য বা সেবা তৈরিই হলো শিল্প। অন্যদিকে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা কাঙ্ক্ষিত ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয়ার যাবতীয় কাজকে বলে বাণিজ্য। অর্থাৎ বাণিজের মাধ্যমে বন্টন সফল হয়। সুতরাং, পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও বন্টন যথাক্রমে শিল্প ও বাণিজের মাধ্যমে সফল হয়

গ উদ্দীপকের ব্যাংক উদ্দীপনামূলক সহায়ক সেবার মাধ্যমে অপুকে সহায়তা করেছে।

উদ্দীপনামূলক সহায়ক সেবা উদ্যোক্তার ব্যবসায় স্থাপনে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জোগায়। যেমন: উদ্যোগ গ্রহণমূলক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, তথ্য সরবরাহ, আর্থিক সহায়তা, পরামর্শ প্রভৃতি উদ্দীপনামূলক সহায়তার অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের অপু এ বছর অ্যাকাউন্টিংয়ে মাস্টার্স করেছে। সে চাকরি না করে ব্যবসায়ের কথা ভাবছে। তাই সে একটি ব্যাংক থেকে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ ও সহায়ক সেবা গ্রহণ করে। ব্যাংক অপুকে যে ধরনের সহায়তা দিয়েছে তাতে সে ব্যবসায় গঠনে অনুপ্রাণিত হবে। এছাড়াও উদ্দীপনামূলক সহায়তা উদ্যোক্তার ব্যবসায় গঠনকে সহজ করে তোলে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ব্যাংক অপুকে উদ্দীপনামূলক সহায়তা প্রদান করেছে।

ঘ দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যবসায়ের সহায়ক সেবার অবদান অনস্বীকার্য।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা একটি সৃজনশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। তাই ব্যবসায় গঠন ও নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন ধরনের সহায়তার প্রয়োজন হয়। পরামর্শ, তথ্য সরবরাহ, মূলধন সরবরাহ, প্রযুক্তির ব্যবহার, ব্যবসায় সম্প্রসারণ, ঋণ প্রদান প্রভৃতি ব্যবসায়ের সহায়ক সেবার উদাহরণ।

উদ্দীপকের অপু মাস্টার্স পাস করে ব্যবসায় করার কথা ভাবছে। তাই সে তার বন্ধু যে ব্যাংকে চাকরি করে সেই ব্যাংকে যায়। ব্যাংকটি তাকে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা দিচ্ছে। এসব সহায়তার ফলে দেশে বেকারত্ব কমছে।

ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের সহায়তার (উদ্দীপনামূলক, সমর্থনমূলক ও সংরক্ষণমূলক সহায়তা) প্রয়োজন হয়। এসব সহায়তার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় গঠনে ও নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা হয়। ফলে আগ্রহীরা সহজেই উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে। এছাড়াও ব্যবসায়ের যোকোনো ধরনের সমস্যার কাঙ্ক্ষিত সহায়তা পেলে উদ্যোক্তাগণ ব্যবসায় সম্প্রসারণে আগ্রহী হয়। অন্যদিকে ব্যবসায় গঠন ও সম্প্রসারণের ফলে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, বেকারত্ব হ্রাস, জাতীয় আয় বৃদ্ধি হয়। তাই বলা যায়, দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নে সহায়ক সেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২৫ রফিক নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে নিজ বাড়িতে হস্তশিল্পের কারখানা স্থাপন করেন। এলাকার মহিলা ও বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তার শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত করেন। পরবর্তীতে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি একটি সংস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার আয়োজন করে এবং রফিক সেখানে স্টল ভাড়া নিয়ে পণ্য বিক্রয় করেন। এতে প্রচুর মুনাফা অর্জিত হয় এবং রফিক সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি পায়। *[কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. সাপটা কী? ১

খ. ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. অগ্রণী ব্যাংক রফিককে কোন ধরনের সহায়তা প্রদান করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাণিজ্য মেলা আয়োজনকারী সংস্থাই রফিককে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে'—মূল্যায়ন করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কভুক্ত দেশসমূহ নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাকেই সাপটা বলে।

সহায়ক তথ্য

SAPTA-এর পূর্ণরূপ হলো- SAARC Preferential Trading Arrangement.

খ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সেবার প্রয়োজন পড়ে তাকে ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা বলে।

ব্যবসায় করতে অনেক কিছু জানতে হয়। অনেকের সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ে। এখানে নানা ধরনের নিয়ম ও বাধ্যবাধকতা থাকে, যা প্রতিষ্ঠানকে মানতে হয়। এসব নিয়ম পালন করতে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সেবার দরকার হয়। এসবই সহায়ক সেবা নামে পরিচিত।

http://teachingbd.com

গ উদ্দীপকের অগ্রণী ব্যাংক রফিককে সমর্থনমূলক সহায়তা প্রদান করেছে।

এর মাধ্যমে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী ব্যক্তি তার আশাকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হন। উদ্যোক্তা প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সমর্থ হন। যেমন: ব্যবসায় নিবন্ধন, মূলধন সহায়তা, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, কর অবকাশ, ভর্তুকি ইত্যাদি এর অন্তর্গত।

উদ্দীপকে রফিক নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য অগ্রণী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে হস্তশিল্পের কারখানা স্থাপন করেন। এলাকার মহিলা ও বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তার শিল্পের সাথে যুক্ত করেন। রফিক নিজের চেষ্টায় সফল হতে চায়। তার কাজে স্পৃহা রয়েছে। কিন্তু তার মূলধনের অভাব ছিল। অগ্রণী ব্যাংক তাকে এ মূলধন সরবরাহ করে। এসব বৈশিষ্ট্যই সমর্থনমূলক সহায়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, রফিককে অগ্রণী ব্যাংকের ঋণ প্রদান সমর্থনমূলক সহায়তা।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে বলা যায় বাণিজ্য মেলা আয়োজনকারী রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো রফিককে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন উৎপাদক এবং রপ্তানিকারীদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণে সহায়তা করে। পণ্য বিক্রয় ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে। অন্য দেশের সাথে রপ্তানি চুক্তি করতেও প্রতিষ্ঠানটি সহায়তা করে।

উদ্দীপকে রফিক হস্তশিল্প কারখানার মালিক। রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ঢাকায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার আয়োজন করে। রফিক সেখানে স্টল ভাড়া নিয়ে তার পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করেন। এতে প্রচুর মুনাফা হয়।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় দেশি এবং বিদেশি অনেক ক্রেতা রফিকের পণ্য ক্রয় করেছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা তার পণ্য ঐ অঞ্চলে সরবরাহের অর্ডার দিয়েছে। আবার বিদেশি ক্রেতারাও পণ্য আমদানির অর্ডার দিয়েছে। ফলে রফিকের প্রচুর মুনাফা অর্জিত হয় এবং সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি পায়।

প্রশ্ন ▶ ২৬ মুনিরা এসএসসি পাস করে আর লেখাপড়া করতে পারেনি। এক বড় বোনের পরামর্শে আশা নামের একটা প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। সেখানে সে সেলাই ও এমব্রয়ডারির ওপর প্রশিক্ষণ নেয়। এরপর কিছু টাকা জোগাড় করে কাজ শুরু করলেও অর্থের অভাবে কোনোভাবেই কাজকে এগিয়ে নিতে পারছিল না। ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করলে ব্যাংক কর্মকর্তা তার উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে বিনা জামানতে একটা ফাউন্ডেশনের আওতায় এক ধরনের ঋণের ব্যবস্থা করে দেয়। এই বরাদ্দকৃত ঋণ তার ভাগ্যের চাকা বদলাতে সহায়ক হয়েছে। *[ঝালকাঠি সরকারি কলেজ]*

ক. সাপটা কী? ১

খ. বেসরকারি সংস্থা (NGO) সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. মুনিরা আশা থেকে কী ধরনের সহায়ক সেবা পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মুনিরাকে প্রদত্ত এ ধরনের ঋণ হাজারো উদ্যোক্তা গঠনে ভূমিকা রাখবে— এ বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কভুক্ত দেশসমূহ নিজেদের বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে চুক্তিতে আবদ্ধ তাকেই সাপটা বলে।

সহায়ক তথ্য

SAPTA এর পূর্ণরূপ হলো— SAARC Preferential Trading Arrangement.

খ সমাজের দরিদ্র, অসহায় ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য গঠিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও।

বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এসব সংস্থা মূলত গ্রামের গরিব ও অসহায়দের সহায়তা করে। এছাড়াও দেশের উদ্যোক্তাদের উন্নয়নেও বেসরকারি সংস্থাগুলো কাজ করে যাচ্ছে। এর মধ্যে প্রশিকা, ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, মাইভাস প্রভৃতি অন্যতম।

গ উদ্দীপকের মুনিরা 'আশা' থেকে উদ্দীপনামূলক সহায়ক সেবা পেয়েছে।

এ সহায়তা একজন সম্ভাব্য উদ্যোক্তাকে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দিয়ে ব্যবসায় গঠনে আগ্রহী করে তোলে। যেমন: প্রশিক্ষণ, তথ্য সরবরাহ, প্রচার, পরামর্শ, পণ্য ও প্রকল্প নির্বাচনে সহায়তা প্রভৃতি এ সহায়তার অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের মুনিরা এসএসসি পাস করে আর লেখাপড়া করতে পারেনি। সে এক বড় বোনের পরামর্শে 'আশা' নামক একটি প্রতিষ্ঠানে যায়। মুনিরা 'আশা' থেকে সেলাই ও এমব্রয়ডারির ওপর প্রশিক্ষণ নেয়। আশা নামক বেসরকারি সংস্থাটি থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়ার মাধ্যমে মুনিরা অনুপ্রাণিত হয়েছে। এছাড়াও পরামর্শ, তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে 'আশা'-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে। তাই বলা যায়, 'আশা' নামক প্রতিষ্ঠানটি মুনিরাকে উদ্দীপনামূলক সহায়তা প্রদান করেছে।

ঘ মুনিরাকে প্রদত্ত ঋণ হাজারো উদ্যোক্তা গঠনে ভূমিকা রাখবে, কথাটি যথার্থ।

মূলধন সরবরাহ এক ধরনের সমর্থনমূলক সহায়তা। এরূপ সহায়তা উদ্যোক্তার ব্যবসায়িক চিন্তাকে বাস্তবে রূপদান ও পরিচালনা করতে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা প্রকল্প প্রণয়ন ও ব্যবসায় স্থাপনে সক্ষম হয়। মূলধন সরবরাহ, অবকাঠামোগত সহায়তা, ব্যবসায় নিবন্ধন প্রভৃতি সমর্থনমূলক সহায়তার অন্তর্ভুক্ত।

মুনিরা এসএসসি পাস করে 'আশা' নামক একটি প্রতিষ্ঠান থেকে সেলাই ও এমব্রয়ডারির ওপর প্রশিক্ষণ নেয়। এরপর কিছু টাকা জোগাড় করে কাজ শুরু করে। তবে অর্থের অভাবে কাজ এগিয়ে নিতে পারছিল না। এই অবস্থায় ব্যাংকে যোগাযোগ করলে ব্যাংক কর্মকর্তা তাকে একটা ফাউন্ডেশনের আওতায় ঋণের ব্যবস্থা করে দেয়। ফলে মুনিরা তার ভাগ্যের চাকা বদলাতে সক্ষম হয়েছে। ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা ঝুঁকিপূর্ণ ও সৃজনশীল কাজ। সে কারণেই বিভিন্ন ধরনের সহায়তার প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে মূলধনের যোগান অন্যতম। প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা না পেলে ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়ে।

মুনিরা অর্থের অভাবে ব্যবসায় এগিয়ে নিতে পারছিল না। পরবর্তীতে একটি ফাউন্ডেশনের দেয়া ঋণের মাধ্যমে সে ব্যবসায় পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনটি তাকে মূলধন সরবরাহ করেছে। এরূপ সমর্থনমূলক সহায়তা পেলে অনেক উদ্যোক্তা ব্যবসায় গঠনে আগ্রহী হবে। তাদের মূলধনের অভাবের কথা ভেবে থেমে থাকতে হবে না। তাই বলা যায়, মুনিরাকে প্রদত্ত মূলধন সরবরাহকারী ঋণ হাজারো উদ্যোক্তা গঠনে ভূমিকা রাখবে।

Teachingbd.com

অধ্যায়-৯: ব্যবসায়ে সহায়ক সেবা

২৬৯. সংরক্ষণমূলক সহায়তা কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা) */বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম/*

ক ব্যবসায়ের নিবন্ধন
খ ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ
গ ব্যবসায়ের নতুন পণ্য উৎপাদন
ঘ নতুন বণ্টন প্রণালি উদ্ভাবন — **খ**

২৭০. বিসিকের আঞ্চলিক কার্যালয় কয়টি? (জ্ঞান) */ঝিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/*

ক ৩টি খ ৪টি
গ ৫টি ঘ ৬টি — **খ**

২৭১. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার সংক্ষিপ্ত নাম কী? (জ্ঞান) */সরকারি বি. এল কলেজ, খুলনা/*

ক ইপসিক খ বিসিক
গ বাসস ঘ বিসিবি — **খ**

২৭২. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সম্প্রসারণে সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান কোনটি? (জ্ঞান) */ঢাকা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কলেজ/*

ক ইপসিক খ বিসিক
গ বিডিবিএল ঘ বাণিজ্যিক ব্যাংক — **খ**

২৭৩. অনুপ্রেরণামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান কোন ধরনের সহায়তা? (জ্ঞান) */মিরপুর গার্লস আই. ল্যাব. ইনস্টিটিউট, ঢাকা/*

ক উদ্দীপনামূলক খ সমর্থনমূলক
গ সংরক্ষণমূলক ঘ আর্থিক — **ক**

২৭৪. কর্মসংস্থান ব্যাংক কোন ধরনের সহায়তা প্রদান করছে? (অনুধাবন) */উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা/*

ক উদ্দীপনামূলক খ সমর্থনমূলক
গ সংরক্ষণমূলক ঘ নিয়ন্ত্রণমূলক — **খ**

২৭৫. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের মেয়াদ কীসের ওপর নির্ভর করে? (অনুধাবন) */চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ/*

ক আয়ের ওপর খ প্রকল্পের ওপর
গ ব্যবসায়িক পরিবেশের ওপর
ঘ শ্রমিক সংখ্যার ওপর — **খ**

২৭৬. এনজিও-এর অর্থ কী? (জ্ঞান) */ফজলুল হক মহিলা কলেজ, ঢাকা/*

ক সরকারি সংস্থা খ বেসরকারি সংস্থা
গ বিদেশি সংস্থা ঘ দেশি সংস্থা — **খ**

২৭৭. SME-এর পূর্ণ রূপ কী? (জ্ঞান) */খুলনা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ/*

ক Small and media Enterprise
খ Small and Multimedia Enterprises
গ Small and madium Enterprise
ঘ Small and medium Enterprise — **ঘ**

২৭৮. শিল্প ও বণিক সভার কাজ কোনটি? (জ্ঞান) */সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/*

ক ঋণদান
খ যন্ত্রপাতি সরবরাহ
গ পরামর্শ প্রদান
ঘ রাজনৈতিক সুবিধা প্রদান — **গ**

২৭৯. ব্র্যাকের সকল কার্যক্রম কোন লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে? (অনুধাবন) */বরেন্দ্র কলেজ, রাজশাহী/*

ক শিল্প প্রতিষ্ঠায় খ উদ্যোক্তা উন্নয়নে
গ ত্রাণ বিতরণে ঘ পুনর্বাসনে — **খ**

২৮০. ব্র্যাক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান) */বরেন্দ্র কলেজ, রাজশাহী/*

ক ১৯৭০ সালে খ ১৯৭১ সালে
গ ১৯৭২ সালে ঘ ১৯৭৫ সালে — **গ**

২৮১. ব্র্যাকের নিজস্ব ডেইরি ফার্ম ও বিপণন কেন্দ্র কোনটি? (জ্ঞান) */বরেন্দ্র কলেজ, রাজশাহী/*

ক পোলার খ আড়ং
গ মিল্কভিটা ঘ ঈগলু — **খ**

২৮২. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে কোনটি? (জ্ঞান) */মিরপুর গার্লস আই. ল্যাব. ইনস্টিটিউট, ঢাকা/*

ক প্রশিকা খ আশা
গ কোডেক ঘ উদ্দীপন — **ক**

২৮৩. কোনটি সরকারি সাহায্যের উৎস বহির্ভূত? (অনুধাবন) */পাবনা গভঃ টেইমেন্স কলেজ/*

ক শিল্পনীতি খ গ্রামীণ ব্যাংক
গ সোনালী ব্যাংক ঘ ক্ষুদ্র শিল্প ব্যাংক — **খ**

২৮৪. বিজিএমইএ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান) */শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার/*

ক ১৯৮৩ খ ১৯৮৫
গ ১৯৮৭ ঘ ১৯৮৯ — **ক**

২৮৫. সাপটা চুক্তিতে কতটি দেশ স্বাক্ষর করে? (জ্ঞান) */ঝিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/*

ক ৫টি খ ৬টি
গ ৭টি ঘ ৮টি — **গ**

২৮৬. সার্কের সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র কোনটি?(জ্ঞান) */ঝিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/*

ক বাংলাদেশ খ আফগানিস্তান
গ ভারত ঘ নেপাল — **খ**

২৮৭. সাপটা চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়? (জ্ঞান) */শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার/*

ক ১৯৯০ সাল খ ১৯৯১ সাল
গ ১৯৯২ সাল ঘ ১৯৯৫ সাল — **ঘ**

Teachingbd.com

২৮৮. আসিয়ানের সদস্য সংখ্যা কত? (জ্ঞান)
[শহীদ রমিজউদ্দিন কলেজ, ঢাকা]

ক ৭টি খ ৮টি
গ ৯টি ঘ ১০টি **ঘ**

২৮৯. বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান) *[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক ১৯৯৫ খ ১৯৯৬
গ ১৯৯৭ ঘ ১৯৯৮ **ক**

২৯০. কোন সংস্থাটি অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন করেছে? (জ্ঞান) *[উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]*

ক সার্ক খ আসিয়ান
গ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
ঘ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা **গ**

২৯১. কোনটি 'ইউরো' মুদ্রা প্রচলন করেছে? (জ্ঞান) *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জাহানাবাদ, খুলনা]*

ক সার্ক খ আসিয়ান
গ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
ঘ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা **গ**

২৯২. বিমসটেক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান) *[খিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক ১৯৯৫ সাল খ ১৯৯৬ সাল
গ ১৯৯৭ সাল ঘ ১৯৯৮ সাল **গ**

২৯৩. বিমসটেক-এর উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে কাজ করে কোনটি? (জ্ঞান) *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক WB খ WTO
গ ADB ঘ ED **খ**

২৯৪. বিসিক প্রদত্ত সহায়তা হলো — (অনুধাবন) *[খিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

i. প্রকল্প নির্বাচন ii. পণ্য ডিজাইন
iii. প্রকল্প মূল্যায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৯৫. NGO আমাদের দেশে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে ধরনের অবদান রাখছে তা হলো —(অনুধাবন) *[উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]*

i. অর্থের সহজ প্রাপ্যতা
ii. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি
iii. বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৯৬. বিজিএমইএ'র সদস্য হলো — (অনুধাবন) *[শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার; খিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

i. পোশাক প্রস্তুতকারক
ii. পোশাক রপ্তানিকারক
iii. পোশাক ক্রেতা
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

২৯৭. BGMEA-এর উদ্দেশ্য হলো — (অনুধাবন) *[সরকারি এমএম সিটি কলেজ, খুলনা]*

i. রপ্তানিকারকদের বিবাদ মিমাংসায় সাহায্য
ii. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তদারকি করা
iii. পণ্যসামগ্রীর বাজারজাতকরণে সাহায্য
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৯৮. বিজিএমইএ'র সদস্য হলো — (অনুধাবন) *[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা; শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার; খিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

i. পোশাক প্রস্তুতকারক
ii. পোশাক রপ্তানিকারক
iii. পোশাক ক্রেতা
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯৯ ও ৩০০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
মজনু চাকরি না পেয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সরকারি খাতের সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান থেকে পাটের ব্যাগ প্রস্তুতের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি গাজীপুরে একটি পাটের ব্যাগ প্রস্তুতের ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুললেন। *[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর]*

২৯৯. মজনু কোন প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা গ্রহণ করেছে? (প্রয়োগ)

ক বিডিবিএল খ বাণিজ্যিক ব্যাংক
গ বিসিক ঘ ইপসিক **গ**

৩০০. মজনুকে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক ঋণ দান খ বিনিয়োগ পরামর্শ দান
গ প্রশিক্ষণ প্রদান ঘ যন্ত্রপাতি উন্নয়ন **খ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩০১ ও ৩০২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
শিল্পী একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। তিনি একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহায়তা গ্রহণ করলেন। প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে।
[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা]

৩০১. শিল্পী কোথা থেকে ঋণ গ্রহণ করেন? (প্রয়োগ)

ক বেসিক ব্যাংক খ এসএমই ফাউন্ডেশন
গ ব্র্যাক ব্যাংক ঘ বিসিক **খ**

৩০২. প্রতিষ্ঠানটি কাদেরকে উদ্যোক্তা তৈরিতে প্রাধান্য দান করে? (প্রয়োগ)

ক পুরুষদের খ ভূমিহীনদের
গ মহিলাদের ঘ পুঁজিপতিদের **গ**

Teachingbd.com

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র

অধ্যায়-১০: ব্যবসায় উদ্যোগ

প্রশ্ন ▶১ কৃষি শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে জনাব রনি একটি কৃষি খামার স্থাপন করলেন। তার খামারে উৎপাদিত ফসল স্থানীয় বাজারে বিক্রি করায় একদিকে যেমন বাজারে পণ্য সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি স্থানীয় বেকার যুবকরা তার খামারে কাজ পেয়ে বেকারত্বের অভিশাপ ঘুচিয়েছে। এলাকায় তিনি একজন সফল মানুষ হিসেবে বিবেচিত হন। *[দি. বো. ১৭]*

ক. ব্যবসায় উদ্যোগ কী? ১

খ. উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি নিতে হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে রনির খামারে বেকারদের কাজ পাওয়ায় তিনি উদ্যোগের কোন কাজটি করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে জনাব রনির কাজটির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঝুঁকি নিয়ে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কর্মপ্রচেষ্টাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলা হয়।

খ আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কাকে ঝুঁকি বলে।

উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় স্থাপন করতে হয়। মুনাফা হবে ধরে নিয়েই ব্যবসায়ী ব্যবসায় স্থাপন করলেও পণ্য বিনষ্ট হওয়া, চাহিদা হ্রাস পাওয়া, মূল্য কমে যাওয়া প্রভৃতি কারণে লোকসান হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এ ঝুঁকি না নিলে ব্যবসায় করা যায় না। ঝুঁকি বা ক্ষতির আশঙ্কা আছে জেনেও উদ্যোক্তাকে মূলধন বিনিয়োগ এবং লাভের আশায় ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয়। তাই উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়।

গ উদ্দীপকে রনির খামারে বেকারদের কাজ পাওয়ায় তিনি উদ্যোগের সামাজিক দায়িত্ব পালনের কাজটি করেছেন।

সমাজের প্রতি করণীয় রয়েছে উদ্যোক্তার এ বোধ বা চিন্তাই হলো তার সামাজিক দায়িত্ববোধ। একজন উদ্যোক্তাকে সফলতা লাভে সমাজের বিভিন্ন পক্ষের (ক্রেতা-ভোক্তা, শ্রমিক-কর্মচারী, সরকার, বিনিয়োগকারী) সাথে কাজ করতে হয়। সংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালনের স্বাভাবিক অনুভূতি যদি তার না থাকে তবে তার পক্ষে সংশ্লিষ্টদের সহানুভূতি অর্জন সম্ভব হয় না।

উদ্দীপকের জনাব রনি কৃষি শিক্ষায় ডিগ্রি নিয়ে কৃষি খামার স্থাপন করলেন। তার খামারে উৎপাদিত ফসল স্থানীয় বাজারে বিক্রি করায় বাজারে পণ্য সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় বেকার যুবকরাও তার খামারে কাজ পেয়ে বেকারত্ব দূর করতে পেরেছে। এতে তারা নিজেদের ও তাদের পরিবারের আর্থিক কল্যাণ করতে পারছে। যার ফলে তাদের জীবনমান উন্নত হচ্ছে। এখানে জনাব রনি তার সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই এ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। এভাবে রনি সমাজের মানুষের প্রতি তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

ঘ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্দীপকের জনাব রনির খামার স্থাপনের কাজটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সক্ষম প্রতিটা মানুষকেই তার জীবিকা অর্জনের জন্য কোনো না কোনো কাজ করতে হয়। স্ব-উদ্যোগে স্বল্প পুঁজি ও ঝুঁকি নিয়ে এভাবে নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাই হলো আত্মকর্মসংস্থান।

উদ্দীপকের রনি কৃষি শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে একটি কৃষি খামার স্থাপন করলেন। নিজ উদ্যোগে তিনি যে কাজের ক্ষেত্র তৈরি করেছেন তা হলো আত্মকর্মসংস্থান। তার এ খামারে বেকার যুবকরা কাজ পেয়ে বেকারত্বের অভিশাপ ঘুচিয়েছে। বর্তমানে এলাকায় তিনি একজন সফল মানুষ হিসেবে বিবেচিত হন। নিজ উদ্যোগে নিজের কার্যক্ষেত্র তৈরির পাশাপাশি তার খামারে অন্য যুবকরাও কাজের সুযোগ পেয়েছে। তার এ উদ্যোগ ও সাফল্য দেখে অনেকেই নিজ কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে আগ্রহী হবে। এতে তারা নিজেদের আর্থিক কল্যাণ করতে পারবে। দেশের কর্মসংস্থান ও মানুষের মাথাপিছু আয়ও বাড়বে, দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণেও অবদান রাখবে। নিজ নিজ উদ্যোগে এভাবে বেকার যুবসমাজ আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিজের ও দেশের উন্নতি করতে ভূমিকা রাখবে। তাই বলা যায়, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে রনির খামার স্থাপনের কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶২ জনাব সোবহান 'একের ভিতর তিন' নামে একটি নতুন কলম বাজারে চালু করেন। যেখানে একই কলম দিয়ে লাল, সবুজ ও কালো রঙের কালি দিয়ে লেখা সম্ভব। কলমটির বাজারে ব্যাপক চাহিদা আছে। কারখানার যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কর্মীদের আচরণকে প্রভাবিত করে উৎপাদনমুখী করে পর্যাপ্ত পরিমাণ কলম উৎপাদন করতে না পারায় তিনি বাজারের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হন। কোরবান নামক একজন ব্যবসায়ী সোবহানের বিনা অনুমতিতে উক্ত পণ্য উৎপাদন শুরু করেছেন। *[দি. বো. ১৭]*

ক. BGMEA কী? ১

খ. পরিবেশ দূষণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উদ্যোক্তার কোন গুণের অভাবে সোবহান বাজারে চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কোরবানের কার্যাবলি, ব্যবসায়ের নৈতিকতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের স্বার্থরক্ষা ও ব্যবসায়িক উন্নয়নের জন্য গঠিত বেসরকারি সংস্থা হলো BGMEA (Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association)।

খ প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদানের (পানি, বায়ু, মাটি প্রভৃতি) সাথে জীবনের যে স্বাভাবিক ভারসাম্য বিদ্যমান, কোনো কারণে তা ব্যাহত হলে বা প্রকৃতিতে তার নেতিবাচক প্রভাব প্রতিফলিত হলে তাকে পরিবেশ দূষণ বলে।

পরিবেশ দূষণ মানুষসহ অন্যান্য জীবজন্তু এবং তাদের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। বিভিন্ন দূষণ ও বিষাক্ত পদার্থের মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত হয়, যা মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরা বা জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে উদ্যোক্তার সাংগঠনিক ক্ষমতা গুণের অভাবে সোবহান বাজারে চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হন।

সাংগঠনিক ক্ষমতা বলতে উদ্যোক্তার এমন এক ধরনের ক্ষমতাকে বোঝায় যেখানে প্রতিষ্ঠানের মানবীয় (শ্রমিক-কর্মী) ও বস্তুগত (কাঁচামাল, মেশিন) উপকরণাদিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করা যায়। এ গুণ প্রতিষ্ঠানকে সফলতার দিকে পরিচালিত করতে সহায়তা করে।

উদ্দীপকের জনাব সোবহান 'একের ভিতর তিন' নামে একটি নতুন কলম বাজারে চালু করেন। যা দিয়ে লাল, সবুজ ও কালো রং এর কালি দিয়ে লেখা সম্ভব হয়। কলমটির বাজারে ব্যাপক চাহিদা ও যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কর্মীদের আচরণকে প্রভাবিত করে উৎপাদন করতে না পারায় তিনি বাজারের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হন। এ থেকে বোঝা যায়, জনাব সোবহান কর্মীদের ঠিক মতো পরিচালনা করতে পারছেন না। অর্থাৎ তার মধ্যে উদ্যোক্তার সাংগঠনিক ক্ষমতাগুণের অভাব রয়েছে। এ গুণের অভাবেই জনাব সোবহান বাজারে পণ্যের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হন।

http://teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকের কোরবানের কার্যাবলি নৈতিকতার মানদণ্ডে অনৈতিক। যা করা উচিত তা করা এবং যা করা উচিত নয় তা থেকে বিরত থাকাই হলো নৈতিকতা। নৈতিকতা মানুষের আচার-আচরণ ও রীতি-নীতি সম্পর্কিত বিষয়। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ, কোনটি উচিত, কোনটি অনুচিত এসব প্রশ্ন মানুষের মনে সর্বদা বিরাজ করে। নৈতিকতা মানুষকে সবসময় ভালো ও ন্যায়ের প্রতি উৎসাহিত করে।

উদ্দীপকের জনাব সোবহান নামক এক ব্যবসায়ী 'একের ভিতর তিন' নামে একটি নতুন কলম চালু করেন। কিন্তু তিনি বাজারের পর্যাপ্ত চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হন। অন্যদিকে কোরবান নামক এক ব্যবসায়ী জনাব সোবহানের বিনা অনুমতিতে উক্ত পণ্য উৎপাদন শুরু করেন। যা নৈতিকতার মানদণ্ডে অনৈতিক কাজ।

নৈতিকতা মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে সহায়তা করে। কিন্তু উদ্দীপকের কোরবান নামক ব্যবসায়ী জনাব সোবহানের উদ্ভাবিত কলম নকল করে বাজারে ছাড়েন, যা সম্পূর্ণ অবৈধ ও অন্যায়। এতে বোঝা যায়, তার মধ্যে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বোঝার ক্ষমতা নেই। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কোরবানের কার্যাবলি নৈতিকতার মানদণ্ডে অনৈতিক।

প্রশ্ন ▶৩ শান্ত নতুন একটা কিছু করতে চায়। সে এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করে স্থানীয় যুব উন্নয়ন অফিস থেকে ৬ মাস মেয়াদি একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করল। সে তার নিজ জেলা শহরে ছোট একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সেন্টার খুলে বসল। মাঝে মাঝে সে নানারকম চ্যালেঞ্জ এবং পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। বর্তমানে সে দেশে ও বিদেশে একজন সুপরিচিত সফ্‌টওয়্যার ফার্মের মালিক হিসেবে সুপরিচিত। *[ব. বো. ১৭]*

ক. সৃজনশীলতা কী? ১

খ. উদ্যোক্তা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্যোক্তা হিসেবে শান্তর মাঝে বিদ্যমান এমন দু'টি গুণাবলির ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. 'আমাদের দেশে শান্তর মতো যুবক প্রয়োজন'—উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মেধা-মনন দ্বারা নতুন কোনো কিছু তৈরি বা সৃষ্টি করাকে সৃজনশীলতা বলে।

খ যে ব্যক্তি নতুন চিন্তা মাথায় রেখে তা বাস্তবায়নে আগ্রহী হন তাকে উদ্যোক্তা বলে।

উদ্যোক্তা ঝুঁকি নিয়ে নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করেন। সৃজনশীল ও আবিষ্কারকধর্মী কাজের মধ্যে তিনি নিমগ্ন থাকেন। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোক্তা সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

গ উদ্যোক্তা হিসেবে শান্তর মাঝে আছে এমন দু'টি গুণ হলো সৃজনশীলতা ও ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা।

মেধা-মনন দ্বারা নতুন কোনো কিছু তৈরি বা সৃষ্টি করা হলো সৃজনশীলতা। আর, আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা হলো ঝুঁকি। ব্যবসায় উদ্যোগ একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। এজন্য উদ্যোক্তা সব সময় ঝুঁকি নিয়ে সৃজনশীল কাজে নিমগ্ন থাকেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত শান্ত নতুন একটা কিছু করতে চায়। সে ৬ মাস মেয়াদি একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলো। সে তার নিজ জেলা শহরে ছোট একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সেন্টার খুলে বসল। এখানে তার সৃজনশীল মানসিকতার গুণ প্রকাশ পেয়েছে। যাতে সে সীমিত সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়। এছাড়া মাঝে মাঝে সে নানারকম চ্যালেঞ্জ এবং পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। যা সে কৌশলে মোকাবিলা করে। ঝুঁকি গ্রহণ করেই সে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। তাই বলা যায়, শান্তর মাঝে সৃজনশীলতা ও ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা বিদ্যমান রয়েছে।

ঘ আমাদের দেশে শান্তর মতো যুবক প্রয়োজন—উদ্দীপকের আলোকে এ বক্তব্য যৌক্তিক।

উদ্যোক্তা উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তারা দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের চাকা সচল রাখেন।

উদ্দীপকের শান্ত নিজ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সেন্টার চালু করে। নানারকম চ্যালেঞ্জ এবং পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েও সে পিছপা হয়নি। যার ফলে সে দেশে ও বিদেশে সফ্‌টওয়্যার ফার্মের মালিক হিসেবে বর্তমানে সুপরিচিত।

শান্তর সাফল্য আমাদের দেশের যুবকদের জন্য একটি আদর্শ। শান্ত যেমন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে নিজে সাফল্য অর্জন করেছে, বেকার যুব-সমাজও এভাবে নিজের কর্মসংস্থান নিজ উদ্যোগে সৃষ্টি করতে পারে। এতে দেশে বেকারত্ব হ্রাস পাবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে তা বিশেষ অবদান রাখবে। নতুন নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে দেশে শিল্পোন্নয়ন হবে। সাথে সাথে অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষের জীবনমান উন্নত হবে। তাই বলা যায়, আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য শান্তর মতো যুব-উদ্যোক্তা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶৪ তুষার পড়াশোনা শেষ করে একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকরি নেয়। প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক তুষারের কর্মতৎপরতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা দেখে গার্মেন্টসের বিভিন্ন বিভাগে পদ পরিবর্তন করে তাকে দক্ষ করে তোলেন। পরবর্তীতে তুষার নারায়ণগঞ্জে তুষার গার্মেন্টস নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও আত্মবিশ্বাসের কারণে প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। *[রা. বো. ১৬]*

ক. ব্যবসায় পরিবেশ কী? ১

খ. আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. পরিবেশের কোন উপাদান তুষারকে নতুন ব্যবসায় স্থাপনে আগ্রহী করে তোলে? বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. জনাব তুষারের পরবর্তী কার্যক্রমকে কি ব্যবসায় উদ্যোগ বলা যায়? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ যে সমস্ত পারিপার্শ্বিক উপাদান বা শক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে ব্যবসায় পরিবেশ বলে।

খ আত্মকর্মসংস্থান বলতে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করাকে বোঝায়।

এর মাধ্যমে নিজের দক্ষতা, চেষ্টা ও গুণাবলির দ্বারা নিজেই নিজের কাজের সুযোগ তৈরি করা যায়। এক্ষেত্রে নিজেই স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে ঝুঁকি নিয়ে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করা যায়।

গ উদ্দীপকে পরিবেশের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের সুযোগ উপাদান তুষারকে নতুন ব্যবসায় স্থাপনে আগ্রহী করে তোলে।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন কর্মী যোগ্য ও দক্ষ হয়। এতে তার আত্মবিশ্বাস ও কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। আবার পর্যাপ্ত কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি হলে কর্মী নিজেকে আরও অভিজ্ঞ করে তোলে। এতে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হয়।

তুষার পড়াশোনা শেষ করে একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকরি নেয়। প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক তুষারের কর্মতৎপরতা ও সংগঠনিক ক্ষমতা দেখে তাকে পদ পরিবর্তন দ্বারা দক্ষ করে তোলে। পরবর্তীতে তুষার নিজেই একটি গার্মেন্টস স্থাপন করেন। পদ পরিবর্তন দ্বারা তুষার নানান বিষয় সম্পর্কে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেছে, যা প্রশিক্ষণ নামে পরিচিত। সে গার্মেন্টস স্থাপন বা পরিচালনার জন্য করণীয় বুঝতে পেরেছে। তাই বলা যায়, প্রশিক্ষণ ও কর্মী উন্নয়নের সুযোগের জন্যই তুষারকে ব্যবসায় স্থাপনে আগ্রহী করে তুলেছে।

Teachingbd.com

ঘ জনাব তুষারের পরবর্তী কার্যক্রমকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলা যায়।
নতুন কোনো ধারণা বা চিন্তা নিয়ে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যখন কোনো ব্যবসায় শুরুর প্রয়াস চালায় তাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে। এতে নতুন ধারণা, ঝুঁকি গ্রহণ প্রভৃতি বিষয় বিদ্যমান। স্বাধীনচেতা ব্যক্তিগণ স্ব-উদ্যোগে ব্যবসায় স্থাপনে আগ্রহী হয়। এতে ঝুঁকি থাকলেও মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা অধিক।
তুষারের সাংগঠনিক ক্ষমতা দেখে প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক তাকে পদ-পরিবর্তন দ্বারা দক্ষ করে তুলেছেন। পরবর্তীতে তুষার নারায়ণগঞ্জে তুষার গার্মেন্টস নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসের কারণে প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রসারিত হচ্ছে।
তুষার চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেই নতুন ব্যবসায় স্থাপন করেছেন। নতুন এ ব্যবসায়টিতে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। এর সাথে তুষারের মুনাফা অর্জন বিষয়টি সংশ্লিষ্ট। ব্যবসায়টি পরিচালনার সমস্ত দায়ভার তার নিজের। নতুন গার্মেন্টস স্থাপনে তুষারের উদ্যোগে চিন্তার উন্নয়ন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶৫ উচ্চশিক্ষিত মি. শফিক যমুনা নদীর তীরে স্বল্পমূল্যে চল্লিশ একর জমি নিয়ে মনোরম পরিবেশে একটি পিকনিক স্পট প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও খেলার সামগ্রী দিয়ে স্পটটি সুন্দরভাবে সাজান। পরবর্তীতে জনপ্রতি ৫০ টাকা প্রবেশ ফি নির্ধারণ করেন। প্রথম দুই বছর স্পটে লোক সমাগম ছিল কম। তিনি আশাবাদী ছিলেন ভবিষ্যতে দর্শনার্থী সমাগম বৃদ্ধি পাবে এবং লাভবান হবেন। তিনি হতোদ্যম না হয়ে টেলিভিশন চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। ফলে প্রচুর দর্শনার্থী সমাগম হতে লাগল এবং পিকনিক স্পট থেকে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। *[দি. বো. ১৬]*

ক. উদ্যোগ কী? ১
খ. আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে পিকনিক স্পট প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মি. শফিকের উদ্যোক্তার কোন গুণটি ফুঠে ওঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. যমুনা নদীর তীরে পিকনিক স্পট প্রতিষ্ঠার যথার্থতা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন কিছু করাকে উদ্যোগ বলে।

খ আত্মকর্মসংস্থান বলতে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করাকে বোঝায়।
এর মাধ্যমে নিজের দক্ষতা, চেষ্টা ও গুণাবলির দ্বারা নিজেই নিজের কাজের সুযোগ তৈরি করা যায়। এক্ষেত্রে নিজেই স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে ঝুঁকি নিয়ে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করা যায়।

গ উদ্দীপকের পিকনিক স্পট প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মি. শফিকের উদ্যোক্তার দূরদৃষ্টি গুণটি ফুটে ওঠেছে।
ভবিষ্যৎ সমস্যা ও সম্ভাবনা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে করণীয় নির্ধারণ করার সামর্থ্যই হলো দূরদৃষ্টি। উদ্যোক্তাদের এরূপ চিন্তা-চেতনা, ভবিষ্যৎ অনুমান করার ক্ষমতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ ও বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা প্রভৃতি অন্য মানুষের চেয়ে একটু ভিন্ন হয়।
উদ্দীপকের মি. শফিক যমুনা নদীর তীরে স্বল্পমূল্যে চল্লিশ একর জমি নিয়ে মনোরম পরিবেশে একটি পিকনিক স্পট প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দুই বছর তার স্পটে লোক সমাগম কম ছিল। তিনি আশাবাদী ছিলেন ভবিষ্যতে দর্শনার্থী সমাগম বৃদ্ধি পাবে এবং লাভবান হবেন। তার এরূপ চিন্তা-ভাবনার ক্ষমতা হলো দূরদর্শিতা। তিনি হতাশ না হয়ে টেলিভিশনের চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। ফলে প্রচুর দর্শনার্থী সমাগম হতে লাগল এবং পিকনিক স্পট থেকে আয়ের পরিমাণ বাড়তে থাকে। এর মধ্য দিয়ে মি. শফিকের চিন্তা-চেতনা, ভবিষ্যতের অনুমান করার ক্ষমতা সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠেছে।

ঘ যমুনা নদীর তীরে পিকনিক স্পট প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা সঠিক স্থান নির্বাচনকে গুরুত্ব দিয়েছেন।
ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রাহক সমাগম, অবকাঠামোগত সুবিধা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা উচিত। স্থান নির্বাচন সঠিক হলে ব্যবসায়ে সফলতা অর্জনের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
উচ্চশিক্ষিত মি. শফিক যমুনা নদীর তীরে স্বল্পমূল্যে চল্লিশ একর জমির মালিক হন। সেখানে তিনি একটি পিকনিক স্পট প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দুই বছরে স্পটটিতে দর্শনার্থীদের সমাগম কম ছিল। পরবর্তীতে তিনি স্পটটি সম্পর্কে টেলিভিশনের চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। ফলে দর্শনার্থীদের সমাগম বাড়তে থাকে।
মি. শফিক শহর থেকে দূরে স্বল্পমূল্যে জমি কিনতে পেরেছেন। সেখানে যানজটের কোন কোলাহল নেই। এখানে আর কোনো পিকনিক স্পট নেই বলে, তার কোনো প্রতিযোগীও নেই। এছাড়াও নদীর তীরে হওয়ায় স্পটটির পরিবেশ মনোরম। এ কারণে ভ্রমণপিপাসুরাও নদীপথে ও স্থলপথে দল বেঁধে আসছে। যার ফলে পিকনিক স্পট থেকে আয়ের পরিমাণ বাড়তে থাকে। এজন্য মি. শফিকের যমুনা নদীর তীরে পিকনিক স্পট প্রতিষ্ঠা যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৬ রামিন একজন সফল উদ্যোক্তা। প্রযুক্তি একদিন আগামী বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করবে, তিনি অনেক আগেই ধারণা করেছেন। ফলে বেশ বড় অঙ্কের বিনিয়োগে তিনি একটি ICT ফার্ম স্থাপন করেন। বর্তমানে প্রচুর তরুণ যুবক তার ফার্মে কাজ করছে। সফটওয়্যার রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠানটি চলতি বছর শ্রেষ্ঠ রপ্তানিকারকের পুরস্কার পায়। *[কু. বো. ১৬]*

ক. উদ্যোক্তার সংজ্ঞা দাও। ১
খ. আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্যোক্তার কোন বিশেষ গুণটি উদ্দীপকে ফুটে ওঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দেশের 'অর্থনীতিতে রামিনের অবদান গুরুত্বপূর্ণ' — বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নতুন চিন্তা মাথায় রেখে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে তাকে বা তাদেরকে উদ্যোক্তা বলে।

খ আত্মকর্মসংস্থান বলতে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করাকে বোঝায়।
এর মাধ্যমে নিজের দক্ষতা, চেষ্টা ও গুণাবলির দ্বারা নিজেই নিজের কাজের সুযোগ তৈরি করা যায়। এক্ষেত্রে নিজেই স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে ঝুঁকি নিয়ে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করা যায়।

গ উদ্দীপকে উদ্যোক্তার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিশেষ গুণটি ফুটে ওঠেছে।
ভবিষ্যৎ সমস্যা ও সম্ভাবনা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে করণীয় নির্ধারণ করার সামর্থ্যই হলো দূরদৃষ্টি। একটি ব্যবসায়ের সৃজনশীলতা ও পরিবর্তনের রূপকার হলেন উদ্যোক্তা। তার মধ্যে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অনুমান করার ক্ষমতা থাকতে হবে। উদ্যোক্তার এ দূরদৃষ্টি গুণটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।
উদ্দীপকে রামিন একজন সফল উদ্যোক্তা। তিনি আগেই ধারণা করেছেন যে প্রযুক্তি একদিন আগামী বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তার এ আগাম চিন্তা হলো দূরদর্শিতা। তার এ চিন্তা-চেতনা, ভবিষ্যতে অনুমান করার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ ও বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা সমাজের অন্যান্য মানুষের চেয়ে ভিন্ন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এ আগাম ধারণা উদ্যোক্তার একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিশেষ গুণেরই বহিঃপ্রকাশ।

Teachingbd.com

ঘ দেশের অর্থনীতিতে রামিনের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
একজন উদ্যোক্তা উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করেন। এতে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়, যা একটি দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী করে তোলে।
উদ্দীপকে দূরদৃষ্টি গুণসম্পন্ন রামিন বড় অঙ্কের বিনিয়োগে 'ICT' ফার্ম স্থাপন করেন। বর্তমানে তার ফার্মে প্রচুর তরুণ, যুবক কাজ করেছে। তাছাড়া সফটওয়্যার রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠানটি চলতি বছর শ্রেষ্ঠ রপ্তানিকারকের পুরস্কার পায়।
উদ্দীপকের সফল উদ্যোক্তা রামিন দেশের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করেছেন। তিনি নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। ফলে দেশের বেকারত্ব হ্রাস করে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছেন। তাছাড়া বিদেশে সফটওয়্যার রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার মাধ্যমে তিনি দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করেছেন। এ ভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রামিন অবদান রাখছেন।

প্রশ্ন ▶ ৭ জাহানারা যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ শেষে ২৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে একটি নার্সারি করেন। এখানে উন্নত মানের ও উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ধরনের ফলদ ও বনজ চারাগাছ উৎপাদন করা হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন এসে তার নার্সারি থেকে চারা কিনে নেয়। এতে আর্থিকভাবে তিনি লাভবান হন। ধীরে ধীরে নার্সারির পরিধি বড় হচ্ছে। তার নার্সারিতে কাজ করে প্রায় ৭ (সাত) জন বেকার নারী। *চি. বো. '১৬*

ক. ব্যবসায় উদ্যোগ কী? ১
খ. ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে আত্মবিশ্লেষণ কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জাহানারা তার কর্মকাণ্ডে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো যে, জাহানারা একজন সফল নারী উদ্যোক্তা? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদনের উপকরণসমূহকে একত্রিত করে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার কর্মপ্রচেষ্টাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলা হয়।

খ নিজের সক্ষমতা, গুণ বা কর্মদক্ষতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে নিজেই নিজের কাজ ও আচরণ প্রতিনিয়ত মূল্যায়নের প্রক্রিয়াকে আত্মবিশ্লেষণ বলে।
ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণসমূহকে একত্রিত করে তা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হয়। এটি করতে গিয়ে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করতে হয়। সফলতা-ব্যর্থতার সব দায়ভার উদ্যোক্তাকে নিতে হয়। তাই উদ্যোগ গ্রহণে আত্মবিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ জাহানারা তার কর্মকাণ্ডে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করেন।
উৎপাদনের মাধ্যমে শিল্প পণ্যের রূপগত উপযোগ সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের আকার, আকৃতি পরিবর্তন করে পরিণত পণ্যে রূপান্তর করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি হয়। রূপগত উপযোগ সৃষ্টির ফলে প্রকৃতপক্ষে সম্পদ মানুষের ব্যবহার উপযোগী হয়।
জাহানারা যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ২৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে একটি নার্সারি করেন। এখানে তিনি উন্নত মানের ও উচ্চফলনশীল বিভিন্ন ধরনের ফলদ ও বনজ চারাগাছ উৎপাদন করেন। বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন এসে তার ফার্ম থেকে চারাগাছ কেনেন। তিনি ভালো বীজ থেকে চারাগাছ উৎপাদন করেন। বীজ থেকে চারাগাছ উৎপাদনের ফলেই সৃষ্টি হয় রূপগত উপযোগ। নার্সারির এ ছোট চারাগাছ ক্রেতারা বিভিন্ন জায়গায় রোপণ করে, গাছগুলো বড় হয়। অতএব, জাহানারা তার কাজের মাধ্যমে রূপগত উপযোগ সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

ঘ জাহানারা একজন সফল নারী উদ্যোক্তা বলে আমি মনে করি।
নারী উদ্যোক্তা বলতে কোনো নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ থেকে শুরু করে পরিচালনার সব দায়িত্ব যদি নারী কর্তৃক সম্পাদিত হয় তাকে নারী উদ্যোক্তা বলে। সম্পূর্ণ ব্যবসায়ের মালিক না হলেও কমপক্ষে ৫১% মালিকানা কোনো নারীর হাতে থাকলে সেই নারী ও একজন উদ্যোক্তা।
জাহানারা নিজ উদ্যোগে নার্সারির কাজ শুরু করেন। যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি ২৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসায়িক ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা নিয়ে নার্সারির ব্যবসায় শুরু করেন। জাহানারা বেগমের পরিশ্রম ও সাহসী মানসিকতার কারণে তিনি ভালো মানের উচ্চফলনশীল চারা গাছের উৎপাদন করতে থাকেন।
একজন সফল নারী উদ্যোক্তা যেমন তার ব্যবসায়ের সফলতার জন্য পরিশ্রমী ও সাহসী হন, জাহানারাও তেমন একজন নারী। বিভিন্ন স্থান থেকে তার নার্সারির সুনামের কারণে চারাগাছ ক্রয় করতে আসেন ক্রেতারা। তিনি তার ব্যবসায়ে ৭ জন বেকার নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন, যার ফলে বেকারত্ব কিছুটা হ্রাস পায়। এটি একজন উদ্যোক্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই বলা যায়, জাহানারার মধ্যে একজন সফল ও দক্ষ নারী উদ্যোক্তার গুণ প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা যুবক ফাহিম বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় এনে দ্রুত সাফল্য লাভের আশায় তিনি একটি ভ্রাম্যমাণ গাছ চিকিৎসার ব্যবসায় শুরু করলেন। তিনি গাছের বিভিন্ন রোগের জন্য ওষুধ, বিভিন্ন রকম সার, গাছ ও মাটির পরিচর্যা কীভাবে করা যায় তার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এ ব্যবসায়ের জন্য তিনি বেশকিছু পুঁজি বিনিয়োগ করেন। ব্যবসায়টি নিয়ে শুরুতে চিন্তিত থাকলেও বর্তমানে ব্যবসায়টির জনপ্রিয়তা ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। তার ব্যবসায়ে ক্রেতা সৃষ্টির জন্য টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের সাহায্য নিলেন। *বি. বো. '১৬*

ক. এসএমই ফাউন্ডেশন কী? ১
খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আত্মকর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব ফাহিমের ব্যবসায়টিতে ব্যবসায় উদ্যোগের কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে ওঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব ফাহিম তার ব্যবসায় উন্নয়নের জন্য বর্তমানে ব্যবসায়ে উদ্যোগের যে কার্যাবলিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় সম্প্রসারণ, উন্নয়ন, তথ্য ও প্রযুক্তি সরবরাহ, ঋণ সহায়তা ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ সরকারের স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও অমুনাফাভোগী ফাউন্ডেশনকে এসএমই ফাউন্ডেশন বলে।

খ নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করা হলো আত্মকর্মসংস্থান।
আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে সামান্য পুঁজি নিয়েই যে কেউ স্বাবলম্বী হতে পারেন। এতে করে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হয়। দেশের মোট উৎপাদনের পরিমাণ বাড়তে থাকে। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আমদানি নির্ভরতা কমে এবং দেশের রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারি প্রকল্পের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

Teachingbd.com

গ জনাব ফাহিমের ব্যবসায়টিতে ব্যবসায় উদ্যোগের উদ্ভাবনী শক্তি বৈশিষ্ট্যটি ফুটে ওঠেছে।

নতুন কিছু সৃষ্টি করাই হলো উদ্ভাবন। যে মেধা বা জ্ঞান দ্বারা উদ্ভাবন করা হয় সেটিই উদ্ভাবন শক্তি। একজন সফল উদ্যোক্তার উদ্ভাবনী শক্তি থাকে।

ফাহিম ভ্রাম্যমাণ গাছ চিকিৎসার ব্যবসায়ে জড়িত। তিনি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছেন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত জ্ঞানকে তিনি ব্যবসায়ের কাজে লাগিয়েছেন। তিনি তার মেধা এবং সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে একেবারে নতুন একটি ব্যবসায় শুরু করেছেন। এ ধরনের গাছের চিকিৎসার জন্য ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র একটি অভিনব ধারণা। ফাহিমের মধ্যে উদ্ভাবনী তথা সৃষ্টিশীল গুণাবলি ছিল বলেই তিনি এ ধরনের নতুন ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পেরেছেন।

ঘ জনাব ফাহিম তার ব্যবসায় উন্নয়নের জন্য বর্তমানে ব্যবসায় উদ্যোগের বিজ্ঞাপন ও প্রচার সংক্রান্ত কার্যাবলিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

পণ্য বা সেবার গুণাগুণ জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপন করাই হলো বিজ্ঞাপন ও প্রচার। বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মাধ্যমে পণ্য বা সেবার জ্ঞান সংক্রান্ত বাধা দূর হয়।

ফাহিম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে একটি ভ্রাম্যমাণ গাছ চিকিৎসার ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি গাছের বিভিন্ন রোগের জন্য ওষুধ, বিভিন্ন রকম সার, গাছ ও মাটির পরিচর্যা কীভাবে করা যায় তার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ব্যবসায়টি নিয়ে ফাহিম প্রথমে চিন্তিত থাকলেও বর্তমানে ব্যবসায়টির জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ব্যবসায়ে ক্রেতা সৃষ্টির জন্য জনাব ফাহিম টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের সাহায্য নিলেন।

ফাহিম টেলিভিশনের অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে ব্যবসায়টি সম্পর্কে জনসাধারণকে জানাতে পারবেন। ফলে গ্রাহকের সংখ্যাও বাড়বে। এভাবে টেলিভিশন অনুষ্ঠানে নিজের ব্যবসায় তথ্য উপস্থাপন করা হলো বিজ্ঞাপন ও প্রচার, যা জনাব ফাহিম বর্তমানে প্রাধান্য দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ▶ ৯ মিস লুৎফা MBA শেষ করে চাকরি করবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু চাকরির প্রতিযোগিতায় দীর্ঘদিন বেকার থেকে চাকরির আশায় বসে না থেকে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্থানীয় বাজারে একটি Computer Training-এর দোকান দিলেন। বর্তমানে তার নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ৬ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলার কাজের ব্যবস্থা করেছেন। তাই তিনি এখন মনে করেন 'চাকরি অপেক্ষা ব্যবসায় উত্তম'। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. হাজী মোঃ জুনাব আলী কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? ১

খ. SME ফাউন্ডেশন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে মিস লুৎফার উদ্যোক্তা হওয়ার পিছনে কোন গুণটি লক্ষ করা যায়? – ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'চাকরি অপেক্ষা ব্যবসায় উত্তম' – কোন দৃষ্টিকোণ থেকে মিস লুৎফা এ কথাটি বলেছেন? তুমি কি এ বিষয়ে একমত? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাজী মোঃ জুনাব আলী ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

সহায়ক তথ্য

হাজী মোঃ জুনাব আলী বাংলাদেশের একজন অন্যতম ব্যবসায় উদ্যোক্তা।

খ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ের উন্নয়নের জন্য সহায়তা প্রদানকারী বাংলাদেশ সরকারের একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হলো SME ফাউন্ডেশন।

SME (Small and Medium Enterprises) বলতে মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর সমষ্টিকে বোঝায়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের পরামর্শ দেওয়া, ঋণ সহায়তা, তথ্য প্রযুক্তি সরবরাহ প্রভৃতির মাধ্যমে SME ফাউন্ডেশন সাহায্য করে। অর্থাৎ, এই অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কাজে নিয়োজিত।

গ উদ্দীপকে মিস লুৎফার উদ্যোক্তা হওয়ার পেছনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা গুণটি লক্ষ করা যায়।

সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া উদ্যোক্তার একটি বিশেষ গুণ। ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এক্ষেত্রে উদ্যোগের সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা ও সমস্যা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আর উদ্যোক্তার সঠিক সিদ্ধান্তের ওপরই ব্যবসায়ের সফলতা নির্ভর করে।

উদ্দীপকের মিস লুৎফা MBA পাস করে চাকরি করার কথা ভেবেছিলেন। তবে তিনি চাকরির আশায় দীর্ঘদিন বেকার থাকতে চান না। তাই স্থানীয় বাজারে একটি Computer Training-এর দোকান দিলেন। এ বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণও নিয়েছেন। ঝুঁকি আছে জেনেও মিস লুৎফা যথাসময়ে ব্যবসায় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই বলা যায়, মিস লুৎফার মধ্যে উদ্যোক্তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা গুণটি লক্ষণীয়।

ঘ একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তার দৃষ্টিকোণ থেকে মিস লুৎফা চাকরি অপেক্ষা ব্যবসায়কে উত্তম বলেছেন। আমি তার সাথে সম্পূর্ণ একমত।

চাকরির জন্য অপেক্ষা বেকার জীবনকে দীর্ঘ করে। এছাড়াও বেতনভিত্তিক চাকরিতে যোগ্যতা দেখানোর সুযোগ ও আয় দুটিই সীমিত। অন্যদিকে ব্যবসায়ের উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে অসীম আয়ের সুযোগের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা যায়।

উদ্দীপকের মিস লুৎফা MBA শেষ করে ব্যবসায় করার সিদ্ধান্ত নেন। এক্ষেত্রে তিনি চাকরির কথা ভাবলেও চাকরির আশায় দীর্ঘদিন বেকার থাকতে চান নি। তাই সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি Computer Training-এর দোকান দেন। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে তিনি ছাড়াও ৬ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা কাজ করছেন।

মিস লুৎফা সঠিক সময়ে ব্যবসায়ের সিদ্ধান্ত না নিলে হয়তো দীর্ঘদিন তাকে বেকার থাকতে হতো। চাকরি পেলেও সেক্ষেত্রে তার দক্ষতা দেখানোর সুযোগ সীমিত থাকতো। এছাড়াও চাকরির ক্ষেত্রে আয়ের পরিমাণও নির্দিষ্ট হয়। অপরদিকে, মিস লুৎফা ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করে নিজের পাশাপাশি অন্যদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছেন। তার প্রতিষ্ঠান থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে স্থানীয় মানুষও বেকারত্ব ঘোচাতে পারবে। ফলে দেশের বেকারত্ব হ্রাসের পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে। এছাড়া ব্যবসায় থেকে আয়ের সম্ভাবনাও অনেক বেশি হয়। তাই আমি মনে করি, বর্তমান সময়ে চাকরির চেয়ে ব্যবসায় উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ১০ জনাব রাহাত একজন উদ্যোক্তা। বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এবং মানুষের কর্মব্যস্ততার দিকে লক্ষ রেখে তিনি একটি প্রিজার্ভিং ফুড তৈরির কারখানা স্থাপন করলেন। মানুষ যেভাবে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে বাজারে গিয়ে মাছ মাংস কেনার ও রান্না করার মতো সময় মানুষের হাতে থাকবে না। তখন মানুষ এ ধরনের খাদ্যের প্রতি অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. উদ্যোক্তা কাকে বলে? ১

খ. 'সব আত্মকর্মসংস্থান উদ্যোগ নয়'- এ ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব রাহাতের মধ্যে একজন উদ্যোক্তার কোন গুণটি প্রকট বলে তুমি মনে করো? একজন সফল উদ্যোক্তার জন্য গুণটির গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৩

ঘ. 'জনাব রাহাতের মতো আরও অনেক উদ্যোক্তাই পারে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করতে' – তোমার মতামত দাও। ৪

http://teachingbd.com

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যক্তি ঝুঁকি নিয়ে নিজের চেষ্টায় নতুন কিছু সৃষ্টি বা স্থাপন করেন তাকে উদ্যোক্তা বলে।

খ স্ব-উদ্যোগে নিজের কর্মসংস্থান করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। অন্যদিকে ঝুঁকি নিয়ে নিজের চেষ্টায় নতুন কিছু করা হলো উদ্যোগ।
আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি নিজের কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা করে কাজ করেন। অপরদিকে, নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সমাজের আরও মানুষের কর্মসংস্থান করা হলে সেটা উদ্যোগের আওতায় পড়ে। অর্থাৎ, একজন আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি যখন নিজের সাথে সাথে অন্যের কর্মসংস্থান নিয়ে চিন্তা করেন, তখন তিনি উদ্যোক্তায় পরিণত হন। তাই বলা যায়, সব উদ্যোগকে আত্মকর্মসংস্থান বলা গেলেও, সব আত্মকর্মসংস্থানকে উদ্যোগ বলা যায় না।

গ উদ্দীপকে জনাব রাহাতের মধ্যে একজন উদ্যোক্তার 'দূরদৃষ্টি' গুণটি প্রকট বলে আমি মনে করি।
ভবিষ্যতের সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতাই হলো দূরদৃষ্টি। একজন উদ্যোক্তাকে নানা ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাই ভবিষ্যৎ অনুমান করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারলে প্রতিষ্ঠানে সাফল্য আসে।
উদ্দীপকের জনাব রাহাত একজন উদ্যোক্তা। তিনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেন। তাই মানুষের কর্মব্যস্ততার দিকে লক্ষ রেখে একটি প্রিজার্ভিং ফুড তৈরির কারখানা স্থাপন করলেন। মানুষের কর্মব্যস্ততার কারণে অদূর ভবিষ্যতে মানুষ বাজার ও রান্না করার সময় পাবেনা। তখন মানুষ এ ধরনের প্রিজার্ভিং ফুডের ওপর নির্ভরশীল হবে। জনাব রাহাতের এরূপ ভাবনা একজন উদ্যোক্তার দূরদৃষ্টি গুণটিরই বহিঃপ্রকাশ। তাই বলা যায়, তার মধ্যে দূরদৃষ্টি গুণটি প্রকট রয়েছে।

ঘ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনাব রাহাতের মতো উদ্যোক্তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।
একজন উদ্যোক্তা নিজের পাশাপাশি অন্যদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। এছাড়াও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, মানবসম্পদের উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, অর্থনীতির গতিশীলতা বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবসায় উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
উদ্দীপকের জনাব রাহাত একজন দূরদৃষ্টি গুণসম্পন্ন উদ্যোক্তা। ভবিষ্যতে মানুষ কর্মব্যস্ত হয়ে পড়লে বাজার ও রান্না করার সময় থাকবে না। তখন তারা প্রিজার্ভিং ফুডের ওপর নির্ভর করবে। এই কথা ভেবে জনাব রাহাত একটি প্রিজার্ভিং ফুড তৈরির কারখানা স্থাপন করলেন।
তিনি প্রিজার্ভিং ফুড কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে নিজের পাশাপাশি অন্যদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছেন। এতে বেকারত্ব হ্রাস পাবে। তার প্রতিষ্ঠান থেকে ভালো মানের খাবার সরবরাহের মাধ্যমে দেশের মানুষের খাবারের চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে। এছাড়াও তার উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে সম্পদের সঠিক ব্যবহার হবে। সর্বোপরি জাতীয় আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি মানুষের জীবনযাত্রার মানও বাড়বে। তাই বলা যায়, জনাব রাহাতের মতো উদ্যোক্তারাই দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১১ মমিনুল হক বর্তমানে স্কাই রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানটির মালিক। ৩০ বছর আগে মমিনুল হক বুঝতে পেরেছিলেন ঢাকার আশ-পাশের জমির দাম বাড়বে। তাই তিনি ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে অর্থ নিয়ে সাভারে ৫০ একর জমি ক্রয় করে রেখেছিলেন। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানটি দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় একটি রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান।
[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. সাপটা কী? ১
খ. 'সফল উদ্যোক্তা একজন ভালো নেতা'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. স্কাই রিয়েল এস্টেট গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশের কোন উপাদানটির ভূমিকা সর্বাধিক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কোন গুণটির কারণে মমিনুল হক সফল উদ্যোক্তা হয়েছেন? তোমার মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কভুক্ত দেশসমূহ নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে যে চুক্তিতে আবদ্ধ তাকেই সাপটা বলে।

খ যে উদ্যোক্তা তার ব্যবসায়ের চিন্তা বাস্তবায়ন করে সফল হন তিনিই সফল উদ্যোক্তা।
একজন ভালো নেতা কর্মীদের সাথে সহযোগিতামূলক আচরণ করে তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করেন। অপরদিকে, একজন সফল উদ্যোক্তাও বিভিন্ন কৌশলে অধস্তনদের কাছ থেকে কাজ আদায় করেন। একইভাবে একজন উদ্যোক্তা নেতার মতোই প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো কাজে লাগান। তাই বলা যায়, নেতৃত্বের গুণাবলির দ্বারাই একজন উদ্যোক্তা সফল উদ্যোক্তা হয়ে ওঠেন।

গ উদ্দীপকে স্কাই রিয়েল এস্টেট গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশের মূলধনের সহজ প্রাপ্যতা উপাদানটির সর্বাধিক ভূমিকা রয়েছে।
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মূলধন আবশ্যক। মূলধনের সহজ প্রাপ্যতা হলো সহজেই প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করতে পারা। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিবেশ অনুকূল হলে সহজে মূলধনের যোগান দেওয়া সম্ভব হয়।
উদ্দীপকের মমিনুল হক স্কাই রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানের মালিক। ৩০ বছর আগে তিনি ঢাকার আশপাশের জমি কেনার সিদ্ধান্ত নেন। এক্ষেত্রে তিনি ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে অর্থের ব্যবস্থা করেন। ব্যাংক থেকে নেয়া অর্থ দিয়ে তিনি সাভারে ৫০ একর জমি কেনেন। বর্তমানে মমিনুল হকের প্রতিষ্ঠানটি দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে পারায় মমিনুল হক তখন জমি কিনতে পেরেছিলেন। তাই বলা যায়, স্কাই রিয়েল এস্টেট-এর সফলতার পেছনে মূলধনের সহজ প্রাপ্যতার ভূমিকা সর্বাধিক।

ঘ 'দূরদৃষ্টি' গুণটির কারণে উদ্দীপকের মমিনুল হক সফল হয়েছেন বলে আমি মনে করি।
ভবিষ্যৎ সমস্যা ও সম্ভাবনা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সামর্থ্যই হলো দূরদৃষ্টি। একজন উদ্যোক্তাকে তার ব্যবসায়ের সকল সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এক্ষেত্রে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অনুমান করে করণীয় ঠিক করতে হয়। উদ্যোক্তার দূরদৃষ্টি গুণটি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।
উদ্দীপকের মমিনুল হক ৩০ বছর আগে বুঝতে পেরেছিলেন ঢাকার আশপাশের জমির দাম বাড়বে। তাই রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানের হয়ে তিনি সাভারে ৫০ একর জমি কেনেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি ব্যাংকের সাহায্য নেন। ৩০ বছর আগে জমি কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বর্তমানে স্কাই রিয়েল এস্টেট দেশের শীর্ষ স্থানীয় রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান।
স্কাই রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানের মালিক মমিনুল হক ৩০ বছর আগে অনুমান করে জমি কেনার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ভেবেছিলেন ঢাকার আশপাশের জমির দাম বাড়বে। তাই ঝুঁকি নিয়ে তিনি জমি ক্রয় করেন। তার অনুমান সঠিক ছিল বলেই স্কাই রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান সফলতা পেয়েছে। সুতরাং, মমিনুল হকের দূরদৃষ্টির কারণেই বর্তমানে তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ১২ শিউলি আক্তার এলাকার একটি ঋণদানকারী সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে একটি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শুধু গ্রামেই নয়, শহরেও খামারের পশু বিক্রি করে লাভবান হন। তিনি মনস্থির করলেন তার খামারটি বড় করবেন। এ লক্ষ্যে তিনি শহরের একটি ব্যাংক থেকে ৫ লাখ টাকা ঋণ সুবিধা নিয়ে খামারটি আরও বড় করেন। তার ভাবনা হচ্ছে– নিজের ইচ্ছা পূরণের আগ্রহ থাকলেই কেবল একজন লোক ব্যবসায়ী হতে পারে। *[ঢাকা কমার্স কলেজ]*

ক. নারী উদ্যোক্তা কে? ১

খ. শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে এসএমই ফাউন্ডেশনের ভূমিকা কী? ২

গ. উদ্দীপকে শিউলির কর্মকাণ্ডকে কী বলা হয়?– ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে শিউলির নিজস্ব গুণই তাকে ব্যবসায়ী হয়ে উঠতে সাহায্য করে– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নারী কর্তৃক ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে ঐ নারীকে নারী উদ্যোক্তা বলা হয়।

খ এসএমই হলো- Small and Medium Enterprise।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়তনের ব্যবসায় সম্প্রসারণ, উন্নয়ন, তথ্য ও প্রযুক্তি সরবরাহ, ঋণ সহায়তা ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ সরকারের স্বাধীন স্বতন্ত্র ও অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান হলো এসএমই ফাউন্ডেশন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সংগঠনটি গঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে এবং উদ্যোক্তাদের সহায়তা করতে কাজ করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত শিউলির কর্মকাণ্ডকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলা যায়।

ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে। অর্থাৎ, মুনাফার লক্ষ্যে ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদনের উপকরণসমূহ একত্রিত করে নতুন কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে।

উদ্দীপকের শিউলি আক্তার এলাকার একটি ঋণদানকারী সংস্থা থেকে ঋন নিয়ে ডেইরি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার গ্রামের পাশাপাশি শহরেও পশু বিক্রি করে লাভবান হন। তাই দেখা যায়, শিউলি আক্তার ঝুঁকি নিয়ে নিজেই একটি খামার তথা ব্যবসায় শুরু করেন। তার একান্ত চেষ্টার খামারটি সাফল্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এজন্য তার কর্মকাণ্ডকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকে শিউলির নিজস্ব গুণই তাকে ব্যবসায়ী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে উক্তিটি যথার্থ।

একজন সফল ব্যবসায়ী বা ব্যাবসায় উদ্যোক্তা হতে হলে কোনো ব্যক্তির মধ্যে ইচ্ছা পূরণের আগ্রহ বা কৃতিত্ব অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকতে হয়। ভবিষ্যৎ সাফল্য ও কৃতিত্ব অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা একজন ব্যক্তিকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলে ও সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভে সহায়তা করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত শিউলি আক্তার ঋণ নিয়ে একটি ডেইরি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত ফার্মের পশু তিনি গ্রামের পাশাপাশি শহরেও বিক্রি করে লাভবান হন। তিনি ফার্মটি বড় করার মনস্থির করে ব্যাংক থেকে বড় অঙ্কের ঋণ নেন। তার ধারণা হচ্ছে নিজের ইচ্ছা পূরণের আগ্রহ থাকলেই কেবল একজন লোক ব্যবসায়ী হতে পারে।

শিউলি আক্তার নিজস্ব ইচ্ছা-আগ্রহ নিয়ে ফার্মটি শুরু করেন। নিজস্ব অর্থও তার ছিল না। ঋণ নিয়ে তিনি কার্যক্রম শুরু ও প্রসার করেন। তার এই সাফল্যের পেছনে মূলত তার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তাই বলা যায়, শিউলির নিজস্ব উদ্যোক্তাসুলভ গুণই তাকে ব্যবসায়ী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ মনির হোসেন চাকরি না খুঁজে ব্যবসায় শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি রামগঞ্জে নিজ বাড়ির আঙিনায় প্রাথমিকভাবে ২০০ মুরগি নিয়ে পোলট্রি ব্যবসায় শুরু করেন। দৃঢ় মনোবল, কঠোর পরিশ্রম আর দক্ষ নেতৃত্বের গুণে তিনি ব্যবসায়ে বেশি উন্নতি করেন। কিন্তু বার্ড ফ্লু দেখা দেওয়ায় তিনি বেশ লোকসানের সম্মুখীন হন। এ অবস্থা মোকাবেলায় তিনি একটি ব্যাংকের সহযোগিতা কামনা করেন। *[রাজবাড়ী সরকারি কলেজ]*

ক. নারী উদ্যোক্তা কে? ১

খ. শিল্পোদ্যোক্তা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. কোন পরিবেশের উপাদান মনির হোসেনের ব্যবসায় লোকসানের সম্মুখীন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাংকের সহায়তা নিয়ে মনির হোসেনের ব্যবসায় সম্প্রসারণের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল নারী ঝুঁকি নিয়ে নতুন পণ্য বা সেবা উৎপাদনের লক্ষ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে তারাই নারী উদ্যোক্তা।

খ যে ব্যক্তি লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নেন তিনিই শিল্পোদ্যোক্তা।

উদ্যোক্তা হলেন একটি ব্যবসায়ের সৃজনশীলতা ও পরিবর্তনের রূপকার। শিল্পোদ্যোক্তাগণ নতুন পণ্য ও ধারণা নিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেন। তারা দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতার সাথে লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যান। আমেরিকার বোর্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ফোর্ড, জাপানের ম্যাটসুসিটা কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা কনোকে ম্যাটগুসিটা বিশ্ববিখ্যাত শিল্পোদ্যোক্তা।

গ ব্যবসায়ের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান উদ্দীপকের মনির হোসেনের ব্যবসায়কে লোকসানের সম্মুখীন করছে বলে আমি মনে করি।

কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জলবায়ু ভূ-প্রকৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। এ পরিবেশ ব্যবসায়ের সামষ্টিক বা বাহ্যিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়।

উদ্দীপকের মনির হোসেন নিজ বাড়ির আঙিনায় ২০০ মুরগি নিয়ে পোলট্রি ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি ব্যবসায়ে বেশ উন্নতিও করেন। কিন্তু, মুরগির বার্ড ফ্লু রোগ দেখা দেওয়ায় তিনি লোকসানের সম্মুখীন হন। মুরগির বার্ড-ফ্লু রোগটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ। ফলে এটি মনির হোসেনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়। তাই বলা যায়, বার্ড ফ্লু নামক প্রাকৃতিক পরিবেশের নেতিবাচক উপাদানটির কারণেই ব্যবসায়টি লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে।

ঘ ব্যাংকের সহায়তা নিয়ে উদ্দীপকের মনির হোসেনের ব্যবসায় সম্প্রসারণের বিষয়টি যথার্থ ও যৌক্তিক।

ব্যবসায় উদ্যোক্তা ঝুঁকি নিতে পছন্দ করেন। ব্যর্থ হলে একজন উদ্যোক্তা থেমে যান না। ব্যর্থতার কারণ চিহ্নিত করে তা সমাধান করেন। এছাড়াও ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যান।

উদ্দীপকের মনির হোসেন চাকরি না খুঁজে ব্যবসায় শুরু করেন। দৃঢ় মনোবল, কঠোর পরিশ্রম আর দক্ষ নেতৃত্বের গুণে তিনি ব্যবসায়ে উন্নতি করেন। কিন্তু বার্ড ফ্লু রোগের কারণে তিনি লোকসানের সম্মুখীন হন। তার এই অবস্থা মোকাবেলা করার জন্যে তিনি ব্যাংকের সহযোগিতা কামনা করেন।

একজন উদ্যোক্তা ব্যবসায়ের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যান। বার্ড ফ্লু রোগের কারণে মনির হোসেনের ব্যবসায়ে লোকসান হয়। তাই তিনি ব্যাংক থেকে অর্থের ব্যবস্থা করে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে চায়। এতে বোঝা যায় যে, তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পছন্দ করেন।

http://teachingbd.com

এছাড়াও ব্যবসায়ের লোকসানের কারণটি অনিয়ন্ত্রণযোগ্য। তাই ব্যবসায় সম্প্রসারণ করে পুনরায় সঠিকভাবে পরিচালনা করলে মনির হোসেন সফল হবেন বলে আশা করা যায়। সুতরাং, মনির হোসেনের ব্যাংকের সহায়তা নিয়ে ব্যবসায় সম্প্রসারণের সিদ্ধান্তটি সঠিক।

প্রশ্ন ▶ ১৪ মিস কণা ডিগ্রি পাস করে কিছু একটা করবে ভাবছিলেন। এ সময় তার বাবা সরকারি চাকরি ছেড়ে বাবা ও মেয়ে মিলে একটি বুটিক কারখানা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির পর চলতি মূলধনের যোগান দিতে না পারায় কারখানাটা চালু করা যাচ্ছিল না। এ অবস্থায় কণার বাবা পুরো কারখানাটি তার নামে লিখে দিলেন। মিস কণা অল্প ঘোরাঘুরিতেই ঋণ পাওয়ায় কারখানাটি চালু করা সম্ভব হয়েছে। সরকার থেকে নানা সুবিধা পাওয়ায় এখন কারখানাটি ভালো চলছে। *[কুমিল্লা কমার্স কলেজ]*

ক. প্রজ্ঞা কী? ১

খ. প্রশিক্ষণ কেন প্রয়োজন? ২

গ. উদ্দীপকের কারাখানিট চালু করতে না পারার পিছনে উদ্যোক্তার কোন কাজে সমস্যা হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিস কণার নামে কারখানাটি লিখে দেওয়ার কারণ উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভবিষ্যৎ সমস্যা ও সম্ভাবনা অনুমান করে বাস্তবসম্মত সঠিক সিদ্ধান্ত নে য়ার ক্ষমতাকে বলা হয় প্রজ্ঞা।

খ কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত শিক্ষাই হলো প্রশিক্ষণ।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত ব্যক্তির কার্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এতে তিনি অল্প সময়ে অধিক কাজ করতে পারেন। ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। দক্ষতার সাথে কাজ করায় অপচয়ও কম হয়। তাই যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাজ শুরুর আগে প্রশিক্ষণ জরুরি।

গ উদ্দীপকের কারখানাটি চালু করতে না পারার পিছনে উদ্যোক্তার অর্থসংস্থান কাজে সমস্যা হয়েছিল।

প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন বুঝে উপযুক্ত উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ ও কাজে লাগানোর প্রক্রিয়াই হলো অর্থসংস্থান। অর্থকে ব্যবসায়ের জীবন শক্তি বলা হয়। কারণ যেকোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোক্তার স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন হয়। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য চলতি মূলধনের প্রয়োজন হয়।

উদ্দীপকে মিস কণা তার বাবাকে নিয়ে একটি বুটিক কারখানা গড়ে তোলেন। তারা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির পর চলতি মূলধনের যোগান দিতে পারেননি। তাই কারখানা চালু করতে পারেননি। তারা কারখানা গঠনের জন্য স্থায়ী মূলধনের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু, কারখানার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য চলতি মূলধন সংগ্রহে ব্যর্থ হন। এক্ষেত্রে অর্থসংস্থানের কাজটি সুষ্ঠুভাবে করতে না পারায় উক্ত কারখানাটি চালু করা যায়নি।

ঘ উদ্দীপকে মিস কণা নারী উদ্যোক্তা হিসেবে ঋণ প্রাপ্তির অগ্রাধিকার পাবেন বলে তার বাবা তার নামে কারখানাটি লিখে দেন।

নারী উদ্যোক্তা বলতে এমন কোনো মহিলাকে বোঝায় যিনি কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক অথবা অংশীদার বা কোম্পানির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫১% শেয়ারের মালিক। নারী উদ্যোক্তাদের এগিয়ে নিতে মহিলা অধিদপ্তর, বিসিক, যুব, উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা সাহায্য-সহযোগিতা দিচ্ছে।

উদ্দীপকের কারখানাটি চলতি মূলধনের অভাবে চালু করা সম্ভব হয়নি। তাই মিস কণার বাবা কারখানাটি মিস কণার নামে লিখে দেওয়ায় এ কারখানাটির মালিক এখন মিস কণা। তিনি এ কারখানার মালিক হওয়ায় একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে গণ্য হবেন।

তিনি নারী উদ্যোক্তা হওয়ায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সহজে ঋণ পাওয়ার অধিকারী। তাই তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই ঋণ পেয়ে গেলেন। ফলে কারখানাটি চালু রাখা সম্ভব হয়। তিনি সরকারি আরো নানা সুবিধা পাওয়ায় কারখানাটি খুব ভালো চলছে। নারী উদ্যোক্তা হিসেবে এসব সুবিধা পাওয়ার জন্য মূলত কারখানাটি মিস কণার নামে লিখে দেয়া হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৫ পপি যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ শেষে ২৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে একটি নার্সারি স্থাপন করেন। এখানে উন্নত মানের ও উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ধরনের ফলজ ও বনজ চারা গাছ উৎপাদন করা হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন এসে তার নার্সারি থেকে চারা গাছ কিনে নেয়। এতে আর্থিক ভাবে তিনি লাভবান হন। ধীরে ধীরে নার্সারির পরিধি বড় হচ্ছে। তার নার্সারিতে কাজ করে প্রায় সাত জন বেকার নারী। *[লক্ষীপুর সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যবসায় উদ্যোগ কী? ১

খ. ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে আত্মবিশ্লেষণ কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. পপি তার কর্মকাণ্ডে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো যে, পপি একজন সফল নারী উদ্যোক্তা? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঝুঁকি নিয়ে লাভের আশায় ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা করাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে।

খ নিজের ক্ষমতা, গুণ বা দক্ষতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে নিজেই নিজের মূল্যায়ন করাকে আত্মবিশ্লেষণ বলে।

ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ একটি ঝুঁকিপূর্ণ প্রচেষ্টা। এক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণসমূহকে একত্রিত করে তা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হয়। এটি করতে গিয়ে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করতে হয়। সফলতা ব্যর্থতার সব দায়ভার উদ্যোক্তাকে নিতে হয়। তাই উদ্যোগ গ্রহণে আত্মবিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকের পপি তার কর্মকাণ্ডে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করেন।

প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের রূপ পরিবর্তন করে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করা হয়। শিল্পের মাধ্যমে এ উপযোগ তৈরি করা হয়। যেমন: নার্সারি, ডেইরি ফার্ম, চিনি শিল্প, পোশাক তৈরি, সেতু নির্মাণ প্রভৃতি রূপগত উপযোগ সৃষ্টির উদাহরণ।

পপি যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি নার্সারি স্থাপন করেন। এখানে উন্নতমানের ও উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ধরনের ফলজ ও বনজ চারা গাছ উৎপাদন করা হয়। এক্ষেত্রে পপি বীজ থেকে চারা উৎপাদন করেন। এরূপ উৎপাদন শিল্পের আওতাভুক্ত; যা রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের পপির কর্মকাণ্ড রূপগত উপযোগ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত।

ঘ আমি মনে করি, উদ্দীপকের পপি একজন সফল নারী উদ্যোক্তা।

একজন উদ্যোক্তা লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করেন। এক্ষেত্রে তিনি নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেন। এছাড়াও একজন উদ্যোক্তা সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, অভাব পূরণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন।

উদ্দীপকের পপি যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ শেষে ২৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে একটি নার্সারি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তিনি বিভিন্ন ধরনের

http://teachingbd.com

মানসম্পন্ন ফলজ ও বনজ চারা গাছ উৎপাদন করেন। বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন এসে তার নার্সারি থেকে চারা কিনে নেয়। ধীরে ধীরে তার নার্সারির আয়তন বাড়ছে। তার নার্সারিতে কাজ করেন সাতজন বেকার নারী।

পপি ঋণ নিয়ে ঝুঁকি গ্রহণের মাধ্যমে নার্সারি স্থাপন করেছেন। এখানে তিনি মানসম্পন্ন চারা গাছ উৎপাদনের মাধ্যমে মানুষের চারা গাছের অভাব পূরণ করেছেন। নার্সারিতে পপি নিজের পাশাপাশি আরও সাতজন বেকার নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছেন। এর মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। এছাড়াও উৎপাদনে গাছের বীজ ও নার্সারির স্থান কাজে লাগানোর মাধ্যমে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমে একজন সফল উদ্যোক্তার কর্মকাণ্ডই ফুটে উঠেছে। তাই, পপিকে একজন সফল নারী উদ্যোক্তা বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১৬ অল্প পুঁজি নিয়ে তানজিনা নিজ ঘরেই একটি বুটিক কারখানা গড়ে তুলেছেন। পাইকাররা ডিজাইন অনুসারে কাপড় নিয়ে যান। চাহিদা থাকার পরও বিদ্যুৎ সুবিধা না থাকায় ব্যবসায়কে বড় করতে পারছেন না। স্থানীয় প্রকৌশলীর সঙ্গে কথা বলে বিদ্যুৎ সংযোগের আশ্বাস পেয়েছেন। অন্যদিকে পুঁজির সংস্থানের জন্য বেসরকারি কিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। নানা ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যে তানজিনা নিজ ব্যবসায়কে এগিয়ে নিতে বধ্য পরিকর।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

ক. বিমসটেক কী? ১

খ. ঝুঁকি গ্রহণ করার মানসিকতা উদ্যোক্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্যোক্তার দৃষ্টিকোণ থেকে তানজিনার এরূপ কর্মকাণ্ডকে কী বলা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোন ধরনের ব্যবসায়িক সেবা তানজিনার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমসটেক হলো– এশিয়ান আঞ্চলিক সংস্থা যা সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করে।

সহায়ক তথ্য

BIMSTEC-এর পূর্ণরূপ হলো Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic cooperation.

খ লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে যে ব্যক্তি ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করেন তাকে উদ্যোক্তা বলে।

ব্যবসায় ও ঝুঁকি পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঝুঁকি ছাড়া ব্যবসায় চিন্তাও করা যায় না। তাই উদ্যোক্তাকে সফল হতে হলে ঝুঁকি নিতে হয়। এছাড়াও একজন উদ্যোক্তাকে সব সময় অনিশ্চয়তার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সেক্ষেত্রে পরিমিত পরিমাণ ঝুঁকি না নিলে ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। তাই, লক্ষ্য অর্জনে উদ্যোক্তার ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্যোক্তার দৃষ্টিকোণ থেকে তানজিনার বুটিক কারখানা গড়ে তোলার এরূপ কর্মকাণ্ডকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে।

লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করাকে উদ্যোগ বলে। এটি মূলত ব্যবসায় শুরুর সাথে সম্পর্কিত। এর মাধ্যমে নিজের পাশাপাশি অন্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়।

উদ্দীপকের তানজিনা খাতুন অল্প পুঁজি নিয়ে নিজ ঘরেই একটি বুটিক কারখানা গড়ে তুলেছেন। পাইকাররা ডিজাইন অনুসারে তার থেকে কাপড় নিয়ে যান। চাহিদা থাকায় তিনি ব্যবসায়টি সম্প্রসারণ করতে চাইছেন। এরূপ ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ব্যবসায় উদ্যোগের আওতাভুক্ত। সুতরাং, তানজিনার কর্মকাণ্ডকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলা যায়।

ঘ ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য তানজিনার বর্তমানে সংরক্ষণমূলক সেবা প্রয়োজন।

প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের বাধা দূর করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সংরক্ষণমূলক সহায়তার দরকার হয়। ব্যবসায়ের আধুনিকীকরণ, ব্যবসায় সম্প্রসারণ, পণ্যমান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য ও সেবার বৈচিত্র্যায়ন প্রভৃতি সংরক্ষণমূলক সেবার অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের তানজিনা একটি বুটিক কারখানা গড়ে তুলেছেন। তার পণ্যের চাহিদা থাকার পরেও বিদ্যুৎ সুবিধা না থাকায় ব্যবসায়টি সম্প্রসারণ করতে পারছেননা। স্থানীয় প্রকৌশলীর সাথে কথা বলে এ ব্যাপারে তিনি আশ্বাস পেয়েছেন। এছাড়াও তিনি বাড়তি পুঁজির জন্য কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করছেন।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরও বিভিন্ন ধরনের বাধা-বিপত্তি দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে সংরক্ষণমূলক সহায়তার মাধ্যমে বাধা-বিপত্তি দূর করে ব্যবসায় টিকিয়ে রাখা সহজ হয়। উদ্দীপকের তানজিনা বিদ্যুৎ সুবিধা না থাকায় ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে পারছেন না। এছাড়া ব্যবসায় সম্প্রসারণে তার পুঁজিরও দরকার হবে। তাই বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করছেন। এক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক সুবিধা এবং পুঁজির যোগান দিয়ে ব্যবসায় সম্প্রসারণে সহায়তা করা সম্ভব। তাই বলা যায়, সংরক্ষণমূলক সহায়ক সেবার মাধ্যমে তানজিনা ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ১৭ মিসেস মমতা 'গ্রিন আপেল' নামক প্রতিষ্ঠানের ৫০ শতাংশ শেয়ারের মালিক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ফল আমদানিকারক। ২০১৬ সালে পবিত্র রমজানের ৩ মাস আগে তিনি ব্যবসায়িক কাজে সৌদি আরব সফরে গেলে দেখতে পান বাজারে নতুন খেজুর এসেছে এবং দামও খুব কম। ব্যবসায়ীরা জানালেন শিগগিরই দাম বেড়ে যাবে। চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি মাথায় রেখে তিনি ১০ মে. টন খেজুরের ফরমায়েশ দেন। খেজুর বিক্রি করে ঐ বছর প্রতিষ্ঠানটি প্রচুর মুনাফা পায়। *[সিলেট সরকারি কলেজ]*

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী? ১

খ. ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে আত্মবিশ্লেষণ কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২

গ. খেজুর ক্রয়ের সিদ্ধান্ত মিসেস মমতার মধ্যে উদ্যোক্তার কোন গুণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিসেস মমতাকে কি একজন নারী উদ্যোক্তা বলা যায়? যুক্তিসহ তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সীমিত মূলধন ও ঝুঁকি নিয়ে নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

খ নিজের ক্ষমতা, গুণ বা দক্ষতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে নিজেই নিজেকে মূল্যায়ন করাকে আত্মবিশ্লেষণ বলে।

ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণসমূহকে একত্রিত করে তা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হয়। এটি করতে গিয়ে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করতে হয়। সফলতা ব্যর্থতার সব দায়ভার উদ্যোক্তাকে নিতে হয়। তাই, উদ্যোগ গ্রহণে আত্মবিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Teachingbd.com

গ উদ্দীপকের খেজুর ক্রয়ের সিদ্ধান্তে মিসেস মমতার মধ্যে উদ্যোক্তার দূরদৃষ্টি গুণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ভবিষ্যৎ সমস্যা ও সম্ভাবনা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে যথার্থ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাই দূরদৃষ্টি। একজন উদ্যোক্তাকে সবসময় অনিশ্চয়তার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাই সঠিকভাবে ভবিষ্যৎ অনুমান করতে পারলে লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়।

উদ্দীপকে মিসেস মমতা 'গ্রিন আপেল' নামক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি ২০১৬ সালে পবিত্র রমজানের ৩ মাস আগে ব্যবসায়িক কাজে সৌদি আরব যান। তখন দেখতে পেলেন বাজারে নতুন খেজুর এসেছে এবং দামও খুব কম। রমজানে চাহিদা বৃদ্ধির কথা ভেবে তিনি ১০ মে. টন খেজুরের ফরমায়েশ দেন। সুতরাং, মিসেস মমতার ভবিষ্যতে চাহিদা বাড়ার কথা বিবেচনা করা উদ্যোক্তার দূরদৃষ্টি গুণটিরই বহিঃপ্রকাশ।

ঘ ৫১% শেয়ারের মালিক না হওয়ায় উদ্দীপকের মিসেস মমতাকে একজন নারী উদ্যোক্তা বলা যায় না।

বাংলাদেশ জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ অনুযায়ী নারী উদ্যোক্তা হলো কোনো ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের মালিক, যৌথ অংশীদার অথবা কোম্পানির ক্ষেত্রে এর পরিচালক বা কমপক্ষে ৫১% শেয়ারের মালিক। মূলত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত নারীকেই নারী উদ্যোক্তা বলা যায়।

উদ্দীপকের মিসেস মমতা 'গ্রিন আপেল' নামক প্রতিষ্ঠানের ৫০% শেয়ারের মালিক। এছাড়াও তিনি এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। তার দূরদৃষ্টির কারণে প্রতিষ্ঠানটি প্রচুর মুনাফা অর্জন করে।

মিসেস মমতা কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গঠন ও পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত নয়। তিনি গ্রিন আপেল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। অর্থাৎ, একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও উক্ত প্রতিষ্ঠানে তার শেয়ারের মালিকানার পরিমাণ ৫০%। কিন্তু একজন নারী উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫১% শেয়ারের মালিক হতে হয়। তাই, এক্ষেত্রে মিসেস মমতাকে নারী উদ্যোক্তা বলা যায় না

প্রশ্ন ▶ ১৮ জনাব আরিফ আমের মৌসুমে রাজশাহী থেকে আম কিনে সিলেট বিক্রি করেন। অন্যান্য ফল ব্যবসায়ীগণ ফরমালিনের কথা চিন্তা না করেই রাজশাহীর বাজার থেকে আম কিনে সিলেটের বাজারে বিক্রি করে। কিন্তু, জনাব আরিফ সরাসরি রাজশাহীর আমের বাগান থেকে ফরমালিনমুক্ত আম কেনেন। ফরমালিনমুক্ত আম পচে লাভের পরিবর্তে ক্ষতিও হতে পারে। তা জেনেও তিনি এই কাজই করেন।

[সিলেট সরকারি কলেজ]

ক. ব্যবসায় কী? ১

খ. প্রাথমিক শিল্প বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব আবিফের ব্যবসায়ে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব আরিফের কাজে উদ্যোক্তার কোন গুণটি ফুটে উঠেছে বলে তুমি মনে করো। তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈধভাবে পরিচালিত যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকে (উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয় ইত্যাদি) ব্যবসায় বলে।

খ প্রকৃতি থেকে সম্পদ উৎপাদন ও সংগ্রহের কার্যক্রমকে প্রাথমিক শিল্প বলে।

এ শিল্পে মানবীয় প্রচেষ্টার ভূমিকা খুবই কম। প্রাথমিক শিল্প সরাসরি প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত। যেমন: ভূগর্ভ থেকে খনিজ সম্পদ সংগ্রহ বা ধান চাষ বা গবাদি পশু পালন, মাছ চাষ।

গ উদ্দীপকে জনাব আরিফের ব্যবসায়ে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়।

উৎপাদনকারী ও ভোক্তার মধ্যে দূরত্বের সমস্যা সমাধানই হলো স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি। পরিবহনের মাধ্যমে স্থানগত উপযোগ তৈরি হয়। যেমন: বরিশালের পেয়ারা ঢাকায় এনে বিক্রি করা হলে. সেক্ষেত্রে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হবে।

উদ্দীপকের জনাব আরিফ আমের ব্যবসায়ী। তিনি আমের মৌসুমে রাজশাহী থেকে আম কিনে সিলেটে বিক্রি করেন। রাজশাহীতে আমের উৎপাদন বেশি হয় তাই দামও কম থাকে। তাই জনাব আরিফ রাজশাহী থেকে আম কিনে সিলেট নিয়ে যান। এতে সিলেটের ভোক্তারা রাজশাহীর আম খেতে পারছে। তাই বলা যায়, জনাব আরিফ সিলেট ও রাজশাহীর দূরত্বের বাধা দূর করে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করেন।

ঘ উদ্দীপকে জনাব আরিফের কাজে উদ্যোক্তার ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা গুণটি ফুটে উঠেছে বলে আমি মনে করি।

উদ্যোক্তাকে সব সময় অনিশ্চয়তার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতকে অনুমান করে তাকে ঝুঁকি নিতে হয়। পরিমিত পরিমাণ ঝুঁকি নিয়ে সফল হতে পারলেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সফলতা আসে।

উদ্দীপকের জনাব আরিফ রাজশাহী থেকে আম কিনে সিলেটে বিক্রি করেন। তিনি রাজশাহীর বাজার থেকে ফরমালিনমুক্ত আম কেনেন। তিনি জানেন ফরমালিন মুক্ত আম পচে লাভের পরিবর্তে ক্ষতি হতে পারে। ক্ষতির সম্ভাবনা জেনেও তিনি ফরমালিনমুক্ত আম কেনেন।

একজন উদ্যোক্তা ঝুঁকি নিতে পিছপা হন না। তিনি জানেন ব্যবসায়ে সফল হতে হলে ঝুঁকি নিতেই হবে। উদ্দীপকের জনাব আরিফ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মতো ফরমালিনযুক্ত আম কেনেন না। ফরমালিনমুক্ত আম দ্রুত পচে গিয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তিনি ক্ষতির সম্ভাবনা জেনেও ফরমালিনমুক্ত আম কেনেন। তাই বলা যায়, জনাব আরিফের ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা গুণটির কারণেই তিনি ফরমালিনমুক্ত আম কিনে থাকেন।

প্রশ্ন ▶ ১৯ মিস রিমি এমবিএ পাস করে চাকরি না করে নিজেই ভাবলেন যে, তিনি আন্যদের চাকরি দিবেন। এজন্য তিনি নকশা হাতের কাজ ও এমব্রয়ডারির প্রশিক্ষণ নেন। এরপর কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে একটি বুটিক হাউজ গড়ে তোলেন। এখানে তিনি ২০ জন মহিলা শ্রমিক দিয়ে কাজ করালেও প্রতিবছরই অনেক মহিলার কাজের সুযোগ হচ্ছে।

[পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী? ১

খ. একমালিকানা ব্যবসায় বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে মিস রিমি যে বুটিক হাউজ স্থাপন করলেন একে কোন ধরনের কাজ বলা যায়? ৩

ঘ. উদ্দীপকে এ ধরনের কাজে সরকার বিভিন্ন সহায়তা করেছে এর পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সীমিত মূলধন ও ঝুঁকি নিয়ে নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

খ যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একজন ব্যক্তির মালিকানায় গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে।

এরূপ ব্যবসায় সংগঠনের মালিকের সংখ্যা কখনো একের অধিক হতে পারে না। এ ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় মূলধন মালিক একাই সরবরাহ এবং মুনাফাও একাই ভোগ করেন। ব্যবসায়ের যাবতীয় ঝুঁকি ও দায়-দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হয়। যে কেউ উদ্যোগী হয়েই এ ব্যবসায় গঠন করতে পারে।

গ উদ্দীপকে মিস রিমির বুটিক হাউজ স্থাপন ব্যবসায় উদ্যোগমূলক কাজের অন্তর্গত।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করাই ব্যবসায় উদ্যোগ। এর মাধ্যমে নিজের পাশাপাশি অন্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। এটি মূলত নতুন ব্যবসায় শুরুর সাথে সম্পর্কিত।

http://teachingbd.com

উদ্দীপকে মিস রিমি এমবিএ পাস করে চাকরি না করে নিজেই অন্যদের চাকরি দেওয়ার কথা ভাবলেন। তাই নকশা, হাতের কাজ ও এমব্রয়ডারির ওপর প্রশিক্ষণ নেন। এরপর ঋণ নিয়ে একটি বুটিক হাউজ গড়ে তোলেন; যেখানে ২০ জন মহিলার কাজের সুযোগ হয়েছে। এছাড়াও প্রতিবছর এখানে কাজের সুযোগ বাড়ছে। মিস রিমির এরূপ নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কর্মকাণ্ড ব্যবসায় উদ্যোগের সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায়। তাই, একে ব্যবসায় উদ্যোগমূলক কাজ বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকের ব্যবসায় উদ্যোগমূলক কাজে সরকার বিভিন্নভাবে (পরামর্শ, মূলধন যোগান, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি) সহায়তা প্রদান করছে।

ব্যবসায় উদ্যোগ একটি ঝুঁকিপূর্ণ ও সৃজনশীল কাজ। তাই সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দেওয়া হয়। ব্যবসায় উদ্যোগে সরকারি সহায়তা দানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, সরকারি ব্যাংক, এসএমই ফাউন্ডেশন, যুব অধিদপ্তর, মহিলা অধিদপ্তর প্রভৃতি।

উদ্দীপকে মিস রিমি এমবিএ পাস করে চাকরি করার পরিবর্তে অন্যকে চাকরি দেওয়ার কথা ভাবছেন। এজন্য তিনি নকশা, হাতের কাজ ও এমব্রয়ডারির ওপর প্রশিক্ষণ নেন। পরবর্তীতে কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে একটি বুটিক হাউজ গড়ে তোলেন; যার মাধ্যমে এখন প্রতিবছরেই কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

সরকারি সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) অবকাঠামোগত বৈষয়িক ও সমর্থনমূলক সেবা দিয়ে থাকে। এসএমই ফাউন্ডেশন পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি ঋণ সহায়তা দেয়। সরকারি ব্যাংকগুলো মূলধন যোগানে সাহায্য করে। এছাড়াও উৎসাহ ও উদ্দীপনামূলক সহায়তা দিয়ে থাকে। যুব ও মহিলা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। উদ্দীপকের মিস রিমি এরূপ সহায়তাগুলো পাওয়ার মাধ্যমেই তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলতে পেরেছে। তাই বলা যায়, ব্যবসায় উদ্যোগের উন্নয়নে সরকারি সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶২০ মি. শরিফ একজন প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তা। কোন পণ্যের চাহিদা বর্তমান ও ভবিষ্যতে কেমন হবে, ভোক্তার আচরণ কী হবে ইত্যাদি সম্পর্কে আগেই বুঝতে পারার গুণ তাকে সফল উদ্যোক্তা হতে সাহায্য করেছে। সাব্বির একজন ছোট ব্যবসায়ী। তারও ইচ্ছা মি. শরিফের মতো সফল উদ্যোক্তা হওয়া। অনেকে সাব্বিরকে সৎ, সৃজনশীল ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো সাহসী বলে মতামত দিয়েছেন।

[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা]

ক. শিল্পোদ্যোক্তা কী? ১

খ. আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. শরিফের মধ্যে উদ্যোক্তার কোন বিশেষ গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সাব্বিরের সফল উদ্যোক্তা হওয়ার ইচ্ছা বাস্তবায়ন কি সম্ভব? মতামত দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদনের উপকরণসমূহ একত্রিত করে নিজের চেষ্টায় ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিকে শিল্পোদ্যোক্তা বলে।

খ আত্মকর্মসংস্থান বলতে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করাকে বোঝায়।

এর মাধ্যমে নিজের দক্ষতা, চেষ্টা ও গুণাবলির দ্বারা নিজেই নিজের কাজের সুযোগ তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে নিজেই স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে ঝুঁকি নিয়ে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করা যায়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম।

গ উদ্দীপকের মি. শরীফের মধ্যে উদ্যোক্তার দূরদৃষ্টি গুণটি ফুটে উঠেছে।

এ গুণ উদ্যোক্তাকে ভবিষ্যৎ সমস্যা ও সম্ভাবনা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। একজন উদ্যোক্তা সবসময় অনিশ্চয়তার মধ্যে সিদ্ধান্ত নেন। তাই ভবিষ্যতকে অনুমান করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারলেই ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন সহজ হয়।

উদ্দীপকের মি. শরীফ একজন প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তা। তিনি পণ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুমান করতে পারেন। এছাড়াও ভবিষ্যতে ভোক্তার আচরণ কী হবে তাও আগে থেকে বুঝতে পারেন। এরূপ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগেই সঠিক অনুমান করতে পারার ক্ষমতাই দূরদৃষ্টি গুণটির বহিঃপ্রকাশ। তাই বলা যায়, দূরদৃষ্টি গুণটিই মি. শরীফকে উদ্যোক্তা হতে সাহায্য করেছে।

ঘ উদ্দীপকে সাব্বিরের সফল উদ্যোক্তা হওয়ার ইচ্ছা বাস্তবায়ন সম্ভব বলে আমি মনে করি।

একজন সফল উদ্যোক্তা তার ব্যবসায়িক চিন্তার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন। তার মধ্যে সততা, সৃজনশীলতা, ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা, সাহসিকতা, দূরদৃষ্টি, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি গুণ থাকে; যা তাকে সফল হতে সাহায্য করে।

উদ্দীপকে মি. শরিফ একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সফল উদ্যোক্তা। অন্যদিকে সাব্বির একজন ছোট ব্যবসায়ী। তিনি মি. শরিফের মতো সফল উদ্যোক্তা হতে চান। অনেকে সাব্বিরকে সৎ, সৃজনশীল ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো সাহসী বলে মনে করেন।

একজন উদ্যোক্তা তার উদ্যোক্তাসুলভ গুণাবলির মাধ্যমেই সফলতা অর্জন করেন। সাব্বিরের মধ্যে সফল উদ্যোক্তা হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আছে। তিনি সৎ ও সৃজনশীল। তার সততা ব্যবসায়ের সুনাম বৃদ্ধি করবে। সৃজনশীলতা দিয়ে তিনি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়াও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো অন্যতম গুণটিও সাব্বিরের রয়েছে। যার ফলে তিনি ঝুঁকি নিয়ে সহজেই ব্যবসায়ে সফলতা আনতে পারবেন। তাই বলা যায়, উদ্যোক্তাসুলভ গুণাবলি থাকার কারণে সাব্বিরের সফল উদ্যোক্তা হওয়া সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶২১ মিসেস 'এইচ' বাংলাদেশের একজন সফল উদ্যোক্তা। ছোটবেলা থেকেই তিনি নারীদের বেকারত্ব লাঘবের চিন্তা করতেন। এক পর্যায়ে তিনি তার এলাকার গরিব নারীদের কাছ থেকে প্রতি সপ্তাহে চাল উত্তোলন করে সঞ্চয়ের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলেন। এরই ধারাবাহিকতায় নারীদের উন্নয়নে তার হাতেই গড়ে ওঠে একটি বেসরকারি সংগঠন। বর্তমানে যেটি দেশের সর্ববৃহৎ নারী এনজিও সংগঠন।

[সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]

ক. বোনাস শেয়ার কী? ১

খ. বাংলাদেশে আমদানি বাণিজ্য কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটির নাম কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ ধরনের সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মতামত দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ হিসেবে নগদ অর্থ প্রদানের পরিবর্তে শেয়ার ইস্যু করা হলে তাকে বোনাস শেয়ার বলে।

খ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে নিজ দেশে আনাকে আমদানি বলে।

বর্তমান বিশ্বে সব দেশই নিজেদের চাহিদা পূরণের জন্য অন্য দেশ থেকে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে। সাধারণত কোনো দেশে যেসব পণ্যের ঘাটতি থাকে সেসব পণ্য অন্য দেশ থেকে আনতে হয়। বাংলাদেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের (যেমন- তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক পণ্য, কৃষিপণ্য প্রভৃতি) ঘাটতি রয়েছে। বিদেশ থেকে পণ্য এনে দেশের চাহিদা মেটানোর জন্যেই বাংলাদেশে আমদানি বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ।

http://teachingbd.com

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটির নাম "ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ" (TMSS)।

ড. হোসনে আরা বেগম অক্লান্ত পরিশ্রম আর দৃঢ়তা দিয়ে ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ গড়ে তোলেন। এটি প্রতিষ্ঠার সময়ে ১২৬ জন মহিলা তাদের সংগৃহীত ২০৬ মণ চালসহ তাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব ড. হোসনে আরা বেগমকে দেন। তিনি বিভিন্ন উপায়ে নারীদের উন্নয়নে ও স্বাবলম্বী করে তুলতে কাজ করেন।

উদ্দীপকে মিসেস "এইচ" ছোটবেলা থেকেই নারীদের বেকারত্ব লাঘবের চিন্তা করতেন। তিনি গরিব নারীদের থেকে চাল সঞ্চয় করে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলেন। এরই ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠে বর্তমানের সর্ববৃহৎ নারী এনজিও সংগঠনটি। উদ্দীপকের মিসেস "এইচ" এর সংগঠনটির সাথে ড. হোসনে আরা বেগমের "ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ" পুরোপুরি মিলে যায়। সুতরাং, উদ্দীপকে ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘের কথাই বলা হয়েছে।

ঘ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘের মতো বেসরকারি সংগঠনগুলোর অবদান অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসব সংস্থা মূলত গ্রামের বিত্তহীন গরিব মানুষদের সহায়তা করে। এগুলোর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেকারত্ব হ্রাস করা।

উদ্দীপকে নির্দেশিত ড. হোসনে আরা বেগম একজন সফল উদ্যোক্তা। তিনি নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য কাজ করেছেন। গরিব নারীদের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলেন। এরই ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠে ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ। গরিব মহিলাদের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সংগঠনটি এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের গরিব জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্র্যাক, মাইডাস, গ্রামীণ ব্যাংক TMSS, আশা প্রভৃতি বেসরকারি সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। এরূপ সংগঠন থেকে আগ্রহীদেরকে স্বাবলম্বী করতে আর্থিক সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়া হয়। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস করে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। আবার, সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের পাশাপাশি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নেও কাজ করছে। এসব সংগঠন তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৈষম্যহীন, সমৃদ্ধ সমাজ গঠন করতে চায়। তাই, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে TMSS এর মতো সংগঠনগুলোর ভূমিকা অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶ ২২ রাবেয়া ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকে। রাবেয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছবি আঁকে ও ব্যানার লিখে থাকে। তার নিখুঁত ও আকর্ষণীয় কাজ দেখে শিক্ষক ও বন্ধু-বান্ধব সবাই প্রশংসা করে। পরীক্ষার পর রাবেয়া একটি বেসরকারি সংস্থার অনুরোধে পোস্টার ও ব্যানার তৈরি করে দেয়। এতে তার হাতে বেশকিছু অর্থ আসে তার উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। কিন্তু কিছু সমস্যার বৃহৎ পরিসরে রাবেয়া তার কর্মকে নিয়ে এগিয়ে নিতে পারছে না। *[চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ]*

ক. সাবসিডিয়ারি কোম্পানি কী? ১

খ. ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে আত্মবিশ্লেষণ কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২

গ. উদ্দীপকে রাবেয়ার মধ্যে উদ্যোক্তার কোন গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. রাবেয়ার মতে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে দেশে বিশাল উদ্যোক্তা শ্রেণি তৈরি করা সম্ভব— মূল্যায়ন করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে কোম্পানির অধিকাংশ শেয়ার, পরিচালনা ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ অন্য কোনো কোম্পানির কাছে থাকে সেই কোম্পানিকে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি বলে।

সহায়ক তথ্য

সাবসিডিয়ারি কোম্পানির অধিকাংশ শেয়ার ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি হোল্ডিং কোম্পানির কাছে থাকে।

খ নিজের ক্ষমতা গুণ ও দক্ষতা যাচাইয়ের জন্যে নিজেই নিজেকে মূল্যায়ন করাকে আত্মবিশ্লেষণ বলে।

ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণসমূহকে একত্রিত করে তা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হয়। এটি করতে গিয়ে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করতে হয়। সফলতা ও ব্যর্থতার সব দায়ভার উদ্যোক্তাকেই নিতে হয়। তাই উদ্যোগ গ্রহণে আত্মবিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে রাবেয়ার মধ্যে উদ্যোক্তার 'সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি' গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে।

নিজের চিন্তা ও দক্ষতা থেকে নতুন কিছু তৈরির ক্ষমতাই হলো সৃজনশীলতা। এর মাধ্যমেই উদ্যোক্তা ব্যবসায়ে নতুন পণ্য বা ধারণা নিয়ে আসেন। একজন উদ্যোক্তা যত বেশি সৃজনশীল হবেন তার সফলতাও তত সহজ হবে।

উদ্দীপকের রাবেয়া ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকে। এছাড়াও সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছবি আঁকে ও ব্যানার লিখে। তার কাজ দেখে শিক্ষক ও বন্ধুবান্ধব সবাই প্রশংসা করে। একটি বেসরকারি সংস্থার পোস্টার ও ব্যানার তৈরি করে সে কিছু অর্থ পায়। রাবেয়ার ছবি আঁকার গুণটি তার ব্যক্তিগত দক্ষতার প্রকাশ করে। নিজের চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এরূপ কিছু তৈরি করাই হলো সৃজনশীলতা। তাই বলা যায়, রাবেয়ার মধ্যে উদ্যোক্তার সৃজনশীলতা গুণটি রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের রাবেয়ার মতো সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করে দেশে বিশাল উদ্যোক্তাশ্রেণী তৈরি করা সম্ভব- কথাটি যথার্থ।

বাংলাদেশ মানবসম্পদের সম্ভাবনাময় দেশ। তবে উদ্যোগ গ্রহণের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা না থাকায় মানুষ বেতনভিত্তিক চাকরির আশা করে। এভাবে বেকারত্ব বাড়ছে। তাই সঠিক পরিকল্পনা, মূলধনের যোগান, পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে দেশের উদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব।

উদ্দীপকের রাবেয়া তার সৃজনশীলতা দিয়ে ছবি আঁকে। ইতিমধ্যেই সে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। এছাড়াও একটি বেসরকারি সংস্থার পোস্টার ও ব্যানার তৈরি করে সে কিছু অর্থ পায়। এতে তার উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। তবে কিছু সমস্যার কারণে সে তার কার্যক্রমকে বড় পরিসরে এগিয়ে নিতে পারছে না।

উদ্দীপকের রাবেয়া তার কার্যক্রমের বড় পরিসরে এগিয়ে নিতে চায়। তার সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা থেকে তৈরি করা পোস্টার ও ব্যানার সবার কাছে প্রশংসিত। এক্ষেত্রে ব্যবসায় উদ্যোগ নেয়ার ক্ষেত্রে রাবেয়ার মূলধন, পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। যথাযথ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে রাবেয়ার মতো উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করা যায়। তাই বলা যায়, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার মাধ্যমে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করে দেশে বিশাল উদ্যোক্তা শ্রেণি তৈরি করা সম্ভব।

http://teachingbd.com

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র

অধ্যায়-৯: ব্যবসায়ে সহায়ক সেবা

প্রশ্ন ▶১ রংপুরের মিতালী দত্ত নাটোর ও পাবন থেকে মাছ সংগ্রহ করে শুঁটকি তৈরি করে তা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করেন। ঋণের জন্য তিনি বিভিন্ন ব্যাংকে যোগাযোগ করলেও জামানত ছাড়া ঋণ নিতে পারেন না। তার এক বন্ধু তাকে একটি ব্যাংকের নাম বলে যেখানে তার মতো ব্যবসায়ীদের জামানত ছাড়া ঋণ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তিনি ঐ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে সফল হন এবং ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হন। *[চা. বো., কু. বো., চ. বো. ১৭]*

ক. BSCIC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. এসএমই ফাউন্ডেশন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মিতালী দত্ত জামানত ছাড়া কোন ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে এরূপ ব্যাংক ঋণ কতটুকু অবদান রাখতে সক্ষম? যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BSCIC-এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation।

সহায়ক তথ্য

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে তোলায় সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান হলো বিসিক (BSCIC)।

খ SME -এর পূর্ণরূপ হলো Small and Medium Enterprise।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী বাংলাদেশ সরকারের স্বাধীন, স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হলো এসএমই ফাউন্ডেশন। এ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক দাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় পুনঃঅর্থায়ন করায় দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এ খাতে ঋণ দিতে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাচ্ছে; যা দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকের মিতালী দত্ত জামানত ছাড়া গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে পারেন।

গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের বিত্তহীন, দুস্থ নারী ও পুরুষদের ব্যাংকিং এবং ঋণ সুবিধা দেয়। দরিদ্র ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান কর্মসূচি নিয়ে এ প্রকল্প গঠিত হয়।

উদ্দীপকের মিতালী দত্ত নাটোর ও পাবনা থেকে মাছ সংগ্রহ করে শুঁটকি তৈরি করেন। এরপর তা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করেন। ব্যবসায়টি সম্প্রসারণ করতে ঋণের জন্য তিনি বিভিন্ন ব্যাংকে যোগাযোগ করলেও জামানত ছাড়া ঋণ নিতে পারেন না। বন্ধুর পরামর্শে তিনি একটি ব্যাংকে ঋণের জন্য যান, যেখানে ব্যবসায়ীদের জামানত ছাড়া ঋণ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। ব্যাংকটি নারী উদ্যোক্তাদের এরূপ ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে। এ ধরনের ঋণদান কার্যক্রম গ্রামীণ ব্যাংক সম্পাদন করে থাকে। সুতরাং, মিতালী দত্ত গ্রামীণ ব্যাংক হতে জামানত ছাড়া ঋণ পেতে পারেন।

ঘ নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম।

গ্রামীণ ব্যাংক যা দরিদ্র নারী উদ্যোক্তাদের জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে। এটি নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা করে থাকে।

উদ্দীপকের মিতালী দত্ত গ্রামীণ ব্যাংক হতে জমানাতবিহীন ঋণ পেয়ে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করেন। যার ফলে তিনি নিজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারেন। তিনি একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে এরূপ ঋণ পেয়ে সহজেই তার ব্যবসায়িক উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন।

এদেশে অসংখ্য দরিদ্র নারী উদ্যোক্তা রয়েছে যারা সহজ শর্তে ঋণের অভাবে নিজস্ব ব্যবসায় গঠনে পিছিয়ে পড়ছে। গ্রামীণ ব্যাংক এরূপ দরিদ্র নারী উদ্যোক্তাদের দলগতভাবে জামানতবিহীন ঋণ দিয়ে থাকে। এতে সহজেই নারী ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায় চালাতে ও সম্প্রসারণ করে লাভবান হতে পারেন। মহাজন শ্রেণির ঋণের অতিরিক্ত সুদের প্রকোপ থেকে এরা রক্ষা পেতে পারেন। এ ধরনের ঋণ নিয়ে তারা মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগির খামার তৈরি করে ক্ষুদ্র শিল্প ও প্রকল্প উন্নয়ন করতে পারেন; যা অন্য নারীদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। অন্যরাও উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী হন। সুতরাং, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের জামানতবিহীন ঋণ অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶২ জনাব জাহিদ একজন চিংড়ি রপ্তানিকারক। তিনি হিমায়িত চিংড়ি প্যাকেট করার জন্য উন্নত মানের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা পর্যাপ্ত না হওয়ায় যন্ত্রপাতি আমদানি বিলম্বিত হচ্ছে। সম্প্রতি সরকার চিংড়িখাতে কর অবকাশ প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে। বিষয়গুলো নিয়ে জনাব জাহিদ খুব চিন্তিত। অথচ জনাব জাহিদ ২০১২ সালে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে সেরা রপ্তানিকারকের পুরস্কার পেয়েছিলেন। রপ্তানি উন্নয়নে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। *[চা. বো. ১৭]*

ক. ASEAN কী? ১

খ. ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনাব জাহিদ কোন প্রতিষ্ঠান হতে সেরা রপ্তানিকারকের স্বীকৃতি পান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমর্থনমূলক সহায়তার অভাবই জনাব জাহিদের দুশ্চিন্তার মূল কারণ – তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ASEAN-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Association of South East Asian Nations। আঞ্চলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র মিলে যে সংস্থা গড়ে তুলেছে তাকে আসিয়ান বলে।

খ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে গঠন ও পরিচালনায় সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যে সেবার প্রয়োজন পড়ে তাকে সহায়ক সেবা বলে।

ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় সফলভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ী সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। এজন্য শুধু নিজের বুদ্ধিমত্তা বা সামর্থ্য দিয়ে সব কাজ করা সম্ভব নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হয়। আর অন্যের সাহায্য-সহযোগিতাই হলো ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা।

গ উদ্দীপকের জনাব জাহিদ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রতিষ্ঠান হতে সেরা রপ্তানিকারকের স্বীকৃতি পান।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে কাজ করছে। এটি একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করে উৎপাদিত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব জাহিদ একজন চিংড়ি রপ্তানিকারক। তিনি ২০১২ সালে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে সেরা রপ্তানিকারকের পুরস্কার পেয়েছিলেন। রপ্তানি উন্নয়নে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতিষ্ঠানটি দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে। এটি দেশীয় রপ্তানিকারকদের সাথে বিদেশি ক্রেতাদের বাণিজ্য

Teachingbd.com

চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা করে। রপ্তানি বাণিজ্যে অর্থ সংগ্রহেও উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের সহায়তা করে। এসব কার্যক্রম দেশের রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। সুতরাং, উদ্দীপকে এ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করা হয়েছে; যা জনাব জাহিদকে সেরা রপ্তানিকারকের স্বীকৃতি দিয়েছে।

ঘ সমর্থনমূলক নয় বরং সংরক্ষণমূলক সহায়তার অভাবই জনাব জাহিদের দুশ্চিন্তার মূল কারণ বলে আমি মনে করি।

উদ্যোক্তা ব্যবসায় গঠনে আগ্রহী হওয়ার পর তা বাস্তবে গঠন করার জন্য সমর্থনমূলক সহায়তার প্রয়োজন হয়। আর নবগঠিত ব্যবসায়কে টিকিয়ে রাখার জন্য সংরক্ষণমূলক সহায়তা প্রয়োজন হয়। কর অবকাশ, ভর্তুকি প্রদান সংরক্ষণমূলক সহায়তার আওতাভুক্ত।

উদ্দীপকের চিংড়ি রপ্তানিকারক জনাব জাহিদ হিমায়িত চিংড়ি প্যাকেট করার জন্য উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা পর্যাপ্ত না থাকায় যন্ত্রপাতি আমদানি বিলম্বিত হচ্ছে। সম্প্রতি সরকার চিংড়ি খাতে কর অবকাশ প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে। সরকারের কর অবকাশ সুবিধা না পেলে জনাব জাহিদ তার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। এ কারণে তিনি চিন্তিত। একজন ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি যখন ব্যবসায় শুরু করেছেন তখন সমর্থনমূলক সহায়তা পেয়েছেন। যার ফলে তিনি ব্যবসায়টিকে বাস্তবে গঠন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তার ব্যবসায়কে সম্প্রসারণ কিংবা টিকিয়ে রাখার জন্য সংরক্ষণমূলক সহায়তার প্রয়োজন। তাই, সরকারি কর অবকাশ প্রত্যাহারের কারনেই তিনি দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

প্রশ্ন ▶৩ জার্মানি, স্পেন ও ইতালি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত তিনটি দেশ। একই মহাদেশের এ দেশগুলোর উন্নতির পেছনে রয়েছে একটি আন্তর্জাতিক জোট। এ জোটের অধীন দেশগুলো একই মুদ্রা ব্যবহার করে থাকে। পারস্পরিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সম্পর্ক উন্নয়নে এ জোট বিশ্বের অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। *[রা. বো., কু. বো., চ. বো. ১৭]*

ক. প্রজনন শিল্প কী? ১

খ. বিমা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন জোটের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এ জোট কি অনুসরণীয় হতে পারে? যুক্তিসহ লেখো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শিল্পে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বংশবিস্তারক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে প্রজনন শিল্প বলে।

খ বিমা হলো বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি, যেখানে বিমাকারী নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাগ্রহীতাকে সম্ভাব্য ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

মানুষের ভবিষ্যৎ আর্থিক অনটন ও অন্যান্য বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিমা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বিমাগ্রহীতা ব্যক্তির নিজের বা তার সম্পদের নির্দিষ্ট ক্ষতি সংঘটিত হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে, যা তাকে আর্থিক নিরাপত্তা দেয়।

গ উদ্দীপকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন জোটের কথা বলা হয়েছে।

ইউরোপীয়ান কমিউনিটি তাদের মধ্যকার অর্থনৈতিক বন্ধনকে মজবুত করে নিজেদেরকে একটা অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন জোট গঠন করে। এটি সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সফল আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, জার্মানি, স্পেন ও ইতালি অর্থনৈতিকভবে উন্নত তিনটি দেশ। একই মহাদেশের এ দেশগুলোর উন্নতির পেছনে একটি আন্তর্জাতিক জোট রয়েছে। এ জোটের অধীন দেশগুলো একই মুদ্রা ব্যবহার করে থাকে, যা ইউরো নামে পরিচিত। এছাড়া এর অধীন সবদেশ একই বহিঃশুল্ক হার ধার্য করে। এসব সুবিধা প্রদান করা ইউরোপীয় ইউনিয়ন জোটের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং, উদ্দীপকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন জোটের কথাই বলা হয়েছে।

ঘ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন জোট অনুসরণীয় হতে পারে।

বাইরের জগতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেকেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন জোটের অভ্যুদয়কে নিজেদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখে। এরূপ জোট গঠনের ফলে দ্রুত অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জিত হয়।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, জার্মানি, স্পেন ও ইতালি এ দেশগুলোর উন্নতির পেছনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক জোট রয়েছে। পারস্পরিক অর্থনৈতিক ও সম্পর্ক উন্নয়নে এ জোট বিশ্বের অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন জোট সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সফল আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এটি সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পণ্য, সেবা, মূলধন ও জনশক্তির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করে। যা তাদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায়। তারা নিজেদের মধ্যে একটা সাধারণ মুদ্রা চালু করে ও একই হারে বহিঃশুল্ক ধার্য করে। যার ফলে ব্যবসায় বাধাসমূহ সহজেই দূর হয়। এতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন শুধু অর্থনৈতিক জোট এবং অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবেই নয়, শক্তিশালী রাজনৈতিক সংস্থা হিসেবেও ইউরোপকে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন যেভাবে সদস্য দেশগুলোর উন্নতি করতে পেরেছে, তা উন্নয়নশীল দেশের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে। এভাবে তারাও এভাবে তাদের দেশের দুর্বলতাগুলো একজোট হয়ে অপসারণ করতে পারে এবং উন্নতির জন্য কাজ করতে পারে।

প্রশ্ন ▶৪ জনাব রায়হান একটি রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এজন্য একটি প্রতিষ্ঠান তাকে তৈরি পোশাক সংক্রান্ত সব তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছিল। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে ৫০০ জন শ্রমিক কর্মচারী উৎপাদন কাজে নিয়োজিত। *[দি. বো. ১৭]*

ক. বণিক সভা বলতে কী বোঝায়? ১

খ. WTO কী উদ্দেশ্য নিয়ে গঠন করা হয়? ২

গ. জনাব রায়হানকে সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব রায়হানের প্রতিষ্ঠানটির মান উন্নয়নে আরও কী কী করা যায়? এ ব্যাপারে তোমার মতামত দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের, এলাকার বা দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও ব্যবসায়িক উন্নয়নের জন্য যে সংগঠন করে তাকে বণিক সভা বলে।

খ WTO-এর পূর্ণরূপ হলো World Trade Organization.

বিশ্ব বাণিজ্যকে সবার জন্য কল্যাণকর করতে যে প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে তার নাম হলো WTO। বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থাকে সুসংহত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। এটি সদস্যভুক্ত বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি করে ব্যবসায় সম্প্রসারণে সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকের জনাব রায়হানকে সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠানটি হলো বিজিএমইএ।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের স্বার্থরক্ষা ও ব্যবসায়িক উন্নয়নের জন্য বিজিএমইএ সমিতি কাজ করছে। এ সমিতি পোশাক প্রস্তুতকারী ও রপ্তানিকারকদের তথ্য প্রদান করে বাণিজ্যসংক্রান্ত কাজে সহায়তা করে।

উদ্দীপকের জনাব রায়হান একটি রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এজন্য একটি প্রতিষ্ঠান তাকে তৈরি পোশাক সংক্রান্ত সব তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছিল। প্রতিষ্ঠানটি বিদেশি ক্রেতা, ব্যবসায় সংঘ এবং বণিক সভাসমূহের সাথে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা করে। এটি দেশে এবং বিদেশে পোশাক মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণে এর সদস্যদের সংগঠিত করে থাকে। এসব বৈশিষ্ট্য বিজিএমইএ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, উদ্দীপকে জনাব রায়হানকে সহায়তা দানকারী প্রতিষ্ঠান হলো বিজিএমইএ ।

Teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকে জনাব রায়হানের গার্মেন্টিস শিল্প প্রতিষ্ঠানটির মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পোশাক শিল্প এ দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ শিল্পে লাখ লাখ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

উদ্দীপকের জনাব রায়হান গার্মেন্টিস শিল্পের মালিক। গার্মেন্টিস প্রতিষ্ঠায় বিজিএমইএ তাকে তৈরি পোশাক সংক্রান্ত সব তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছিল। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে ৫০০ জন শ্রমিক কর্মচারী উৎপাদন কাজে নিয়োজিত। প্রতিষ্ঠানটির মান উন্নয়নে উন্নয়নে আরও পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

উক্ত প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-কর্মী সংক্রান্ত বিবাদ থাকলে তা মীমাংসা করতে হবে। এতে মালিক-শ্রমিকদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। পোশাক শিল্প কারখানায় যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে সেই লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে। কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, শ্রমিক-কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বাণিজ্য সম্প্রসারণে আন্তর্জাতিক এবং বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এভাবে প্রতিষ্ঠানটির মান উন্নয়ন সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶৫ জনাব শাদীদ বিসিক (BSCIC) থেকে হস্তশিল্প তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়ে পাটজাত ব্যাগ ও গৃহসজ্জার পণ্য তৈরি শুরু করেন। উদ্ভাবনী শক্তি ও নৈপুণ্যের কারণে তার উৎপাদিত পণ্য ভোক্তাদের কাছে খুবই জনপ্রিয়তা পায়। চাহিদা বৃদ্ধির কারণে তার প্রতিষ্ঠানে নতুন ৪০ জন কর্মী নিয়োগ দেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায় সম্প্রসারণ করেন। শাদীদ পাশাপাশি অনলাইনে ও টেলিভিশনে পণ্য সম্পর্কে গ্রাহকদের জানানোর ব্যবস্থা করেন। এতে তার পণ্যের চাহিদা আমেরিকাসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সেখানে পণ্য রপ্তানি করতে সক্ষম হচ্ছেন। *[সি. বো. ১৭]*

ক. পণ্য বিনিময় কী? ১

খ. বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব শাদীদ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠান থেকে কোন ধরনের সহায়তা পেয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'পণ্য বিনিময় সহায়ক কাজের মাধ্যমে জনাব শাদীদ সারা বিশ্বে পণ্য রপ্তানি করতে সক্ষম হচ্ছেন'– উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য ও সেবাকর্ম ক্রয়-বিক্রয় কার্যাবলিকে পণ্য বিনিময় বা ট্রেড বলে।

খ উৎপাদিত পণ্য বা সেবার বণ্টন সংক্রান্ত যাবতীয় (ক্রয়, বিক্রয়, পরিবহন, গুদামজাতকরণ) কার্যক্রমই হলো বাণিজ্য।

এটি ব্যবসায়ের পণ্য বণ্টনকারী শাখা হিসেবে বিবেচিত। উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বা সেবা ভোক্তার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত স্থানগত, ব্যক্তিগত, সময়গত ও ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করে ভোক্তার নিকট পণ্য পৌঁছে দেওয়াই মূলত বাণিজ্যের কাজ।

গ জনাব শাদীদ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠান (বিসিক) থেকে উদ্দীপনামূলক সহায়তা পেয়েছেন।

উদ্দীপনামূলক সহায়তা বলতে উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীকে ব্যবসায় স্থাপনে অনুপ্রেরণা যোগাতে সক্ষম এমন সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানকে বোঝায়। প্রশিক্ষণ প্রদান, কারিগরি ও অর্থনৈতিক তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ প্রদান উদ্দীপনামূলক সহায়তার উদাহরণ।

উদ্দীপকের জনাব শাদীদ বিসিক থেকে হস্তশিল্প তৈরির ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি পাটজাত ব্যাগ ও গৃহসজ্জার পণ্য তৈরি শুরু করেন। অর্থাৎ জনাব শাদীদ বিসিক থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার মাধ্যমে হস্তশিল্প স্থাপনে উৎসাহিত হন। কারণ এর মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন কীভাবে হস্তশিল্প তৈরির কাজ করা যায়। তাই বলা যায়, জনাব শাদীদ বিসিক থেকে উদ্দীপনামূলক সহায়তা পেয়েছেন

ঘ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কাজকে পণ্য বিনিময় বলে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে বেশকিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়, যেমন: অর্থ সংক্রান্ত, ঝুঁকিগত, স্থানগত, সময়গত এবং তথ্যগত। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য যেসব কার্যাবলি সম্পাদন করা হয় সেগুলোকে বিনিময় সহায়ক কার্যাবলি বলে।

জনাব শাদীদ বিসিকের প্রশিক্ষণ শেষে হস্তশিল্প তৈরির কাজ শুরু করেন। তার উদ্ভাবনী শক্তি ও নৈপুণ্যের কারণে তার উৎপাদিত পণ্য ভোক্তাদের কাছে খুবই জনপ্রিয়তা পায়। তাই তিনি ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য বিসিক থেকে ঋণ নেন, যা অর্থগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে। আবার তার পণ্য সম্পর্কে টেলিভিশনের মাধ্যমে গ্রাহকদের জানানো হয়, যা তথ্যগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে। বর্তমানে তার পণ্যের চাহিদা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাই ঐ পণ্য তিনি বিদেশে রপ্তানি করতে পারছেন, যা স্থানগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে।

এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করেই জনাব শাদীদ তার ব্যবসায়ের পণ্য বিনিময় করে সফল হয়েছে। তাই বলা যায়, পণ্য বিনিময় সহায়ক কাজের মাধ্যমে জনাব শাদীদ সারা বিশ্বে পণ্য রপ্তানি করতে সক্ষম হচ্ছেন।

প্রশ্ন ▶৬ মরিয়ম বেগম ছিলেন একজন সাধারণ গৃহিণী। তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত একটি অমুনাফাভোগী লিমিটেড কোম্পানি থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান ও সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাদেরকে মূলধারার ব্যবসায়ীদের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য বিভিন্নমুখী সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। *[বি. বো. ১৭]*

ক. WTO-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মরিয়ম বেগম যে প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন সেটি নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা পালন করছে কীভাবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক WTO-এর পূর্ণরূপ হলো World Trade Organization।

খ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে গঠন ও পরিচালনায় সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যে সেবার প্রয়োজন পড়ে তাকে সহায়ক সেবা বলে।

ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় সফলভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ী সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। এজন্য শুধু নিজের বুদ্ধিমত্তা বা সামর্থ্য দিয়ে সব কাজ করা সম্ভব না-ও হতে পারে। এক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হয়। আর অন্যের সাহায্য-সহযোগিতাই হলো ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা।

গ উদ্দীপকে SME (এসএমই) ফাউন্ডেশনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের স্বাধীন, স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হলো এসএমই ফাউন্ডেশন। এটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়। এ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যাপক অবদান আছে।

উদ্দীপকের মরিয়ম বেগম ছিলেন একজন গৃহিণী। তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত একটি অমুনাফাভোগী কোম্পানি থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান ও সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাদেরকে মূলধারার ব্যবসায়ীদের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য বিভিন্নমুখী সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। যা নারী শিল্পোদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ও সহায়তার মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে। এটি একটি অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান, যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য কাজ করে। এসব বৈশিষ্ট্য এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে সম্পর্কিত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে এসএমই ফাউন্ডেশনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

http://teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকের মরিয়ম বেগম যে এসএমই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন সেটি নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
এসএমই ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অমুনাফাভোগী সংগঠন। এর মূল লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নকে গতিশীল করা।
উদ্দীপকের মরিয়ম বেগম এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। যা বর্তমান ও সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাদেরকে মূলধারার ব্যবসায়ীদের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য বিভিন্নমুখী সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।
এ এসএমই ফাউন্ডেশন নারী উদ্যোক্তাদেরকে বিশেষভাবে সহায়তা করে। নারী শিল্পোদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ও সহায়তার মাধ্যমে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল করে তুলে। উদ্দীপকে মরিয়ম বেগম প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যম এ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায়ই দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া এ এসএমই ফাউন্ডেশন নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে ব্যাংকসমূহকে উদ্বুদ্ধ করে, নারী উদ্যোক্তা বিষয়ক গবেষণা করে সেমিনার, প্রক্ষিণ ও সম্মেলনের আয়োজন করে। এটি সার্বিকভাবে নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶৭ রবি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে নার্সারি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেয়। তাদের নিজস্ব জমিতে নার্সারি শুরু করে। কিন্তু পর্যাপ্ত পুঁজির সংস্থান করতে না পারায় সে কিছুটা হতাশ। তার বন্ধুর পরামর্শে সে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহের জন্য আবেদন করে। প্রতিষ্ঠানটি তাকে মূলধন সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করছে। *[রা.বো. ১৬]*

ক. SME-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. ভর্তুকি প্রদান সহায়তা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রবি কোন ধরনের সহায়তার কারণে নার্সারি করার সিদ্ধান্ত নেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম ধরন উল্লেখপূর্বক মূল্যায়ন করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক SME-এর পূর্ণরূপ হলো Small and Medium Enterprise।

খ ভর্তুকি প্রদান হলো একটি সমর্থনমূলক সহায়ক সেবা।
ভতুর্কি প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তাকে ব্যবসায় স্থাপনে আগ্রহী হতে ও তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপদানে সমর্থন দেওয়া হয়। ভর্তুকির ফলে ব্যবসায় স্থাপন, পরিচালনা ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা যখন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন, সরকার তখন বিভিন্নভাবে ভতুর্কি ফি প্রদান করে। এতে উদ্যোক্তাও লাভবান হন এবং নতুন ব্যবসায় স্থাপনে অনুপ্রাণিত হন।

গ উদ্দীপকের রবি উদ্দীপনামূলক সহায়তার কারণে নার্সারি করার সিদ্ধান্ত নেয়।
একজন সম্ভাব্য উদ্যোক্তাকে ব্যবসায় গঠনে আগ্রহী ও প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে যেসব সেবা সুবিধার প্রয়োজন হয় তাই হলো উদ্দীপনামূলক সহায়তা। প্রশিক্ষণ, পরামর্শ প্রদান অন্যতম উদ্দীপনামূলক সহায়তা।
উদ্দীপকে রবি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে নার্সারি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেয়। পরবর্তীতে সে তাদের নিজস্ব জমিতে নার্সারি শুরু করে। অর্থাৎ রবি প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে উদ্যোগ গ্রহণ করার উপযোগী মনে করেছে। তার নার্সারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ প্রশিক্ষণ দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হয়েছে এবং যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে পর্যাপ্ত তথ্যও পেয়েছে। এসব বিষয় তাকে নার্সারি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছে, যা উদ্দীপনামূলক সহায়তার অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানটি একটি বেসরকারি সংস্থা, যার প্রধান কাজ হলো উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহায়তা করা।
সারা বিশ্বে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে আর্থিক, বৈষয়িকসহ নানা বিষয়ে বেসরকারি সংস্থা সহায়তা করে। এসব সংস্থা উল্লিখিত শ্রেণির মানুষকে উদ্যোগ গ্রহণ, তথ্য সরবরাহ এবং ঋণ দিয়ে সহায়তা করে। এসব প্রতিষ্ঠান সমাজের দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।
রবি যুব উন্নয়ন কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ নিয়ে নার্সারি ব্যবসায় শুরু করে। পর্যাপ্ত পুঁজি না থাকায় হতাশ হয়। তার বন্ধুর পরামর্শে সে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহের জন্য আবেদন করে। প্রতিষ্ঠানটি তাকে মূলধন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দ্বারা সহায়তা করছে।
বেসরকারি সংস্থার মূল কাজ রবির মতো কম বিত্তসম্পন্নদের আর্থিক, বৈষয়িক সহায়তা করা। এটি রবির মতো উদ্যোক্তাদের পরামর্শ প্রদান করে। মূলধন প্রদান ও তথ্য সরবরাহ করে এসব প্রতিষ্ঠান উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখে। এসবই দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য কাজ।

প্রশ্ন ▶৮ জাহিন পড়াশোনা শেষে বিশেষ ধরনের শিল্পের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি এলাকার দরিদ্র মহিলাদের নিয়োগ দেন। তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ ধরনের সরকারি সংস্থায় প্রেরণ করেন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির তৈরি বিভিন্ন পণ্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। *[কু. বো. ১৬]*

ক. FBCCI-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. বণিক সভা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দেশের অর্থনীতিতে জাহিনের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক FBCCI-এর পূর্ণরূপ হলো Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries।

খ কোনো নির্দিষ্ট এলাকার, স্থানের, অঞ্চলের বা দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণের যৌথ প্রচেষ্টায় গঠিত সংস্থাকে বণিক সভা বলে।
বণিক সভা হলো এমন একটি সংস্থা যা কোনো নির্দিষ্ট এলাকা, স্থান, অঞ্চল বা দেশের শিল্প ব্যবসায়ের উন্নয়নের স্বার্থে সেখানকার শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা গড়ে তোলেন। এ সংস্থা শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত পরামর্শ দান, বাজার তথ্য সরবরাহ ও বিভিন্ন নীতিমালা বাস্তবায়ন করে ব্যবসায়ীদের সাহায্য করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানটি হলো মহিলা অধিদপ্তর।
শহর ও গ্রামের মহিলাদের সৃজনশীলতার বিকাশ, আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গঠিত সংস্থা হলো মহিলা অধিদপ্তর। এ সংস্থা মহিলাদের প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে থাকে।
উদ্দীপকে জাহিন তার প্রতিষ্ঠানের মহিলা কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি বিশেষ ধরনের সংস্থায় অর্থাৎ মহিলা অধিদপ্তরে পাঠান। এ সংস্থাটি দরিদ্র মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ ও স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করেছে। মহিলাদের সৃজনশীলতার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন ঘটছে এ সংস্থার কারণেই।

ঘ দেশের অর্থনীতিতে জাহিনের ভূমিকা খুবই ফলপ্রসূ।
একজন সফল উদ্যোক্তা নতুন ব্যবসায় গঠন করেন। নিজের চিন্তার বাস্তবায়ন ঘটানোর মাধ্যমে সফলতা অর্জন করেন। এতে দেশে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বৃদ্ধি পায় তথাপি দেশের সার্বিক অর্থনীতি উপকৃত হয়।
উদ্দীপকে জাহিন বিশেষ ধরনের শিল্পের সংরক্ষণের জন্য একটি হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তার প্রতিষ্ঠানের দরিদ্র মহিলা কর্মীদের সরকারি সংস্থায় অর্থাৎ মহিলা অধিদপ্তরে প্রেরণ করেন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির পণ্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।
জনাব জাহিন হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছেন। তার প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। ফলে দেশের বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া তিনি দেশীয় হস্তশিল্পের পণ্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে দেশের সুনাম ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন। তাই দেশের অর্থনীতিতে জাহিনের নিজস্ব উদ্যোগ, শ্রম ও দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶৯ জার্মানি, ফ্রান্স ও ইতালির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা জানে না এমন কে আছে? অথচ তাদের এ সমৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক সাফল্যের পেছনে আছে এক বিশ্বখ্যাত অর্থনৈতিক জোট। যেখানে সদস্য দেশগুলো একই মুদ্রা ব্যবহার করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং মুক্তবাণিজ্য এলাকা স্থাপনে এ জোট সারা বিশ্বের কাছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। *[য. বো. ১৬]*

ক. WTO কী? ১

খ. TMSS কী কী কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে? ২

গ. উদ্দীপকে কোন অর্থনৈতিক জোটের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য কি এ জোট অনুসরণীয় হতে পারে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বের সব দেশ ও সংস্থার মধ্যে বাণিজ্যসংক্রান্ত নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের সাথে জড়িত একমাত্র আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হলো WTO।

খ TMSS-এর পূর্ণরূপ হলো ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ।

TMSS বগুড়া জেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিটি জেলায় এটির কার্যক্রম রয়েছে। TMSS দরিদ্র ও বিত্তহীন মহিলাদেরকে প্রশিক্ষণ ও ঋণদান, হাঁস-মুরগি প্রতিপালন, খামার পরিচালনা, নার্সারি পরিচালনা, মাছ চাষ ও কুটির শিল্পের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করে। এটি ঋণদান ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করে।

গ উদ্দীপকে জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশের অর্থনৈতিক জোট EU-এর কথা বলা হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক জোট বিদ্যমান। EU একটি অর্থনৈতিক জোট যেটি নির্দিষ্ট অঞ্চলভিত্তিক কাজ করে।

উদ্দীপকে জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশের অর্থনৈতিক জোটের কথা বলা হয়েছে। এ জোটটি হলো EU। EU-এর পূর্ণরূপ হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ইউরোপের ২৮টি দেশ নিয়ে এ জোট বিদ্যমান। এ জোটের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে অভিন্ন মুদ্রা 'ইউরো' চালু রয়েছে। ১৯৯৩ সালে ইইউ গঠিত হয়। এ জোটের মূল বিষয় হলো অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করে সীমানাহীন বাজার গড়ে তোলা। সুতরাং, উদ্দীপকে আঞ্চলিক যে অর্থনৈতিক জোটের কথা বলা হয়েছে সেটি হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

ঘ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন অনুসরণীয় জোট হতে পারে বলে আমি মনে করি।

বিশেষ সুবিধা অর্জনের জন্য কয়েকটি জাতি যখন একত্রিত হয় তখন সেটিকে জোট বলে। জোট অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হলে সেটিকে অর্থনৈতিক জোট বলে।

উদ্দীপকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং স্বনামধন্য অর্থনৈতিক জোট 'ইউরোপীয় ইউনিয়নের' কথা বলা হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন হাঙ্গামা লেগেই থাকতো। বাজারগত পার্থক্য এবং শুল্কগত বাধা থাকায় এ এলাকার বাণিজ্যেও ধীরগতি ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের পর বিশাল একটি বাজার শুল্কমুক্ত হলো। ২৮টি দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একত্রে কাজ করতে লাগলো। ফলে এ জোটভুক্ত সব রাষ্ট্রই আজ উন্নত।

উন্নয়নশীল দেশগুলো যদি ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো অর্থনৈতিক জোট গড়ে তোলে তাহলে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ হবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবে, পাশাপাশি অভিন্ন বাজার ও মুদ্রা চাহিদা-যোগান স্থিতিশীল রাখবে। সুতরাং, উন্নয়নশীল দেশের জন্য ইইউ একটি অনুকরণীয় জোট হিসেবে কাজ করতে পারে।

প্রশ্ন ▶১০ জনাব শাহীন আহমেদ একজন স্বনামধন্য তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক। তিনি নিয়মিত আমেরিকায় ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে তৈরি পোশাক রপ্তানি করেন। তিনি একটি সংগঠনের সদস্য। উক্ত সংগঠনটি শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সমস্যা হলে সমাধানের চেষ্টা করে এবং বিদেশে বাজার তৈরির জন্য বিভিন্ন পক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। সম্প্রতি আমেরিকা জি-এস-পি সুবিধা প্রত্যাহার ও কিছু শর্ত আরোপ করায় তিনি তার ব্যবসায়ের পণ্য বিপণন নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

ক. সাপটা কী? ১

খ. আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায় উদ্যোগের মধ্যে সম্পর্ক কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব শাহীন আহমেদ কোন সংগঠনের সদস্য? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতিতে জনাব শাহীন আহমেদের সমস্যা থেকে উত্তরণের সহায়তার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কভুক্ত দেশসমূহ নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাকেই সাপটা বলে।

সহায়ক তথ্য

SAPTA-এর পূর্ণরূপ হলো- SAARC Preferential Trading Arrangement.

খ স্ব-উদ্যোগেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। অন্যদিকে লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে।

আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায় উদ্যোগ উভয় ক্ষেত্রেই নিজের কাজের সুযোগ হয়। তবে ব্যবসায় উদ্যোগে নিজের পাশাপাশি অন্যদেরও কাজের সুযোগ তৈরির কথা চিন্তা করা হয়। অর্থাৎ, সব ব্যবসায় উদ্যোগ-ই আত্মকর্মসংস্থান কিন্তু সব আত্মকর্মসংস্থান ব্যবসায় উদ্যোগ নয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব শাহীন আহমেদ BGMEA নামক সংগঠনটির সদস্য।

BGMEA-এর পূর্ণরূপ হলো- Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association। এটি মূলত বাংলাদেশের তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের উন্নয়ন ও স্বার্থরক্ষায় গঠিত একটি সংগঠন। এটি দেশে ও দেশের বাইরে এর সদস্যদের স্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জনাব শাহীন আহমেদ একজন তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক। তিনি নিয়মিত আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে পোশাক রপ্তানি করেন। তিনি একটি সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটি শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সমস্যা হলে তা সমাধান করে। এছাড়াও এটি বিদেশে বাজার তৈরির জন্য বিভিন্ন পক্ষের সাথে যোগাযোগ করে। জনাব শাহীন আহমেদের সংগঠনটির সাথে BGMEA-এর কার্যক্রমের মিল আছে। তাই বলা যায়, জনাব শাহীন আহমেদ BGMEA-এর একজন সদস্য।

ঘ উদ্দীপকে জনাব শাহীন আহমেদের সমস্যা সমাধানে BGMEA সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

BGMEA-এর প্রধান উদ্দেশ্য পোশাক শিল্পের উন্নয়ন ও এ শিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের অধিকার নিশ্চিত করা। কিন্তু, পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সংগঠনটি সহায়তা করে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ করে নতুন বাজার তৈরির চেষ্টা করে।

উদ্দীপকে জনাব শাহীন আহমেদ একজন স্বনামধন্য তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক। তিনি আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে নিয়মিত পোশাক রপ্তানি করেন। সম্প্রতি আমেরিকা জি.এস.পি সুবিধা প্রত্যাহার ও পোশাক রপ্তানিতে কিছু শর্ত আরোপ করেছে। এ কারণে জনাব শাহীন আহমেদ তার পোশাক বিক্রি নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন।

http://teachingbd.com

জনাব শাহীন আহমেদ BGMEA-এর সহযোগিতায় নতুন বাজার তৈরির কাজ করতে পারেন। এতে আমেরিকাতে রপ্তানি সীমিত হলেও অন্য দেশগুলোতে বিক্রির সুযোগ তৈরি হবে। এছাড়া পোশাকের মান বৃদ্ধি করে রপ্তানির পরিমাণ বাড়াতে পারেন। অন্যদিকে, আমেরিকার আরোপ করা শর্ত পূরণের লক্ষ্যে তিনি BGMEA থেকে নির্দেশনা নিতে পারেন। এক্ষেত্রে শর্ত পূরণ করে তিনি আমেরিকাতে রপ্তানি করতে পারবেন। তাই বলা যায়, BGMEA-এর সহযোগিতার মাধ্যমে জনাব শাহীন আহমেদ দ্রুত তার সমস্যা সমাধান করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ১১ রহিম দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তাই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করে স্থানীয় যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে নার্সারি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে তাদের নিজস্ব জমিতে নার্সারি শুরু করে। কিন্তু পর্যাপ্ত পুঁজির সংস্থান করতে না পারায় সে কিছুটা হতাশ হয়। তার বন্ধুর পরামর্শে সে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহের জন্য আবেদন করে। প্রতিষ্ঠানটি তাকে মূলধন সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছে। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. সামাজিক ব্যবসায় কী? ১

খ. বাংলাদেশের পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে কোন প্রতিষ্ঠান ভূমিকা রাখছে?—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রহিম কোন ধরনের সহায়তার কারণে নার্সারি করার সিদ্ধান্ত নেয়?—ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রহিমকে দ্বিতীয় পর্যায়ে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানটি কী?—এর কার্যক্রমের ধরন উল্লেখপূর্বক দেশের অর্থনীতিতে এর ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের আশা না করে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে যে ব্যবসায় গঠন করা হয় তাকেই সামাজিক ব্যবসায় বলে।

সহায়ক তথ্য

সামাজিক ব্যবসায়ের প্রবক্তা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

খ বাংলাদেশের পণ্যের মান নির্ধারণ, পণ্যমান পরীক্ষা ও মান নিশ্চিত করার জন্য যে সরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে তাকে বিএসটিআই বলে।

বাংলাদেশের পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করে BSTI। এটি পণ্য ও সেবার বিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মানের সাথে দেশিয় মান নির্ধারণ করে। এছাড়া দৈর্ঘ্য, ওজন, ভার, আয়তন এবং শক্তির পরিমাপ বিষয়েও বাংলাদেশি মান প্রতিষ্ঠা করে। এ প্রতিষ্ঠান পণ্য আমদানি ও রপ্তানিতেও মান নির্ধারণ করে। তাই পণ্যের মান নির্ধারণে BSTI-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকের রহিম উদ্দীপনামূলক সহায়তার কারণে নার্সারি করার সিদ্ধান্ত নেয়।

উদ্দীপনামূলক সহায়তা একজন সম্ভাব্য উদ্যোক্তাকে ব্যবসায় গঠনে আগ্রহী করে তোলে। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। যেমন: প্রশিক্ষণ, তথ্য সরবরাহ, পরামর্শ, পণ্য ও প্রকল্প নির্বাচনে সহায়তা প্রভৃতি উদ্দীপনামূলক সহায়তার উদাহরণ।

উদ্দীপকের রহিম দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করে স্থানীয় যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে নার্সারি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেয়। এরপর সে নিজস্ব জমিতে নার্সারির কাজ শুরু করে। এক্ষেত্রে রহিম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নার্সারি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে। ফলে সে এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে আগ্রহী হয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্য উদ্দীপনামূলক সহায়তার সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, রহিমের উদ্যোগ গ্রহণের পেছনে প্রশিক্ষণ উদ্দীপনামূলক সহায়তা হিসেবে কাজ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে রহিমকে দ্বিতীয় পর্যায়ে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানটি হলো মাইডাস (MIDAS)। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

MIDAS-এর পূর্ণরূপ হলো- Micro Industries Development Assistance Services. মাইডাস ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের আর্থিক, কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সহায়তা দেয়। যেমন- প্রশিক্ষণ, ঋণ সুবিধা, তথ্য ও পরামর্শদান প্রভৃতি এর অন্তর্গত।

উদ্দীপকে রহিম যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি নার্সারি স্থাপন করে। কিন্তু প্রয়োজনীয় পুঁজির ব্যবস্থা না হওয়ায় সে হতাশ হয়। সে তার বন্ধুর পরামর্শে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মূলধন সরবরাহের জন্য আবেদন করে। প্রতিষ্ঠানটি তাকে মূলধন সরবরাহের পাশাপাশি পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছে। এ প্রতিষ্ঠানটি হলো মাইডাস।

মাইডাস সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। উদ্যোক্তাদের মূলধন যোগানের লক্ষ্যে ঋণ সহায়তা দেয়। এছাড়াও প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দেয়। ফলে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাগণ উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী হয়। এতে বেকারত্ব হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পায়। এছাড়া সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। মানুষের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়। সর্বোপরি দেশের সার্বিক অর্থনীতি গতিশীল হয়। তাই বলা যায়, মাইডাস দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ১২ আয়েশা বেগম হস্তশিল্পের ওপর প্রশিক্ষণ নেন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়, এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি ঋণ গ্রহণ করে একটি হস্তশিল্পের দোকান স্থাপন করে নিজের ও অন্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করেন। একজন মহিলা উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি সরকারের কাছ থেকে পুরস্কৃত হন। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. সাপটা কী? ১

খ. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উদ্দেশ্য কী? ২

গ. আয়েশা বেগম কোন ধরনের ব্যবসায়িক সহায়তা গ্রহণ করেছেন বলে তুমি মনে করো? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আয়েশা বেগমের মতো মহিলা উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এ ধরনের সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে—তোমার মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কভুক্ত দেশসমূহ নিজেদের বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাকেই সাপটা বলে।

সহায়ক তথ্য

SAPTA-এর পূর্ণরূপ হলো- SAARC Preferential Trading Arrangement.

খ বিশ্বের সব দেশ ও বাণিজ্য সংস্থার মধ্যে বাণিজ্য-বিষয়ক নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানটি হলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে সংক্ষেপে বলা হয় WTO (World Trade Organization)। বর্তমানে ১৬৪টি দেশ WTO-এর সদস্য। এটি উন্নয়নশীল দেশসমূহকে কারিগরি ও বাণিজ্যিক সহায়তা দেয়। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যিক বিরোধ নিরসনে কাজ করে। সর্বোপরি পৃথিবীর সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে শক্তিশালী অর্থনীতি তৈরি করাই এর উদ্দেশ্য।

গ উদ্দীপকের আয়েশা বেগম উদ্দীপনামূলক ব্যবসায়িক সহায়তা গ্রহণ করেছেন বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপনামূলক সহায়তা একজন সম্ভাব্য উদ্যোক্তাকে ব্যবসায় গঠনে আগ্রহী করে তোলে। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। যেমন: প্রশিক্ষণ, তথ্য সরবরাহ, পরামর্শ, প্রচার প্রভৃতি উদ্দীপনামূলক সহায়তার উদাহরণ।

আয়েশা বেগম হস্তশিল্পের ওপর প্রশিক্ষণ নেন। এরপর তিনি ঋণ নিয়ে একটি হস্তশিল্পের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রশিক্ষণ নেওয়ার মাধ্যমে হস্তশিল্পের কাজে দক্ষ হয়েছেন। ফলে তার এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণে

http://teachingbd.com

অনুগ্রহ তৈরি হয়েছে। এরূপ উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহ তৈরি করার উপাদানগুলোই উদ্দীপনামূলক সহায়তার সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, আয়েশা বেগম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্দীপনামূলক সহায়তা নিয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকের আয়েশা বেগমের মতো মহিলা উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এসএমই ফাউন্ডেশনের মতো সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে কাজ করে এসএমই ফাউন্ডেশন। এছাড়াও বিসিক, আশা, ব্র্যাক, প্রশিকা, মাইডাস প্রভৃতি সংস্থাগুলো উদ্যোক্তা উন্নয়নে কাজ করে। ফলে সম্ভাব্য উদ্যোক্তারা ব্যবসায় গঠনে আগ্রহী হয়।

উদ্দীপকের আয়েশা বেগম হস্তশিল্পের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি হস্তশিল্পের দোকান স্থাপন করেন। এক্ষেত্রে তিনি এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে ঋণ নিয়ে মূলধনের যোগান দেন। তার দোকানের মাধ্যমে নিজের ও অন্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। একজন মহিলা উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি সরকারের কাছ থেকে পুরস্কৃত হন।

আয়েশা বেগম প্রশিক্ষণ পেয়ে উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী হন। এরপর এসএমই ফাউন্ডেশনের দেয়া ঋণের মাধ্যমে মূলধনের ব্যবস্থা করেন। ফলে তিনি সহজেই ব্যবসায় গঠন করতে পারেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের মতো এরূপ সংস্থাগুলো উদ্যোক্তাদের পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, মূলধন, অবকাঠামোগত সুবিধা, আইনগত সহায়তা, ব্যবসায় সম্প্রসারণ প্রভৃতি সহায়তা দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিসিক, ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, মাইডাস, আশা, টিএমএসএস প্রভৃতি সংস্থাগুলো অন্যতম। এ ধরনের সংস্থাগুলোর সহায়ক সেবার মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ সহজেই ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করতে পারেন। তাই বলা যায়, উদ্যোক্তা সৃষ্টি সহায়ক সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ১৩ জনাব আহাম্মেদ আলী একটি কারখানা স্থাপনের জন্য সুবিধাজনক জমি খুঁজছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে জমি পওয়া গেলেও গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি প্রভৃতির সুবিধা ছিল না। অবশেষে বিসিক শিল্পনগরীতে এসব সুবিধাসহ একটি প্লট পান। ফলে কারখানা স্থাপন তার জন্য সহজ হয়। তার প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্যের মান ভালো হলেও তিনি ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে পারছেন না। পার্শ্ববর্তী অন্য আর একটি কারখানা বিসিক, এস এম ই ফাউন্ডেশন ও মাইডাস থেকে কর্মী প্রশিক্ষণ এবং ঋণ সহায়তা নিয়ে গ্রাহকদের আরও বেশি সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হচ্ছে। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. বিমা কী? ১

খ. পরিবেশ সংরক্ষণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব আহাম্মেদ আলী কোন প্রকারের সহায়ক সেবা গ্রহণ করছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে জনাব আহাম্মেদ আলী ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে পারবেন' —তুমি কী এ কথার সাথে একমত? ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা হলো বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি, যেখানে বিমাকারী নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ঝুঁকি মোকাবেলার দায়িত্ব নেয়।

সহায়ক তথ্য

১. বিমাকারী হলো ঝুঁকি মোকাবেলার দায়িত্ব নেয়া প্রতিষ্ঠান। ২. বিমাগ্রহীতা হলো প্রিমিয়াম প্রদানকারী। ৩. প্রিমিয়াম হলো ঝুঁকি মোকাবেলার বিপরীতে প্রদত্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ।

খ পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত না করে পরিবেশকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখাই হলো পরিবেশ সংরক্ষণ।

পরিবেশ এবং ব্যবসায় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সুষ্ঠু পরিবেশ ছাড়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি লাভ করা যায় না। নানা কারণে এ পরিবেশ দূষিত হতে পারে। দূষণ থেকে পরিবেশকে রক্ষা করা সমাজের সবার দায়িত্ব।

গ উদ্দীপকের জনাব আহাম্মেদ আলি সমর্থনমূলক সহায়ক সেবা গ্রহণ করেছিলেন।

একজন উদ্যেক্তা ব্যবসায় গঠনে আগ্রহী হওয়ার পর তা বাস্তবায়ন করার জন্য তার সমর্থনমূলক সহায়তা দরকার হয়। অবকাঠামোগত সহায়তা, পুঁজির সংস্থান, কর অবকাশ, প্রযুক্তির ব্যবহার, কাঁচামাল সরবরাহ প্রভৃতি এ সহায়তার আওতাভুক্ত।

উদ্দীপকের আহাম্মেদ আলী কারখানা স্থাপনের জন্য জায়গা খুঁজছিলেন। বিভিন্ন স্থানে জমি পেলেও তিনি প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলো পাচ্ছিলেন না। পরবর্তীতে বিসিক শিল্প নগরীতে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি প্রভৃতি সুবিধাসহ একটি প্লট পান। ফলে এখানে তার কারখানা স্থাপন করা সহজ হয়। এক্ষেত্রে জনাব আহাম্মেদ আলী অবকাঠামোগত সুবিধা পাওয়ার কারণে সহজে কারখানা স্থাপন করতে পারেন। তাই বলা যায়, সমর্থনমূলক সহায়তা গ্রহণ করেই তিনি কারখানাটি স্থাপন করেন।

ঘ 'প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে উদ্দীপকের জনাব আহাম্মেদ আলী ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে পারবেন', কথাটির সাথে আমি একমত।

বিসিক, মাইডাস, এসএমই ফাউন্ডেশনের মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সহায়তাগুলোই হলো প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনায় উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ সহায়তা, প্রশিক্ষণ, পরামর্শ তথ্য সরবরাহ প্রভৃতি সহায়তা দিয়ে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব আহম্মেদ আলী বিসিক শিল্পনগরীতে একটি কারখানা স্থাপন করেন। তার প্রতিষ্ঠানের পণ্যের মান ভালো হলেও ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে পারছেন না। অন্যদিকে, তার পাশের একটি প্রতিষ্ঠান বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও মাইডাস থেকে কর্মী প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা নিয়ে গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হচ্ছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দিয়ে থাকে। বিসিক শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন, অবকাঠামোগত সুবিধা, শিল্প সম্প্রসারণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহায়তা করে। এসএমই ফাউন্ডেশন তথ্য সরবরাহ, ঋণের ব্যবস্থা, বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও ক্ষুদ্র ঋণ, প্রশিক্ষণ, পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে জনাব আহম্মেদ আলী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে তার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। পরিশেষে বলা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা গ্রহণ করে জনাব আহম্মেদ আলী ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ১৪ ফয়সালের বাবা দর্জি ব্যবসার সাথে থাকায় ফয়সাল ছোটবেলা থেকেই কাটিং ও সেলাইয়ের কাজ শিখে ফেলে। ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরে সে বাবার ব্যবসায়কে নতুনভাবে করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। শুধু দর্জির কাজ নয়, সে সেলাই, এমব্রয়ডারি, বুটিকসহ কাপড়ের নানান কাজের প্রকল্প নিয়ে যাত্রা শুরু করে। মূলধনের প্রয়োজনে সে বিভিন্ন উৎসের খোঁজ নিয়ে জানল তার মতো ছোট ব্যবসায়ীদের সহজ শর্তে ঋণ দেয়া হচ্ছে। বিদেশিরা এতে অর্থায়ন করছে। সে ঋণ নিয়ে পুরোদমে কাজ শুরু করল। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক. BIMSTEC-এর পূর্ণরূপ লেখ? ১

খ. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত সহযোগিতা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ফয়সালের কোন ধরনের সহায়ক সেবার প্রয়োজন হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ফয়সাল কোন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে? দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BIMSTEC-এর পূর্ণরূপ হলো- Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation.

সহায়ক তথ্য

বিমসটেক দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের একটি উপ-আঞ্চলিক সংস্থা।

http://teachingbd.com

ঘ দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের মালিকানায় যে আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে তাকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বলে।

রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বাজার বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বিভিন্ন উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণে সহায়তা করে। এটি বিভিন্ন স্থানে মেলা ও বিক্রয় প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকারকদের তথ্য ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহযোগিতা করে। এছাড়াও এটি আমদানি অনুমতি সংগ্রহ, অর্থসংস্থানে সহায়তা, পুরস্কার প্রদান প্রভৃতি কাজ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে ফয়সালের সমর্থনমূলক সহায়তার প্রয়োজন হয়েছিল।

সমর্থনমূলক সহায়তা উদ্যোক্তার ব্যবসায়িক চিন্তাকে বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করে। এ সহায়তার মাধ্যমে উদ্যোক্তা প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সক্ষম হয়। যেমন: মূলধন সরবরাহ, ব্যবসায় নিবন্ধন, অবকাঠামোগত সুবিধা প্রভৃতি সমর্থনমূলক সহায়ক সেবার অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের ফয়সালের বাবা দর্জি ব্যবসায়ের সাথে জড়িত থাকায় ফয়সাল ছোটবেলা থেকেই কাটিং ও সেলাইয়ের কাজ শিখে ফেলে। ইন্টারমিডিয়েট পাস করে সে বাবার ব্যবসায় নতুন করে শুরু করতে চাইল। তবে এক্ষেত্রে তার মূলধনের প্রয়োজন হয়। তাই সে মূলধন যোগানের জন্য বিভিন্ন উৎসের খোঁজ নেয়। ফয়সালের মূলধনের প্রয়োজন হওয়ার বিষয়টি সমর্থনমূলক সহায়তার সাথে সংগতিপূর্ণ। সুতরাং, উদ্দীপকে ফয়সালের সমর্থনমূলক সহায়ক সেবার প্রয়োজন ছিল।

ঘ উদ্দীপকের ফয়সাল এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে, যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান এসএমই ফাউন্ডেশন। বিভিন্ন দাতা দেশ ও সংস্থার সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার এসএমই ফাউন্ডেশন গড়ে তোলে। কর্মসংস্থান তৈরির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নই এর মূল লক্ষ্য।

উদ্দীপকের ফয়সাল ইন্টারমিডিয়েট পাস করে বাবার দর্জি ব্যবসায় নতুন করে শুরু করতে চায়। তাই সে সেলাই, এমব্রয়ডারি, বুটিকসহ কাপড়ের নানা কাজ নিয়ে প্রকল্প শুরু করে। এজন্য মূলধনের প্রয়োজন হলে সে ঋণের উৎস খোঁজে। তখন সে জানতে পারলো, তার মতো ছোট ব্যবসায়ীদের সহজ শর্তে ঋণ দেয়া হচ্ছে। এতে বিদেশিরা অর্থায়ন করে থাকে। ফয়সাল তার এই ঋণের উৎস এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে ঋণ নিয়ে পুরোদমে কাজ শুরু করল। এসএমই ফাউন্ডেশন মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক সহায়তা প্রদান করে। তাদের দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহের পাশাপাশি পণ্য বাজারজাতকরণে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে দেশের সম্ভাব্য উদ্যোক্তা শ্রেণি উৎসাহিত হয়। তারা নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহ দেখায়। ফলে দেশে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়, যা বেকারত্ব কমাতে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। সুতরাং, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ১৫ জনাব শাকিল পড়াশুনা শেষে বিসিক থেকে পোশাকের কাটিং, ব্লক, নকশা ইত্যাদি তৈরির প্রশিক্ষণ নেন। বর্তমানে শাকিল একজন খ্যাতিসম্পন্ন পোশাক ব্যবসায়ী। সম্প্রতি শাকিল জার্মানিতে একটি পোশাক বিষয়ক সেমিনারে অংশ নেন। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন জার্মানি এমন একটি বিশ্বখ্যাত জোটের সদস্য, যেখানে সদস্য দেশগুলো একই মুদ্রা ব্যবহার করে। এবং এ জোটের সদস্যরা জোটবদ্ধতার সুবিধার জন্য আজ সকল দেশই উন্নত। শাকিল ভাবছে বাংলাদেশ যদি এমন একটি জোটে অংশ নিতে পারত তবে সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন অনেক বেশি সহজ হতো। *[ঢাকা কমার্স কলেজ]*

ক. WTO-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. কর অবকাশ সুবিধা কীভাবে রপ্তানি উন্নয়নে ভূমিকা রাখে? ২

গ. জনাব শাকিলের প্রাপ্ত সেবা কোন ধরনের?—ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব শাকিলের ভাবনা কি যৌক্তিক? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

<u>১৫ নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক WTO-এর পূর্ণরূপ হলো World Trade Organization।

খ কর অবকাশ হলো কর মওকুফ করা।

এটি এক ধরনের সমর্থনমূলক সহায়ক সেবা। এ সুবিধা পেলে পণ্য রপ্তানিতে রপ্তানিকারকদের করজনিত খরচ কমে যায়। ফলে তারা রপ্তানির পরিমাণ বাড়াতে পারে। অপরদিকে, আমদানিকারগণও আমদানিতে উৎসাহিত হয়। এভাবে কর অবকাশ সুবিধা রপ্তানি উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকের জনাব শাকিলের প্রাপ্ত সেবা হলো উদ্দীপনামূলক সহায়ক সেবা।

সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীকে ব্যবসায় স্থাপনে অনুপ্রেরণা যোগায় এমন সাহায্য-সহযোগিতা বা উদ্দীপনামূলক সহায়ক সেবা বলে। ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা, প্রযুক্তিগত সহায়তা, উদ্যোগ, পরামর্শ ইত্যাদি উদ্দীপনামূলক সহায়ক সেবার অন্তর্গত।

উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব শাকিল পড়াশোনা শেষে বিসিক থেকে পোশাকের কাটিং, ব্লক, নকশা ইত্যাদি তৈরির প্রশিক্ষণ নেন। উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি বর্তমানে একজন খ্যাতিসম্পন্ন পোশাক ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছেন। তিনি ইদানীং দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করে থাকেন। যেহেতু তিনি বিসিক থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের ভিত্তিতেই ব্যবসায় শুরু করতে উৎসাহ বা মানসিক প্রেরণা পেয়েছেন, এজন্য এগুলোকে উদ্দীপনামূলক সহায়ক সেবা বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকের জনাব শাকিল ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো কোনো জোটে বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তির কথা ভাবছেন। তার এরূপ ভাবনাকে যৌক্তিক বলা যায়।

জনাব শাকিল বিসিক থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে পোশাক ব্যবসায়ী হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি জার্মানিতে একটি পোশাক বিষয়ক সেমিনারে অংশ নেন। সেখানে তিনি জানতে পারেন যে জার্মানি এমন একটি বিশ্বখ্যাত জোটের সদস্য; যেখানে সদস্য দেশগুলো একই মুদ্রা ব্যবহার করে। এ জোটের সদস্যরা সবাই জোটবদ্ধতার সুবিধার কারণে উন্নত হয়েছে। জনাব শাকিল ভাবছেন যে, বাংলাদেশও এরূপ কোনো জোটের সদস্য হলে সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন সহজ হতো।

জনাব শাকিলের ধারণাপ্রাপ্ত জোটটি হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)। জোটবদ্ধতার মাধ্যমে এটির সদস্যগণ সাহায্য সহযোগিতা সহজেই করতে পারছে। এতে এককমুদ্রা, মুক্ত যাতায়াত ইত্যাদি সুবিধা নিশ্চিত হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পাস করে পলিন একটি প্রসাধন সামগ্রী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিলেন। কয়েক বছর চাকরি করার পর তিনি নিজেই এ রকম একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চিন্তা করলেন। কিন্তু ঝুঁকির কথা ভেবে ব্যবসায় স্থাপনে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন। এ অবস্থায় তার এক ব্যাংকার বন্ধুর পরামর্শে এবং ঋণ ব্যবস্থার আশ্বাসে তিনি প্রসাধন সামগ্রীর একটি কারখানা স্থাপন করলেন। *[বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*

ক. ASEAN কী? ১

খ. বিসিক কী? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. পলিনের কারখানা স্থাপনে বন্ধুর পরামর্শ কোন ধরনের সহায়তা প্রদান করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পলিনের কারখানা স্থাপনে বন্ধুর ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

http://teachingbd.com

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আঞ্চলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অবাধ বাণিজ্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি রাষ্ট্র মিলে যে সংস্থা গড়ে তুলেছে তাকেই ASEAN বলে।

সহায়ক তথ্য

ASEAN-এর পূর্ণরূপ হলো- Association of Southeast Asian Nations. সংস্থাটি ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে ওঠায় সহায়তাদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো বিসিক।

BSCIC-এর পূর্ণরূপ হলো- Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation যা বিসিক নামে পরিচিত। শিল্পখাতের উন্নয়নে বিসিক অবকাঠামোগত, বৈষয়িক ও সমর্থনমূলক সহায়তা দিয়ে থাকে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা।

গ উদ্দীপকে পলিনের কারখানা স্থাপনে বন্ধুর পরামর্শ উদ্দীপনামূলক সহায়তা প্রদান করেছে।

উদ্দীপনামূলক সহায়তা উদ্যোক্তাকে ব্যবসায় স্থাপনে অনুপ্রেরণা যোগাতে সহায়তা করে। এটি মূলত ব্যবসায়ে উদ্যোগ গ্রহণে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত। যেমন: প্রশিক্ষণ প্রদান, তথ্য সরবরাহ ইত্যাদি এ সেবার অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের পলিন একটি প্রসাধন সামগ্রী উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করতে চান। কিন্তু ঝুঁকির কথা ভেবে তিনি চিন্তিত হন। এ অবস্থায় তার বন্ধু তাকে ব্যবসায় উদ্যোগ সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে তাকে কারখানাটি স্থাপনে আগ্রহী করে তোলেন। এখানে, তার বন্ধু তাকে বোঝান, ঝুঁকি থাকলেও শিল্প স্থাপন চাকরির চেয়ে অনেক উত্তম। এভাবে পলিনের মধ্যে যে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে তা উদ্দীপনামূলক সহায়তার সাথে সংগতিপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে পলিনের কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে বন্ধুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যবসায় গঠন থেকে শুরু করে পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই সহায়তা প্রয়োজন। সাধারণত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ উদ্দীপনা, সমর্থন এবং সংরক্ষণমূলক সহায়তা দিয়ে থাকে। এতে উদ্যোক্তার ব্যবসায় গঠন, পরিচালনা ও টিকে থাকা সহজ হয়।

উদ্দীপকের পলিন মাস্টার্স পাস করে একটি প্রসাধন সামগ্রী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন। কয়েক বছর পর তিনি নিজেই এরকম একটি ব্যবসায় শুরু করতে চাইলেন। তবে ঝুঁকির কথা ভেবে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন। এক্ষেত্রে তার এক ব্যাংকার বন্ধু তাকে পরামর্শ দেন। এরপর ঋণ ব্যবস্থার আশ্বাস দিলে তিনি কারখানাটি গড়ে তোলেন।

পলিনের বন্ধু পরামর্শ দেয়ার মাধ্যমে তার মধ্যে উৎসাহ আসে। তাই তিনি ব্যবসায় করতে আগ্রহী হয়েছেন। এছাড়াও তার বন্ধু ব্যাংকার হওয়ায় সহজেই পলিনকে ঋণের মাধ্যমে মূলধনের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। প্রথমত তার বন্ধুর পরামর্শ তাকে উৎসাহ যুগিয়েছে, যা উদ্দীপনামূলক সহায়তার অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীতে ঋণের ব্যবস্থা করা সমর্থনমূলক সহায়তার অন্তর্ভুক্ত। এরূপ সহায়তার কারণেই পলিনের ব্যবসায় গঠন সহজ হয়েছে। তাই বলা যায়, পলিনের কারখানা স্থাপনে তার বন্ধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ মি. বাদল দেশের প্রতিষ্ঠিত একটি চামড়া শিল্পের মালিক। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করতে চান। এজন্য তিনি একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান থেকে চামড়াজাত পণ্যের নাম ও ডিজাইন বিষয়ে সহায়তা নিয়েছেন। তবে প্রতিষ্ঠানটি সফল রপ্তানিকারকদের 'প্রেসিডেন্ট রপ্তানি পুরস্কার ট্রফি' প্রদান করে থাকে।

[ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

ক. 'BGMEA' কত সালে গঠিত হয়েছিল? ১

খ. 'সাপটা' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. বাদলকে কোন আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানটি সহায়তা করেছিল? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির "প্রেসিডেন্ট রপ্তানি পুরস্কার" ট্রফি প্রদানের কি যৌক্তিকতা রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BGMEA গঠিত হয়েছিল ১৯৮৩ সালে।

সহায়ক তথ্য

BGMEA-এর পূর্ণরূপ হলো- Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association।

খ সার্কভুক্ত দেশসমূহ নিজেদের বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে তাকেই সাপটা বলে।

SAPTA-এর পূর্ণরূপ হলো- SAARC Preferential Trading Arrangement- এর মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসায় ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস ও মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের সুবিধা দেওয়া হয়। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক উন্নয়নে কারিগরি সহায়তার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও কোনো সদস্য দেশের অর্থনৈতিক সংকটে সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকের মি. বাদলকে 'রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো' নামক আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানটি সহায়তা করেছিল।

এটি রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। এছাড়াও সফলতার জন্য পুরস্কার দেয়।

উদ্দীপকের মি. বাদল বিভিন্ন দেশে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করতে চান। এজন্য তিনি একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেন। এই প্রতিষ্ঠানটি সফল রপ্তানিকারকদের 'প্রেসিডেন্ট রপ্তানি পুরস্কার' ট্রফি ও সনদ প্রদান করে। উল্লিখিত সংগঠনটির সাথে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো নামক সংগঠনটির মিল আছে। তাই বলা যায়, মি. বাদল রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো থেকে সহায়তা নিয়েছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করার জন্য "প্রেসিডেন্ট রপ্তানি পুরস্কার" ট্রফি প্রদান করে, যা অত্যন্ত যৌক্তিক।

বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কাজ করে। উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ, আমদানি অনুমতি সংগ্রহ, সেমিনারের আয়োজন, পুরস্কারের ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

মি. বাদল দেশের প্রতিষ্ঠিত চামড়া শিল্পের মালিক। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করতে চান। এজন্য তিনি একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্যের নাম ও ডিজাইন বিষয়ে সহায়তা নিয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানটি সফল রপ্তানিকারকদের "প্রেসিডেন্ট রপ্তানি পুরস্কার" ট্রফি প্রদান করে।

সফল রপ্তানিকারক ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে উৎসাহিত করা হয়। এতে তারা রপ্তানি ও ব্যবসায়ের প্রতি আরও আগ্রহী হয়। ফলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়; যা জাতীয় উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এছাড়াও মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনকারী বা রপ্তানিকারকদের পুরস্কৃত করার মাধ্যমে তাদের প্রত্যাশা পূরণ হয়। এতে অন্যরাও মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা করে; যা দেশের খ্যাতি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলা যায়, সফল রপ্তানিকারদের পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে দেশে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়নে সহায়তা করা হয়।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ১৮ 'গ্রিন এ্যাপারেলস' তৈরি পোশাক শিল্পে একটি সমাদৃত প্রতিষ্ঠান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এ প্রতিষ্ঠানটি পোশাক রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। তবে রপ্তানির ক্ষেত্রে কখনো কখনো প্রতিষ্ঠানটিকে বিদেশি কোনো ক্রেতার সাথে ঝামেলায়ও পড়তে হয়। সেক্ষেত্রে এটি সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি সংগঠনের সহায়তায় তা সমাধান করে নেয়। সম্প্রতি উক্ত সংগঠনের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত BATEXPO মেলায় অংশগ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানটি কয়েকটি বড় অংকের অর্ডার পেয়েছে।

[কুমিল্লা কমার্স কলেজ]

ক. মাইক্রোক্রেডিট কী? ১

খ. SME Foundation কী? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. কোন প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় 'গ্রিন এ্যাপারেলস' ব্যবসায়িক সুবিধা পাচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্দীপকের মেলা আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্ষুদ্র শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প পরিমাণে সহজ শর্তে যে ঋণ দেওয়া হয় তাকে মাইক্রোক্রেডিট বা ক্ষুদ্রঋণ বলে।

খ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় সম্প্রসারণও উন্নয়নে ঋণ সহায়তাকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানই হলো এসএমই ফাউন্ডেশন।

এ ফাউন্ডেশনের প্রধান লক্ষ্য হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, ঋণ সহায়তা প্রভৃতি সেবা দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের অনুদানে প্রতিষ্ঠানটি এর কাজ পরিচালনা করে থাকে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

গ BGMEA নামক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এ্যাপারেলস ব্যবসায়িক সুবিধা পাচ্ছে।

BGMEA-এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association। অর্থাৎ এটি হলো বাংলাদেশের তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের একটি সংগঠন। এটি মূলত বাংলাদেশের তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের উন্নয়ন ও স্বার্থরক্ষায় কাজ করে। এটি দেশে ও দেশের বাইরে এর সদস্যদের স্বার্থ রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে থাকে। এক্ষেত্রে কোনো ঝামেলার সৃষ্টি হলে 'গ্রিন এ্যাপারেলস' সমিতির সহায়তা নিয়ে থাকে। এছাড়া উক্ত সংগঠনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রদর্শন মেলার সহায়তা গ্রিন এ্যাপারেলস বিদেশি অর্ডারও পেয়েছে। তাই বলা যায়, বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উক্ত সংগঠনটি হলো- BGMEA।

ঘ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্দীপকে বর্ণিত BGMEA-এর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

BGMEA বিদেশি বণিক সমিতি ও আমদানিকারকদের সাথে পোশাক রপ্তানি বিষয়ে সম্পর্ক স্থাপন, তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ করে থাকে। এছাড়াও এটি দেশে-বিদেশে পোশাক মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণে এর সদস্যদের সংগঠিত করে থাকে।

উদ্দীপকে এ্যাপারেলস পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে অনেক সময় সমস্যায় পড়ে। এ অবস্থায় সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি সংগঠনের সহায়তা নেয়। উক্ত সংগঠনটি BATEXPO মেলার আয়োজনও করেছে। ফলে দেশীয় প্রতিষ্ঠান রপ্তানির অর্ডার পায়। অর্থাৎ সংগঠনটি হলো BGMEA।

এটি ১৯৮৯ সাল থেকে BATEXPO মেলার আয়োজন করে আসছে। এর ফলে দেশের গার্মেন্টিস ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ হচ্ছে, নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে, বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। এভাবে উদ্দীপকে উল্লিখিত BGMEA নামক প্রতিষ্ঠানটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে আসছে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি ও স্পেনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক সাফল্যের পেছনে আছে এক বিশ্বখ্যাত অর্থনৈতিক জোট। এ জোটের সদস্যদেশগুলো একই মুদ্রা ব্যবহার করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মুক্ত বাণিজ্য এলাকা স্থাপনে এ জোট সারাবিশ্বের কাছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

[কক্সবাজার সরকারি কলেজ]

ক. BIMSTEC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সাপটা (SAPTA) চুক্তি কী উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন অর্থনৈতিক জোটের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জোটটি উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য কী অনুসরণীয় হতে পারে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BIMSTEC-এর পূর্ণরূপ হলো- Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation।

সহায়ক তথ্য

BIMSTEC এশিয়ার একটি উপ-আঞ্চলিক সংস্থা। এটি ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা সাতটি। যথা- ১. বাংলাদেশ, ২. ভুটান, ৩. ভারত, ৪. মায়ানমার, ৫. নেপাল, ৬. শ্রীলঙ্কা, ৭. থাইল্যান্ড।

খ সার্কভুক্ত দেশসমূহ নিজেদের বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে তাকেই সাপটা বলে।

SAPTA-এর পূর্ণরূপ হলো- SAARC- Preferential Trading Arrangement- এর মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসায় ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস ও মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের সুবিধা দেওয়া হয়। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক উন্নয়নে কারিগরি সহায়তার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও কোনো সদস্য দেশের অর্থনৈতিক সংকটে সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। উল্লিখিত উদ্দেশ্য পূরণেই সাপটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

গ উদ্দীপকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU) নামক অর্থনৈতিক জোটের কথা বলা হয়েছে।

ইউরোপীয় দেশগুলোর পারস্পরিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গঠিত হয়। বর্তমানে এটি ইউরোপসহ সারা বিশ্বের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে ভূমিকা রাখে। বর্তমানে এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ বহুজাতিক সংগঠন।

উদ্দীপকে জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি ও স্পেনের সমৃদ্ধি ও ব্যবসায় সম্প্রসারণে আছে এক বিশ্ববিখ্যাত অর্থনৈতিক জোট। এর সদস্য দেশগুলো একই মুদ্রা ব্যবহার করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মুক্ত বাণিজ্যে অবদানের জন্য এ জোট সারা বিশ্বের কাছে অনন্য দৃষ্টান্ত। এই জোটটির সাথে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন জোটের কাজ সম্পূর্ণ মিলে যায়। সুতরাং, উল্লিখিত জোটটির নাম ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনুসরণীয় হতে পারে বলে আমি মনে করি।

ইউরোপ মহাদেশের কতিপয় দেশের পারস্পারিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে গঠিত হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। এছাড়াও সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সংগঠনটি কাজ করছে। বর্তমানে এটি ইউরোপীয় দেশের বাইরেও সারা বিশ্বে প্রভাব রাখছে।

জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি ও স্পেনের মতো শক্তিশালী দেশগুলোর পারস্পারিক উন্নয়নে আছে একটি অর্থনৈতিক জোট। এটি সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে কাজ করছে। এ জোটের সদস্য দেশগুলো একই মুদ্রা ব্যবহার করে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মুক্ত বাণিজ্য এলাকা স্থাপনে এই জোট সারা বিশ্বের কাছে অনুসরণীয়।

একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক জোটের মাধ্যমে পারস্পরিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম উদাহরণ হলো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। উন্নয়নশীল দেশগুলো এরূপ জোট গঠনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায়ও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়াও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মানবাধিকার রক্ষা ও পারস্পরিক সহায়তা প্রদানেও এরূপ জোট জরুরি। তাই বলা যায়, উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো জোট অনুসরণীয়।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ২০ মিসেস সানজানা একটি বেসরকারি কলেজে অধ্যাপনার পাশাপাশি বিসিক থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে সিলেটের মদিনা মার্কেট এলাকায় একটি বুটিক হাউজ স্থাপন করলেন। প্রথম দিকে পরিচালনাগত অসুবিধা হলেও অভিজ্ঞতা অর্জনের ফলে সাফল্য পেয়ে যান। তিনি ব্যবসায় সম্প্রসারণের কথা ভেবে ও তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আলোচনা করে সরকারি ব্যাংকের সহায়তার আশ্বাস পেয়েছেন। *[সিলেট সরকারি কলেজ]*

ক. BGMEA-এর পূর্ণরূপ লেখো। ১

খ. BSCIC সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে মিসেস সানজানাকে বিসিক প্রদত্ত সহায়তাকে কোন ধরনের সহায়তা বলে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সরকারি ব্যাংকের সহায়তা পেলে মিসেস সানজানা কি তার ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে পারবেন বলে তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BGMEA-এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association।

সহায়ক তথ্য

তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের স্বার্থরক্ষা ও ব্যবসায়িক উন্নয়নে কাজ করে BGMEA।

খ বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে ওঠায় সহায়তাদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো বিসিক (BSCIC)।

BSCIC-এর পূর্ণরূপ হলো- Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation। যা বিসিক নামে পরিচিত। শিল্পখাতের উন্নয়নে বিসিক অবকাঠামোগত, বৈষয়িক ও সমর্থনমূলক সহায়তা দিয়ে থাকে। বিসিকের মূল উদ্দেশ্য হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

গ উদ্দীপকে মিসেস সানজানাকে বিসিক প্রদত্ত সহায়তাটি হলো প্রশিক্ষণ; যা উদ্দীপনামূলক সহায়তার অন্তর্ভুক্ত।

সহায়তা একজন সম্ভাব্য উদ্যোক্তাকে উৎসাহ দেয়ার মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী করে তোলে। প্রশিক্ষণ, তথ্য সরবরাহ, পরামর্শ, পণ্য ও প্রকল্প নির্বাচনে সহায়তা প্রভৃতি উদ্দীপনামূলক সহায়তার আওতাভুক্ত।

মিসেস সানজানা একটি বেসরকারি কলেজে অধ্যাপনা করেন। পাশাপাশি বিসিক থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি একটি বুটিক হাউজ স্থাপন করলেন। তার এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে বুটিক হাউজ প্রতিষ্ঠার আগ্রহ তৈরি হয়। সুতরাং, বিসিক প্রদত্ত প্রশিক্ষণকে উদ্দীপনামূলক সহায়তা বলা যায়।

ঘ সরকারি ব্যাংকের সংরক্ষণমূলক সহায়তা পেলে মিসেস সানজানা তার ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে পারবেন বলে আমি মনে করি।

সংরক্ষণমূলক সহায়তা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বাধা দূর করে ব্যবসায় পরিচালনা করতে সাহায্য করে। ব্যবসায় সম্প্রসারণ, ব্যবসায় আধুনিকীকরণ, পণ্য ও সেবার বৈচিত্র্যায়ণ প্রভৃতি সংরক্ষণমূলক সহায়তার উদাহরণ।

উদ্দীপকের মিসেস সানজানা একটি বেসরকারি কলেজে অধ্যাপনার পাশাপাশি একটি বুটিক হাউজ গড়ে তোলেন। অভিজ্ঞতা অর্জনের পর তিনি ব্যবসায়ে সফলতা পেয়েছেন। তাই এমন ব্যবসায় সম্প্রসারনের কথা ভাবছেন। এক্ষেত্রে বন্ধুবান্ধবের সাথে আলোচনা করে সে সরকারি ব্যাংকের সহায়তার আশ্বাস পেয়েছেন।

সরকারি ব্যাংক সংরক্ষণমূলক সহায়তার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের সহায়তা করে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণে স্বল্প সুদে ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে একজন ব্যবসায়ী তার প্রয়োজনীয় মূলধনের যোগান দিতে পারে। উদ্দীপকের মিসেস সানাজানা সরকারি ব্যাংকের সহায়তার আশ্বাস পেয়েছেন। অর্থাৎ, ব্যাংক তাকে ব্যবসায় সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সহায়তা দেবে। ফলে মিসেস সানজানা সহজেই সরকারি ব্যাংকের সহায়তায় তার ব্যবসায়টি সম্প্রসারণ করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ২১ জনাব কাদের ১০০% রপ্তানিমুখী একটি পোশাক শিল্পের মালিক। তিনি এ সংক্রান্ত একটি বণিক সমিতির সদস্য। এ সমিতি থেকে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ এবং পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা পেয়ে থাকেন। সম্প্রতি একজন আমদানিকারকের সাথে সৃষ্ট বিরোধ সমিতির সহায়তায় নিরসন হয়। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধি এবং শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়ায় ঐ দেশে রপ্তানি করতে আগ্রহী। এজন্য তিনি সমিতির সহায়তা প্রত্যাশা করছেন। *[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ]*

ক. ই-রিটেইলিং কী? ১

খ. শিল্পকে উৎপাদনের বাহন বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব কাদের যে বণিক সমিতির সদস্য তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. জনাব কাদের যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কি ধরনের সহায়তা পেতে পারেন? তোমার মতামত দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মধ্যস্থ ব্যবসায়ী ছাড়াই ইন্টারনেট প্রযুক্তি বা ফোন কলের মাধ্যমে সরাসরি ক্রেতার কাছে পণ্য সরবরাহ করাকে ই-রিটেইলিং বলে।

খ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে প্রস্তুত করা হয় তাকে শিল্প বলে।

প্রকৃতি প্রদত্ত উপকরণ বা কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও চূড়ান্ত পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করা হয়। ব্যবসায়ের উৎপাদন-সংক্রান্ত এ কাজ শিল্পের দ্বারা সংঘটিত হয়। এজন্য শিল্পকে উৎপাদনের বাহন বলা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব কাদের শিল্প ও বণিক সমিতির সদস্য।

কোনো নির্দিষ্ট এলাকার ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদের পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা ও ব্যবসায়িক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প ও বণিক সমিতি গঠিত হয়। দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এটি দেশের ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ সংস্থা।

জনাব কাদের ১০০% রপ্তানিমুখী একটি পোশাক শিল্পের মালিক। তিনি এ সংক্রান্ত একটি বণিক সমিতির সদস্য। তিনি এ সমিতি থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ পেয়ে থাকেন। এছাড়াও পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তাও পেয়ে থাকেন। সম্প্রতি একজন আমদানিকারকের সাথে বিরোধ সমিতিটির সহায়তায় সমাধান হয়। জনাব কাদেরের বণিক সমিতিটির সাথে শিল্প ও বণিক সমিতির মিল রয়েছে। সুতরাং উদ্দীপকের বণিক সমিতিটিকে শিল্প ও বণিক সমিতি বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকের জনাব কাদের যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শিল্প ও বণিক সমিতি থেকে কার্যকর সহায়তা পেতে পারেন বলে আমি মনে করি।

শিল্প ও বণিক সমিতি রপ্তানির বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেয়। এটি রপ্তানির ক্ষেত্রে বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এছাড়াও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শিল্প ও বণিক সমিতি মধ্যস্থকারী হিসেবে ভূমিকা রাখে।

জনাব কাদের একটি রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের মালিক। তিনি শিল্প ও বণিক সমিতির সদস্যও। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধি ও শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। তাই জনাব কাদের যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি করতে আগ্রহী। এ বিষয়ে তিনি তার সমিতির সহায়তা প্রত্যাশা করেন।

শিল্প ও বণিক সমিতি রপ্তানিকারকদের পণ্যের উৎপাদন স্থান সম্পর্কিত প্রভবলেখ (certificate of origin) প্রদান করে। এর মাধ্যমে আমদানিকারক পণ্য সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করে। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে কী কী করণীয়; সে সম্পর্কে জনাব কাদের পরামর্শ নিতে পারেন। শিল্প ও বণিক সমিতির সহায়তায় তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বাজার সৃষ্টির জন্যও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। পরিশেষে বলা যায়, উল্লিখিত সহায়তার মাধ্যমে জনাব কাদের যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি বাড়াতে পারেন।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶২২ মি. দীপক তার এলাকায় দোকান ভাড়া নিয়ে কাপড়ের ব্যবসায় করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় পুঁজি না থাকায় বন্ধুদের নিকট থেকে ২ লক্ষ টাকা ঋণ করেন। তার ব্যবসায়ের পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায় সম্প্রসারণে এশিয়া ফাইন্যান্স থেকে উচ্চ সুদে ২ লক্ষ টাকা ঋণ নেন। পরে তিনি জানতে পারেন কম সুদে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানকে একটা ফাউন্ডেশনের আওতায় ঋণ দেয়া হচ্ছে। তিনি তা গ্রহণ করেন এবং তাদের সহযোগিতা নিয়ে ব্যবসায়ে যথেষ্ট ভালো করেছেন। *[মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা]*

ক. SAPTA-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. BSCIC (বিসিক) কী? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের মি. দীপক বন্ধুদের নিকট থেকে কোন ধরনের ব্যবসায় সহায়ক সেবা গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ফাউন্ডেশনটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে— মূল্যায়ন করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAPTA-এর পূর্ণরূপ হলো- SAARC Preferential Trading Arrangement।

সহায়ক তথ্য

সার্কভুক্ত দেশসমূহের পারস্পরিক বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে সাপটা গঠিত হয়।

খ বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে ওঠায় সহায়তাদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো বিসিক (BSCIC)।

BSCIC-এর পূর্ণরূপ হলো- Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation। যা বিসিক নামে পরিচিত। শিল্পখাতের উন্নয়নে বিসিক অবকাঠামোগত, বৈষয়িক ও সমর্থনমূলক সহায়তা দিয়ে থাকে। বিসিকের মূল উদ্দেশ্য হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

গ উদ্দীপকের মি. দীপক বন্ধুদের নিকট থেকে ঋণ নিয়ে মূলধনের ব্যবস্থা করেছেন যা সমর্থনমূলক সহায়তার অন্তর্ভুক্ত।

সমর্থনমূলক সহায়তা উদ্যোক্তার চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেয়। এ সহায়তার মাধ্যমে উদ্যোক্তা প্রকল্প প্রণয়ন ও ব্যবসায় স্থাপনে সমর্থ হয়। মূলধন সরবরাহ, ব্যবসায় নিবন্ধন, অবকাঠামোগত সহায়তা প্রভৃতি সমর্থনমূলক সহায়তার উদাহরণ।

উদ্দীপকের মি. দীপক তার এলাকায় দোকান ভাড়া নিয়ে কাপড়ের ব্যবসায় করার সিদ্ধান্ত নেন। তবে প্রয়োজনীয় মূলধন না থাকায় বন্ধুদের থেকে ২ লক্ষ টাকা ঋণ নেন, যা মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে তিনি ব্যবসায় গঠনে সমর্থ হন। এরূপ ব্যবসায় স্থাপনের চিন্তাকে বাস্তবায়ন করতে সাহায্যকারী উপাদানই হলো সমর্থনমূলক সহায়তা।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত এসএমই ফাউন্ডেশন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এসএমই ফাউন্ডেশন দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের উন্নয়নে কাজ করে। এটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ, উন্নয়ন, পরামর্শ দান, ঋণ সহায়তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন-ই ফাউন্ডেশনটির মূল লক্ষ্য।

মি. দীপক তার পণ্যের চাহিদা বাড়ায় ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে চান। প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করতে তিনি এশিয়া ফাইন্যান্স থেকে উচ্চ সুদে ২ লক্ষ টাকা ঋণ নেন। পরে জানতে পারেন একটি ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানকে কম সুদে ঋণ দেয়। তিনি তা গ্রহণ করেন এবং ফাউন্ডেশনটির সহযোগিতা নিয়ে তিনি ব্যবসায়ে যথেষ্ট ভালো করছেন।

উদ্দীপকের ফাউন্ডেশনটি এসএমই ফাউন্ডেশন। এটি ব্যবসায়ীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ দেয়। পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা করে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ ঋণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এছাড়াও ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের অল্প সুদে ঋণ দিয়ে থাকে। যেকোনো ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তা তার ব্যবসায়ের সমস্যা সমাধানে এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তা পায়। ফলে তারা ব্যবসায় উদ্যোগে আরও বেশি আগ্রহীও হয় এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করে। ফলে বেকারত্ব হ্রাসের পাশাপাশি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়, যা জাতীয় আয় বৃদ্ধিসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করে।

প্রশ্ন ▶২৩ বাংলাদেশ সরকারের নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সৃষ্টি ও বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক প্রচার, বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ ও রপ্তানি উন্নয়নের জন্য গবেষণা ও কাঁচামাল আমদানিতে ব্যবসায়ীদের সাহায্য করে। প্রতিষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের সরকার ও বিভিন্ন পক্ষ প্রতিষ্ঠানটি হতে তথ্য গ্রহণ করে। *[সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর]*

ক. SAARC কী? ১

খ. WTO বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ে সাহায্য করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্দীপকে বর্ণিত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দক্ষিণ এশিয়ার কতিপয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত আঞ্চলিক সংস্থাটিকে SAARC বলা হয়।

সহায়ক তথ্য

SAARC-এর পূর্ণরূপ হলো- South Asian Association for Regional Co-operation। এটি ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান এর সদস্য সংখ্যা ৮টি। যথা- ১. বাংলাদেশ ২. ভারত ৩. পাকিস্তান ৪. নেপাল ৫. ভুটান ৬. মালদ্বীপ ৭. শ্রীলঙ্কা ৮. আফগানিস্তান।

খ বিশ্বের সব দেশ ও বাণিজ্য সংস্থার মধ্যে বাণিজ্য বিষয়ক নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত একমাত্র আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হলো WTO।

WTO-এর পূর্ণরূপ হলো- World Trade Organization. অর্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। এটি বিশ্বের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থাকে সহায়তা করে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করাও এর একটি উদ্দেশ্য। সর্বোপরি বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের উন্নয়নই এর মূল লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো নামক প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায়ে সাহায্য করে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সরকারি মালিকানায় একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এটি বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়ক সেবা দেয়। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ, আমদানি অনুমতি সংগ্রহ, ব্যবসায় তথ্য সংগ্রহ, পুরস্কারের ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকারের নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক প্রচার, মেলায় অংশগ্রহণ, রপ্তানি উন্নয়নে গবেষণা প্রভৃতি কাজে সহায়তা করে। এছাড়াও সরকার ও বিভিন্ন পক্ষকে তথ্য সরবরাহ করে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কাজ সম্পূর্ণ মিলে যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানটি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

Teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রতিষ্ঠানটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে। এর মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটে। ফলে দেশের সার্বিক অর্থনীতি গতিশীল হয়।

বাংলাদেশ সরকারের নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। এটি বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সৃষ্টি ও বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য কাজ করে। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক প্রচার, বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ, রপ্তানি উন্নয়নে গবেষণা, তথ্য সরবরাহ প্রভৃতি কাজ করে থাকে। এভাবে প্রতিষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা উৎসাহিত হয়। বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজনের মাধ্যমে এটি বিক্রয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এছাড়াও পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে মানসম্মত পণ্য উৎপাদনে ব্যবসায়ীদের আগ্রহী করে তোলা হয়। পাশাপাশি তারা সন্তুষ্টি অর্জন করে। ফলে সার্বিকভাবে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটে। এতে দেশের বেকারত্ব হ্রাস, সমাজের যথাযথ ব্যবহার, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন প্রভৃতি ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাই বলা যায়, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ২৪ অপু এ বছর অ্যাকাউন্টিংয়ে মাস্টার্স করেছে। সে ভাবছে চাকরি করবে না, ব্যবসায় করবে। তাই সে তার বন্ধু হাসিব যে ব্যাংকে চাকরি করে তার কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ এবং সহায়ক সেবা গ্রহণ করল। বর্তমানে বাংলাদেশেও ব্যবসায় সহায়তাকারী বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের সহায়তার ফলে দেশে বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে। *[ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. সহায়ক সেবা কী? ১

খ. পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও বন্টন কীভাবে সফল হয়? ২

গ. উদ্দীপকের ব্যাংক কীভাবে অপুকে সেবা প্রদান করেছে আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নে সহায়ক সেবার গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে যেসব আর্থিক-অনার্থিক সহায়তার প্রয়োজন হয় সেগুলোকেই ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা বলে।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ: আর্থিক সহায়তা, কাঁচামাল সরবরাহ, পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, ব্যবসায় সম্প্রসারণ প্রভৃতি।

খ শিল্প ও বাণিজ্যের মাধ্যমে পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও বন্টন সফল হয়।

শিল্পের মাধ্যমে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে প্রস্তুত করা হয়। অর্থাৎ কাঁচামাল থেকে পণ্য বা সেবা তৈরিই হলো শিল্প। অন্যদিকে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা কাঙ্ক্ষিত ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয়ার যাবতীয় কাজকে বলে বাণিজ্য। অর্থাৎ বাণিজের মাধ্যমে বন্টন সফল হয়। সুতরাং, পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও বন্টন যথাক্রমে শিল্প ও বাণিজের মাধ্যমে সফল হয়

গ উদ্দীপকের ব্যাংক উদ্দীপনামূলক সহায়ক সেবার মাধ্যমে অপুকে সহায়তা করেছে।

উদ্দীপনামূলক সহায়ক সেবা উদ্যোক্তার ব্যবসায় স্থাপনে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জোগায়। যেমন: উদ্যোগ গ্রহণমূলক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, তথ্য সরবরাহ, আর্থিক সহায়তা, পরামর্শ প্রভৃতি উদ্দীপনামূলক সহায়তার অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের অপু এ বছর অ্যাকাউন্টিংয়ে মাস্টার্স করেছে। সে চাকরি না করে ব্যবসায়ের কথা ভাবছে। তাই সে একটি ব্যাংক থেকে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ ও সহায়ক সেবা গ্রহণ করে। ব্যাংক অপুকে যে ধরনের সহায়তা দিয়েছে তাতে সে ব্যবসায় গঠনে অনুপ্রাণিত হবে। এছাড়াও উদ্দীপনামূলক সহায়তা উদ্যোক্তার ব্যবসায় গঠনকে সহজ করে তোলে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ব্যাংক অপুকে উদ্দীপনামূলক সহায়তা প্রদান করেছে।

ঘ দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যবসায়ের সহায়ক সেবার অবদান অনস্বীকার্য।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা একটি সৃজনশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। তাই ব্যবসায় গঠন ও নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন ধরনের সহায়তার প্রয়োজন হয়। পরামর্শ, তথ্য সরবরাহ, মূলধন সরবরাহ, প্রযুক্তির ব্যবহার, ব্যবসায় সম্প্রসারণ, ঋণ প্রদান প্রভৃতি ব্যবসায়ের সহায়ক সেবার উদাহরণ।

উদ্দীপকের অপু মাস্টার্স পাস করে ব্যবসায় করার কথা ভাবছে। তাই সে তার বন্ধু যে ব্যাংকে চাকরি করে সেই ব্যাংকে যায়। ব্যাংকটি তাকে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা দিচ্ছে। এসব সহায়তার ফলে দেশে বেকারত্ব কমছে।

ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের সহায়তার (উদ্দীপনামূলক, সমর্থনমূলক ও সংরক্ষণমূলক সহায়তা) প্রয়োজন হয়। এসব সহায়তার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় গঠনে ও নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা হয়। ফলে আগ্রহীরা সহজেই উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে। এছাড়াও ব্যবসায়ের যোকোনো ধরনের সমস্যার কাঙ্ক্ষিত সহায়তা পেলে উদ্যোক্তাগণ ব্যবসায় সম্প্রসারণে আগ্রহী হয়। অন্যদিকে ব্যবসায় গঠন ও সম্প্রসারণের ফলে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, বেকারত্ব হ্রাস, জাতীয় আয় বৃদ্ধি হয়। তাই বলা যায়, দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নে সহায়ক সেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২৫ রফিক নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে নিজ বাড়িতে হস্তশিল্পের কারখানা স্থাপন করেন। এলাকার মহিলা ও বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তার শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত করেন। পরবর্তীতে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি একটি সংস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার আয়োজন করে এবং রফিক সেখানে স্টল ভাড়া নিয়ে পণ্য বিক্রয় করেন। এতে প্রচুর মুনাফা অর্জিত হয় এবং রফিক সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি পায়। *[কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. সাপটা কী? ১

খ. ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. অগ্রণী ব্যাংক রফিককে কোন ধরনের সহায়তা প্রদান করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাণিজ্য মেলা আয়োজনকারী সংস্থাই রফিককে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে'—মূল্যায়ন করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কভুক্ত দেশসমূহ নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাকেই সাপটা বলে।

সহায়ক তথ্য

SAPTA-এর পূর্ণরূপ হলো- SAARC Preferential Trading Arrangement.

খ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সেবার প্রয়োজন পড়ে তাকে ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা বলে।

ব্যবসায় করতে অনেক কিছু জানতে হয়। অনেকের সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ে। এখানে নানা ধরনের নিয়ম ও বাধ্যবাধকতা থাকে, যা প্রতিষ্ঠানকে মানতে হয়। এসব নিয়ম পালন করতে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সেবার দরকার হয়। এসবই সহায়ক সেবা নামে পরিচিত।

http://teachingbd.com

গ উদ্দীপকের অগ্রণী ব্যাংক রফিককে সমর্থনমূলক সহায়তা প্রদান করেছে।

এর মাধ্যমে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী ব্যক্তি তার আশাকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হন। উদ্যোক্তা প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সমর্থ হন। যেমন: ব্যবসায় নিবন্ধন, মূলধন সহায়তা, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, কর অবকাশ, ভর্তুকি ইত্যাদি এর অন্তর্গত।

উদ্দীপকে রফিক নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য অগ্রণী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে হস্তশিল্পের কারখানা স্থাপন করেন। এলাকার মহিলা ও বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তার শিল্পের সাথে যুক্ত করেন। রফিক নিজের চেষ্টায় সফল হতে চায়। তার কাজে স্পৃহা রয়েছে। কিন্তু তার মূলধনের অভাব ছিল। অগ্রণী ব্যাংক তাকে এ মূলধন সরবরাহ করে। এসব বৈশিষ্ট্যই সমর্থনমূলক সহায়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, রফিককে অগ্রণী ব্যাংকের ঋণ প্রদান সমর্থনমূলক সহায়তা।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে বলা যায় বাণিজ্য মেলা আয়োজনকারী রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো রফিককে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন উৎপাদক এবং রপ্তানিকারীদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণে সহায়তা করে। পণ্য বিক্রয় ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে। অন্য দেশের সাথে রপ্তানি চুক্তি করতেও প্রতিষ্ঠানটি সহায়তা করে।

উদ্দীপকে রফিক হস্তশিল্প কারখানার মালিক। রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ঢাকায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার আয়োজন করে। রফিক সেখানে স্টল ভাড়া নিয়ে তার পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করেন। এতে প্রচুর মুনাফা হয়।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় দেশি এবং বিদেশি অনেক ক্রেতা রফিকের পণ্য ক্রয় করেছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা তার পণ্য ঐ অঞ্চলে সরবরাহের অর্ডার দিয়েছে। আবার বিদেশি ক্রেতারাও পণ্য আমদানির অর্ডার দিয়েছে। ফলে রফিকের প্রচুর মুনাফা অর্জিত হয় এবং সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি পায়।

প্রশ্ন ▶ ২৬ মুনিরা এসএসসি পাস করে আর লেখাপড়া করতে পারেনি। এক বড় বোনের পরামর্শে আশা নামের একটা প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। সেখানে সে সেলাই ও এমব্রয়ডারির ওপর প্রশিক্ষণ নেয়। এরপর কিছু টাকা জোগাড় করে কাজ শুরু করলেও অর্থের অভাবে কোনোভাবেই কাজকে এগিয়ে নিতে পারছিল না। ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করলে ব্যাংক কর্মকর্তা তার উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে বিনা জামানতে একটা ফাউন্ডেশনের আওতায় এক ধরনের ঋণের ব্যবস্থা করে দেয়। এই বরাদ্দকৃত ঋণ তার ভাগ্যের চাকা বদলাতে সহায়ক হয়েছে। *[ঝালকাঠি সরকারি কলেজ]*

ক. সাপটা কী? ১

খ. বেসরকারি সংস্থা (NGO) সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. মুনিরা আশা থেকে কী ধরনের সহায়ক সেবা পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মুনিরাকে প্রদত্ত এ ধরনের ঋণ হাজারো উদ্যোক্তা গঠনে ভূমিকা রাখবে— এ বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কভুক্ত দেশসমূহ নিজেদের বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে চুক্তিতে আবদ্ধ তাকেই সাপটা বলে।

সহায়ক তথ্য

SAPTA এর পূর্ণরূপ হলো— SAARC Preferential Trading Arrangement.

খ সমাজের দরিদ্র, অসহায় ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য গঠিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও।

বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এসব সংস্থা মূলত গ্রামের গরিব ও অসহায়দের সহায়তা করে। এছাড়াও দেশের উদ্যোক্তাদের উন্নয়নেও বেসরকারি সংস্থাগুলো কাজ করে যাচ্ছে। এর মধ্যে প্রশিকা, ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, মাইভাস প্রভৃতি অন্যতম।

গ উদ্দীপকের মুনিরা 'আশা' থেকে উদ্দীপনামূলক সহায়ক সেবা পেয়েছে।

এ সহায়তা একজন সম্ভাব্য উদ্যোক্তাকে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দিয়ে ব্যবসায় গঠনে আগ্রহী করে তোলে। যেমন: প্রশিক্ষণ, তথ্য সরবরাহ, প্রচার, পরামর্শ, পণ্য ও প্রকল্প নির্বাচনে সহায়তা প্রভৃতি এ সহায়তার অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের মুনিরা এসএসসি পাস করে আর লেখাপড়া করতে পারেনি। সে এক বড় বোনের পরামর্শে 'আশা' নামক একটি প্রতিষ্ঠানে যায়। মুনিরা 'আশা' থেকে সেলাই ও এমব্রয়ডারির ওপর প্রশিক্ষণ নেয়। আশা নামক বেসরকারি সংস্থাটি থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়ার মাধ্যমে মুনিরা অনুপ্রাণিত হয়েছে। এছাড়াও পরামর্শ, তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে 'আশা'-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে। তাই বলা যায়, 'আশা' নামক প্রতিষ্ঠানটি মুনিরাকে উদ্দীপনামূলক সহায়তা প্রদান করেছে।

ঘ মুনিরাকে প্রদত্ত ঋণ হাজারো উদ্যোক্তা গঠনে ভূমিকা রাখবে, কথাটি যথার্থ।

মূলধন সরবরাহ এক ধরনের সমর্থনমূলক সহায়তা। এরূপ সহায়তা উদ্যোক্তার ব্যবসায়িক চিন্তাকে বাস্তবে রূপদান ও পরিচালনা করতে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা প্রকল্প প্রণয়ন ও ব্যবসায় স্থাপনে সক্ষম হয়। মূলধন সরবরাহ, অবকাঠামোগত সহায়তা, ব্যবসায় নিবন্ধন প্রভৃতি সমর্থনমূলক সহায়তার অন্তর্ভুক্ত।

মুনিরা এসএসসি পাস করে 'আশা' নামক একটি প্রতিষ্ঠান থেকে সেলাই ও এমব্রয়ডারির ওপর প্রশিক্ষণ নেয়। এরপর কিছু টাকা জোগাড় করে কাজ শুরু করে। তবে অর্থের অভাবে কাজ এগিয়ে নিতে পারছিল না। এই অবস্থায় ব্যাংকে যোগাযোগ করলে ব্যাংক কর্মকর্তা তাকে একটা ফাউন্ডেশনের আওতায় ঋণের ব্যবস্থা করে দেয়। ফলে মুনিরা তার ভাগ্যের চাকা বদলাতে সক্ষম হয়েছে। ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা ঝুঁকিপূর্ণ ও সৃজনশীল কাজ। সে কারণেই বিভিন্ন ধরনের সহায়তার প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে মূলধনের যোগান অন্যতম। প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা না পেলে ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়ে।

মুনিরা অর্থের অভাবে ব্যবসায় এগিয়ে নিতে পারছিল না। পরবর্তীতে একটি ফাউন্ডেশনের দেয়া ঋণের মাধ্যমে সে ব্যবসায় পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনটি তাকে মূলধন সরবরাহ করেছে। এরূপ সমর্থনমূলক সহায়তা পেলে অনেক উদ্যোক্তা ব্যবসায় গঠনে আগ্রহী হবে। তাদের মূলধনের অভাবের কথা ভেবে থেমে থাকতে হবে না। তাই বলা যায়, মুনিরাকে প্রদত্ত মূলধন সরবরাহকারী ঋণ হাজারো উদ্যোক্তা গঠনে ভূমিকা রাখবে।

Teachingbd.com

অধ্যায়-১১: ব্যবসায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

প্রশ্ন ▶১ মি. সাব্বির 'এবিসি' ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী। তিনি তার ব্যাংকে সব লেনদেনের হিসাব ছাপানো খাতায় লেখার পরিবর্তে কম্পিউটারে বিশেষ ব্যবস্থায় লিপিবদ্ধ করার নিয়ম প্রবর্তন করেন। গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য চিঠিপত্রের মাধ্যমে লেনদেনের বদলে ই-মেইল ও মোবাইল ফোনে এসএমএস পদ্ধতি চালু করেন। উন্নত গ্রাহকসেবার কারণে তার ব্যাংকের জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। *[চা. বো. ১৭; চ. বো. ১৭]*

ক. ই-মেইল কী? ১

খ. ন্যূনতম চাঁদা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. সাব্বির কোন ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে গৃহীত পদ্ধতি গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানে সক্ষম হবে কি? যুক্তিসহ লেখো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ই-মেইল (Electronic Mail) বলতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক কম্পিউটার হতে অন্য কোনো কম্পিউটারে কোনো তথ্য আদান-প্রদানকে বোঝায়।

খ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলিতে কোম্পানি গঠনের প্রাথমিক খরচের উদ্দেশ্যে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের প্রতিশ্রুতির উল্লেখ থাকে তাকে ন্যূনতম চাঁদা বলে।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ ও শেয়ার বিলির পূর্বে ন্যূনতম চাঁদা সংগ্রহের কাজ করে। এ মূলধনের অর্থ দিয়ে কোম্পানির প্রাথমিক ব্যয় ও গঠন সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এরূপ চাঁদা সংগ্রহ ব্যতীত পাবলিক কোম্পানি কার্যারম্ভের অনুমতি পায় না।

গ উদ্দীপকে মি. সাব্বির ই-ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছেন।

ই-ব্যাংকিং পদ্ধতি হলো ব্যাংকিং সেবা-সুবিধা প্রদানের আধুনিক কৌশল বা পদ্ধতি। যেখানে উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতিদ্রুত, নির্ভুল এবং ব্যাপক বিস্তৃত ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা সম্ভব।

উদ্দীপকের মি. সাব্বির 'এবিসি' ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী। তিনি তার ব্যাংকে সব লেনদেনের হিসাব ছাপানো খাতায় লেখার পরিবর্তে কম্পিউটারে বিশেষ ব্যবস্থায় লিপিবদ্ধ করার নিয়ম চালু করেন। যার মাধ্যমে অতি দ্রুত এবং সহজে গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। তিনি গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রদানে চিঠিপত্রের বদলে ই-মেইল ও মোবাইল ফোনে এসএমএস পদ্ধতি চালু করেন। উদ্দীপকের এ বিশেষ ব্যবস্থাটির কার্যক্রম ই-ব্যাংকিং-এর বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, এ.আধুনিক পদ্ধতিটি হলো ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা।

ঘ উদ্দীপকে গৃহীত ই-ব্যাংকিং পদ্ধতি গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানে সক্ষম হবে।

ই-ব্যাংকিং পদ্ধতিতে ইন্টারনেট ও কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে স্বল্প সময়ে ও ব্যয়ে অর্থ জমা, উত্তোলন, স্থানান্তর এবং লেনদেনের তথ্য পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের এবিসি ব্যাংকে ই-ব্যাংকিং পদ্ধতিতে ব্যাংকিং লেনদেনসমূহ কম্পিউটারে লিপিবদ্ধ করা হয়। এতে গ্রাহকের কোনো ব্যাংকিং তথ্য হারানোর আশঙ্কা থাকে না। তাই গ্রাহকরা নিশ্চিন্তভাবে এখানে তাদের ব্যাংকিং লেনদেন সম্পন্ন করতে পারেন। এছাড়া তারা গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে চিঠিপত্রের বদলে ই-মেইল ও মোবাইল ফোনে এসএমএস পদ্ধতি চালু করেন।

আগে গ্রাহককে ব্যাংকে গিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং তথ্য সম্পাদন করতে হতো, যা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে গ্রাহককে উন্নত সেবা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে গ্রাহকরা ঘরে বসেই তাদের ব্যাংকিং তথ্য পাওয়ার সুবিধা অর্জন করছে, যা তাদের সময়, শ্রম ও ব্যয় হ্রাস করছে। এতে গ্রাহকরা সন্তুষ্ট হচ্ছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে গৃহীত ই-ব্যাংকিং পদ্ধতিই গ্রাহকদের এভাবে উন্নত সেবা প্রদানে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন ▶২ হায়দারের বাবা প্রতি মাসে হায়দারকে টাকা পাঠান। হায়দার নিকটস্থ বিকাশ এজেন্টের নিকট গিয়ে মোবাইল ব্যবহার করে টাকা উত্তোলন করতে পারেন। বিকাশের এ ধরনের ব্যাংকিং সেবা পেয়ে হায়দারের মতো অন্যরা বিকাশের হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। *[দি.বো. ১৭]*

ক. অনলাইন ব্যাংকিং কী? ১

খ. ব্যবসায়ের আধুনিকায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে 'বিকাশ' কোন ধরনের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. হায়দারের বাবার বিকাশে টাকা পাঠানোর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেটওয়ার্কের আওতায় কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত ও কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকিং কার্যক্রমকেই অনলাইন ব্যাংকিং বলে।

খ কম্পিউটারাইজড ব্যবস্থার মাধ্যমে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলে।

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত তথ্য বিনিময় সহজ হয়। এর মাধ্যমে কাজের গতি এবং কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এতে তথ্য হালনাগাদ করে সার্বক্ষণিক ব্যবসায়িক কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয়। এভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবসায়ের সাফল্য লাভে সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকের 'বিকাশ' মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে।

মোবাইল ব্যাংকিং হলো মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রদান ও লেনদেন করা।এক্ষেত্রে এক ধরনের গোপন PIN নম্বর ব্যবহার করতে হয়।

উদ্দীপকের হায়দারের বাবা প্রতিমাসে হায়দারকে টাকা পাঠান। হায়দার নিকটস্থ বিকাশ এজেন্টের নিকট গিয়ে মোবাইল ব্যবহার করে টাকা উত্তোলন করতে পারেন। হায়দার মোবাইলে নিজস্ব PIN নম্বর ব্যবহার করে খুব সহজেই তার বিকাশ একাউন্টে জমাকৃত অর্থ প্রয়োজনমতো উত্তোলন করতে পারেন। এর মাধ্যমে একাউন্টের সর্বশেষ কী লেনদেন হয়েছে তার তথ্যও জানা যায়। বিকাশের এ ধরনের ব্যাংকিং সেবা মোবাইল ব্যাংকিং -এর আওতায় পড়ে। সুতরাং বলা যায়, 'বিকাশ' মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে।

ঘ উদ্দীপকে হায়দারের বাবার বিকাশে টাকা পাঠানোর কাজটি যৌক্তিক।

দ্রুত এবং নিরাপদে আর্থিক লেনদেনের জন্য বিকাশ বর্তমানে একটি আধুনিক ব্যবস্থা। ব্র্যাক ব্যাংক বিকাশ (bkash) নামে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু করেছে, যা এখন দেশের সর্বত্র খুবই জনপ্রিয়।

উদ্দীপকের হায়দারের বাবা তাকে প্রতিমাসে বিকাশে টাকা পাঠান। হায়দার নিকটস্থ বিকাশ এজেন্টের নিকট গিয়ে মোবাইল ব্যবহার করে টাকা উত্তোলন করতে পারেন। হায়দার বিকাশের মাধ্যমে খুব সহজেই তার বাবার পাঠানো টাকা উত্তোলন করতে পারেন। গোপন PIN বা কোড ব্যবহার করে এরূপ লেনদেন করা হয় বলে তার নিরাপত্তা বজায় থাকে।

দেশের সর্বত্র অসংখ্য বিকাশ এজেন্টের দোকান বর্তমানে চালু আছে। তাই যেকোনো সময় গ্রাহক বিকাশে অর্থ প্রেরণ ও গ্রহণ করতে পারেন। এতে গ্রাহকের সময় ও শ্রম দু'টিই সাশ্রয় হয়। উদ্দীপকের হায়দারের মতো অন্যরাও বিকাশের হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। এতে তারাও দ্রুত ও নিরাপদে এরূপ আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করতে পারবেন। সুতরাং বলা যায়, হায়দারের বাবার বিকাশে টাকা পাঠানো যৌক্তিক হয়েছে।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶৩ মি. বুলবুল একজন ইউনিয়ন পর্যায়ের ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী। তিনি টিভি, ফ্রিজ, মোবাইল ফোন, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি বিক্রি করেন। কিছুদিন যাবত তিনি লক্ষ করলেন যে, তার শোরুমের বিক্রয় দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে তিনি খুব হতাশ। তিনি ঐ অঞ্চলের ক্রেতাদের আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই না করে ইন্টারনেটে ও ফেসবুকে তার প্রতিষ্ঠানের বিক্রীত পণ্যের বিজ্ঞাপন দেন। কিন্তু তারপরেও তার প্রতিষ্ঠানের বিক্রি বৃদ্ধি পায়নি। */কু. বো. ১৭/*

ক. ই-মেইল কী? ১

খ. পুনঃরপ্তানি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে মি. বুলবুল ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যোগাযোগের কোন মাধ্যমটি ব্যবহার করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. বুলবুলের ব্যবসায়ের অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ার মূল কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ই-মেইল (Electronic Mail) বলতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কোনো কম্পিউটারে কোনো তথ্য আদান-প্রদানকে বোঝায়।

খ বিদেশ থেকে পণ্যসামগ্রী আমদানি করে তা পুনরায় অন্য দেশে রপ্তানি করা হলে তাকে পুনঃরপ্তানি বলে।

পণ্য আমদানি করার পর প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান বা আকার পরিবর্তন করে তা পুনরায় অন্য কোনো দেশে রপ্তানি করা করা যায়। উৎপাদনকারী দেশের সাথে আমদানিকারক দেশের সরাসরি ব্যবসায়িক সম্পর্ক না থাকলে সেক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

গ উদ্দীপকের মি. বুলবুল ব্যবসায়ের যোগাযোগের ক্ষেত্রে শাব্দিক যোগাযোগ মাধ্যমটি ব্যবহার করেছেন।

শাব্দিক যোগাযোগ হলো মৌখিক বা লিখিত শব্দ ব্যবহার করে সংবাদ বা তথ্য যোগাযোগভুক্ত পক্ষসমূহের মধ্যে বিনিময় করা। যোগাযোগের ক্ষেত্রে শাব্দিক যোগাযোগই মুখ্য। প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ও বাইরে প্রতিদিন বিভিন্ন পক্ষের সাথে এ মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়।

উদ্দীপকের মি. বুলবুল একজন ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী। কিছুদিন যাবত তার শো-রুমের বিক্রয় হ্রাস পাওয়ায় তিনি চিন্তিত। তিনি ঐ অঞ্চলের ক্রেতাদের জন্য ইন্টারনেটে ও ফেসবুকে তার প্রতিষ্ঠানের বিক্রিত পণ্যের বিজ্ঞাপন দেন। এক্ষেত্রে তিনি এরূপ যোগাযোগে শব্দ অর্থপূর্ণভাবে লিখে উপস্থাপন ও প্রকাশ করেন। চিঠি, ই-মেইল, খুদে বার্তা প্রভৃতিও এভাবে উপস্থাপন করা হয়, যা মূলত লিখিত যোগাযোগের পর্যায়ে পড়ে। আর এ লিখিত যোগাযোগ শব্দের মাধ্যমেই প্রকাশ করা হয়। সুতরাং বলা যায়, মি. বুলবুল এ শাব্দিক যোগাযোগ মাধ্যমটিই ব্যবহার করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের মি. বুলবুলের ব্যবসায়ের অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ার মূল কারণ হলো ক্রেতাদের আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব।

প্রতিটি ব্যবসায়ীদের কাছে যোগাযোগ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ও বাইরে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা বা সরবরাহকারীদের সাথে তাদের যোগাযোগ করতে হয়। এজন্য উত্তম যোগাযোগ মাধ্যম নির্বাচন করা খুবই জরুরি।

উদ্দীপকের ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী মি. বুলবুল লক্ষ করেন তার শো-রুমের পণ্যের বিক্রয় দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তিনি ঐ অঞ্চলের ক্রেতাদের আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই না করেই ইন্টারনেটে ও ফেসবুকে প্রতিষ্ঠানের পণ্যের বিজ্ঞাপন দেন। কিন্তু তারপরও বিক্রি বৃদ্ধি পায়নি।

ব্যবসায়ী হিসেবে মি. বুলবুলের উচিত ছিল বিজ্ঞাপন প্রদানের পূর্বে ক্রেতাদের প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। সব ধরনের ক্রেতা ইন্টারনেট ও ফেসবুক ব্যবহার করেন না। তাই তার প্রচারিত বিজ্ঞাপন সবার নজরে আসেনি। ক্রেতারা আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। তাই তার পণ্য সম্পর্কে ক্রেতা ধারণা পাননি। যার ফলে বিক্রয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়নি। তাই বলা যায়, ক্রেতাদের জন্য সঠিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার না করায় তার ব্যবসায়ের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

প্রশ্ন ▶৪ জনাব আজাদ সাংগু ব্যাংক, ঢাকা শাখায় একটি হিসাব খুলেছেন। তিনি উক্ত হিসাবে লেনদেনের সময় কাগুজে ডকুমেন্ট যেমন: রশিদ, চেক ব্যবহার করেন। তার হিসাবে সবসময় পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ জমা থাকে। অন্যদিকে জনাব মজিদ কুশিয়ারা ব্যাংক রংপুর শাখায় একটি হিসাব খোলেন। তিনি ব্যাংক লেনদেনে কোনো কাগুজে ডকুমেন্ট ব্যবহার করেন না। তারা দুজনই সপরিবারে কক্সবাজারে বেড়াতে গেলেন যেখানে দুটি ব্যাংকেরই শাখা আছে। দুজনই সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখায় টাকা উত্তোলন করতে গেলেন। মজিদ যথাযথভাবে উত্তোলনে সমর্থন হন। আজাদ যথাযথ নিয়ম মেনে চেক উপস্থাপন করলেও অন্য শাখার চেক হওয়ায় ব্যাংক তাকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানে ব্যর্থ হয়। */সি. বো. ১৭/*

ক. B2C কী? ১

খ. প্রতিবন্ধ অংশীদার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কুশিয়ারা ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে? প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সাংগু ব্যাংকের সেবা প্রদানের ব্যর্থতা দূরীকরণে করণীয় কী? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক B2C-এর পূর্ণরূপ হলো Business to Consumer. ই-বিজনেসের B2C মডেল হচ্ছে যেখানে ব্যবসায়ীরা সরাসরি ভোক্তার নিকট পণ্য বা সেবা বিক্রয় করেন।

খ ব্যবসায়ের অংশীদারগণ কোনো ব্যক্তিকে যদি অংশীদার হিসেবে পরিচয় দেয় এবং সে ব্যক্তি তা জেনেও মৌনতা অবলম্বন করে তাহলে তাকে প্রতিবন্ধ অংশীদার বলে।

অংশীদারি ব্যবসায়ে সৃষ্ট দায় এ ধরনের অংশীদারকেও অন্য সাধারণ অংশীদারের মতো বহন করতে হয়। অর্থাৎ, ব্যবসায়িক কোনো সুবিধা না পেলেও তার কারণে কেউ উক্ত ব্যবসায়ের সাথে আবদ্ধ হলে সে জন্য সৃষ্ট দায়ে সে দায়বদ্ধ হবে।

গ উদ্দীপকের কুশিয়ারা ব্যাংক ই-ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে।

ই-ব্যাংকিং পদ্ধতি হলো ব্যাংকিং সেবা সুবিধা প্রদানের আধুনিক পদ্ধতি। এটি এমন এক ধরনের ব্যাংকিং সেবা পদ্ধতি যেখানে ইন্টারনেট এবং কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার করে অতিদ্রুত ও নির্ভুলভাবে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হয়।

উদ্দীপকের জনাব মজিদ কুশিয়ারা ব্যাংক, রংপুর শাখায় একটি হিসাব খোলেন। তিনি তার ব্যাংকিং লেনদেন সম্পাদন করার জন্য কোনো ধরনের কাগজের ডকুমেন্ট ব্যবহার করেন না। তিনি রংপুর থেকে কক্সবাজার বেড়াতে গেলে ব্যাংক থেকে খুব সহজেই টাকা উত্তোলন করলেন। এজন্য কোনো কাগজপত্রের প্রয়োজন হয়নি। এসব বৈশিষ্ট্য ই-ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।। তাই বলা যায়, জনাব মজিদকে কুশিয়ারা ব্যাংক ই-ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকে সাংগু ব্যাংকের সেবা প্রদানের ব্যর্থতা দূর করার জন্য ই-ব্যাংকিং সেবা পদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন।

ই-ব্যাংকিং হলো ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং পদ্ধতি। এটি এমন এক ধরনের ব্যাংকিং সেবা পদ্ধতি যেখানে ইন্টারনেট এবং কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার করে অতিদ্রুত ও নির্ভুলভাবে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হয়।

উদ্দীপকের জনাব আজাদ সাংগু ব্যাংক, ঢাকা শাখায় একটি হিসাব খোলেন। ব্যাংকটি তাদের সব কার্যক্রম কাগজে ডকুমেন্ট যেমন: রশিদ, চেক ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ ব্যাংকিং সব কার্যক্রম ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। তাই জনাব আজাদ কক্সবাজার গিয়ে টাকা উত্তোলনের জন্য ব্যাংকে গেলে ব্যাংক তাকে অর্থ দিতে অপারগতা জানায়।

ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমে এক শাখায় হিসাব খুলে দেশের সর্বত্রই টাকা জমা ও উত্তোলন করা যায়। এতে ব্যাংকের গ্রাহকদের বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয় না। সাংগু ব্যাংকটি তাদের সব কার্যক্রম ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে করায় জনাব আজাদ ঢাকায় হিসাব খুলে কক্সবাজার গিয়ে টাকা তুলতে ব্যর্থ হন। যদি সাংগু ব্যাংকটির কার্যক্রম ই-ব্যাংকিং পদ্ধতিতে হতো তাহলে জনাব মজিদের মতো তিনিও কক্সবাজার গিয়ে টাকা তুলতে পারতেন। তাই আমি মনে করি, সাংগু ব্যাংকের ব্যর্থতা দূর করার জন্য ব্যাংকটির সব কার্যক্রম ই-ব্যাংকিং পদ্ধতিতে হওয়া উচিত।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶৫ মিসেস সাহানা একজন ব্যাংকার। তাকে অফিসে ৫টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। অধিকন্তু তিন রাস্তার ট্রাফিক জ্যাম, লম্বা লাইন, এ দোকান সে দোকান ঘোরার ভয়ে ভীত। তাই তিনি এবারের ঈদে ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে পোশাক কেনাকাটার কাজ সেরে নিলেন।

[বি. বো. ১৭]

ক. ই-ব্যাংকিং কী? ১

খ. মোবাইল ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. উদ্দীপকে অনলাইন ব্যবসায়ের কোন ক্ষেত্রটির বর্ণনা আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যবসায়ে আই.সি.টি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংক আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান, অর্থ স্থানান্তর ও বিনিময়, বিনিয়োগ, উত্তোলন, বিল পরিশোধ প্রভৃতি ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করাকে ই-ব্যাংকিং বলে।

খ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, তথ্য সংগ্রহ ও প্রদান এবং লেনদেন করাকেই মোবাইল ব্যাংকিং বলে।
মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংকের আর্থিক ও হিসাব সংক্রান্ত তথ্য গ্রাহক ঘরে বসেই যেকোনো সময় সংগ্রহ করতে পারেন । এ পদ্ধতিতে দ্রুত লেনদেন কার্যক্রম করা যায়, যা গ্রাহকের সময় ও শ্রম উভয়ই হ্রাস করে। এজন্য মোবাইল ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে অনলাইন ব্যবসায়ের 'অনলাইন শপিং' ক্ষেত্রটির বর্ণনা আছে।
অনলাইন শপিং পদ্ধতিতে খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান থেকে অনলাইনে পণ্য ক্রয় করা হয়। এরূপ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে পণ্যের ক্যাটালগ দেওয়া থাকে। ক্রেতা তার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ও পরিমাণ অনলাইনে বিক্রেতাকে জানান। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ক্রেতা ঘরে বসেই পণ্য পেয়ে যান।
উদ্দীপকের মিসেস সাহানা ট্রাফিক জ্যাম, লম্বা লাইন, এ দোকান, সে দোকান ঘোরার ভয়ে ভীত। তাই তিনি ঈদে ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে পোশাক কেনাকাটার কাজ সেরে নিলেন। সাহানা ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে পণ্য অর্ডার করেছেন। তার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য বিক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে দেয়। এক্ষেত্রে পণ্যমূল্য প্রদানের সময় তাকে অতিরিক্ত চার্জ দিতে হয়েছে। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এসব কার্যক্রম অনলাইন শপিং ব্যবসায়ের আওতায় পড়ে। এজন্যই বলা যায়, উদ্দীপকে অনলাইন শপিং ক্ষেত্রটির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ঘ ব্যবসায়ে সাফল্য আনয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থায় ইন্টারনেট প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্যের দ্রুত আদান-প্রদান ও যোগাযোগ স্থাপন করা হয়।
উদ্দীপকের মিসেস সাহানা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে যে অনলাইনে শপিং করেছেন তা বর্তমানে ব্যবসায়ীদের বিক্রয় বৃদ্ধি করছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিক পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে গ্রাহকদের প্রয়োজন পূরণের জন্য পণ্যের উৎপাদনশীলতা বাড়ে। এতে গ্রাহকরা কম পরিশ্রমে ঘরে বসেই পণ্য পেয়ে যাচ্ছেন বলে এ ব্যবস্থা জনপ্রিয় হচ্ছে।
এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীরা কম খরচে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা স্বাধীনভাবে এ ব্যবস্থায় ব্যবসায় করার সুবিধা পান। ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও আর্থিক লেনদেনে এ ব্যবস্থা খুব দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা যায়। বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থা ব্যবসায়ীদের আরও আধুনিক ও উন্নত পণ্য উৎপাদন ও বিপণনে সহায়তা করছে। সুতরাং বলা যায়, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৬ জনাব ফাহিম আলফা ব্যাংকের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা। আলফা ব্যাংক লেজার বুকের পরিবর্তে কম্পিউটারে গ্রাহকদের হিসাব সংরক্ষণ করে। তথ্য আদান-প্রদানে চিঠির পরিবর্তে ই-মেইল, মোবাইল ফোন ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহার করে। গ্রাহকগণ ব্যাংকে না গিয়ে চেক ছাড়াই মুহূর্তে কার্ড ব্যবহার করে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা টাকা তুলতে পারেন।

[চা. বো., সি. বো. ১৬]

ক. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কী? ১

খ. মোবাইল ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আলফা ব্যাংকে কোন ধরনের ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার আর্থিক লেনদেনকে সহজতর করে দিয়েছে'— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপাত্ত সংগ্রহ, পরিবর্তন, প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদির সাথে ইন্টারনেট প্রযুক্তির সাহায্য তথ্যের দ্রুত আদান-প্রদান ও যোগাযোগ স্থাপনের প্রযুক্তিই হলো ICT বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

খ মোবাইল ফোন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাহককে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা তথা অর্থ জমাদান, উত্তোলন, মূল্য ও বিল পরিশোধ, বেতন-ভাতা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধা প্রদান করাই মোবাইল ব্যাংকিং।
মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প খরচে দক্ষতার সঙ্গে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট বা হিসাব খুলে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা বা সেবা নেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকে আলফা ব্যাংকে ই-ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু আছে।
আধুনিক ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতি দ্রুত, নির্ভুল ও বিস্তৃত কার্য পরিচালনায় সক্ষম ব্যাংক ব্যবস্থাই হলো ই-ব্যাংকিং। এতে স্বয়ংক্রিয় গণনা যন্ত্র, অনলাইন ব্যাংকিং, হোম ব্যাংকিং ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।
জনাব ফাহিম আলফা ব্যাংকের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা। আলফা ব্যাংক লেজার বুকের পরিবর্তে কম্পিউটারে গ্রাহকদের হিসাব সংরক্ষণ করে। তথ্য আদান-প্রদানে চিঠির পরিবর্তে ই-মেইল, মোবাইল ফোন ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহার করে। অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় গণনা যন্ত্র দ্বারা আলফা ব্যাংক গ্রাহকদের সেবা দিয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি গ্রাহকদের ডেবিট কার্ড ব্যবহারের সুবিধাও দিয়ে থাকে। ফলে গ্রাহকরা যেকোনো সময় টাকা উত্তোলন করতে পারে। অর্থাৎ আলফা ব্যাংকের সব ধরনের কার্যক্রম সম্পাদনে ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। তাই বলা যায়, আলফা ব্যাংক ই-ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করছে।

ঘ 'তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার আর্থিক লেনদেনকে সহজতর করে দিয়েছে'— কথাটি অধিক যুক্তিযুক্ত।
তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ সংশ্লিষ্ট আধুনিক কম্পিউটারাইজড ব্যবস্থাকে তথ্য প্রযুক্তি বলে। এতে কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। ফলে তথ্যের দ্রুত প্রেরণ ও কাজের গতি বৃদ্ধি পায়।
আলফা ব্যাংক লেজার বুকের পরিবর্তে কম্পিউটারে হিসাব সংরক্ষণ করে। ব্যাংকটি তথ্য আদান-প্রদানে ই-মেইল, মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। এছাড়া গ্রাহকদের ২৪ ঘণ্টা টাকা উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে।
আলফা ব্যাংকটি তার যাবতীয় ব্যাংকিং কাজে তথ্য প্রযুক্তির সমন্বয় করেছে। ই-মেইল, মোবাইল ব্যবহারে তথ্য দ্রুত প্রেরণ করা যায়। এতে গ্রাহকরাও সন্তুষ্ট থাকে। যেকোনো সময় অর্থ উত্তোলনের সুযোগ থাকায় গ্রাহকদের লেনদেন করতেও সুবিধা হয়, যা তথ্যপ্রযুক্তির কারণে ঘটেছে। পরিশেষে বলা যায়, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার আর্থিক লেনদেনকে সহজতর করে দিয়েছে।

প্রশ্ন ▶৭ ফাহিম একজন উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরিজীবী। দীর্ঘদিন কর্ণফুলী ব্যাংকের সাথে সুনামের সাথে লেনদেন করে আসছেন। ব্যাংক তাকে এমন এক ধরনের কার্ড সরবরাহ করে যাতে সে তার জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারে। ১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে দোকানে কার্ড ব্যবহার করে পণ্য ক্রয় করতে চাইলে দোকানদার তাকে জানায় পণ্যমূল্য ১ লক্ষ টাকা। তাকে ৫,০০০ টাকা নগদ পরিশোধ করতে হবে।

[কু. বো. ১৬]

ক. ICT কী? ১

খ. ই-মার্কেটিং বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্ডটির ধরন কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে তার জমার স্থিতি কত ছিল? ব্যাখ্যা দাও। ৪

http://teachingbd.com

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপাত্ত সংগ্রহ, পরিবর্তন, প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদির সাথে ইন্টারনেট প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্যের দ্রুত আদান-প্রদান ও যোগাযোগ স্থাপনের প্রযুক্তিই হলো ICT বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

খ ইন্টারনেট নির্ভর প্রযুক্তির মাধ্যমে পণ্য বা সেবার বাজারজাতকরণ এবং ক্রেতার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলাই হচ্ছে ই-মার্কেটিং।
ই-মার্কেটিং অনলাইন ব্যবসায়ের একটি শাখা। এটি নতুন বাজার সৃষ্টি করে পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে। এছাড়া পণ্যের ব্র্যান্ড ভ্যালুও সৃষ্টি করে। এটি বর্তমানে অধিক জনপ্রিয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্ডটি হলো ক্রেডিট কার্ড।
ঋণ সুবিধা সম্বলিত চুম্বকীয় শক্তিসম্পন্ন যে প্লাস্টিক কার্ড ব্যাংক তার গ্রাহকদের অর্থ উত্তোলন ও ফান্ড স্থানান্তরের জন্য সরবরাহ করে তাই হলো ক্রেডিট কার্ড। নির্দিষ্ট মার্চেন্ট প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য ও সেবা ক্রয়ে ক্রেডিট কার্ড বহুল ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক সেবা পদ্ধতি।
ফাহিমকে ব্যাংক এমন এক ধরনের কার্ড সরবরাহ করেছে যাতে সে তার জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত উত্তোলন করতে পারে। অর্থাৎ, ফাহিমের কার্ডটি ঋণ সুবিধা সম্বলিত। ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে ক্রেডিট লিমিট বা ঋণ সুবিধার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, যা ফাহিমের কার্ডেও করা আছে। তাই বলা যায়, ফাহিমের ব্যবহৃত আধুনিক কার্ডটিতে ক্রেডিট কার্ডের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়।

ঘ ১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে ফাহিমের জমার স্থিতির পরিমাণ জানার জন্য ক্রেডিট কার্ডের নিট পরিমাণ বের করতে হবে।
ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহককে ক্রেডিট বা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয় বলে তা ক্রেডিট কার্ড নামে পরিচিত। এ কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহক কত টাকা ঋণ সুবিধা নিতে পারবে তার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে। উদ্দীপকের ফাহিমকে তার ব্যাংক এমন এক ধরনের কার্ড সরবরাহ করেছে যাতে সে তার জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারে। ১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে দোকানে এ কার্ড ব্যবহার করে ১ লক্ষ টাকার পণ্য ক্রয় করতে গেলে দোকানদার তাকে জানায় ৫,০০০ টাকা নগদ পরিশোধ করতে হবে। ফাহিমকে তার ৫০,০০০ টাকা ঋণ সুবিধা গ্রহণের পরেও ৫,০০০ টাকা নগদ প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ তার জমার স্থিতি ছিল—
১,০০,০০০ – (৫০,০০০ + ৫,০০০)
∴ (১,০০, ০০০ – ৫৫,০০০)
বা ৪৫,০০০ টাকা।
অতএব, ১ মার্চ ২০১৬ তারিখে ফাহিমের জমার স্থিতি ছিল ৪৫,০০০ টাকা।

প্রশ্ন ▶ ৮ মনোয়ারা ঢাকা EPZ-এর একটি কারখানায় কাজ করে। মনোয়ারার গ্রামে ব্যাংক ও পোস্ট অফিস না থাকায় বাড়িতে বেতনের টাকা পাঠানো কষ্ট হয়ে পড়ে। অথচ তার সহকর্মী সুমি মনোয়ারার EPZ-এর পাশে একটি ব্যাংকের অনুমোদিত বুথ থেকে কার্ডের মাধ্যমে মুহূর্তে তার একাউন্ট থেকে বেতনের টাকা তুলতে পারে। সম্প্রতি মনোয়ারার গ্রামটি মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। এতে মনোয়ারা তার সমস্যা সমাধানে আশাবাদী। *[চ. বো. ১৬]*

ক. ই-কমার্স কী? ১
খ. ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ পদ্ধতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সুমির ব্যবহৃত কার্ডটির ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো মনোয়ারার গ্রামে সম্প্রসারিত মোবাইল নেটওয়ার্কের সাহায্যে তার সমস্যার সমাধান সম্ভব? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট পণ্যদ্রব্য বা সেবাকর্ম ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন করাকে ই-কমার্স বলে।

খ উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ইত্যাদির পাশাপাশি ইন্টারনেট প্রযুক্তির সাহায্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলে।
ব্যবসায়ের সার্বিক ক্ষেত্রেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। উন্নত যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে অতিদ্রুত প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রাহকদের পাঠানো সম্ভব হচ্ছে। এতে যোগাযোগ ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে, কাজের গতি ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যবসায়ের নিত্যনৈমিত্তিক আধুনিকায়নে এ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

গ সুমির ব্যবহৃত কার্ডটির নাম ডেবিট কার্ড।
কোনো ব্যাংক তার গ্রাহককে ইলেকট্রনিক উপায়ে অর্থ উত্তোলনের জন্য ব্যবহার করতে ক্রেডিটকার্ড সরবরাহ করে। গ্রাহকদের এ কার্ডের দ্বারা জমাকৃত অর্থের সমপরিমাণ টাকা উত্তোলন করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।
সুমি EPZ-এর একটি কারখানায় কাজ করে। সে EPZ-এর পাশে একটি ব্যাংকের অনুমোদিত বুথ থেকে কার্ডের মাধ্যমে মুহূর্তে তার একাউন্ট থেকে বেতনের টাকা তুলতে পারে। জমাকৃত টাকার সমপরিমাণ টাকা তোলার অনুমতি প্রদান করা হয় এরূপ কার্ড ব্যবহারকারীদের। সুমি এ কার্ডের মাধ্যমে তার বেতনের টাকা উত্তোলন করে। নিরাপদে অর্থ প্রদানের জন্য ব্যাংক গ্রাহকদের এরূপ সেবা প্রদান করে থাকে। সুমি নগদ লেনদেনের বিপরীতে এরূপ কার্ড ব্যবহার করছেন।

ঘ আমি মনে করি মনোয়ারার গ্রামে সম্প্রসারিত মোবাইল নেটওয়ার্কের সাহায্যে মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে তার সমস্যার সমাধান সম্ভব।
মোবাইল ব্যাংকিং এমন একটি শাখাবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা, যেখানে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাংকে হিসাব নেই এমন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে স্বল্প ব্যয়ে আর্থিক সেবা প্রদান করা হয়। মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে নগদ অর্থ জমা দান, নগদ অর্থ উত্তোলন, পরিশোধ, এক হিসাব হতে অন্য হিসাবে অর্থ স্থানান্তর করা যায়।
মনোয়ারা ঢাকা EPZ-এর একটি কারখানায় কাজ করে। মনোয়ারার গ্রামে ব্যাংক ও পোস্ট অফিস না থাকায় বাড়িতে বেতনের টাকা পাঠানো কষ্ট হয়ে পড়ে। সম্প্রতি মনোয়ারার গ্রামটি মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। মনোয়ারা তার সমস্যা সমাধানে মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করতে পারবে।
মোবাইল ব্যাংকিং-এর জন্য মনোয়ারাকে প্রথমে মোবাইল ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে। এর মাধ্যমে সে বেতনের টাকা গ্রামে পাঠাতে পারবে। গ্রামে অন্য মোবাইলের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে তার আত্মীয়-স্বজন টাকা উত্তোলন করতে পারবে। সুতরাং, মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে মনোয়ারা তার সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন ▶ ৯ হাফিজ লেখাপড়া শেষ করে রংপুরের সুপার মার্কেটে 'রকমারি টি-শার্ট' নামে একটি ব্যবসায় শুরু করে। সে টি-শার্ট বাজারজাতকরণের জন্য ফেসবুক ও বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন দেয়। বিজ্ঞাপন দেখে ক্রেতারা যেকোনো সময় পছন্দানুসারে টি শার্ট সংগ্রহ করতে পারে। ফলে দেখা যায়, অন্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে হাফিজের দোকানে ক্রেতা সমাগম বেশি ঘটে। *[য. বো. ১৬]*

ক. ডেবিট কার্ড কী? ১
খ. এম-কমার্স কোন ধরনের ব্যবসায়? ২
গ. হাফিজ কোন ধরনের বিপণন পদ্ধতি ব্যবহার করে? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো হাফিজ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্লাস্টিক চৌম্বক ইলেকট্রনিক কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহক গোপন নম্বর ব্যবহার করে নির্দিষ্ট বুথ থেকে জমাকৃত অর্থ উত্তোলন, স্থানান্তর বা পরিশোধ করে তাকে ডেবিট কার্ড বলে।

খ এম-কমার্স এক ধরনের ই-কমার্স যেটি অনলাইন ব্যবসায়ের অন্তর্গত। এম-কমার্স অর্থ হলো মোবাইল কমার্স বা মোবাইলভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থা।
ই-কমার্স হচ্ছে ডিজিটাল ডেটা প্রসেসিং এবং ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে ব্যবসায় সংক্রান্ত লেনদেন সম্পন্ন করা। মোবাইল ব্যবহার করে যখন এটি করা হয় তখন সেটি হয় এম-কমার্স। এম-কমার্স ব্যবহার করে ২৪/৭ ঘণ্টাব্যাপী অনলাইনে ব্যবসায়িক সেবা প্রদান করা হয়।

Teachingbd.com

গ উদ্দীপকের হাফিজ ই-রিটেইলিং বিপণন পদ্ধতি ব্যবহার করে।
অনলাইন বা ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুচরা পণ্য বিক্রয় করাই হলো ই-রিটেইলিং। এক্ষেত্রে ক্রেতা ইন্টারনেটে দোকানের ওয়েব সাইটে গিয়ে পণ্য ও মূল্যতালিকা সার্চ করে।
উদ্দীপকে হাফিজ লেখাপড়া শেষ করে 'রকমারি টি-শার্ট' নামে ব্যবসায় শুরু করে। সে ফেসবুক ও বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইটে টি-শার্টের বিজ্ঞাপন প্রদান করে। এক্ষেত্রে পণ্যের প্রচারে সে অনলাইন মাধ্যম ব্যবহার করে। ক্রেতারা অনলাইনেই টি-শার্ট ক্রয়ের আদেশ দিতে পারে। অর্থাৎ হাফিজের পণ্যের প্রচার এবং বিক্রয়ে ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি যেহেতু খুচরা বিপণন করেন সেহেতু তার বিপণন পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে ই-রিটেইলিং-এর অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের হাফিজ অন্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করে বলে আমি মনে করি।
আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা হলো ই-রিটেইলিং। ই-রিটেইলিং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক সুবিধা নিশ্চিত করে।
উদ্দীপকে হাফিজ ই-রিটেইলিং-এর সাথে জড়িত। তিনি 'রকমারি টি-শার্ট' নামে অনলাইনে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। এতে দেশের যেকোনো মানুষ তার পণ্য সম্পর্কে জানতে পারে। বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে ওয়েব সাইটে তার টি-শার্ট দেখে যে কেউ অর্ডার করতে পারে যেটি অন্যান্য ব্যবাসায়ীদের ক্ষেত্রে অসম্ভব। ফেসবুকে স্বল্প খরচে হাফিজ পণ্যের প্রচার করে অন্য ব্যবসায়ীদের থেকে এগিয়ে থাকেন।
হাফিজ ই-রিটেইলিং-এর মাধ্যমে অধিক সংখ্যক ভোক্তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেন। তিনি স্বল্প সময়ে পণ্যের অর্ডার গ্রহণ করে পণ্য সরবরাহ করতে পারেন। অনলাইনে বিজ্ঞাপন খরচ কম এবং বাজার সারা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। সুতরাং সময়, ব্যয়, বাজার প্রভৃতি বিবেচনায় হাফিজ অন্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করে।

প্রশ্ন ▶ ১০ সুমন ও কাজল দুই জন ব্যবসায়ী বন্ধু। তারা X লি. ব্যাংকের গ্রাহক। ব্যাংকটির গ্রাহকরা যেকোনো শাখা হতে লেনদেন করতে পারে। সুমন ব্যাংকের এমন একটি কার্ড ব্যবহার করেন যার দ্বারা কেনাকাটা ও ATM বুথ হতে টাকা তোলা যায় নিজের জমানো টাকা পর্যন্ত। অন্যদিকে কাজল একটি কার্ড ব্যবহার করে যার দ্বারা সুমনের ন্যায় সুবিধা পায় এবং জমাতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন করতে পারে।
[ব. বো. ১৬]

ক. ই-বিজনেস কী? ১
খ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. X লি. ব্যাংকটি গ্রাহকদের কোন ধরনের সুবিধা দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সুমন ও কাজলের ব্যবহৃত কার্ড দুটির মধ্যে ব্যাংকের দৃষ্টিকোণ হতে কোনটি ভালো? মূল্যায়ন করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য বা সেবা উৎপাদন হতে শুরু করে চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট পৌছানো পর্যন্ত তথ্য আদান-প্রদান, ক্রয়-বিক্রয়, মার্কেটিং প্রভৃতি যাবতীয় কার্যাবলির সমষ্টিকে ই-বিজনেস বলে।

খ কম্পিউটারাইজড ব্যবস্থার মাধ্যমে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলে।
ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত তথ্য বিনিময় সহজ হয়। এর মাধ্যমে কাজের গতি এবং কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এতে তথ্য হালনাগাদ করে সার্বক্ষণিক ক্রয়-বিক্রয় সম্ভব হয়। এভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবসায়ের সাফল্য লাভে সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকের X লি. ব্যাংকটি গ্রাহকদের ই-ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে।
ই-ব্যাংকিং হলো ইলেকট্রনিক উপায়ে ব্যাংকিং সেবা দান। এটি একটি প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা।
উদ্দীপকের X লি. ব্যাংকটি একটি আধুনিক ব্যাংক। ব্যাংকটির গ্রাহকরা যেকোনো শাখায় লেনদেন করতে পারেন। ব্যাংকটির গ্রাহকেরা ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারে। ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড হলো ই-ব্যাংকিং পণ্য। সুতরাং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় ইলেকট্রনিক উপায়ে X লি. ব্যাংকটি গ্রাহকদের যে ব্যাংকিং সুবিধা দিচ্ছে তা নিঃসন্দেহে ই-ব্যাংকিং।

ঘ উদ্দীপকের সুমন ও কাজলের ব্যবহৃত কার্ড দুটির মধ্যে ব্যাংকের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রেডিট কার্ডই সর্বোত্তম।
ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড হলো ই-ব্যাংকিং পণ্য। কার্ড দুটি ব্যবহার করে এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলন এবং লেনদেনের বিল পরিশোধ করা যায়।
উদ্দীপকের X লি. ব্যাংকটি সুমনকে ডেবিট কার্ড সরবরাহ করেছে। তাই সুমনের ব্যাংক হিসাবে যতক্ষণ টাকা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি এটি ব্যবহার করে কেনাকাটা ও ATM বুথ হতে টাকা তুলতে পারেন। অন্যদিকে, উদ্দীপকে X লি. কাজলকে ক্রেডিট কার্ড সরবরাহ করেছে। কারণ ব্যাংক হিসাবে টাকা না থাকলেও কাজল কার্ডটি ব্যবহার করে টাকা উত্তোলন ও বিল পরিশোধ করতে পারেন।
ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংকের সুদ অর্জিত হয় না। কিন্তু ক্রেডিট কার্ড এক ধরনের ঋণ। ক্রেডিট কার্ডের বিপরীতে ব্যাংক চার্জ এবং সুদ আদায় করে। যত বেশি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার হবে তত বেশি ব্যাংকের আয় হবে। সুতরাং X লি. ব্যাংকের জন্য ক্রেডিট কার্ডই সর্বোত্তম।

প্রশ্ন ▶ ১১ অহনা তার ছেলের জন্মদিনে কিছু উপহার দিতে চায়। কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্য তিনি শপিং-এ যেতে পারছেন না। তিনি তার এক সহকর্মীর পরামর্শে ইন্টারনেটে Online Store এ প্রবেশ করে তার ছেলের জন্য ঘড়ি দেখে এবং পছন্দ করে। ঘড়িটি ক্রয় করে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে মূল্য পরিশোধ করে। এতে তার ক্রয়ের কাজ সহজ হয়ে যায়।
[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

ক. নারী উদ্যোক্তা কে? ১
খ. "ICT"-এর ব্যবহার ব্যাংকিং ব্যবসায় কে সহজতর করেছে"- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে ই-বিজনেসের কোন ক্ষেত্রটির উল্লেখ আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অহনার পণ্যের মূল্য পরিশোধ প্রণালি কিরূপ হতে পারে বলে তুমি মনে করো? ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নারী একক মালিকানায় বা অংশীদারি ও কোম্পানির ক্ষেত্রে ৫১% শেয়ারের মালিক হলে তাকে নারী উদ্যোক্তা বলে।

খ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে যে ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদিত হয় তাকে ই-ব্যাংকিং বলে।
আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাংকিং কাজ যেমন: আমানত গ্রহণ, চেক গ্রহণ, অর্থ উত্তোলন ইত্যাদি সহজ হয়েছে। এক্ষেত্রে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যাংকিং কাজ করা যায়। ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার সাথে সেকেন্ডেই যোগাযোগ করা যায় ইত্যাদি কারণে বলা যায়, ICT এর ব্যবহার ব্যাংকিং ব্যবসায়কে সহজতর করেছে।

গ উদ্দীপকে ই-বিজনেসের ব্যবসায় থেকে ভোক্তা (Business to consumer or B2C) ক্ষেত্রটির উল্লেখ আছে।
এটি ই-বিজনেসের একটা বিশেষ রূপ। এখানে কোনো মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা ছাড়াই সরাসরি ইন্টারনেটের মাধ্যমে গ্রাহক পণ্য ক্রয় করতে পারে। এক্ষেত্রে ক্রেতা ইন্টারনেটের দোকানের ওয়াবসাইটে গিয়ে পণ্য ও মূল্য তালিকা থেকে পণ্য পছন্দ করে। অতঃপর অনলাইনে ফরমায়েশ দেয়। মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন।
উদ্দীপকের অহনা তার ছেলের জন্মদিনে কিছু উপহার দিতে চায়। কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্য তিনি শপিংয়ে যেতে পারছেন না। তিনি ইন্টারনেটে Online store এ প্রবেশ করে তার ছেলের জন্য ঘড়ি দেখেন। ঘড়ি পছন্দ করে ক্রয় করেন। ঘড়ির মূল্য তিনি অনলাইনেই পরিশোধ করেন। তার এই কাজ ই-বিজনেসের B2C এর সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং উদ্দীপকেই-বিজনেসের B2C ক্ষেত্রটির উল্লেখ আছে।

http://teachingbd.com

ঘ অহনা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করেন।
ডেবিট কার্ড ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রাহককে ইস্যুকৃত এক ধরনের প্লাস্টিক 'কার্ড'। এটি নগদ অর্থ ও চেকের বিকল্প হিসেবে কাজ করে। গ্রাহক গোপন নাম্বার ব্যবহার করে টাকা পরিশোধ করে থাকে। টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
উদ্দীপকের অহনা তার ছেলের জন্মদিন উপহার দিতে চান। কিন্তু তিনি ব্যস্ততার জন্য সময় পাচ্ছেন না। তাই তিনি Online store এ গিয়ে তার ছেলের জন্য ঘড়ি পছন্দ করেন। অনলাইনে ফরমায়েশ দেন। মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে তিনি ডেবিট কার্ড ব্যবহার করেন।
ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে অহনা তার ক্রীত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করেন। এক্ষেত্রে তার কার্ডে আগে টাকা জমা রাখতে হয়। ঐ টাকা গোপন নাম্বার ব্যবহার করে মূল্য পরিশোধ করেন। তিনি অনলাইনের ক্ষেত্রে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে তার কার্ডের নাম্বার দেন। বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ঐ নাম্বার ব্যবহার করে অনলাইনের মাধ্যমে পণ্যের মূল্য রেখে দেন। এতে সময় ও কাজ সহজ হয়।

প্রশ্ন ▶ ১২ XY কোম্পানি লি. একটি সাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। তারা সাইকেলের বিভিন্ন পার্টস অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রয় করে আনে। কোম্পানির ব্যবস্থাপক দেখলেন পার্টস শেষ হয়ে যাওয়ার আগে পুনরায় ক্রয় করতে না পারার কারণে উৎপাদন কিছু সময় থেমে থাকে। তাই তিনি এক্ষেত্রে একটি কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করলেন যেখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কখন কতটি পার্টস ব্যবহৃত হচ্ছে এ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষিত হয়, যেন আগে থেকে পুনরায় ফরমায়েশ প্রদানের ব্যাপারে ব্যবস্থাপক সতর্ক হতে পারেন। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. যোগাযোগ কী? ১
খ. উর্ধ্বগামী যোগাযোগ বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কোম্পানিতে কোন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত কোম্পানির ব্যবসায় কি অনলাইন ব্যবসায়?- তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্য ও সংবাদ বিনিময় করা হলে তাকে যোগাযোগ বলে।

খ প্রতিষ্ঠানের অধস্তন কর্মচারীগণ কোনো সংবাদ নিয়ে উর্ধ্বতনদের সাথে যোগাযোগ করলে তাকে উর্ধ্বগামী যোগাযোগ বলে।
পণ্য বাজার, প্রতিযোগীদের অবস্থা এসব তথ্য জানাতে নিম্ন পর্যায়ের কর্মীরা এ ধরনের যোগাযোগ করে থাকে। আবার উর্ধ্বতন নির্বাহীগণের পাঠানো সংবাদের উত্তর প্রদান, পরামর্শ প্রদানে এ যোগাযোগ করা হয়। এতে তথ্যের প্রবাহ উর্ধ্বমুখী হয়। মূলত নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীগণ উচ্চ পর্যায়ের সাথে যোগাযোগ করায় এটি উর্ধ্বগামী যোগাযোগ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত কোম্পানিতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।
কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণই হলো তথ্য প্রযুক্তি। এক্ষেত্রে ডেটাবেজ তৈরি, সফটওয়্যার কেন্দ্রিক ইনপুট ও আউটপুট ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্যের উপস্থাপন করা যায়। এতে তথ্য সম্পর্কে সহজে ধারণা পাওয়া যায়। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়।
উদ্দীপকে XY কোম্পানি লি. তাদের সাইকেলের বিভিন্ন পার্টস অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রয় করে আনে। কোম্পানির ব্যবস্থাপক দেখলেন, পার্টস শেষ হওয়ার আগে পুনরায় ক্রয় করতে না পারলে উৎপাদন থেমে থাকে। পরবর্তীতে তিনি কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করেছেন। এতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যবহৃত পার্টস সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষিত হচ্ছে। ফলে আগে থেকে পুনরায় ফরমায়েশ প্রদানের ব্যাপারে সতর্ক হতে পারছেন। সফটওয়্যার ভিত্তিক এ ধরনের ব্যবস্থার সাথে তথ্যপ্রযুক্তির মিল রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণে উদ্দীপকে বর্ণিত কোম্পানিতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

ঘ ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার না করায় উদ্দীপকে বর্ণিত কোম্পানি ব্যবসায় অনলাইন ব্যবসায় নয়।
অনলাইন ব্যবসায়ে ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে ব্যবসায়িক কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। এক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পণ্য পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সব কাজ ইন্টারনেট প্রযুক্তিতে সম্পন্ন হয়। এছাড়া পণ্য উৎপাদনের আগে কাঁচামাল সরবরাহকারীকে অনলাইন মাধ্যমে ফরমায়েশ প্রদান করা হয়ে থাকে।
উদ্দীপকে XY কোম্পানি লি. আগে থেকে ব্যবহৃত পার্টস সংক্রান্ত তথ্য জানতে না পারায় পুনরায় পার্টস ক্রয় করতে পারেনি। এতে উৎপাদন কিছু সময় বন্ধ থাকে। পরবর্তীতে কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার পার্টস সংক্রান্ত তথ্য এখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে। এতে ব্যবস্থাপক পুনরায় ফরমায়েশ প্রদানে সতর্ক হতে পারছেন। ফরমায়েশ প্রদানে XY কোম্পানি লি. ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করেনি। কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ করায় প্রতিষ্ঠানটি শুধু তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করছে। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ফরমায়েশ প্রদান করা হলে যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারও হতো। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি অনলাইন ব্যবসায়ে পরিণত হতো। অতএব, ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনলাইনে ব্যবসায়িক কাজ সম্পাদন না করায় উদ্দীপকে বর্ণিত কোম্পানিটির ব্যবসায় অনলাইন ব্যবসায় নয়।

প্রশ্ন ▶ ১৩ মি. শিহাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে আশানুরূপ চাকরি না পেয়ে ব্যবসায় করার সিদ্ধান্ত নিল। যেখানে তার কোন বিক্রয়কেন্দ্র থাকবে না। ওয়েবসাইট ও ফোন কলের মাধ্যমে সে খুচরা পণ্যের অর্ডার নিবে এবং তার বিক্রয় কর্মীরা ক্রেতাদের বাসায় পণ্যটি পৌঁছে দিবে। এতে একদিকে যেমন তার খরচ বাঁচবে অন্যদিকে ক্রেতাও ঘরে বসে তাদের পছন্দের পণ্যটি পাবে। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. PIN-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. ই-ব্যাংকিং এর ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. শিহাব কোন ধরনের ব্যবসায়ের চিন্তা করছেন বলে তুমি মনে করো? মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৩
ঘ. তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে মি. শিহাবের এ উদ্যোগ কতটুকু যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে করো? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক PIN এর পূর্ণরূপ হলো Personal Indentification Number.

খ আধুনিক ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতি দ্রুত, নির্ভুল ব্যাংকিং কার্য পরিচালনা করাকে ই-ব্যাংকিং বলে।
ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইনে সার্বক্ষণিক ব্যাংকিং সুবিধা দেয়া যায়। এক্ষেত্রে স্বল্প সময় ও ব্যয়ে অর্থ জমা, উত্তোলন ও স্থানান্তর করা যায়। তাছাড়া ই-ব্যাংকিং ATM কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহকদের ২৪ ঘণ্টা লেনদেন সুবিধা দেয়া হয়। এক্ষেত্রে গ্রাহককে অনলাইনে ব্যাংকের ওয়েবসাইটে গিয়ে তার ব্যাংক একাউন্টে প্রবেশ করতে হয়। তারপর পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ব্যাংকিং কাজ করতে হয়।

গ মি. শিহাব ই-রিটেইলিং ব্যবসায়ের চিন্তা করছেন।
ই-রিটেইলিং পদ্ধতিতে খুচরা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ক্রেতার কাছে পণ্য ও সেবা নিয়ে বিক্রয় করে। এক্ষেত্রে ক্রেতা ইন্টারনেট বা ফোন কলের মাধ্যমে পণ্যের অর্ডার দিয়ে থাকে। বিক্রেতা ক্রেতার ঠিকানায় অর্ডারকৃত পণ্য পৌঁছে দেয়। তার মূল্য পরিশোধের জন্য ক্রেতা বিক্রেতাকে তার ডেবিট অথবা ক্রেডিট কার্ডের তথ্য দিয়ে থাকে। বিক্রেতা উক্ত তথ্য ব্যবহার করে পণ্যের মূল্য আদায় করেন।
উদ্দীপকে মি. শিহাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে আশানুরূপ চাকরি না পেয়ে ব্যবসায় করার সিদ্ধান্ত নিল। যেখানে কোন বিক্রয় কেন্দ্র থাকবে না। ওয়েবসাইট ও ফোন কলের মাধ্যমে সে খুচরা পণ্যের অর্ডার নিবে বিক্রয় কর্মীরা ক্রেতাদের বাসায় পণ্যটি পৌঁছে দিবে। তার এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যের সাথে ই-রিটেইলিং-এর মিল রয়েছে। সুতরাং মি. শিহাব ই-রিটেইলিং ব্যবসায়ের চিন্তা করছেন।

Teachingbd.com

ঘ তথ্যপ্রযুক্তির যুগে মি. শিহাবের উদ্যোগ যুক্তিযুক্ত।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিপ্লবের ফলে সকল ক্ষেত্রেই পরিবর্তন হয়েছে। এতে উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, প্রমোশন সব ক্ষেত্রেই উন্নতি হয়েছে। ফলে ক্রেতা বা ভোক্তার রুচি ও চাহিদার পরিবর্তন হয়েছে। ই-কমার্স, ই-বিজনেস, ই-রিটেইলিং, ই-ব্যাংকিং-এর মতো পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে, যা ব্যবসায়ের কাজকে আরও সহজ করেছে।
উদ্দীপকে মি. শিহাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে আশানুরূপ চাকরি না পেয়ে ব্যবসায়ের সিদ্ধান্ত নিল। যেখানে তার কোন বিক্রয় কেন্দ্র থাকবে না। ওয়েবসাইট ও ফোন কলের মাধ্যমে সে খুচরা পণ্যের অর্ডার নিবে। অর্ডার মতো পণ্য ক্রেতার কাছে পৌঁছে দিবে। এতে তার খরচ বাঁচবে। ক্রেতারাও ঘরে বসেই পছন্দের পণ্যটি পাবে। তা ব্যবসায়টি ই-রিটেইলিং ব্যবসায়।
প্রযুক্তির উন্নতির ফলে ব্যবসায় জগতে যেমন নতুন নতুন ধারণার জন্ম হচ্ছে। তেমনি তা ক্রেতাদের কাছে আকর্ষণীয় হচ্ছে। ক্রেতারা আগের মতো দোকানে গিয়ে পণ্য ক্রয় পছন্দ করে না, বরং ঘরে বসেই তারা প্রয়োজনীয় পণ্য পেতে পছন্দ করে। তাছাড়া পণ্যের মূল্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা ইলেট্রনিক পদ্ধতি বেশি পছন্দ করে। নগদ টাকা হাতে নিয়ে লেনদেনের গ্রহণযোগ্যতা কমে যাচ্ছে। মি. শিহাবের উদ্যোগটি যুগোপযোগী ই-রিটেইলিং একটি জনপ্রিয় মাধ্যম ক্রয়বিক্রয়ের জন্য। ক্রেতারা অনলাইনে বা ফোন কলের মাধ্যমে পণ্য ঘরে বসেই পেতে চায়। যা মি. শিহাবের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রদান করছে। এতে সে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য বিক্রয় করে সফল হতে পারবে। সুতরাং তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে মি. শিহাবের এ উদ্যোগ যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ১৪ "সমতা" একটি অন্যতম প্রকাশনা সংস্থা। প্রতি বছর একুশে বইমেলায় স্টল দিয়ে বই বিক্রি করলেও এ বছর প্রকাশনাটি কোন স্টল দেয়নি। কিন্তু প্রকাশনাটি ওয়েবসাইটে অর্ডার গ্রহণ করে বিক্রেতাদের কাঙ্ক্ষিত বই সরবরাহ করছে। সমতা প্রকাশকের বাণিজ্য পদ্ধতিটি দেখে অন্য প্রকাশনীও এ পদ্ধতিতে ব্যবসায় পরিচালনা করার কথা ভাবছে। */হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা/*

ক. ক্রেডিট কার্ড কী? ১
খ. ই-মার্কেটিং বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সমতা প্রকাশনী কোন পদ্ধতিতে বই সরবরাহ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কী মনে করো উক্ত বাণিজ্যিক পদ্ধতিটি অন্যান্য প্রকাশনীর জন্য যৌক্তিক? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্লাস্টিক চৌম্বকীয় ইলেকট্রনিক কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহক স্বল্পমেয়াদি ঋণ সুবিধা পাওয়াসহ বাকিতে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করতে পারে তাকে ক্রেডিট কার্ড বলে।

খ ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মার্কেটিং কার্যক্রম পরিচালনাই হলো ই-মার্কেটিং।
ক্রয়-বিক্রয়, নতুন বাজার সৃষ্টি, ভোক্তাদের আকৃষ্টকরণ প্রভৃতি মার্কেটিং এর কার্যাবলি। ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে এ কাজগুলো করা হলে তা হয় ই-মার্কেটিং। এক্ষেত্রে ইন্টারনেট, ই-মেইল, মোবাইল ফোন, ডেবিট, কার্ড, ক্রেডিট কার্ড এ ধরনের ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহৃত হয়।

গ সমতা প্রকাশনী ই-রিটেইলিং পদ্ধতিতে বই সরবরাহ করেছে।
ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্রেতার কাছে সরাসরি খুচরা পণ্য বিক্রয় করাই হলো ই-রিটেইলিং। এ পদ্ধতিতে গ্রাহক নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে গিয়ে কাঙ্ক্ষিত পণ্য খোঁজ করে, অনলাইনেই অর্ডার দেয় ও মূল্য পরিশোধ করে। বিক্রেতা গ্রাহকের ঠিকানায় অর্ডার অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করে থাকে।
উদ্দীপকে 'সমতা' প্রকাশনা সংস্থা প্রতি বছর একুশে বইমেলায় স্টল দিলেও এ বছর দেয়নি। প্রকাশনাটি ওয়েবসাইটে অর্ডার গ্রহণ করে ক্রেতাদের কাঙ্ক্ষিত বই সরবরাহ করেছে। এক্ষেত্রে ক্রেতারা সংস্থাটির ওয়েবসাইটে বইয়ের তালিকা থেকে নির্দিষ্ট বই বাছাই করেছে। ওয়েবসাইটের নির্দিষ্ট জায়গায় কার্ড নম্বর প্রদান করে মূল্য পরিশোধ করেছে। পরবর্তীতে ক্রেতাদের ঠিকানানুযায়ী অর্ডারকৃত বই প্রকাশনাটি পৌঁছে দেয়। পণ্য সরবরাহের এ ধরনের ব্যবস্থার সাথে ই-রিটেইলিং পদ্ধতির মিল রয়েছে। সুতরাং, অনলাইনের মাধ্যমে সমতা প্রকাশনী ই-রিটেইলিং পদ্ধতিতে বই সরবরাহ করেছে।

ঘ প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়ে টিকে থাকতে ই-রিটেইলিং বাণিজ্যিক পদ্ধতিটি গ্রহণ অন্যান্য প্রকাশনীর জন্য যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।
ই-রিটেইলিং পদ্ধতিতে বিক্রেতা ক্রেতাকে অনলাইনে পণ্য ক্রয়ের সুযোগ দেয়। এক্ষেত্রে পণ্য বিক্রয়ের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। গ্রাহকও ঘরে বসে পণ্য ক্রয় করতে পারে। ফলে উভয় পক্ষের সময় ও অর্থ খরচ কমে যায়।
উদ্দীপকে 'সমতা' প্রকাশনা সংস্থা এ বছর বইমেলায় স্টল দেয়নি। এর পরিবর্তে তারা ওয়েবসাইটে অর্ডার গ্রহণ করে ক্রেতাদের বই সরবরাহ করেছে। তাদের পদ্ধতি দেখে অন্যান্য প্রকাশনীও একইভাবে ব্যবসায় পরিচালনার কথা ভাবছে। অনলাইনে এভাবে বই সরবরাহের পদ্ধতিটি হলো ই-রিটেইলিং। এ পদ্ধতিতে ব্যবসায় পরিচালনার ফলে 'সমতা' প্রকাশনা সংস্থা বিশ্বের যেকোনো স্থানে বই পৌঁছাতে পারছে। ঘরে বসে ক্রয়ের সুযোগ পাওয়ায় ক্রেতারাও এই প্রকাশনা থেকে বই কিনতে আগ্রহী হচ্ছে। অন্যদিকে অন্য প্রকাশনাগুলোকে এক্ষেত্রে আলাদা স্টল পরিচালনা খরচ নির্বাহ করতে হয়। তাছাড়া একটি নির্দিষ্ট জায়গায় স্টল হওয়ায় দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় বইয়ের তথ্য পাঠাতে পারে না। ফলে প্রকাশনাগুলো নতুন ক্রেতা সৃষ্টি করতে পারে না। অতএব, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ই-রিটেইলিং বাণিজ্যিক পদ্ধতিটি গ্রহণ অন্যান্য প্রকাশনীর জন্য সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১৫ কামাল পড়ালেখা শেষ করে মিরপুর ক্যাপিটাল মার্কেটে 'রং বেরং টি-শার্ট' নামে একটি রেডিমেড দোকান শুরু করে। সে 'টি' শার্ট বিক্রয়ের জন্য সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক ও বিভিন্ন ধরনের ওয়েব সাইটে বিজ্ঞাপন দেয়। বিজ্ঞাপন দেখে ক্রেতা সাধারণ যেকোনো সময় পছন্দনুসারে 'টি' শার্ট সংগ্রহ করতে পারে। এর ফলে অন্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে তার দোকানে ক্রেতা সমাবেশ তুলনামূলকভাবে বেশি ঘটে। */ঢাকা কমার্স কলেজ/*

ক. PIN -এর পূর্ণরূপ লিখ। ১
খ. মোবাইল ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? ২
গ. কামাল কোন ধরনের অনলাইন ব্যবসায়ের সাথে জড়িত?— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো কামাল অন্যান্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে অধিক সুবিধা ভোগ করে? উদ্দীপকের আলোকে উত্তর দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক PIN এর পূর্ণরূপ হলে- Personal Identification Number।

খ মোবাইল ফোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহককে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা প্রদানই হলো মোবাইল ব্যাংকিং।
মোবাইল ব্যাংকিং হচ্ছে তারবিহীন ও শাখাবিহীন টেলিযোগাযোগ ব্যাংকিং ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় মোবাইলে যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা প্রদান করা হয়। এর অন্তর্ভুক্ত হলো অর্থ জমাদান, উত্তোলন, স্থানান্তর, মূল্য ও বিল পরিশোধ, বেতন-ভাতা প্রাপ্তি, বৈদেশিক আয় দেশে প্রেরণ প্রভৃতি।

গ কামাল যে ধরনের অনলাইন ব্যবসায়ের সাথে জড়িত তা হলো ই-রিটেইলিং (Elctronic Retailig)।
মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর সহযোগিতা ছাড়াই ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার অথবা ফোন কলের মাধ্যমে ভোক্তা বা ক্রেতার কাছে খুচরা পণ্য বা সেবা সরাসরি সরবরাহ করাকেই ই-রিটেইলিং বলে। অর্থাৎ কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ ক্রেতার নিকট খুচরা পণ্য বা সেবা অনলাইনে সরাসরি বিক্রয়ের প্রক্রিয়া হলো ই-রিটেইলিং।
উদ্দীপকের কামাল পড়ালেখা শেষে 'রং বেরং টি-শার্ট' নামে একটি তৈরি পোষাকের দোকান শুরু করে। সে টি শার্ট বিক্রয়ের জন্য সামাজিক

http://teachingbd.com

মাধ্যম ফেসবুক ও বিভিন্ন ধরনের ওয়েব সাইটে বিজ্ঞাপন দেয়। বিজ্ঞাপন দেখে ক্রেতারা যেকোনো সময় পছন্দমতো টি শার্ট সংগ্রহ করতে পারে। এখানে দেখা যায়, কামাল কোনো ধরনের মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর সহযোগিতা ছাড়াই ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্রেতাদের নিকট খুচরা পণ্য বিক্রয় করছে। তাই তার ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে ই-রিটেইলিং বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকের কামাল ই-রিটেইলিং-এর সুবাদে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে অধিক সুবিধা ভোগ করবে।

কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই সরাসরি ক্রেতা বা ভোক্তার নিকট খুচরা পণ্য বিক্রয় করাই হলো ই-রিটেইলিং। এর মাধ্যমে স্বল্প সময়ে বহু সংখ্যক সম্ভাব্য ক্রেতার কাছে পণ্য সম্পর্কে জানানো যায়। এতে অর্থ ও সময় ব্যয় কম হয়।

উদ্দীপকের কামাল ই-রিটেইলিং পদ্ধতিতে ব্যবসায় পরিচালনা করছে। তার দেওয়া বিজ্ঞাপনের সুবাদে ক্রেতারা যেকোনো সময় পছন্দমতো টি শার্ট সংগ্রহ করতে পারে। এজন্য তার দোকানে ক্রেতাদের ভিড়ও বেশি থাকে।

এই কৌশলের কারণে কামালের ব্যয় হ্রাস পাবে, প্রচার বেশি হবে। সম্ভাব্য ক্রেতারাও ঘরে বসেই তাদের চাহিদামতো বা কাঙ্ক্ষিত পণ্য সম্পর্কে জানতে পারে। একসাথে অনেক পণ্য দেখে পরস্পরের তুলনা করে ক্রেতারা পণ্য বাছাই বা পছন্দ করতে পারে। এতে তাদেরও সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়। তাই তিনি অন্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে বেশি সুবিধা পাবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ১৬ মি. আলী গরিব হলেও সমাজহিতৈষী মানুষ। বাজারে তার মুদির দোকান। তিনি দেখেন দেশে বড় কোনো দুর্যোগ হলে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনেক অর্থ জমা দেয়। গণমাধ্যমে তা ফলাও করে প্রচার হয়। তারা স্কুল ও কলেজ তৈরি করে। মি. আলী ভাবেন তিনি ক্রেতাদের ঠকান না, মাপে কম দেন না। ভালো মাল দিতে সচেষ্ট থাকেন। তার সামর্থ্যের মধ্যে তিনি যা করছেন এতেই তিনি সন্তুষ্ট। *[নরসিংদী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ব্যবসায় নৈতিকতা কী? ১

খ. বায়ুদূষণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো কাদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. আলী যাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করছেন তার যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের পরিচালনাগত বিষয়ে কোনটি সঠিক ও বেঠিক, কোনটি ন্যায় ও অন্যায় তা বিচারের মাপকাঠিকে ব্যবসায় নৈতিকতা বলে।

খ স্বাভাবিক উপাদানের বাইরে বায়ুতে যখন নানা ধরনের ধোঁয়া, গ্যাস, ধুলাবালিসহ বিভিন্ন খারাপ উপাদান যুক্ত হয় তখন তাকে বায়ুদূষণ বলে।

পরিবহনের গাড়িগুলো প্রতিদিন যে পরিমাণ ধোঁয়া ছড়াচ্ছে তাকে ঢাকার বাতাস দূষিত হচ্ছে। ইটের ভাটা আমাদের দেশে বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ। শিল্প কারখানার ধোঁয়াও মারাত্মকভাবে বায়ুদূষণ করছে। যার ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ছে। এভাবেই সামগ্রিকভাবে বায়ু দূষিত হচ্ছে, যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

গ উদ্দীপকের কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে।

ব্যবসায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলো সরকার। সরকার প্রণীত নীতিমালা ও আইনের ভিত্তিতেই ব্যবসায় পরিচালিত হয়। দেশের ব্যবসায় তথা শিল্প-বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সরকারের যেমন দায়িত্ব আছে তেমনি ব্যবসায়েরও সরকারের প্রতি দায়িত্ব আছে।

উদ্দীপকে মি. আলী গরিব হলেও সমাজহিতৈষী মানুষ। বাজারে তার একটি মুদির দোকান আছে। তিনি দেখেন দেশে বড় কোনো দুর্যোগ হলে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনেক অর্থ জমা দেয়। অর্থাৎ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় সাধারণ জনগণকে সহযোগিতা করার জন্য সরকারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। যা ব্যবসায়ীদের সরকারের প্রতি সামাজিক দায়িত্বে অন্তর্গত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে।

ঘ উদ্দীপকে মি. আলী ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করছে। যা অত্যন্ত যৌক্তিক।

ক্রেতা বা ভোক্তারা হলেন ব্যবসায়ের প্রাণ। কারণ ক্রেতারা পণ্য কিনলে তবেই ব্যবসায় টিকে থাকবে, অন্যথায় ব্যবসায় অর্থহীন। তাই ক্রেতাদের আস্থা ও সহযোগিতার ওপর ব্যবসায়ের সফলতা বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

উদ্দীপকে মি. আলী গরিব হলেও তিনি একজন সমাজহিতৈষী মানুষ। বাজারে তার একটি মুদির দোকান আছে। তিনি কখনও গ্রাহকদের ঠকান না, মাপে কম দেন না। ভালো মাল দিতে সচেষ্ট থাকেন। অর্থাৎ তার সামর্থ্যের মধ্যে যা করা সম্ভব তিনি তাই করছেন।

ব্যবসায়কে দীর্ঘদিন যাবত টিকিয়ে রাখতে হলে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। কারণ গ্রাহকরাই ব্যবসায়ের মূল উপকরণ। তাই তাদের চাহিদামতো পণ্য উৎপাদন করতে হবে। ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে হবে, পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে হবে। মাপে কম দেওয়া যাবে না প্রভৃতি। উদ্দীপকের মি. আলীও গ্রাহকদের কথা চিন্তা করে তার ব্যবসায়টি পরিচালনা করছে। এতে তার ব্যবসায়ের প্রতি গ্রাহকদের আস্থা বাড়বে। তাই বলা যায়, মি. আলী ক্রেতা ভোক্তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ আবরণী ডিপার্টমেন্ট স্টোর টেলিফোনে পণ্য দ্রব্যের অর্ডার গ্রহণ ও সরবরাহ করে থাকে। এ পদ্ধতিতে বিক্রয় পরিচালনায় করে প্রতিষ্ঠানটি বাজরে সুদৃঢ় অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এ পদ্ধতিতে কোম্পানিটি নতুন নতুন ক্রেতা সৃষ্টিতে সক্ষম হচ্ছিলো না। তাই ভোক্তা কেন্দ্রিক অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহার করার কথা ভাবছে। *[রাজবাড়ী সরকারি কলেজ]*

ক. ই-কমার্স কী? ১

খ. তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা কী? ২

গ. আবরণী ডিপার্টমেন্ট সেন্টার অনলাইনে কোন পদ্ধতিতে পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করার কথা ভাবছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ভোক্তাকে আকৃষ্ট করতে আবরণী ডিপার্টমেন্ট কোম্পানির অনলাইন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত কতটুকু যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য বা সেবাকর্ম ক্রয়-বিক্রয় করাকে বলা হয় ই-কমার্স।

খ ইন্টারনেট প্রযুক্তির সাহায্যে দ্রুত তথ্যের আদান-প্রদান ও যোগাযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

এর মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে একে অপরের সাথে দ্রুত তথ্য বিনিময় করা সম্ভব। এতে যোগাযোগের সময় ও খরচ সাশ্রয় হয়। ফলে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দ্রুত সফলতা লাভ করা যায়। তাই বলা যায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

গ আবরণী ডিপার্টমেন্ট স্টোর অনলাইনে ই-রিটেইলিং পদ্ধতিতে পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ের কথা ভাবছে।

ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা অনলাইনে সরাসরি বিক্রয় করার প্রক্রিয়া হলো ই-রিটেইলিং। এর মাধ্যমে সহজে পণ্য সম্পর্কিত তথ্য ক্রেতাদের কাছে পৌছানো যায়। ক্রেতা ঘরে বসেই পছন্দ অনুযায়ী পণ্যের অর্ডার করতে পারেন। বিক্রেতা ক্রেতার ঠিকানায় পণ্য পৌছে দেন।

উদ্দীপকে আবরণী ডিপার্টমেন্ট স্টোর টেলিফোনে পণ্যদ্রব্যের অর্ডার গ্রহণ ও সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু এ পদ্ধতিতে নতুন ক্রেতা সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছিলো না। তাই প্রতিষ্ঠানটি ভোক্তাকেন্দ্রিক অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহার করার কথা ভাবছে। এমন একটি পদ্ধতি হলো ই-রিটেইলিং। এতে ক্রেতা ঘরে বসেই নিজের পছন্দ অনুযায়ী পণ্যটি পেতে পারেন। ক্রেতা বা ভোক্তাকে সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করায় এ পদ্ধতি ভোক্তাকেন্দ্রিক। সুতরাং বলা যায়, আবরণী ডিপার্টমেন্ট স্টোর অনলাইনে ই-রিটেইলিং পদ্ধতিতে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের কথা ভাবছে।

Teachingbd.com

ঘ ভোক্তাকে আকৃষ্ট করতে আবরণী ডিপার্টমেন্ট কোম্পানির অনলাইন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

ই-বিজনেস বা অনলাইন ব্যবসায়ের একটি বিশেষ রূপ হলো ই-মার্কেটিং। এ পদ্ধতিতে মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা ছাড়াই গ্রাহক সরাসরি অনলাইনে খুচরা পণ্য ক্রয় করতে পারেন। নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে পণ্যের তালিকা দেখে গ্রাহক ঘরে বসেই অর্ডার করেন। ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের পর বিক্রেতা গ্রাহকের ঠিকানায় পণ্য পৌঁছে দেন।

উদ্দীপকে আবরণী ডিপার্টমেন্ট স্টোর টেলিফোনে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করায় নতুন ক্রেতা সৃষ্টি করতে পারছিল না। তাই ভোক্তাকেন্দ্রিক অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ধরনের পদ্ধতি হলো ই-রিটেইলিং। গ্রাহক এ পদ্ধতিতে সহজে পণ্য ক্রয় করে থাকেন।

ই-রিটেইলিং প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাহক তাদের ওয়েবসাইট থেকে পণ্য সম্পর্কিত তথ্য পাবেন। অনলাইনেই অর্ডার ও মূল্য পরিশোধ করতে পারবেন। এছাড়া ঘরে বসেই পণ্যটি পাবেন। এতে গ্রাহকের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হওয়ায় এ পদ্ধতিতেই পণ্য ক্রয়ে আকৃষ্ট হবেন। অতএব, ভোক্তাকে আকৃষ্ট করতে অনলাইনে ই-রিটেইলিং ব্যবহারের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠানটির জন্য সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মি. হাসান একজন ব্যস্ত ব্যবসায়ী। তিনি কেনাকাটা করার সময় পান না বলে ইন্টারনেটে পণ্যের ফরমায়েশ দিয়ে পণ্য সংগ্রহ করেন। ব্যক্তিগত বিভিন্ন পণ্য বাড়িতে বসেই সংগ্রহ করেন। আর মূল্য পরিশোধেও একটি কার্ড ব্যবহার করেন। গত সপ্তাহে একটি মোবাইল ফোন কিনেন, যার মূল্য কার্ডে জমাকৃত অর্থের চেয়ে বেশি হলেও অর্থ পরিশোধে অসুবিধা হয়নি। জমাতিরিক্ত অর্থ খরচের সুবিধার জন্য এই কার্ডটি তিনি গ্রহণ করেছেন। *[কুমিল্লা কমার্স কলেজ]*

ক. সৃজনশীল মানসিকতা কী? ১

খ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কেন প্রয়োজন? ২

গ. উদ্দীপকে ঘরে বসে পণ্য সংগ্রহের কোন পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে অর্থ পরিশোধে ব্যবহৃত কার্ডটি ব্যবহারের সুবিধা কতটুকু? মূল্যায়ন করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নতুন তৈরি করা বা ধ্যান-ধারণার ইচ্ছাকে সৃজনশীল মানসিকতা বলে।

খ তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট কম্পিউটারাইজ ব্যবস্থাকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলে।

এ পদ্ধতির মাধ্যমে দ্রুত তথ্য আদান প্রদান করা যায়। এতে কাজের গতি বাড়ে। কর্মীর কাজের দক্ষতা বাড়ে। কোনো ব্যক্তি অফিসে বসেই যাবতীয় যোগাযোগ ও তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এতে ব্যবসায় বাণিজ্যে গতিশীলতা আসে। তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ।

গ ঘরে বসে পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে 'ই-কমার্স' পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

ই-কমার্স পদ্ধতিতে অনলাইনের মাধ্যমে পণ্য, সেবা ও তথ্যের ক্রয়-বিক্রয়, হস্তান্তর বা বিনিময় করা যায়। ই-কমার্স মূলত বাইরের বিভিন্ন পক্ষের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) ব্যবহারের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে। এক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে গিয়ে পণ্য পছন্দ করে। চাহিদা অনুযায়ী পণ্য পছন্দ করে ফরমায়েশ প্রদান করে। ক্রেতা অনলাইনে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে। বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ক্রেতার পছন্দ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পণ্য পৌঁছে দেয়।

উদ্দীপকে মি. হাসান একজন ব্যস্ত ব্যবসায়ী। তিনি কেনাকাটা করার সময় পান না বলে ইন্টারনেটে পণ্যের ফরমায়েশ দিয়ে পণ্য সংগ্রহ করেন। তিনি পণ্য বাড়িতে বসেই সংগ্রহ করেন। তিনি পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিজেই নির্দিষ্ট পদ্ধতি বলে দেন। বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান তার নির্দেশনা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করে। তার এই কাজ ই-কমার্সের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়। তাই বলা যায় যে, ঘরে বসে পণ্য সংগ্রহের পদ্ধতিটি ই-কমার্সের।

ঘ উদ্দীপকে অর্থ পরিশোধে ব্যবহৃত কার্ডটি ক্রেডিট কার্ড।

ক্রেডিট কার্ড আর্থিক লেনদেন সম্পাদনে সাহায্য করে। এই কার্ড গ্রাহককে ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে। এতে কত টাকা পর্যন্ত এ সুবিধা দেয়া হবে তা নির্দিষ্ট থাকে। সর্বোচ্চ অনুমোদিত ব্যালেন্স পর্যন্ত গ্রাহক ঋণ সুবিধা পেতে পারে।

উদ্দীপকের মি. হাসান একজন ব্যস্ত ব্যবসায়ী। তিনি কেনাকাটার সময় না পাওয়ায় অনলাইনে পণ্যের ফরমায়েশ দিয়ে পণ্য সংগ্রহ করেন। বাড়িতে বসে তিনি পণ্য সংগ্রহ করেন। আর মূল্য পরিশোধে তিনি একটি কার্ড ব্যবহার করেন। গত সপ্তাহে তিনি মোবাইল কিনে ঐ কার্ডের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করেন। কার্ডে জমার অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করতে পারেন। তার কার্ডটি ক্রেডিট কার্ড হওয়ায় তিনি এ সুবিধা পেয়েছেন।

ক্রেডিট কার্ড লেনদেনের ক্ষেত্রে নগদ অর্থ বহনের ঝুঁকি কমায়। এই কার্ডটি গ্রাহককে যেকোনো মূল্য পরিশোধে সাহায্য করে। তবে এক্ষেত্রে তাকে পূর্বে টাকা জমা করতে হয়। এ জমাকৃত অর্থ সময়মতো কার্ডের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারেন। তাছাড়া জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত গ্রাহক ব্যবহার করতে পারেন। ঐ অর্থ ঋণ হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু ঋণের জন্য কোনো জামানত রাখতে হয় না। ফলে গ্রাহক স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিশ্চিন্তে যেকোনো সময় লেনদেন করতে পারেন। মি. হাসানের মতো গ্রাহকরা এই কার্ড ব্যবহার করে দেশের সামগ্রিক ক্রয়-বিক্রয় সহজ করতে পারে। ফলে দেশের আয় বাড়বে। তাছাড়া ব্যক্তিগত উপকারও সাধিত হয়। সুতরাং অর্থ পরিশোধে ব্যবহৃত কার্ডটি ব্যবহারের সুবিধা অনেক।

প্রশ্ন ▶ ১৯ মাসান্তে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিফোন বিল পরিশোধ নিয়ে ব্যবসায়ী জসিমকে এখন আর দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। বিগত কয়েক বছর থেকে অনলাইনে এ সকল বিলের অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি দেশে চালু হয়েছে। ফলে যেকোনো সময় কাজের ফাঁকে ব্যাংকে না উপস্থিত হয়েও সে এ সকল বিল পরিশোধ করতে পারছে। এমনকি গত বছর সে অনলাইনে আয়করও প্রদান করেছে। *[বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী? ১

খ. সৃজনশীল মানসিকতা একজন সফল উদ্যোক্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পদ্ধতির সাথে ই-কমার্সের কোন পদ্ধতির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'প্রযুক্তির কল্যাণে জসিমের জীবন বেশ স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠেছে- তুমি কী এর সাথে একমত? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

খ যে ব্যক্তি নতুন চিন্তা মাথায় রেখে তা বাস্তবায়নে কাজ করে তাকে উদ্যোক্তা বলে।

সকল উদ্যোক্তার সৃজনশীল গুণ থাকা প্রয়োজন। কারণ নতুন কিছু তৈরির ইচ্ছা পূরণে কোন ব্যক্তি ঝুঁকি নিয়ে কাজ করলেই তিনি উদ্যোক্তা হন। সৃজনশীল হলে উদ্যোক্তা সময় ও জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে উদ্যোগ নিতে পারেন। একজন সৃজনশীল উদ্যোক্তাই পারেন ভোক্তার চাহিদা পরিবর্তনের সাথে সাথে তার যোগান দিতে।

গ উদ্দীপকের বর্ণিত পদ্ধতির সাথে ই-কমার্সের অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতির সাদৃশ্য রয়েছে।

এ পদ্ধতিতে অনলাইনে ব্যাংকিং কার্যক্রম করা হয়। অনলাইন ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ঘরে বসেই বিভিন্ন ব্যাংকিং কাজ (বিল পরিশোধ, টাকা জমাদান, উত্তোলন) করতে পারেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যাংকের ওয়েবসাইটে গিয়ে এ কাজ করা যায়। ব্যক্তি সশরীরে ব্যাংকে উপস্থিত না হয়েও এ কাজগুলো করতে পারেন।

Teachingbd.com

উদ্দীপকের জসিম মাসান্তে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিফোন বিল পরিশোধ নিয়ে চিন্তা করে না। সে আগের মতো অনেকক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে টাকা পরিশোধ করে না। অনলাইনে সে বিলের অর্থ পরিশোধ করছে। সে কাজের ফাঁকে ব্যাংকে না গিয়েই তা করতে পারছে। তার এই কাজ ই-কমার্সের অনলাইন ব্যাংকিংয়ের সাথে মিলে যায়। সুতরাং উদ্দীপকের পদ্ধতির সাথে ই-কমার্সের অনলাইন ব্যাংকিং-এর মিল রয়েছে।

ঘ প্রযুক্তির কল্যাণে জসিমের জীবন বেশ স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠেছে। আমি এর সাথে একমত।

প্রযুক্তির কারণে জীবনযাত্রা অনেক সহজ হয়েছে। এক্ষেত্রে ইন্টারনেট ও কম্পিউটারাইজড প্রযুক্তি বেশি ভূমিকা রাখছে। সহজ ও দ্রুত পদ্ধতিতে কাজ সম্পাদন করতে পারছে ইন্টারনেট প্রযুক্তির কারণে। ই-ব্যাংকিং, ই-বিজনেস, ই-রিটেইলিং, মোবাইল ব্যাংকিং ক্রেডিট কার্ড, EPS, ডেবিট কার্ড ইত্যাদি জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে উন্নত প্রযুক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখছে।

উদ্দীপকের জসিম এখন আগের মতো আর পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিফোন ইত্যাদি বিল নিয়ে চিন্তা করে না। তাকে ব্যাংকে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। কারণ দেশে অনলাইন পদ্ধতি চালু হয়ে গিয়েছে। ফলে সে কাজের ফাঁকে যেকোনো সময়ই ঐ কাজগুলো করতে পারছে। এমনকি গত বছর সে অনলাইনে আয়করও দিয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে ঘরে বসেই অনেক কষ্টসাধ্য কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। এতে যে কেউ অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে তার কাজ করতে পারছে। ফলে তাকে সশরীরে গিয়ে কাজ করতে হয় না। তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবের ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মানও অনেক উন্নত হয়েছে। ইন্টারনেট ও কম্পিউটার প্রযুক্তির ফলে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে সশরীরে গিয়ে চুক্তি, লেনদেন ইত্যাদি করতে হচ্ছে না। ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই পণ্য পছন্দ, ক্রয়, বিক্রয় করা যায়। তাছাড়া অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, ইলেকট্রনিক ক্যাশ, স্মার্ট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড ইত্যাদি পদ্ধতি কাজকে অনেক সহজ করে তুলছে। তাই বলা যায়, প্রযুক্তির কল্যাণে জসিমের জীবন বেশ স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ২০ ২০১৩ সালে ABC ব্যাংক লিমিটেড নামক ব্যাংকটি বাংলাদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করে। গ্রাহকদের সুবিধা বিবেচনায় ব্যাংকটি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট দ্বারা ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে। এক্ষেত্রে ব্যাংকটি গ্রাহকদের কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের দ্বারা অর্থ লেনদেনসহ যাবতীয় আর্থিক বিষয় কার্যাবলি সম্পাদন করছে। সময় ও নিরাপত্তা বিবেচনায় গ্রাহকদের কাছে ব্যাংকটি দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে নতুন একটি ধারণা প্রবর্তন করলেন, যাতে গ্রাহকরা ব্যাংকে না গিয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রের মাধ্যমেই তাদের লেনদেন করতে পারবে।

[কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

ক. নৈতিকতা কী? ১

খ. "উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি নেয়ার মানসিকতা থাকতে হয়"-উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ABC ব্যাংক লিমিটেড কোন ধরনের ব্যাংকিং-এর সাথে জড়িত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নিরাপত্তা বিবেচনায় ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নতুন ব্যাংকিং ধারণাটি কী? যুক্তিসহ তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দ বিচার করার মাপকাঠিকে নৈতিকতা বলা হয়।

খ আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কাকে মেনে নেয়ার মতো ইচ্ছা থাকাই হলো উদ্যোক্তার ঝুঁকি নেয়ার মানসিকতা।

যেকোনো নতুন উদ্যোক্তার ঝুঁকির বা ক্ষতির আশঙ্কা বেশি থাকে। এ আশঙ্কা আছে জেনেও উদ্যোক্তাকে মূলধন বিনিয়োগ করতে হয়। এছাড়া লাভের আশায় ব্যবসায় পরিচালনাও করতে হয়। তাই উদ্যোক্তার ঝুঁকি নেয়ার মানসিকতা থাকতে হয়। কারণ ঝুঁকি ছাড়া ব্যবসায় করা সম্ভব নয়।

গ উদ্দীপকের ABC ব্যাংক লিমিটেড ই-ব্যাংকিং-এর সাথে জড়িত।

ই-ব্যাংকিং-এ ইন্টারনেটে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। এক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যাংক একাউন্ট ব্যাংকের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে সুরক্ষিত থাকে। ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে গ্রাহক তার একাউন্টে প্রবেশ করে থাকে। এতে যেকোনো স্থান থেকে আমানত গ্রহণ, ঋণ দান, অর্থ স্থানান্তর ও বিনিময় প্রভৃতি কাজগুলো সহজে করা যায়।

উদ্দীপকে ABC ব্যাংক লিমিটেড গ্রাহকের সুবিধা বিবেচনায় নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট দ্বারা ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে। এক্ষেত্রে ব্যাংকটি কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের দ্বারা গ্রাহকদের যাবতীয় আর্থিক কার্যাবলি সম্পাদন করছে। এতে গ্রাহকের সময় সাশ্রয় হচ্ছে ও নিরাপত্তা বজায় থাকছে। কারণ, গ্রাহক নিজেই ঘরে বসে ওয়েবসাইটে গিয়ে তার একাউন্ট পরিচালনা করতে পারছে। এ ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে ই-ব্যাংকিং-এর মিল রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করায় উদ্দীপকের ABC ব্যাংক লিমিটেড ই-ব্যাংকিং -এর সাথে জড়িত।

ঘ নিরাপত্তা বিবেচনায় ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নতুন ব্যাংকিং ধারণাটি হলো মোবাইল ব্যাংকিং।

মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে মোবাইল ফোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহককে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা দেয়া হয়। এক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বার দিয়েই একাউন্ট খোলা হয়ে থাকে। গ্রাহক তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটির মাধ্যমে যেকোনো স্থান থেকে টাকা জমাদান ও উত্তোলন করতে পারে। আবার ব্যাংকের সাথে এসএমএস আদান-প্রদান করেও লেনদেন সম্পাদন করা যায়।

উদ্দীপকে ABC ব্যাংক লিমিটেড ই-ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। সময় ও নিরাপত্তা বিবেচনায় গ্রাহকদের কাছে ব্যাংকটি দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পরবর্তীতে ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক নতুন একটি ধারণা প্রবর্তন করেন। এতে গ্রাহকরা ব্যাংকে না গিয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রের মাধ্যমেই তাদের লেনদেন করতে পারবে।

গ্রাহকদের এ ধরনের ব্যবহৃত যন্ত্র হলো মোবাইল ফোন। নিজস্ব মোবাইল ফোন ব্যবহার করে গ্রাহক ব্যাংকটির সাথে আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করতে পারবে। এতে যেকোনো স্থান থেকে ব্যাংকিং কার্যাবলি করতে পারায় গ্রাহকের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে। এছাড়া নিজস্ব ফোন হওয়ায় গ্রাহক তার একাউন্টের নিরাপত্তা বজায় রাখতে পারবে। এ ধরনের ব্যাংকিং সেবা হলো মোবাইল ব্যাংকিং। অতএব, নিরাপত্তা বিবেচনায় গ্রাহকের নিজস্ব মোবাইল একাউন্ট থাকার ধারণাটি হলো মোবাইল ব্যাংকিং।

প্রশ্ন ▶ ২১ একটি আধুনিক ব্যাংকের পত্রিকা বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ :

ক ব্যাংক লিমিটেড		
আমাদের অত্যাধুনিক সেবাসমূহ		
অনলাইন ব্যাংকিং	স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘর	হোম ব্যাংকিং
ATM সুবিধা	POS সেবা	অনলাইন ক্রেডিট ট্রান্সফার

তবে যেসব গ্রাহকের ইন্টারনেট নেই তাদেরকেও ব্যাংকের বিভিন্ন তথ্য, যেমন- জমা-উত্তোলনের তথ্য, সুদের হার ইত্যাদি গ্রাহকের কাছে সহজে পৌছাতে চায়। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. B_2C কী? ১

খ. বর্তমান সময়কে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ বলা হয় কেন? ২

গ. 'ক ব্যাংক' কোন ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রচলন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সৃষ্ট সমস্যা নিরসনে তোমার মতামত তুলে ধরো। ৪

http://teachingbd.com

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ীরা সরাসরি ভোক্তার কাছে পণ্য বা সেবাসামগ্রী বিক্রয় করলে তাকে বলা হয় B2C (Business to Consumer)।

খ কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়াই হলো তথ্যপ্রযুক্তি।
এ প্রযুক্তিতে ডেটাবেজ তৈরি, সফটওয়্যার কেন্দ্রিক ইনপুট ও আউটপুট ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্যের উপস্থাপন করা হয়। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়। এর সাথে যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয়ে দ্রুত তথ্য আদান প্রদান করা যায়। ফলে পৃথিবীর যেকোনো স্থান থেকে যেকোনো সময় তথ্য সংগ্রহ করা যায়। তথ্যের এই সহজ আদান-প্রদানে সময় ও খরচ সাশ্রয় হওয়ায় বর্তমান সময়কে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ বলা হয়।

গ 'ক' ব্যাংক 'ই-ব্যাংকিং' ব্যবস্থার প্রচলন করেছে।
ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করাই হলো ই-ব্যাংকিং। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গ্রাহকের একাউন্ট সুরক্ষিত থাকে। নিজস্ব ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে গ্রাহক ঘরে বসেই একাউন্ট পরিচালনা করে থাকে। অনলাইন ব্যাংকিং ATM সুবিধা, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড এ সেবাগুলো ই-ব্যাংকিং এর অন্তর্ভুক্ত।
উদ্দীপকে 'ক ব্যাংক' তাদের সেবাপ্রদান সম্পর্কে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছে। হোম ব্যাংকিং, POS (Point of Sales) অনলাইন ব্যাংকিং, ATM সুবিধা এ ধরনের আর্থিক সেবাগুলো তারা দিয়ে থাকে। গ্রাহকরা ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই এ সেবাগুলো পেয়ে থাকে। এতে সরাসরি ব্যাংকে গিয়ে ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজন হয় না। ফলে গ্রাহকের অর্থ ও সময় সাশ্রয় হয়। এ ধরনের ব্যবস্থার সাথে ই-ব্যাংকিং এর মিল রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, অত্যাধুনিক সেবার মাধ্যমে ক ব্যাংক 'ই-ব্যাংকিং' ব্যবস্থার প্রচলন করেছে।

ঘ উদ্দীপকে সৃষ্ট সমস্যা নিরসনে 'মোবাইল ব্যাংকিং' উপযুক্ত বলে আমি মনে করি।
মোবাইল ফোন ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাহককে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বার দিয়ে একাউন্ট খোলা হয়ে থাকে। যেকোনো স্থান থেকে এ ব্যবস্থায় টাকা জমাদান ও উত্তোলন করা যায়। এছাড়া এসএমএস আদান-প্রদানের মাধ্যমেও ব্যাংকের সাথে লেনদেন করা যায়।
উদ্দীপকে 'ক' ব্যাংক লিমিটেড ই-ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এতে ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। তাই, যেসব গ্রাহকের ইন্টারনেট নেই তাদের কাছেও ব্যাংকটি সহজে তথ্য পৌঁছাতে চায়।
ইন্টারনেট ব্যবহার ছাড়াও মোবাইল ফোন এর মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করা যায়। 'ক' ব্যাংক লিমিটেড তাদের গ্রাহকদের জন্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সেবা দিতে পারে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক গ্রাহকের ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বার দিয়ে একাউন্ট খোলা যাবে। গ্রাহক ঘরে বসেই এসএমএস এর মাধ্যমে ব্যাংকের সাথে লেনদেন করতে পারবে। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেকের কাছে মোবাইল ফোন থাকায় মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অতএব, ইন্টারনেট অব্যবহারকারী গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে 'ক' ব্যাংক লিমিটেড 'মোবাইল ব্যাংকিং' ব্যবস্থার প্রচলন করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২২ মি. খান ব্যবসায়িক কাজে দুবাই গেলেন। সেখানে অবস্থানকালে তাঁর নাতনী সুমীর জন্মদিন এসে গেল। মি. খান তাঁর নাতনীকে কথা দিয়েছিলেন এবারের জন্মদিনে তাকে রিমোট কন্ট্রোল হেলিকপ্টার কিনে দিবেন। মি. খান তার কথা রাখতে অনলাইনের সাহায্য নিলেন। তিনি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে অর্ডার দেয়ায় প্রতিষ্ঠানটি যথাসময়ে যথাস্থানে উপহারটি পৌঁছে দিল। মূল্য পরিশোধে তিনি তার ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করলেন। */সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা/*

ক. উদ্যোক্তা কে? ১
খ. ন্যূনতম চাঁদা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উপহার প্রেরণের জন্য মি. খান কোন মাধ্যমের সহায়তা নিয়েছিলেন? বুঝিয়ে লেখো। ৩
ঘ. উপহার প্রেরণের জন্য শুধু ই-কমার্স কি যথেষ্ট ছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যিনি ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন কিছু সৃষ্টি বা স্থাপন করেন ঐ ব্যক্তিকে উদ্যোক্তা বলে।

খ কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলিতে প্রাথমিক খরচের উদ্দেশ্যে ন্যূনতম প্রতিশ্রুত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করাকে ন্যূনতম চাঁদা বলে।
পাবলিক লি. কোম্পানি কাজ শুরুর অনুমতিপত্র সংগ্রহ ও শেয়ার বিলির পূর্বে ন্যূনতম চাঁদা সংগ্রহ করে। এ চাঁদার অর্থ দিয়ে কোম্পানির প্রাথমিক ব্যয় ও গঠন সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এ চাঁদা সংগ্রহ ব্যতীত পাবলিক লি. কোম্পানি কাজ শুরুর অনুমতি পায় না।

গ উদ্দীপকে উপহার প্রেরণের জন্য মি. খান ই-কমার্স মাধ্যমের সহায়তা নিয়েছিলেন।
এটি একটি ইন্টারনেট ভিত্তিক পণ্য-দ্রব্য ও সেবা-কর্ম লেনদেন প্রক্রিয়া। ক্রেতা অনলাইনের মাধ্যমে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে গিয়ে পণ্য ক্রয় করতে পারে। ক্রেতা তার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য পছন্দ করে তা অর্ডার দিয়ে থাকে। বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ক্রেতার নির্দেশনা অনুযায়ী পণ্য প্রেরণ করে। এক্ষেত্রে ক্রেতা ঘরে বসেই পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে পারে।
উদ্দীপকে মি. খান ব্যবসায়িক কাজে দুবাই গেলেন। সেখানে অবস্থানকালে তাঁর নাতনী সুমীর জন্মদিন এসে গেল। মি. খান তাঁর নাতনীকে কথা দিয়েছিলেন এবারের জন্মদিনে রিমোট কন্ট্রোল হেলিকপ্টার কিনে দিবেন। মি. খান তাঁর কথা রাখতে অনলাইনের সাহায্য নিলেন। তিনি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে অর্ডার দেয়ায় প্রতিষ্ঠানটি যথাসময়ে যথাস্থানে উপহারটি পৌঁছে দিল। তার কাজ ই-কমার্সের আওতাভুক্ত। সুতরাং উপহার প্রেরণের ক্ষেত্রে মি. খান ই-কমার্স মাধ্যমটি ব্যবহার করেন।

ঘ উপহার প্রেরণের জন্য শুধু ই-কমার্সই যথেষ্ট ছিল।
ই-কমার্সের মাধ্যমে অনলাইনে লেনদেন করা হয়। ক্রেতা তার পছন্দ অনুযায়ী পণ্য পছন্দ করে অর্ডার দেয়। বিক্রেতা উক্ত অর্ডার গ্রহণ করে। এরপর পণ্যটি ক্রেতার পছন্দ অনুযায়ী উপায়ে অথবা নিজেদের নির্দিষ্ট উপায়ে পাঠায়। পণ্যের মূল্য ক্রেতা অনলাইনেই পরিশোধ করে থাকে।
উদ্দীপকের মি. খান ব্যবসায়িক কাজে দুবাই গেলেন। সেখানে অবস্থানকালে তাঁর নাতনীর জন্মদিন চলে এল. মি. খান তার নাতনীকে কথা দিয়েছিলেন এবারের জন্মদিনে তাকে রিমোট কন্টোল হেলিকপ্টার কিনে দিবেন। মি. খান তাঁর কথা রাখতে অনলাইনের সাহায্য নিলেন। তিনি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে অর্ডার দেয়ায় প্রতিষ্ঠানটি যথা সময়ে যথাস্থানে উপহারটি পৌঁছে দিল।
মি. খান ই-কমার্স পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তিনি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে গিয়ে তার পছন্দ অনুযায়ী পণ্যের অর্ডার দেন। বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান তার অর্ডারটি গ্রহণ করে। মি. খান পণ্য পাঠানোর নির্দেশনা দিয়ে দেন। এতে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান তার নির্দেশনা অনুযায়ী পণ্য পৌঁছে দেন। তিনি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করেন। ই-কমার্সের মাধ্যমে মি. খান তার নাতনীর জন্য উপহার ক্রয় করতে পারেন। সুতরাং উপহার প্রেরণের জন্য ই-কমার্সই যথেষ্ট ছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৩ বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিবন্ধন সম্পন্ন, সরকারের অনুমোদন গ্রহণ ও কর পরিশোধের ব্যবস্থা করেছে। এতে আর এখন ব্যবসায়ীদের সময় ব্যয় করে অফিসে অফিসে ঘুরে নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয় না। এছাড়া বাসায় বসেই কর পরিশোধ করার কারণে ব্যাংকের ও আয়কর সংস্থার দ্বারস্থ হতে হয় না। */পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ/*

http://teachingbd.com

ক. ব্যবসায় উদ্যোগ কাকে বলে? ১
খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের ই-বিজনেস ব্যবহৃত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ডিজিটাল ব্যবসায় বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে উক্ত ই-বিজনেস এর ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঝুঁকি নিয়ে অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করে ব্যবসায় স্থাপনকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে।

খ কোন বিষয়ে ভালো-মন্দ সম্পর্কে একান্ত ব্যক্তিগত ও স্থায়ী ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসকে মূল্যবোধ বলে।
দীর্ঘদিনের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদির আলোকে ব্যক্তি, দল ও সমাজের মধ্যে এরূপ বোধের সৃষ্টি হয়। এটি মানুষের আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এরূপ বোধ বা আচরণকে সমাজে মূল্যবান ও অনুকরণীয় বলে মনে করা হয়।

গ উদ্দীপকে G2B (Government to Business- সরকার হতে ব্যবসায়) ই-বিজনেস ব্যবহৃত হয়েছে।
এ ধরনের বিজনেসে সরকারের সাথে কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের লেনদেন (Transaction) সম্পন্ন করে। যেমন- সরকার কোনো ফ্লাইওভার তৈরির জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করে। ইন্টারনেটে এমন অনেক বিজনেস মডেল রয়েছে।
উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের সুবিধা প্রদান করছে। এর মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিবন্ধন, সরকারের অনুমোদন গ্রহণ ও কর পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে এখন ব্যবসায়ীদের সময় ব্যয় করে অফিসে ঘুরে নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয় না। বাসায় বসেই ব্যবসায়ীরা কর পরিশোধ করায় ব্যাংকের ও আয়কর সংস্থার দ্বারস্থ হতে হয় না। এখানে সরকার ব্যবসায়ীদের সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করেছে। এসব বৈশিষ্ট্য ই-বিজনেসের G2B-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং উদ্দীপকে G2B-এর কথাই বলা হয়েছে।

ঘ ডিজিটাল ব্যবসায় বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে G2B ই-বিজনেসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
ই-বিজনেসে ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে পণ্যদ্রব্য বা সেবাকর্ম উৎপাদক থেকে শুরু করে চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পৌঁছানো হয়। আর G2B হলো এই ই-বিজনেসের একটি রূপ। এর মাধ্যমে সরকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করে।
উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকার ব্যবসায়ীদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিবন্ধন সম্পন্ন, সরকারের অনুমোদন গ্রহণ ও কর পরিশোধের ব্যবস্থা করেছে। এতে ব্যবসায়ীদের সময় ব্যয় করে অফিসে ঘুরে ঘুরে নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ করতে হয় না। বাসায় বসেই ব্যবসায়ীরা কর পরিশোধ করতে পারে। তাই ব্যাংক এবং আয়কর সংস্থার দ্বারস্থ হতে হয় না।
G2B অর্থাৎ সরকার থেকে ব্যবসায়ী এই মাধ্যম ব্যবহার করে সরকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনার কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে। উদ্দীপকে G2B-এর মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা দ্রুত নিবন্ধন করে ব্যবসায় শুরু করতে পারছে। সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করছে। আবার কর পরিশোধ করে দায়িত্ব পালন করে সুনাম অর্জন করতে পারছে। অর্থাৎ ব্যবসায়িক কার্যক্রম দ্রুত এবং সহজ হয়ে উঠেছে। এতে ব্যবসায়ীরা তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন করতে পারছে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। সুতরাং বলা যায়, ডিজিটাল ব্যবসায় বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে G2B ই-বিজনেসের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ২৪ রাসু ভারতের কলকাতা ভ্রমণে গেলেন। বাংলাদেশের একটি আধুনিক ব্যাংকে একাউন্ট থাকায় তিনি সাথে করে নগদ টাকা নিয়ে যাননি। কলকাতায় তিনি ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাংকিং সুবিধা কাজে লাগিয়ে সকল ব্যয় নির্বাহ করলেন। তিনি কলকাতা থেকেই একজন পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করলেন।
[পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাব. স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]

ক. ই-রিটেইলিং কী? ১
খ. মোবাইল ব্যাংকিং বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রাসুর ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রাসু কীভাবে তার পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করতে পেরেছেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্রেতার কাছে খুচরা পণ্য সরাসরি বিক্রয় করাকে ই-রিটেইলিং বলা হয়।

খ মোবাইল ফোন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাহককে ব্যাংকিং সেবা প্রদানই হলো মোবাইল ব্যাংকিং।
এ ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ জমাদান, উত্তোলন, মূল্য ও বিল পরিশোধ মোবাইল ফোন ব্যবহার করেই সম্পাদন করা যায়। এক্ষেত্রে গ্রাহক তার মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে একাউন্ট খুলে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। মোবাইল ফোনে এভাবে ব্যাংকিং সেবা পাওয়াই হলো মোবাইল ব্যাংকিং।

গ রাসুর ব্যাংকটি ই-ব্যাংকিং সেবা প্রদান করেছে।
ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করাই হলো ই-ব্যাংকিং। এর মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে ব্যাংকিং লেনদেন সম্পাদন করা যায়। ব্যাংকের নির্দিষ্ট কার্ড ব্যবহার করে গ্রাহক অর্থ উত্তোলন ও মূল্য পরিশোধ করতে পারে। ফলে নগদ টাকা বহনের প্রয়োজন হয় না।
উদ্দীপকে রাসু কলকাতা ভ্রমণে যান। বাংলাদেশের একটি আধুনিক ব্যাংকে তার হিসাব থাকায় সাথে করে নগদ টাকা নিয়ে যাননি। কলকাতা থেকেই ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাংকিং সুবিধা কাজে লাগিয়ে সকল ব্যয় নির্বাহ করেছেন। অর্থাৎ, ব্যাংকটির নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে সুরক্ষিত তার একাউন্ট ব্যবহার করে তিনি ব্যাংকিং কাজগুলো করেছেন। নগদ টাকা না নিয়ে তিনি এক্ষেত্রে ব্যাংকটির নির্দিষ্ট কার্ড ব্যবহার করেছেন। এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের সাথে ই-ব্যাংকিং সেবার মিল রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, কলকাতায় থেকেও ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারায় রাসুর ব্যাংকটি ই-ব্যাংকিং সেবা প্রদান করেছে।

ঘ রাসু ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে তার পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করতে পেরেছেন।
জমাকৃত অর্থ উত্তোলন বা মূল্য পরিশোধ ব্যবহৃত প্লাস্টিক চৌম্বকজাতীয় ইলেকট্রনিক কার্ড হলো ডেবিট কার্ড। ক্রেডিট কার্ডও একই ধরনের ইলেকট্রনিক কার্ড। তবে এক্ষেত্রে গ্রাহকদের একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট ব্যাংক তাদের গ্রাহকদের নগদ অর্থের বিপরীতে কার্ড প্রদান করে থাকে।
উদ্দীপকে রাসু কলকাতা ভ্রমণে নগদ টাকা সাথে নিয়ে যাননি। কিন্তু ইন্টারনেট প্রযুক্তি মাধ্যমে তিনি সকল ব্যয় নির্বাহ করেন। এছাড়া কলকাতা থেকেই তিনি একজন পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করেন। আধুনিক ব্যাংকে রাসু একাউন্ট থাকায় তিনি এ সুবিধা পেয়েছেন। নগদ অর্থের বিপরীতে ব্যাংকটি তাকে নির্দিষ্ট কার্ড সরবরাহ করেছে। পাওনাদারের ওয়েবসাইটে কার্ডের নাম্বারসহ পাসওয়ার্ড প্রদানের মাধ্যমে তিনি মূল্য পরিশোধ করেছেন। এছাড়া এটিএম বুথ ব্যবহার করে কার্ডের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ উত্তোলন করেছেন। এ ধরনের কার্ড হলো ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড। অতএব, নগদ অর্থ না নিয়েও রাসু ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করতে পেরেছেন।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ২৫ জনাব নিজাম একজন ইলেক্ট্রনিক্স ব্যবসায়ী। তিনি টেলিভিশন, ফ্রিজ, মোবাইল ফোন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন ইত্যাদি বিক্রয় করে থাকেন। কিছুদিন হলো তিনি লক্ষ্য করছেন, তার শো রুমের বিক্রয় দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে তিনি বেশ চিন্তিত। অবশেষে তিনি ইন্টারনেটে প্রতিষ্ঠানের পণ্য সামগ্রীর একটি বিজ্ঞাপন দিলেন। উপরন্তু তিনি প্রতিষ্ঠানের নামে ফেসবুকে একটি একাউন্ট খুলে পণ্যসামগ্রীর মূল্যসহ ছবি আপলোড করলেন। কিছুদিন পর তিনি দেখলেন যে, তার শো-রুমের বিক্রয় ব্যাপক হারে বাড়ছে। *[সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]*

ক. ই-মেইল কী? ১

খ. পুনঃরপ্তানি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব নিজামের গৃহীত পদক্ষেপটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনাব নিজামের গৃহীত সিদ্ধান্তটি যুগোপযোগী হয়েছে, তুমি কি এর সাথে একমত? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে কোনো তথ্য আদান-প্রদানকে ই-মেইল (Electronic Mail) বলা হয়।

খ বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করে তা আবার অন্য দেশে রপ্তানি করাকে পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য বলে।

পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে প্রথমে পণ্য এক দেশ থেকে আমদানি করে নিজ দেশে আনা হয়। এরপর তা প্রক্রিয়াজাত করে অন্য দেশে পুনরায় রপ্তানি করা হয়। এ ধরনের বাণিজ্যের কার্যক্রম তিনটি দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়। যেমন : ভারত থেকে চা আমদানি করে প্যাকিং করে তা মিয়ানমার রপ্তানি করা হলো।

গ উদ্দীপকে জনাব নিজামের গৃহীত পদক্ষেপটি হলো অনলাইন ব্যবসায়।

ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্রেতা-বিক্রেতার ব্যবসায়িক কার্যাবলি সম্পাদনই হলো অনলাইন ব্যবসায়। এ ধরনের ব্যবসায়ে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে ক্রেতা পণ্য সম্পর্কে জানতে পারে। এছাড়া ঘরে বসেই তার পছন্দ অনুযায়ী পণ্য পেতে পারে। এক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধে ইলেকট্রনিক মাধ্যম (ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড) ব্যবহৃত হয়।

উদ্দীপকে জনাব নিজামের শো-রুমের বিক্রয় কমায় তিনি ইন্টারনেটে পণ্যের বিজ্ঞাপন দিলেন। এছাড়া ফেসবুকে একাউন্ট খুলে পণ্যসামগ্রীর মূল্যসহ ছবি আপলোড করেন। এতে গ্রাহকগণ যেকোনো স্থান থেকে তার প্রতিষ্ঠানের পণ্য সম্পর্কে জানতে পারল। পণ্য সামগ্রীর ছবি থাকায় তারা ঘরে বসেই পছন্দ অনুযায়ী পণ্য বাছাই করেন। পণ্যের মূল্য পরিশোধও তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমেই করবেন। গ্রাহকের সাথে এভাবে ব্যবসায়িক কার্যাবলি সম্পাদন হলো অনলাইন ব্যবসায়। সুতরাং বলা যায়, ইন্টারনেটে ব্যবসায় করায় উদ্দীপকে জনাব নিজামের গৃহীত পদক্ষেপটি হলো অনলাইন ব্যবসায়।

ঘ উদ্দীপকে দ্রুত পণ্যের তথ্য পৌছাতে জনাব নিজামের গৃহীত সিদ্ধান্তটি যুগোপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যবসায় জগতে টিকে থাকার জন্য বর্তমানে ইন্টারনেট প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবসায় কার্যাবলি সম্পাদন করাই হলো অনলাইন ব্যবসায়। এতে ক্রেতা পণ্য সম্পর্কিত তথ্য বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে জানতে পারে। আবার ব্যবসায়ীগণ কম খরচে গ্রাহকের কাছে পণ্য পৌছে দিয়ে থাকেন।

উদ্দীপকে জনাব নিজাম একজন ইলেকট্রনিক্স ব্যবসায়ী। তিনি লক্ষ্য করেছেন, তার শো-রুমের বিক্রয় দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। পরবর্তীতে ইন্টারনেটে প্রতিষ্ঠানের পণ্যসামগ্রীর বিজ্ঞাপন দিলেন। এছাড়া ফেসবুক একাউন্ট খুলে পণ্যসামগ্রীর মূল্যসহ ছবি আপলোড করেছেন। এর ফলে তার শো-রুমের বিক্রয় ব্যাপক হারে বেড়েছে।

জনাব নিজাম এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তার প্রতিষ্ঠানের পণ্য সম্পর্কে গ্রাহক যেকোনো স্থান থেকে জানতে পারেন। ইন্টারনেটে পণ্য বিক্রয়ের সুবিধার ফলে প্রাতিষ্ঠানিক খরচও কমে যায়। কিন্তু আগে তার শো-রুমের মাধ্যমে শুধু নির্দিষ্ট অঞ্চলের গ্রাহকের কাছে পণ্যের তথ্য পৌছতে পারতেন। যুগের সাথে তাল মেলাতে তার এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যৌক্তিক। অতএব, বিশ্বের যেকোনো স্থানে পণ্য পৌছাতে জনাব নিজামের গৃহীত সিদ্ধান্তটি যুগোপযোগী হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ কুষ্টিয়ার BRB কেবল আগে তাদের পণ্য প্রচারের জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিলবোর্ড তৈরি, লিফলেট বিতরণ ও বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করত। নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে এখন প্রতিষ্ঠানটি ঘরে বসে তাদের বিভিন্ন পণ্যের প্রচার করতে পারছে এবং অনেক বেশি আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. পুনঃরপ্তানি বলতে কী বোঝায়? ১

খ. অনলাইন ব্যবসায় কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. BRB কেবল বিজ্ঞাপনের জন্য নতুন যে মাধ্যমটি ব্যবহার করছে সেটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. BRB কেবল বর্তমানে বিজ্ঞানের জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করছে এর যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিদেশ থেকে পণ্য সামগ্রী আমদানি করে তা পুনরায় অন্য দেশে রপ্তানি করাকে পুনঃরপ্তানি বলা হয়।

খ ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যাবলি সম্পাদন করাই হলো অনলাইন ব্যবসায়।

এ ধরনের ব্যবসায়ে পণ্যের উৎপাদক কাঁচামাল সরবরাহকারীকে অনলাইনে ফরমায়েশ দেন। আবার গ্রাহকের কাছে পণ্য পৌছানোর কাজটিও অনলাইনে সম্পন্ন হয়। এতে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। অথ্যাৎ, ইন্টারনেট ব্যবহার করে ব্যবসায় পরিচালনার এই আধুনিক প্রক্রিয়াই হলো অনলাইন ব্যবসায়।

গ BRB কেবল বিজ্ঞাপনের জন্য নতুন যে মাধ্যমটি ব্যবহার করছে তা হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

ইন্টারনেট প্রযুক্তির সাহায্যে দ্রুত তথ্যের আদান-প্রদান ও যোগাযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে একে অপরের সাথে দ্রুত তথ্য বিনিময় করতে পারে। ফলে যোগাযোগের সময় ও খরচ সাশ্রয় হয়। এছাড়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত সফলতা লাভ করা যায়।

উদ্দীপকে BRB কেবল নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে ঘরে বসে তাদের বিভিন্ন পণ্যের প্রচার করতে পারছে। এতে তারা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে তারা দ্রুত গ্রাহকের কাছে পণ্য পৌছাতে পারছে। এছাড়া দ্রুত যোগাযোগের ফলে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়েছে। এতে প্রতিষ্ঠানটি কম সময় ও খরচে ব্যবসায়িক কার্যাবলি সম্পন্ন করতে পারছে। এ ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মিল রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, BRB কেবলের ব্যবহৃত নতুন মাধ্যমটি হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

ঘ দ্রুত ব্যবসায়িক কার্যাবলি সম্পাদনে BRB কেবলের বর্তমানে বিজ্ঞাপনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পদ্ধতি ব্যবহারের যৌক্তিকতা রয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে দ্রুত তথ্যের আদান-প্রদান করা যায়। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতা অনলাইনে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। এতে বিক্রেতার আলাদা করে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। ক্রেতাও ঘরে বসেই পণ্য ক্রয় করতে পারেন।

উদ্দীপকে BRB কেবল আগে তাদের পণ্যের প্রচারের জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় যেত। এতে অর্থ ও সময়ের অপচয় হতো। পরবর্তীতে নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি এখন ঘরে বসেই নতুন পণ্যের প্রচার করতে পারছে। ফলে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি সময়ও বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে।

BRB কেবলের ব্যবহৃত এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে তারা দ্রুত গ্রাহকের কাছে পণ্য পৌছাতে পারছে। ঘরে বসেই পণ্য পাওয়ায় গ্রাহক তাদের প্রতিষ্ঠানের পণ্য কিনতে আগ্রহী হয়েছে। এছাড়া অনলাইনে ব্যবসায়ের সুযোগের ফলে আলাদা করে ভবনের প্রয়োজন হয়নি। ঘরে বসেই তারা তাদের ব্যবসায়িক কার্যাবলি সম্পন্ন করতে পারছে। এতে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে প্রচারের তুলনায় সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে। অতএব, BRB কেবলের বর্তমানে বিজ্ঞাপনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পদ্ধতি ব্যবহারের সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ২৭ শাওন একটি কোম্পানিতে কাজ করে। সে সবসময় ফেসবুক ব্যবহার করে। ফেসবুক ব্যবহারের সময় সে কম্পিউটার পর্দায় Bikroy.com-এর নাম দেখে ক্লিক করে। সাইটটিতে প্রবেশ করে বিভিন্ন পণ্যের সম্ভার দেখে সে খুশি হয়। তবে ক্রীত/ক্রয়কৃত পণ্যের অর্থ পরিশোধের উপায় জিজ্ঞেস করলে বন্ধুরা জানাল প্লাস্টিক কার্ডসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে অর্থ পরিশোধ করা যায়।

[হাজীগঞ্জ মডেল কলেজ, চাঁদপুর]

ক. ICT এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. ব্যবসায়ের আধুনিকায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. Bikroy.com ফেসবুকের মাধ্যমে উদ্দীপকে কোন কাজটি সম্পাদন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. Bikroy.com থেকে ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য শাওন কীভাবে পরিশোধ করতে পারবে? আলোচনা করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ICT এর পূর্ণরূপ হলো Information and Communication Technology (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি)।

খ ইন্টারনেট প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্যের দ্রুত আদান-প্রদান ও যোগাযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়াই হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রাহকদের দ্রুত পাঠানো সম্ভব হচ্ছে। এতে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে। এছাড়া নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে কর্মীদের কাজের গতি ও দক্ষতা বাড়ছে। এভাবেই ব্যবসায়ের আধুনিকায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রভাব ফেলে থাকে।

গ উদ্দীপকে Bikroy.com ফেসবুকের মাধ্যমে ই-মার্কেটিং কাজটি সম্পাদন করেছে।

ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মার্কেটিং কার্যক্রম পরিচালনাই হলো ই-মার্কেটিং। এক্ষেত্রে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পণ্যের নতুন বাজার তৈরি করা হয়। এতে গ্রাহকের চাহিদানুযায়ী পণ্য ও সেবা চিহ্নিত করে তা ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পৌঁছানোর ব্যবস্থা থাকে। ওয়েব, ই-মেইল, ডাটাবেজ, টেলিভিশন, ডিজিটাল টেলিফোন এগুলো ই-মার্কেটিং-এ ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি।

উদ্দীপকে শাওন ফেসবুক ব্যবহারের সময় কম্পিউটারের পর্দায় Bikroy.com এর নাম দেখে ক্লিক করে। সাইটটিতে প্রবেশ করে বিভিন্ন পণ্যের সম্ভার দেখে সে খুশি হয়। অর্থাৎ Bikroy.com ফেসবুকে বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করেছে। ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন গ্রাহকদের কাছে পাঠিয়েছে। এভাবে গ্রাহকের কাছে পণ্যের তথ্য পৌঁছানোর প্রক্রিয়া হলো ই-মার্কেটিং। সুতরাং বলা যায়, Bikroy.com ফেসবুকের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে ই-মার্কেটিং কাজটি সম্পাদন করেছে।

ঘ Bikroy.com থেকে ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য শাওন ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারবে।

জমাকৃত অর্থ উত্তোলন বা মূল্য পরিশোধে ব্যবহৃত প্লাস্টিক চৌম্বকজাতীয় ইলেকট্রনিক কার্ড হলো ডেবিট কার্ড। ক্রেডিট কার্ডও একই ধরনের ইলেকট্রনিক কার্ড। তবে এক্ষেত্রে গ্রাহকদের একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা দেওয়া হয়। অনলাইন ব্যবসায়ে (ই-মার্কেটিং, ই-রিটেইলিং, ই-টিকেটিং) মূল্য পরিশোধে গ্রাহকগণ এ ধরনের কার্ড ব্যবহার করে থাকেন।

উদ্দীপকে শাওন ফেসবুকে Bikroy.com-এর সাইটটিতে বিভিন্ন পণ্যের সম্ভার দেখে খুশি হয়। ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ সম্পর্কে বন্ধুদের কাছে জানতে চায়। তারা জানায়, প্লাস্টিক কার্ডসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে অর্থ পরিশোধ করা যায়।

Bikroy.com তাদের পণ্যমূল্য পরিশোধে ইলেকট্রনিক কার্ডের ব্যবস্থা রেখেছে। এতে শাওনকে তাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে নির্দিষ্ট কার্ডের নাম্বারসহ পাসওয়ার্ড প্রদান করতে হবে। পরবর্তীতে তার ক্রীত পণ্যের মূল্য Bikroy.com কার্ড এর মাধ্যমে গ্রাহকের একাউন্ট থেকে কেটে রাখবে। এভাবে অনলাইনে মূল্য পরিশোধে ব্যবহৃত কার্ড হলো ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড। অতএব, ই-মার্কেটিং প্রযুক্তিতে Bikroy.com থেকে ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য শাওন ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধ করবে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ রাণী একটি সুন্দর ছবি আঁকলেন। তিনি ছবিটি কোনো দোকানের মাধ্যমে বিক্রয় করতে চান না। তিনি ওয়েবসাইট ব্যবহার করে ছবিটি বিক্রির চেষ্টা চালালেন। আমেরিকার এক ক্রেতা ছবিটি ক্রয় করলেন। রাণী মোদক বিক্রয় কৌশলের আধুনিক রূপটি গ্রহণ না করলে লাভবান হতে পারতেন না।

[খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. মোসোপটেমিয়ার বর্তমান নাম কী? ১

খ. আত্মবিশ্লেষণ বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রাণী কোন পদ্ধতিতে ছবিটি বিক্রয় করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাণীর বিক্রয় কৌশলটি আধুনিক যুগে কতটা উপযোগী বলে তুমি মনে করো? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মেসোপটেমিয়ার বর্তমান নাম হলো ইরাক।

খ নিজেই নিজের সক্ষমতা মূল্যায়ন করাই হলো আত্মবিশ্লেষণ।

ব্যবসায় শুরুর পূর্বে যেকোনো ব্যক্তির ব্যবসায় করার সক্ষমতা যাচাই করা প্রয়োজন। কারণ, ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ বা অকৃতকার্য হওয়া উভয়েরই সম্ভাবনা আছে। তাই ব্যবসায় শুরু করার পূর্বে সক্ষমতা যাচাই করে নিলে সফলতা আগে থেকে অনুমান করা যায়। সক্ষমতা যাচাইয়ে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

গ রাণী 'ই-কমার্স' পদ্ধতিতে ছবিটি বিক্রয় করেন।

ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় করাই হলো ই-কমার্স। মূলত বিক্রয়ের স্বার্থে এ পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ক্রেতার কাছে পণ্য পৌঁছাতে এক্ষেত্রে পার্সেলে প্রেরণ করা হয়। এতে মূল্য পরিশোধের জন্য ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেম (অনলাইন ব্যাংকিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড) ব্যবহৃত হয়।

উদ্দীপকে রাণী তার আঁকা ছবি ওয়েবসাইট ব্যবহার করে বিক্রয় করেন। আমেরিকার এক ক্রেতা ছবিটি ক্রয় করেন। এক্ষেত্রে ক্রেতা ওয়েবসাইটে ছবিটি দেখে অর্ডার প্রদান করেছিলেন। অনলাইনে মূল্য পরিশোধের পর রাণী পার্সেল করে ছবিটি প্রেরণ করেছেন। ক্রয়-বিক্রয়ের এই পদ্ধতির সাথে ই-কমার্স পদ্ধতির মিল রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, অনলাইনে বিক্রয় করায় রাণী ই-কমার্স পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন।

ঘ বিশ্বের যেকোনো স্থানে পণ্য পৌঁছাতে রাণীর ই-কমার্স বিক্রয় কৌশলটি আধুনিক যুগে সম্পূর্ণ উপযোগী বলে আমি মনে করি।

ই-কমার্স পদ্ধতিতে ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহকের কাছে পণ্য পৌঁছানো যায়। এক্ষেত্রে বিক্রেতার নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের প্রয়োজন হয়। তবে প্রাতিষ্ঠানিক খরচ না থাকায় বিক্রেতা লাভবান হয়ে থাকে। আবার অনলাইন ব্যবস্থার ফলে ক্রেতা বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে পণ্যের তথ্য পেয়ে থাকে।

উদ্দীপকে রাণী তার আঁকা ছবি কোনো দোকানের মাধ্যমে বিক্রয় করতে চাননি। তিনি ওয়েবসাইট ব্যবহার করে ছবিটি বিক্রয়ের চেষ্টা চালিয়েছেন। পরবর্তীতে আমেরিকার এক ক্রেতা ছবিটি ক্রয় করেছেন। অর্থাৎ, ই-কমার্স ব্যবস্থার ফলে রাণী ছবিটি দেশের বাইরে বিক্রয় করতে পেরেছেন।

বিক্রয় কৌশলের এই আধুনিক রূপে রাণী লাভবান হয়েছেন। কারণ, ওয়েবসাইটে পণ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়ায় তার তেমন কোনো খরচ করতে হয়নি; কিন্তু দোকানের মাধ্যমে বিক্রয় করলে তার আলাদা কমিশন দেওয়ার প্রয়োজন হতো। আবার অনলাইন প্রযুক্তির ফলে তিনি বাইরের দেশে পণ্যটি পৌঁছাতে পেরেছেন। এতে অনেকের কাছে একসাথে পণ্যের তথ্য পৌঁছাতে পেরেছেন। অতএব, কম খরচে সহজে পণ্য পৌঁছাতে রাণীর ই-কমার্স বিক্রয় কৌশলটি সম্পূর্ণ উপযোগী।

http://teachingbd.com

অধ্যায়-১১: ব্যবসায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

৩২৫. ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার প্রতিষ্ঠানের কী রোধ করে? (জ্ঞান) */ঝিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/*

ক সময় খ অপচয়
গ ব্যয় ঘ আয় **গ**

৩২৬. তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্রেতাদের রুচি, চাহিদা, প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সামর্থ্য, মানব সম্পদের প্রতিকূলতা ইত্যাদির সঠিক চিত্র কাদের নিকট তুলে ধরে? (অনুধাবন) */ঝিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/*

ক কর্মীদের নিকট খ ব্যবস্থাপনার নিকট
গ জনগণের নিকট ঘ প্রশাসকের নিকট **খ**

৩২৭. ক্রেতা ও ভোক্তা বিবেচনায় ই-রিটেইলিং নিচের কোনটি? (জ্ঞান) [ঢাকা বোর্ড-২০১৫]

ক B2B খ B2C
গ B2E ঘ B2G **খ**

৩২৮. ATM-এর পূর্ণরূপ কোনটি? (জ্ঞান) [রাজশাহী বোর্ড, সিলেট বোর্ড, বরিশাল বোর্ড-২০১৫]

ক Automatic teller machine
খ Any time money
গ Automated teller machine
ঘ Automatic teller machanism **গ**

৩২৯. কম্পিউটারের সাথে ইন্টারনেট সংযুক্তির মাধ্যম কোনটি? (জ্ঞান) [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৫]

ক এটিএম কার্ড খ KYC ফরম
গ মডেম ঘ টেলেক্স **গ**

৩৩০. ই-কমার্সের মূল মাধ্যম কী? (জ্ঞান) [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৫]

ক ইন্টারনেট খ টেলিভিশন
গ টেলিফোন ঘ রেডিও **ক**

৩৩১. মানুষ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কেন? (অনুধাবন) */বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা/*

ক মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় পাওয়া যায়
খ প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল করার জন্য
গ প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল করার জন্য
ঘ প্রতিষ্ঠানের সুনাম অর্জনের জন্য **ক**

৩৩২. কোন ব্যবসায়টি অপেক্ষাকৃত পরিবেশবান্ধব? (জ্ঞান) */ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জাহানাবাদ, খুলনা/*

ক উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান
খ ব্যাংকিং ব্যবসায়
গ ই-মার্কেটিং
ঘ ই-ব্যাংকিং **ঘ**

৩৩৩. লেনদেনের ধরন অনুযায়ী ই-রিটেইলিং সাধারণত কোন ধরনের হয়ে থাকে? (অনুধাবন) */ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর/*

ক B2B খ C2B
গ B2C ঘ B2G **গ**

৩৩৪. সাধারণ মেইল সার্ভিসের চেয়ে কুরিয়ার অধিকতর জনপ্রিয় হওয়ার কারণ কোনটি? (অনুধাবন) */চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ/*

ক সঠিক সময়ে দ্রুত সেবা প্রদান করা হয়
খ পণ্য বা চিঠিপত্র ঠিকমতো পৌঁছানো হয়
গ খরচ তুলনামূলকভাবে কম হয়
ঘ নিয়োজিত কর্মীরা খুব দক্ষ হয় **ক**

৩৩৫. ডেবিট কার্ড অপেক্ষা ক্রেডিট কার্ডের অধিক সুবিধা কোনটি? (অনুধাবন) */চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ/*

ক এটিএম বুথ থেকে টাকা উঠানো
খ ঋণ সুবিধা লাভ
গ ২৪ ঘণ্টা ব্যাংকিং সুবিধা
ঘ ইলেকট্রনিক পেমেন্ট প্রদান **খ**

৩৩৬. ইন্টারনেটের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা ভোক্তার নিকট পৌঁছে দেওয়াকে কী বলে? (জ্ঞান) */মিরপুর গার্লস আই. ল্যাব. ইনস্টিটিউট, ঢাকা/*

ক ই-বিজনেস খ ই-মার্কেটিং
গ ই-কমার্স ঘ ই-রিটেইলিং **গ**

৩৩৭. ই-কমার্সে কোন ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করা হয়? (জ্ঞান) */বরেন্দ্র কলেজ, রাজশাহী/*

ক যোগাযোগ খ ইলেকট্রনিক
গ বিজ্ঞাপন ঘ লিখিত **খ**

৩৩৮. B2C-এর পূর্ণরূপ কী? (জ্ঞান) */আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা/*

ক Business to customer
খ Business to client
গ Business to commerce
ঘ Business to consumer **ঘ**

৩৩৯. ই-বিজনেস কোন ধরনের সেবা প্রদান করে? (জ্ঞান) */শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা/*

ক মুনাফা ভিত্তিক খ অর্থ ভিত্তিক
গ সুনাম ভিত্তিক ঘ ওয়েবসাইট ভিত্তিক **ঘ**

৩৪০. কোন ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে ই-রিটেইলিং অধিক ফলপ্রসূ? (অনুধাবন) */হামিদপুর আল-কোরা কলেজ, যশোর/*

ক দুর্বল পণ্যের ক্ষেত্রে
খ শক্তিশালী পণ্যের ক্ষেত্রে
গ দামি পণ্যের ক্ষেত্রে
ঘ জাঁকজমক পণ্যের ক্ষেত্রে **ক**

৩৪১. ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে বিক্রেতা সরাসরি কার নিকট হতে অর্থসংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়? (জ্ঞান) */বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম/*

ক ক্রেতার খ ব্যাংকারের
গ কার্ড হোল্ডারের ঘ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের **গ**

৩৪২. ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহক — (অনুধাবন) */শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার/*

i. স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করতে পারে
ii. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করতে পারে
iii. বাকিতে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৩৪৩. ঘরে বসেই মানুষের খুচরা পণ্য ক্রয় করতে চাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ — (উচ্চতর দক্ষতা) */সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/*

i. মানুষের কাজের চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে
ii. প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে
iii. সময় সাশ্রয় হচ্ছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

৩৪৪. অনলাইন ব্যবসায় হলো ব্যবসায় জগতের —
(অনুধাবন) /অগ্রণী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী/
i. ভিত্তি ii. নতুন সংযোজন
iii. আধুনিক পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৩৪৫. অনলাইনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা —
(অনুধাবন) /অগ্রণী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী/
i. বিতরণ করা হয় ii. সরবরাহ করা হয়
iii. চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট পৌঁছে দেয়া হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৩৪৬. বর্তমানে মোবাইল ব্যাংক যে সুবিধা দিচ্ছে —
(অনুধাবন) [সিলেট বোর্ড-২০১৫]
i. নিরাপদে অর্থ প্রেরণ ii. উত্তোলন সুবিধা
iii. বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৩৪৭. ব্যবসায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োজন। কারণ এতে — (অনুধাবন) /কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর/
i. কাজের গতি ও দক্ষতা বাড়ে
ii. দ্রুত তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরণ করা যায়
iii. নিশ্চিত লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৩৪৮. স্মার্ট কার্ড (Smart Card) মূলত — (অনুধাবন)
/উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা/
i. ক্রেডিট কার্ড ii. ডেবিট কার্ড
iii. ম্যাগনেটিক কার্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৩৪৯. ক্রেডিট কার্ড হচ্ছে — (অনুধাবন) /সরকারি জিয়া মহিলা কলেজ, ফেনী/
i. ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত কার্ড
ii. বাকিতে পণ্য ক্রয় করার কার্ড
iii. জমাকৃত অর্থ উত্তোলনের কার্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৫০ ও ৩৫১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
কুমিল্লা শহরে নবী আলম একটি ভাড়া বাড়িতে থাকেন। বাড়ির মালিক চট্টগ্রামে থাকে। প্রতি মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে মি. আলম কুমিল্লায় একটি ব্যাংকে বাড়ি ভাড়ার টাকা জমা দেন এবং মুহূর্তের মধ্যে বাড়ির মালিকের হিসাবে টাকা জমা হয়। এছাড়া বিদ্যুৎ ও পানির বিলও একই ব্রাঞ্চ থেকে পরিশোধ করে থাকেন।
/বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা/

৩৫০. মি. আলমের আর্থিক কাজগুলো নিচের কোনটির অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)
ক ই-বিজনেস খ ই-রিটেলিং
গ ই-ব্যাংকিং ঘ ই-মার্কেটিং **গ**

৩৫১. ইলেকট্রনিক্স মাধ্যম ব্যবহারের ফলে মি. আলমের মতো ক্রেতাদের —(উচ্চতর দক্ষতা)
i. মূল্যবান সময় সাশ্রয় হয়
ii. খরচও বেঁচে যায়
iii. ঋণ গ্রহণ সহজ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৫২ ও ৩৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
জনাব বদরুল একজন ফল ব্যবসায়ী। তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফল সরবরাহ করেন। কিন্তু তিনি ক্রেতার সাথে সরাসরি কথা না বলে লেনদেন করেন না। তিনি এর জন্য প্রযুক্তি সরবরাহ করেন।
/চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ/

৩৫২. জনাব বদরুলের ব্যবসায়টি কোন পদ্ধতিতে করা হয়? (প্রয়োগ)
ক অনলাইন মার্কেটিং খ ই-কমার্স
গ ই-বিজনেস ঘ ই-ব্যাংকিং **খ**

৩৫৩. জনাব বদরুলের ভোক্তার/ক্রেতার সাথে যোগাযোগের ফলে — (উচ্চতর দক্ষতা)
i. পণ্য উন্নয়ন সম্ভব
ii. ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ সম্ভব
iii. মূল্য বৃদ্ধি সম্ভব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৫৪ ও ৩৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
রবিউলের ব্যাংকে টাকা জমা আছে কিন্তু শুক্রবার হওয়ায় সে টাকা উত্তোলন করতে পারছে না। রবিউল তার বন্ধু এনামুলের সাথে আলোচনা করলে এনামুল একটি প্লাস্টিকের কার্ড ব্যবহার করে একটি ব্যাংকের বুথ থেকে নিজস্ব হিসাবে জমাকৃত টাকা উত্তোলন করে রবিউলকে ধার হিসেবে দিল। রবিউল ভাবলো এতো এক অভিনব পদ্ধতি যে এনামুল শুক্রবারও ব্যাংকের জমা টাকা উত্তোলন করতে পারে। /মিরপুর গার্লস আই. ল্যাব. ইনস্টিটিউট, ঢাকা/

৩৫৪. এনামুল কোন ধরনের কার্ড ব্যবহার করে টাকা উত্তোলন করেছে? (প্রয়োগ)
ক ডেবিট কার্ড খ ক্রেডিট কার্ড
গ রিচার্জ কার্ড ঘ আইডি কার্ড **ক**

৩৫৫. উক্ত কার্ড ব্যবহারের সুবিধা হলো — (উচ্চতর দক্ষতা)
i. প্রত্যক্ষভাবে অর্থ উত্তোলন
ii. নিরাপদ লেনদেন
iii. ২৪ ঘণ্টা ব্যাংকিং সুবিধা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র

অধ্যায়-১২: ব্যবসায় নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

প্রশ্ন ▶১ জনাব রবি একজন পেঁয়াজ আমদানিকারক। গত রমজানের একমাস আগে তিনি ৬০ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি করলেও সে সময়ে বাজারে তা সরবরাহ করেননি। রমজানে বাজারে পেঁয়াজের মূল্য বেড়ে যায় বলে রবি প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। *[রা. বো., দি. বো. ১৭]*

ক. ব্যবসায়ে নৈতিকতা কী? ১

খ. কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রবি সমাজের কোন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালনে অবজ্ঞা করছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নৈতিকতার মানদণ্ডে রবির কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় পরিচালনায় ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দ বিচারের মাপকাঠিকে ব্যবসায় নৈতিকতা বলে।

খ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো যেসব সুযোগ-সুবিধা প্রদানমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে তাকে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি (CSRP) বলে।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি গ্রহণ করে। বাংলাদেশে বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ CSRP-এর পৃথক খাত ও বরাদ্দের ব্যবস্থা করে এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে রবি সমাজের ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছেন।

ক্রেতা বা ভোক্তা বলতে গেলে ব্যবসায়ের প্রাণস্বরূপ। তাদের আস্থা ও সহযোগিতার ওপর ব্যবসায়ের সফলতা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর জন্য ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন জরুরি।

উদ্দীপকের জনাব রবি একজন পেঁয়াজ আমদানিকারক। গত রমজানের একমাস আগে তিনি ৬০ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি করেন। কিন্তু তিনি সেসময়ে বাজারে তা সরবরাহ করেননি। রমজানে বাজারে পেঁয়াজের মূল্য বেড়ে যায়, ফলে জনাব রবি প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। সমাজে বসবাসকারী ক্রেতা বা ভোক্তারা সবসময় ন্যায্যমূল্যে পর্যাপ্ত পণ্য পাওয়ার প্রত্যাশা করেন। কিন্তু ব্যবসায়ী হিসেবে জনাব রবি পর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহ করেননি। পণ্যের বাজার অস্থিতিশীল করে বেশি দামে তিনি পণ্য বিক্রি করেন। যার ফলে ক্রেতা ও ভোক্তারা দুর্ভোগের শিকার হন। এভাবে তিনি ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছেন।

ঘ ব্যবসায় নৈতিকতার মানদণ্ডে রবির কর্মকাণ্ড অনৈতিক।

ব্যবসায় নৈতিকতা হচ্ছে ব্যবসায়ে ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, সঠিক-ভুল বিচারে প্রত্যাশিত আচরণ প্রদর্শন করা। ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যবসায়ীকে নৈতিকভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করা উচিত। ওজনে কম দেওয়া, অত্যধিক মুনাফা লাভ, নিম্নমানের পণ্য দেওয়া প্রভৃতি ব্যবসায়ের অনৈতিক কার্যাবলি।

উদ্দীপকের জনাব রবি পেঁয়াজ আমদানি করেন। তিনি গত রমজানের একমাস আগে ৬০ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি করেন, যা ভোক্তাদের জন্য পর্যাপ্ত ছিল। কিন্তু যথাসময়ে তিনি তা বাজারজাত করেননি। রমজানে পেঁয়াজের বাজারমূল্য বাড়ার পর তা বিক্রি করে তিনি প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। এভাবে ব্যবসায় ভালো চললেও পরবর্তী সময়ে তার বিক্রয়ের পরিমাণ কমে যাবে।

জনাব রবি যেভাবে অধিক লাভের আশায় সঠিক সময়ে ও ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহ করেননি তা ব্যবসায়ের নৈতিকতাবর্জিত। তার এরূপ কর্মকাণ্ডের ফলে ক্রেতা ও ভোক্তারা ভোগান্তির শিকার হন। যার ফলে ক্রেতা সমাজে তার সুনাম নষ্ট হবে। ভবিষ্যতে তিনি অন্য সৎ ব্যবসায়ীদের সাথে টিকে থাকতে পারবেন না। এছাড়া ক্রেতারাও অসন্তুষ্ট হন। সুতরাং, নৈতিকতার মানদণ্ডে রবির ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ অনৈতিক।

প্রশ্ন ▶২ জনাব আব্দুর রাজ্জাক কিছু ফল কেনার জন্য বাজারে গেলেন। তিনি লক্ষ করলেন কোনো ফলের উপর মাছি নেই আবার পচনের কোনো দাগও ফলে দেখা যাচ্ছে না। তিনি ভাবলেন, অতীতে ফলের উপর মৌমাছি বা মাছি উড়তে দেখলেও এখন তা নেই কেন? বিষয়টি ভেবে তিনি কোনো ফল না কিনেই বাড়ি ফিরলেন। বিষয়টি তাকে বেশ শঙ্কিত করে তুললো। *[রা. বো., কু. বো. ১৭]*

ক. ISO-এর পূর্ণরূপ লেখো। ১

খ. সামাজিক ব্যবসায় বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ফলের উপর মাছি না বসায় ব্যবসায়ীদের কোন বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব রাজ্জাকের শঙ্কা হ্রাসে সমাজের প্রতি ব্যবসায়ীদের দায়বদ্ধতা আছে কি? বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ISO-এর পূর্ণরূপ হলো International Organization for Standardization।

খ যে ব্যবসায় মুনাফা অর্জনের জন্য গঠিত না হয়ে সমাজের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় তাই সামাজিক ব্যবসায়।

এ ব্যবসায়ে বিনিয়োগকারী শুধু তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত পান, কোনো মুনাফা পান না। মুনাফার অর্থ দিয়ে যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা হয়, যা ব্যবসায় সম্প্রসারণে পুনঃবিনিয়োগ হিসেবে ধরা হয়। সুতরাং মানসিক সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে মালিক এ ধরনের ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করেন।

গ উদ্দীপকে ফলের উপর মৌমাছি না বসায় ব্যবসায়ীদের নৈতিকতার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

ব্যবসায় পরিচালনাগত বিষয়ে ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি বিষয়ের বিচারের মাপকাঠি হলো ব্যবসায় নৈতিকতা। ব্যবসায়ের সঠিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার পরিচয় হলো পণ্যে ভেজাল না দেওয়া, ক্ষতিকর কোনো উপকরণ ব্যবহার না করা।

উদ্দীপকে জনাব আব্দুর রাজ্জাক ফল কিনতে গিয়ে দেখলেন যে, ফলে মৌমাছি বসছে না আবার পচনের কোনো দাগও নেই। অর্থাৎ এখানে ফলকে সতেজ দেখাতে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ফরমালিন ব্যবহার করা হয়েছে। এটি ফলমূল দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা গ্রহণ করলে মানবদেহ স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। ব্যবসায় নৈতিকতার দিক দিয়ে এটি অপরাধমূলক কাজ। উক্ত রাসায়নিক ব্যবহারের ফলেই ফলমূলে কোনো মৌমাছি বসছে না। এভাবে ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদেরকে ঠকাচ্ছেন এবং তাদের ক্ষতি করছেন। এজন্য এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের নৈতিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের জনাব রাজ্জাকের শঙ্কা হ্রাসে সমাজের প্রতি ব্যবসায়ীদের দায়বদ্ধতা পালন একান্ত আবশ্যক।

ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বলতে ব্যবসায়ের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত বিভিন্ন পক্ষের প্রতি জণকল্যাণমূলক দায়িত্ব পালন করাকে বোঝায়।

http://teachingbd.com

উদ্দীপকে জনাব রাজ্জাক ফল কিনতে গিয়ে দেখেন বিক্রেতারা ফলে ফরমালিন দিয়েছেন। তাই ফলে মাছি বসছে না। এ ক্ষতিকর পদার্থ মানব শরীরের মারত্মক ক্ষতি করে। তাই বিষয়টি তাকে বেশ শঙ্কিত করে তোলে।

সমাজের ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি ব্যবসায়ীদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হলো পণ্যে ভেজাল না দেওয়া, সঠিক মানের ও ওজনের পণ্য সরবরাহ করা, ক্ষতিকর পণ্য সরবরাহ না করা। এসব দায়িত্ব পালন না করলে কোনো ব্যবসায়ীর পক্ষে চূড়ান্তভাবে সফলতা অর্জন করা অসম্ভব। কিন্তু উদ্দীপকের বিক্রেতারা এসব নৈতিকতা না মেনে ক্রেতাদের ঠকিয়ে পণ্যে ভেজাল দ্রব্য মেশাচ্ছেন। এ রকম বিক্রেতা ব্যবসায়ীরা সমাজে বেশিদিন ব্যবসায় টিকিয়ে রাখতে পারবেন না। ব্যবসায়ী হিসেবে স্থায়ীভাবে টিকে থাকতে হলে সমাজের ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করা আবশ্যক।

প্রশ্ন ▶৩ কাপড় ব্যবসায়ী জনাব আকতার পার্বত্য এলাকায় বৈসাবির সময় কম মূল্যে কাপড় বিক্রি করেন। তিনি সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে যতটুকু সম্ভব অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে বিখ্যাত ব্যবসায়ী জনাব মোক্তার গত অর্থবছরে আয়কর রিটার্নে সম্পত্তির মূল্য কম দেখিয়ে কর প্রদান করেন। *[য. বো. ১৭]*

ক. CSRP কী? ১

খ. পরিবেশ কীভাবে দূষিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব মোক্তার সমাজের কোন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব লঙ্ঘন করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মূল্যবোধের আলোকে জনাব আকতারের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক CSRP-এর পূর্ণরূপ হলো Corporate Social Responsibility Program।

খ কোনো কারণে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়াকে সাধারণ অর্থে পরিবেশ দূষণ বলে।

মাটি, পানি ও বায়ুর অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত হয়। মাটি, পানি ও বায়ুতে যখন বিষাক্ত পদার্থ মিশে তখন পরিবেশ দূষিত হয়। যেমন: কল-কারখানার বর্জ্য সরাসরি মাটিতে ফেললে মাটি দূষণ হয়। এ বর্জ্য একসময় পানির সাথে মিশে পানি দূষণ হয় এবং এরূপ বর্জ্যের পচনের ফলে পরবর্তী সময়ে বায়ু দূষণ হয়। এভাবেই সামগ্রিক পরিবেশ দূষিত হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব মোক্তার সরকারের প্রতি করণীয় দায়িত্ব লঙ্ঘন করেছেন।

সরকার যেকোনো সমাজে গুরুত্বপূর্ণ। দেশের ব্যবসায় পরিবেশ উন্নয়নে সরকারের যেমন দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি ব্যবসায়েরও সরকারের প্রতি দায়িত্ব পালন করা উচিত।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, বিখ্যাত ব্যবসায়ী জনাব মোক্তার গত অর্থ বৎসরে আয়কর রিটার্নে সম্পত্তির মূল্য কম দেখিয়ে কর দেন। যথারীতি কর ও রাজস্ব দেওয়া ব্যবসায়ীর সামাজিক দায়বদ্ধতা। সরকার এ অর্থ পরবর্তী সময়ে সমাজের কল্যাণেই ব্যয় করে। প্রত্যেকটি ব্যবসায়ীরই দায়িত্ব সরকারের প্রতি তাদের সব করণীয় যথার্থভবে পালন করা। কিন্তু জনাব মোক্তার তা না করে সরকারকে কর ফাঁকি দিয়েছেন। সুতরাং তিনি এভাবে সরকারের প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন।

ঘ মূল্যবোধের আলোকে জনাব আকতারের কার্যক্রম যথার্থই যৌক্তিক এবং নৈতিক।

ব্যবসায় পরিচালনায় ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, বোধ বা উপলব্ধিই হলো ব্যবসায়িক মূল্যবোধ। ব্যবসায়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সঠিক প্রতিফলন ঘটলে ব্যবসায়ীর সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকের কাপড় ব্যবসায়ী জনাব আকতার পার্বত্য এলাকায় বৈসাবির সময় কম মূল্যে কাপড় বিক্রি করেন। এতে ঐ এলাকার ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই উৎসবের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাপড় কিনতে পারেন। এতে উৎসব আনন্দ সবাই উপভোগ করতে পারেন। ন্যায্যমূল্যে পণ্য পেয়ে ক্রেতা সন্তুষ্ট হন। এখানে জনাব আকতার সমাজের ক্রেতা-ভোক্তাদের প্রতি তার দায়িত্ব নৈতিকভাবে পালন করেছেন।

আবার সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে যতটুকু সম্ভব তিনি অংশগ্রহণ করেন। এতে সমাজের মানুষের কাছে তার পরিচিতি বাড়ে। ব্যবসায়ী হিসেবে তার সুনাম ঐ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্প্রদায়ের প্রতিও নৈতিকভাবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। যা ব্যবসায়িক মূল্যবোধের সঠিক প্রতিফলন প্রকাশ করে। সমাজের সব ক্ষেত্রেই তিনি ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা মেনে তার ব্যবসায় পরিচালনা করেন। সুতরাং মূল্যবোধের আলোকে তার কার্যক্রম যৌক্তিক ও নৈতিক।

প্রশ্ন ▶৪ জনাব আকিব একজন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী। গ্রাহকের নিকট আবেদনময়ী করে তোলার জন্য তিনি কখনো তার পণ্যে রঙ মেশান না। কেউ তার দ্বারা প্রতারিত হলে তিনি ব্যথিত হন। *[ব. বো. ১৭]*

ক. নৈতিকতা কী? ১

খ. বায়ু কীভাবে দূষিত হয়? ২

গ. জনাব আকিব যেভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করছে তাতে তার মধ্যে কী লক্ষ করা যাচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো জনাব আকিব ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন? তোমার মতামত দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো বিষয়ে ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ঠিক-বেঠিক, ন্যায়-অন্যায় বিচারের মাপকাঠিকে নৈতিকতা বলে।

খ বায়ু দূষণ হলো বায়ুতে বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক গ্যাস ও পদার্থের সংমিশ্রণ হওয়া।

বায়ুতে ধোঁয়া, ক্ষতিকারক গ্যাস, ধুলাবালি ও সিসাসহ বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর উপাদানযুক্ত হলে বায়ু দূষিত হয়। যেমন: কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্য, ইট ভাটায় কয়লা ও জ্বালানি ব্যবহারের ফলে নির্গত ধোঁয়া, যানবহানের কালো ধোঁয়া যখন বায়ুতে মেশে তখন বায়ু দূষিত হয়। এটি মানুষ ও জীবজগতের ওপর দীর্ঘমেয়াদে নানাবিধ ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে জনাব আকিব যেভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করছেন তাতে তার মধ্যে ব্যবসায় নৈতিকতার বিষয়টি লক্ষ করা যাচ্ছে।

ব্যবসায়ের সব ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক, কোনটি সঠিক নয়, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত বিচার করা প্রয়োজন। ব্যবসায়ী তার নৈতিকতার মাধ্যমে সমাজের সব পক্ষের প্রতি সঠিক উপায়ে দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

উদ্দীপকে জনাব আকিব একজন খাদ্যদ্যব্য উৎপাদনকারী। গ্রাহকের নিকট আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য তিনি কখনো তার পণ্যে রঙ মেশান না। কেউ তার দ্বারা প্রতারিত হলে তিনি ব্যথিত হন। সমাজের ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি তিনি দায়িত্ব পালন করেন। এতে ক্রেতারা ন্যায্যমূল্যে উৎকৃষ্ট পণ্য পেয়ে তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। এতে সমাজে সব ক্রেতার কাছে তিনি সুপরিচিত হয়ে থাকবেন। সুতরাং জনাব আকিব যেভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করছেন তা ব্যবসায় নৈতিকতারই প্রতিফলন।

ঘ আমি মনে করি, জনাব আকিব নৈতিকভাবেই ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন।

ব্যবসায়ের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত বিভিন্ন পক্ষের প্রতি ব্যবসায়ীর দায়িত্ব পালন করা উচিত।

http://teachingbd.com

উদ্দীপকের জনাব আকিব গ্রাহকদের ঠকিয়ে কখনো তার পণ্যে রঙ মেশান না। বরং তিনি গ্রাহকদেরকে উৎকৃষ্ট মানের পণ্য সরবরাহ করেন, যা গ্রাহক সন্তুষ্টি বাড়ায়। তার মাধ্যমে কেউ প্রতারিত হলে তিনি ব্যথিত হন। অর্থাৎ তিনি ক্রেতাদের প্রতি তার সামাজিক দায়িত্ব নৈতিকভাবেই পালন করেন।

ক্রেতা বা ভোক্তারা হলেন ব্যবসায়ের প্রাণ। কারণ ক্রেতারা পণ্য কিনলে তবেই ব্যবসায় টিকে থাকবে, অন্যথায় উৎপাদন অর্থহীন। তাই ব্যবসায়ীদেরকে ভোক্তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হয়। উদ্দীপকের জনাব আকিবও এ বিষয়টি বিবেচনা করেই নৈতিকতা মেনে ব্যবসায় করেন। আমি মনে করি তিনি যথার্থভাবেই ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রশ্ন ▶৫ ঝিনাইদহের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে এক ধরনের কৃষক সবজি উৎপাদনে পোকা দমনে কীটনাশকের পরিবর্তে প্রাকৃতিক পদ্ধতি ব্যবহার করে। কৃষকদের অন্য গ্রুপ ব্যাপক মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করে। আ. আলিম ১ম শ্রেণির কৃষক থেকে বাকিতে সবজি ক্রয় করে ঢাকার বাজারে বিক্রি করে। বিক্রয় শেষে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সে কৃষকদের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করে দেয়। ১ম প্রকারের সবজি বিক্রয়ে তুলনামূলকভাবে কম লাভ হলেও আ. আলিম এ কাজে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। *[ঢা. বো. ১৬]*

ক. প্রাথমিক শিল্প কী? ১

খ. বিএসটিআই-এর কাজের ধরন ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বকেয়া অর্থ সময়মতো পরিশোধ করে আ. আলিম ব্যবসায়ী হিসেবে কোন ধরনের দায়িত্ব পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আ. আলিমের কীটনাশকমুক্ত সবজি বিক্রয়ের কার্যক্রমটি নৈতিকতার মানদণ্ডে মূল্যায়ন করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতি থেকে সম্পদ উৎপাদন ও সংগ্রহের সব ধরনের কর্মপ্রক্রিয়া বা প্রচেষ্টাকে প্রাথমিক শিল্প বলে। যেমন: ধান চাষ।

খ বাংলাদেশের পণ্যের মান নির্ধারণ, পণ্যমান পরীক্ষা ও মান নিশ্চিত করার জন্য যে সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত আছে তাকে বিএসটিআই (Bangladesh Standards and Testing Institution) বলে।

পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করে BSTI। পণ্য ও সেবার বিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মানের সাথে দেশি মান নির্ধারণ করে BSTI। দৈর্ঘ্য, ওজন, ভার, আয়তন এবং শক্তির পরিমাপ বিষয়েও বাংলাদেশি মান প্রতিষ্ঠা করে BSTI। এছাড়া পণ্য আমদানি ও রপ্তানিতেও মান নির্ধারণ করে। সুতরাং পণ্যের মান নির্ধারণে BSTI-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

গ বকেয়া অর্থ সময়মতো পরিশোধ করে আ. আলিম ব্যবসায়ী হিসেবে সরবরাহকারীর প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যবসায়ে ঋণ ও মালামাল যারা সরবরাহ করে তারাই সাধারণত সরবরাহকারী হিসেবে পরিচিত। সরবরাহকারী ব্যবসায়ীর নিকট হতে দ্রুত পাওনা পরিশোধের আশা করে। এজন্য সময়মতো পাওনা পরিশোধ ব্যবসায়ীর এক ধরনের সামাজিক দায়িত্ব।

ঝিনাইদহের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে এক ধরনের কৃষক সবজি উৎপাদনে পোকা দমনে কীটনাশকের পরিবর্তে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে। অন্য গ্রুপ ব্যাপক মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করে সবজি উৎপাদন করে। আ. আলিম ১ম পর্যায়ের কৃষকদের কাছ থেকে বাকিতে সবজি কিনে। এ সবজি ঢাকায় বিক্রি করে দ্রুত সে কৃষকদের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করে। অর্থাৎ আ. আলিম পাওনাদার কৃষকদের অর্থ দ্রুত পরিশোধের মাধ্যমে তাদের প্রত্যাশা পূরণ করে। সে মনে করে দ্রুত বকেয়া পরিশোধ করা হলে সরবরাহকারীরা সন্তুষ্ট থাকবে। এজন্য বলা যায়, ব্যবসায়ী হিসেবে আ. আলিমের এ কাজটি সরবরাহকারীদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন হিসেবে গণ্য।

ঘ আ. আলিমের কীটনাশকমুক্ত সবজি বিক্রয়ের কার্যক্রমটি নৈতিকতার মানদণ্ডে খুবই তাৎপর্য বহন করে।

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উচিত-অনুচিত মেনে চলা বা ভালোকে গ্রহণ ও মন্দকে বর্জন করে চলাই হলো ব্যবসায় নৈতিকতা। মানুষ তার প্রয়োজনীয় পণ্যের জন্য ব্যবসায়ীর ওপর নির্ভরশীল। এজন্য ব্যবসায়ীকেও ভোক্তাদের চাহিদা মোতাবেক সঠিক পণ্যটি সরবরাহ করতে হয়। ব্যবসায় নৈতিকতা বর্জিত হলে বেশি দিন টিকে থাকা যায় না। এজন্য নৈতিকতা মেনে চলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আ. আলিম পোকা দমনে কীটনাশক ব্যবহারকারী কৃষকদের কাছ হতে সবজি কিনে না। সে প্রাকৃতিক উপায়ে পোকা দমন করে এমন কৃষকদের কাছ থেকে সবজি কিনে, যা ভোক্তাদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত। এ সবজি বিক্রি করে আ. আলিমের লাভ কম হলেও সে এতে আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

আ. আলিম নিজে উচিত-অনুচিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে ভোক্তাদের জন্য কোন সবজি ভালো হবে তা নির্ধারণ করে। সে জানে কীটনাশক ব্যবহারকারী কৃষকদের নিকট হতে সবজি সংগ্রহ করা হলে তা ভোক্তাদের জন্য স্বাস্থ্যহানী হবে। আ. আলিমের এ নৈতিকতায় ভোক্তারা যেমন উপকৃত হচ্ছে তেমনি সে নিজেও তৃপ্ত। নৈতিকতা বজায় রাখায় সে ব্যবসায়ে দীর্ঘদিন টিকে থাকবে। অর্থাৎ আ. আলিমের কার্যক্রমে সব পক্ষই উপকৃত হচ্ছে। তাই বলা যায়, আ. আলীমের কীটনাশক মুক্ত সবজি বিক্রির কার্যক্রমে নৈতিকতার বিষয়টি ফুটে ওঠেছে।

প্রশ্ন ▶৬ মি. রাশেদ 'বিডি ফ্যাশন' নামে একটি পোশাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক। উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ও রুচিসম্মত ফ্যাশনের হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি বেশ সুনাম অর্জন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি এলাকার শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য একটি প্রাইমারি বিদ্যালয় ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তবে প্রতিষ্ঠানটি আবাসিক এলাকার পাশে স্থাপিত হওয়ায় মেশিনের শব্দের কারণে এলাকাবাসীদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে। *[রা. বো. ১৬]*

ক. ব্যবসায় নৈতিকতা কী? ১

খ. কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব (CSRP) কর্মসূচি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব রাশেদ কোন পক্ষের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালনে অবজ্ঞা করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিডি ফ্যাশনের কার্যক্রম মূল্যায়ন করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের পরিচালনাগত ও বাহ্যিক বিষয়ে কোনটি সঠিক ও বেঠিক, কোনটি ন্যায় ও অন্যায়, কোনটি উচিত ও কোনটি অনুচিত প্রভৃতি বিষয়ে বিচারের মাপকাঠিকে ব্যবসায় নৈতিকতা বলে।

খ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো যেসব সুযোগ-সুবিধা প্রদানমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে তাকে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি (CSRP) বলে।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি গ্রহণ করে। বাংলাদেশে বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ CSRP-এর পৃথক খাত ও বরাদ্দের ব্যবস্থা করে এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

গ জনাব রাশেদ সাধারণ সম্প্রদায়ের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন।

সমাজ ও সমাজের মানুষকে ঘিরেই ব্যবসায় ও এর কার্যাবলি আবর্তিত হয়। সমাজ হতে বিভিন্ন সুযোগ গ্রহণ করে ব্যবসায়ী সমৃদ্ধি লাভ করে। তাই সমাজের সাধারণ মানুষদের উপকারে আসে এমন কার্যক্রম পরিচালনা করাই ব্যবসায়ের উচিত।

Teachingbd.com

মি. রাশেদ বিডি ফ্যাশন নামে একটি পোশাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক। উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ভালো ও রুচিসম্মত ফ্যাশনের হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সুনাম অর্জন করে। তবে প্রতিষ্ঠানটি আবাসিক এলাকার পাশে স্থাপিত হওয়ায় মেশিনের শব্দের কারণে এলাকাবাসীর অনেক অসুবিধা হচ্ছে। এলাকাবাসীর অসুবিধা হলেও বিডি ফ্যাশন তা নিরসনে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এতে সমাজের জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ জনগণ সমাজের সাধারণ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, জনাব রাশেদ সাধারণ সম্প্রদায়ের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালনে অনীহা পোষণ করেছেন।

ঘ সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিডি ফ্যাশনের কার্যক্রমে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রভাবই রয়েছে।

সমাজের বিভিন্ন পক্ষের প্রতি ব্যবসায় যে দায়িত্ব পালন করে তাকে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব পালন বলে। এতে ব্যবসায়ী ক্রেতা, ভোক্তা, সরকার, সাধারণ সম্প্রদায়, শ্রমিক-কর্মীদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা হয়। সমাজকে কেন্দ্র করেই ব্যবসায় গড়ে ওঠে বিধায় এসব পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হয়।

মি. রাশেদের বিডি ফ্যাশন প্রতিষ্ঠানটি অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ সুনাম অর্জন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি এলাকার শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতের জন্য প্রাইমারি বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে। তবে প্রতিষ্ঠানটি আবাসিক এলাকার পাশে স্থাপিত হওয়ায় মেশিনের শব্দের কারণে এলাকাবাসীর অসুবিধা হচ্ছে।

বিডি ফ্যাশন প্রতিষ্ঠানটি এলাকার একাধিক উন্নয়নে কাজ করছে, যা সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ। তাদের কার্যক্রমের ফলে এলাকার মানুষজন শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে। আবার মেশিনের শব্দের কারণে এলাকাবাসীর অসুবিধার কথা জেনেও তা নিরসনে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এ উচ্চ মাত্রার শব্দ থেকে এলাকার লোকজনের শ্রবণজনিত সমস্যা হতে পারে। তাই সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিডি ফ্যাশনের কার্যক্রমে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রভাবই লক্ষণীয়।

প্রশ্ন ▶ ৭ জনাব বেলালের দত্তপাড়া বাজারে একটি চালের আড়ত আছে। তিনি ন্যায্য মূল্যে ও সঠিক ওজনে চাল বিক্রয় করে থাকেন। পক্ষান্তরে জনাব শামীম দত্তপাড়া বাজারের আরেক ব্যবসায়ী। তিনি অধিক লাভের আশায় চালের সাথে সাদা পাথরের কণা মিশিয়ে ক্রেতাদের নিকট চাল বিক্রয় করেন। কয়েক মাস ব্যবসায়টি ভালো চললেও পরবর্তীতে তার বিক্রয়ের পরিমাণ কমতে থাকে। *[চ. বো. ১৬]*

ক. ব্যবসায় মূল্যবোধ কী? ১

খ. পলিথিনের ব্যবহার পরিবেশকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব বেলাল সমাজের কোন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যবসায় নৈতিকতার মানদণ্ডে জনাব শামীমের কর্মকাণ্ডটি মূল্যায়ন করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের পরিচালনাগত বিষয়ে ভালো-মন্দ দিক সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত স্থায়ীভাবে গড়ে ওঠা বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, আদর্শিক মানদণ্ড, মতামত প্রভৃতি ইতিবাচক বিষয়কে ব্যবসায় মূল্যবোধ বলে।

খ প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সাথে জীবনের যে স্বাভাবিক ভারসাম্য বিদ্যমান কোনো কারণে তা ব্যাহত হলে বা তাতে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়লে তাকেই পরিবেশ দূষণ বলে।

পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ হলো পলিথিনের ব্যবহার। প্রাকৃতিক নিয়মে পলিথিনের পচন প্রক্রিয়ায় অনেক সময় লাগে। পলিথিন মাটিতে বা অন্যান্য আবর্জনার সাথে মিশে পচে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হতে সময় লাগে শত শত বছর। ফলে পলিথিন ব্যবহারে অন্যান্য আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থের পচন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এমনকি ফেলে দেওয়া পলিথিন নালা নর্দমায় জমা হয়ে বর্জ্য পদার্থ প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে। এতে ভয়াবহভাবে পরিবেশ দূষণ হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব বেলাল সমাজের ক্রেতা ও ভোক্তাশ্রেণির প্রতি দায়িত্ব পালন করছেন।

ক্রেতা ও ভোক্তা সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের সহযোগিতার ওপর ব্যবসায়ের সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তাই ব্যবসায়ীরা ক্রেতা ও ভোক্তার প্রতি ন্যায্যমূল্যে চাহিদামতো পণ্য সরবরাহ, নতুন পণ্য উৎপাদন ও সংগ্রহ, বাজার স্থিতিশীল রাখা প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করে।

উদ্দীপকে জনাব বেলালের দত্তপাড়া বাজারে একটি চালের আড়ত আছে। তিনি ন্যায্যমূল্যে ও সঠিক ওজনে চাল বিক্রি করেন। এতে ক্রেতা ও ভোক্তাদের অতিরিক্ত মূল্য প্রদানের ভোগান্তি হয় না। তারা ওজনের ব্যাপারেও নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ফলে ক্রেতা ও ভোক্তাগণ উপকৃত হন। তাই জনাব বেলালের কাজ সমাজের ক্রেতা ও ভোক্তার প্রতি দায়িত্ব পালনের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ ব্যবসায় নৈতিকতার মানদণ্ডে জনাব শামীমের কাজটি গ্রহণযোগ্য নয়।

ব্যবসায়ের সব পর্যায়ে সমতা, নীতিবোধ ও ন্যায় বিচার অনুসরণ করাই হলো ব্যবসায় নৈতিকতা। প্রতারণা করা, মাপে কম দেওয়া, ভেজাল মেশানো, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা, অতি মুনাফার লোভ করা প্রভৃতি কাজ ব্যবসায়ের নৈতিকতার পরিপন্থী।

উদ্দীপকের জনাব শামীম দত্তপাড়া বাজারের চাল ব্যবসায়ী। তিনি অধিক লাভের আশায় চালের সাথে সাদা পাথরের কণা মিশিয়ে বিক্রি করেন। নৈতিকতা বহির্ভূত কাজ করায় ভোক্তারা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। কয়েক মাস ব্যবসায়টি ভালো চললেও পরবর্তীতে বিক্রি কমতে থাকে।

জনাব শামীমের উক্ত কাজটি সম্পূর্ণ অনৈতিক। ভোক্তারা সবসময় ব্যবসায়ীদের থেকে উৎকৃষ্ট মানের পণ্য সংগ্রহের প্রত্যাশা করে। কিন্তু শামীম তা না করে চাল বিক্রয়ে অনৈতিক পথ অবলম্বন করে। এভাবে ভোক্তাদের প্রতারিত করা হচ্ছে, যা ব্যবসায়ের নৈতিকতার পরিপন্থী। সুতরাং, জনাব শামীমের এরূপ কাজ সম্পূর্ণ অনুচিত ও ব্যবসায়ের নৈতিকতা বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ৮ আসিফ সাহেব একজন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ব্যবসায়ী। তিনি কখনোই পণ্যে ভেজাল মেশান না। কর্মচারী একদিন তার অজান্তে কিছু পণ্যে ভেজাল মেশালে তিনি তা জানতে পেরে সাথে সাথে তাকে চাকরি হতে বরখাস্ত করলেন। তিনি ভাবলেন সমাজের মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ভোগ করে জীবন ধারণ করেন। এসব পণ্যের গুণ ও মান ভালো না হলে জনগণের জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে। একজন সচেতন ব্যবসায়ীর দ্বারা তা আদৌ কাম্য হতে পারে না। তাছাড়া জনগণ অসাধু ব্যবসায়ী হিসেবে চিহ্নিত করে বসলে ব্যবসায় টিকবে না। *[সি. বো. ১৬]*

ক. পরিবেশ দূষণ কী? ১

খ. বণিক সমিতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. কোন অনুভূতির কারণে আসিফ সাহেব কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'সমাজের মানুষের প্রতি ব্যবসায়ীদের অনেক দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে' — এখানে আসিফ সাহেব সমাজের মানুষের প্রতি ব্যবসায়ীদের কোন ধরনের দায়বদ্ধতার কথা বোঝাতে চেয়েছেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সাথে জীবনের যে স্বাভাবিক ভারসাম্য বিদ্যমান কোনো কারণে তা ব্যাহত হলে বা তাতে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়লে তাকে পরিবেশ দূষণ বলে।

খ কোনো নির্দিষ্ট এলাকার ব্যবসায়ীগণ পারস্পরিক ব্যবসায়িক উন্নয়নের জন্য যৌথ প্রচেষ্টায় যে অমুনাফাভোগী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তাকে বণিক সমিতি বলে।

http://teachingbd.com

শিল্প ও বণিক সমিতি দেশের ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ সংস্থা। দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যেই এটি গঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। এ সংগঠন দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসায়ীদের বিরোধ নিষ্পত্তিতে কাজ করে। এটি দেশের বিনিয়োগ বাড়ায় ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে কাজ করে।

গ নৈতিকতা না থাকায় জনাব আসিফ সাহেব কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করেছেন।

ব্যবসায় নৈতিকতা হলো ব্যবসায়ের পরিচালনাগত বিষয়ে প্রকৃত পক্ষেই কোনটি সঠিক ও কোনটি বেঠিক, কোনটি ন্যায় ও কোনটি অন্যায়, কোনটি উচিত ও কোনটি অনুচিত ইত্যাদি বিষয়ের মাপকাঠি। নৈতিক মানদণ্ডে ব্যবসায়ীকে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয়।

জনাব আসিফ সাহেব একজন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ব্যবসায়ী। যিনি নৈতিকতার মানদণ্ডে একজন সৎ ব্যবসায়ী। তিনি পণ্যে কখনোই ভেজাল মেশান না। তিনি মনে করেন এসব পণ্যের গুণ ও মান ভালো না হলে মানুষের জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। তার কর্মচারী একদিন তার অজান্তে পণ্যে ভেজাল মেশালো, যা ব্যবসায়ের নৈতিকতার পরিপন্থী। তিনি জানতে পেরে কর্মচারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন। অর্থাৎ জনাব আসিফ সাহেবের নৈতিকতার কারণে তিনি তার কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করেছেন।

ঘ সমাজের মানুষের প্রতি ব্যবসায়ীদের অনেক দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। এখানে আসিফ সাহেব ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা বোঝাতে চেয়েছেন।

মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সমাজের মানুষের জন্য কিছু মঙ্গলময় ও কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করাকে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে। সমাজের বিভিন্ন পক্ষ যেমন: ক্রেতা বা ভোক্তা, মালিক, বিনিয়োগকারী, কর্মচারী ইত্যাদি ব্যক্তির প্রতি ব্যবসায়ীদের কিছু কর্তব্য পালন করতে হয়।

জনাব আসিফ সাহেব নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ী। তিনি কখনো পণ্যে ভেজাল মেশান না। তিনি ভাবেন সমাজের মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ভোগ করে জীবনধারণ করেন। এসব পণ্যের গুণ ও মান ভালো না হলে জনগণের জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। একজন ব্যবসায়ী দ্বারা তা কাম্য নয়।

একজন কর্মচারী পণ্যে ভেজাল মেশালে আসিফ সাহেব তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। তিনি বলেন, জনগণ অসাধু ব্যবসায়ীকে একবার চিহ্নিত করলে সে ব্যবসায়ীর ব্যবসায় সফল হওয়ার সুযোগ নেই। তিনি ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতায় ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি যেসব কর্তব্য আছে সেগুলো তার বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। অতএব, জনাব আসিফ সাহেব সমাজের মানুষের প্রতি ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতাকে স্পষ্ট করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ৯ ইমতিয়াজ ও রাজিন দু'জন ব্যবসায়ী। ইমতিয়াজ সীমিত মুনাফা ও মানসম্মত সেবা এ দুই নীতির আলোকে ব্যবসায় করেন। তার ব্যবসায়ের মুনাফা কম হলেও তিনি খুশি। অন্যদিকে রাজিন হঠাৎ করে ধনী হওয়ার আশায় ক্রেতাকে মিথ্যা কথা বলে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের পণ্য সাজিয়ে দেয়। ক্রেতারা তাৎক্ষণিকভাবে তা না বুঝলেও পরবর্তীতে এ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। *[য. বো. ১৬]*

ক. মূল্যবোধ কী? ১

খ. শিল্প কারখানা কীভাবে পরিবেশ দূষণ করে? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ইমতিয়াজ কার প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাজিনের ব্যবসায় কার্যক্রমটি নৈতিকতার বিচারে মূল্যায়ন করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো বিষয়ে ভালো-মন্দ সম্পর্কে একান্ত ব্যক্তিগত ও স্থায়ী ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসকে মূল্যবোধ বলে।

খ আমাদের চারপাশের সবকিছুই যা আমাদের জীবনধারাকে প্রভাবিত করে তাকে পরিবেশ বলে।

শিল্প কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে বনজ সম্পদ নিধন থেকে শুরু করে জলাশয় ভরাট পর্যন্ত বিভিন্ন কাজে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে পরিবেশ দূষণ করে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য পদার্থ অপরিশোধিত অবস্থায় নর্দমা ও নদী-নালা, খাল- বিলসহ অন্যান্য জলাশয়ে নিক্ষেপ করা হয়। ফলে পানি দূষণের সাথে পরিবেশের ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

গ ইমতিয়াজ ক্রেতা ও ভোক্তার প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যবসায়ের বিভিন্ন (ক্রেতা-ভোক্তা প্রতিযোগি, সরকার) পক্ষ রয়েছে। এসব পক্ষের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করা ব্যবসায়ের জন্য আবশ্যক।

ইমতিয়াজ সীমিত মুনাফা ও মানসম্মত সেবা এ দুই নীতির আলোকে ব্যবসায় পরিচালনা করেন। এতে ক্রেতা ও ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে মানসম্মত পণ্য পেয়ে থাকে। একজন ব্যবসায়ীর দায়িত্ব হলো ক্রেতাদের মানসম্মত পণ্য ও সেবা যৌক্তিক মূল্যে সরবরাহ করা, পণ্যে ভেজাল ও ওজনে কম না দেওয়া। ইমতিয়াজ ক্রেতা ও ভোক্তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। তাই তিনি তাদের ন্যায্যমূল্যে উন্নতমানের পণ্য সরবরাহ করেন। এটি ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি তার সামাজিক দায়িত্ব।

ঘ রাজিনের ব্যবসায় কার্যক্রমটি সম্পূর্ণভাবেই অনৈতিক বলে আমি মনে করি।

নৈতিকতা হলো নীতিবোধ, যা মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। নীতিবোধের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করা বা যেটি সমাজের চোখে ঘৃণিত সেটি অনৈতিক কাজ।

রাজিন হঠাৎ করে ধনী হওয়ার আশায় ক্রেতাকে মিথ্যা কথা বলে নিম্নমানের পণ্য সাজিয়ে দেয়। এ কাজের মাধ্যমে তার নীতিবোধের ঘাটতি প্রমাণিত হয়। রাজিন একজন ব্যবসায়ী। একজন ব্যবসায়ী হিসেবে তার প্রয়োজন ছিল সৎ থাকা। কেননা সততা ব্যবসায়ের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

রাজিন তার ব্যবসায়ে নৈতিকতা মানেন না। তিনি নিম্নমানের পণ্য বিক্রয় করেন এবং গ্রাহকদের কাছ থেকে অধিক দাম আদায় করেন। ব্যবসায়ের প্রতিটি কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যবসায়ীকে সৎ হতে হয়। সবকিছুকে নৈতিকতার আলোকে বিচার করতে হয়। খারাপকে বর্জন করা ব্যবসায়ীর নৈতিক দায়িত্ব। সুতরাং, নৈতিকতার বিচারে রাজিনের কাজ অনৈতিক, যা ব্যবসায় সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন ▶ ১০ বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজের মালিক ইমতিয়াজ তার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের ব্যাপারে খুবই সচেতন। তিনি তার প্রতিবেশী ব্যবসায়ীদের নিয়ে সংঘ তৈরি করেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একে অন্যের সাথে ক্ষতিকর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবেন না। এতে করে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ে। ইমতিয়াজ যথাসময়ে সরকারকে করও প্রদান করেন। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

ক. ভর্তুকী প্রদান সহায়তা কী? ১

খ. ক্রেডিট কার্ড বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ইমতিয়াজ কাদের পক্ষে সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কর প্রদানে ইমতিয়াজ কী কোন্ সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে? তোমার মতামত দাও। ৪

http://teachingbd.com

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবা কর্ম যথাযথ মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাকে ভর্তুকি প্রদান সহায়তা বলে।

খ ঋণ সুবিধা সম্বলিত চুম্বক শক্তিসম্পন্ন যে প্লাস্টিক কার্ড দিয়ে গ্রাহক অর্থ উত্তোলন করে, তা-ই হলো ক্রেডিট কার্ড।

নির্দিষ্ট মার্চেন্ট প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য ও সেবা ক্রয়ে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহৃত হয়। এ কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহককে ক্রেডিট বা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়। তবে গ্রহীতা তার অবস্থা বিবেচনায় একটা সীমা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা পায়। এটিএম বুথ থেকে অর্থ উত্তোলনেও এ কার্য ব্যবহার করা হয়।

গ ইমতিয়াজ স্বগোত্রীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা প্রতিরোধ করার জন্য এবং বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার জন্য ব্যবসায়ীদের নিজেদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। স্বগোত্রীয় ব্যবসায়ীদের অন্যায় ও ক্ষতিকর প্রতিযোগিতার ফলে ব্যবসায়ের পাশাপাশি সমাজ তথা দেশের ক্ষতি সাধন হয়।

উদ্দীপকে ইমতিয়াজ তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের ব্যাপারে খুবই সচেতন। তিনি তার প্রতিবেশী ব্যবসায়ীদের নিয়ে সংঘ তৈরি করেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একে অন্যের সাথে ক্ষতিকর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হওয়া। এতে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। তাই বলা যায়, ইমতিয়াজের কাজ স্বগোত্রীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে।

ঘ জনাব ইমতিয়াজ কর প্রদানের মাধ্যমে সরকারের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন বলে আমি মনে করি।

সরকারি আইন-কানুন ও নীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে যথাযথ কর ও রাজস্ব প্রদান করার মাধ্যমে ব্যবসায় সরকারের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করে। ব্যবসায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলো সরকার। দেশের ব্যবসায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় যেমন সরকারের দায়িত্ব রয়েছে তেমনি সরকারের প্রতি ব্যবসায়ের দায়িত্ব রয়েছে।

উদ্দীপকে ইমতিয়াজ পারস্পরিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের নিয়ে সংঘ গঠন করেন। এ ছাড়াও তিনি যথাসময়ে সরকারকে কর প্রদান এবং অন্যদের উৎসাহিত করেন। তার এই কর ও রাজস্ব প্রদান সরকারের প্রতি দায়িত্ব পালনে ভূমিকা রাখে।

জনাব ইমতিয়াজ সঠিক সময়ে কর প্রদান করে সরকারের রাজস্ব ও কর আইন যথাযথভাবে পালন করেন। সরকারি আইন কানুন ও নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ব্যবসায় পরিচালনা করা ব্যবসায়ের দায়িত্ব। ইমতিয়াজ এই নীতিমালা ও আইন মেনে কর প্রদান করেন। ফলে সরকার তার সামাজিক কাজ যেমন জনগণের উন্নয়নে ব্যয় করতে পারেন যা ব্যবসায়িক দিক দিয়ে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে। তাই বলা যায়, ইমতিয়াজ যথাসময়ে কর প্রদান করায় সরকারের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন।

প্রশ্ন ▶ ১১ জনাব অমিত একজন চাল ব্যবসায়ী। তিনি ন্যায্যমূল্যে এবং সঠিক ওজনে চাল বিক্রি করে থাকেন। অন্যদিকে রতন নামে আরেকজন চাল ব্যবসায়ী অধিক লাভের আশায় চালের সাথে ছোট ছোট পাথর মিশিয়ে, প্রতি বস্তায় পরিমাণে কিছু চাল কম দিয়ে আবার কখনও বেশি দামের চালের সাথে কম দামের চাল মিশিয়ে ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করেন। বিষয়টি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নজরে আসায় তার লাইসেন্স বাতিল করা হয়। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. ব্যবসায় নৈতিকতা বলতে কী বুঝ? ১

খ. CSR-এর ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব অমিত সমাজের কোন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যবসায়ী হিসেবে জনাব রতনের কর্মকাণ্ড নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের পরিচালনাগত ও বাহ্যিক বিষয়ে কোনটি সঠিক ও বেঠিক, কোনটি ন্যায় ও অন্যায় প্রভৃতি বিচারের মাপকাঠিকে ব্যবসায় নৈতিকতা বলে।

খ CSR-এর পূর্ণরূপ হলো Corporate Social Responsibility বা কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব।

কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব হলো অবশ্যই করণীয় এমন কর্তব্যের বাইরে বড় কোম্পানিসমূহ সমাজ ও সমাজ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব। এ সকল প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সামর্থ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকায় তারা ব্যবসায়ের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন পক্ষের প্রতি নানাভাবে দায়িত্ব পালন করে।

গ উদ্দীপকে জনাব অমিত সমাজের ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন।

ন্যায্যমূল্যে উন্নতমানের পণ্য সরবরাহ করে ক্রেতা বা ভোক্তা সন্তুষ্টি বিধান হলো ক্রেতা বা ভোক্তাদের প্রতি ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা। ক্রেতা বা ভোক্তা হলো ব্যবসায়ের প্রাণ। কারণ ক্রেতা পণ্য ক্রয় করলে ব্যবসায় টিকে থাকবে অন্যথায় উৎপাদন অর্থহীন।

উদ্দীপকে জনাব অমিত একজন চাল ব্যবসায়ী। তিনি ন্যায্যমূল্যে এবং সঠিক ওজনে চাল বিক্রয় করে থাকেন। তিনি ক্রেতাদের চাহিদা ও রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখেন। ক্রেতা বা ভোক্তাগণ যেন অসন্তুষ্ট না হন সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ভালো মানের চাল সরবরাহ করেন। যা ব্যবসায়ের পাশাপাশি সমাজের ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়িত্ব পালনের বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই বলা যায়, জনাব অমিত ব্যবসায়ের পাশাপাশি সমাজের ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন।

ঘ ব্যবসায়ী হিসেবে জনাব রতনের কর্মকাণ্ড নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে অনৈতিক কাজ হিসেবে বিবেচিত।

নৈতিকতা হলো ন্যায়-অন্যায়, উচিত ও অনুচিত এবং ভালো-মন্দ বিচারের মাপকাঠি। আর মূল্যবোধ হলো মানুষের ভালো-মন্দ দিক সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত স্থায়ীভাবে গড়ে ওঠা বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা।

উদ্দীপকে জনাব রতন একজন ব্যবসায়ী। তিনি ব্যবসায়িক অধিক লাভের আশায় চালের সাথে ছোট ছোট পাথর মিশান। আবার প্রতি বস্তায় চালের পরিমাণ কম দেন। এছাড়াও বেশি দামের চালের সাথে কম দামের চাল মিশিয়ে ক্রেতাদের প্রতারিত করেন।

রতনের সব কার্যক্রম নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিরোধী। কারণ নৈতিকভাবে ব্যবসায় করলে তিনি ক্রেতাদের সঠিক ও ন্যায্যমূল্যে ভালো মানের পণ্য সরবরাহ করতেন। ক্রেতাদের চাহিদা এবং সঠিক ওজনের চাল প্রদান করতেন। কিন্তু জনাব রতন ক্রেতাদের কথা না ভেবে নিজের স্বার্থের জন্য মূল্যবোধের অবক্ষয় করে। তাই বলা যায়, জনাব রতন ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার দিক থেকে অনৈতিক ও অসৎ কাজের সাথে জড়িত।

প্রশ্ন ▶ ১২ মি. রিয়াজ বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে 'সূচনা অয়েল কোং' নামে একটি কারখানা স্থাপন করেন। তিনি ব্যবসায়ের পাশাপাশি সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ডেও জড়িত। তার কারখানার বর্জ্য তিনি সরাসরি নদীতে না ফেলে বিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে এর ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি নদীর তীরে অবস্থিত 'কর্ণফুলী ব্রিকস' নামে আর একটি ইট ভাটা

http://teachingbd.com

থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া পুরো এলাকাকে দূষিত করছে। এলাকাবাসী বিষয়টি জেলা বণিক সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেও লাভবান হয়নি। ফলে এলাকার শিশু বৃদ্ধসহ সকলেই স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. ব্যবসায় মূল্যবোধ কী? ১

খ. খাদ্য সংরক্ষণে রাসায়নিক ব্যবহারের ক্ষতিকারক দিক উল্লেখ করো। ২

গ. মি. রিয়াজ সমাজের কোন শ্রেণির প্রতি তার দায়িত্ব পালন করছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কর্ণফুলী ব্রিকস কর্তৃক পরিবেশের এমন দুরবস্থা সৃষ্টিতে জেলা বণিক সমিতির কী করণীয় বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে উত্তর দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের পরিচালনাগত বিষয়ে ভালো-মন্দ দিক সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত স্থায়ীভাবে গড়ে ওঠা বিশ্বাস, ধ্যান, ধারণা ও আদর্শিক মানদণ্ডকে ব্যবসায় মূল্যবোধ বলে।

খ খাদ্য সংরক্ষণ হলো ক্ষতিকারক প্রভাব ও পচনশীল থেকে খাদ্যকে সুরক্ষিত রাখার একটি ব্যবস্থা।

খাদ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন বয়সের মানুষ মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। এরূপ রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণের ফলে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ছে। এছাড়া শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে নানারকম মরণঘাতী রোগ ব্যাপকভাবে বাড়ছে।

গ মি. রিয়াজ সমাজের স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছেন।

সমাজ থেকে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে ব্যবসায় সংগঠন। ব্যবসায় সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রতি অনুকূল ও দূষণমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখে। প্রয়োজনে জনগণকে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক পরামর্শ দিয়ে উপকার করেন।

উদ্দীপকে মি. রিয়াজ বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে কারখানা স্থাপন করেন। তিনি ব্যবসায়ের পাশাপাশি সমাজ সেবামূলক কাজ যেমন: জনসচেতনামূলক কাজ, স্বাস্থ্য পরামর্শ এবং পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও তার কারখানার বর্জ্য নদীতে না ফেলে বিশুদ্ধকরণের ব্যবস্থা করেন। ফলে এলাকার মানুষ পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা পায়। তাই বলা যায়, মি. রিয়াজ এলাকার স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

ঘ কর্ণফুলী ব্রিকস কর্তৃক পরিবেশের এমন দুরবস্থা সৃষ্টিতে জেলা বণিক সমিতি কোম্পানিকে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারেন।

পরিবেশ সংরক্ষণে বণিক সমিতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা, পরামর্শ, নীতি প্রণয়ন ও পুরস্কার প্রদান করে থাকে। এছাড়াও সরকারকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা প্রদান করে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে।

উদ্দীপকে "কর্ণফুলী ব্রিকস" ইট ভাটা থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া পুরো এলাকাকে দূষিত করছে। ফলে এলাকার শিশু বৃদ্ধসহ সকলেই স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এমনাবস্থায় এলাকাবাসী বণিক সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

বণিক সমিতি কর্ণফুলী ব্রিকস কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝাতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারেন। এছাড়াও এলাকার উন্নয়নের এবং মানুষের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে নীতি প্রণয়ন করে কোম্পানিটিকে নীতি মেনে চলতে বলতে পারেন।

আবার পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক কৌশল গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করতে পারে। ফলে কর্তৃপক্ষের মধ্যে ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত হবে। এছাড়াও সরকারি সহযোগিতা গ্রহণ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ১৩ জনাব আসলাম পাকা আম কিনতে গিয়ে দোকানিকে কতকগুলো পচা আম দিতে বললেন। কিন্তু দোকানি পচা আম সরবরাহ করতে পারলেন না। তবে পচা আম কিনতে চাওয়ার কারণ জানতে চাইলে আসলাম দোকানিকে বলেন, কেমিক্যাল মিশানোর ফলে এখন আর ফল পচে না, আর এরূপ ফল স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। *[ঢাকা কলেজ]*

ক. সামাজিক দায়বদ্ধতা কী? ১

খ. ব্যবসায় মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা কী? ২

গ. কোন বিষয়টি জানার জন্য জনাব আসলাম দোকানির পঁচা আম কিনতে চাইলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'আম সংরক্ষণে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর' – তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার যৌক্তিক মতামত প্রদান করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজ থেকে প্রাপ্ত নানান সুবিধা ও সহযোগিতার বিপক্ষে সমাজ ও সমাজ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের প্রতি কর্তব্যকে সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে।

খ ব্যবসায়ের পরিচালনাগত বিষয়ে ভালো-মন্দ দিক সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত স্থায়ীভাবে গড়ে উঠা বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, আদর্শিক মানদণ্ড, মতামত ইত্যাদি ধনাত্মক বিষয়কে ব্যবসায় মূল্যবোধ বলে।

মানুষ, সমাজ ও পরিবেশের অনুকূল পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন এবং সেগুলো সরবরাহের মাধ্যমে সততা ও ন্যায়ের সাথে মুনাফার্জনের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য ব্যবসায়ে মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ গঠনে মূল্যবোধের বিকল্প নেই।

গ আমে ক্ষতিকর কেমিক্যাল (ফরমালিন) মিশানো আছে কিনা তা জানার জন্য জনাব আসলাম দোকানির পচা আম কিনতে চাইলেন।

ফরমালিন হলো খাদ্যদ্রব্য পচন থেকে রক্ষা করার জন্য ফরমালডিহাইড বা মিথানল নামক বিষাক্ত রাসায়নিক। ফল ভালো রাখা এবং পচনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব আসলাম একজন চতুর ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি পাকা আম কিনতে গিয়ে চতুরতার সাথে দোকানিকে কতগুলো পচা আম দিতে বলেন। কিন্তু দোকানি অনেক চেষ্টা করেও পচা আম দিতে পারে না। কারণ বর্তমানে ফলজাত দ্রব্যে প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য (যেমন ফরমালিন) ব্যবহার করা হয়। এতে ফল দীর্ঘদিন সতেজ থাকে এবং আমগুলো সহজে পচে না। যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তাই জনাব আসলাম ফরমালিন মিশানো আছে কিনা তা জানার জন্য দোকানিকে পচা আম দিতে বলেন।

ঘ আম সংরক্ষণে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর- আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

রাসায়নিক দ্রব্যে হলো একধরনের কেমিক্যাল বা বিষক্রিয়া। এটা খাদ্যদ্রব্যে মেশানোর কারণে পণ্যের রং, স্বাদ, গন্ধ, নষ্ট হয় না। এটি সহজে খাবারের সাথে মিশে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। ফলে মানুষের স্বাস্থ্যের বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করে।

উদ্দীপকে আসলাম আম কিনতে গিয়ে দোকানিকে পচা আম দিতে বলেন। দোকানি তা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। কারণ বর্তমানে আমকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করতে রাসায়নিক দ্রব্য (যেমন ফরমালিন) ব্যবহার করা হয়।

এসব রাসায়নিক দ্রব্য আমকে অনেক দিন সতেজ রাখে। এ আম মানুষ খেলে রাসায়নিক দ্রব্যটি মানুষের শরীরে অতিসহজে প্রবেশ করে। এটি মানুষের হজম শক্তি কমিয়ে, পেটের পীড়া বাড়ায়। শ্বাসকষ্ট ও চোখের নানা ধরনের ক্ষতি সাধন করে। অল্প বয়স্ক শিশু এবং মাতৃকালীন মায়েদের জন্য এটি বেশি ক্ষতিসাধন করে থাকে। তাই বলা যায়, আম সংরক্ষণে রাসায়নিক ব্যবহার মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ১৪ মি. লতিফ একটি ফলের দোকানের মালিক। ক্রেতাদের তিনি ব্যবসায়ের মূল উপাদান মনে করে ক্রেতার ক্ষতি হয় এমন কোনো রাসায়নিক উপাদান ফলের সাথে মিশান না। ফল পচে গেলে সেগুলো তিনি ফেলে দেন। ফলের ব্যবসায় তিনি বেশি লাভ না করে পণ্যের গুণগত মানকে প্রাধান্য দেন। এর ফলে প্রথমে লাভ কম হলেও বর্তমানে তিনি সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি পাওয়ায় প্রচুর লাভ হচ্ছে।

[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]

ক. CSR-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. গেটস ফাউন্ডেশন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে মি. লতিফ ব্যবসায়ের কোন দিকটি তুলে ধরেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ফল সংরক্ষণে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, তুমি কি এ উক্তির সাথে একমত? মতামত দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক CSR-এর পূর্ণরূপ হলো Corporate Social Responsibility।

খ বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি ও স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত প্রাইভেট ফাউন্ডেশনকে গেটস ফাউন্ডেশন বলে।

গেটস ফাউন্ডেশন ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জগতের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিল গেটস ও তার স্ত্রী মেলিন্ডা গেটস নামে এ ফাউন্ডেশনটি গঠিত। এ ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি হলেন তিনজন। মি. ও মিসেস গেটস এবং প্রখ্যাত শেয়ার ব্যবসায়ী ওয়ারেন বাফেট। প্রতি বছর তার প্রতিষ্ঠানের কমপক্ষে ৫% সম্পদ মানব কল্যাণে দান করে।

গ উদ্দীপকে মি. লতিফ ব্যবসায়ের নৈতিকতার দিকটি তুলে ধরছেন।

নৈতিকতার মাধ্যমে ভালো-মন্দ উপলব্ধি করে, ভালটাকে গ্রহণ ও মন্দকে বর্জন করা হয়। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর উচিত নৈতিকতা অনুসরণ করে ব্যবসায় পরিচালনা করা। সঠিক মাপে পণ্য দেওয়া, ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি করা, কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি না করা প্রভৃতি ব্যবসায়ের নৈতিকতার আওতায় পড়ে।

উদ্দীপকে মি. লতিফ ফলের দোকানের মালিক। ক্রেতাদের তিনি ব্যবসায়ের মূল উপাদান মনে করে ক্রেতার ক্ষতি হয় এমন কোনো রাসায়নিক উপাদান ফলের সাথে মিশান না। ফল পচে গেলে ফেলে দেন। এভাবে ক্রেতার সাথে প্রতারণা না করা, পণ্য বিক্রয়ে ক্রেতার সাথে ধোঁকাবাজি না করা, সরকারের আইন মেনে চলা প্রভৃতি নৈতিকতা বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং, লতিফ ব্যবসায়ের নৈতিকতার দিকটি তুলে ধরেছেন।

ঘ উদ্দীপকে ফল সংরক্ষণে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর- এ উক্তির সাথে আমি একমত।

বর্তমানে খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। তাই ব্যবসায়ীরা খাদ্যদ্রব্য বা ফল সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করে থাকেন। এ সব রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। এ নষ্ট খাদ্যদ্রব্য মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

ফলে যেসব রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো ফরমালিন। এ ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য মানব দেহের জন্য হুমকি হিসেবে কাজ করে।

এ ফল মানুষের শরীরের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। ফরমালিন যুক্ত খাবার খেয়ে লাঙ্গ, ফুসফুস, কিডনি, হার্ট, শ্বাসনালি এমনকি চোখও বিকল হয়ে যায়। এসব ফল খাওয়ার ফলে মানুষ মারাও যেতে পারে। সুতরাং, ফল সংরক্ষণে রাসায়নিক ব্যবহার মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

প্রশ্ন ▶ ১৫ 'MIT International' একটি ফল আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি সারাদেশে ফল সরবরাহ করে। এ প্রতিষ্ঠানটি মানুষের ক্ষতির কথা চিন্তা করে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মতো ফলে কেমিক্যাল ব্যবহার করেন না। ইদানিং ভেজাল বিরোধী অভিযান চলায় অন্যান্য ব্যবসায়ীর আড়তে ফলে কেমিক্যাল ধরা পড়ে এবং তাদের পণ্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ধ্বংস করে দেয়। এতে তাদের ব্যবসায়ীক ক্ষতির পাশাপাশি সুনামও ক্ষুন্ন হয়। অন্যদিকে 'MIT International'-এর পণ্যের চাহিদা অনেকগুণ বেড়ে যায় এবং প্রচুর মুনাফা অর্জিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি অর্জিত মুনাফার একটি অংশ গরীবদের লেখাপড়ার কাজে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়।

[ঢাকা কমার্স কলেজ]

ক. প্রতিবন্ধ অংশীদার কে? ১

খ. নাবালক কি অংশীদার হতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমে ব্যবসায়ের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? –ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে' উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অংশীদারগণ কোনো ব্যক্তিকে অংশীদার হিসেবে পরিচয় দিলে এবং উক্ত ব্যক্তি তা জেনেও প্রতিবাদ না করে মৌনতা অবলম্বন করলে তাকে প্রতিবন্ধ অংশীদার বলা হয়।

খ নাবালক অংশীদার হতে পারে না। তবে সে শর্ত সাপেক্ষে অংশীদারি ব্যবসায়ের সুবিধা ভোগ করতে পারে।

আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে কোনো ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য নয়। তাই সে অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদার হতে পারবে না। তবে কোনো অংশীদার মারা গেলে অন্য সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে তার নাবালক সন্তানকে ব্যবসায়ের অংশীদারিত্বের সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে তার দায় সীমিত থাকবে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক পর্যায়ে বর্ণিত কার্যক্রমে ব্যবসায়ের নৈতিকতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

নৈতিকতা হলো ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিত এবং ভাল-মন্দ বিচারের মাপকাঠি। আর ব্যবসায় পরিচালনায় নৈতিকতা মনে চলা হলো ব্যবসায় নৈতিকতা। অর্থাৎ, ব্যবসায় নৈতিকতা হলো ব্যবসায়ের পরিচালনাগত ও বাহ্যিক বিষয়ে কোনটি সঠিক ও সঠিক নয়। কোনটি ন্যায় ও অন্যায় এবং কোনটি উচিত ও অনুচিত তা বিচারের মাপকাঠি।

উদ্দীপকে বর্ণিত 'MIT International' একটি ফল আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান। এটি সারাদেশে ফল সরবরাহ করে থাকে। মানুষের ক্ষতির কথা চিন্তা করে প্রতিষ্ঠানটি অন্যদের মতো ফলে কেমিক্যাল ব্যবহার করে না। প্রতিষ্ঠানটি মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের দিক বিবেচনা করে ব্যবসায় পরিচালনা করে। অনুচিত বলে এটি ফলে ভেজাল দেয় না। এজন্য বলা যায়, উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির কার্য পরিচালনায় ব্যবসায়ের নৈতিকতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমে অবশ্যই সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

'MIT International' নামক প্রতিষ্ঠানটি ফল আমদানি করে সারাদেশে সরবরাহ করে। অন্য ব্যবসায়ীদের মতো এটি পণ্যে ভেজাল দেয় না। ভেজাল বিরোধী অভিযানে অন্য সকল ব্যবসায়ীদের পণ্য ধ্বংস করা হয়। আর নৈতিকতা মেনে ব্যবসায় পরিচালনা করায় প্রতিষ্ঠানটির পণ্য রক্ষা পায়। এতে তার সুনাম ও পণ্যের চাহিদা বেড়ে যায়। ফলে প্রতিষ্ঠানটির প্রচুর মুনাফা হয়। প্রতিষ্ঠানটি অর্জিত মুনাফার একটি অংশ গরীবদের লেখাপড়ার কাজে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়।

Teachingbd.com

উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটির সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে। অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠানটি একদিকে ভেজালমুক্ত পণ্য সরবরাহ করে ক্রেতা/ ভোক্তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করছে। অপরদিকে অর্জিত মুনাফার অংশ গরীবদের উন্নয়নে ব্যয় করে সাধারণ জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালন করছে।
এভাবে ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকলে সমাজের উন্নয়ন হতে থাকবে। এতে সমাজে অবশ্যই ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ সূচনা ওয়াশিং প্ল্যান্ট তাদের কারখানার বর্জ্য সরাসরি শীতলক্ষ্যা নদীতে ফেলে দেন। ফলে নদীর পানি দূষিত ও জলজ প্রাণীর প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পরিবেশবিদগণ সূচনাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানায়। *[রাজবাড়ী সরকারি কলেজ]*

ক. সামাজিক দায়বদ্ধতা কী? ১
খ. ব্যবসায় নৈতিকতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সূচনা ওয়াশিং প্ল্যান্ট কর্তৃক নদীতে বর্জ্য ফেলার কারণে কোন সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে ব্যর্থতা সৃষ্টি হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পরিবেশ উন্নয়নে সূচনা ওয়াশিং প্ল্যান্ট এর করণীয় সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজ থেকে প্রাপ্ত সুবিধা ও সহযোগিতা গ্রহণের ভিত্তিতে সমাজ ও সমাজ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের প্রতি কর্তব্য পালনের দায়কে সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে।

খ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দ ইত্যাদি বিচারের মাপকাঠিকে ব্যবসায়িক নৈতিকতা বলে।
নৈতিকতা ব্যবসায়কে সুষ্ঠু পথে পরিচালিত করে। কোনো কাজ করার পূর্বে ভালো-মন্দ বিচার বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। ফলে অতি সহজে ব্যবসায় লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু অনৈতিক কাজ ব্যবসায়কে হুমকির সম্মুখীন করে। তাই ন্যায়-অন্যায় বিচার করে ব্যবসায় পরিচালনা করা ব্যবসায়ের নৈতিকতার কাজ।

গ সূচনা ওয়াশিং প্লান্ট" কর্তৃক নদীতে বর্জ্য ফেলার কারণে পরিবেশের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে ব্যর্থতা সৃষ্টি হয়েছে।
পরিবেশ হলো আমাদের চারপাশের পারিপার্শিক অবস্থা। যেকোনো কারণে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে তাকে পরিবেশ দূষণ বলা হয়। আর এই দূষণ সৃষ্টি হয় মানুষের অসতর্কতার কারণে।
উদ্দীপকে সূচনা ওয়াশিং প্লান্ট তাদের কারখানার বর্জ্য সরাসরি শীতলক্ষ্যা নদীতে ফেলে। ফলে নদীর পানি দূষিত হয়। এ দূষণ পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে। সমাজের মানুষের স্বাভাবিক কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটায়। নদীর পানি দূষণের ফলে আশপাশের এলাকায় দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় এবং তা বাতাসের সাথে মিশে পরিবেশকে দূষিত করে। এছাড়াও এ পানি বিভিন্ন মানুষ ব্যবহার করে যা তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। তাই বলা যায়, সূচনা ওয়াশিং প্লান্ট কর্তৃক নদীতে বর্জ্য ফেলার কারণে পরিবেশের ক্ষতি করে, যা সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে ব্যর্থতার সৃষ্টি করে।

ঘ পরিবেশ সংরক্ষণে সূচনা ওয়াশিং প্লান্ট বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে বলে আমি মনে করি।
পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা হলো পরিবেশ সংরক্ষণের গুরত্বপূর্ণ কাজ। মানুষের প্রয়োজনে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসায়িক দিক পরিচালনার সাথে সাথে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কাজ করে থাকে।
উদ্দীপকে সূচনা ওয়াশিং প্লান্ট তাদের কারখানার বর্জ্য নদীতে ফেলে পরিবেশ দূষিত করে। এ অবস্থা উত্তরণের জন্য পরিবেশ বিশারদগণ কোম্পানিকে পরামর্শ দেন, পরিবেশে সংরক্ষণ করা সূচনা কোম্পানির একটি দায়বদ্ধতা।
পরিবেশ সংরক্ষণে সূচনা ওয়াশিং প্লান্টটি বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। নিজ উদ্যোগে সূচনা কোম্পানি নদী পরিষ্কার কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। নিয়মিত নদী সংরক্ষণের কাজ করতে পারে।
এছাড়াও নদী সংরক্ষণের জন্য সরকারকে সহযোগিতা করতে পারে। প্যাশাপাশি বণিক সমিতির সাথে কাজ করে নদী পরিষ্কার করতে পারে। আবার নদীর পাশে বড় ধরনের ড্রেনেজ করে বর্জ্য সংরক্ষণ করতে পারে। ফলে নদীর পাশাপাশি এলাকার পরিবেশ শান্ত থাকবে। তাই বলা যায়, পরিবেশের উন্নয়নে সূচনা কোম্পানি সবার সাথে একত্রে কাজ করে অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ১৭ বুড়িগঙ্গা নদী রক্ষার জন্য নদীর আশপাশে অবস্থিত বিভিন্ন কারখানার মালিকরা একত্রিত হয়ে নদী সংরক্ষণে একটি সমিতি গঠন করেন। সমিতির নিয়ম অনুযায়ী কোন কারখানার মালিক বুড়িগঙ্গা নদীতে বর্জ্য ফেলতে পারবে না এবং ক্ষতিকারক পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করতে পারবে না। যদি কেউ কুড়িগঙ্গা নদীতে বর্জ্য ফেলে এবং ক্ষতিকারক পণ্য উৎপাদন করে তাহলে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে। কয়েকদিন পরে দেখা গেল AB প্রতিষ্ঠানটি সমিতির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ক্ষতিকর দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করছে। তাই সমিতির নিয়ম অনুসারে ঐ প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল। *[ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]*

ক. মূল্যবোধ কী? ১
খ. পরিবেশ দূষণ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায়ের কোন বিষয়টির অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো উক্ত সমিতি বুড়িগঙ্গা রক্ষায় ভূমিকা রাখবে? মতামত দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূল্যবোধ হলো কোনো বিষয়ে ভালো মন্দ সম্পর্কে একান্ত ব্যক্তিগত ও স্থায়ী ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস।

খ প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদানের সাথে জীবনের যে স্বাভাবিক ভারসাম্য বিদ্যমান, কোনো কারণে তা ব্যাহত হলে বা প্রকৃতিতে তার কুপ্রভাব প্রতিফলিত হলে তাকে পরিবেশ দূষণ বলে।
পরিবেশ দূষণ মানুষসহ অন্যান্য জীবজন্তু এবং তাদের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। বিভিন্ন দূষণ ও বিষাক্ত পদার্থের মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত হয়, যা মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরা বা জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে AB প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়ে নৈতিকতা বিষয়টির অভাব রয়েছে।
নৈতিকতা ব্যবসায়ে কোনটি সঠিক ও সঠিক নয়, ন্যায় ও অন্যায়, উচিত ও অনুচিত ইত্যাদি বিচারে সাহায্য করে। এটি একটি মানদণ্ড যার আলোকে ব্যবসায় ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করা থেকে বিরত থাকে। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন ও সুনাম বৃদ্ধিতে নৈতিকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
উদ্দীপকে AB প্রতিষ্ঠানটি বুড়িগঙ্গা নদীর পাশে অবস্থিত একটি সমিতির সদস্য। এটি সমিতির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ক্ষতিকর দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করেছে। ফলে আশপাশের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার ক্ষতিকর বর্জ্য নদীতে মিশে দূষণ বৃদ্ধি করছে, যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই বলা যায়, AB প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদন করে যা নৈতিকতা বিরোধী কাজ।

http://teachingbd.com

ঘ আমি মনে করি উদ্দীপকে উল্লিখিত সমিতি বুড়িগঙ্গা নদী রক্ষায় ভূমিকা পালন করবে।

ব্যবসায়ী বা বণিকগণ নিজেদের কার্যসম্পাদন ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সমিতি গঠন করে। এটির মাধ্যমে তারা ক্ষতিকর প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা পায়। আবার পরিবেশ সংরক্ষণ করে মানুষের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। কারণ পরিবেশ দূষণ পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য বিঘ্ন করে।

উদ্দীপকে বুড়িগঙ্গা নদী রক্ষার জন্য নদীর আশপাশে অবস্থিত বিভিন্ন কারখানার মালিকারা একত্রিত হয়ে নদী সংরক্ষণের জন্য একটি সমিতি গঠন করে। সমিতির নিয়ম অনুযায়ী কোনো কারখানার মালিক বুড়িগঙ্গা নদীতে বর্জ্য ফেলতে পারবেন না এবং ক্ষতিকর পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করতে পারবেন না।

সমিতির মূল লক্ষ্য পরিবেশ সংরক্ষণ করা। কারণ নদীতে কারখানার বর্জ্য ফেললে পানি দূষিত হবে। আশপাশের লোকজন এ দূষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা তাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

বুড়িগঙ্গা নদী সংরক্ষণের জন্য সমিতি কারখানার মালিকদের সামাজিক দায়িত্বের প্রতি সচেতন করবে। এছাড়া মাঝে মাঝে নদী পরিষ্কারের কাজ করতে পারে। ফলে নদীর সুরক্ষা বজায় থাকবে। আবার কেউ সমিতির আইন ভঙ্গ করলে তাকে জরিমানা করবে যা কারখানার মালিকদের নদী দূষণে অনুৎসাহিত করবে। তাই বলা যায়, বুড়িগঙ্গা নদী সংরক্ষণে উক্ত সমিতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মি. রনি বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি করে বাংলাদেশে বিক্রয় করেন। এ বছর পেঁয়াজের মৌসুমে অধিক পরিমাণে পেঁয়াজ আমদানি করলেও তিনি যথাসময়ে তা বাজারজাত করেননি। এতে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয় এবং পেঁয়াজের মূল্য অত্যধিক বেড়ে যায়। মি. রনি এ সুযোগে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। *[কুমিল্লা কমার্স কলেজ]*

ক. ই-রিটেইলিং কী? ১

খ. B2G বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. রনির কার্যক্রমে ব্যবসায়ের কোন দিকটি অনুপস্থিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মি. রনি সমাজের যে পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন, তা পালনের আবশ্যকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মধ্যস্থব্যবসায়ী সহযোগিতা ছাড়াই ইন্টারনেট প্রযুক্তির ব্যবহার বা ফোন কলের মাধ্যমে ক্রেতার কাছে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করাকে ই রিটেইলিং বলে।

খ B2G -এর পূর্ণরূপ হলো Business to Government.

B2G বলতে 'ব্যবসায় থেকে সরকার' ব্যবসায়িক কার্যক্রম বোঝায়।

এ ধরনের ব্যবসায়ে সরকারের সাথে কোনো নির্দিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের চুক্তি হয়। ব্যবসায় থেকে সরকার পণ্য বা শেয়ার ক্রয় করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ে সরকার নিজের মতো করে কাজ করে।

গ উদ্দীপকে মি. রনির কার্যক্রমে ব্যবসায়ের নৈতিকতা দিকটি অনুপস্থিত। সততা, নীতি ও ন্যায়বিচার অনুসরণ করে ব্যবসায় পরিচালনাই হলো ব্যবসায় নৈতিকতা। এ নৈতিকতা অনুসরণের ফলে ভোক্তা বা জনগণ উপকৃত হয়। এতে পণ্যের বা সেবার বিক্রয় বাড়ে। বৈধ উপায়ে ব্যবসায় চালানো, শ্রমিকদের সাথে উত্তম ব্যবহার, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি ব্যবসায় নৈতিকতার আওতাভুক্ত।

উদ্দীপকে মি. রনি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি করে বাংলাদেশে বিক্রয় করেন। এ বছর পেঁয়াজের মৌসুমে অত্যধিক পেঁয়াজ আমদানি করলেও তা বাজারজাত করেননি। এতে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয় এবং পেঁয়াজের মূল্য বাড়ে। এ সুযোগে মি. রনি পেঁয়াজ বিক্রয় করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। অর্থাৎ মি. রনির কার্যক্রমে ভোক্তারা অধিক মূল্যে পেঁয়াজ ক্রয়ে বাধ্য হয়েছেন। এভাবে মি. রনি ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেছেন, যা নৈতিকতার পরিপন্থী।

ঘ মি. রনি সমাজের ক্রেতা ও ভোক্তার প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন, যা পালন করা আবশ্যক ছিল।

ক্রেতা ও ভোক্তারা ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাদের আস্থা ও সহযোগিতার ওপর ব্যবসায়ের সফলতা নির্ভরশীল। এজন্য ব্যবসায়ীকে পণ্যের বাজারে স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে হয়। ক্রেতাদের ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে হয়। এতে ব্যবসায়ের সুনাম প্রতিষ্ঠা পায়। অন্যথায় ব্যবসায়ীর প্রতি ক্রেতাদের নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকের মি. রনি বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি ভারত থেকে এ বছর প্রচুর পেঁয়াজ আমদানি করলেও পেঁয়াজ যথাসময়ে বিক্রয় করেননি। এতে বাজারে পেঁয়াজের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়। পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধি পায়।

পেঁয়াজের মূল্য বাড়াতে ক্রেতা ও ভোক্তাদের স্বাভাবিক মূল্য থেকে অধিক মূল্যে ক্রয় করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে ক্রেতা ও ভোক্তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ব্যবসায়ী হিসেবে মি. রনি ক্রেতা ও ভোক্তাদের ওপরই নির্ভরশীল। তাই ক্রেতা ও ভোক্তারা যেন ন্যায্যমূল্যে পেঁয়াজ ক্রয় করতে পারেন সেজন্য যথাসময়ে পেঁয়াজ বিক্রয় করা আবশ্যক ছিল।

প্রশ্ন ▶ ১৯ চাঁদপুরের জনাব সিয়াম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কাঁচামাল ক্রয় করে সোয়েটার তৈরি করেন এবং সুনামের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বিক্রয় করেন। দেশের শীতার্ত মানুষের কথা চিন্তা করে যতটুকু সম্ভব কম লাভে সোয়েটার বিক্রয় করেন। *[লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যবসায়ের নৈতিকতা কী? ১

খ. ব্যবসায়ের মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব সিয়াম কোন ধরনের বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব সিয়াম কোন ধরনের সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন বলে তুমি মনে করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের পরিচালনাগত বিষয়ে কোনটি সঠিক ও বেঠিক, কোনটি ন্যায় ও অন্যায় প্রভৃতি বিষয়ে বিচারের মাপকাঠিকে ব্যবসার নৈতিকতা বলে।

খ ব্যবসায় পরিচালনায় কোনটি ভালো-মন্দ, কোনটি উচিত-অনুচিত ইত্যাদি সংক্রান্ত বোধই হলো ব্যবসায়ের মূল্যবোধ।

ব্যবসায় পরিচালনায় ব্যবসায়ের মূল্যবোধ প্রভাব ফেলে। ব্যবসায়ীদের মানুষ, সমাজ ও পরিবেশের অনুকূলে পণ্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন করতে হবে। সেগুলোর সরবরাহে সততা ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করতে হবে। এগুলোই ব্যবসায়িক মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায় পরিচালনায় একজন ব্যবসায়ীর ব্যবসায়িক মূল্যবোধ থাকা দরকার।

গ জনাব সিয়াম পুনঃরপ্তানি বাণিজ্যের সাথে জড়িত।

এই বাণিজ্যে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করা হয়। এরপর তা আবার জন্য দেশে বিক্রয় করা হয়। এক্ষেত্রে তিনটি দেশের মধ্যে লেনদেন সংগঠিত হয়।

উদ্দীপকের জনাব সিয়াম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কাঁচামাল ক্রয় করে সোয়েটার তৈরি করেন। তৈরিকৃত সোয়েটার সুনামের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বিক্রয় করেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রথম পর্যায়ে কাঁচামাল সংগ্রহ করেন। এরপর সেগুলো প্রক্রিয়াজাত করে তৃতীয় দেশে বিক্রয় করে। এসব বৈশিষ্ট্য পুনঃরপ্তানি বাণিজ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জনাব সিয়াম পুনঃরপ্তানি বাণিজ্যের সাথে জড়িত।

http://teachingbd.com

ঘ জনাব সিয়াম সাধারণ জনগণের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন।

সমাজ থেকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে ব্যবসায় তার লক্ষ্য অর্জন করে। তাই সমাজের মানুষের প্রয়োজনকে লক্ষ্য রেখে ব্যবসায়ী তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন।

উদ্দীপকে জনাব সিয়াম একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী। তিনি বিদেশ থেকে কাঁচামাল ক্রয় করে সোয়েটার তৈরি করেন। আবার পুনঃরপ্তানির মাধ্যমে এই সোয়েটার বিদেশে বিক্রয় করে প্রতিষ্ঠানের সুনাম অর্জন করছেন। তিনি দেশের শীতার্ত মানুষের কথা চিন্তা করে যতটুকু সম্ভব কম লাভে এই সোয়েটার বাজারে বিক্রয় করেন।

জনাব সিয়াম তার দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে কম লাভে সোয়েটার বিক্রয় করেন। কারণ তিনি জানেন এ দেশের মানুষ নিম্ন আয়ের। তাদের পক্ষে অতিরিক্ত খরচ করা কষ্টকর। এক্ষেত্রে গরিব ও শীতার্ত মানুষের দিকটি তিনি ভাবেন। সেজন্য কম লাভে সোয়েটার বিক্রয় করেন। এর মাধ্যমে তিনি কল্যাণকর কাজে অংশগ্রহণ করছেন। যা সামাজিক দায়িত্ব পালনের অন্তর্গত। তাই বলা যায়, জনাব সিয়াম তার এই কাজের মাধ্যমে জনসাধারণের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রশ্ন ▶২০ জনাব শাকিলের কক্সবাজারের উখিয়ায় একটি খাবারের হোটেল আছে। বার্মা থেকে অধিক জনগোষ্ঠী হঠাৎ শরণার্থী হিসেবে আসার কারণে খাবারের চাহিদা বেড়ে গেছে। জনাব শাকিল অধিক মুনাফা অর্জনের আশায় নিম্নমানের খাবার অধিক মূল্যে বিক্রি করা শুরু করলো। এভাবে তিনি ব্যবসায়ের সুনাম নষ্ট ও মানুষের ক্ষতি করছে।

[কক্সবাজার সরকারি কলেজ]

ক. ব্যবসায় মূল্যবোধ কী? ১

খ. পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে ব্যবসায়ের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব শাকিল ব্যবসায়ের কোন বিষয়টি লঙ্ঘন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জনাব শাকিলের ব্যবসায়ের সুনাম ফিরিয়ে আনার জন্য লঙ্ঘিত বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের পরিচালনাগত বিষয়ে ভালো-মন্দ দিক সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত স্থায়ীভাবে গড়ে ওঠা বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, আদর্শিক মানদণ্ড, মতামত প্রভৃতি ইতিবাচক বিষয়কে ব্যবসায়িক মূল্যবোধ বলে।

খ পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্ন না করে পরিবেশকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখাই হলো পরিবেশ সংরক্ষণ।

পরিবেশ এবং ব্যবসায় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সুষ্ঠু পরিবেশ ছাড়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে উন্নতি লাভ করা যায় না। নানা কারণে এ পরিবেশ দূষিত হতে পারে। এ দূষণ সংরক্ষণে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সহায়তা করে। কারণ যথাযথ পরিবেশ ব্যবসায়ের কাঁচামালের যোগান, জনশক্তির ব্যবহার এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সাহায্যে করে।

গ উদ্দীপকে জনাব শাকিল ব্যবসায়ের নৈতিকতা বিষয়টি লঙ্ঘন করেছেন।

ব্যবসায়িক নৈতিকতা হলো কোনো বিয়ে ভালো-মন্দ। উচিত-অনুচিত, ঠিক-বেঠিক, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিচারের মাপকাঠি। নৈতিকতা ব্যবসায়ীদের কাজের প্রতি সচেতনতা বাড়ায়। এ ছাড়াও ব্যবসায়ের সুনাম বাড়ে।

উদ্দীপকে জনাব শাকিলের কক্সবাজারের উখিয়ায় একটি খাবারের হোটেল আছে। তিনি সম্প্রতি অধিক মুনাফা অর্জনের আশায় নিম্নমানের খাবার অধিক মূল্যে বিক্রয় করেন। তিনি ব্যবসায়ের ভালো-মন্দ বিচার না করে নীতিবহির্ভূত কাজে লিপ্ত হন। ফলে মানুষের ক্ষতি সাধিত হয় এবং তার ব্যবসায়ের সুনাম নষ্ট হয়। তাই বলা যায়, জনাব শাকিল অধিক মুনাফা অর্জনের আশায় ব্যবসায়িক নৈতিকতা লঙ্ঘন করেন।

ঘ উদ্দীপকে জনাব শাকিলের ব্যবসায়ের সুনাম ফিরিয়ে আনার জন্য নৈতিকতার বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

নৈতিকতা হলো মানুষের ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা। মানুষ তার বুদ্ধি বিবেক কাজে লাগিয়ে ক্ষতিকর ব্যবসায়িক কাজ থেকে দূরে থাকে। ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত চিন্তা করে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে। ফলে ব্যবসায় সুনাম প্রতিষ্ঠা হয়। উদ্দীপকে জনাব শাকিল কম মূল্যের খাবার অধিক মূল্যে বিক্রয় করেন। অধিক মুনাফা অর্জনের আশায় তিনি বার্মা থেকে আগত শরনার্থীদের নিম্নমানের খাবার প্রদান করেন। যা তার প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতা ও সুনাম নষ্ট করে।

এমন পরিস্থিতিতে জনাব শাকিল নৈতিকতা বজায় রাখতে পারেন। তিনি শরনার্থীদের ভালো ও উন্নতমানের খাবার ন্যায্যেমূল্যে সরবরাহ করতে পারেন। এতে ক্রেতাদের মধ্যে তার হোটেলের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পাবে। একই সাথে তিনি ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী গুণগত মান বজায় রেখে খাবার সরবরাহ করতে পারেন। নৈতিকতার দিকটি বিচার করে তিনি ব্যবসায় করে তার হোটেলে বিক্রয় বাড়বে। ফলে ব্যবসায়ের সুনাম বৃদ্ধি পাবে। তাই বলা যায়, জনাব শাকিল নৈতিক দিক বিবেচনা করে ব্যবসায় করলে সুনাম ফিরিয়ে আনতে পারবে।

প্রশ্ন ▶২১ কাঁচামাল সহজলভ্য হওয়ায় একটি স্বনামধন্য প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদনের কোম্পানি অত্যন্ত স্বল্পমূলে প্লাস্টিক দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করতে শুরু করেছেন। এ মূল্যে প্লাস্টিক দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করায় তাদের কোনো ধরনের মুনাফা হচ্ছে না। তাদের প্রতিযোগী কোম্পানিগুলো তাদের এই আচরণে দিশেহারা। এতো অল্পমূল্যে সামগ্রী বিক্রয় করা উচিত নয় বলে তারা মনে করেন। এমতাবস্থায় কোম্পানিগুলোর কোটি কোটি টাকার লগ্নি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

ক. ব্যবসায়িক মূল্যবোধ কী? ১

খ. ব্যবসায় কীভাবে পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের কোম্পানিটি কাদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেনি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. এ জাতীয় সমস্যা মোকাবিলায় কোম্পানিগুলোর কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করো? ব্যাখ্যা করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের পরিচালনাগত বিষয়ে ভালো-মন্দ দিক সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত স্থায়ীভাবে গড়ে ওঠা বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, আদর্শিক মানদণ্ড ইত্যাদি ইতিবাচক বিষয়কে ব্যবসায় মূল্যবোধ বলে।

খ মানুষ যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বসবাস ও জীবনধারণ করে তাকে পরিবেশ বলে।

পরিবেশের উপাদানগুলো ব্যবসায়কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। পরিবেশের অনূকূল প্রভাব ব্যবসায়ের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে যথা, পর্যাপ্ত জনশক্তি, কাঁচামাল, আরামদায়ক আবহাওয়া। পরিবেশের প্রতিকূল প্রভব ব্যবসায়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে যেমন, বন্যা, খরা, অতি বৃষ্টি ইত্যাদি। এভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক জড়িত।

গ উদ্দীপকের কোম্পানিটি মালিক বা বিনিয়োগকারীদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করেনি।

Teachingbd.com

মালিক বা বিনিয়োগকারীগণ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য ব্যবসায় বিনিয়োগ করে থাকেন। আর প্রত্যাশা অনুযায়ী মুনাফা না হলে বিনিয়োগকারীদের ব্যবসায়ে আগ্রহ থাকে না। তাই ব্যবসায়ের পক্ষসমূহ নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে সঠিক মূল্য বজায় রেখে নিজেদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করে।

উদ্দীপকে কাঁচামাল সহজলভ্য হওয়ায় প্লাস্টিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটি স্বল্পমূল্যে প্লাস্টিক দ্রব্যাদি বিক্রয় শুরু করে। এতো কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর বিক্রয় কম হচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। কারণ আশপাশের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করতে পারছে না। ফলে তাদের মুনাফা এবং বিক্রয়ের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কোম্পানিটি মালিক বা বিনিয়োগকারীদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করেনি।

ঘ এ জাতীয় সমস্যা মোকাবিলায় কোম্পানিগুলোর করণীয় হলো প্রতিযোগি বা স্বগোত্রীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা।

ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করার জন্য স্বগোত্রীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি ব্যবসায়ের দায়িত্ব পালন করা জরুরি। কারণ অন্যায় ও ক্ষতিকর প্রতিযোগিতার ফলে ব্যবসায়ের ক্ষতির পাশাপাশি সমাজ তথা দেশেরই ক্ষতি হয়।

উদ্দীপকের প্লাস্টিক উৎপাদনকারী কোম্পানিটি কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করলেও মুনাফা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। পাশাপাশি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। তারা মনে করে এতে কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা উচিত নয়।

এরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলায় কোম্পানিগুলো স্বগোত্রীয় ব্যবসায়ীদের নিয়ে সমিতি গঠন করতে পারে। যাতে তারা অন্যায় ও ক্ষতিকর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হয়। এতে তারা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়বে। উভয়ে উন্নত পণ্য ও সেবার মান নিশ্চিত করবে। যার ফলে কোম্পানিগুলোর সমস্যা মোকাবিলা করা সহজ হবে। তাই বলা যায়, কোম্পানিগুলোর সমস্যা মোকাবিলায় স্বগোত্রীয়দের প্রতি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা জরুরি।

প্রশ্ন ▶ ২২ মি. রিয়াজ একজন পেঁয়াজ আমদানিকারক। গত রমজানের একমাস আগে তিনি একলক্ষ মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি করলেও যথাসময়ে তা বাজারে সরবরাহ করেননি। ফলে রমজান মাসে পেঁয়াজের মূল্য বেড়ে যায় এবং রিয়াজ প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। *[সিলেট সরকারি কলেজ]*

ক. ই-বিজনেস কী? ১

খ. ব্যবসায় মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে রিয়াজ সমাজের কোন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালনে অবজ্ঞা করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নৈতিকতার মানদণ্ডে রিয়াজের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে পণ্যদ্রব্য বা সেবাকর্ম ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন করাকে ই-বিজনেস বলে।

খ ব্যবসায় পরিচালনায় কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ, কোনটি উচিত, কোনটি অনুচিত ইত্যাদি সংক্রান্ত বোধই হলো ব্যবসায়ের মূল্যবোধ।

ব্যবসায় ক্রেতা সন্তুষ্টির মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে ব্যবসায় লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত হয়। ক্রেতা বা জনসাধারণের কাছে ব্যবসায়ীরা সততা ও নিষ্ঠার সাথে ব্যবসায় করে। পণ্যদ্রব্য বা সেবাকর্ম সঠিক মান, গুণ ও আকারের ভিত্তিতে সঠিক দাম নির্ধারণ করা ব্যবসায়িক মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকে মি. রিয়াজ সমাজের ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছেন।

ক্রেতা বা ভোক্তা বলতে গেলে ব্যবসায়ের প্রাণস্বরূপ। তাদের আস্থা ও সহযোগিতার ওপর ব্যবসায়ের সফলতা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর জন্য ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন জরুরি।

উদ্দীপকের মি. রিয়াজ একজন পেঁয়াজ আমদানিকারক। গত রমজানের একমাস আগে তিনি এক লক্ষ মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি করেন। কিন্তু তিনি সে সময়ে বাজারে তা সরবরাহ করেননি। রমজানে বাজারে পেঁয়াজের মূল্য বেড়ে যায়, ফলে মি. রিয়াজ প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। সমাজে বসবাসকারী ক্রেতা বা ভোক্তারা সব সময় ন্যায্যমূল্যে পর্যাপ্ত পণ্য পাওয়ার প্রত্যাশা করেন। কিন্তু ব্যবসায়ী হিসেবে মি. রিয়াজ পর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহ করেননি। পণ্যের বাজার অস্থিতিশীল করে বেশি দামে তিনি পণ্য বিক্রি করেন। যার ফলে ক্রেতা ও ভোক্তারা দুর্ভোগের শিকার হন। এভাবে তিনি ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছেন।

ঘ ব্যবসায় নৈতিকতার মানদণ্ডে মি. রিয়াজের কর্মকাণ্ড অনৈতিক।

ব্যবসায় নৈতিকতা হচ্ছে ব্যবসায়ে ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, সঠিক-ভুল বিচারে প্রত্যাশিত আচরণ প্রদর্শন করা। ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যবসায়ীকে নৈতিকভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করা উচিত। ওজনে কম দেয়া, অত্যধিক মুনাফা লাভ, নিম্নমানের পণ্য দেয়া প্রভৃতি ব্যবসায়ের অনৈতিক কার্যাবলি।

উদ্দীপকের মি. রিয়াজ একজন পেঁয়াজ আমদানিকারক। তিনি গত রমজানের একমাস আগে এক লক্ষ মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি করেন, যা ভোক্তাদের জন্য পর্যাপ্ত ছিল। কিন্তু যথাসময়ে তিনি তা বাজারজাত করেননি। রমজানে পেঁয়াজের বাজারমূল্য বাড়ার পর তা বিক্রি করে তিনি প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন।

মি. রিয়াজ অধিক লাভের আশায় সঠিক সময়ে ও ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহ করেননি যা ব্যবসায়ের নৈতিকতাবর্জিত। তার এরূপ কর্মকাণ্ডের ফলে ক্রেতা ও ভোক্তারা ভোগান্তির শিকার হন। যার ফলে ক্রেতা সমাজে তার সুনাম নষ্ট হবে। ভবিষ্যতে তিনি অন্য সৎ ব্যবসায়ীর সাথে টিকে থাকতে পারবেন না। তার কর্মাকন্ড দ্বারা ক্রেতা সমাজ অসন্তুষ্ট হন। সুতরাং নৈতিকতার মানদণ্ডে রিয়াজের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ অনৈতিক।

প্রশ্ন ▶ ২৩ মি. আমান নিরালা আবাসিক এলাকা সংলগ্ন নিজস্ব জমিতে একটি পোলট্রি ফিড কারখানা স্থাপন করলেন। কারখানার বর্জ্যসমূহ পাশের নর্দমা দিয়ে ফেলায় এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। জনসাধারণ অভিযোগ করলে তিনি জানান তার নিজস্ব জমিতে যা খুশি তাই করতে পারেন। *[সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা]*

ক. পরিবেশ কাকে বলে? ১

খ. ব্যবসায়ের মূল্যবোধ কী? ২

গ. উপরের উদ্দীপকে মি. আমানের পদক্ষেপসমূহ মূল্যায়ন করো। ৩

ঘ. মি. আমানের জন্য তোমার কোনো পরামর্শ থাকলে তা উল্লেখ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে মানুষ জীবন ধারণ করে তাকে পরিবেশ বলে।

খ ব্যবসায়ে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তা উপলব্ধি করাকে ব্যবসায় মূল্যবোধ বলে।

কোনো বিষয়ে ব্যবসায়ীর দীর্ঘদিনের ধ্যান-ধারণা চিন্তা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে ব্যবসায় মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। এটি ব্যবসায়ীদের বিবেকবোধের সাথে সম্পর্কিত। পরিবারিক, সামাজিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস গড়ে ওঠে।

Teachingbd.com

গ উদ্দীপকে মি. আমানের নৈতিকতার অভাব আছে।
নৈতিকতার মাধ্যমে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ উপলব্ধি করে ভালোটা গ্রহণ করে মন্দটা বর্জন করা হয়। মানুষের সাথে প্রতারণা করা, পণ্যে ভেজাল মিশানো, নকল পণ্য উৎপাদন ইত্যাদি দন্ডনীয় অপরাধ। যা অনৈতিক কাজ হিসেবে গণ্য হয়। তাই ব্যবসায়ীদের অতিমুনাফার লোভ পরিত্যাগ করা, একচেটিয়া প্রবণতা পরিহার করা উচিত।
উদ্দীপকে মি. আমান নিরালা আবাসিক এলাকা সংলগ্ন নিজস্ব জমিতে একটি পোলট্রি ফিড কারখানা স্থাপন করলেন। কারখানার বর্জসমূহ পাশে নর্দমায় ফেলায় এলাকার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। জনগণের বিভিন্ন অসুস্থতা দেখা দিচ্ছে। তাই পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকা। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে দুর্গন্ধ বন্ধ করা। এ ধরনের বর্জ্য থেকে যেন দুর্গন্ধ না হয় সেজন্য বিভিন্ন রাসায়নিক ছিটিয়ে দেয়া অথবা আবাসিক এলাকার বাহিরে বা দূরে এ বর্জ্য ফেলা। সুতরাং মি. আমান এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে দুর্গন্ধ থেকে কিছুটা রক্ষা পাবে।

ঘ উদ্দীপকের মি. আমানের জন্য আমার পরামর্শ হলো নৈতিকতা মেনে ব্যবসায় করা। ভালোটা গ্রহণ করা মন্দটা বর্জন করাই নৈতিকতা। পরিবেশ রক্ষায় সাধ্যমতো ভূমিকা রাখা নৈতিকতার পালনীয় বিষয়। প্রতিষ্ঠানের বাহিরে বিভিন্ন পক্ষের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করাও নৈতিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত।
উদ্দীপকে মি. আমান একটি পোল্ট্রি ফিড কারখানা স্থাপন করলেন। কারখানার বর্জ্যসমূহ পাশের নর্দমায় ফেলায় এলাকার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। এতে পরিত্যাক্ত বর্জ্য পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ফলে বিভিন্ন অসুস্থতা দেখা দিচ্ছে। এ ধরনের নীতিবোধের কোনো কাজ না করা সমাজের চোখে ঘৃণিত।
মি. আমানের ব্যবসায় নৈতিকতা মেনে চলা উচিত। পরিবেশের ক্ষতি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। গর্ত করে কারখানার বর্জ্য ফেলা প্রয়োজন। ফলে দুর্গন্ধ তুলনামূলক কম হবে। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য (ব্লিচিং পাউডার) ময়লা বর্জ্যের ওপর ছিটিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে আমি মনে করি, এলাকার লোকজন আমাদের কারখানার দুর্গন্ধ থেকে পরিত্রাণ পাবে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ দুধ বিক্রেতা ধীমান ঘোষ প্রতিদিন সাভার থেকে তার খামারের দুধ ঢাকায় এনে বিক্রয় করেন। যেসব বাসায় বাচ্চারা দুধ খায় তারা ধীমান ঘোষের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। কেননা তিনি দুধে ভেজাল বা পানি মেশান না। তিনি জানেন এটি শুধু অপরাধই নয়, সকলের জন্য ক্ষতিকারকও। তাই তিনি ভেজাল মিশ্রিত দুধ বিক্রি করে অধিক উপার্জনের চাইতে ক্রেতাদের সন্তুষ্টির মাধ্যমে অধিক উপার্জনের পথ বেছে নিয়েছেন। এ জন্য ক্রেতারা অপেক্ষাকৃত বেশি মূল্য পরিশোধ আপত্তি করেন না। *[উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]*

ক. CSR কী? ১
খ. শিল্প কারখানা কীভাবে পরিবেশ দূষণ করে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে ধীমান ঘোষ ব্যবসায়ের কোন পক্ষের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'নৈতিকতার বিচারে ধীমান ঘোষ একজন আদর্শ ব্যবসায়ী'- তুমি কী একমত? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের করণীয় কাজের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত বিভিন্ন পক্ষকে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে তাদের সহযোগিতা অর্জন ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কাজকে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বলে (CSR)।

সহায়ক তথ্য
CSR-এর পূর্ণরূপ হলো Corporate Social Responsibility.

খ আমাদের চারপাশের সবকিছুই যা আমাদের জীবনধারাকে প্রভাবিত করে তাকে পরিবেশ বলে।
শিল্প কারখানা বনজ সম্পদ নিধন থেকে শুরু করে জলাশয় ভরাট পর্যন্ত বিভিন্ন কাজে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে পরিবেশ দূষণ করে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য পদার্থ অপরিশোধিত অবস্থায় নর্দমা ও নদী-নালা, খাল-বিলসহ অন্যান্য জলাশয়ে নিক্ষেপ করা হয়। ফলে পানি দূষণের সাথে পরিবেশের ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

গ ধীমান ঘোষ ব্যবসায়ের ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি সামজিক দায়িত্ব পালন করেছেন।
সমাজের অংশ হিসেবে ব্যবসায়ীকে সমাজের বিভিন্ন পক্ষের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। ক্রেতা বা ভোক্তারা হলো ব্যবসায়ের প্রাণ। তাই তাদের আস্থা ও সহযোগিতার ওপর ব্যবসায়ের সফলতা বিশেষভাবে নির্ভরশীল।
উদ্দীপকে দুধ বিক্রেতা ধীমান ঘোষ প্রতিদিন সাভার থেকে তার খামারের দুধ ঢাকায় এনে বিক্রয় করেন। তিনি দুধে কোনো ভেজাল বা পানি মেশান না। তিনি ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী ন্যায্য মূল্যে দুধ সরবরাহ করেন। কারণ ভেজাল মিশ্রিত দুধ পান করলে শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগবে। আবার নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তিনি ক্রেতাদের বা ভোক্তাদের সন্তুষ্টি বিধান করে খাঁটি দুধ চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করেন। এভাবে ধীমান ঘোষ ক্রেতা বা ভোক্তাদের প্রতি ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন।

ঘ নৈতিকতার বিচারে ধীমান ঘোষ একজন আদর্শ ব্যবসায়ী বলে আমি মনে করি।
নৈতিকতা হলো ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি বিষয় বিচারের মাপকাঠি। এটি মানুষের ভালো ও খারাপ দিক বিচার করে পথ চলতে সাহায্য করে। এটি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রেখে সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনে সাহায্য করে।
উদ্দীপকে ধীমান ঘোষ একজন দুধ ব্যবসায়ী। তিনি নিজ খামারে উৎপাদিত দুধ ক্রেতাদের কাছে সরবরাহ করেন। তিনি দুধে কোনো প্রকার ভেজাল এবং পানি মেশান না। তিনি শিশুদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করেন। এছাড়াও তিনি মুনাফা অর্জনের চেয়ে ক্রেতার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করেন।
ধীমান ঘোষ নৈতিকতা বজায় রেখে ব্যবসায় করেন। তিনি অন্য প্রতিযোগীদের মতো ক্রেতাদের ওজনে কম এবং ভেজার দুধ প্রদান করেন না। তিনি ন্যায্যমূল্যে দুধ প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী গুণগত মান সঠিক রেখে দুধ বিক্রয় করেন। শিশুদের যেন কোনো প্রকার ক্ষতি না হয় সে দিকে তিনি লক্ষ্য রাখেন। যা নৈতিক কাজগুলোকে ফুটিয়ে তোলে। তাই বলা যায়, ধীমান ঘোষ নৈতিকতার বিচারে একজন আদর্শ ব্যবসায়ী।

প্রশ্ন ▶ ২৫ জনাব সাদিক ঢাকার লালবাগে একটি বড় শপিংমল দিয়েছেন। তিনি সব সময় সঠিক মানের ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি করেন। কিন্তু পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করায় মিস তাবাসসুম তার দোকান থেকে পণ্য ক্রয় করেন না। মিস তাবাসসুমের ভাবনা জনাব সাদিকের এই কার্যক্রম সবার জন্যই ক্ষতিকর। *[মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা]*

ক. বণিক সমিতি কী? ১
খ. ধোঁয়া নির্গমন কোন ধরনের দূষণ সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব সাদিক কোন শ্রেণির প্রতি তার ব্যবসায়িক দায়িত্ব পালন করছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মিস তাবাসসুমের ভাবনার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

Teachingbd.com

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বণিক সমিতি হলো কোনো নির্দিষ্ট এলাকার শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের প্রচেষ্টায় পরিচালিত সংগঠন, যা নিজেদের ব্যবসায়িক উন্নয়নের জন্য গঠন করা হয়।

খ ধোঁয়া নির্গমন বায়ু দূষণ সৃষ্টি করে।
স্বাভাবিক উপাদানের বাইরে বায়ুতে যখন নানা ধরনের ধোঁয়া, গ্যাস প্রভৃতি যুক্ত হয় তখন বায়ু দূষণ হয়। পরিবহনের গাড়ি, ইটের ভাটা, শিল্প কারখানার ধোঁয়া মারাত্মকভাবে বায়ু দূষণ করছে। এতে মিথেন গ্যাস ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ হয়। ফলে গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ছে।

গ জনাব সাদিক ভোক্তাদের প্রতি তার ব্যবসায়িক দায়িত্ব পালন করেছেন।
ক্রেতা বা ভোক্তা একটি ব্যবসায়ের প্রাণ। ক্রেতা বা ভোক্তা ছাড়া ব্যবসায় টিকে থাকতে পারে না। তাই একজন ব্যবসায়ীকে তাদের প্রতিও বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয়।
উদ্দীপকের জনাব সাদিক ঢাকার লালবাগে বড় শপিংমল দিয়েছেন। তিনি তার ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পাশাপাশি ভোক্তাদের ভালো-মন্দের কথাও মাথায় রাখেন। তাই তিনি সব সময় তাদের সঠিক মানের এবং ন্যায্যমূল্যে পণ্য দেওয়ার নিশ্চয়তা দেন। কারণ ক্রেতাদের সহযোগিতার ওপরই তার ব্যবসায়ের সফলতা নির্ভরশীল। উপরের বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রেক্ষিতে বলা যায়, জনাব সাদিক ভোক্তাদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন।

ঘ পলিথিন ব্যাগ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বিধায় মিস তাবাসসুমের সিদ্ধান্ত যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।
শিল্প কারখানায় পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করার ফলে তা যেমন মাটির দূষণ করে তেমনি পানিরও দূষণ করে। কারণ এগুলো অপরিশোধিত বর্জ্য পদার্থ।
উদ্দীপকের জনাব সাদিকের লালবাগে একটি বড় শপিংমল আছে। তিনি ক্রেতাদের কথা মাথায় রেখে তাদের ন্যায়মূল্যে পণ্য দেন। তিনি সব সময় পণ্যের সঠিক মানও নিশ্চিত করেন। কিন্তু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তিনি পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করেন। এতে পরিবেশের দূষণ হয়। সেজন্য মিস তাবাসসুম তার দোকান থেকে পণ্য ক্রয় করেন না।
জনাব সাদিকের পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের ফলে পরিবেশের দূষণ হয়। এতে করে মাটি ও পানি উভয়ই দূষিত হয়। তিনি যদিও সামাজিক দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন কিন্তু পরিবেশের ক্ষতি করছেন। তাই মিস তাবাসসুম তার দোকান থেকে কোনো কিছু না কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার এই সিদ্ধান্তের সাথে আমি একমত। কারণ জনাব সাদিকের কার্যক্রম সমাজের জন্য উপকারী হলেও পরিবেশের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে। তাই মিস তাবাসসুমের সিদ্ধান্ত যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২৬ আবু সাইদ বাজারে ফল কিনতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন ফলের গায়ে একটি মৌমাছিও নেই। তিনি ভাবলেন এতদিন ধরে দেখেছি ফলের উপর মৌমাছি উড়ছে, এখন নেই কেন? বাজার থেকে তিনি ফল না কিনে বাড়ি চলে এলেন এবং স্ত্রীকে বিষয়টি অবহিত করলেন। আবু সাইদ বিষয়টি নিয়ে বেশ আতঙ্কিত।

[মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]

ক. ব্যবসায় নৈতিকতা কী? ১
খ. পরিবেশ সংরক্ষণ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ফলের ওপর মৌমাছি না বসায় ব্যবসায়ীদের কোন বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আবু সাইদের ধারণা মতে সমাজের প্রতি ব্যবসায়ীদের দায়বদ্ধতা কতটুকু। মূল্যায়ন করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় পরিচালনাগত ও বাহ্যিক বিষয়ে কোনটি সঠিক-বেঠিক, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি বিষয়ে বিচারের মাপকাঠিকে ব্যসায়িক নৈতিকতা বলে।

খ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট না করে পরিবেশকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখাই হলো পরিবেশ সংরক্ষণ।
পরিবেশ এবং ব্যবসায় সম্পর্কযুক্ত। সুষ্ঠু পরিবেশ ছাড়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে উন্নতি লাভ করা যায় না। নানা কারণে (যেমন: ময়লা আবর্জনা, অতিরিক্ত গাড়ির হর্ন বাজানো, বিষাক্ত কেমিক্যাল পানিতে ফেলানো, ধোঁয়া ইত্যাদি) পরিবেশ দূষিত হতে পারে । এগুলোর যথাযথ ব্যবহার পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা করে। আর দুষণ থেকে পরিবেশকে রক্ষা করা ব্যবসায়ী ও সরকারের দায়িত্ব।

গ উদ্দীপকে ফলের ওপর মৌমাছি না বসায় ব্যবসায়ীদের নৈতিকতার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।
ব্যবসায় পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সততা, নীতি ও ন্যায়বিচার মেনে চলাই ব্যবসায় নৈতিকতা। ব্যবসায়ের সঠিক নৈতিকতার পরিচয় হলো পণ্যে ভেজাল না দেয়া, ক্ষতিকর কোনো উপকরণ ব্যবহার না করা।
উদ্দীপকে আবু সাইদ ফল কিনতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন যে, ফলে মৌমাছি বসছে না। এর কারণ রাসায়নিক ব্যবহার করা। বর্তমানে ক্ষতিকর রাসায়নিকের যথেচ্ছ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এরূপ রাসায়নিক হলো ফরমালিন। এটি ব্যবহার করে ফলমূল দীর্ঘদিন অক্ষত অবস্থায় সংরক্ষণ করে রাখা যায়। যা মানবদেহের অনেক ধরনের ক্ষতি করে। ব্যবসায় নৈতিকতার দিক থেকে তা নৈতিকতা বর্জিত। তাই বলা যায়, ফলের ওপর মৌমাছি না বসায় ব্যবসায়ীদের নৈতিকতার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

ঘ উদ্দীপকের আবু সাইদের ধারণা মোতাবেক সমাজের প্রতি ব্যবসায়ের অনেক দায়বদ্ধতা যা পালন করা একান্ত আবশ্যক।
ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বলতে ব্যবসায়ের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত বিভিন্ন পক্ষের প্রতি জনকল্যাণমূলক দায়িত্ব পালন করাকে বোঝায়। এর মাধ্যমে ব্যবসায়িক ও সামাজিক সম্প্রীতি উভয়ই গড়ে ওঠে।
উদ্দীপকের আবু সাইদ বাজারে গিয়ে যে ব্যাপারটি লক্ষ্য করলেন তা ব্যবসায়ের নৈতিকতার বাইরে। ব্যবসায়ীরা এক্ষেত্রে ক্রেতা-ভোক্তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করেনি। সমাজের বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করেই ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। তাই ব্যবসায়কে সমাজের বিভিন্ন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হয়।
সমাজের অন্তর্ভুক্ত ক্রেতা-ভোক্তাদের প্রতি ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব হলো পণ্যের ভেজাল না দেওয়া, সঠিক মাপের পণ্য ন্যায্যমূল্যে দেওয়া ইত্যাদি। ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনে এগুলোর ব্যবহারে চূড়ান্তভাবে লাভবান হওয়া আবশ্যক। উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থায় আবু সাইদের মাঝে দুশ্চিন্তা ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। সুতরাং, তার ধারণা মোতাবেক সমাজের প্রতি ব্যবসায়িক দায়বদ্ধতার আবশ্যকতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ রবিন ও রনি দু'জন ডেইরি ফার্মের মালিক। রবিন তার ডেইরি ফার্মের উৎপাদিত দুধ ন্যায্যমূল্যে ভোক্তাদের মাঝে বিক্রি করেন। ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গরু মোটাতাজা করে হাটে বিক্রি করেন। অন্যদিকে রনি তার ফার্মে উৎপাদিত গরুর দুধ বেশি দামে বিক্রি করেন। অবিক্রীত দুধ ফরমালিন দিয়ে বেশি দামে বিক্রি করেন। ঈদের সময় অস্বাস্থ্যকর উপায়ে ইনজেকশন দিয়ে গরুর মোটা করে বাজারে বিক্রি করেন। *[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর]*

ক. নৈতিকতা কী? ১
খ. পরিবেশ দূষণ বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের রবিন ব্যবসায়ে মূলধন কম হলেও তৃপ্ত হন কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রনির ব্যবসায়িক কার্যক্রমটি নৈতিকতার মানদণ্ডে মূল্যায়ন করো। ৪

http://teachingbd.com

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো বিষয়ে ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি বিষয়ে বিচারের মাপকাঠিকে নৈতিকতা বলে।

খ প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদানের সাথে জীবনের যে স্বাভাবিক ভারসাম্য বিদ্যমান, কোনো কারণে তা ব্যাহত হলে বা প্রকৃতিতে তার কুপ্রভাব প্রতিফলিত হলে তাকে পরিবেশ দূষণ বলে।

পরিবেশ দূষণ মানুষসহ অন্যান্য জীবজন্তু এবং তাদের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। বিভিন্ন দূষণ ও বিষাক্ত পদার্থের মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত হয়, যা মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরা বা জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকের রবিন তার সততা ও নৈতিক মূল্যবোধের জন্য ব্যবসায়ের মূলধন কম হলেও তৃপ্ত হন।

নৈতিকতা হলো ভালো-মন্দ, উচিত ও অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিচারের মাপকাঠি। সততা ব্যক্তিকে মহৎ এবং সম্মানিত করে। আর নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

উদ্দীপকে রবিন ডেইরি ফার্মের মালিক। তিনি ডেইরি ফার্মে উৎপাদিত দুধ ন্যায্যমূল্যে ভোক্তাদের কাছে বিক্রয় করেন। আবার ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গরু মোটাতাজা করে বাজারে বিক্রয় করেন। ন্যায্যমূল্যে দুধ বিক্রয় করার কারণে ভোক্তারা সন্তুষ্ট হন। কিন্তু জনাব রবিনের মুনাফার পরিমাণ কিছুটা কম হয়। তিনি নিজের সততা এবং নৈতিকতা বজায় রেখে ব্যবসায় করায় তার মনোবল এবং সম্মান বাড়ে। তাই জনাব রবিনের ব্যবসায়ে মূলধন কম হলেও সততার কারণে তিনি তৃপ্ত হন।

ঘ রনির ব্যবসায়িক কার্যক্রমটি নৈতিকতার মানদণ্ডে অনৈতিক কাজ হিসেবে বিবেচিত।

ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত এবং ভালো-মন্দ বিচারের মাপকাঠিকে নৈতিকতা বলে। এর মাধ্যমে সঠিক না ভুল তা বিবেচনা করে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এটি মানুষের একটি মহৎ, বুদ্ধি দীপ্ত গুণ।

উদ্দীপকে রনি তার ফার্মে উৎপাদিত দুধ বেশি দামে বাজারে বিক্রি করেন। অবিক্রীত দুধ তিনি ফারমালিন দিয়ে পরবর্তীতে বেশি দামে বিক্রি করেন। ঈদের সময় অস্বাস্থ্যকর উপায়ে ইনজেকশন দিয়ে গরু মোটাতাজা করে বাজারে বিক্রি করেন।

উদ্দীপকে রনি অসৎ কাজের সাথে জড়িত। তিনি ক্রেতাদের ঠকিয়ে বেশি মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করেন। ক্রেতা বা ভোক্তাদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা না করে তিনি অস্বাস্থ্যকর দুধ সরবরাহ করেন। এছাড়াও ফরমালিন মিশিয়ে মানুষের ক্ষতি সাধন করেন।

রনি অতিরিক্ত মুনাফার আশায় সব কাজে অসৎ উপায় অবলম্বন করেন। তিনি ভালো মন্দের বিচার না করে নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখেন। যা নৈতিকতার পরিপন্থী কাজ। তাই বলা যায়, জনাব রনি নৈতিকতা মানদণ্ডে অর্থনৈতিক কাজের সাথে জড়িত।

প্রশ্ন ▶ ২৮ AR লি. একটি বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি সুনাম অর্জন ও মুনাফা বাড়াতে কিছু সমাজসেবামূলক প্রকল্প হাতে নিচ্ছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি চালু করতে যাচ্ছে। এতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরে এ কাজের সমালোচনা শুরু হয়; কিন্তু প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি নিয়ে ভাবছে না বরং এ কাজের ফলে আরও মুনাফা বৃদ্ধির প্রত্যাশা করছে। *[চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ]*

ক. BSTI কী? ১

খ. ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত AR লি.-এর শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প ব্যবসায়ের কোন দায়িত্বের উদাহরণ? কেন? ৩

ঘ. উল্লিখিত শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠান লাভবান হবে কী? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BSTI হলো Bangladesh Standards and Testing institutes যা পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে কাজ করে।

খ কোনো উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য বা সেবাকে অন্যের উৎপাদিত পণ্য থেকে পৃথক করার জন্য যে মার্ক ব্যবহার করা হয় তাকে ট্রেডমার্ক বলে।

ট্রেডমার্ক রেজিস্টার্ড মালিককে একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করে। অন্য কোনো কোম্পানি এ মার্ক বা প্রতীক ব্যবহার করলে তার বিরুদ্ধে ট্রেডমার্ক নকল করার দায়ে আদালতে মামলা করে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায়। তাই ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত AR লি.-এর শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্বের উদাহরণ।

সমাজ থেকে প্রাপ্ত সুবিধার বিপক্ষে সমাজের প্রতি ব্যবসায়ের দায়িত্বই হলো ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব। ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনায় সমাজের বিভিন্ন পক্ষের অবদান থাকে। তাই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণে কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকের AR লি. কিছু সমাজসেবামূলক প্রকল্প হাতে নিচ্ছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে শিক্ষা বৃত্তি চালু করতে যাচ্ছে। এর ফলে গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা তাদের পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারবে। ফলে সমাজে শিক্ষা প্রসার ঘটবে এবং সামাজিক উন্নয়ন হবে। তাই AR লি.-এর শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠান অবশ্যই লাভবান হতে পারে।

সমাজ থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে এর কল্যাণের জন্য কাজ করা ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে ব্যবসায়ের ব্যয় বাড়তে পারে। তবে সামাজিক দায়িত্ব পালনের ফলে ব্যবসায়ের সুনাম সৃষ্টি হয় যা ক্রেতা ও ভোক্তার কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে।

উদ্দীপকের AR লি. তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সুনাম ও মুনাফা বাড়াতে সামাজিক দায়িত্ব পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এজন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে দরিদ্র মেধাবী শিশুদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি চালু করতে যাচ্ছে। এ নিয়ে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সমালোচনা হলেও প্রশাসন এ থেকে মুনাফা বাড়ানোর প্রত্যাশা করছে।

কারণ এরূপ সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ঐ প্রতিষ্ঠানটির সুনাম বাড়বে, ব্যবসায়ের প্রচার হবে, সমাজের লোকজনের সাথে ব্যবসায়ের সম্পৃক্ততা বাড়বে। ফলে ব্যবসায়ের বিক্রয় বেড়ে যাবে এবং অধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব হবে। তাই উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভজনক হতে পারে।

http://teachingbd.com

অধ্যায়-১২: ব্যবসায় নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

৩৫৬. বাংলাদেশে কোন ব্যাংক CSR-এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে রয়েছে? (অনুধাবন) *[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক গ্রামীণ ব্যাংক খ যমুনা ব্যাংক
গ সোনালী ব্যাংক ঘ ডাচ্-বাংলা ব্যাংক **ঘ**

৩৫৭. কোনটি ব্যবসায়িক মূল্যবোধের পরিচায়ক? (জ্ঞান) *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা; ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ]*
ক দীর্ঘসময় পণ্য মজুদ রাখা
খ জনগণকে পণ্যের ভালো দিক সম্পর্কে জানানো
গ ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি
ঘ পণ্য উৎপাদনের সাধারণ উপকরণের ব্যবহার **গ**

৩৫৮. নিচের কোনটি সুশাসনের অভাবে ঘটে থাকে? (অনুধাবন) *[সরকারি এমএম সিটি কলেজ, খুলনা]*
ক সরকারি পাওনা ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়
খ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুদের হার বৃদ্ধি পায়
গ ভেজাল পণ্যের সহজলভ্যতা হ্রাস পায়
ঘ ভেজাল পণ্যের বাজারে প্রবেশ রহিত হয় **ক**

৩৫৯. ব্যবসায় জগতে সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে কোনটি? (অনুধাবন) *[সরকারি এমএম সিটি কলেজ, খুলনা]*
ক সামাজিক প্রথা খ সাংস্কৃতিক
গ নৈতিক মূল্যবোধ ঘ আইন **গ**

৩৬০. কার্যক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি সমাজের কোন পক্ষের প্রতি ব্যবসায়ের দায়িত্ব পালন বুঝবে? (জ্ঞান) *[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ]*
ক স্বগোত্রীয় ব্যবহার খ সরকার
গ সাধারণ জনগণ ও ভোক্তা
ঘ শ্রমিক **ঘ**

৩৬১. নিচের কোনটি বিনিয়োগকারীদের প্রতি ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব পালন? (অনুধাবন) *[সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম]*
ক পরিবেশ বান্ধব পণ্য উৎপাদন
খ সংগৃহীত মূলধন যথাযথভাবে ব্যবহার
গ বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনার ব্যবস্থা
ঘ বণিক সভার সদস্য হওয়া **খ**

৩৬২. খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ নিচের কোনটির কারণে মানুষ করে থাকে? (অনুধাবন) *[চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ]*
ক নৈতিকতার অভাব
খ ব্যবসায়ের মূল্যবোধের অভাব
গ জ্ঞানের অভাব
ঘ দরিদ্রতা **খ**

৩৬৩. আরএফএল হোম মেকার 'অফ দি ইয়ার' প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেরা গৃহিণী বাছাইয়ের আয়োজন করে। তাদের এ আয়োজন কীসের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ) *[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*
ক সামাজিক দায়িত্বের
খ মুনাফাভোগী স্বভাবের
গ রাজনৈতিক দায়িত্বের
ঘ সাংস্কৃতিক দায়িত্বের **ক**

৩৬৪. দেশ তথা সমগ্র জাতি ক্ষতিগ্রস্থ হয় কীভাবে? (উচ্চতর দক্ষতা) *[বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*
ক ব্যবসায়ীদের অদক্ষতায়
খ ব্যবসায়ীর নৈতিকতা বিবর্জিত হলে
গ বিদেশি বাণিজ্যের অগ্রাসন হলে
ঘ ব্যবসায়িক চিন্তাধারার ভিন্নতা **খ**

৩৬৫. ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে কোনটি বোঝায়? (অনুধাবন) *[বরেন্দ্র কলেজ, রাজশাহী]*
ক অতিরিক্ত মুনাফা নিয়ে মানসম্মত পণ্য বিক্রয়
খ পণ্য বিক্রয়ে ছাড় প্রদান করা
গ ক্রেতাদের সম্মান করা
ঘ সমাজের কল্যাণকর কাজে অংশ নেয়া **ঘ**

৩৬৬. অনন্ত জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সামগ্রী সংগ্রহ করে তা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ করে। অনন্তের কাজের মধ্যে কী রয়েছে? (প্রয়োগ) *[শহীদ রামিজউদ্দিন কলেজ, ঢাকা ক্যান্ট]*
ক সামাজিক দায়বদ্ধতা খ সামাজিক উন্নয়ন
গ চিন্তাশীলতা ঘ জনহিতকর কাজ **ক**

৩৬৭. আজাদ ভবিষ্যতে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা জেনেও ভোক্তাদের কাছে ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি করেন। আজাদ কীসের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছে? (অনুধাবন) *[শহীদ রামিজউদ্দিন কলেজ, ঢাকা ক্যান্ট]*
ক রাষ্ট্রের প্রতি খ সমাজের প্রতি
গ ক্রেতার প্রতি ঘ শ্রমিকদের প্রতি **খ**

৩৬৮. সাহেব আলী একজন ব্যবসায়ী। তার ব্যবসায়িক জ্ঞানবোধ এবং আচরণ সকলের জন্য অনুকরণীয়। তার এ মূল্যবান এবং অনুকরণীয় জ্ঞানবোধ ও আচরণকে কী বলে? (প্রয়োগ) *[শাহজাদপুর সরকারি কলেজ, পাবনা]*
ক নৈতিকতা খ সততা
গ মূল্যবোধ ঘ ব্যবসায়িক মূল্যবোধ **ঘ**

৩৬৯. রহিম তার প্রতিষ্ঠানের ময়লা খোলা জায়গায় ফেলে এবং তার কারখানা থেকে কালো ধোঁয়া বের হয়। এর দ্বারা কী দূষিত হয়? (প্রয়োগ) *[বরেন্দ্র কলেজ, রাজশাহী]*
ক বায়ু খ শব্দ
গ পানি ঘ মাটি **ক**

Teachingbd.com

৩৭০. ব্যবসায়িক মূল্যবোধ বলতে বোঝায় — (অনুধাবন)
[মিরপুর গার্লস আই. ল্যাব. ইনস্টিটিউট, ঢাকা]
i. ব্যবসায়ীর মূল্যবান আচরণ
ii. ব্যবসায়ীর অনুকরণীয় আচরণ
iii. ব্যবসায়ীর স্থায়ী আচরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৩৭১. ব্যবসায়ের নৈতিকতার মধ্যে পড়ে — (অনুধাবন)
[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
i. পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা
ii. জনকল্যাণে অবদান রাখা
iii. শিল্প আইন মেনে চলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৩৭২. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে 3R-এর অন্তর্ভুক্ত হলো — (অনুধাবন) *[ঢাকা কমার্স কলেজ]*
i. Reduce ii. Reshuffle
iii. Recycle
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৭৩ ও ৩৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
আলী আহাম্মদ একজন শিল্পপতি। তিনি বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে কারখানার বর্জ্য সংরক্ষণ করেন এবং সার উৎপাদনে ব্যবহার করে লাভবান হন।
[ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ]

৩৭৩. আলী আহাম্মদ পরিবেশের কোন উপাদানটি সংরক্ষণ করেছেন (প্রয়োগ)
ক বায়ু খ পানি
গ মাটি ঘ শব্দ **খ**

৩৭৪. আলী আহাম্মদ কর্তৃক যেসব সামাজিক দায়িত্ব পালিত হচ্ছে— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. পরিবেশ দূষণ রোধ
ii. উৎপাদন বৃদ্ধি
iii. মুনাফা বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৭৫ ও ৩৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
মি. সাহিন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী ও বড় রপ্তানিকারক। গার্মেন্টস কারখানার পাশেই তিনি শ্রমিকদের জন্য থাকার ব্যবস্থা ও পাশেই স্কুল করেছেন। কিন্তু তার এ কাজে কিছু শিল্প মালিক অসন্তুষ্ট।
[শহীদ রমিজউদ্দিন কলেজ, ঢাকা ক্যান্ট.]

৩৭৫. মি. সাহিন স্কুল প্রতিষ্ঠা করে কাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছেন? (প্রয়োগ)
ক শ্রমিক-কর্মী খ সাধারণ সম্প্রদায়
গ সরকার ঘ ক্রেতা ও ভোক্তা **খ**

৩৭৬. মি. সাহিনের কাজে কিছু শিল্প মালিক অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণ — (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে তারা সচেতন নয়
ii. সাহিন ব্যবসায় খারাপ করবে ভেবে তারা সংকিত
iii. সাহিনের সামাজিক মর্যাদা লাভে তারা সন্তুষ্ট নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৭৭ ও ৩৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
মি. রহমান গ্রাম থেকে সবজি কিনে শহরে এনে বিক্রি করেন। তিনি সবজিতে কখনও রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার করেন না এবং নিজেও তা কেনেন না। *[শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]*

৩৭৭. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. রহমানের ব্যবসায়টি কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে? (প্রয়োগ)
ক কালগত খ ঝুঁকিগত
গ স্থানগত ঘ রূপগত **গ**

৩৭৮. উদ্দীপকে বর্ণিত রহমানের সবজিতে রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার হতে বিরত থাকার কারণ হলো — (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ব্যক্তিক মূল্যবোধ
ii. সামাজিক মূল্যবোধ
iii. ধর্মীয় মূল্যবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৭৯ ও ৩৮০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
মামুন সাহেব একজন ফল ব্যবসায়ী। মৌসুম অনুযায়ী তিনি সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে ফল কিনে তা খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করেন। তিনি অন্য ব্যবসায়ীদের দেখাদেখি ফল সংরক্ষণ করার জন্য ফরমালিনসহ বিভিন্ন রাসায়নিক ব্যবহার করেন। তিনি জানেন না এ রাসায়নিক মানবদেহের জন্য কতটা মারাত্মক হতে পারে। *[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

৩৭৯. মামুন সাহেবের কর্মকাণ্ডে ব্যবসায়ের কোন দিকটি অনুপস্থিত? (প্রয়োগ)
ক নৈতিকতা খ সামাজিকতা
গ মূল্যবোধ ঘ বৈধতা **ক**

৩৮০. মামুন সাহেবদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের পিছনে যুক্তি থাকতে পারে — (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অধিক মুনাফা অর্জন
ii. ব্যবসায়িক ঝুঁকি হ্রাস
iii. পণ্যের গুণাগুণ ধরে রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ঘ i, ii ও iii **খ**

Teachingbd.com